উৎসবে চাঁদা ও যোগদান জন্ম মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বড়লাট বাহাদুরের ধন্যবাদ-পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থপ্রকাশের মাসিক বিবরণ।

গত ৮ই আষাঢ় প্রথম মাসিক অধিবেশনে গ্রন্থ-প্রকাশ-কার্য্যের যে বিবরণ দেওয়া হয়, তাহা প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত ২০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে এই বিভাগের কার্য্য নিম্নোক্তরূপে অগ্রসর হইয়াছে;—

১। ঊনবিংশ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণ,—ইহার ১৬ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে। বাকী অংশ আগামী ভাদ্র মাসে ছাপা শেষ হইয়া যাইবে।

২। শ্রীভাষ্য,—তৃতীয় খণ্ডের ৯ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ইহার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পূজার মধ্যেই এই খণ্ডের অর্দ্ধাংশ ছাপা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী,—পূর্ব্বে ৯ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছিল, গত আষাঢ় ও শ্রাবণে আরও ৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৪। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন,—মূলভাগের ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে, মোট ৫০ ফর্ম্মায় ৪০০ পৃষ্ঠায় মূলাংশ শেষ হইয়াছে, পূজার পর ইহার পরিশিষ্টাংশের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৫। বাঙ্গালা শব্দকোষ,—গত দুই মাসে আরও ৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ইহাতে ত-বর্গের দ-কার চলিতেছে।

৬। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা,—গত দুই মাসে এক ফর্ম্মা মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সম্পাদক রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন। প্রুফসংশোধক পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ ভাটপাড়ায় থাকেন। অতএব বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী।

৭। ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল,—ইহার আরও ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৮। অনিলপুরাণ,—ইহার আর এক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৯। প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর তালিকা,—এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। অমূল্য বাবু তাঁহার সাহায্যে এই দুই মাসে তিন শতাধিক গ্রন্থের বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় স্থগিত বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়— ১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল
,, মহেশচন্দ্র আতর্থী
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
,, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
,, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, প্রবোধচন্দ্র দে এফ আর এচ এস
,, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বিএ, বিএস সি
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, মন্মথনাথ বসু
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচডি
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
,, ক্ষেত্রমোহন ভড়
,, সতীশচন্দ্র মজুমদার
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র
,, রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
,, পুলিনবিহারী দত্ত
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, করুণাচন্দ্র মজুমদার
,, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়
,, যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
,, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র
,, শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত
,, অমরচন্দ্র ঘোষ
,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র বিএল্
,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শচীন্দ্রকুমার কুণ্ডু
,, মতিলাল বসু
,, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, সুরেশচন্দ্র সরকার
,, তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী
,, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
,, বীরেন্দ্রনাথ সিংহ
,, রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য
„ অখিলকৃষ্ণ শীল
„ প্রবোধগোপাল বসু
„ বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত
„ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ শচীন্দ্রকুমার বসু
„ ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার
„ বিপিনবিহারী সেন
„ শিবকুমার বসু
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ শ্যামাচরণ সরকার
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ গোপালকৃষ্ণ মিত্র
„ রবীন্দ্রনাথ বসু
„ মন্মথনাথ ঘোষ
„ নকুড়চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধনে সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন এবং সংক্ষেপে এই সভার জন্য পূর্ব্বে যে দিনস্থির হইয়াছিল এবং যে কারণে সে দিন অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগ্মিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, চিত্তের দৃঢ়তা এবং সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যান-শক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ;—

"রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত ও অন্যান্য অনেক সদ্‌গ্রন্থের লেখক, প্রাচীন সাহিত্যসেবী, আধুনিক বঙ্গসমাজের অন্যতম চিন্তানায়ক বাগ্মিবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গদেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম্, এস মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দর্শককে সকল বিষয় প্রাঞ্জলরূপে বুঝাইতে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার বক্তৃতারাশি সংগৃহীত হইলে একখানি বিপুলায়তন উপাদেয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হইতে পারে। তিনি আমাদের পরম ভক্তির পাত্র ছিলেন। আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।"

তৎপরে রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নিজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবের সম্পর্কে বলিলেন,—তাঁহাকে কেবল সুবক্তা ও সুলেখক বলিলেই তাঁহার গৌরব করা হয় না। তাঁহাতে এমন একটা শক্তি ছিল যে, যাহা তিনি ভাবিতেন, তাহাই তিনি লেখায় ও বক্তৃতায় জোরের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতেন এবং পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারিতেন নগেন্দ্রনাথ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। রামমোহন কেশবচন্দ্রের যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, সেখানে ত্যাগের কিছু প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে ত্যাগীর প্রয়োজন হইয়াছিল আর নগেন্দ্রনাথ নানাদিকে সে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ব্রাহ্মসমাজের একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ হইয়া আছে। তিনি লেখায় যাহা ফুটাইয়া গিয়াছেন, নিজ জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন এবং অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই শোকপ্রকাশক ও সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র তাঁহাদিগকে পাঠাইবার প্রস্তাব করিতেছেন।"—এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন,—নানা স্থানে, নানা ভাবে, নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি, সে কালে যাঁহাদের লেখায় খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ফুটিত, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমরা যাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, দশ জনে মিলে যদি তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, তবে তাঁহাদের পরিবারস্থ যাঁহাদের শোক হইয়া থাকে, তাঁহাদের শোকেও একটা তৃপ্তি আসে এবং তাহা অপনোদনেরও একটা পথ হয়। এই জন্যই আমরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্রগণের বিয়োগে এমন করিয়া সভা-সমিতি করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকি। নগেন্দ্রনাথ ইহ-জীবনে যে চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইয়াছিল। সুলেখক, সুতার্কিক নগেন্দ্রনাথের মত পূর্ব্বপক্ষ করিতে সমর্থ ব্যক্তি বড় বড় নৈয়ায়িকের মধ্যেও কম দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে কয়জন বাঙ্গালায় কলম ধরিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা খাঁটি বাঙ্গালায় বলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ ও নগেন্দ্রনাথই সকলের শ্রেষ্ঠ। খাঁটী বাঙ্গালায় নগেন্দ্রনাথের ও আচার্য্যের শক্তি অদ্ভুত বিকশিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের ত্যাগের মহিমা কত, তাঁহার ত্যাগের মূল্য কি, তা তাঁর যুগের লোক ব্যতীত বুঝিতে পারিবে না। বাঁশবেড়ের চাটুর্য্যেদের বাড়ীর ছেলে—মান-মর্য্যাদায় অতুলনীয় বংশের ছেলে, কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে—ধনে মানে আঢ্যমান ঘরের ছেলে, ধর্ম্মের জন্য—নিজের ব্রতরক্ষার জন্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সমাজের বাহিরে আসিয়া যে জ্বালা সহিয়াছিলেন, তাহা এখনকার লোকে বুঝিবে না। তখনকার সমাজের রাগ-দ্বেষ-জিঘাংসা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য তিনি সকল নির্য্যাতন সহিয়া বীরের ন্যায়

কাটাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে তিনি ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, প্রাণে প্রাণে তাহা অতিমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাই সকল অবস্থায়, সকল স্থানে, সকল উৎপীড়নের, দুঃখের, কষ্টের মধ্যেও তাহার শ্লাঘা করিতেন, তাহার মহিমা প্রচার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মিসনরি, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তিমান্ ব্যাখাতা ছিলেন। এখনকার দিনে তেমন দৃঢ়চিত্ত লোক কৈ? সেই জন্য দুঃখ হয়, আমাদের মধ্য হইতে এমন সকল পুরুষসিংহের লোপ হইতেছে। আমরা আজ সমবেত ভাবে নগেন্দ্র বাবুর পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের তেমন না হউক, তেমন উপাদানের লোক আমাদের দিন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—পাঁচকড়ি বাবু যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই আমার অনুমোদিত। নগেন্দ্র বাবু যেখানে যাইতেন, সেইখানেই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মিশনরী ও ব্যাখাতা হইয়া যাইতেন, এমন নহে; যেখানে সে ভাবে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না, সেখানে অমায়িক বন্ধুভাবে যাইতেন এবং সেখানে তাঁহার যে কোন সাহায্য প্রয়োজন হইত, তাহা করিতেন। ভাষার সরলতা, ব্যাখ্যার বিশদতা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার কোন আসন ছিল না। ইংরাজিতে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় গ্রাম্য কথার আলোচনা হইত, তাহা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ বিপুল জনসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিত না। যাহাদের প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য বলা হইত, তাহারা বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত থাকিলেও কিছু বুঝিত না। কৃষ্ণনগরে প্রথমে বাঙ্গালায় রাজনীতির কথা বলা আরম্ভ হয়, নগেন্দ্রনাথ বক্তা ছিলেন। তদবধি আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এখন mass পিছনে পড়িয়া থাকে না। নগেন্দ্রনাথের এই কার্য্য জাতীয় জীবনে কম কার্য্য নহে। তাঁহার "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত" উপাদেয় গ্রন্থ। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ছিলই না। ঐখানি এখন আমাদের সাহিত্যের একখানি standard Work হইয়াছে। উহার পরবর্ত্তী জীবন-চরিতগুলি উহারই আদর্শে লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ বইখানি এই শ্রেণীর গ্রন্থের পথপ্রদর্শক। এরূপ মনীষাসম্পন্ন গ্রন্থকার ও কর্ম্মবীরের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ আজ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্ক কেমন করিয়া হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, নগেন্দ্র বাবু তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কাগজে লিখিতেন। তিনি নিজের মতের জন্য আজন্ম পৈতৃক-সমাজের বিদ্রোহী ছিলেন। সিংহশাবক কখনও কোথাও মাথা নোয়াইয়া চলেন নাই, কাজেই তাঁহার লেখা orthodox কাগজে স্থান পাইত না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময় "সমদর্শী" নামে কাগজ বাহির করিতেন। নগেন্দ্রনাথ তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার ন্যায় খাঁটী স্বাধীনতালোলুপ বাঙ্গালী আর দেখি নাই। প্রথম যৌবনে তাঁহাকে যেমন স্বাধীনচেতা দেখিয়াছিলাম, আমরণ তাঁহার সেই ভাব বজায় ছিল। ছলা-কলা-

কৌশল তিনি জানিতেন না, বুঝিতেন না। সোজাসুজি যাহা বুঝিতেন, সোজাসুজি তাহাই বলিতেন। সত্য কথা বলিতে হইবে বলিয়া যে লাঠিমারা কথা বলিতেন, তাহা নয়; যাহা বলিতেন, তাহা রসসিক্ত করিয়াই বলিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুরসিক ছিলেন, তাঁহার কথায় হাসিতে হইত, তাঁহাকে দেখিলেও হাসিতে হইত। মিষ্ট ভাবের সঙ্গে তাঁহার যুক্তিপ্রবণতা শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তখন বঙ্গদর্শনের যুগ। তিনি বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তাঁহারই কাছে আমরা বঙ্কিমপ্রসঙ্গ শুনিতাম। তিনি সাধারণীতেও লিখিতেন। তাঁহার লেখাকে বঙ্কিম বিশেষ আদর করিতেন; বলিতেন,—"যদি unalloyed বাঙ্গালা, তবে নগেন্দ্র চাটুর্য্যের লেখা পড়িও" (৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন)। তখন সাহিত্যে মেো-সাহেবী ছিল না। এই সকল কথা বলিয়া বিপিনবাবু জানাইলেন যে, কোন বন্ধু নগেন্দ্রবাবুর স্মৃতি রক্ষার অনুষ্ঠানে ১০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন।—সকলে আনন্দ সহকারে এই দানের সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন,—

"স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি ভার অর্পিত হউক।"—এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন,—নগেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হয়। ২৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপদেশাদি দিতেন। ছাত্র যুবকবৃন্দের মধ্যে তিনি এমন করিয়া মধুরভাবে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন যে, এখনও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে সকল স্মরণ করেন। আমরা যখন বি এ পড়ি, তখনও লোকে এমন করিয়া নাম করিত, যেন তিনি তখনও সেখানে উপস্থিত, বাস্তবিক কিন্তু তিনি তাহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাও যেমন সরল, যুক্তিও তেমনি সরল। সহজভাষায় লেখার ক্ষমতা এবং সহজ যুক্তিতে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ভাব তিনি কাহারও নিকট ধার করিয়া লইতেন না, যাহা তাঁহার হৃদয়ে উঠিত, তাহা সমর্থন করিতেন, সহজ যুক্তি ও সরল ভাষার অভাব তাঁহাকে কোন দিন ভোগ করিতে হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ত্তব্যকে কিছুতে দূরে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজ পুত্রের কুষ্ঠরোগে তিনি যে প্রকার সেবা করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিতেন, তাঁহারাই শিহরিয়া উঠিতেন। এরূপ সাধু ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন,—নগেন্দ্রবাবু সাহিত্যের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি জীবনটাকে ধর্ম্মময় করিয়া ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সরলতা ও উদারতার সঙ্গে তিনি নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখার সরলতায় ও উদারতায় তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে বলিলেন,—নগেন্দ্র বাবুর গুণকথা অনেকেই বলিলেন, একটা বিষয়ে আমি কিছু পরিচয় দিব। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি পৈতৃক সমাজ ত্যাগ না করিলে তাঁহাকে কোন রকম অভাবে পড়িতে হইত না ; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে আত্মীয়তার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি ধর্ম্মের জন্য ইচ্ছাসুখে সে আত্মনিগ্রহ বাছিয়া লইয়াছিলেন, শত শত বিপদে ও বাধায় পড়িয়াও তিনি সে সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। ধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল বলিয়া প্রথম যৌবনে পিতৃগৃহে অর্থস্বাচ্ছল্য স্বত্বেও যথেষ্ট দারিদ্র্য-ভোগ করিয়া সন্তুষ্টহৃদয়ে কাল কাটাইতেন। অভাবের উৎপীড়নে তাঁহাকে মলিন করিতে পারিত না। তাঁহার আত্ম-সম্মানজ্ঞান ছিল, বন্ধুবান্ধবকে জানিতে দিতেন না যে, তিনি কষ্টে আছেন, তিনি উত্তম লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতের মতই সারাজীবনে কখনও নত হন নাই। তিনি অতি সুরসিক ছিলেন। নিমন্ত্রণাদিতে তাঁহার উপস্থিতি অতিমাত্র আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার রসালাপ জমিত ভাল ; কিন্তু রসভাবে জিত হইত নগেন্দ্রনাথের। গত ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়া একদিনও বাঁচিতে হয় নাই। আমি তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় গৌরব অনুভব করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্রনাথের গুণগরিমার কথা অনেক বলা হইয়াছে। বহুকাল হইতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম। ১২৭৭ সালে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। তখন নগেন্দ্রনাথ কাঁটালপাড়ায় যাইতেন এবং বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে কি রকমে তাহার Federation হইবে, এইরূপ নানা কথা-বার্ত্তা হইত। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার দোষ মিটাইয়া লিখিতেন। তাঁহার যুক্তি-তর্ক এত সুন্দর ও সহজ ছিল যে, মুগ্ধ হইতে হইত এবং প্রতিপক্ষকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইত। কুচবিহার বিবাহের পর তাঁহার সহিত আমার একবার রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বাধিয়া যায়। ৪।৫ ঘণ্টা তর্কের পর তিনি আমায় আদর করিয়া কোলাকুলি করেন। তাঁহার উদারতাও এমন মুগ্ধকর ছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা সুখী হইব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। অধ্যাপক-সদস্য নিয়োগ। ৫। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এমএ, বিএল মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীস মহাশয়ের প্রদত্ত একটি তাম্রমুদ্রা। (৬) প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঁকুড়া-দর্শন", (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের "বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের পূর্ব্বতন রাজপাট" এবং "শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দ্দন" এবং (গ) শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের "স্থানভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ" নামক প্রবন্ধ। ৭। শোকপ্রকাশ,—৺মোহনবিহারী আঢ্য মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিসভা ভঙ্গের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইল।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন ৭১ বীডন ষ্ট্রীট, শ্যামাদাস ঔষধালয়।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ, এম্ আর এ এস, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা।
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর।
শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রী প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট, কোচবিহার।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, বিএল, মুন্সেফ, কুমিল্লা।
"	শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ	মৌলবী আতাহার রহমান বিএ, সেটেলমেন্ট অফিসার, কীর্ত্তিপুর, এড়োয়ালী পোঃ, মুরশিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এচ্, এল্. এম্. এস, ৫০ রসারোড, নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীকালীচরণ মণ্ডল Civil Hospital Astt. Bongong Charitable Dispensary, বনগাঁ, যশোহর।
,,	,,	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, বোলপুর সিটি।
,,	,,	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ফয়জাবাদ সিটি।
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সাহারাণপুর।
,,	,,	শ্রীবসন্তকুমার বসু বিএল, দি মল, কানপুর সিটি।
,,	,,	শ্রীপ্রয়াগনারায়ণ মিশ্র, উকীল, কানপুর সিটি।
,,	,,	শ্রীহরিকেশব সান্যাল এম্‌এ, অধ্যাপক, বেনারস সিটি।
,,	,,	শ্রীঅভয়াচরণ সান্যাল এম্‌এ, অধ্যাপক, সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ, বেনারস সিটি।
,,	,,	শ্রীবনওয়ারিলাল বসু সবরেজিষ্ট্রার, গদখালি, যশোহর।
,,	,,	ডাঃ কে, এন, বসু সিভিল সার্জ্জন, জৌনপুর, গবর্ণমেণ্ট চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী।
,,	,,	শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, হেড মাষ্টার, গবর্মেণ্ট এচ্ ই স্কুল, জৌনপুর সিটি।
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভামানী C/o রথ ব্রাদার্স, কানপুর সিটি।
,,	,,	শ্রীঅঘোরনাথ মিত্র Hospital Astt. Ry. Dispensary E. I. Ry. কানপুর।
,,	,,	শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী, কোল মার্চ্চেণ্ট; কুপারগঞ্জ, কানপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কোল মার্চ্চেণ্ট, রেলবাজার, কানপুর।
„	„	শ্রীশচন্দ্র বসু, কোল মার্চ্চেণ্ট ধানবাদ, মানভূম।
„	„	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মল্লিক ষ্টেসন মাষ্টার—বাগদেহি, বি, এন, আর।
„	„	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টেসন মাষ্টার—ঝিকরগাছা, যশোহর।
„	„	শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ষ্টেসন মাষ্টার—গোবরডাঙ্গা, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীভীষ্মদেব দাস বিএল, উকীল, ভাঙ্গা, বরিশাল।
„	„	শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল মটকাগারা, সামটা, যশোহর।
„		শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ বসন্তপুর যাদবপুর, যশোহর।
„	„	শ্রীমন্মথনাথ মণ্ডল হাজিপুর, কুলারা, খুলনা।
„	„	শ্রীগিরিশচন্দ্র মণ্ডল হাজিপুর, কুলারা, খুলনা।
„	„	সর্দ্দার ধরণীধর মৈত্রেয় C/o লেট সর্দ্দার গদাধর মৈত্রেয় সমাজপতি হাউস, রংমহল নূতনগ্রাম, যশোহর।
„	„	শ্রীদর্পনারায়ণ মহলাদার পুরভাঙ্গা, যশোহর।
„	„	শ্রীধর্ম্মচাঁদ বিশ্বাস মনোহরপুর, রজিয়া, যশোহর।
„	„	শ্রীনন্দলাল বিশ্বাস মিনার্ভা থিয়েটার।
„	„	শ্রীখেতিরাম সিংহ, কণ্ট্রাক্টর, ক্যানাল বিভাগ, কুতুড়া, মহারাজপুর, কানপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামতারণ চক্রবর্ত্তী হেড ক্লার্ক, নেশানাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কানপুর।
"	"	শ্রীএককড়িনাথ মুখোপাধ্যায় এজেন্ট, বাইজল কোং, আগ্রা।
"	"	শ্রীরামধন তরফদার হরিদাসপুর, বনগ্রাম।
"	"	শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস কাটিয়ালি, মেগাঁ, যশোহর।
"	"	শ্রীকেশবলাল দাস পুটমাটি, বনগ্রাম, যশোহর।
"	"	শ্রীপিঞ্জরুদ্দিন মণ্ডল পুরাতন গ্রাম, বনগ্রাম।
"	"	জে, এন, লাহিড়ী, কানপুর।
"	"	জি, বসু স্কোয়ার, বোম্বাই।
"	"	ডাঃ সি, কে, বি ধন্বন্তরী কাশ্মীর হোটেল, সীতারাম বিল্ডিং, বোম্বাই।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত সম্পাদক—হিতবার্ত্তা, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীতারকনাথ দাস মুহুরী নাটুদহ, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস দাস, ঐ
"	"	শ্রীউমাচরণ বিশ্বাস পাঞ্চাপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।
"	"	শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস ঐ
"	"	শ্রীজগবন্ধু হালদার ৫ গরিফ্‌স্ লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীকেশবচন্দ্র সিংহ শিক্ষক, বালওয়াল্‌টা, রাজপুতানা।
"	"	শ্রীশোভাচরণ সরকার নাটুদহ, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, ২৬ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী এম্‌এ, বিএল্, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার রায়, রূপগঞ্জ, নড়াইল।
„	„	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী অরণ্য-কুটীর, আসানসোল।
„	„	শ্রীভগবান্ তেওয়ারী শিক্ষক, ঝরমগরা, থাসুগাদা, সম্বলপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	„	শ্রীমুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক—বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেরাদুন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু ১৬।১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুকুমার দত্ত এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
„	„	শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্‌এ, বিএল্ ৬৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
„	„	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
„	„	শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্‌এ অধ্যাপক—রিপণ কলেজ।
„	„	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে এম্‌এ, বিএল্ ১৫।১ গোবিন্দ সরকারের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	„	শ্রীরাধাবিনোদ রায়, গোরক্ষপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক—সাহিত্য-সম্মিলন, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওভাঙ্গা, রংপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীকালিদাস দত্ত ২০।২ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণধন বিশ্বাস দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীমহিমচন্দ্র রায়, আমমোক্তার দৌলতপুর, বেনাপোল, যশোহর।
"	"	শ্রীকান্ত রায়, ঐ
"	"	শ্রীধর্ম্মচাঁদ মজুমদার, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী বিশ্বাসের বাড়ী, ঐ।
"	"	শ্রীলোকনাথ বসু ছোটআঁচড়া, বেনাপোল, যশোহর।
"	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ৪৪।১ আমহার্ষ্ট রো, "অভয়া আশ্রম"।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ গোঁসাই দুর্গাপুর, নদীয়া।
"	"	শ্রীরাধাগোবিন্দ গোস্বামী ২৬ বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস ৩৮ চেতলা রোড, আলিপুর।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক—"ত্রিবেণী", ইটিণ্ডা, ২৪ পরগণা।
শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত ৮৩ বিডন-ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	মহারাজ শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বিএ ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কুমার শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ জমীদার, কেঁচকাপুর, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়, তালুকদার বোথাই সেড়াদোল, মেদিনীপুর।
শ্রীকামিনীনাথ রায়	"	কাজি মহম্মদ ওয়াজী জমীদার, কুসুমগ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, ২৫।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্‌এ, বিএল্ ৩২ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, গয়ানহাটা।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, বিএল্ ১৩।১ ডালিমতলা লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীত্র্যম্বক রায় ১৪ বুদ্ধু ওস্তাগরের লেন, হ্যারিসন রোড পোঃ।
শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, উকীল গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রংপুর।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রংপুর।
„	„	কুমার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কোঙর পাঙ্গা, রংপুর।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় বিএ ৪৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
আর্য্যসাহিত্য-সমিতি	১। সাধু ম্যাথু
শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির	২। রত্নমালা
„ ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী	৩। সতী-শতক (১ম ও ২য় খণ্ড)
	৪। রত্নশতকম্
	৫। সুনীতি-শতকম্
রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্‌এ, বিএল্	৬। ঋক্‌বেদভাষ্যোপদ্‌ঘাতপ্রকরণ
	৭। ব্রহ্মসূত্র
	৮। আমিত্বের প্রসার (২য় খণ্ড)
	৯। সাংখ্যকারিকা
	১০। পরিব্রাজক-সূক্তমালা
	১১। পল্লীস্বাস্থ্য
	১২। নমঃশূদ্রাচার-চন্দ্রিকা
	১৩। উপবাস

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল	১৪। কাশীখণ্ড (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহিত্যসুমনমালা	১৫। ছায়া (হিন্দী)
	১৬। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য (হিন্দী)
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৭। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ
„ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী	১৮। মন্দিরা
„ তারানাথ রায়চৌধুরী	১৯। মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?
„ বরদাপ্রসাদ বসু	২০। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)
	২১। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ (মূল)
	২২। পঞ্চতন্ত্র
	২৩। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
	২৪। অধ্যাত্মরামায়ণম্ (সানুবাদ)
	২৫। অদ্ভুতরামায়ণম্ (সানুবাদ)
	২৬। অদ্ভুতরামায়ণ (পদ্যানুবাদ)
	২৭। মনুসংহিতা (সানুবাদ)
	২৮। লিঙ্গপুরাণ
	২৯। বত্রিশ-সিংহাসন
	৩০। জগন্নাথমঙ্গল
	৩১। ভারত-ভ্রমণ
	৩২। ভারতে সম্রাট্
	৩৩। কঙ্কাবতী
	৩৪। কুইন্টিন ডারওয়ার্ড
	৩৫। রাসেলাস
	৩৬। দলিতা ফণিনী
	৩৭। মজার গল্প
	৩৮। দশকুমার-চরিত
	৩৯। ভজহরি সর্দ্দার
	৪০। গোপাল ভাঁড়ের টপ্পা
	৪১। মহীরাবণের আত্মকথা
	৪২। রোমাবতী
	৪৩। চণ্ডী
	৪৪। ভূত ও মানুষ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	৪৫। বর্ণ-চিত্রণ
" হেমচন্দ্র সরকার এম্‌এ	৪৬। বিবিধ প্রবন্ধ
" অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ	৪৭। বিদ্যাসাগর
" সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু	৪৮। অর্ঘ্য-পুষ্প
" উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪৯। ঋগ্বেদসংহিতা (১ ফর্ম্মা)
" সম্পাদক—রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ	৫০। কর্পূরস্তব
" প্রকাশচন্দ্র সরকার বিএল্	৫১। গোপাল-বান্ধব
" গোবিন্দকেলী শর্ম্মা মুন্সী	৫২। ভগবত্তত্ত্ব ও আপ্তত্ত্ব (দুইখানি)
" সম্পাদক—জৈনধর্ম্ম প্রচারিণী সভা	৫৩। সনাতন জৈনগ্রন্থমালা (১ম ও ২য় খণ্ড)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫৪। সাময়িক পত্রী
" সুধাকৃষ্ণ বাকচী	৫৫। বাঙ্গালীর সমাজ
	৫৬। কুমার ভীমসিংহ
	৫৭। স্বদেশ-কুসুম
	৫৮। জ্যোৎস্না
" অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৫৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যলীলা)
" শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী	৬০। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড, ২ খানি)
" বঙ্কুবিহারী ধর	৬১। কাকী-মা
	৬২। গৌরীদান
	৬৩। বিষ-বিবাহ
	৬৪। সতী কি কলঙ্কিনী
	৬৫। আর্য্যকাহিনী
" অনাদিচরণ তরফদার	৬৬। ভক্তের ভগবান্
	৬৭। হিন্দু-সমাজ
কার্য্যাধ্যক্ষ—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন	৬৮। খাদ্যতত্ত্ব
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ	৬৯। চরিত-কথা
" যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বিএল্	৭০। আকাশের গল্প
" রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী	৭১। নিদ্রা
পান্নালাল জৈন	৭২। সনাতন জৈনধর্ম্ম
	৭৩। শ্রীমহাবীর স্বামী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন	৭৪। ষট্দ্রব্য দিগ্দর্শন
	৭৫। জৈনধর্ম্ম
	৭৬। মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি ?
„ সুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৭৭। উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম
The Registrar Calcutta University	78. Calcutta University Minutes for 1912 Parts. IV. V & VI.
	79. Do University Calendar for 1913 Part IV
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	80. 51st. Annual Report of Govt. Cinchona Plantations for 1912-13
	81. Annual Report on the Police Administration of Calcutta & its Suburbs for 1912.
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার	82. Sandilya Sutra
রায় বাহাদুর এমএ, বিএল	83. Expansion of self pt. 1.
	84. Seven Gospels
Supdt Govt. Printing Rangoon	85. Report of the Archæological Survey, Burmah for 1913.
Supdt. Archaeological Survey, Frontier Circle.	86. Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle. 1912-13.
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়	87. The Refugees
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	88. Chronological Tables containing corresponding dates of different Æras. From 1764 to 1135; Do 1876 to 1890; Do. 1891 to 1900; Do. 1901 to 1901
Managing Director Austrian Export & Import Co. Ltd.	89. How matches are made.
Supdt. Govt Printing, India	90. Statistics of British India, Part VI.
	91. Statistics of Cotton spinning & weaving. April to July 1913.

উপহার দাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press Madras.	92. South Indian Inscriptions Vol. II Part IV.
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ খাঁ	৯৩। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ
" মোহিনীমোহন রায়	৯৪। স্মরণমঙ্গল
	৯৫। রাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব
	৯৬। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)
	৯৭। বিদগ্ধ-মাধব
	৯৮। গীতগোবিন্দ
	৯৯। আশ্রয়-নির্ণয়
	১০০। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু
	১০১। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড)

অতঃপর পরিষদের নবম নিয়ম অনুসারে পরিষদের সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনক্রমে নিম্নলিখিত চারিজন চতুষ্পাঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
২। " " দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
৪। " " চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ

অতঃপর শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এম্‌এ, বিএল্ মহাশয়দ্বয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রদর্শিত হইল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রামদাস সেনের ব্রোমাইড ছবি পূর্ব্বেই পরিষদে ছিল। একণে, তৎপরিবর্ত্তে তৈলচিত্র উপহার দেওয়ার জন্য তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ রহিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড প্রদর্শিত হইল। শেষোক্ত প্রস্তরখানি কৃত্রিম বলিয়া কেহ কেহ মত দিলেন। তাঁহাদের মতে উহা একখানা ছাঁচ মাত্র। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত একটি আধুনিক তাম্রমুদ্রাও প্রদর্শিত হয়। এই সকল দানের জন্য প্রদাতাদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় "বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের পূর্ব্বতন রাজপাট" এবং "শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দ্দন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় অসমীয় শঙ্করকৃত বঙ্গলে লিখিত পাষণ্ডমর্দ্দনের খণ্ডিত পুথি এবং কাশীরামদাসের মহাভারতের পাঁচটি পর্ব্বের

পুথি ঐ দিনে পরিষদে প্রদান করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার প্রথম প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রাধাগোবিন্দ বাবু শিলালেখ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রবাবু শিলালেখ দেখেন নাই। তথাপি শুদ্ধ ছায়াচিত্র দেখিয়াই পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। এরূপ করা ঠিক নয়। তিনি যদি শিলালেখ দেখিতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঁকুড়া-দর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি বাঁকুড়া সহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদীর অপর পারে চিকনা ও অন্যান্য সংলগ্ন গ্রামের বিগ্রহ দেবতাদির বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এ প্রবন্ধালোচনাকালে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আমরা বাঙ্গালা দেশের নানা গ্রামের গ্রাম্য দেবতার বিবরণ ও তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদাদি এইভাবে যদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় এবং পরিষদেও অনেক প্রবন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এ কথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন। এই ভাবে আরও অনেক কাজ করা যাইতে পারে; যথা,—পরিষদে যে সমস্ত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা।

অতঃপর পরিষদের সদস্য ৺মোহনবিহারী আঢ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইলে রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ২৩শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

এই অধিবেশনের দিন পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বোলপুরে যাত্রা করেন। সেই জন্য এই অধিবেশন স্থগিত ছিল এবং পর রবিবার (১৪ই অগ্রহায়ণ) স্থগিত অধিবেশনের দিন স্থির হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ৩০শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, আজীবন-সদস্য, রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুরের নিয়োগ। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন;—শ্রীযুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি। ৫। আনন্দপ্রকাশ;—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "নোবেল" (Nobel) পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনন্দ প্রকাশ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের "গৌতমের ন্যায়দর্শন", (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "বঙ্গাধিপ রাজভট", (গ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন কামরূপের রাজমালা", (ঘ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা" এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাণীকণ্ঠের মোহমোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ" প্রবন্ধ। ৭। শোকপ্রকাশ;—(ক) কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, (খ) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস এবং (গ) হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, বিএল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত
„ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
„ আনন্দনাথ রায়
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সমন পুরানন্দ স্বামী
„ সরলকুমার বসু
„ তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ
„ ললিতমোহন দে
„ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার
„ সুরেন্দ্রকুমার দাস
„ সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

শ্রীযুক্ত আবদুল রহিম
„ মদনমোহন দাস
„ সদানন্দ দাস
„ মণীন্দ্রমোহন বসু
„ রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
„ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ সৈয়দ আলি আখতার

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ পরানেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ, বিএল (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
} সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার দাস এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	„	শ্রীকালীগোপাল বিশ্বাস বি এ প্রাইভেট সেক্রেটারী, কোচবিহার।
„	„	শ্রীযোগেন্দ্ররাও ভগবান্ লাল এম্‌এ ১৫৪ হ্যারিসন রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস বি এল, জমিদার দশঘরা, হুগলী
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারকনাথ সেন ইনকম্ টেক্স অফিস, বরিশাল
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র রায়	কুমার শ্রীসত্যমোহন ঘোষাল ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় C/o শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টোনমার্চেন্ট, পাকুড়
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন সংস্কৃতাধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মিঃ চন্দ্রশেখর সেন ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীভবানীচরণ লাহা ২১৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	„	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্‌এ অধ্যাপক—প্রেসিডেন্সি কলেজ।
„	„	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্‌এ, বিএল সেসারাম।
„	„	শ্রীঅরুণচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	„	শ্রীরাধাবল্লভ ঘোষ, মুন্সেফ, রাঁচী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম্ আর এ এস, এমডি উকীল, ১৮ রসা রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ ৭৯ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ শিক্ষক—শিবপুর হাই স্কুল, ২০ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বিএল ১১ কৃষ্ণরাম বসুর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "হিতবাদী" কার্য্যালয়, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ গুহ ১৪ হোগলকুড়িয়া লেন।
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএল্ উকীল, পুরী।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র বিএল উকীল, পুরী।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বিএল ঐ
"	"	শ্রীরামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার—মেটিয়ারী, নদীয়া।
"	"	শ্রীরামপদ সেন জমিদার—মেটিয়ারী, নদীয়া।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ অধ্যাপক—বি, এন, কলেজ, বাঁকীপুর।
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১১ অবিনাশ মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ ১০।১ অবিনাশ মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ১১০।৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	"	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন, ৯৫ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	"	শ্রীশীতলপ্রসাদ রায় জমিদার নিশ্চিন্দাপুর, রাধানগর, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস দত্ত বিএল্, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল, জমিদার মেদিনীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল ২৯।১০ মটস্ লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ৫১।১ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহীরামকোল, ফুলকোচা, ময়মনসিংহ।
চন্তাহরণ ঘটক	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন জেনারেল সেক্রেটারী—ধর্ম্মসমবায় কোং লিমিটেড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	,,	পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ জেলা স্কুল, পুরুলিয়া।
শ্রীরামকমল সিংহ	,,	ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবগ্রাম, নদীয়া।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৬ রসা রোড, সাউথ, কালীঘাট।

অতঃপর সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, তাজহাট রঙ্গপুরের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী তহবিলে এককালীন সহস্র মুদ্রা দান করার জন্য পরিষদের অষ্টম নিয়ম অনুসারে আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুরের এই দানের জন্য পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী	১।	স্নেহ উপহার
শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায়	২।	সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস
শ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ	৩।	আর্য রামায়ণে বাল্মীকি (১ম ভাগ)
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	৪।	রামায়ণং (বালকাণ্ডং, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)
	৫।	ঐ (সানুবাদ অযোধ্যাকাণ্ডং কীটদষ্ট ও ছিন্ন
	৬।	ঐ অরণ্যকাণ্ডং
	৭।	রামায়ণম্ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)
	৮।	ঐ (সুন্দরকাণ্ডং)
	৯।	ঐ (যুদ্ধকাণ্ডং কীটদষ্ট)
	১০।	ঐ (উত্তরকাণ্ডং—কীটদষ্ট)
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ	১১।	পূজা
শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১২।	নিজে হাত দেখা শিক্ষা
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্‌এ, বিএল	১৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম ভাগ)

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (২য় ভাগ)
„ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৫।	বাঙ্গালীর কথা
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬।	কর্ম্মকথা
„ রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর	১৭।	শাস্তি-রহস্য
„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৮।	কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক
„ কবিরাজ রাখালদাস সেন গুপ্ত	১৯।	প্রসূতিতন্ত্র
„ পান্নালাল জৈন	২০।	সনাতন-জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্ত্বার্থরাজ-বার্ত্তিকম্
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২১।	কবিতাগুচ্ছ ১ম ভাগ (২ খানি)
		ঐ ২য় ভাগ (২ খানি)
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	২২।	আয়োজন
„ প্রমথনাথ খান	২৩।	হৃদয় ও মনের ভাষা
Director General of Observatories	24.	Administration Report of Meteorological Dept. Govt. of India. 1712-13.
Officer in charge Bengal Sect. Book Depot.	25.	Report on Police Administration for 1912.
	26.	Annual Report of Bengal Veterinary College for 1912-13.
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	27.	The Shrines of Sitakund in the Dt. of Chittagong.
	28.	A few plain truths about India.
Astt. to the Agricultural Adviser to the Govt. of India.	29.	The Agricultural Journal of India Vol VII Part II.
Chief Inspector of Mines in India.	30.	Report of Chief Inspector of Mines in India 1912.
Supdt. Govt. Press Madras	31	Annual Report of Archæological Dept, Southern Circle, Madras for 1911-13.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. to the Govt. of India, Revenue Dept.	32.	Proceedings of the 7th Conference of Registrar of Co-operative Societies with Statement showing progress of the co-operative movement in India for 1912-13.
Mr. E. B. Havel	33.	Indian Architecture.
Supdt. Govt. Printing	34.	Statistics of British India Part V.

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। মূর্ত্তিটি বৌদ্ধ যুগের বলিয়া অনুমান করা হইল। মূর্ত্তি কোথায়, কি ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা অর্ণব বাবু না লেখার জন্য এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইল না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে ডাক্তার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"যাঁহার গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, যাঁহার প্রভায় আজি বঙ্গ-সাহিত্য প্রভান্বিত, যাঁহার রচনা অবলম্বনে আজি বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের সাহিত্যমধ্যে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, তাঁহার সম্মানে ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই আনন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।—"আমার মত প্রাচীন লোকের পক্ষে আনন্দপ্রকাশের ভার পাওয়ায় বড়ই আনন্দ হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে শুধু যে তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার জন্মভূমিও সম্মান লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান স্থলে আনন্দের কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

১। পুরস্কারের মূল্য প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। যে পুরস্কারের মূল্য এত অধিক, তাহা আর্থিক হিসাবে বিশেষ আনন্দের বিষয় বটে। কোনও দুস্থ সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাইলে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইত, কিন্তু দ্বারকানাথের (যিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে বিখ্যাত ছিলেন) পৌত্রের পক্ষে এই আর্থিক আনন্দ বিশেষ নহে।

২। কোনও নব্য সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার পাইলে তিনি তৎসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন হইতেন ও উচ্চাসন পাইতেন, যাহা তাঁহার পক্ষে অন্য ভাবে সহজে হইত না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, রবীন্দ্র পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণকালে কলিকাতা টাউনহলে দেশের লোকের নিকট হইতে যে মান ও পারিতোষিক

পাইয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। বিরুদ্ধমত বাদ দিলেও এই দেশেই আমরা তাঁহাকে যে পারিতোষিক দিয়াছি, তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমার মতে আমাদের আজিকার আনন্দ-প্রকাশের দুইটি কারণ আছে।

প্রথম,—পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য-জগতের পক্ষে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন গৌরব বড় কম নয়, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যিক-বর্গ যাহা দিয়াছেন, তাহারও মূল্য বড় কম নয়, কিন্তু তবুও প্রথম যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিএ, এম্‌এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, বিএ, এমএ পড়িবার মত এমন কি বই বাঙ্গালা ভাষায় আছে যে, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য ইউনিভারসিটিতে চাহিব। অবশ্য তাঁহারা ইহার ঠিক জবাব পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু এখন রবীন্দ্রনাথের পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বঙ্গ-সাহিত্যের পাশ্চাত্য জগতে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে কালে একজন বড়লোক হইবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই একটি কবিতায় বলিয়াছিলাম। সেই কবিতা আমি আর একবার বলিয়াছি; আজও তাহার কতক- অংশ বলিতেছি। ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় শুনে সেই গীতটি রচনা করি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিয়াছিলেন।

"ওঠ বঙ্গভূমি মাতঃ! ঘুমায়ে থেক না আর,
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'লো হের।
উঠিছে নবীন কবি, নব জগতের ছবি
নব "বাল্মীকি-প্রতিভা" দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখ-তৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
মণিময় ধূলিরাশি, খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে পাবে না আর॥

এইবার আনন্দ-প্রকাশের দ্বিতীয় বিশেষ কারণের কথা বলিব। একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন;—

"The West is west, the east is east;
And never shall the twain meet.

এই কবিতা-লেখকও এক সময়ে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন আজ Kpling দেখুন যে, তাঁহার জোড়া পূর্ব্বদেশে আছে এবং তিনি তাঁহার সহিত সমাসনে বসিতে অধিকারী। তিনি যে কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—"Never shall the twain meet", আজ তাহা ব্যর্থ হইল।

এই স্থানে পুরস্কারদাতাগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহারা অনুবাদের ভিতর দিয়া

রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিয়াই পুরস্কার দিয়াছেন। সবটা পেলে না জানি কি হইত! আর এক কথা তাঁহাদের পক্ষে বলা যায় যে, তাঁহারা একটু দেখিয়াই সমস্তটা বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে পুরস্কারদাতাগণের গুণপনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক কবির কাব্য-জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়;—উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নকাল। ইংলণ্ডের একজন বড় কবি মিল্টন সম্বন্ধে অনেকে এইরূপই বলেন। তাঁহারা বলেন এই যে, মিল্টন প্যারাডাইজ লষ্টে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, প্যারাডাইজ রিগেণ্ডে তাহা পাওয়া যায় না।

আকাশে রবির উদয়—মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন আছে। বঙ্গাকাশের রবির উদয় ও মধ্যাহ্ন হইয়াছে, কিন্তু অপরাহ্ন হইবে না, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। আমার এই উক্তির বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে,—"তুমি কোন গান গাও হে গুণী" যে গান শুনলে মানুষ আর জগতের দিকে চাহিবেও না, ফিরবেও না।

তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া গান রচনা করিতেছেন, সেই জন্যই তাঁহার গানের অপরাহ্নকাল আসিতে পারে না। এই কবিত্ব-প্রভা পূর্ণানন্দে গিয়া পঁহুছিয়াছে। পূর্ণানন্দের অপরাহ্নকাল হইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু যাহা বলিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না।

এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার নাই। আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই,—

"সুইডিস একাডেমী ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠান্তে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এ বৎসর বিদ্বৎসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানকর পারিতোষিক "নোবেল প্রাইজ" দান করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুইডিস্ একাডেমীকে সেই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব মুন্সী আবদর রহিম কর্ত্তৃক সমর্থিত ও ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

"পরিষদের চিরবন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্বর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা করা হউক।"

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গত রবিবারে বোলপুরে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। পরিষদের সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি শতাধিক সদস্য সেই নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের আনন্দের বিষয় যে, রবীন্দ্র বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্বর্দ্ধনার দিন পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির করা হইবে।

অতঃপর প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিদ রহিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বঙ্গাধিপ রাজভট" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ আলোচনাকালে বলিলেন যে, রাজভট এবং রাজরাজভট যে একই ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, যোগেন্দ্র বাবু নিজে রাজরাজভটের মূল তাম্রশাসন আদৌ দর্শন করেন নাই। রাজরাজভটের তাম্রশাসনের লিপি ও সেই সময়ের চীন-পরিব্রাজকের সমসাময়িক বিবরণী একত্রে আলোচনা করিলে উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ-লিখিত "প্রাচীন কামরূপের রাজমালা" প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলে পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাণীকণ্ঠের মোহ-মোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ" সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকবর্গের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল,—

(ক) কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্‌এ, বিএল
(খ) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্
(গ) হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্
(ঘ) রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌এ, বিএল্
(ঙ) চন্দ্রশেখর বসু

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সমর্থন করিলে পর রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পিএচ ডি মহাশয়ের "গৌতমের ন্যায়দর্শন," (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "অতীতে ল এবং ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" এবং (গ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "শারদা লিপি এবং ডোগরা বর্ণমালা" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ;—(ক) পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, (খ) প্রিয়নাথ মিত্র বিএ এবং (গ) কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচডি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ গৌরহরি সেন
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ অনাথনাথ রায়
„ বিহারীলাল সরকার
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি
„ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ আশুতোষ সরকার
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
„ সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ নিত্যানন্দ রায়
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ মণিমোহন মিত্র
„ শ্রীশচন্দ্র রায়
„ অজয়চন্দ্র সরকার
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ বিপিনবিহারী নন্দী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু
" শশিভূষণ ঘোষ	" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী	" রামকমল সিংহ
" জানকীনাথ রায়	" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক	" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" রেবতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	" অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" সুরেশচন্দ্র সরকার	" চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
	" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ, বি এল্‌ (সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কিছু কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই মহাশয় সভায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি আসন ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু, ৫০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরমাপতি কাব্যতীর্থ মজিলপুর, জয়নগর, ২৪পঃ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রগতি মুস্তফী ৬ কমারসিয়াল বিল্ডিংস্‌।
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, মনহলি, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, মনহলি দিনাজপুর।
"	"	শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মনহলি, দিনাজপুর।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ	১। সুখবোধ ভারত-ইতিহাস
„ রমাপতি কাব্যতীর্থ	২। বঙ্গসাহিত্যাদর্শ
„ জংবাহাদুর সিং	৩। ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতীকার-উপায়
„ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। রেওয়ার পদ্ধতি
„ রামসহায় কাব্যতীর্থ	৫। মালঞ্চ
„ কেশবচন্দ্র বসু	৬। সান্ত্বনা (৬ খানি)
„ কার্য্যাধ্যক্ষ—সিটীবুক সোসাইটী	৭। কর্ম্মক্ষেত্র
	৮। হিতকথা
	৯। সিদ্ধার্থ
	১০। শ্রীগৌরাঙ্গ
	১১। চৈতন্যদেব
	১২। কেশব চরিত
	১৩। রামতনু লাহিড়ী
	১৪। সীতা
	১৫। চম্‌চম্‌
	১৬। টমকাকার কুটীর
	১৭। ডন্‌কুইক্‌সট
	১৮। ভীষ্ম
	১৯। ছেলেদের গল্প
	২০। মরুদস্যু
	২১। চিড়িয়াখানা (১ম ভাগ)
	২২। চাঁদমুখ
শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী	২৩। বিল্বদল
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল	২৪। পুষ্পক
„ রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫। একটি ফুল
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬। আদর্শ প্রেম
	২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম খণ্ড)
„ চুনীলাল বসু এমবি, এফ সি এস্‌	২৮। শারীর-স্বাস্থ্যবিধান

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot,	29. Report on the Administration of Excise Dept. in Bengal for 1912-13.
	30. Report on Inland Emigration for year ending June 1213.
The Superintendent, Govt Printing, India	31. Statistics of British India Pt IV (Finance & Revenue)

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

উপহৃত পুথি	উপহৃত পুথি
৩২। কুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা (শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের উৎপত্তি)	৫২। স্মরণ দর্পণ
	৫৩। জ্ঞান-চৌতিশা
৩৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (কৃষ্ণদাসের)	৫৪। পাষণ্ড-দলন
৩৪। ঐ —(রামাই পণ্ডিত)	৫৫। মথুরা-মাহাত্ম্য
৩৫। রাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব	৫৬। উপাসনা-নির্ণয়
৩৬। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (কিয়দংশ)	৫৭। রসকল্প-সারতত্ত্ব
৩৭। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খণ্ডিত)	৫৮। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা
৩৮। নবদ্বীপ-পরিক্রমা (২ খানি)	৫৯। মথুরা-সেতু
৩৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৬০। অষ্টকালের আখ্যান
৪০। স্মরণ-মঙ্গল	৬১। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৪১। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি	৬২। দণ্ডাত্মিকা
৪২। গীতকল্পতরু	৬৩। ভাগবত-সংহিতা-কথা
৪৩। পঞ্চস্বরা-নির্ণয়	৬৪। নৈষধটীকা (দুই অধ্যায়)
৪৪। আশ্রয়-নির্ণয়	৬৫। বংশীবদনকৃত ব্যাখ্যারম্ভ
৪৫। নিত্যলীলা	৬৬। কঠোপনিষদ্বৃত্তি (খণ্ডিত)
৪৬। স্মরণ-মঙ্গল (১১৯৪ সাল)	৬৭। শারীরকভাষ্য (খণ্ডিত)
৪৭। ভক্তিরত্নাবলী	৬৮। ষট্‌চক্রদর্শন (খণ্ডিত)
৪৮। ভগবদ্ভক্তিবিলাস	৬৯। অষ্টাবক্র-সংহিতা (খণ্ডিত)
৪৯। কণিকা	৭০। ক্রমসন্দর্ভ (খণ্ডিত)
৫০। রাধারসকলিকা	৭১। রাসপঞ্চাধ্যায়
৫১। কড়চা	৭২। নৃসিংহ-মন্ত্রকবচ

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

উপহৃত পুথি	উপহৃত পুথি
৭৩। রাধানাম-সহস্র (খণ্ডিত)	৯৭। কৃষ্ণকর্ণামৃত (শেষার্দ্ধ)
৭৪। রাধাষ্টমীব্রত (বৈষ্ণবীয়)	৯৮। হরিনামামৃতলহরী নাটক
৭৫। ব্রতবিধি	৯৯। ভূপতিনাথ ও চম্পতিনাথের পদ
৭৬। মুগ্ধবোধটীকা (খণ্ডিত)	১০০। কল্যাসার
৭৭। রাম তর্কবাগীশের টিপ্পনী	১০১। কুল্লুক-টীকাসহ মনুসংহিতা
৭৮। অলঙ্কার-কৌস্তুভ	১০২। প্রবোধচন্দ্রোদয়
৭৯। পদ্মপুরাণ (খণ্ডিত)	১০৩। শ্রীমদ্ভাগবত (১—৮ স্কন্ধ)
৮০। কাব্যপ্রকাশ	১০৪। চৈতন্যচরিতামৃত
৮১। জীবন্মুক্তিবিবেক	১০৫। চৈতন্য-ভাগবত
৮২। অমৃতবিন্দূপনিষৎ	১০৬। সহজরসামৃত
৮৩। নিরালম্বোপনিষৎ	১০৭। ভক্তিরস-কলিকা
৮৪। নারায়ণোপনিষৎ	১০৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা
৮৫। ভগবদ্গীতাসার	১০৯। মনঃশিক্ষা
৮৬। বেদান্ত-স্যমন্তক	১১০। বৈষ্ণব-বন্দনা
৮৭। সটীক পিঙ্গল	১১১। সুদাম-চরিত্র
৮৮। প্রমেয়রত্নাবলী	১১২। বৃন্দাবন-লীলামৃত
৮৯। জয়দেব (বালবোধিনী টীকা সহ)	১১৩। দণ্ডাত্মিকা
৯০। সারনির্ণয়	১১৪। রাসলীলা
৯১। হরিনামার্থদীপিকা	১১৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত
৯২। গীতাবলী	১১৬। কণা
৯৩। উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশ	১১৭। স্মরণ-মঙ্গল
৯৪। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা	১১৮। অষ্টকালের আখ্যান
৯৫। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী (খণ্ডিত)	১১৯। বৈষ্ণব-বিধান
৯৬। ব্রহ্মসংহিতাটীকা (খণ্ডিত)	১২০। কাব্যপ্রকাশাদর্শ (খণ্ডিত)

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচডি মহাশয় "গৌতমের ন্যায়দর্শন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি, আলোচনা এবং প্রাচীন হিন্দুযুগে ও বৌদ্ধযুগে তাহার অবস্থা, অবশেষে নব্য ন্যায়ের উৎপত্তি ও শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করেন। তাঁহার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ভারতীয় ন্যায়দর্শন তিন যুগ অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম যুগ খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে খৃষ্ট-

পরবর্ত্তী ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৩০০ অব্দ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় যুগ খৃষ্টীয় ১৩০০ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। প্রথম যুগের ন্যায়দর্শনের নাম প্রাচীন ন্যায়, দ্বিতীয় যুগের ন্যায়দর্শনের নাম মধ্যযুগের ন্যায় এবং তৃতীয় যুগের ন্যায়দর্শনের নাম নব্য ন্যায়। প্রাচীন ও নব্য ন্যায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রতিপালিত। মধ্যযুগের ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধগণের হস্তে সংবর্দ্ধিত। ন্যায়শাস্ত্রের ক্রমিক পরিপুষ্টি বুঝিতে হইলে তিন যুগের ন্যায়দর্শনই অধ্যয়ন করা উচিত।

প্রাচীন ন্যায়প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গোতম বা গৌতম। ইঁহার অপর নাম অক্ষপাদ; কথিত আছে, ইনি মিথিলাপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি জাতূকর্ণ্য ব্যাসের সমসাময়িক; সুতরাং যাস্ক ও আসুরায়ণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে মহর্ষি গৌতম খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পালি ত্রিপিটকে গোতম নামক এক সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের উল্লেখ আছে। তাঁহার শিষ্যগণ "গোতমক" নামে প্রসিদ্ধ, উঁহারা গোতম বুদ্ধের সমকালিক। এতদ্ভিন্ন পালি ত্রিপিটকে তর্ক, তর্কী ও তার্কিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তির কাল অনিশ্চিত হইলেও উহা যে খৃঃ পূঃ ২৫৫ অব্দে মহারাজ অশোকের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। "কথাবৎথুপ্রকরণ" নামক পালিগ্রন্থ মহারাজ অশোকের সময়ে তৃতীয় বোধিসংগমের অধিবেশনে বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে প্রতিজ্ঞা, উপনয়ন, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার আছে। স্থানাঙ্গসূত্র, নন্দীসূত্র, ভগবতীসূত্র প্রভৃতি জৈন সিদ্ধান্তগ্রন্থে ন্যায়ের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রমাণ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে এ দেশে তর্কবিদ্যার তাদৃশ আদর ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মনোমত সমাজ গঠন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতি এই লক্ষ্যের পোষক। হেতুবিদ্যার আশ্রয় লইয়া যাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশবাক্যে সংশয় প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা সমাজের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এমন কি, উপনিষদের তাৎপর্য্যসমূহও ব্রহ্মবিষয়ক নহে, কিন্তু যজ্ঞবিষয়ক, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইত। মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থকত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।" বেদবাক্য ক্রিয়াব্যঞ্জক, যাহাতে ক্রিয়ার আভাস নাই, এইরূপ বাক্য অনর্থক। অতএব যাঁহারা তর্কবিদ্যার প্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জনসমাজের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। মহর্ষি কপিল আদি-বিদ্বান্। তাঁহার সাংখ্যদর্শন অবিকৃতভাবে আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। তদন্তর মহর্ষি গৌতম। ইনি স্পষ্টতঃ তর্কবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমতঃ ইঁহার শাস্ত্র সমাজে আদৃত হয় নাই। মহাভারতে লিখিত আছে, যাঁহারা গৌতম-প্রোক্ত তর্কবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহারা জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হন। অন্যত্র

লিখিত আছে, তর্কশাস্ত্রদগ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত প্রকাশ করিবে না। যাহা হউক, ন্যায়শাস্ত্রের দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। বেদের তত্ত্বসমূহ ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর উক্ত শাস্ত্র জনসমাজে যথোচিত আদর লাভ করিতে লাগিল।

বৌদ্ধ ও জৈনগণ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। গৌতমের ষোড়শ পদার্থ নিরর্থক, এক প্রমাণ পদার্থ দ্বারাই ন্যায়ের সমস্ত কার্য্য চলিতে পারে, এই বলিয়া বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রমাণশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। আত্মা, পরকাল, মুক্তি ইত্যাদির কথা নানাশাস্ত্রে মুখ্যভাবে আনিবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া তাঁহারা কেবল যুক্তিশাস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি করিলেন। মৈত্রেয়নাথের তর্কবিদ্যা বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইনি অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তাহার পূর্ব্বে অবশ্য বৌদ্ধগণ ন্যায়ের চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ন্যায়গ্রন্থ লেখেন নাই। বাসুবন্ধুর তর্কশাস্ত্রও অতি প্রামাণিক, কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দিঙ্‌নাগ প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাই মধ্য-যুগের ন্যায়ের ভিত্তি। কথিত আছে, যখন প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল। আমরা "মধ্যযুগের ন্যায়দর্শন" নামক পুস্তকে শতাধিক বৌদ্ধ ও জৈন নৈয়ায়িকের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ন্যায়শাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডনের জন্য বহু ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক প্রয়াস করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-ন্যায়ের মত খণ্ডনের জন্যও বৌদ্ধগণ প্রয়াস করিয়াছিলেন। উদয়নের কুসুমাঞ্জলি কল্যাণ রক্ষিতের ঈশ্বর-ভঙ্গ কারিকার প্রত্যুত্তর মাত্র। বৌদ্ধগণের পতনের পর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাই নব্য ন্যায়ের আদি গ্রন্থ। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ইহারই উপর টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপকতা সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে ন্যায়শাস্ত্র অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজমান।

ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধপাঠের মধ্যে পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে সভাসমিতির নিয়মানুসারে অদ্যকার নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রসিদ্ধ। তিনি ন্যায়দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যন্যায়ের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। ন্যায়দর্শন আমাদের কেবল তর্কবিদ্যা নহে। তদ্দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশের উপায়ও হইয়া থাকে। গোতম ও গৌতম এক ব্যক্তি নহে। গোতম প্রাচীন ন্যায়ের কর্ত্তা আর গৌতম বুদ্ধদেব।

গৌতম ও অক্ষপাদ এক ব্যক্তি। পুরাণে স্থানে স্থানে যে ন্যায়নিন্দা দেখা যায়, তাহা বৌদ্ধ-ন্যায়ের নিন্দা—অক্ষপাদ-দর্শনের নহে বলিলেই চলে। বেদবাদকে প্রক্ষিপ্ত কল্পনা না করাও চলে, কারণ, উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে এবং অক্ষপাদ-দর্শনের অঙ্গীভূত। ইহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে যোজিত হইয়াছে বলিলে পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মধ্যযুগের ন্যায় অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের ন্যায় এখনকার ন্যায়শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের একেবারে অনালোচিত নাই; উদ্যোতকরের গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ন্যায়ব্যবসায়ীর তাহা একবারে অনালোচিত থাকা সম্ভব নহে; তাহার বিশিষ্ট আলোচনা না হইয়া থাকিলেও, তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বাৎস্যায়নকে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলা হইয়াছে এবং ন্যায়সূত্রকার খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দের লোক বলা হইয়াছে। এ সকল অনুমান মাত্র। অপর পক্ষেও অনুমান আছে যে, বাৎস্যায়ন, চাণক্য, কৌটীল্য, পক্ষিল স্বামী প্রভৃতি নামগুলি একই ব্যক্তির এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন। লঙ্কাবতার-সূত্রের পূর্ব্বেও বৌদ্ধদের ন্যায় ছিল। বুদ্ধমতই বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধমতের কোন কোন সূত্র উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়সূত্রগুলি সব একজনের কি না, সন্দেহ হইতে পারে। হিন্দুদর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা বড় কঠিন, কারণ, বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ, সেই সেই মূলকথাগুলির নিত্যতা অথবা দর্শনকারগণের সর্ব্বজ্ঞতা। আমরা ইহা বিশ্বাস করি। তর্কস্থলে যদি তাহা না বিশ্বাসই করি, তাহা হইলেও বলিতে পারি, প্রতি দর্শনের মূলসূত্রগুলি ঋষিরা শিষ্যমণ্ডলীতে প্রচার করিতেন। সমস্ত মত প্রচারিত হইয়া যাইবার পর ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক সেই সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। নব্য-ন্যায় নামে নব্য হইলেও তাহাতে সকল সময়ের ন্যায়েরই আলোচনা আছে। ডাঃ বিদ্যাভূষণ বলেন, গঙ্গেশ বৌদ্ধ-মতের কাছে ঋণী, তাহা ঠিক নহে। তিনি বৌদ্ধ-মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রভাকর-মতকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। গঙ্গেশের ঋণ যদি খুঁজিতে হয়, তাহা বৌদ্ধ-ন্যায়ের কাছে নয়, মীমাংসা-দর্শনের কাছে নহে। ন্যায়ের মূলসূত্র ষোড়শ পদার্থ নিরূপণের জন্য নয়। ঋষিশাস্ত্র ওরূপ নহে। উহা বাৎস্যায়ন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বিদ্যা চারি প্রকার;—আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। শাস্ত্রে গৌতমোক্ত বিদ্যার প্রশংসাই আছে, নিন্দা যাহা আছে, তাহা গৌতম-মতের; কারণ, গৌতম-মত বেদাবিরোধী এবং গৌতম-মত বেদবিরোধী।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—আমার প্রথম কথা মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। তিনি এত কথা এত সুন্দর ভাবে সহজে আমাদের জানাইয়াছেন যে, ইহা অল্প পাণ্ডিত্যের কথা নহে। তাঁহার দুই তিনটি কথায় প্রতিবাদ উঠিয়াছে। ন্যায় পূর্ব্বে নিন্দিত, এমনটা ঠিক বলা যায় না। ন্যায়শাস্ত্র আমাদের কেবল Logic নহে। Aristotle এর Logic যে ভাবে

সম্পূর্ণ, আমাদের ন্যায়ও সেইরূপ সম্পূর্ণ। এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল তর্ক নহে,—সমস্ত তর্কের বিষয় নির্ব্বিরোধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা। Plato's Dialogue এবং Sophitsদিগের Dialectics হইতে Logic উদ্ভূত হয়। বৌদ্ধ বা জৈনের ন্যায়-বিরুদ্ধবাদী শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা পূর্ব্বে ছিল। ন্যায়সার ও গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ন্যায় গ্রন্থ আর হয় না। ইহাতে বৌদ্ধাদি মতের অবলম্বন করা না হইয়াছে, এমন নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের ন্যায়শাস্ত্র কেবল Logic নহে, ইহা Logic এবং Philosophy একাধারে। আমার একটা কথা প্রবন্ধ-লেখককে বলিবার আছে,—তিনি আজ আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস মাত্র শুনাইলেন, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় আমরা আজ'কিছু শুনিতে পাইলাম না, তাহা যেন তাঁহার অনুগ্রহে আর এক দিন শুনিতে পাই।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ যে প্রসঙ্গের আলোচনা, তাহার এক পক্ষে ইংরাজী-প্রণালী-শিক্ষিত ইংরাজী কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ, অপর পক্ষে টোলে শিক্ষিত, টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ তাঁহার অধীত প্রণালীতে অল্পক্ষণের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কাল পর্য্যন্ত এবং চায়না থেকে পেরু পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের ন্যায়ের একটা ইতিহাস শুনাইয়া দিলেন। ব্যাপারটা যেমন বিস্তৃত, তাঁহার প্রবেশও তেমনি গভীর। একাধারে এত বড় একটা বিষয়ের এতগুলি কল্পনা করিতে আমিও পারি না। আমিও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আর তাহা কেবল ভদ্রোচিত সৌজন্যের জন্য নহে, অন্তরের সঙ্গেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি। আজকার প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপতঃ ন্যায়ের প্রত্নতত্ত্ব। সম্প্রতি Hindu Logic in Japan বাহির হইয়াছে। জাপানে আমাদেরই ন্যায়শাস্ত্র গিয়াছে। হিয়েনসাঙের সঙ্গে উহা চীন হইয়া জাপানে গিয়াছে। এখন সেখানে কলেজে ইংরেজি Logic পড়া হয় এবং বিহারে প্রাচীন প্রথার ন্যায় পড়া হয়। কলেজের ছাত্র ও ভিক্ষুদের বিচারে বেশ প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং বড় আনন্দও হয়। সেখানে Aristotleএরও আদর হইয়াছে, দিঙ্নাগও বজায় আছে, আর দুইকে বজায় করিবার জন্য ছাত্র ও ভিক্ষুর ন্যায়-দ্বন্দ্বও আছে। প্রথমতঃ ন্যায়গ্রন্থের কথা ধরা হউক। হিন্দুর সকল শাস্ত্রের ন্যায় ইহারও আরম্ভ কল্লারম্ভ হইতে। সে ন্যায় এখনকার ন্যায় নহে। সে ন্যায়ে আটটা প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব উহার মধ্যে "ঐতিহ্য" প্রমাণটিকে ছাড়িয়া দিয়া সাতটি প্রমাণ রাখিলেন। নাগার্জ্জুন আবার তাহা হইতেও তিনটা বাদ দিয়া চারিটা প্রমাণ রাখিলেন। মৈত্রেয় তাহা হইতেও একটা এবং দিঙ্নাগ আরও একটা ত্যাগ করিয়া মাত্র "অনুমান ও প্রত্যক্ষ". এই দুইটি মাত্র রাখিলেন। দিঙ্নাগ কি যুক্তিতে কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে তাঁহার লিখিত তিব্বতী ভাষার গ্রন্থখানি সংস্কৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাঁহার তিব্বতী পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ডাঃ সতীশ তাহাকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। ইহা হইলে প্রাচীন

ন্যায়ের অবস্থাটা বুঝিবার কতকটা উপায় হয়। মৈত্রেয়নাথের সময় ঠিক করা যায় না। টেঙ্গুর-তালিকায় মৈত্রেয়ের ৮।৯ খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি দেখিয়া কিছু করা যায় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক। অভিধর্ম্মসময়ালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩০০ কারিকা আছে, তন্মধ্যে নূতন কারিকাও আছে। প্রজ্ঞাপারমিতা ৮।১০ সহস্র শ্লোকের ছিল। ঐ গ্রন্থানুসারে উহা ২৫ সহস্র শ্লোকপরিমিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় পণ্ডিত কুমার-জীব ২৬৯।৩১৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তর্জ্জমা করেন; সুতরাং মৈত্রেয়কে অন্ততঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে আর তাহা হইলে তিনি নাগার্জ্জুনের কিছু পরবর্ত্তীই হন। গঙ্গেশ আমার মতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, কারণ, বক্তিয়ার বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংস করেন। ঐ সময়ে জগদ্দল বিহার, ওদন্তপুরী ও সারনাথ যায়। এসিয়াটিক সোসা-ইটিতে গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমানের রচিত একখানি (প্রচণ্ডপাষণ্ডদলন্তীতীর্থা) পুথি আছে। তাহার ১১৯ পাতা এক হাতের লেখা, বাকী অপর হাতের লেখা। প্রথমাংশের লেখার অক্ষর প্রাচীন এবং পত্রাঙ্ক বর্ণাক্ষরে দেওয়া। এই প্রথাও প্রাচীন এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বের প্রথা। উহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৪০৭-৫০=১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ এই সময় ত্যাগ করিতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন এ দেশে একটা চিরপ্রবাদ আছে যে, গঙ্গেশ ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়া-ছেন। কাজেই গঙ্গেশের সময় যে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ, তাহা ভুলিয়া যাইতেই হইবে। যতীন্দ্র বাবু যে বলিয়াছেন,—মধ্যযুগে বাঙ্গালী ত্রিলোচন "ন্যায়ভূষণ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কণাদের টীকায় এই ন্যায়ভূষণ হইতে পূর্ব্বপক্ষ লওয়া হইয়াছে। চাণক্য, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য, পক্ষিল স্বামী যে সব এক, তাহা নহে। বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য দুইটি স্বতন্ত্র গোত্রের নাম—গোত্র-প্রবরমঞ্জরীতে আছে। আন্ধ্ররাজবংশের ত্রয়োদশ রাজা কুন্তল সাতবাহনের নাম বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে আছে। উহা খৃষ্টের ১০০ বৎসর পরের কথা আর কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে ৩২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। অতএব দুই জন এক সময়ের নহে। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র Logic ও নয়, তর্কশাস্ত্রও নহে; উহা তর্কের নীতিশাস্ত্র; উহার নিগ্রহস্থান দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বেদের সময় পরিষৎ ছিল, সেই পরিষদে গ্রামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া সমস্ত বিবাদ-বিতর্কের মধ্যস্থতা করিয়া মীমাংসা করিতেন, শাস্ত্র-বিধির অনুবাদ করিতেন। এ অনু-বাদ Translation নয়। আধুনিক গ্রন্থ নীলকণ্ঠের পুথিতেও এ সকল কথা কথা আছে।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ বিদ্যাভূষণ, সমালোচক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং সভাপতি মহাশয়কে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের মৃত সদস্য ৺প্রিয়নাথ মিত্র বিএ, ৺কালীমোহন রায় চৌধুরী এবং ৺ পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—তিনি "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার

পিতার নাম ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং পিতামহের নাম ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইহাঁরা ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোত্রের অলঙ্কার ছিলেন। হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় টোলে শিক্ষালাভ করিয়া লাহোর Oriental Collegeএর ২য় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতার আদেশে তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানেও তাঁহার বেতন ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাঁহার পাঠনা-প্রণালী সুন্দর ছিল। আমি অধ্যক্ষ ছিলাম, তাঁহার কার্য্য-প্রণালীতে মুগ্ধ হইতাম। সাধুতা, নম্রতা, চরিত্রবল তাঁহার অসাধারণ ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গবাসীর প্রকাশিত স্মৃতিগুলি তিনিই অনুবাদ করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর ৪৫০০ পুথির তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি চারিটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে পণ্ডিত-সমাজ অতিমাত্র শোক-কাতর হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবকের মরণে সাহিত্য-পরিষৎ আজ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৫৷৷০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ৮টি এবং (খ) পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১টি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "শারদা-লিপি ও ডোগরা বর্ণমালা", (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" (গ) মুন্সী আবদুলকরিম মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির বিবরণ"। ৬। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের ও পুথিশালার কার্য্য-বিবরণ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র রায় এমএ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সরলকুমার বসু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ গিরিশচন্দ্র সরকার
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল্
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ হারাণচন্দ্র চাক্লাদার
„ বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত
„ কৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত
„ শচীন্দ্রকিশোর রায়
„ বাহাদুর সিং সিংহী
„ অমৃতগোপাল বসু
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ কৃষ্ণনাথ সেন
„ শ্যামলাল গোস্বামী
„ সতীশচন্দ্র দত্ত
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্এ, বিএল (সম্পাদক)

সহকারী সম্পাদকগণ:
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
„ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

এতদ্ব্যতীত শিরোহীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা, ঐতিহাসিক ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আপ্পারাও, তেলেগু ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত জি, বি, রামমূর্ত্তি এবং তেলেগু কবি শ্রীযুক্ত নারায়ণমূর্ত্তি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় ইঁহাদের সহিত পরিষদের সদস্যগণের পরিচয় করিয়া দিলেন।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক ৬।১ নেবুতলা লেন।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সিঞাইল, হরিপুর, পাবনা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় C/o শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। ১০ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার Supdt. Kaligram National School কলিগ্রাম, মালদহ।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা ৪।১৭ কেনাল ওয়েষ্ট রোড, উল্টাডিঙ্গী।
"	"	শ্রীকেশবলাল বসু সহকারী সম্পাদক—"সঞ্জীবনী", ৬ কলেজ স্কোয়ার।
শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীশিবকৃষ্ণ দে ১৫১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীবেণীমাধব চাকী গবর্মেণ্ট প্লীডার, বগুড়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীরায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পঃ।
"	"	পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজ।
"	"	রাজা শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী এম্ এ, বি এল, শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী ৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট।
„	„	অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০।১ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন।
„	„	শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত ১৩ প্যারীদাসের লেন।
„	„	পণ্ডিত শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজ।
„	„	শ্রীরায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর নড়াইল হাউস, কাশীপুর।
„	„	রায় সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু ৯ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
„	„	মাননীয় রাজা শ্রীহৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	কবিরাজ শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন ১।১ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীদীননাথ বসু, বি এল উকীল, শিয়ালদহ।
„	„	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ সংস্কৃত কলেজ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক ৪১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
„	„	মৌলবী বিলায়ত হোসেন ৪ হিয়াত খাঁর লেন।
„	„	শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর ২২ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
„	„	শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি এল ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্ এ ৬৫ হ্যারিসন রোড।
„	„	কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ, ৩১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
"	"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুর "দীনধাম", মদন মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় জমিদার, সাধুহাটী, যশোহর
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ রায় Hospital Agent, Lucknow Cantonment ১৮এ অঘোর ভট্টাচার্য্যের লেন, সোনারপুরা, বারাণসী।
শ্রীবাহাদুর সিংহ সিংহী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅমরচন্দ্র বোথরা (আজিমগঞ্জ) ৩৯ আরমানিয়ান ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ ৯২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীদেবকণ্ঠ বাক্‌চী ৯।২ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	"	শ্রীবনবিহারী পালিত উকীল, কটক।
"	"	শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীভূতনাথ কোলে ১৭১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকালীকৃষ্ণ সেন বি এল, উকীল, ১৩৭।৯ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন ৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। গীতালহরী
" শিবচন্দ্র শীল	২। গৌড়ে সুবর্ণবণিক্

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বিভুচরণ বটব্যাল	৩। সারস্বতপট (সন্ধিশিক্ষা-বিষয়ক)
„ মথুরানাথ চৌধুরী	৪। ব্রহ্মচর্য্য
„ দেবকণ্ঠ বাগ্চী	৫। খেয়াল্
„ সুশীলগোপাল বসু	৬। সুহৃদ্
	৭। শেল
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	৮। কুমারসম্ভব কাব্য
	৯। অনন্তরাম ধরবংশের কুলজী-পত্র
	১০। বসুক—(১ম ভাগ)
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	১১। অভিধান-প্রদীপিকা (পালি শব্দকোষ)
ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস—এলাহাবাদ	১২। সচিত্র মেঘনাদ-বধ
	১৩। ঋদ্ধি
শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্‌.	১৪। "সাহিত্য"—৩য় বর্ষ হইতে ১৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৫। "নব্যভারত"—১২শ বর্ষ হইতে ২৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৬। "ভারতী"—৮ম বর্ষ হইতে ১৫শ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৭। "তমোলুক পত্রিকা"—১ম ও ২য় বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৮। "বঙ্গদর্শন"—১ম হইতে ৩য় বর্ষ পর্য্যন্ত।
	১৯। "নবজীবন"—১ম হইতে ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২০। "জ্ঞানাঙ্কুর"—২য় হইতে ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২১। "আর্য্যদর্শন"—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত।
	২২। "মধ্যস্থ"—৩য় ও ৪র্থ ভাগ।
	২৩। "সাধনা"—৩য় ও ৪র্থ ভাগ।
	২৪। "বান্ধব"—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ।

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এল্	২৫।	"রহস্য-সন্দর্ভ"—১ম হইতে ৭ম পর্ব্ব
	২৬।	"বসন্তক"—২য় হইতে ৭ম পর্ব্ব।
	২৭।	"হরবোলা—ভাঁড়" ১ম হইতে ৭ম পর্ব্ব।
	২৮।	বিবিধার্থ-সংগ্রহ—১ম, ২য়, ৩য় পর্ব্ব।
	২৯।	তত্ত্ববোধিনী—১৭৭০—৭২ শক।
	৩০।	ঐ ১৭৮২ শক হইতে ১৮১২ শক পর্য্যন্ত।
	৩১।	ঐ ১৮১৬।১৭ শক পর্য্যন্ত।
	৩২।	ছহি বড় সাহানামা
ীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়	৩৩।	জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত
" শ্যামাচরণ পাল	৩৪।	অভিধানচিন্তামণিঃ
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৫।	সিদ্ধার্থ-চরিত
" পুলিনবিহারী দত্ত	৩৬।	The Dhammapada.
Asiatic Society of Bengal	৩৭।	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. V. No. I.
Officer in charge Bengal Sett. Book Depot.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Survey of India Eastern Circle 1912-13

উপহারদাতৃগণের মধ্যে মীরাটের উকীল ও পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত কালীপদ এম এ, বি এল মহাশয় এবং "সময়"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম এ, বি এল শয় বহু পুরাতন মাসিক পত্রের বিশৃঙ্খল সংখ্যাগুলি দান করার জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃত হইয়াছেন। এইজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

তৎপরে পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বদের পরমহিতৈষী মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত নিম্নলিখিত টগণের ৮টি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ;—

(১) মহম্মদ তোগলক (দেবগিরি টাঁকসাল) হিঃ ৭২৮
(২) ফিরোজ তোগলক এবং তাঁহার পুত্র জাফর খাঁ।
(৩) গিয়াসুদ্দিন বলবন
(৪) গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ
(৫) জালালুদ্দিন ফিরোজ খিল্‌জী (দিল্লী টাঁকসাল) হিঃ ৬৯১
(৬) ফিরোজ তোগলক
(৭) আলাউদ্দিন মহম্মদ খিল্‌জী এবং
(৮) আকবর হিঃ ৯৮৫

তৎপরে নগেন্দ্র বাবু পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধুর প্রদত্ত একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মুদ্রাটি বিশেষ মূল্যবান্। গুপ্তসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এই স্বর্ণমুদ্রাটি পাওয়ায় পরিষদের চিত্রশালার গৌরব বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইল। মুদ্রাটি বর্দ্ধমান জেলার দেমুড় গ্রামের নিকট কশাগ্রামে ভূমিকর্ষণকালে একজন কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ সামন্ত ইহা পরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু উহা খরিদ করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। যে অঞ্চলে মুদ্রাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বর্ণিত "শূরনগরে"র নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে উক্ত "শূরনগর" বঙ্গের শূররাজগণের রাজধানী ছিল। যদিও এ বিষয়ে অনেকের মতদ্বৈধ আছে, তথাপি এই স্থান হইতেই উক্ত মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বোধ হয়, সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "সারদা লিপি ও ডোগরা বর্ণমালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কাশ্মীরের সারদা লিপি সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, "ডোগরা বর্ণমালা" সম্বন্ধে দুর্গানারায়ণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। অন্ততঃ বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ এবং আমি এ সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, দুর্গানারায়ণ বাবু একটি নূতন বিষয় লিখিয়া আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং মুন্সী আবদুল করিম মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। অতঃপর পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের এবং প্রাচীন পুথি-বিভাগের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থ-প্রকাশের কার্য্য-বিবরণ।

১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্য সুন্দররূপে অগ্রসর হইয়াছে।

১। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক গত জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত বৎসরের (১৯শ বৎসরের)

চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া দিয়াই আবার আষাঢ় মাসমধ্যেই বর্ত্তমান বৎসরের ১ম সংখ্যার প্রকাশ-কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং গত শারদীয়া পূজার মধ্যেই দ্বিতীয় সংখ্যাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই সংখ্যা পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্যগণ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই সংখ্যায় পরিষদের উদ্দেশ্যসূচক প্রায় সকল শ্রেণীর প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় "প্রাচীন বৈদ্যক পুথির বিবরণ" একটি বিশেষত্বপূর্ণ নূতন ধরণের ব্যাপার।

২। পত্রিকার উক্ত দ্বিতীয় সংখ্যায় সঙ্গে বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসের বিশেষ অধিবেশনের (৺দ্বিজেন্দ্রলাল-স্মৃতিসভার) কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

৩। শ্রীভাষ্য—গত কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার ২২ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ—গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম খণ্ডের ন্যায় আরও ৩৩ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ডে ত-বর্গ শেষ হইয়াছে। তৎপরে তৃতীয় খণ্ডের ছাপা চলিতেছে।

৫। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম আরও বহুসংখ্যক প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেগুলি প্রকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই মাসেই উহার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির নাম-নিঘণ্টু সংকলন করিতেছেন। ইহাতে এ কাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত অমুদ্রিত বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থের নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিপাদ্য বিষয় ও অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। কোথায় কিরূপে এই সকল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও উল্লেখ ঐ তালিকায় থাকিবে।

৬। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের দানে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশার্থ সাধারণ-বোধ্য প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

(খ) পুথিশালার বিবরণ।

বিগত ছয় মাসে ২৭০ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উপহার-প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা ১২৯, ক্রীত পুথি ৭৬ এবং পরিষদের ব্যয়ে সংগৃহীত ৬৫। উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্যে একা শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই ৯০ খানি দান করিয়াছেন।

পূজার অবসরের পর বসন্ত বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কয়েকখানি প্রাচীন পুথির সন্ধান করিয়া আসিয়াছেন এবং কয়েকখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পুথিশালার কার্য্য যথারীতি চলিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির নিঘণ্টু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের কার্য্য-বিবরণ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ;—শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের "দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ,—শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত	শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	„ রসিকচন্দ্র চৌধুরী
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	„ শিশিরকুমার মৈত্র
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„ মণিমোহন বসু
„ চিত্তসুখ সান্যাল	„ কালিদাস বাগ্‌চি
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	„ যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
„ শ্যামলাল গোস্বামী	„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ গৌরহরি সেন	„ অরুণচন্দ্র সিংহ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	„ যামিনীনাথ সিংহ
„ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী	„ রামকমল সিংহ
„ সুরেশচন্দ্র সরকার	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ অমৃতগোপাল বসু	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ }
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ } সহকারী সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অতঃপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের রিপোর্ট পঠিত হইল [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনাথবন্ধু কর্ম্মকার শান্তিধাম, বনগ্রাম, যশোহর।
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বড়বেলুন, বর্দ্ধমান।
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০।৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় পি এচ ডি, ১ লান্ডলক ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	রায় সাহেব শ্রীগিরিশচন্দ্র বাগ্‌চী পুলিস হাঁসপাতাল, ১১৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৫৪ কাঁসারীপাড়া রোড।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীকমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৪ সুরি লেন।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার উকীল, নাটোর।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার বাণীপ্রেস, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, পাবনা।
„	„	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় বি এ কাদোয়া, সাতবাড়িয়া, পাবনা।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ হেড্ মাষ্টার—শম্ভুনাথ এচ্ ই স্কুল, চাটমোহর, পাবনা।
"	"	শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মোক্তার, পাবনা।
"	"	শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, বি এস সি ১৯ বৈঠকখানা রোড।
"	"	শ্রীবিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্ উকীল, জজকোর্ট, পাবনা।
"	"	শ্রীউমাপ্রসন্ন মৈত্র এম্ এ হরিপুর, পাবনা।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ শ্রীহীরালাল বসু এম্ ডি ক্রীক লেন।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমলাল দত্ত ৩৪ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীমাজিবর রহমন ৪ ইলিয়ট্ লেন।
"	"	রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ৬৮ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিনারায়ণ রায় চৌধুরী সরস্বতী, বি এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। ৫৯ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এল্ সি, পি এস্, বিদ্যাসাগর বাটী, ২৫।২৬ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের লেন।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদেবদাস করণ সম্পাদক,—"মেদিনী-বান্ধব," কোতবাজার, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রমথনাথ খান	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ নাগ সম্পাদক,—"মেদিনীপুর-হিতৈষী," বক্সিবাজার, মেদিনীপুর।
„	„	শ্রীশরৎকুমার রায় মুগুলিক্যা, নেড়াদোল, মেদিনীপুর।
„	„	শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায় জমিদার, জাড়া, মেদিনীপুর।
„	„	শ্রীনৃত্যগোপাল সিক্‌দার উকীল, গড়বেতা, মেদিনীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য বি এ ১৭।৩ বৈঠকখানা দ্বিতীয় লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল্ ১৫ সাঁকারীটোলা লেন।
„	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা।
„	„	শ্রীদামোদর পাত্রৈক দেওয়ান, নরসিংপুর ষ্টেট, গরজাট, উড়িষ্যা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক,—"বীণাপাণি লাইব্রেরী", গণপুর, বীরভূম।
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা c/o শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, বারগণ্ডা, গিরিডি।
শ্রীআবদুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমোহিনীমোহন দাস ম্যানেজার,—কোহিনুর প্রেস, চট্টগ্রাম।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম, যশোহর।
„	„	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় বেহালা, ২৪ পঃ।
„	„	রাজা শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৬।১ আলিপুর রোড।
„	„	শ্রীশৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ২৬।১৬ অখিল মিস্ত্রির লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীক্ষেত্রনাথ সিংহ ২।১ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীরসিকলাল রায় Asst. Master, Sanskrit Collegiate School কলিকাতা।
ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বক্সি	"	শ্রীঅখিলরঞ্জন মজুমদার এম্ ডি Senior House Surgeon Isolation Hospital Cottage No 4. মেডিকেল কলেজ।
"	"	শ্রীযামিনীনাথ ঘোষ এম্ বি, House Surgeon, Isolation Hospital Cottage No. 4. মেডিকেল কলেজ।
"	"	শ্রীনলিনাক্ষ লাহিড়ী এম্ বি, ঐ

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু	১। আর্য্যনারী
শ্রীল মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর	২। মানস-লীলা
	৩। ত্রি-চিত্র
	৪। বিজয়-গীতিকা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন	৫। বগুড়ার ইতিহাস (২য় খণ্ড).
" ধীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর	৬। পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী	৭। সেবা
" অনাথনাথ পাল	৮। চৈতন্যদেব
" জং বাহাদুর সিংহ	৯। অপ্রিয় প্রশ্নাবলী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ,	১০। স্বভাব-চিত্র
" অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১১। দেবীযুদ্ধ, মঙ্গল-চণ্ডীব্রত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি একত্র
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	১২। মা না মহাশক্তি
"ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী"	১৩। ছায়া-দর্শন
(সংগ্রাহক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)	১৪। জানকীর অগ্নিপরীক্ষা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	১৫। প্রমোদ-লহরী
(সংগ্রাহক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)	১৬। নিশীথ-চিন্তা
	১৭। তুষানল
	১৮। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম
	১৯। নিত্যানন্দ-চরিত
	২০। হিমালয়-ভ্রমণ
	২১। সংস্কৃত নাটকীয় কথা
	২২। নবীনা জননী
	২৩। কর্ম্মফল
	২৪। অবলা-বান্ধব
	২৫। বায়োকেমিক চিকিৎসা-দর্পণ
	২৬। উচ্ছ্বাস
	২৭। প্রতাপ সিংহ
	২৮। ধম্মপদ
	২৯। ভীষ্ম
	৩০। জড় ভরত
	৩১। গিরি-কাহিনী
	৩২। আহোম-সতী
	৩৩। মেঘনাদ-বধ কাব্য (২য়, ৪র্থ ও ৯ম সর্গ)
	৩৪। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ
	৩৫। ছেলে-খেলা
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্	৩৬। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়-পত্র
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৩৭। ধর্ম্ম-পরিচয়
	৩৮। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (অন্ত্যলীলা)
	৩৯। শ্রীনাম-মহিমা
	৪০। একখানি চিত্র (ফটো, রসরাজ মহাভাব)
" উপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১। জৈনধর্ম্ম
" জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৪২। স্তুতিপঞ্চকং
" কিরণগোপাল সিংহ	৪৩। মূর্চ্ছনা
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ	৪৪। কঠোপনিষৎ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	45. Centenary Report of the Indian Museum (1814-1914)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	46. Preliminary Report of the operation in search Mss. of Bardic Chronicles.
পুলিনবিহারী দত্ত	47. The British Poets Vols II. IV.
	48. Duties of man Vol. II.
	49. Minna's Holiday.
	50. Labourious days.
	51. Plays of William Shakspeare—Richard III, Henry VIII, Cariolanus, Winter's Tale.
	52. History of England Vol. II.
	53. Keightley's History of Greece.
	54. Do Do of Rome.
	55. Rawlinson's Elementary stoics.
	56. Euclid's Elements of Geometry
	57. Lost in Egypt.
	58. Ten Thousand a year Vol. I.
	59. Macaulay
	60. Xenephon (Grant)
	61. Herodotus
	62. Poems by Sir Walter Scott.
	63. A Book of Worthies.
	64. Essays & Treatises on Several subjects Vol. III.
	65. Letters of Charles Lamb.
	66. Keightley's History of India.
	67. Charles Lorraine.
	68. Crieghton's History of Rome.
	69. Young man's own book.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	70. Advice to the Tans or practical Helps (Incomplete).
Officer in charge Bengal Sect. Book Depot.	71. Report on the Land Revenue Administration of Bengal 1912-13.
	72. Report on Wards, Attached & Trust Estates in Bengal for 1912.
	73. Report on the working of the Co-oparative societies of Bengal for 1912.
	74. Report of Agricultural Dept. Bengal for 1913.
Superintendent Govt. Printing, India	75. Report of the Board of Scientific Advice for India 1912-13.
	76. Statistics of British India Part IV. (b) for 1911-12.
চৈতন্য-লাইব্রেরীর সম্পাদক	77. Triennial Report of the Chaitanya Library.
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	78. The Kayastha Prabhus of Bombay, Baroda, Central India & Central Provinces.
" প্রমথনাথ বসু (রাঁচী)	79. Epochs of Civilization.
Superintendent Govt. Press Madras	80. A triennial Catalogue of Mss. for Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol I. Part I. Sans. A. B. C.
The Registrar University of Calcutta.	81. University Calendar for 1913, Part II.
The Director Geological. Survey of India	82. Memoirs of the Geological Survey of India Vol. XLIII. part 1.

প্রথমে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ প্রস্তাব উত্থাপনকালে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন এবং পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। "বসুমতী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শরৎকুমারপ্রসঙ্গে বলিলেন,— সংসারে অনেক লোক জন্মিয়া থাকেন, যাঁহারা দেশের কাজ করেন, তাঁহাদের জন্যই শোক প্রকাশ করা হয়। শরৎকুমার প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে উন্নতির আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। তিনি নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিয়াছেন। যে গ্রন্থে সমাজের লাভ হইবে, তাহাই প্রকাশ করিতেন। সমাজের অপকারী অথচ লাভজনক গ্রন্থ তিনি ছাপিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় সরল ও নির্ম্মলচরিত্রবিশিষ্ট ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—তিনি কৃষ্ণনগরের লোক, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার সাধুতা বিশেষ প্রশংসনীয়, তিনি ব্রাহ্ম হইলেও প্রাচীন শাস্ত্র ও অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্র বাবু শরৎকুমারের গুণগ্রাম বর্ণনকালে বলিলেন,—শরৎকুমার আমার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বলা রুচিকর নয়। মৃত রজনীকান্ত সেন যখন পীড়িত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট, তখন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইত; আমরাও তাঁহার শেষ কবিতাগুলি ছাপা দেখিতে পাইতাম না। বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহায্যকল্পে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পরিষদ্‌গৃহে তিনি বহু বার আসিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন,—শরৎ বাবু আমাকে আপনার মত দেখিতেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমিই করি। আমি তাঁহাকে এখানে টেনে এনেছিলাম, তিনি স্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন, নিজে হ'তে অগ্রসর হ'য়ে সভা-সমিতিতে আসিতে চান না; "আমি বাঙ্গালা ভাষায় কোন উপযুক্ত বই প্রকাশ করি নাই" ইত্যাদি বলিয়া আপত্তি করেন। যাহা হউক, পরিষদের সদস্য হওয়ার অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতার ছবি আনিয়া পরিষদের জন্য উপহার দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পরে একটি বড় তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি একটি যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা এইবার আপনাদিগকে বলিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকতা করিতেছেন, তাহা লাহিড়ী মহাশয়েরই দানের ফল। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমার অসুখের সময় তিনি প্রায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসিতেন এবং একদিন হারমোনিয়ম নিয়ে তাঁহার মেয়েদের গানও শুনিয়ে দিয়ে যান।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শরৎকুমারের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কিশোর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্য-বিবরণ

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—গত মাঘ মাসে বিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্থ সংখ্যার মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে। ইহার চতুর্থ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ফর্ম্মার প্রুফ দেখা হইতেছে।

২। শ্রীভাষ্য,—ইহার আরও ছয় ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা শব্দকোষ,—গত অগ্রহায়ণ মাসে ৬৬ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ড প্রকাশের পর অদ্য পর্য্যন্ত ইহার আরও ১৭ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৪। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা,—ইহার ৪৭ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ৫০ পল্লবে ইহার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

৫। দুর্গামঙ্গল,—ইহার ১৭ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে ইহাও প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী,—ইহার ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

৭। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ,—ইহার ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

৮। মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা,—ইহার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এক হইতে ৩ ফর্ম্মার প্রুফ দেখা চলিতেছে।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—২৪ শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, এফ সি এস মহাশয়ের "কৃত্তিবাসের জন্মশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। দিল্লীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত এল এম্ এস্
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস সি
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ হরগোবিন্দ লাহা চৌধুরী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ রাধাগোবিন্দ গোস্বামী
„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ কালিদাস বাক্‌চি
„ যতীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা
„ সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
„ আশুতোষ মিত্র
„ মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
„ কৃষ্ণকিশোর দাস বি এ
„ অনন্তকুমার দাশগুপ্ত
„ যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
„ অরুণচন্দ্র সিংহ
„ পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„ বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	„	শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত জমিদার, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র নায়েববাড়ী, বৈদ্য বেলঘরিয়া, রাজসাহী।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীননীগোপাল রায় কণ্ট্রাক্টর, পাবনা।
„	„	শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী এম্ এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীসীতানাথ অধিকারী এম্ এ, বি এল্ উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ রায়চৌধুরী এম এ, বি এল উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীহেমন্তকুমার রায়চৌধুরী এম্ এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীজগদীশনাথ রায়চৌধুরী এম এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীদুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী এম্ এ, বি এল, কবি-কিরীটী, উকীল, পাবনা।
„	„	শ্রীগিরিশচন্দ্র সান্ন্যাল এম্ এ, বি এল উকীল, পাবনা।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীশরৎকুমার বরাট এম্ এ, এল এম্ এস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীনন্দগোপাল দত্ত মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীকালীচরণ মিত্র ৪৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বি এ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ৩০ তারক চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ সেক্রেটারী, কলিকাতা করপোরেশন।
"	"	শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, কলিকাতা করপোরেশন।
শ্রীকালিদাস দত্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীগোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীদুর্গাসুন্দর রায় এম্‌ এ, বি এল পাবনা।
"	"	শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু বি এল্‌ পাবনা।
"	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	অধ্যাপক শ্রীভূপতিনাথ দাস বি-এস-সি, ঢাকা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্‌এ, বিএল	১। নববর্ণ-পরিচয়
" কিশোরীমোহন রায়	২। কর্ম্মফল
" ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী	৩। রোগমুদ্গরং
	৪। মেঘদৌত্যম্‌
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	৫। ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ
	৬। দেবগণের
" পান্নালাল জৈন মন্ত্রী	৭। জৈন
	৮।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডাঃ গণনাথ সেন এম্ এ, এল এম্ এস্	৯। প্রত্যক্ষ-শারীরং (১ম ভাগ)
„ হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	১০। ভারত-বাণী
„ দীননাথ বসু বি এল্	১১। ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১ম ভাগ)
	১২। ঐ (২য় ভাগ)
	১৩। বঙ্গদেশীয় খাজনার আইন
	১৪। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য
Superintendent, Govt. Printing India	15. Annual Report of Archæological Servey of India for 1911—12.

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার রচিত "কৃত্তিবাসের জন্মশক" প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—ষ ও ক্ষ আরবী ভাষায় আছে,—ষ, খ ও ক্ষ বাঙ্গালা পুথির সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দুস্থানীরা 'ভাষা' স্থানে 'ভাখা' বলেন এবং লেখেন। দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা তিনটি শ-কার ও দুটি ন-কারের উচ্চারণ-পার্থক্য ঠিক রাখিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কিছু মীমাংসা করা আবশ্যক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চারণ সম্বন্ধে যে কথা তুলিয়াছেন, তাহার সহিত প্রবন্ধের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে কথাটা যখন তুলিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার মতামত বলিতেছি। আমরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ একই রকমে উচ্চারণ করি। আমার মতে ইহাই ঠিক। ঋষিরা ঠিক কি রকম উচ্চারণ করিতেন, তাহা যখন কেহই ঠিক বলিতে পারেন না, তখন আমরা কি পশ্চিমের উচ্চারণ, কি দক্ষিণের উচ্চারণ, কিছুই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "ঋকারের" উচ্চারণ লইয়া উভয় প্রদেশের পার্থক্য অনুধাবন করিলেই সকলে বুঝিবেন। পশ্চিমে ঋ-কার রি-বৎ এবং দক্ষিণে রু-বৎ উচ্চারিত হয়, ঌ-কারের উচ্চারণও ঐরূপে লি-বৎ ও লু-বৎ হয়। এরূপ স্থলে আমাদের বাঙ্গালা উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি? তৎপরে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে,—কৃত্তিবাসের জন্মশকের গণনা যোগেশ বাবু যাহা করিয়াছেন, আমার তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১২০৫ সাল হইতে ১৪১৭ পর্য্যন্ত সারা বঙ্গদেশে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত গ্রন্থ লেখাও হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালাই বলুন, আর সংস্কৃতই বলুন, ধ্রুবানন্দের মিশ্রগ্রন্থ ব্যতীত আর গ্রন্থই দেখিতে পাই নাই। পুথি-সংগ্রহের কাজ বহুকাল যাবৎ করিয়া আমি এই অবস্থা জানিতে পারিয়াছি। তাহার পর যেই গণেশ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইলেন, অমনি বঙ্গদেশে সাহিত্য-

চর্চ্চা পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল, চারিদিকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার তাড়া পড়িয়া গেল। গণেশ রাজা হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠানরাজ নামে মাত্র রাজা থাকিলেও গণেশ নিজে সিংহাসনে বসিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকর অধ্যার্য্যর পুত্র শ্রীনাথ স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালীর লেখা স্মৃতিগ্রন্থের এইখানিই প্রথম। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতি অমরকোষের টীকা রচনা করেন। ইনি মহিন্তাবংশীয় (মহিন্ত্যাবংশের কলিকাতাবাসী এক শাখার উপাধি "মতিলাল") শ্রোত্রিয় ছিলেন। ইঁহার উপাধি রায়-মুকুট।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্মের ১০।২০ বৎসর আগে সংস্কৃতচর্চ্চার বড় বেশী আগ্রহ হয়। ফুলে হইতে কৃত্তিবাস বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মা পার হইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন, ইহা খুব ঠিক কথা; কারণ, তখন সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাটা গৌড়েই বেশী হইত। গৌড় অর্থে গৌড় নগর নহে, গৌড়মণ্ডল অর্থাৎ পদ্মার উত্তর পাড়ে সর্ব্বত্র। ইহা দ্বারাও যোগেশ বাবুর মত সমর্থিত হইয়েছে। কৃত্তিবাসের জন্মশক নিরূপণ করিয়া যোগেশ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যোগেশবাবু যেরূপ ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা তৎকালের ঐতিহাসিক অবস্থার সহিত মিলিয়া গিয়াছে এবং গৌড়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃত্তিবাস যে "রাজা গৌড়েশ্বরের" নিকট তাঁহার "থরা পোহাইবার" সময় উপস্থিত হইয়া শ্লোকাদি পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করাতে "পাটের পাছড়া" প্রভৃতি উপহার পাইয়াছিলেন, কবির এই বর্ণনাও মিলিয়া যাইতেছে, অতএব এই গণনায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু দিল্লীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—দিল্লী এখন ভারতের রাজধানী হইয়াছে, মাঝের দুইটা শতাব্দী বাদ দিলে, ইহাই ভারতের চিররাজধানী বলিলেও বলা চলে। যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে এখানে ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। এখানে পরিষৎ-শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে সকলের মৌলিক অনুসন্ধান বাঙ্গালী দ্বারা হইবার সুবিধা হইল। যাঁহারা এই নূতন শাখা-পরিষদের ভার লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কথার আশ্বাস দিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। ফলে সে সকল ফলেন পরিচীয়তে। এক্ষণে ভারতের রাজধানীতে পরিষৎ-শাখা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পুথি অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রধানতঃ কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর প্রাচীন পুথির সন্ধানেই বাহির হইতে হয়। পাচেট, নাড়াজোড় প্রভৃতি স্থানে পুথি পাইবার আশ্বাস ছিল।

শারদীয় অবকাশের মধ্যে পুথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত ৩রা কার্ত্তিক হইতে কার্য্যারম্ভ বলিতে হইবে। বাঁকুড়া-বেলিয়াতোড় এবং পুরুলিয়া-ঝালদা অঞ্চলে যথাক্রমে ১১ দিন ও ১৭ দিন অতিবাহিত হয়। (অনেক সময় পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হই।) এই ভ্রমণের ফলে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথির সংখ্যা ৬৫, মুদ্রিত গ্রন্থ ১। চিত্রশালার নিমিত্ত 'টুইলা' নামক একটি বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মালিয়াড়ার ভূম্যধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়ায় তথায় যাওয়া স্থগিদ রাখিতে হয়। পুরুলিয়াতে পঞ্চকোটরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হয়; তিনি স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পাচেটে পুথি-সংগ্রহের সুবিধা হইবে না। দক্ষিণাবাবুর প্রতীক্ষা করা এবং এককালীন মাসাধিক প্রবাসে থাকা অযৌক্তিক বিবেচনায় নাড়াজোড় না গিয়া গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। উল্লিখিত কারণে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন পুথির সন্ধান হয় নাই বা পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত অপর দুই এক স্থানেও প্রাচীন পুথি পাইবার সম্ভাবনা ছিল; শুনিলাম, গৃহদাহাদিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সত্বর আরও কিছু পুথি পাওয়া যাইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে সংগৃহীত পুথির তালিকা ও জমাখরচ প্রদত্ত হইল।

রাম হাজরা-রচিত একখানি সম্পূর্ণ রামায়ণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কবিকে পুরস্কারস্বরূপ ৩৮০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। মূল গ্রন্থ রাজবাঁধ রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকট বেহারপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আছে। পথিমধ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। পুথির উদ্ধার হইতে পারে।

বাঁকুড়া সহরে প্যারীমোহন দাস সূত্রধর-বিরচিত একখানি বিরাট পর্ব্বের পুথি দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে প্যারীমোহনকৃত মহাভারতের কথা জানা যায় নাই। গ্রন্থ অপ্রাচীন।

বাঁকুড়াবাসী কুঞ্জদাস বৈরাগী বলে, তাহার অধিকারে ৩০০ তিন শত বর্ষের প্রাচীন, তালপত্রে লিখিত সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে। পুথি গ্রামান্তরে থাকায় দেখাইতে পারিল না, দেখাইবে বলিল। চেষ্টা করিলে উহা পাওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, বর্দ্ধমানরাজ স্বর্গীয় আফ্‌তাব বাহাদুর বিষ্ণুপুর রাজবাড়ী

হইতে অন্যান্য কাগজ-পত্রের সহিত বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি লইয়া আসেন। ঐ সমুদায় এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজমহাফেজখানায় রহিয়াছে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কএকটি স্থান ও মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

সঞ্গ্রামপুর বা সংগ্রামপুর বাঁকুড়া হইতে উত্তর-পূর্ব্বে ১৮ মাইল। এক সময় এ প্রদেশ গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; এখনও যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্ত্তমান। সংগ্রামপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে বুঝা যায়, এতদ্দেশে বাউরী জাতীয় কোন এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণুপুর হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। কারণ, উক্ত সকল স্থান মল্লভূমিরই অন্তর্গত ছিল। অবশ্য একটা খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হয়। যুদ্ধে বাউরী-বীর যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে এবং পরিশেষে পরাজিত হয়। রাজসৈন্যের বিজয়-স্মৃতি-রক্ষণার্থ সংগ্রামপুর গ্রামের উদ্ভব।

রণ্যাড়া,—বাঁকুড়ার ১৪।১৫ মাইল উত্তরে রণ্যাড়া পল্লী। গ্রামবাসীরা পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছে, উহা এক সময়ে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এখানে একটি মৃণ্ময় দুর্গ ও প্রস্তরময় মন্দিরাদির বিলুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে ৺মদন-মোহন দেবের পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত। দেবালয় প্রাচীন মনে হয় না। বিষ্ণুপুর দেবত্র মহালের ইজারদার নিত্যানন্দবংশীয় পরলোকগত ক্ষুদিরাম গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি উহার সংস্কার করাইয়াছিলেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক নাতিবৃহৎ জলাশয়। বিগ্রহ-মূর্ত্তি কষ্টি-পাথরে নির্ম্মিত ও সুদৃশ্য। শিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। মদনমোহন বীর-ভূমির অন্তর্গত 'সেনপাহাড়ী' হইতে আনীত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পতিত একখণ্ড প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কবিতাটি খোদিত আছে;—

> ৮৭ ষট্‌পর্ব্বতগ্রহমিতে গতমল্লবর্ষে
> শ্রীবীরসিংহনৃপতিঃ প্রবলপ্রতাপঃ।
> শ্রীরাধিকামদনমোহনতৃপ্তিকামো
> দত্তে শিলারচিতমন্দিরমাদরেণ ॥ ৯৭৬

খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ৯৭৬ মল্লশকে (খ্রীঃ অঃ ১৬৭০) মহারাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক মদনমোহনের উদ্দেশে একটি শিলারচিত মন্দির উৎসৃষ্ট হয়। লিপিনির্দ্দিষ্ট মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। শিলাফলকের আয়তন দেখিয়া মন্দির সুবৃহৎ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত জলাশয়ের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি প্রস্তরময় ভগ্ন মন্দিরমধ্যে দশভুজা তারাখ্যা দেবীর ভগ্ন মূর্ত্তি দেখা যায়। শুনিলাম (এবং প্রাচীন সনন্দাদিতে পাওয়া যায়), বিষ্ণুপুররাজের জনৈক সামন্ত শীতল মল্ল শেষ দুর্গস্বামী ছিলেন। ইনি বিদ্রোহী হইলে রাজসেনা দুর্গ আক্রমণ করে। শীতল পলাইয়া ডাকাইসিনীর নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন এবং অনুসরণকারী সৈন্য-হস্তে বিনষ্ট হন। গ্রামকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সূক্ষ্ম

সূত্রাকারে 'শালী' নদী প্রবাহিত। নদীগর্ভে কূপাদির চিহ্ন বিস্পষ্ট। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়া যায়।

সেনাপতি-মহল, (তরফ) বারহাজারী প্রভৃতি নাম হইতেও প্রতীতি জন্মে, ঐ সমস্ত ভূসম্পত্তি বিষ্ণুপুররাজের অধীনস্থ সৈনিক পুরুষগণ বৃত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার কতিপয় গ্রামের নামে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়; যথা,—বেলিয়াতোড়, মুক্তাতোড়, সুবর্ণতোড়; ওলতড়া, উয়াড়া, কোচকুঁড়া, সাঁকরাড়া, শালতড়া; বিয়ারজোড়; সাহারজোড়া, বড়জোড়া; কালবেড়্যা, একাড়্যা, ফুলবেড়্যা; কালঝুড়ী, ফুলবাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিজ পুরুলিয়াতে অবলোকিতেশ্বরের এক অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছি। উহা অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের অধিকারে আছে। একটু উদ্যোগী হইলে পাওয়া যাইবে।

পুরুলিয়া হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে বেলকুঁড়ী গ্রাম। এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্টা একটি প্রস্তরময় ক্ষুদ্র চতুর্ভুজা মূর্ত্তি দেখিলাম। উহা সাধারণে৷ কালী নামে পরিচিতা। সেবা-পূজার ব্যবস্থা আছে। প্রভাবও যথেষ্ট। দেবীমূর্ত্তির পশ্চাদ্দেশে খোদিত লিপি আছে। গ্রামের মধ্যস্থলে এক জৈন প্রস্তর-মন্দির অবস্থিত, বিগ্রহ স্থানান্তরিত।

ঝালদা গ্রামে চারিটি জৈন এবং একটি হিন্দুমূর্ত্তি দেখিয়াছি। এক দিগম্বর ও অপর নাগ-ছত্রযুক্ত মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

বড়ামের ধ্বংসাবশেষ গড়-জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে, কাঁশাই নদীর উপর। এখানে তিনটি সুবৃহৎ ইষ্টক-রচিত দেউল ও কএকটি মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ দেখিলাম। যিনি দেখিবেন, তাঁহাকেই দুইটি দেবীমূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। Dist. Gazetteer এর বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

সংগৃহীত পুথির তালিকা

১ বিভীষণের খোট্টা রায়বার (সন ১০৯৩) সম্পূর্ণ। ২ জাগরণ (মনসামঙ্গল)—দ্বিজ বাণেশ্বর, খণ্ডিত। ৩ বৈষ্ণব-বন্দনা—দৈবকীনন্দন, (১১০০) সম্পূর্ণ। ৪ প্রার্থনা—নরোত্তম-দাস, (১১১০) সম্পূর্ণ। ৫ অঙ্গদের রায়বার—কবিচন্দ্র (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৬ মহাভারত, শল্যপর্ব্ব—কাশীদাস (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৭ প্রসাদচরিত্র—কবিচন্দ্র (১০৯৪) সম্পূর্ণ ৮ কুম্ভকর্ণের রায়বার—কবিচন্দ্র (১০৯৩) সম্পূর্ণ। ৯ নন্দবিদায়—কবিচন্দ্র (১০৭৫) সম্পূর্ণ। ১০ মহাভারত, ঐষিকপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ১১ গুরুদক্ষিণা—শঙ্করদাস, সম্পূর্ণ। ১২ লক্ষ্মীচরিত্র—গুণরাজ খান (১২৩৮) সম্পূর্ণ। ১৩ মহাভারত, স্ত্রীপর্ব্ব—নিত্যানন্দ ঘোষ (১২১৫) সম্পূর্ণ। ১৪ রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন—কবিচন্দ্র (১২৪৪) সম্পূর্ণ। ১৫ অর্জ্জুন-সংবাদ—দ্বিজ মুকুন্দ (১২৫০) সম্পূর্ণ। ১৬ হরিশ্চন্দ্রের পালা—কবিচন্দ্র, সম্পূর্ণ। ১৭ দুর্জ্জয়মাল

(১২৩৭) সম্পূর্ণ। ১৮ অতিকায়ের পালা—কৃত্তিবাস, সম্পূর্ণ। ১৯ চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড—লোচনদাস (১২০১) খণ্ডিত। ২০ রসালগ্রন্থ—বলরামদাস, খণ্ডিত। ২১ বিরহমাথুর—ধনঞ্জয়দাস, খণ্ডিত। ২২ নৌকাখণ্ড—জীবনচক্রবর্ত্তী (১২১৭) সম্পূর্ণ। ২৩ চম্পককলিকা, অসম্পূর্ণ। ২৪ মহাভারত, যানপর্ব্ব—কাশীদাস (১২৩৯) সম্পূর্ণ। ২৫ রসপুরকারিকা—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ২৬ অমৃতরসাবলী, (১২২৬) সম্পূর্ণ। ২৭ মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব (১২৩৯) সম্পূর্ণ। ২৮ নারদসংবাদ—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ২৯ মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৩০ মহাভারত,অশ্বমেধপর্ব্ব—কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৩১ শ্রীকৃষ্ণবিজয়—দ্বিজ রামনাথ, অসম্পূর্ণ। ৩২ ভক্তিরসালিকা—দীন কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৩ অঙ্গদের রায়বার—কবিচন্দ্র, সম্পূর্ণ। ৩৪ বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ—বলরামদাস, সম্পূর্ণ। ৩৫ গুরুতত্ত্বসার—বলরামদাস, সম্পূর্ণ। ৩৬ উজ্জলরসচন্দ্রিকা, সম্পূর্ণ। ৩৭ নিতাই অদ্বৈততত্ত্ব—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৮ দণ্ডাত্মিকা—কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৯ রাগমালা, সম্পূর্ণ। ৪০ গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ, সম্পূর্ণ। ৪১ নামহীন বৈষ্ণবগ্রন্থ, খণ্ডিত। ৪২ স্মরণদর্পণ—রামচন্দ্রদাস, খণ্ডিত। ৪৩ গীতগোবিন্দ—গিরিধর দাস, সম্পূর্ণ। ৪৪ প্রলাপ, সম্পূর্ণ। ৪৫—৫৬ প্রেমতরঙ্গিণী, ১ম স্কন্ধ হইতে ১২ স্কন্ধ—ভাগবতাচার্য্য, সম্পূর্ণ। ৫৭ মনসামঙ্গল—ক্ষেমানন্দ (১২০৩, দেবনাগর অক্ষর) সম্পূর্ণ। ৫৮ শ্রীকৃষ্ণবিলাস—কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণকিঙ্কর) সম্পূর্ণ। ৫৯ কৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ—বৃন্দাবনদাস (১২২১) সম্পূর্ণ। ৬০ কপিলামঙ্গল—কবিচন্দ্র সম্পূর্ণ। ৬১ মহাভারত, বনপর্ব্ব—কাশীদাস (১২২৪) সম্পূর্ণ। ৬২ মহাভারত, শক্তিপর্ব্ব, কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৬৩ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—রামপ্রসাদ, সম্পূর্ণ। ৬৪ ভক্তামরস্তোত্র(রায়মল্লকৃত টীকা সহ) সম্পূর্ণ। ৬৫ বৈষ্ণজীবন টীকা—হরিনাথ গোস্বামী, সম্পূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (শক ১৭৯০ অগ্রহায়ণ, ১৭৯১ চৈত্র)

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ, (ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চণ্ডীদাস-রচিত "কৃষ্ণজন্মলীলা" নামক পুথির বিবরণ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের "মানভূমের গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। শোক-প্রকাশ,—(ক) গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বিএল, (খ) উমেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন, (গ) শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) শশিভূষণ সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)
„ ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ	„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ গৌরহরি সেন	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„ কালিদাস বাক্‌চি
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত	„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ সেন	„ কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়
„ ভবানীচরণ ঘোষ	„ কালীপদ চক্রবর্ত্তী
„ পুলিনবিহারী দত্ত	„ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	„ হরিকৃপা চৌধুরী
„ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত	„ রামকমল সিংহ
„ চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ	„ আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	„ হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ	„ দেবেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ অমৃতগোপাল বসু	„ শ্যামলাল গোস্বামী
„ হেমচন্দ্র গুহ	„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীগৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী।
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল উকীল, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী বিএল্. উকীল, চুঁচুড়া।
"	"	ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র বিএল্, চকবাজার, হুগলী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাজেশ্বর দাস গুপ্ত বসিরহাট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বিএ, "যমুনা" সম্পাদক, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীননীগোপাল দে ১ মিসন্ রো।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বিএ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট।
শ্রীআবদুল করিম	"	শ্রীসূর্য্যকুমার সেন বি এ হেডমাষ্টার, পটিয়া হাই স্কুল। পটীয়া, চট্টগ্রাম।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কুমার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাড়ী।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এমবি ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় উকীল, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
"	"	কবিরাজ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সেন ৩ কুমারটুলি।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী ১২।৩ ডক্‌টর্স লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন এল্ এম্ এস ২১৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ মুন্সীবাড়ী, কুঠীঘাটা, বরাহনগর।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী ১৫৮ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী "নিয়োগী-ভবন", বাগ্‌বাজার।
"	"	শ্রীহরেকৃষ্ণ চন্দ্র ৬০।১ আহীরিটোলা ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র	১। বঙ্গবীর-চরিত (১ম সংখ্যা)
	২। কুলকল্পলতিকা (১ম ভাগ)
	৩। গীতিকবিতা (১ম হইতে ৪র্থ ভাগ)
	৪। শুভঙ্করী আর্য্যা (১ম ভাগ)
	৫। চিত্তরঞ্জিনী (১ম ও ২য় বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা)
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	৬। গীতাচ্ছায়া
	৭। শ্রীমদ্ভগবতী গীতা
	৮। মানস-কুসুম
	৯। চণ্ডিকামঙ্গল
	১০। আমার খেয়াল
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১১। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য
শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর কে সি, এস, আই	১২। পঞ্চদশী
	১৩। কমলাকান্ত নাটক
শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী	১৪। দশানন-বধ মহাকাব্য

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। স্ত্রীশিক্ষা
	১৬। সুসন্তান লাভের উপায়
„ কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ	১৭। প্রাচ্যবিজ্ঞান
„ আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৮। পণগ্রহণে বিবাহ
„ দেবকণ্ঠ বাগচী	১৯। হেস্তনেস্ত
„ হরিনাথ ঘোষ বি এল	২০। লালসিংহ (দুইখানি)
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	২১। মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ (১ম ও ২য় ভাগ)
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	22. Bengal Districts Gazetteers (Vol I to XXX)
	23. Eastern Bengal Dist. Gazetteers (Vol. 1. 5. 10. 11 & 12
	24. Eastern Bengal & Assam „ Vol. I Bogra, „ (Chittagong Hill Tracts) Vol III.
	25. Bengal District Gazetteers B Vol. (Dist Statistics from 1900-01 to 1910-11), Birbhum, Bogra, Darjeeling, Dinajpur, Faridpur, Howrah, Jalpaiguri, Khulna, Midnapure, Murshidabad, Rajshahi, 24 Parganuas.
	26. Dist. Gazetteers Statistics from 1901 to 1902 Angul, Backerganj. Balasore, Bankura, Bhagalpur, Birbhum, Bogra, Burdwan, Calcutta, Champaran, Chittagong, Chittagong Hill Tracts. Chota Nagpur Tributary States, Cooch Behar State, Cuttack, Dacca,

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	Darbhanga, Darjeeling, Dinajpur, Faridpur, Gaya, Hazaribagh, *Hooghly, Howrah, Jalpaiguri Jessore, Khulna, Maubhum, Malda, Midnapure, Monghyr, Murshidabad, Muzaffarpur, Mymensingh,* Nadia, Noakhali, Orissa Tributary States, Pabna, Palamau, Patna, Purnea, Puri, Rajshahi, Ranchi, Rungpur, Saran, Sahabad, Singbhum, Sikkim State, Sonthal Parganas, 24 Pargannas, Tippera.
	27. Progress of Education in Bengal 1907-08 to 1912.
	28. Supplement to Do (4th quinquennial Review)
Superintendent Govt. Printing, India.	29. Statistics of Cotton spinning & Weaving for Decr. 1913.
Superintendent Govt. Press United Prov. India.	30. List of Sanskrit, Jaina & Hindi MSS. 1911-12.
	31. List of Sanskrit & Hindi manuscripts 1912-13.
Superintendent. Govt. Printing, India	32. Statistics of Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Jan.
	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত	৩৩। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
	৩৪। ঐ

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় চণ্ডীদাস-রচিত "কৃষ্ণজন্মলীলা" নামক একখানি পুথির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলেন। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, এই পুথির রচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহেন। এই পুথি হইতে এই কবির 'দীন চণ্ডীদাস" এই ভণিতা ব্যতীত আর কিছু জানিবার

উপায় নাই। কবি চণ্ডীদাস এই কৃষ্ণজন্মলীলা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পুরাণে যে সকল কথার বর্ণনা নাই, কিন্তু কবি চণ্ডীদাস সেগুলি নিজের মন-গড়া কথা বলিয়া প্রচার করিতে অসম্মত হইয়া লিঙ্গাদি পুরাণের যথাযথ অধ্যায় ধরিয়া নজির দিয়া গিয়াছেন। দুই এক স্থানে "সিদ্ধপুরাণে, ব্যাসের বর্ণনে" লিখিয়া ব্যাসোক্ত এক অভিনব পুরাণের সংবাদ দিয়াছেন। সিদ্ধপুরাণ নামটা ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে পারে। এই চণ্ডীদাসের পরিচয় আলোচনায় ব্যোমকেশ বাবু পদাবলীকার চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনকার চণ্ডীদাস এবং এই কৃষ্ণজন্মলীলার চণ্ডীদাস—এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। এই নবীন কবিকে ব্যোমকেশ বাবু কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে চাহেন। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের হইবে।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সুন্দর ও সরস হইয়াছে। ইহাতে মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। পুথিখানিও অভিনব রীতির গ্রন্থ। সিদ্ধপুরাণ নামটি বাস্তবিকই কৌতুহলোদ্দীপক। উহার সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ব্যোমকেশ বাবুকে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ করিতেছি।

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ প্রাচীন কবি ও পুথির আলোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ এই সকল বিষয় আলোচনার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। প্রাচীন পুথিতে হস্তাক্ষর নানারূপ দেখা যায়। এই অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া কবির সময় নিরূপণের চেষ্টা করিতে পারা যায়। পরিষদের এ চেষ্টা করা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধে Table হওয়া আবশ্যক, প্রফেসর বুলার ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষরের আকার-ভেদের Table তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর হইতে করা আবশ্যক। পরিষদে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি যাহা আছে, তাহা হইতে যতদূর পারা যায়, তাহার একটা Table করিতে চেষ্টা করা উচিত। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে যে সিদ্ধপুরাণের কথা জানা গেল, উহা জিনিষটা যে আসলে কি, তাহা জানা গেল না। সন্দেহ হয়, এই সকল প্রসিদ্ধ পুরাণেরও পূর্ব্বে "পুরাণ" নামে একটা না একটা কিছু ছিল, তাহা হইতেই এই সকল পুরাণের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, গৃহ্যসূত্রে "পুরাণং" পাঠ আছে, অর্থাৎ একখানি পুরাণের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ পুরাণে একটা জিনিষ আছে, তাহাই পুরাণের প্রধান লক্ষণ অর্থাৎ বংশাবলী, সৃষ্টিপ্রকরণ ভুবনবিন্যাস ইত্যাদি। এইগুলি সকল পুরাণেই এক

বলিয়া সব এক। সিদ্ধপুরাণ বলিতে এমন অর্থও হয় যে,

যে পুরাণবাক্য সর্ব্বথা সিদ্ধ, অর্থাৎ authenticated, কিন্তু এখানে একখানি পৃথক্ পুরাণ বলিয়াই মনে হয়। এই পুথিতে কাত্যায়নীর যে গল্প আছে, নবাবিষ্কৃত কবি ভাসের নাটকে তাহা অনুরূপে দেখা যায়। কাত্যায়নী নাম ভাসের নাটকে ও এই পুথিতে পাইয়া একটু কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়া রহিল। যাহা হউক, ব্যোমকেশ বাবুর এই পুথিখানির আলোচনা করিয়া অনেকগুলি নূতন বিষয় জানিতে পারা গেল।

অতঃপর মানভূমের উকীল শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পাঠ করিলেন।

ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত বলিলেন,—সকল জেলাতেই এইরূপ গ্রাম্য সঙ্গীত আছে। বিভিন্ন জেলার লোকেরা সেগুলি সংগ্রহ করিলে অতি উপকার হয়। পরিষৎ উপযুক্ত লোক লাগাইয়া এই সকল গ্রাম্য গীত সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন।

সভাপতি মহাশয়ও প্রবন্ধলেখকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—জীবেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অতি সাধু। তিনি নিজে কবি, চট্টগ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনি যদি চট্টগ্রামের গ্রাম্য গীত সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বেশ ভালই হয়। আশা করি, তিনি এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মৃত সদস্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৺উমেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন, শশিভূষণ সরকার এম্ এ মহাশয়ের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া শশিবাবু সম্বন্ধে জানাইলেন যে, শশি বাবু বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। তাহার অকালমরণে শিক্ষাবিভাগ একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হারাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রপরিচালক, সুবক্তা, সরস বাক্‌পটু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, শশিবাবু সুলভে ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচারের অগ্রণী ছিলেন। তিনি power and guardian, Echo, Beaver, power, guardian প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। হিতবাদী ও বঙ্গবাসী প্রথম প্রচারের সময় ইনি তাহাদের মধ্যেও অনেক পরিচালক ও লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গ রচনায় কি ইংরেজিতে, কি বাঙ্গালায় ইহাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। সুলভে ছাপাখানা চালাইবার জন্য তিনি ঐ ব্যবসায়ের নানা ভেদ শিক্ষা করিয়া অতিমাত্র নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। সুলভে সচিত্র সংবাদপত্র প্রচারের জন্য তিনি ফটো-গ্রাফী এবং ছাপাখানার সংক্রান্ত বহু ব্যাপার নিজেই উদ্ভাবন ও শিক্ষা করিয়া এক-খানি বড় সংবাদপত্র বাহির করিবার আয়োজন করিতে করিতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অল্প বয়সে তাঁহার নাট্যানুরাগও ছিল। লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে তিনি নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্যত্বে অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় সদালাপী, সৎপরামর্শদাতা, অমায়িক বন্ধু সহজে মেলে না। তিনি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন না। বহু বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রথমে সিদ্ধিলাভ করিয়া শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শশিবাবুর মৃত্যুতে সংবাদপত্র-সম্পাদকবর্গের মধ্যে একজন বহুদর্শী তেজস্বী লেখকের অভাব হইল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত। যথারীতি এই সকল মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সম্পাদক।	সভাপতি।

বঙ্গভাষায় ভ্রমণ-কাহিনীতে যুগান্তর ! ! !

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত

সচিত্র **ভারত-প্রদক্ষিণ** দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত

প্রবাসী—এই বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থদ্বারা পাঠকের ভ্রমণস্পৃহা জাগ্রত হইবে, শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হইবে। সকলেরই পড়া উচিত।

ভারতী—দেশ দেখিবার চক্ষু বা দেখিয়া তুলির সাহায্যে অপরকে সেই দেশ দেখাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। গ্রন্থকার সেই অল্প লোকের দলভুক্ত। আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক।

নব্যভারত—উপন্যাসের ন্যায় সরস। ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটী।

দেবালয়—গ্রন্থখানিকে ভ্রমণকাহিনী পুস্তকের শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, ডেলিনিউস, ইণ্ডিয়ান মিরর, সঞ্জীবনী প্রভৃতি বিংশত্যধিক সংবাদপত্র এবং বহু সাহিত্যরথি কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

নূতন ধরণের নানাবর্ণে চিত্রিত জাতি-তত্ত্বঘটিত মানচিত্র—সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর ১৮ খানির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রকাশিত ছবি—৪৩২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপা—সোনার জলে নাম লেখা—রেশমী বুকমার্ক সম্বলিত—মূল্য মাত্র ২৲ টাকা।

☞ উৎসব ও পূজায় উপহার দিবার জন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী,

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, এবং কলিকাতার অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়।

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকা ও অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্ব্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। মূল্য—১ম খণ্ড ২৷৹, ২য় খণ্ড ৩।/৹ ও ৩য় খণ্ড ৩৲।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর

সয়র-উল-মোতাখরীণ

স্বর্গীয় গৌরসুন্দর মৈত্র কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের বিস্তৃত ইতিহাস। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ উপযুক্ত বিবেচনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫৲ পনের টাকা মাত্র। সম্পূর্ণ গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য দশ টাকা। এই টাকা দুইবারে দিলে চলিবে। গ্রাহকগণ এই সম্পর্কে অর্থ এবং চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

১নং অক্রূর দত্তের লেন, পোঃ আঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

Epochs of Civilization

BY

PRAMATHANATH BOSE, B. SC., (London)

W. Newman & Co., 4, Dalhousie Square, Calcutta. Price Rs. 4.

"Mr. Bose is careful about his facts, his judgments are sensible and sober, and his style is simple, clear and to the point. His book deserves to be widely read."

The Englishman.

"Valuable addition to historico-sociological literature. In his usual simple, perspicuous and pleasant style, Mr. Bose enunciates in this book a theory of civilization which may not be altogether new, but which is laid down, for the first time, in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by this learned and thoughtful writer."

The Modern Review.

"Mr. Bose's book is a valuable one and deserves careful reading. *The Theosophist.*

"The author's distinguishing merit is the orderly arrangement and easy marshalling of a large quantity of material carefully selected and assimilated."

The Bombay Chronicle.

Our only excuse (for the length for the review) is the importance of the subject and the fascination of the book.........It is a remarkable contribution to the science of sociology.

The Amrita Bazar Patrika.

"This is a book of very great interest...... ..A book for all who think about things."

The Indian daily News.

"An enchanting work by an erudite scholar which we trust no Indian will fail to possess."

United Indian and Native States (Madras.)

"Mr Bose proceeds to discuss the varied phenomena of the civilization of antiquity in a series of Chapter which show his complete grasp of recent researches".

The Express (Bankipur.)

"The book is a very deep and close study of a very important problem, and in about 300 pages the author has given us a clear, well-reasoned and careful study of the chief civilizations of the world, their stages and developments, the factors which have built them up and the causes which made for their ultimate extinction."

The Hindu Patriot.

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

১। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ, (কেম্ব্রিজ) এফ্‌ আর মেট্‌ এস্‌ মহাশয়ের রচিত সহজ বাঙ্গালায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই নবীন গ্রন্থে খগোল শাস্ত্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি সকলেরই বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপযোগী। মূল্য সাধারণের পক্ষে ১৷০, সদস্যগণের পক্ষে ১৲।

২। **চণ্ডীদাসের পদাবলী**—ভূতপূর্ব্ব "বীরভূমি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের বহু নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি বৃহৎ ও সটীক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংগ্রহে সর্ব্বসমেত ৮৩০টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহের ন্যায়, গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ন্যায় এই পদাবলী-সংগ্রহও সুধীসমাজে এবং ভক্তসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

৩। **অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ-বিরচিত দুর্গামঙ্গল**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। অন্ধকবি মিল্‌টনকে লইয়া ইংলণ্ডের যে গৌরব, এই কবিকে লইয়া বঙ্গদেশ সেইরূপ গর্ব্ব করিতে পারেন। এখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ। কবিত্ব-গৌরবও নিন্দনীয় নহে। বহু চেষ্টায় ও যত্নে পরিষৎ এই গ্রন্থখানির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। ডিমাই ১২ পেজী ২৯৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য—মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৷০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৷৶০, সাধারণপক্ষে ১৲।

৪। **বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা**—ইহাতে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের বহু অবদান অর্থাৎ উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কর্তৃক অনূদিত। (১ম খণ্ড) মূল্য—সদস্যগণ পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷০। (২য় খণ্ড) মূল্য—সদস্যপক্ষে ৷০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫। **বাঙ্গালা-শব্দকোষ**—ইহার **প্রথম খণ্ডে** ক-বর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ২৬৪। পরিষদের আজন্ম-সংকল্পিত বাঙ্গালা-অভিধানসঙ্কলনের যে প্রস্তাব আছে, এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া পরিষৎ তাহার আংশিক কার্য্য সমাধা করিতেছেন। সঙ্কলয়িতা ইহাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংযোগ করিয়াছেন। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ দেওয়া হইতেছে। **দ্বিতীয় খণ্ড** ত-বর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ২৬৫—৫২৮। **তৃতীয় খণ্ড** প-বর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৫২৯—৮০০। প্রতি খণ্ডের মূল্য—সাধারণের পক্ষে ১৷০ ও সদস্যপক্ষে ১৲।

৬। **মহিলা-ব্রতকথা**—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী কর্তৃক সংকলিত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে এগারটি ব্রতের কথা আছে। রাঢ়-মহিলারা যে পারিবারিক ভাষায় এই সকল ব্রতকথা আবৃত্তি করিয়া বধূ, কন্যা, নাতিনীগণের সহিত ব্রতাচরণ করেন, অবিকল সেই ভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিত; সুতরাং ব্রতোপাখ্যান ব্যতীত ভাষাতত্ত্বের দিক্‌ হইতেও এই গ্রন্থখানি সুধীগণের গবেষণাযোগ্য হইয়াছে। সাধারণতঃ উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পাঠে মনোরম হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ১২৯। মূল্য সাধারণের পক্ষে ।৵০, পরিষদের সদস্য পক্ষে [illegible]

৭। **কল্কিপুরাণ**—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদিচ্ছন্দে ৺রামলোচন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। মূল্য সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণের পক্ষে ১।০।

৮। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৯। **কাশী-পরিক্রমা**—(সচিত্র)। ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল-প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকৃষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৩১২; মূল্য ৸০ বার আনা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵০।

১০। **নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা**—শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লীলাস্থানের বিশেষ বিবরণ। এই গ্রন্থে তৎসময়ের বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক কথা জানা যাইবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৪২৪, মূল্য ৸০ বার আনা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵০।

১১। **ব্রজপরিক্রমা (নরহরি চক্রবর্ত্তি-প্রণীত)**—ইহাতে মথুরা-মণ্ডলের ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বৃন্দাবন-রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বহু পরিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীকা সংযোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থরত্নও লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৪৪২, মূল্য ১৲ এক টাকা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥০।

১২। **শূন্যপুরাণ**—রামাই পণ্ডিত-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই গ্রন্থও লালগোলার রাজাবাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্মপূজার আদিগ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সময়ে জীবিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্য সকল ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতার গ্রন্থ হইতে ইহা অন্যরূপ। ইহাতে হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের নমুনা আছে। বৃহৎ ভূমিকা সহিত পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা, পরিষদের সদস্য পক্ষে ।৵০ আনা।

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ২৪৩।১নং আপার সার্কুলার রোড।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একবিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পবন-চক্র	রায় সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্এ, বিদ্যানিধি	৮১
২।	ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৯৭
৩।	আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস	ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বিএ, এস্সি ডি, এফ আর এস্ ই	১০৩
৪।	আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ	শ্রীজগদিন্দু রায়	১১১
৫।	পিণ্ডারির পথে তাম্রমল	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্সি	১১৭
৬।	নূতন উপায়ে যুক্ত-লবণ গঠন	শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস্সি	১২৩
৭।	চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত্র	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্এ, এফ্ সি এস্	১২৫
৮।	খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্এ	১২৯
৯।	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নৈত্রিক অম্লের ক্রিয়া	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত বি এস্সি, এফ্ সি এস্	১৩৭
১০।	কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ	১৪১
১১।	রামতুলসীর তৈল	শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী এম্ এস্সি	১৪৩
১২।	বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএ	১৪৫

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত

১৩২১

[সদস্যপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৶৹ তিন টাকা ছয় আনা।

SEYNE

বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর।

চন্দ্রশেখর-চিত্রে

সাহিত্য-মহারথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস

চন্দ্রশেখরের আমূল চিত্রে পরিকল্পনা

"চন্দ্রশেখরের" প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ৫০ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এক একখানি চিত্র উল্টাইয়া যাইলেই চন্দ্রশেখরের গল্পাংশ চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে থাকিবে—মনে হইবে, চন্দ্রশেখর অভিনয় হইতেছে—বুঝি বা কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

চিত্রগুলি বিখ্যাত শিল্পী কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রস্তুত

৮০ পাউণ্ড ক্রোম আর্ট পেপারে ছাপা, উৎকৃষ্ট ইমিটেশন লেদারের বাঁধাই—

মূল্য ২৲ মাত্র।

প্রিয়জনের পূজার উপহার এরূপ আর দ্বিতীয় নাই।

মাত্র ১০০০ ছাপা হইয়াছে, তৎপর না হইলে নিরাশ হইতে হইবে।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজা পার্ব্বণের খাসা জিনিস

ফুলঝুরি

আর আগুন ধরাইয়া রং দেখিতে হইবে না—আপনা হইতে রঙ-বেরঙের আলো।

দেখিয়াই মুখে ফুটিবে—বাঃ! তার সঙ্গে অমনি হাতে আসিবে

ভাই ভাই

* * * *

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

ফুলঝুরি

ভাই ভাই

মূল্য প্রত্যেক খানির ।৵০ আনা, অথচ প্রত্যেক বহির এক একটি পৃষ্ঠারই কাগজ ও ছবিতে ।৵০ আনা মূল্যের জিনিষ আছে।

Published by
K. V. SEYNE & BROS.
Calcutta.

Sole Agents
ASHUTOSH LIBRARY,
50-1 College Street,
Calcutta.

১। কর্ম্ম-কথা

ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং সমাজতত্ত্ব-ঘটিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

(কাপড়ে বাঁধাই, ডবল ক্রাউন ২১২ পৃষ্ঠায়)

(মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র)

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ।

২। চরিত-কথা

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

উক্ত উভয় গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়।

প্রকাশক—**এস্. কে লাহড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ কর্ত্তৃক

অনূদিত

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত—মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

বহু পরীক্ষিত ঔষধ

নিমের এসেন্স

চুলকানী, খোস এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে নিমের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। অল্প দিন ব্যবহারেই দূষিত রক্ত শোধিত এবং রক্তদুষ্টির লক্ষণ সকল দূর হয়।

প্রতি শিশি—১৲ টাকা।

কুর্চ্চির তরলসার

পুরাতন আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগের অমোঘ ঔষধ। সমগ্র চিকিৎসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত:

প্রতি শিশি ১০ আনা।

অশোকের তরলসার

যাবতীয় স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য্য। প্রদর, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, উদরের বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত করিয়া শরীর সুস্থ ও পুষ্ট করে।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বাসকের সিরাপ

বাসক বা বাসকের আশ্চর্য্য গুণ কাহারও অবিদিত নহে। কাশী, ব্রঙ্কাইটিশ্ প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্যের

অতুলনীয় সম্পদ

কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

নূতন সংস্করণ।

অধিকতর সুখপাঠ্য ও মনোরম।

দেশবিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার সহ—রাজসংস্করণ ২৲, সুলভ সংস্করণ ১৷৹

সোণার বাঙ্গালার চির-সুন্দর বই

বাঙ্গালার রসকথা

দাদামশা'য়ের থলে'

বাঙ্গালার প্রভাত হাসির অমৃত ফোয়ারা

রাজসংস্করণ ১৲

সোণার বাঙ্গালার সোণার বই

বাঙ্গালার রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি

সমগ্র বঙ্গের স্নেহ-গৌরবমণ্ডিত, অতুল

রাজসংস্করণ—১৲

খোকা খুকুদের

অতুল সুন্দর,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাইজ-বই

খোকা-খুকুর-খেলা

"চাঁদের জোৎস্নায় গড়া"

প্রাইজ-সংস্করণ—৸৶৹

বাঙ্গালার ছেলেদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই

চারু ও হারু

সচিত্র ছেলেদের উপন্যাস

প্রাইজের জন্য রাজসংস্করণ—৸৹

দেশের মেয়েদের পরম পবিত্র বই

"বাঙ্গালার ব্রতকথা"

পবিত্র-সুন্দর রাজসংস্করণ—১৲

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ, ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

বঙ্গের পুণ্যগ্রন্থ

সচিত্র সরল চণ্ডী

সর্ব্বজন-পাঠ্য অতুলন সংস্করণ—৸৹

বঙ্গের নারী-গীতা

আর্য্য-নারী

১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি খণ্ড রাজসংস্করণ—৷৹

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাকৃত-প্রকাশ

বররুচির সূত্র, ভামহ ও কাত্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ,
বিবিধ পরিশিষ্ট, ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও
টীকা-টীপ্পনী সহ

লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত

ছাত্রগণের সুবিধার্থ প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসঙ্কলন ও পরিচ্ছেদান্তে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী এবং ভাষাতত্ত্বান্বেষীর সুবিধার্থ বর্ণানুক্রমিক শব্দ ও সূত্রসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃত্তি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য মাত্র ১৷৷০ দেড় টাকা।

কলিকাতা, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, এস, কে, লাহিড়ীর দোকানে প্রাপ্তব্য।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

বাটলিওয়ালাকৃত এগু মিক্শ্চার ও পিল Ague Mixture & Pills.

৩।৪ মাত্রায় উপশম ; সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চিত। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেরই অবাধে সেব্য। কুইনাইনের জ্বরে বেশ ফলপ্রদ। অসংখ্য সিবিল-সার্জ্জনের প্রশংসা-পত্র আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

Batliwalla's Choleral—কলেরার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য ১৲ টাকা।

Batliwalla's Tonic Pills—স্নায়বিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতায় অতি উপকারী—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

Batliwalla's Ring-Worm Ointment—মূল্য ।০ আনা। প্রত্যেকের ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র। কলিকাতা চাঁদনী-চকে, কে, এম্, ঘোষ ২৮।১০নং অখিল মিস্ত্রীর লেনে ও সর্ব্ব ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য। পাইকারগণ উপযুক্ত কমিশন পান।

Dr. H. L. Batliwalla, Dadar, Bombay.

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৷৷০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1913)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,—* * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,—* * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, অতুল লাইব্রেরী [illegible]

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর কতিপয় পুস্তক

অষ্টাদশ শতাব্দীর

বাঙ্গালার ইতিহাস

(নবাবী আমল)

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় বি এ-প্রণীত। এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের একখানা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস। মূল্য তিন টাকা। (রাজ সং) সাড়ে তিন টাকা।

নিত্যানন্দ-চরিত

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবন-চরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন কলেবরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহা প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ, ভক্তির বিমল উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। ডবল ক্রাউন ২১০ পৃষ্ঠা। উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাঁধা। মূল্য এক টাকা।

বায়োকেমিক চিকিৎসা-দর্পণ

চিকিৎসা-জগতে অদ্ভুত আবিষ্কার

এই পুস্তকের সাহায্যে, মাত্র বারটি ঔষধে সমস্ত রোগের চিকিৎসা অতি সামান্য ব্যয়ে ও স্বল্পায়াসে চলিতে পারে। যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি নানারূপ দুরারোগ্য রোগও এই চিকিৎসায় সহজে আরাম হয়। এই পুস্তক একখানি ঘরে থাকিলে আর ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। স্ত্রীলোকেও এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। সুন্দর সোনার জলে বাঁধাই। মূল্য তিন টাকা।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

বর্ণাশ্রম-বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ। ইহাতে বর্ণবিভাগ, ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য দশ আনা।

হিমালয়-ভ্রমণ

পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারি-প্রণীত। "ইহাতে বিবিধ তীর্থের অধিষ্ঠান-স্থান, হিমালয়ের কথা এবং তীর্থযাত্রীর, পর্যাটকের ও জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দুর প্রধান তীর্থ বদরীনারায়ণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী-দর্শনে গমন করিবেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক।" সুন্দর বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এ-প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দের জীবন-কাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাবে বর্ণিত। ইহা স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সকলেরই সুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ। চিত্রবিচিত্র নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত ছবি সহ সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

আমরা শিশুপাঠ্য, স্ত্রীপাঠ্য, উপহারোপযোগী, নাটক, গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক মফঃস্বলে যথোচিত কমিশনে যথাসময়ে সরবরাহ করি।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার ও পুরস্কার-পুস্তক

—ছেলে মেয়েদের জন্য—

সচিত্র সরল

রাজপুত-কাহিনী

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ-প্রণীত।

মূল্য ১৷৷০ এক টাকা আট আনা।

রাজপুত-বীর ও বীর-নারীগণের মহিমায় জীবনের গল্পধারায়

রাজপুতের ইতিহাস।

পুস্তকে কি আছে,—বাপ্পা, সমর, কর্ম্মদেবী, ভীমসিংহ, পদ্মিনী, হামীর, চণ্ড, কুম্ভ, মীরা-বাই, রায়-মল্ল, পৃথ্বীরাজ, তারাবাই, সঙ্গ, জবাহিরবাই, কর্ণবতী, পান্না, উদয়, প্রতাপ, অমর, রাজসিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি বীর ও বীরনারীগণের জীবনের অপূর্ব্ব গল্পের স্তবকে গ্রথিত—রাজপুত জাতির অতুলনীয় ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ-প্রণীত

(—নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বাহির হইয়াছে—)

১। **লহর**—সুন্দর গল্পের বই। বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসমালা একত্রে পুস্তকাকারে।

২। **সচিত্র রামায়ণের কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য সরল ভাষায় ভগবান্ বাল্মীকির মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের গল্প।

৩। **সচিত্র মহাভারতের কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য সরল ভাষায় ভগবান্ ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের গল্প।

৪। **সচিত্র পুরাণ-কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য বিবিধ পুরাণ হইতে সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর গল্প।

প্রাপ্তিস্থান;—অরিয়াণ্ট্যাল এজেন্সী কোম্পানী, ২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, „
দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, „
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজস্কোয়ার „
রায় এণ্ড কোং, ৮১ নং হ্যারিসন রোড, „
সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, „
মিনার্ভা লাইব্রেরী, ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট „
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটি অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি মুখার্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মহাকবি। ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাদরে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি অন্য কোন সভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জন্মভূমি এত দিনে সাহিত্য-তীর্থে পরিণত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের ভিটায় কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই—ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়।

কৃত্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তির নিকট কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই কার্য্যে অনুমান দশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাঘাটের সবডিভিসন্যাল অফিসারের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

কৃত্তিবাস-সমিতির সভ্যগণ;—সভাপতি—মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি I. C. S. নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সহ-সভাপতি—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি, এল, এটর্ণি, কলিকাতা। ২। রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর জমিদার, রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। ৩। শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, সবডিভিসন্যাল অফিসার, রাণাঘাট। ৪। শ্রীযুক্ত পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, রাণাঘাট। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকিল, মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান। সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক, জমিদার।

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন; তবে যাঁহারা পুথি-বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি বা অন্যান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১। স্বর্ণলতা ২। হরিষে বিষাদ ৩। অদৃষ্ট

৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ; অভিনব সংস্করণ। এ সকল পুস্তকের পরিচয় অনাবশ্যক। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ সামাজিক উপন্যাস আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "স্বর্ণলতা" সরলা নামে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বাঙ্গালার অতিশয় মনোরম গার্হস্থ্য চিত্র। প্রিয় জনকে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী। উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধাই। প্রত্যেক খানির মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র। একত্রে লইলে তিন টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

ভাস্করানন্দচরিত

কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমযোগী ভাস্করানন্দের চরিত পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার পত্নীর মধ্যস্থলে উলঙ্গ সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দের ফটো দেখিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইবেন। সুন্দর ছাপা ও বহু চিত্রে শোভিত। শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

জ্ঞান ও কর্ম্ম

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ ; নূতন রকমে লিখিত পুস্তক। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ; পূজার উপহারের নিমিত্ত বিশেষরূপে যোগ্য। পাঁচ শত পৃষ্ঠা, সুন্দর ছাপা, বান্ধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। রামতনু বাবুর জীবনের কাহিনী পাঠ করিলে, দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর তাঁহার ধৈর্য্য ও ভগবৎপ্রেমের কথা শ্রবণ করিলে, মনে বল পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিখুঁৎ ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে হেয়ার সাহেব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের জীবনী এবং তদানীন্তন বহু ইতিহাস ও কার্য্যাবলী দেখিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। বহু চিত্রে সুশোভিত, সুন্দর ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'OXYCRIT'

Apparatus for generating Oxygen Gas for Medical use.

SIMPLE, PORTABLE AND CHEAP.

ABSOLUTELY DEVOID OF DANGER.

STEADY FLOW OF GAS AT UNIFORM PRESSURE

STARTED AND STOPPED BY TURNING A COCK.

NO LOSS OF GAS DURING STOPPAGE.

ABSOLUTE PURITY OF GAS.

NO INTRICATE PARTS.

SUPERSEDES CYLINDERS AND GENERATORS
OF THE SEALED TYPE.

Price Rs. 40|- upwards.

FOR DESCRIPTIVE PAMPHLET APPLY TO

BENGAL CHEMICAL
AND
PHARMACEUTICAL WORKS Ld.

CALCUTTA.

পবন-চক্র*

বহমান পবনে যে শক্তি থাকে, তাহা সংগ্রহের উপায়স্বরূপ চক্রের নাম পবনচক্র (Wind-mill)। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েক প্রকার পবনচক্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। আবিষ্কার নহে, পরীক্ষা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমে একটু ইতিহাস দিতেছি। আমার প্রবাস-বাটীতে এক খণ্ড ভূমি আছে। সময়ে সময়ে সেখানে শাগ-পালা করা হয়। কটকে গ্রীষ্মাধিক্য, মাটিতে বালুকাধিক্য, প্রচুর জল না পাইলে শাক বাঁচে না। এখানে কুআই জলের আধার এবং দোড়ী-কলশী দিয়া জল-তোলা প্রচলিত। কুআর দুই পাশে পা দিয়া দাঁড়াইয়া সমুখে মাথা নোআইয়া দুই হাতে দোড়ী ধরিয়া এক কলশী এক কলশী করিয়া জল তোলা হয়। কত শত বার সহস্র বার এইরূপে জল-তোলা দেখিয়াছি, কিন্তু ক্লেশের কথা মনে হয় নাই। একদিন দেখিলাম, মালী বহু কষ্টে মিনিটে দুই কলশী মাত্র জল তুলিতেছে। মাটির কলশী ওজনে ২ শের, কলশীর জল ৯ শের, কুআর জল ১২ হাত নীচে। অতএব মিনিটে "কাজ" হইতেছিল ২ × ১১ × ১২ = ২৬৪ হাত-শের। ১ হাত-শের ইংরেজী প্রায় ৩ ফুট-পৌণ্ডের (foot-pound) সমান। অতএব দেখিলাম, মালী মিনিটে প্রায় ৮০০ ফুট-পৌণ্ড কাজ করিতেছিল।

আমরা ইচ্ছা করি, মালী হউক, মুনিষ হউক, প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু বস্তুতঃ করে না, পারে না। আয়াসসাধ্য কাজ পাঁচ ঘণ্টার অধিক করিতে পারে না। প্রত্যহ কুআ হইতে ৪ ঘণ্টা জল তুলিতে পারে কি না, সন্দেহ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে দিয়া কিংবা লঘু কাজ করাইয়া ৮ ঘণ্টা খাটাইতে পারি। কিন্তু ফলে ৪।৫ ঘণ্টা খাটনির সমান কাজ পাই। অতএব আমার মালী চারি ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টায় করিতেছিল, মিনিটে ৪০০ ফুট-পৌণ্ড কাজ করিতেছিল।

কুআ হইতে জল তোলায় আয়াস লাগে। সমুখে মাথা নোআইয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে, সেই অবস্থায় ভারী কলশী টানিতে, মানুষরূপ যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু কত কমিয়া যায়? যে কাজ স্ব-চ্ছন্দে করিতে পারে, যে কাজে শক্তি-প্রয়োগে অসুবিধা নাই, যেমন সমান রাস্তায় চলা, কাঁধে কিংবা মাথায় কিংবা পিঠে মোট বহিয়া চলা, মোট লইয়া পাহাড়ে চড়া, এ সব কাজ মুনিষে কত পারে? আমি নানা দিক দিয়া দেখিয়া অনুমান করি, মিনিটে ২২০০ ফুট-পৌণ্ড বা ৭০০ হাত-শের কাজ পারে। এক অশ্ব-শক্তি দ্বারা মিনিটে ৩৩০০০ ফুট-পৌণ্ড, সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌণ্ড কাজ ধরা হয়। অতএব আমার হিসাবে ১ মানুষ-শক্তি = $\frac{১}{১৫}$ বা ০.০৬ অশ্ব-শক্তি। অন্য দেশে যত হউক, এ দেশে ১৫ জন মুনিষ দ্বারা

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

১ অশ্বশক্তির কাজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ২০ জন মুনিষেও অবিরাম ২।৩ ঘণ্টা এক অশ্বশক্তির কাজ পারে না।

আমার মালী ১/৪০ অশ্বশক্তির কাজ করিতেছিল। ৮ ঘণ্টায় চারাইয়া দিলে ১/৮০ অশ্ব-শক্তির কাজ করিত। অসুবিধায় ফেলিয়া মানুষ-শক্তি কমাইয়া চতুর্থাংশে কিংবা পঞ্চমাংশে দাঁড় করাইয়াছি। কুআর উপরে কপি-কল (pulley) বসাইয়া দোড়ী টানিয়া জল তুলিলে মানুষের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে। তখনও কিন্তু ১ মানুষ-শক্তি = ১/৪০ অশ্বশক্তির অধিক হয় না। অবিরাম কাজ করাইলে ১/৪০ অশ্বশক্তিতে দাঁড়ায়। বিলাতী দু-নলা পম্প দ্বারা জল তোলাইয়া দেখিয়াছি। অল্প সময়ের পক্ষে ১ মানুষ-শক্তি = ১/৩০ অশ্বশক্তি হয় বটে; কিন্তু আধ ঘণ্টাও এত থাকে না, কমিয়া ১/৫৬ হয়। একবার এক কৃষিপ্রদর্শনীতে পম্প দ্বারা হড়্‌হড়্‌ করিয়া জল তুলিয়া গ্রাম্য-দর্শকের মনে চমৎকার জন্মাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রদর্শক-মহাশয় শক্তি-ব্যয়ের দিক্ দেখান নাই। তা ছাড়া, গ্রাম্য কৃষকের পম্প কিনিবার পয়সা কোথায়, গামে পম্প মেরামত করিবার কর্ম্মকার কোথায়? আমার বাগানের শাকের জল-কষ্ট কিছু নহে। জল বিনা কৃষিকর্ম্ম হয় না, অবর্ষার দিনে নদী-বিল-পুকুরে জল থাকিতেও শস্য শুখাইয়া যায়। কুআয় সেঅনী কিংবা দোন ফেলা চলে না।

এই সব চিন্তা করিয়া আমি আমাদের দেশীয় প্রাচীন অরঘট্ট বা আরাটা নির্ম্মাণ করাইলাম (১ম পট)। দেখি নাই, নাম শুনিয়াছিলাম। রাটা, রাহাট নামে এই যন্ত্র ভারতের পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত আছে। একখান চাকার বা ঢাকের উপর দিয়া মাল্যাকারে বদ্ধ কতকগুলা ঘট উঠিতে নামিতে থাকে। (ইংরেজীতে নাম Persian wheel)। প্রথমে যেটা করাইয়াছিলাম, তাহাতে ১ মানুষ-শক্তি ১/২৪ অশ্বশক্তি হইয়াছিল। মোটা ফাঁপা বাঁশের ঘট করাইয়াছিলাম। বাঁশ কাঁচা বলিয়া এবং রোদ জল খাইয়া ঘট ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরে টিনের ৫-শেরী ঘট করি। সে সময়ে ঢাক ঘুরাইবার হাতল পরিবর্ত্তে তারা-আকারে অরা করাই। ইহাতে ১ মানুষ-শক্তি ১/২০ অশ্ব-শক্তি হইয়াছিল। টিনের ঘটও টিকিল না। শেষে দস্তা-লেপা লোহার পাতের ঘটের আয়োজন করি।

কিন্তু আরাটা ঘুরাইতেও ত মানুষ চাই। দিন দিন মুনিষের অভাব বাড়িতেছে। গ্রামে (হুগলী জেলায়) মুনিষের দিনিকা ছয় আনা। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, তৈলীয় ইঞ্জিন দ্বারা গ্রাম্য অল্প-স্বল্প কাজ-কর্ম্ম চলে না। চলিলেও, ইঞ্জিন কিনিবার বসাইবার পয়সা, ভাঙ্গা সারিবার কামার কোথায়? ইঞ্জিন দূরের কথা, গো-শক্তি প্রয়োগেরও সুবিধা নাই। বহু বহু গ্রাম আছে, যেখানে গোরুর গাড়ী যাইবার পথ নাই। এইরূপ চিন্তা আসে যায়; গ্রীষ্মকাল আসিল, বাগানে জলকষ্ট প্রবল হইল। পবনের বেগও বাড়িল। এখানে, এখানে কেন, বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে মধ্যাহ্নসময়ে পবন প্রবল হয়। বেলা ১০।১১টা হইতে গ্রীষ্ম বাড়িতে থাকে; পবনবেগও বাড়ে, অপরাহ্ণে হ্রাস পায়। পবনের কত শক্তি প্রত্যহ অপচিত হইতেছে। পবনচক্র চাই। আমার চাই,—নহে; দেশে পবনচক্র নির্ম্মাণের, স্থাপনের, চালনের

সুবিধা আছে কি না, গ্রাম্য সূত্রধার কর্ম্মকার পবনচক্র গড়িতে, জুড়িতে, চালাইতে পারিবে কি না? আমার পবনচক্র নির্ম্মাণের ইতিহাস এই।

বাষ্পীয় ও তৈলীয় ইঞ্জিনের দিনে (ইয়ুরোপের) পুরাতন পবনচক্র অশোভন বটে; কিন্তু কাজ ত চাই। আমেরিকা দেশে, কলের মুলুকে, কৃষকে পবনচক্র চালায়। ইয়ুরোপেও আছে। এ বিষয় পরে উল্লেখ করিব। বিলাতে পবনচক্র নির্ম্মিত হইয়া এ দেশে বিক্রয়ার্থে আসিতেছে। কিন্তু কিনিতে প্রচুর পয়সা চাই। এক অশ্ব-শক্তির তৈলীয় ইঞ্জিন কিনিতে ৩০০৲ টাকা চাই। সে শক্তির দৃঢ় পবনচক্র কিনিতে ১৫০০৲ টাকা চাই। কলিকাতার এক বিক্রেতা নামে ½ অশ্বশক্তির (বোধ হয়, কাজে ইহার অর্দ্ধেক) পবনচক্রের দাম ৫০০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন। এ সব লোহার; অনেক অঙ্গ ঢালা লোহার, যাহা ভাঙ্গিলে জোড়া যায় না। মাদ্রাজে চেটার্টন সাহেব কৃষিক্ষেত্রে জল তুলিবার অভিপ্রায়ে এক বিলাতী পবনচক্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। চক্রের ভাঙ্গাচোরা মেরামত করাইতে করাইতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়র, বড় কারখানা তাঁহার হাতে ছিল; তাই তাঁহাকে পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশে চারিটা চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, একটা দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কি কারণে হয় নাই, তাহা জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, কোনটার কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোনটা যোগ্য স্থানে স্থাপিত হয় নাই। প্রায় দেড় বৎসর হইল, পুরীতে এক সাহেব এক ছোট পবনচক্র বসাইয়া কুআ হইতে জল তুলিতেছেন এবং রাত্রে তাড়িত আলো জ্বালিতেছেন। প্রায় এক বৎসর হইল, সেখানে এক উদ্‌যোগী বাঙ্গালী এক চক্র দ্বারা বাগানের জল তুলিতেছেন।

আমাদের দেশে পবনচক্রের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপযোগিতা পরীক্ষিত হয় নাই। বিদেশীয় ইঞ্জিনিয়র, যিনি বাষ্পের, তেলের, গেসের ইঞ্জিনে অভ্যস্ত, তিনি পরীক্ষা করিতে বসিলে অনিশ্চিত পবনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না। দুই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে,—বিলাতী পবনচক্রের নির্ম্মাণ দেখিয়া তাহার বহুলতা পরীক্ষা করিতে হইবে; আমাদের দেশের পবনের গতিক বুঝিতে হইবে। কখনও মন্দ পবন, এত মন্দ যে, পবনচক্র নড়ে না; কখনও প্রবল পবন, এত প্রবল যে, পবনচক্র থামে না; কখনও বাত্যা, যাহার আবর্ত্তে পবন-চক্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে-সে স্থানে পবনচক্র যোগ্য নহে। পবন-প্রবাহ নদী-প্রবাহের তুল্য অবিরাম নহে; যেখানে জলপ্রবাহ নাই কিংবা মৃদু, সেখানে জলচক্র-স্থাপনা যেমন নিষ্ফল, যে গ্রামে পবনপ্রবাহ মৃদু কিংবা অধিকাংশ দিন মৃদু, সেখানে পবনচক্র তেমন নিষ্ফল। আমাদের দেশের নদী যেমন, পবনও তেমন উচ্ছৃঙ্খল। গ্রীষ্ম-কালে নদী শুখাইয়া দেশে জলকষ্ট হয়, বর্ষাকালে বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়। শীতকালে রবী ফসলের জন্য জল চাই, তখন পবনবেগ থাকে না; গ্রীষ্মকালে নদী ও কুআর জল নামিয়া যায়, জল-তোলায় কষ্ট হয়, তখন পবনবেগ পাই বটে, কিন্তু ঝড়ও পাই। আমার দুইটা চক্র কাল বৈশাখীর পরাক্রমে উন্মূলিত ও ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ পবনচক্র-প্রয়োগের যোগ্য দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইলে মনস্তাপ মাত্র লভ্য হয়। বাষ্পীয় তৈলীয় ইঞ্জিনের দেশ-কাল-পাত্র নাই। আগুন অনুগত ভৃত্য; এখানে জ্বলিব না, এখন জ্বলিব না, এ কাজের নিমিত্ত জ্বলিব না, এ কথা বলে না। পবন চিরদিন কামচারী, প্রভুত্ব মানে না, করিতে চায়। ইহার মতি বুঝিয়া কাজ করাইতে হয়। গুণ এই, যখন কাজ করে, তখন বিনা বেতনে করে। সেয়ানা সাবধানে সুযোগ অন্বেষণ করে; দেশ দেখে, কাল দেখে, যোগ্য কর্ম্ম দেখে; কখনও বা আশায় কর্ম্মের আয়োজন করিয়া রাখে, আসিলেই কাজ করাইয়া ফেলে।

পবনের বেগ ঘণ্টায় এক মাইল হইলে আমরা জানিতে পারি না, দুই-তিন মাইল হইলে বুঝিতে পারি, চারি-পাঁচ মাইল হইলে মন্দ বায়ু বলি, দশ-বার মাইল হইলে ধীর থাকে না, কিন্তু সুখকর থাকে, পনর-ষোল মাইল হইলে সমীরণ বলিতে পারি, চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হইলে প্রভঞ্জন বলায় দোষ হয় না। বায়ু তরল; জল তরল, জল অপেক্ষা ৮০০ গুণ তরল। এক ঘনফুট জল ওজনে ৩০ শের, এক ঘনফুট বায়ু ৩ তোলা মাত্র। এই কারণে পবনের বেগেই শক্তি। ঘণ্টায় ব মাইল বেগ হইলে বাধার শতবর্গ ফুটে ঠেল ২×ব² তোলা ধরা যাইতে পারে। ১০ মাইল বেগে ১১ শের, ১৫ মাইলে ২৫ শের, ২০ মাইলে ৪৫ শের ঠেল পড়ে। ভারা ভারা মহাজনী নৌকা পাইলে পবনের ঠেলে চলে। অতএব বেগ অল্প হইলে পাইল বাড়াইতে হয়, নতুবা প্রাপ্ত শক্তি অল্প হয়। কিন্তু পাইল বাড়াইতে গেলে পবনচক্রের আকার বাড়ে, আকার বাড়িলে ভার বাড়ে, নির্ম্মাণনৈপুণ্য ও ব্যয়বাহুল্য আবশ্যক হয়, মৃদু পবনে চলে না। অবশ্য এমন কল হইতে পারে না, যাহাতে সবই সুবিধা; এমন কল নাই, যাহাতে সুবিধা অসুবিধার বিরোধ মিটাইতে হয় না।

আবহমান-মন্দিরে পবনবেগ প্রত্যহ পরিমিত হইতেছে। খ্রিঃ ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ সালের গড় ধরিলে দেখা যায়, কটকে জানুআরি মাসে দৈনিক বেগ ৩৬, ফেব্রুআরিতে ৫২, মার্চে ৬৯, এপ্রিলে ১০৮, মে-তে ১২০, জুনে ৯৯, জুলাইতে ৭৮, আগষ্টে ৭০, সেপ্তম্বরে ৫৩, অক্টোবরে ৪০, নভেম্বরে ২৮, ডিসেম্বরে ৩১ মাইল। বলা বাহুল্য, প্রত্যহ এত মাইল বেগে বাতাস বহে না। তথাপি এই মতন আশা করিতে পারি। দেখা যায়, দিবা রাত্রির মধ্যে এক একবার পবনবেগ অধিক হয়, এক এক সময় বাতাসের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। প্রায় আট ঘণ্টা অধিক হয়, অবশিষ্ট ১৬ ঘণ্টায় থাকে না বলা চলে। দৈনিক বেগের দশমাংশ বেগ আট ঘণ্টা পাওয়া যাইতে পারে। পবনচক্রের পক্ষে ৮।১০ মাইল বেগ নিম্ন-বেগ বলিতে পারা যায়। ইহার কমে চক্র ঘুরিতে পারে, কিন্তু কাজ হইবে না। এই হিসাবে কটকে মার্চ হইতে আগষ্ট, এই ছয় মাস চক্র চালতে পারে; তন্মধ্যে এপ্রিল, মে, জুন, এই তিন মাস বরং যোগ্য কাল, অন্য তিন মাস প্রায় অযোগ্য।

আমি শীতকালে চক্র-নির্ম্মাণ আরম্ভ করাইলাম। এমন চক্র চাই, যাহাতে ভারী কিংবা ঢালা লোহা লাগে না, যাহা গ্রাম্য কর্ম্মকার গড়িতে পারিবে। গ্রাম্য কর্ম্মের নিমিত্ত দুই চারি

মানুষ-শক্তি পাইলেও চলে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে গ্রাম্য কৃষকে জাম্বো (Jumbo) নামে এক প্রকার পবনচক্র নিজেরাই গড়িয়া চালায়। ইষ্টিমারের জল-কাটা পাখার মতন ইহাতে পাখা থাকে এবং উঠে নামে। এই কারণে ইহার নাম মর্কটচক্র রাখিয়াছিলাম (২য় পট)। পবনচক্রের পাখা বড় বড়, প্রায়ই চারিটা। বস্তুতঃ ইষ্টিমারের জল-কাটা পাখা এক প্রকার জলচক্র। স্রোতে বসাইলে তাহা ঘুরিত এবং জল-শক্তি দ্বারা অন্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত। চক্রের উপর ও নীচের পাখা জলে ডুবাইয়া রাখিলে চক্র ঘুরিতে পারে না; কারণ, জলের ঠেল দুই পাখাতে সমান পড়ে। অক্ষের উপরের পাখা জলের বাহিরে থাকে, নীচের পাখায় জলের ঠেলে চক্র ঘোরে। পবনচক্রেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। চক্রের সম্মুখে ও পশ্চাতে অক্ষ পর্য্যন্ত উচ্চ দুই প্রাচীর থাকিলে কেবল উপরের পাখায় পবনের ঠেল পড়ে। আর এক আবশ্যক কথা আছে। নদীস্রোত একই দিকে বহে, পবন-স্রোত বহে না। বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে শীতকালে উত্তর, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু বহে। ঠিক উত্তর, ঠিক দক্ষিণ নহে, কিংবা মাসের সব দিন ঠিক এক দিক্ হইতে বহে না। কিন্তু এমন স্থানও আছে, যেখানে উত্তর দক্ষিণের এ-দিক্ ও-দিক্ অধিক হয় না। শরৎ ও বসন্ত কালের পক্ষে এ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, দক্ষিণমুখা হঠাৎ উত্তরমুখা, কিংবা উত্তরমুখা বাতাস হঠাৎ দক্ষিণমুখা হইতে পারে না। এই দিক্‌পরিবর্ত্তন অল্পে অল্পে কিছু দিন ধরিয়া হয়। শরৎকালে পবনবেগ অল্প, পবনচক্রের পক্ষে অকর্ম্মণ্য। বসন্তকালে অকর্ম্মণ্য নহে। কিন্তু সে সময়ে পবনদিক্ পরিবর্ত্তন হেতু কিছু দিন মর্কটচক্র দ্বারা কাজ প্রায় হইবে না।

কিন্তু কত শক্তি পাওয়া যাইতে পারে? এ বিষয়ের পরীক্ষা হয় নাই, ফলও জানা নাই। গণিত-সাহায্যে স্থূল অনুমান করা যাইতে পারে। সহজে বুঝা যায়, পবনচক্রের পাখার বেগ পবন-বেগের সমান হইলে, বাতাসের ঠেল পড়ে না, শক্তি জন্মে না। পাখার বেগ কম হওয়া চাই। এমন কাজ দিতে হইবে, যাহাতে কম হয়। এ কথা পরে হইতেছে। এ দেশের এক ঘন-ফুট গরম বায়ুর ভার ০·০৭ পৌণ্ড, এবং সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌণ্ডে এক অশ্বশক্তি। এক ঘন-ফুট বায়ু সেকেণ্ডে র ফুট বহিলে ০·০০১১৪ র^{২} ফুট-পৌণ্ড কাজ করে। যদি পবন-চক্রের পবন-পীড়িত পৃষ্ঠ পৃ বর্গফুট হয়, তাহা হইলে পবন দ্বারা সেকেণ্ডে ০·০০১১৪ × পৃ × র^{৩} ফুট-পৌণ্ড কাজ এবং জাত অশ্বশক্তি ০·০০০০২ × পৃ × র^{৩} হয়। পবনচক্রে কিন্তু এত শক্তি পাওয়া যাইবে না। কত পাওয়া যাইবে, সেইটা কথা। প্রথমতঃ দেখা যায়, পবনবেগ অপেক্ষা চক্রবেগ কম করিতেই হইবে। অত্যন্ত কম করিলে কাজও কম হইবে। যদি পবনচক্র-পরিধি-বেগ সেকেণ্ডে ব ফুট হয়, তাহা হইলে পৃ বর্গফুটে পবনের ঠেল পড়ে ০·০০২৩ × পৃ × (র — ব)^{২} পৌণ্ড, এবং কাজ হয় ০·০০২৩ × পৃ × (র — ব)^{২} × ব ফুট-পৌণ্ড। জলচক্রাদির তুলনায় অনুমান হয় ব = ১/৩ র হইলে কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বাধিক হইবে। এই অনু-মানে কাজ হইবে ০·০০০৩ × পৃ × র^{৩} ফুট-পৌণ্ড এবং অশ্বশক্তি হইবে ০·০০০,০০,০৫ × পৃ × র^{৩}। পবনবেগ ঘণ্টায় ১০ মাইল অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৫ ফুট এবং পবনপীড়িত পৃষ্ঠ ৫০

বর্গ ফুট হইলে ০.০৮ অশ্বশক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এক মানুষ-শক্তির কিছু অধিক।*

পবনচক্র নির্ম্মাণের সময় আসিল। পাখা কত বড় করিলে আমার পরীক্ষা চলিতে পারিবে, তাহা এখন জানা আবশ্যক হইল। কাজেই একটু অঙ্ক-কষাকষি না করিলে নয়। ১০ মাইল পবনবেগে এক মানুষ-শক্তি পাইলেই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। এই হেতু আমার অধিকাংশ চক্রের পাখা বা কপাট ৬×৮ বর্গফুট, দুইটায় ৮×১০ বর্গফুট করাইয়াছিলাম। আমার বাসায় তিন পাশে উচা প্রাচীর-ঘেরা একটা স্থান আছে। সেখানে উত্তর-মুখা পবনও পাওয়া যায়। চক্র নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল, কাজের যোগ্য হইল। কিন্তু দুই এক দিন মধ্যে রাত্রে ঝড় আসিয়া চারি পাখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া গেল। পবনচক্র নির্ম্মাণের সময় প্রভঞ্জনের ভীম-রূপ ভুলিয়া যাই। অল্পের মধ্যে কিসে আবশ্যক শক্তি পাই, সেই চিন্তা প্রবল হয়। চক্রের পাখা অনায়াসে খুলিয়া নামাইয়া রাখিতে পারিতাম।

স্থানটি তিন দিকে ঘেরা, এক দিকে খোলা, কিন্তু সম্পূর্ণ খোলা নহে। তিন দিকে ঘেরা বলিয়া সেখানে পবনের আবর্ত্ত জন্মিত এবং নিম্নগামী পাখায় বাধা দিত। অতএব স্থানটা মর্কট-চক্রের যোগ্য ছিল না। তথাপি চক্র রূপান্তর করিলাম। পাখায় পাটের চট; বাহু উঠিবার সময় কাপড়ের পর্দ্দার মতন প্রায় অক্ষ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া বাতাস ধরিত, নামিবার সময় নীচে খসিয়া জড় হইয়া পড়িত, পবন প্রতিরোধ করিত না (২য় পট, ৫র্থ চিত্র)। ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলে পর্দ্দা গুটাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেই চক্র নিরাপদ্ হইত। ঝড়ের সময় মাঝী নৌকার পাইল খুলিয়া ফেলে, সে কারণে পাইল অসিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বুঝিয়াছিলাম, এক দোষ সারিতে গিয়া অপর দোষ ঘটিয়াছে। শত শত বার পর্দ্দা উঠিতে পড়িতে থাকিলে বেশী দিন টিকিবে না। অতএব মর্কট-চক্র করিতে হইলে চটের পাখায় চলিবে না। ঘেরা স্থান দেখিয়া বসাইলেও চলিবে না।

বসন্তকালে মর্কট-চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, যে কালে পবনের দিক্ ঠিক থাকে না। কাজেই এমন চক্র চাই, যাহা পবনের দিক্ মানিবে না, যে দিকেই বহুক, চক্র চলিবে। শকটের চক্র

*এ বিষয়ের গণিত দুরূহ এবং গণিতের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের অনৈক্য হয়। উপরে র^৩ ধরা গিয়াছে; ফলে ৩ কি র^২ হইবে, তাহার নিশ্চিত জ্ঞান অল্প। পরে ক্ষেপণী-চক্রের বেলা ইহার উল্লেখ করা যাইবে। নদী-স্রোতের জলচক্রের (Mid-stream water-wheel) সহিত তুলনা করা যাউক। নদীর মাঝে জলচক্র বদ্ধ করিলে, এবং নদীবেগ র, চক্রপরিধি-বেগ ব, জল-আহত পৃষ্ঠ পৃ ধরিলে ইঞ্জিনিয়রগণ বলেন, এই জলচক্রের কার্য্যকারী অশ্বশক্তি = ০.০০২৮ × পৃ × (র—ব) × র × ব হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন, ব = ০.৪র কিংবা ০.৫ র হইলে কর্ম্মক্ষমতা সমধিক প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে, জাত অশ্বশক্তি ০.০০০৬৭ × পৃ × র^৩ হয়। জল অপেক্ষা গরম বায়ু ৮৫০ গুণ লঘু। অতএব পবনচক্রে উক্ত সূত্র প্রয়োগ করিলে পবনচক্রের অশ্বশক্তি ০.০০০,০০,০৭ × পৃ × র^৩ পাই। কিন্তু অন্য ইঞ্জিনিয়রগণ উক্ত জলচক্রের অশ্বশক্তি = ০.০০২৮ × পৃ × (র—ব) × র, কেহ বা ০.০০৬ × পৃ × (র—ব) দিয়াছেন। যেখানে পরীক্ষা হইয়াছে, সেখানে এত মতভেদ।

উপর নীচে ঘোরে। মর্কট-চক্রও এইরূপ ঘোরে। অতএব ইহা শকটীয় চক্রের দৃষ্টান্ত। কুম্ভকারের কুলাল-চক্র ভূ-সম ঘোরে। যে চক্র এইরূপ ঘোরে, তাহা কুলালীয় চক্র। যদি এই-রূপ চক্রের বাহু বা অরাতে পাখা আঁটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাতাসে ঘুরিবে না (৩য় পট)। কারণ, দুই পাশের দুই পাখায় ঠেল পড়িবে, এক ঠেল অন্য ঠেল রোধ করিবে। প্রাচীর দিয়া এক পাশের পাখায় বাতাস লাগা নিবারিত হইলে এই কুলালীয় পবন-চক্র ঘুরিতে থাকিবে। এই চক্রও আমেরিকার কৃষকেরা গড়িয়া কার্যসিদ্ধি করে। আমার বাসায় এরূপ চক্র বসাইবার যোগ্য স্থান ছিল না। তা ছাড়া বাতাসের দিক্ দেখিয়া প্রাচীর নড়াইতে হইত। কামরাঙ্গার সাদৃশ্যে এই চক্রের নাম কর্ম্মরঙ্গ।

আবহ-মানমন্দিরের ছাদের উপরে চারি বাহুতে বদ্ধ চারি বাটী ঘুরিতে থাকে। তাহাও কুলালীয় চক্র, যদিও তদ্দ্বারা পবন-বেগ-মাইল মাপা হয়। বাটীর ভিতরে ঠেল যদি ৩ হয়, বাহিরে ২। এই ১ অতিরিক্ত ঠেল হেতু এই চক্র ঘোরে। বাটীর আকারে পাখা করা সহজ নহে। এ কারণ প্রথমে আদর্শে টিন বাঁকাইয়া চারি ডোঙ্গা আঁটিলাম (৪র্থ ৫ম পট)। এইরূপে দ্রোণ-চক্রের উৎপত্তি। কিন্তু এই আকার অপেক্ষা দুই পাখা বহির পাতার মতন মাঝে আঁটিয়া মুখ খুলিয়া কোণিয়া করা সহজ। ইহাও দ্রোণ-চক্র। আদর্শে দেখিয়াছি, এই চক্র একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে এবং পবন মৃদু না হইলে বেশ ঘুরিত। এক সময়ে তিন দ্রোণে বাতাসের ঠেল পড়িত, চতুর্থ দ্রোণ কোণ দিয়া বাতাস কাটিয়া চলিয়া আসিত। কিন্তু ঝড়ে দ্রোণ-রক্ষার উপায় দেখিলাম না। মাটিতে দাঁড়াইয়া দ্রোণ খুলিয়া লইতে পারা যায় বটে, কিন্তু আমার প্রাচীর-ঘেরা স্থানে উচ্চে দ্রোণ আঁটিতে হইত।

এই কারণে এই চক্র বৃহৎ করাইলাম না। ষট্-বাহুযুক্ত ১৩ ফুট ব্যাসের এক কুলালীয় চক্র করাইলাম (৪র্থ ৫ম পট)। পাখার পরিবর্ত্তে ইহাতে ছয় (৬ × ৪ ফুট) কপাট বসিল, যে কপাট বায়ুমুখে আপনি বন্ধ হয়, বায়ু-বিমুখে মুক্ত হয়। নাগরদোলার সহিত সাদৃশ্যে যেন নাগর কপাট খুলিতেছে, বন্ধ করিতেছে, এই চক্রের নাম নাগর-চক্র হইল। এক এক চক্রের এক এক নাম না দিলে কর্ম্মকার ও কর্ম্মকরের সহিত কথাবার্ত্তায় অসুবিধা হইত। লঘু করিতে, মৃদু পবনেও কাজ পাইতে, কাঠের চৌকাঠে পাটের চট দিয়া কপাট করাইয়াছিলাম। তিন মাইল মাত্র পবন-বেগে ঘুরিত, পাঁচ সাত মাইলে কুআর উপরে স্থাপিত আরাটা ঘুরাইয়া অল্প অল্প জল তুলিত। কয়েক অসুবিধা ছিল। কুআর নিকটে চক্র বসাইবার উন্মুক্ত স্থান ছিল না; ৪০ হাত দূরে রশি দিয়া পবনচক্রের কপির সহিত আরাটার কপির যোগ করিতে হইয়াছিল। স্বল্পশক্তি পবনচক্রের পক্ষে দীর্ঘ রশির ভার ও নানা ঘর্ষণের বাধা অধিক হইয়াছিল। তখন ১০ মাইল পবনও পাই নাই।

পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি, পবন-শক্তি সংগ্রহের সময় কেবল সংগ্রহের প্রতি মন থাকে, পবনের ভীমাকার স্মরণ থাকে না। ঝড় আসিলে চক্রের দশা কি হইবে, তাহা মনে আসে নাই। এক রাত্রে এত বেগে বাতাস বহিতে লাগিল যে, সে রাত্রে পবন-চক্রের কপাটের

সঘনে পতন-শব্দে প্রতিবেশীর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তত রাত্রে কপাট খুলিয়া নামাইবার উপায় ছিল না। প্রাতে সব খুলিয়া ফেলিতে হইল। ঝড়ে রক্ষার উপায় চাই, কপাটের ঠক্-ঠক শব্দও বন্ধ করা চাই। পবন-সুযোগে চক্র-চালনা সহজ, দুর্যোগে রক্ষা সহজ নহে।

পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া আর বৃহৎ চক্র করাইলাম না। ছোট ছোট আদর্শ গড়াইয়া ইচ্ছা-মতন আটকাইবার উপায় দেখিতে লাগিলাম। ইহার ফলে ১৬ ফুট ব্যাসের শকুন্তচক্রের উৎপত্তি (৪র্থ ৫ম পট)। বহুকাল পূর্ব্বে, পঞ্জাবে না কোথায়, এক সাহেব শকুন্তচক্র করাইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘজীবী করিতে পারেন নাই, সে চক্র কালবৈশাখীর কাল-গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। রক্ষার সহজ উপায় পাইলাম। এই চক্রও কুলালীয় চক্র; মধ্যে স্তম্ভ, স্তম্ভে চারি দীর্ঘ বাহু বদ্ধ। এই বাহু হইতে পাখা (১০×৮ ফুট) ঝুলিতে লাগিল। পবনমুখে নৌকার পাইলের মতন একখানা পাখায় বাতাস ধরিত, সে সময়ে বিমুখের পাখা উঠিয়া ভূমি-সম হইত, বাতাসের গতিরোধ হইত না। দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটা বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিতেছে ও উঠিতেছে। এই সাদৃশ্যে চক্রের নামকরণ হইয়াছিল। দিনের বেলা বাতাস বহিলে কূপ হইতে জল তোলা কাজ হইত, অপরাহ্নে পাখার নিম্ন প্রান্ত তুলিয়া সমুখের অক্ষ-বাহুতে বাঁধিয়া রাখা হইত, তখন যেন চাঁদোয়া টাঙ্গানা হইত। হাত পাইতে পারিবে, ইচ্ছা হইলে মাটিতে দাঁড়াইয়া দুই জনে পাখা খুলিয়া নামাইতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে অধিক উচ্চে পাখা ঝুলানা হয় নাই। উন্মুক্ত স্থান হইলে শকুন্তচক্র উপযোগী, সন্দেহ নাই। গড়িতে চালাইতে থামাইতে কষ্ট নাই। আমার স্থানের পক্ষে উপযোগী হয় নাই, পবনের আবর্ত্ত জন্মিয়া চাঁদোয়ার নিম্নপৃষ্ঠে আঘাত করিত, পবন প্রবল হইলে চাঁদোয়া পত্-পত শব্দে উঠিত পড়িত। প্রাচীর দূরে দূরে ছিল, তথাপি আবর্ত্ত জন্মিত।

এই হেতু আবার উচ্চ চক্র চিন্তা করিতে হইল। প্রথম নাগরচক্রের রূপান্তর করাইলাম (৭ম পট)। এবার এক একখানা কপাটের পরিবর্ত্তে প্রতি বাহুতে দুই দুইখানা অল্প-পরিসর কপাট বসিল, যেন দ্বারের খড়্খড়ী কপাট। কপাট পড়ার ঠক্-ঠক শব্দও প্রশমিত হইল। ঝড়ের উপক্রম দেখিলে এক বাহুর দুই কপাট ফাঁক করিয়া বাহুতে আঁটিয়া রাখা হইত, অন্য দুই বাহুর কপাট পবনের গতিকে পবনের দিকে একাশী হইয়া থাকিত। চক্রের অক্ষে চড়িয়া সেখান হইতে দোড়ী টানিয়া যখন ইচ্ছা তখন চক্র নিশ্চল করিতে পারা যাইত। ইহার আদর্শে এমন কৌশলও ছিল, যাহাতে ঝড় বহিলে এক বাহুর কপাট আপনি খুলিয়া যাইত, চক্র বন্-বন ঘুরিত না। আশ্চর্য্য এই, এই সহজ উপায় প্রথম ষট্-বাহু নাগরচক্র স্থাপনার সময় মনে হয় নাই।

কিন্তু এ দিকে যাহাই হউক, চারি বাহুর চারি কপাটের মধ্যে এক সময়ে একটায় বাতাসের ঠেল পড়ে, অন্য তিনটা কেবল আকার ও ভার বৃদ্ধি করে। ৫০ বর্গফুটে বাতাস ধরিতে গিয়া ২০০ বর্গফুট পাখা বা কপাট আঁটিতে হয়। চারি কপাট বৃহৎ

করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে চক্রের যাবতীয় অঙ্গ বৃহৎ ও ভারী করিতে হয়। কুলালীয় চক্রের ইহাই দোষ। এক সময়ে তিনটা কপাট কর্ম্মণ্য করাইতে পারিলে প্রতি কপাটে যতই হউক, তিনের সমষ্টি একটার অধিক হইবে। প্রথমে আদর্শ গড়িয়া পরীক্ষা করিয়া পরে বৃহৎ চক্র করাইলাম (৪র্থ পট ৪র্থ চিত্র, ৫ম পট ৩য় চিত্র)। এই সংস্কৃত নাগরচক্রে চারি কপাট এমন সংলগ্ন করা হইয়াছিল যে, পবন-মুখে তিনখানা কপাটে ঠেল ধরিত, কেবল একখানায় ধরিত না। প্রথম কপাটে ৪৫° কোণে, দ্বিতীয়খানায় ৬৮° কোণে, তৃতীয়খানায় ২২° কোণে পবনের ঠেল পড়িত। কপাট তির্য্যক থাকিলে পবনের কত ঠেল পড়ে, তাহা গণিতবিদ্যায় দুরূহ প্রশ্ন। সহজ ভাবে দেখিলে, তিন কপাটে এক কপাটের দেড়গুণ হইতে প্রায় দুই গুণ ফল হইত অর্থাৎ প্রতি কপাট ৫০ বর্গফুট হইলে তিন কপাটে ৭৫ হইতে ৯০ বর্গফুটের কাজ হইত। কপাটের ঠক্-ঠকানিও কমিল। কপাটের দুই অসমান ভাগে ঠেল লাগিত, ফলে কপাট বেগে বাহুতে আঘাত করিত না। আবশ্যক হইলে কপাট খুলিয়া রাখাও সহজ হইল। সোজা রাখিলেই ঝড়-বাতাস লাগে না। এখনও কিন্তু অক্ষে চড়িয়া কপাট খুলিয়া বাহুতে বাঁধিয়া রাখিতে হইত। ভূমিতে দাঁড়াইয়া কপাট খুলিবার বাঁধিবার উপায় করিতেছিলাম, যখন এক দিন অপরাহ্লে সে চিন্তা হইতে নিস্তার পাইলাম। আমি বাড়ীতে ছিলাম না। ঝড়ের শঙ্কা না দেখিয়া চক্রের কর্ম্মকর কপাট খুলিয়া রাখে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেল। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া দেখি, অক্ষের চারি পাদ (বা ঠেক-কাঠ) সমূলে উৎপাটিত ও চক্র ধরাশায়ী হইয়াছে। অভিমন্যু আগম জানিতেন, নির্গম জানিতেন না, এই হেতু অকালে মারা যান। আমি চক্রের আগম-নিগম দুই জানিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চক্রস্তম্ভের পাদকাষ্ঠ দৃঢ় প্রোথিত হয় নাই। একে বালি মাটি, তাহাতে বৃষ্টি হইয়া পাদকাষ্ঠ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মোটা মোটা কাঠে পাদ বদ্ধ করিয়া, অন্ততঃ মোটা তার দিয়া বড় বড় পাথর বাঁধিয়া, মাটিতে পুতিলে দুর্দ্দৈব ঘটিত না। এই শিক্ষা কিন্তু মনেই রহিয়া গেল। বর্ষাকাল আসিল, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে পবনচক্র ছিল কি না, কে জানে? লোকে বলে, ইয়ুরোপে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে পবনচক্রের আরম্ভ হইয়াছিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর পবনচক্র হতাদর হইয়াছে। তৈলীয় ইঞ্জিনের পর আরও হইয়াছে। তথাপি হলাণ্ড ইটালী প্রভৃতি দেশে বড় বড় জলার জল মারিবার তরে বড় বড় পবনচক্র দ্বারা পম্প চালিত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, আমেরিকার একটা নগরে এক বৎসরে পাঁচ হাজার পবনচক্র বিক্রয়ার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে সকল কাজে ত্বরা নাই, অথচ অল্প শক্তি দ্বারা কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে, পবনবেগ পাইলে পবনচক্রই উত্তম যন্ত্র। পবন অনিশ্চিত বটে, কিন্তু সব দেশে অনিশ্চিত নহে, বৎসরের সব সময় অনিশ্চিত নহে।

ইয়ুরোপের পুরাতন পবনচক্র এক প্রকার শকটীয় চক্র, চারি দীর্ঘ পাখা পবনবেগে

ঘূর্ণিত হইত। নৌকার যেমন ক্ষেপণী বা দাঁড়, এই চক্রের পাখা প্রায় তেমন। ইহাকে ক্ষেপণীচক্র বলা যাউক। প্রথম প্রথম চক্রের স্তম্ভ ধরিয়া ঘুরাইয়া পবন-মুখে ক্ষেপণী রাখিতে হইত। পরে চক্রের একটা পুচ্ছ আবিষ্কৃত হইল, যদ্দ্বারা চক্র সর্ব্বদা পবনমুখে থাকিত। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ঝড়-সম্বরণের কৌশল আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে প্রবল পবনের সময় চক্র নিশ্চল করিতে পারা যাইত না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, পবনচক্রের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ফলে পুরাতন চারি ক্ষেপণীর পরিবর্ত্তে বহু-পক্ষসংযুক্ত বিম্বাকার চক্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যাহাঁরা পুরাতন ও নূতন চক্র পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাঁরা বলেন, পবনশক্তি-সংগ্রহে দুই-ই সমান, বরং ক্ষেপণী চক্র উত্তম, মার্কিন বিম্বচক্র ঘূর্ণন-সৌকর্য্যে উত্তম।

আমেরিকার হাতে পড়িলেও পবনচক্রের যথোচিত উন্নতি হয় নাই। ইহার গণিত সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পরীক্ষা ব্যতীত গণিত দ্বারা জাত শক্তি বলিতে পারা যায় না। ১৫।১৬ মাইল পবন-বেগে ১২ ফুট বিম্বচক্র দ্বারা কেহ বলেন সিকি, কেহ বলেন আধ, কেহ বলেন এক, কেহ বলেন দেড় অশ্ব-শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। বিক্রেতা শক্তি বাড়াইয়া বলে, কিন্তু সকলে বলে না। ক্ষেপণী-চক্র ও বিম্ব-চক্র দ্রুত ঘূর্ণনশীল। পবনবেগ অপেক্ষা এইরূপ চক্রের পরিধিবেগ অধিক। আড়াই হইতে তিন গুণ পর্য্যন্ত অধিক হইলেই কার্য্য-ক্ষমতা সমধিক হয়। এইরূপ বেগ রাখিলে এবং ব পবনবেগ ফুট, পৃ পবন-পীড়িত পৃষ্ঠ-বর্গ-ফুট হইলে একটা পুরাতন সূত্রে বলে যে জাত অশ্বশক্তি $= \frac{পৃ \times ব^{৩}}{১০৮০০০০}$ অর্থাৎ $০.০০০০০০৯ \times পৃ \times ব^{৩}$ হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই নিয়মে শক্তি পাওয়া যায় না। ব্যাসবর্গের অনুপাতে পৃষ্ঠফল বাড়ে। তদনুসারে ১৬ ফুট ব্যাসের চক্রে ১২ ফুট চক্রের প্রায় দ্বিগুণ শক্তি পাইবার কথা। মাদ্রাজে চেটার্টন সাহেব ১০ মাইল পবনবেগে ১৬ ফুট বিম্বচক্র দ্বারা মাত্র $\frac{১}{২}$ অশ্বশক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, পবনবেগের ঘন অনুপাতে শক্তি বাড়ে না, বর্গ অপেক্ষা কিছু অধিক অনুপাতে বাড়ে। বস্তুতঃ ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিমিত্ত লিখিত গ্রন্থবিশেষে* $ব^{৩}$ পরিবর্ত্তে $ব^{২}$ আছে। উল্‌ফ সাহেব-লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে আছে যে, ১৬ মাইল পবনবেগে ১২ ফুট চক্রে ০.২১, ১৬ ফুট চক্রে ০.৪১, ২৫ ফুট চক্রে ১.৩৪ অশ্বশক্তি জন্মে।

বিম্বচক্র এত নির্ম্মিত ও চালিত হইয়াছে, তথাপি দেখা গেল, অনেক অজ্ঞাত আছে। নাগরচক্রের ন্যায় কুলালীয় চক্র অত্যল্প নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলালীয় চক্র সম্বন্ধে সবই প্রায় অজ্ঞাত। ক্ষেপণী-চক্রে ও বিম্ব-চক্রে তির্য্যক্‌ভাবে পবনের ঠেল পড়ে; ফলে পবনের শক্তির দশ

* The Practical Engineer Pocket-book and Diary, 1911. মার্কিন বিম্বচক্রবিষয়ে বিখ্যাত পুস্তক, The wind-mill as a Prime-mover. By Alfred R. Wolff. Published by John Wiley and sons. দুই বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিলাত হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম ছাপা নাই।

বার আনা কাজে লাগে না। কুলালীয় চক্রে সমস্ত ঠেল লাগে। তথাপি কুলালীয় চক্রের আকার বৃহৎ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বচক্রের স্তম্ভে চক্র-স্থাপনা কঠিন, কুলালীয় চক্রে সহজ। কুলালীয়চক্রের এই গুণ দেখিয়া আমি এই চক্র-নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলাম। ইয়ুরোপে কুলালীয় চক্র দুই একটা আছে, একটা দ্বারা ৫।৭ অশ্বশক্তির সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু কত কাল টিকিয়া আছে, জানিতে পারি নাই। বিশ্বচক্র অপেক্ষা ক্ষেপণীচক্র নির্ম্মাণ ও স্থাপন কিছু সহজ. আমি দুই এরই আদর্শ করাইয়াছিলাম (৮ম পট)। ছোট আদর্শে যত সহজ, বৃহৎ প্রমাণে অবশ্য তত সহজ নহে। আদর্শে টিনের পাখা আঁটিয়াছিলাম।

কিন্তু যাঁহারা বসন্তকালে মাধবীলতার শুষ্ক ফল গাছ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ফলে তিনখানি পাখা আঁটিয়া প্রকৃতি কত সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনখানি পাখা সোজা মেলিয়া না থাকিয়া সমুখে কোণিয়া হইয়া থাকে। কুকশিমা গাছের ফল বা বীজে লোমগুচ্ছ থাকে। এই লোমও সমুখে কোণিয়া হইয়া বর্ষাকালে কৃষকের মাথার টোকার আকারে থাকে। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, শকটীয় চক্র করিতে হইলে সমুখে কোণিয়া করা আবশ্যক। মাধবীফলের তিন পাখার এক পাখা বড়। একটা বড় না হইলে উড়িয়া দূরে পড়িতে পারিত না। সমুখ দিকে কোণও অধিক, প্রায় ৩৫° সমুখ দিকে হেলানা। এত কোণ দিয়া পবনচক্র গড়িলে চক্র-স্থাপনা কঠিন হয়, চক্রটা ঝুলিয়া পড়ে। এই হেতু আমার মাধবীচক্রের তিন পাখা ১৫°।২০° কোণ করিয়া আঁটিয়াছিলাম। একটায় ছয়খানা পাখা আঁটিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রি-পক্ষ ও ষট্-পক্ষ চক্রের কাজে প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। বৃহৎ গড়াইবার অবসর হয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, স্বল্পশক্তি মাধবীচক্র কিংবা ক্ষেপণীচক্র গড়া গ্রাম্য কর্ম্মকারের অসাধ্য নহে।

ছেলে-খেলার মধ্যে কাগজের এক প্রকার পদ্ম বিক্রয় হয়। বাতাসের মুখে ধরিলে পদ্ম নিজের অক্ষে থাকিয়া বেগে ঘুরিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ছেলেরা গুলঞ্চ ফুলের মাঝে খড়িকা পরাইয়া ফুলটি বাতাসের মুখে ধরে। ফুলটি বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহারা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া থাকে। বিস্ময়ের কথাই বটে। মানুষের যন্ত্রনির্ম্মাণ-বুদ্ধি প্রকৃতির অনুকরণে খুলিয়াছে। মার্কিন বিশ্বচক্র গুলঞ্চ ফুলের দৃষ্টান্ত হইয়াও নহে। গুলঞ্চ ফুলের পাখড়ীর মধ্যেও কোণ আছে।

ডেনমার্ক দেশের রাজা নানা আকারের পবনচক্রের দোষ-গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত খ্রী: ১৮৯১ সালে এক ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে পরীক্ষক মহাশয় মারা যান, পরীক্ষাও স্থগিত হয়। তাঁহার দুইটা ফল জানিতে পারিয়াছি। প্রথম, মার্কিণ বিশ্বচক্রে অধিক পাখা হেতু কার্য্যক্ষমতা না বাড়িয়া অল্প হয়, পাঁচ ছয়টা পাখা দ্বারা অধিক হয়। দ্বিতীয়, সে কয়টা পাখা পবন-মুখে সোজা না থাকিয়া কোণিয়া হইয়া থাকিলে ভাল হয়। অর্থাৎ তিনি মাধবীচক্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এখন আমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাইয়া প্রবন্ধ শেষ করি। মৃদু পবনেও দুই চারি

মানুষ শক্তির পবনচক্র যে-সে গড়িতে পারে। কিন্তু যোগ্য দেশ না পাইলে নিষ্ফল। যেখানে বার মাস কিংবা আবশ্যক কয়েক মাস প্রায় একই বেগে পবন বহে, সেখানে পবনচক্র প্রায় নিরাপদ্। উন্মুক্ত স্থান, যেমন মাঠ, যেখানে কতক দূর পর্য্যন্ত ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা নাই, সেখানে ভূমির নিকটে প্রায় সমান পবন পাওয়া যায়। সেখানে উচ্চ স্তম্ভ আবশ্যক হয় না, কাজেই চক্র-স্থাপনা সহজ। কিন্তু ভূমির নিকটে যত আবর্ত্ত, উচ্চে তত হয় না। আবর্ত্ত পবন-চক্রের শত্রু। ঝড়ও পবনের আবর্ত্ত মাত্র এবং উচ্চে ঝড় যত লাগে, নীচে তত লাগে না। এই দুই বুঝিয়া স্থান-নির্ব্বাচন আবশ্যক। ছোট ছোট চক্র পাকা-বাড়ীর ছাদেও স্থাপন করা যাইতে পারে।

যাবতীয় চক্রের মধ্যে যে চক্রে পাখা দৃঢ়বদ্ধ থাকে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কপাট খুলিতে পড়িতে পড়িতে পরে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যদি প্রায় একই দিকে, যেমন উত্তর-দক্ষিণ দিকে, বাতাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে মর্কট-চক্র সুসাধ্য। মর্কটচক্রে প্রাচীর আবশ্যক। ইহার পরিবর্ত্তে মর্কট-চক্রের বাহুতে শকুন্ত-চক্রের পাখা কিংবা বাহুর মাঝামাঝি কপাট বসাইতে পারা যায়। পর্দা অপেক্ষা কপাট ভাল বটে, কিন্তু পাখা কিংবা কপাট দিয়া বড় মর্কটচক্র স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি একই দিকে পবন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভূমি-নিকটস্থ কর্ম্মরঙ্গ-চক্র উৎকৃষ্ট। এরূপ স্থানের পক্ষে দ্রোণচক্রও ভাল। ভূমির নিকটে সব চক্রই ভাল; কারণ, নির্ম্মাণ-ব্যয় অল্প হয়, কাজের সময় পাখা জুড়িয়া অন্য সময় অক্লেশে খুলিয়া রাখিতে পারা যায়। স্তম্ভ উচ্চ করিতে হইলে সব চক্রই দুঃসাধ্য হয়। তখন ক্ষেপণীচক্র কিংবা মাধবী-চক্র বিহিত। একটু বুঝিয়া করিতে পারিলে এই দুই চক্র নির্ম্মাণ কঠিন নহে। ক্ষেপণী-নির্ম্মাণে একটু বিচক্ষণতা চাই। ক্ষেপণী সোজা নহে, ইক্ষুরূপের মতন বাঁকা। মাধবীচক্রের পাখাও এই রকম বাঁকা। এই দুই চক্রের মাথায় লোহার অক্ষ, লোহার দাঁতাল চাকা ইত্যাদি লাগে। এ কারণ গ্রামে নির্ম্মাণ সুসাধ্য নহে। ছোট পবনচক্র করিতে হইলে বাইসিকেলের চাকা দিয়াও ষট্‌পক্ষ বিশ্বচক্র অসাধ্য হয় না। নাগর-চক্রের আকার বড় হয় বটে, কিন্তু ঘুরাইতে অধিক বল লাগে না। আমার ১৬ ফুট ব্যাসের নাগরচক্র ৮।৯ বৎসরের বালকে স্বচ্ছন্দে ঘুরাইতে পারিত। বলা বাহুল্য, কাঠ বাঁশ ইত্যাদি রোদ জল খাইয়া শীঘ্র জীর্ণ হয়। গড়িবার সময় উত্তমরূপে তেল-রঙ্গ কিংবা আলকাতরা লেপা কর্ত্তব্য, বর্ষা পূর্ব্বে বর্ষা পরে দুইবার লিপিলে অনেক কাল টিকিবে। ভারী হইলেও যাবতীয় চক্রের যাবতীয় অঙ্গ বহল করা আবশ্যক। পবনের সহিত বিরোধ, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। পবনচক্র সম্বন্ধে অন্য দুই এক কথা পটবিবৃতিতে লেখা হইবে।

পবনচক্র বসাইবার পূর্ব্বে পবনের গতিক জানা আবশ্যক। বৎসরাবধি দেখিতে দেখিতে চক্রনির্ম্মাণের সময় কোন্ অঙ্গ কি প্রকার করা আবশ্যক, তাহা সহজে বুঝা যাইবে। বাঁশের মাথায় ঘুরনিয়া পতাকা বাঁধিয়া অনায়াসে পবন-দিক্ নির্ণয় হয়। আমি টিনের মৎস্য করিয়া মীনকেতন করিয়াছিলাম। পবনবেগ মাপিবার কিন্তু এমন সহজ উপায় নাই। যে নগরে

আবহ-মানমন্দির আছে, সেখানে পবনমান-যন্ত্রে বেগ-মাইল পরিমিত হয়। কিন্তু মন্দিরে যত বেগ, দূরেও তত বেগ না থাকিতে পারে। কটকে পবন-মানযন্ত্র আছে, কিন্তু দূরে বলিয়া তাহাতে পরিমিত বেগের ভরসা করি নাই। এক কি দুই বর্গফুট একখণ্ড টিন কিংবা কাঠের পাতলা পাটা এক ধার (কোণ নহে) হইতে ঝুলাইয়া পবনের মুখে ধরিলে সেটা পশ্চাৎদিকে হেলে (৪র্থ পট ৬ষ্ঠ চিত্র)। তখন নিম্নপ্রান্তে স্প্রিং-বেলেন্‌স্ লাগাইয়া পবনের বিমুখে টানিয়া সোজা করিলে পবনের ঠেল পৌণ্ড কিংবা অন্য ওজনে জানিতে পারা যায়। পবনের কত বেগে কত ঠেল, তাহা জানা আছে। ইহা হইতে ঠেল দেখিয়া পবনবেগ গণিতে পারা যায়। সূত্র এই,—ঘণ্টায় ব মাইল বেগ হইলে প্রতি বর্গফুটে ঠেল = ০·০০৩× ব^{২} পৌণ্ড। যথা, ৫ মাইল বেগে ০·০৭৫, ১০ মাইলে ০·৩, ১৫ মাইলে ০·৬৮ পৌণ্ড। স্প্রিং-বেলেন্‌স্ দিয়া টানিয়া টানিয়া হেলন চিহ্নিত করিয়াও রাখা যাইতে পারে। কত টানে কত কোণ দেখিয়া পরে তদ্দ্বারা পবনবেগ পরিমিত হইতে পারিবে। স্প্রিং-বেলেন্‌স্ অভাবে অন্য কৌশল আবশ্যক। ছোট হালকা কপির উপর দিয়া সূতা বাঁধিয়া টাকা ঝুলাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। (প্রায় ৩৯ তোলায় ১ পৌণ্ড)।

এখন আমার পবনচক্রের একটাও নাই। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে সে সব নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। দুই বৎসরে প্রায় ছয় মাস যে আনন্দে কাটিয়াছিল, যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাই প্রচুর মনে করি। তথাপি যে দিন শুনিব, দেশে অপরে পবন আয়ত্ত করিয়াছেন, সে দিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

পরিশিষ্ট

১। দৈনিক পবনবেগ মাইল। (খ্রিঃ ১৯০৫—১৯০৮ সালের পড়তা)।

পূর্ব্বেকার বঙ্গপ্রদেশের মধ্যে কোথায় কোথায় পবনচক্র-চালনার যোগ্য পবন পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থানের নিকটেও এইরূপ পবনবেগ পাওয়া যাইবে। সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী স্থানে পবন প্রায়ই প্রবল থাকে। তথাপি দেখা যাইবে, পুরী শ্রেষ্ঠ। এখানে বার মাস প্রচুর শক্তি পাওয়া যাইবে। এইরূপ, বার মাসে শক্তি পাইবার পক্ষে বিহার ও ছোটনাগপুরে অনেক স্থান আছে। গয়ার বেগ অধিক নহে, কিন্তু মাসে মাসে হ্রাসবৃদ্ধি অধিক হয় না। এখানে লঘু কাজ হইতে পারে। বঙ্গের মধ্যে বহরমপুর, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি অপর দুই এক স্থানও এই তালিকায় দিলে চলিত। আমার ছাত্র শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র সেন কলিকাতা-গেজেট হইতে তালিকাটি করিয়া দিয়া প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিল।

নগর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
কলিকাতা	৭৫	৯৯	১১৬	১৫৫	১৬১	১৬৯	১৪৪	১৩১	৯৯	৬৬	৫৫	৬৫
দার্জ্জিলিঙ্গ	৮৫	১৩১	১৮১	১৩৭	১২২	৯৩	৭৯	৯৩	৮৪	৬২	৫৪	৬৭
ঢাকা	৪১	৫৬	৮৭	১৪০	১২৭	১৫২	১৫২	১৪৭	১১২	৪৭	২৮	৩২
নোয়াখালী	৪৫	৫৭	৮০	১৫০	১২৬	১৭৯	১৭৯	১৬৯	১০৩	৫৩	২৮	৪৩
চাটগাঁ	৬৭	৬৫	৯০	১৪৯	১৩০	১৭৭	১৩৬	১৫২	১১৭	৫৬	৫৬	৬৬
ধুবড়ী	৯৮	১২০	১১০	২২২	২০০	১১৮	১২১	১১২	১১৮	১০৬	১৩৫	১৬২
বাঁকিপুর	১০৬	১২২	১৩৮	১৫৯	২১৩	১৯০	১৯১	১৯৫	১০৭	৫৯	৪৮	৬৫
গয়া	৮২	৭১	৯৫	৯৫	৯৯	৯১	৭৩	৭৬	৭৮	৬৬	৬৫	৫৮
ডেহরী	৯১	১২২	১০২	১৪৮	১৬৬	১৭৭	১৭২	১৬৭	১২৩	৭৪	৬১	৫৭
বক্সর	১১৪	১৪২	১৬৮	২১২	১৬৫	১৫৬	১৩৫	১১৯	১১১	৬৯	৭৭	৮৯
মতিহারী	৬৯	৯৬	৯৯	১১৯	১৩০	১১৩	১০৪	১০৯	৭৯	৩৯	৩১	৪২
মজাফ্ফরপুর	৪১	৫৮	৯৫	১১৫	১৪৯	১৪৪	১১৩	১১৩	৬১	৪১	৩৬	২০
মালদহ	১১১	১১২	১০৯	১৪৭	১২৬	১৫৮	১৭১	১৬১	১১৫	৬২	৫২	৯২
হাজারীবাগ	১৪৭	১৬৩	১৭৭	২১৭	২১০	২২৮	১৮১	১৬৪	১৬২	১২২	১১৮	১১২
রাঁচি	১৫৯	১৭৫	১৯৩	২১৫	২০১	২২০	১৯৩	১৭৯	১৬৭	১৪০	১২৭	১৩৪
পুরুলিয়া	৭৪	৮৩	১০৪	১২০	১২০	১১২	৯৩	৯১	৭২	৬৪	৭২	৭০
বালেশ্বর	৫৩	৬৬	৮৯	১১৯	১৪০	১২৮	১১৬	১২০	৭২	৪২	৩১	৪৭
পুরী	২২১	২৮৩	৩২৯	৩৮৪	৪১৪	৩৯৭	৩২৬	৩১১	২৩৯	১৮৪	১৮৪	১৯৪

২। পট-বিবৃতি

১ম পট। ১ম চিত্রে আরাটা কুআর উপরে স্থাপিত। ২য় চিত্রে মধ্যে উপরে ঢাক আরাটার অ অক্ষে বদ্ধ। ঢাকের উপর দিয়া এক জোড়া রশি। দুই পাশের দুই রশিতে সমান অন্তরে ৬টা ঘট বাঁধা আছে। প্রতি ঘটে ৫ শের জল ধরে। মিনিটে ১৫ শের জল উঠিতে থাকে। ইহা লঘু কাজ, যে-সে তুলিতে পারে। ৮টা ঘট বাঁধিলে ২০ শের উঠিতে থাকে। ইহাও কঠিন নহে। কুআর জল নামিয়া গেলে রশি তদনুসারে লম্বা করিতে হইবে। কিন্তু ঘটের সংখ্যা একই থাকিবে। অর্থাৎ নীচে হইতে জল কম উঠিবে। আরাটা ঘুরাইতে তা তারাকার ছয় অরা ১ম ও ৪র্থ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই হাতে অরা সমুখ দিকে টানিতে হইবে। হাত ছাড়িয়া দিলে বিপরীত দিকে ঢাক ঘুরিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ নিমিত্ত ঢাকের উপরে মুদনী-কাঠে লোহার কবজার ছিটকী দৃঢ় বদ্ধ করা গিয়াছে। এই

ছিটকী লাগিয়া লাগিয়া অর সমুখে আসিবে, পেছু ঘুরিবে না। পবনচক্র দ্বারা আরাটা চালাইবার অভিপ্রায়ে ঢাকের বামে কাঠের পাটার কপি বদ্ধ হইয়াছে। ৩য় চিত্রে দুইখানা কাঠের পাটার চাকা ধারে কোণ করিয়া বোলটু দিয়া আঁটিয়া কপি হইয়াছে। পবনচক্রের স্তম্ভের বৃহৎ কপিও পাটার করা গিয়াছিল।

২য় পট। ১ম চিত্রে মর্কট-চক্র। দুই পাশে প্রাচীর। বাঁশের বেড়ার প্রাচীর হইতে পারে। চক্রের পাখা পাতলা পাটার, টিনের করা চলে। অল্প কালের নিমিত্ত বাঁশের মোটা চাঁচেরও হইতে পারে। ২য় চিত্রে মর্কট-চক্রের ছেগুক। অক্ষে বাহু নানা প্রকারে বদ্ধ করিতে পারা যায়। বাহুর মাথা পরস্পর জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। চিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। ৪র্থ চিত্রে আর এক মর্কট-চক্রের ছেগুক। দুই বাহুর নিকটে দুই মোটা তার। পর্দা বা পাইলে লোহার কড়ি বাঁধিয়া তারে পরানা হইয়াছে। বাহু উপরে উঠিলে কড়ি সরিয়া পাইল ঝুলিয়া পড়ে, নীচে নামিলে জড় হয়। এই চক্রের পাখা কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। সুতরাং চক্র ভাল নহে।

৩য় পট। ১ম চিত্রে কর্ম্মরঙ্গচক্র। ২য় চিত্রে খুঁটী ও স্তম্ভ। ৩য় চিত্রে ছেগুক। চারি খুঁটীর মাথায় শাঙ্গা, মাঝে মাটিতে পীঠে (পাথরের কিংবা পাকা গাঁথনির) লোহার কীল (গোঁজ)। এই দুইএর আশ্রয়ে স্তম্ভ ঘুরিতে পারে। ৪র্থ চিত্রে তির্য্যক্ ছেগুক। চক্রের তিন বাহু আবরণ করিতে বৃত্তার্দ্ধ প্রাচীর আবশ্যক।

৪র্থ পট। ১ ২ ৩ ৪ ৫ চিত্রে চক্রের পাখা বা কপাটের স্থিতি ও গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ চিত্রে কপাট-পবনমান। ইহার মাথায় মৎস্য ঘুরিয়া বায়ুদিক্ দেখাইয়া দেয়।

৫ম পট। বাহুতে পাখা ঝুলাইবার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তম্ভের মাথা হইতে লোহার মোটা তার দিয়া বাহু উপরে টানিয়া রাখা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ পট। স্তম্ভে বাহু বদ্ধ করিবার নানা ক্রম হইতে পারে। তিনখানা কাঠের বাহু পরস্পর জুড়িয়া ছয় বাহু করিলে মধ্যস্থ কোণে স্তম্ভ ধরিবে (৩য় চিত্র)। চারি বাহু করিতে হইলে ১ম ২য় চিত্রে প্রদর্শিত লোহার বাহুবন্ধ আবশ্যক। ৪র্থ চিত্রে শকুন্ত-চক্রের পাখা ঝুলাইবার ক্রম। ৫ম চিত্রে স্তম্ভ ধরিয়া রাখিবার পাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরে লোহার চাদরের আসন। ইহার মাঝে গোল ছিদ্র। আসনে পাদ বদ্ধ। স্তম্ভে লোহার শামা, নতুবা কাঠ ক্ষয় পাইবে। আসনের উপরে কর্ম্মকর দাঁড়াইবার বসিবার পাটা।

৭ম পট। একটা প্রায় সম্পূর্ণ উচ্চ নাগরচক্র। দুই বাহু মাত্র প্রদর্শিত।

৮ম পট। এখানে ক্ষেপণী ও মাধবীচক্র। আ আসন পর্য্যন্ত সহজে বোঝা যাইবে। মাথার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পুচ্ছ সংলগ্ন করিবার ক্রম হঠাৎ স্পষ্ট হইবে না। বলা বাহুল্য, এই দুই চক্র ছোট করাইতে গেলে মাথা লোহার না করাইলেও চলে। কাঠের করাইয়া অক্ষ ঘুরিবার ছিদ্রে অবশ্য লোহার উলো বা শাখা আঁটিতে হইবে। এই মাথা আসনের উপরে থাকিয়া চারিদিকেই ঘুরিতে পারে। এই দুইএর মাঝে লোহার গুলী, যেমন বাইসিকিলের

চাকার উপোতে থাকে, বসাইলে মাথা অনায়াসে ঘোরে। কাঠের পুচ্ছ যেন নৌকার হাইল। মাথায় কবজা দিয়া সংলগ্ন। এই হেতু আবশ্যক সময়ে পুচ্ছ ঘুরাইয়া চক্রের সমান আনিতে পারা যাইবে। ২য় চিত্রে লোহার দুই দাঁতাল চাকা, ১ম চিত্রে অক্ষ বাঁকাইয়া স্তম্ভ উঠা নামার উপায় করা গিয়াছে। অবশ্য, স্তম্ভ যাহা ঝুলিতেছে, তাহা অক্ষের আঙ্গটার নীচে থাকিয়া চারি দিকে ঘুরিতে পারা চাই। টেঁক-ঘড়ীর চেইনে এই কৌশল থাকে। ক্ষেপণী ও মাধবীর পাখা বাঁকাইবার নিয়ম প্রদর্শিত হইল না। প্রদর্শনের সুবিধা নাই। ইষ্টিমারের ইস্ক্রুপ, যাহা দ্বারা জল কাটে, তাহা কিংবা তাড়িত পাখা প্রভৃতি দেখিলে কতকটা জ্ঞান হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*

দ্রুমাঙ্কণ কথাটা আমাদের নিকট নূতন। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে "Dendritic markings" বলে। কোন কোন পাথরের উপরে গাছপালার মত দাগ দেখা যায়—এইগুলি কখনও তাম্রবর্ণের, কখনও রক্তবর্ণের, কখনও কৃষ্ণ বা অন্যান্য বর্ণের হইয়া থাকে। এই সকল দাগই দ্রুমাঙ্কণ এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদেরই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা উদ্দেশ্য রহিল।

দ্রুমাঙ্কণের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ। আমাদের মোটামুটি বিশ্বাস আছে যে, উহা প্রস্তরের গায়ে লৌহ, মেঘনীজ অথবা এইরূপই অন্য কোন ধাতুর অক্সিদ গলিত অথবা মিশ্রিত রঙ্গিন জল আস্তে আস্তে চুঁয়াইয়া পড়িয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। সার্ আর্কিবল্ড্ গিকী বলেন,—

"These are the arborescent deposits usually of some dark metallic oxide—(especially of iron and manganese) which are formed through the agency of infiltrating water along the joints or other divisional planes of minerals and rock. Occasionally dendrites present so strong a resemblance to vegetable forms as to be readily mistaken for fossil plants. Landscape marbles owe their appearances to a variety of this structure."

যদিও উড্‌ওয়ার্ড (H. B. Woodward) প্রমুখ কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান† করিয়াছেন এবং যদিও ইহা দ্রুমাঙ্কণসম্বন্ধীয় সমগ্র বিষয়টির একটি অংশ, তবুও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সমগ্র বিষয়টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় হয়ই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এই বিষয়ে কিছুদিন ধরিয়া যে কয়টি ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারই ফল এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল।

(ক) একদিন হঠাৎ আমার নজরে পড়িয়া গেল,—সামান্য বৃষ্টির পর কিঞ্চিৎ কর্দ্দমাক্ত সিমেণ্ট্-করা ফুট্‌পাথের উপর খালি পায়ের দাগের ভিতরকার ভাগে বেশ সুন্দর একপ্রকার দাগ হইয়াছে (প্রথম চিত্র দেখ)। এই চিত্রে দেখা যাইবে যে, স্বভাবতঃ যে যে স্থানে পায়ের সঙ্গে রাস্তার অধিকতর স্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই দাগটার আয়তনও অধিকতর হইয়াছে এবং পা উঠাইবার সময় যে অংশটা হঠাৎ উঠিয়া যায় অর্থাৎ গোড়ালিটার দাগের মধ্যভাগেই এই দাগটা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হইয়াছে; কারণ, এই স্থলেই রাস্তার সহিত পায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্পর্শ হইয়া থাকে এবং বিভাগটাও অপেক্ষাকৃত হঠাৎ হইয়া পড়ে। অন্যান্য অংশের সহিত রাস্তার বিভাগকালে একটু "পিছলাইয়া যাওয়ার মত" গতি হইয়া থাকে এবং সংযোগও অপেক্ষাকৃত অল্পদেশব্যাপী।

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

† Geol. Mag. 1892. p. 110.
Q. J. G. S. 1894. p. 393.

(খ) রাস্তার খুব হাল্‌কা অল্প-বালুকাবৃত অংশগুলিতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দাগ সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে, তবে কর্দ্দমের দাগ ও বালুকার দাগে এই প্রভেদ যে, পরবর্ত্তী দাগের সূক্ষ্মতা পূর্ব্ববর্ত্তী দাগের অপেক্ষা কতক পরিমাণে অস্পষ্ট (দ্বিতীয় চিত্র দেখ)।

(গ) একটা অনুসন্ধিৎসা থাকিয়া যাওয়াতে আরও কয়েকটি ঘটনায় ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য পাথরকে ঘসিয়া খুব পাতলা ও স্বচ্ছ করিবার জন্য যখন লৌহাদির পাতের উপর ঘষা হয়, তখনও সেই সকল পাতের উপর ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম যখন পাথরগুলি উচু নীচু থাকে, তখন দাগগুলি তেমন পরিষ্কার হয় না। পাথরও যত মসৃণ হয়, দাগও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে; কিন্তু ঘষিবার সময় যদি অধিক জল ব্যবহার করা হয়, তবে দাগগুলি পাথর ও লৌহপাতের বিচ্ছেদ হওয়া মাত্রই অস্পষ্ট ও মোটা মোটা হইয়া যায়। তৃতীয় চিত্র একখানা জেডিয়াইট (Jadeite)এর ফলক মসৃণ করিবার সময় উহাতে যে ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রতিকৃতি। লৌহ পাতে ঘষিবার পর আরও মসৃণ করিবার জন্য যখন পিত্তলের পাতে ঘষা হয়, তখন ঐ দাগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

(ঘ) ভিজা হাতে সাবান মাখিবার সময় হঠাৎ হাত হইতে তাহা পড়িয়া গেলে দেখিলাম, কতকটা ফেনা সাবানের উপর ঠিক ক্রমাঙ্কণাকারে সজ্জিত হইয়াছে।

এইরূপ অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন দুইখানি সমতল কঠিন পদার্থের বিচ্ছেদ কালে সেই তরল পদার্থটি সর্ব্বদাই ক্রমাঙ্কণে সজ্জিত হইতে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সকল ছাড়া আরও দুই এক উপায়ে সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

(ঙ) রাজমিস্ত্রি দেয়ালে চুণকাম করিতে যাইয়া কোন জায়গায় অধিক পরিমাণে চুণা-জল লাগাইয়া ফেলিলে দেখা গিয়াছে, সেই জল দেয়াল গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িবার সময় এক প্রকার ক্রমাঙ্কণ সৃষ্টি করিল। এই স্থলে ক্রমাঙ্কণটি চুণের জলের নহে ;—দেয়ালের পুরাতন ময়লা রঙের প্রলেপের। অতিরিক্ত চুণা-জলটা যেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নানাদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িতেছিল, সেই সঙ্গে নূতন চূণের প্রলেপটা ধুইয়া যাইয়া পুরাতন ময়লা প্রলেপ বাহির হইয়া এইরূপ ক্রমাঙ্কণে দাঁড়াইয়াছে।

চতুর্থ চিত্রে প্রতিকৃত ক্রমাঙ্কণের ভিতরকার শাদা শাদা লতাপাতাগুলিও অনেকটা পূর্ব্বোক্ত ধরণে অঙ্কিত। ইহাও রঙ্গিন তরল পদার্থটির বাহির হইতে শুকাইতে শুকাইতে ও তৎসঙ্গে উহার রঙ্গের ভাগ ক্রমেই হ্রাস পাইতে পাইতে মধ্যভাগে পহঁছিয়া পরিষ্কার জলে পরিণত হইয়া ও অবশেষে শুকাইয়া যাইয়া সেই স্থলের অনাবৃত শাদা পাথরটা বাহির হইয়া পড়াতে উৎপন্ন। চারিদিকের রঙ্গিন পাথরের তুলনায় পাথরের এই শাদা অংশগুলি সযত্না-ঙ্কিত, ঠিক শাদা না হউক, ঈষৎ পীতাভ লতা-পাতার মত দেখাইতেছে।

(চ) চুণকামের সময় আরও একপ্রকার ক্রমাঙ্কণ দেখা গিয়াছে। দেয়ালের কোন কোন ভগ্ন অংশে নূতন করিয়া বালি ধরাইয়া তাহার উপর চুণকাম করিবার সময় একটু একটু

ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে দেখা গিয়াছে যে, আশে পাশের চুণা জল আসিয়া বালুকণিকার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর ডালপালা বিস্তার করিয়াছে। আবার কোন জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটু গভীর-তর গর্ত্ত পাইয়া খানিকটা চুণা-জল জমা হইয়া বৃন্তাগ্রে ফল, পুষ্প অথবা পাতার মত সজ্জিত হইয়াছে। পঞ্চম চিত্রের উৎপাদনে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে।

(ছ) রাসায়নিক পরীক্ষাগারেও ক্রমাঙ্কণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক দিন পূর্ব্বে ফটোগ্রাফীর অন্ধকার ঘরে এক তাড়া পুরাতন, বাতিল নেগেটিভের মধ্যে কয়েকখানার গায়ে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাই। হাইপোদ্রব (Hypo-solution)টা খুব ভাল করিয়া ধোয়া হয় নাই বলিয়া, উহাই কাচের গায়ে গড়াইয়া ছড়াইয়া যাইয়া এবং হাইপো-দ্রবটা কতকটা স্ফাটিকীভূত হইয়া এই অপূর্ব্ব ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করিয়াছিল। অসতর্কভাবে ধোওয়া বাসনেও এইরূপে উৎপন্ন ক্রমাঙ্কণ প্রায়ই দেখা যায়। আবার যে স্থানে অপরিষ্কার বাসনগুলি ধুইবার জন্য রাখা হয়, তাহার উপরেও যে কত অপরিণত ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ত সীমাই নাই।

(জ) চঞ্চল বাতাসে মোমবাতি জ্বলিলে উহা চারিদিকে গলিয়া পড়িয়া কিরূপ ক্রমাঙ্কণের মত দেখায়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

(ঝ) নূতন শিক্ষার্থীর নিকট রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সীসকবৃক্ষ (Lead tree) তৈয়ারী করা একটা মজার পরীক্ষা।

(ঞ) অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর আলোচনা করিবার সময়ে, স্ফাটিকের প্রথম দেহসঞ্চার ক্রমাঙ্কণকে কতখানি অনুকরণ করে, তাহাও অনেকেই দেখিয়াছেন। স্ফাটিকীভবন শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য ক্রমাঙ্কণ তাহার অন্যতম সহায়।

এই সকল ঘটনার সহিত যে ক্রমাঙ্কণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বভাবতই মনে উদিত হয় এবং মনে হয় যে, যে ব্যাপারটা আমাদের নিকট এত দিন একটা অপরিস্ফুটতাময় ছিল, এই সকল ঘটনাবলী যেন তাহা কতকটা পরিস্কার করিয়া দিতে পারিবে। বস্তুতঃ অনুসন্ধান ও তুলনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বাস্তবিকই এই সকল ঘটনার সহিত ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ।

ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—

১। স্ফাটিকীভবন শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সংগঠন।

(ক) স্ফাটিকগুচ্ছ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ।

(খ) অপরিণত অপূর্ণাঙ্গ স্ফাটিকের পূর্ণত্বের চেষ্টায় উদ্ভূত ক্রমাঙ্কণ।

২। পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সংগঠন।

(ক) কৈশিকাকর্ষণ ও এইরূপ একই ধরণে তরলের উপর ক্রিয়াশীল অন্যান্য শক্তির দ্বারা অঙ্কিত ক্রমাঙ্কণ।

(খ) মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত জলীয়ের ক্রমাঙ্কণ।

(গ) বিশেষ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের বিশেষ প্রকারের চাপ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ।

এইরূপ আরও অনেক প্রকারের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, যাহা সুন্দর, সূক্ষ্ম ও পরিপাটী ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির হেতু হইতে পারে; কিন্তু একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সূক্ষ্ম ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির কোন্‌টি যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই কয়টির যে কোনটির অতিরিক্ত ক্রিয়াই ক্রমাঙ্কণের সূক্ষ্মতার কারণ হইতে পারে। সাধারণতঃ একটি কারণে ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তি হয় না; কয়েকটি কারণ নানাবিধ অবস্থার মধ্যে মিলিত হইয়া একটি ক্রমাঙ্কণ সৃষ্টি করে; সুতরাং অবস্থা-ভেদেও ক্রমাঙ্কণের সূক্ষ্মতার এবং পূর্ণতার প্রভেদ হইয়া থাকে।

ক্রমাঙ্কণের আরম্ভ সাধারণতঃ একটি বিন্দু অথবা রেখা * মাত্র। এই কেন্দ্র-স্থানটি যে পরিণত ক্রমাঙ্কণের কোন্ ভাগে পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। কখনও পাথরের গায়ে কোন একটা বিশেষ রন্ধ্র দিয়া নির্গত হইয়া রঙ্গিন তরল পদার্থটা চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে ও নানারূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে (৬ষ্ঠ চিত্র দেখ)। আবার কখনও এই কেন্দ্রটির এক দিক্ দিয়াই সেই রঙ্গিন পদার্থটা বিস্তৃত হইয়া সেই কেন্দ্রটাকে পরিণত ক্রমাঙ্কণের মূলের ন্যায় কল্পনার উপযোগী করিয়া দেয়। রেখা-আরম্ভের সম্বন্ধেও এই একই কথা। কখনও সেই রেখাটির এক ধারেই রঙ্গিন পদার্থটা বিস্তৃত হইয়া উহাকে পরিণত সমগ্র ক্রমাঙ্কণটির ভিত্তির স্থান দিয়া থাকে, তখন কল্পনার চক্ষে দেখিলে মনে হয় যেন, মাটীর উপর কতকগুলি গাছ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার যখন আরম্ভ-রেখাটির দুই ধারেই রঙ্গিন পদার্থটা ছড়াইয়া যায়, তখন কোন কোন স্থলে এইরূপ দেখায়, যেন জলের উপর এক সারি গাছ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে দেখায়, যেন সমস্ত ক্রমাঙ্কণটি একটি আস্ত পাতা এবং আরম্ভ-রেখাটি তাহার প্রধান শির। সকল স্থলেই যে এইরূপে আরম্ভ করিয়াই ক্রমাঙ্কণ পরিণতাবস্থার সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। ক্ষুদ্রায়তন ক্রমাঙ্কণের পক্ষে একটি ক্রমাঙ্কণী শক্তির দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াই তাহার সূক্ষ্মতার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বৃহদায়তন ক্রমাঙ্কণেরও সেই পরিমাণ সূক্ষ্মতা পাইতে হইলে, কয়েকটি শক্তির আবশ্যক; বিশেষতঃ যে স্তরদ্বয়ের মধ্য দিয়া রঙ্গিন পদার্থটা চুঁয়াইয়া ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ হওয়া বেশীর ভাগ ক্রমাঙ্কণের পক্ষেই খুব আবশ্যক (যেমন পায়ের দাগের ভিতরের এবং জেডিয়াইটের উপরের ক্রমাঙ্কণের আবশ্যক হইয়াছিল)। পূর্ব্বলিখিত ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির ধরণগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দেখিলে, একটা বৃহদায়তন অথচ সূক্ষ্ম ক্রমাঙ্কণের উৎপত্তির পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার কল্পনা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে।

(১) রঙ্গিন পদার্থের প্রাচুর্য্য না হইলে, বৃহদাকার ক্রমাঙ্কণ অসম্ভব, সুতরাং ঐরূপ একটি ক্রমাঙ্কণের প্রারম্ভে রঙ্গিন পদার্থটা কোন রন্ধ্র বা ফাটল দিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ

---

* জ্যামিতি-সিদ্ধ বিন্দু বা রেখা মনে করিলে অতিরিক্ত সূক্ষ্মতা মনে করা হইবে।

করিয়া মাধ্যাকর্ষণের জোরে নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে ও মোটা মোটা বৃত্তাংশ-বেষ্টিত ক্রমাঙ্কণের সৃষ্টি করিয়াছে। রঙ্গিন তরল পদার্থের প্রাচুর্য্য হেতু স্ফাটিকীভবন শক্তি তখনও ক্রিয়া করিতে পারে নাই; তখন শুধু পরিচালন-শক্তিই আপনার ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে।

২। মাধ্যাকর্ষণ যথাসাধ্য ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার বেগ অনেকটা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে, এমন সময়েই কৈশিকাকর্ষণ তাহার দলের অন্যান্য শক্তির সাহায্য লইয়া চিত্রটিকে সূক্ষ্মতর করিতে উপস্থিত হইল। অমনি সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল, পাতা অঙ্কিত হইতে লাগিল ও মোট ক্রমাঙ্কণটি জটিলতর হইতে লাগিল।

৩। দ্বিতীয় ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ক্ষেত্রটি স্ফাটিকীভবন শক্তির কার্য্যের উপযোগী হইয়া উঠিল। তরল পদার্থটি যতই শুকাইতে লাগিল, স্ফাটিকীভবনও ক্রমে ততই পূর্ণতর হইয়া চিত্রটিকে আরও সূক্ষ্ম করিতে লাগিল।

৪। চতুর্থ অবস্থা—পূর্ব্বকথিত 'স্তরদ্বয়ের বিচ্ছেদ'; কিন্তু ক্রমাঙ্কণ এ অবস্থায় কখন্ পৌঁছিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এমন ক্রমাঙ্কণও আছে, যাহাকে কখনও এ অবস্থার অধীন হইতেই হয় নাই; তাহারা তাহাদের সাধারণ কারুকার্য্য লইয়াই কালে ধ্বংস হয়। কিন্তু উৎপত্তিকালে ক্রমাঙ্কণ এই অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, উহার যথাসম্ভব সূক্ষ্মতা উৎপন্ন হয় না; তাহা কেবল সম্ভাবনার মধ্যেই রহিয়া যায়।

মসৃণ রাস্তার উপর কর্দ্দমাক্ত পদের প্রত্যেক বিক্ষেপেই কোন না কোন আকারের ক্রমাঙ্কণ হইয়া থাকে। পাথর ঘষিবার পাত হইতে মসৃণ প্রস্তরফলকের প্রতি বিচ্ছেদই ক্রমাঙ্কণ উৎপাদন করে। অসমতল জায়গায় জলীয় পদার্থ পতিত হইলে প্রতি বারই মোটা মোটা ক্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হয়; ফলতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত পর্য্যবেক্ষণের কোনটিই দৈবাৎ বা হঠাৎ হইয়া পড়ে নাই। সেই সেই অবস্থায় প্রাত বারেই সেই সেই ধরণের ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। তবুও ক্রমাঙ্কণসম্বন্ধীয় আমার অনুমানগুলিকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে আরও কয়েকটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুইখানি কাচ-ফলকের একখানির মধ্য দিয়া একটি রন্ধ্র করিয়া লওয়া হয়। শুধু ঐ রন্ধ্রটি বাদ দিয়া দুইখানি কাচেরই এক পিঠে বালুকা-মিশ্রিত মোম গালাইয়া সমান ভাবে মাখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে প্রলেপটি মোটামুটি সমতল হইয়াও খুব মসৃণ হয় নাই; অথচ ভিতর দিয়া বেশ একটু একটু দেখা যায়, এমন করা হয়। এইরূপে প্রলিপ্ত কাচ দুইখানির লিপ্ত পিঠগুলি লাগালাগি করিয়া চারি ধারে খুব চাপ দিয়া রাখা হয় এবং পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্র দিয়া নিশাদল (Ammon chloride), কাল কালী ও একটু গঁদ-মিশ্রিত জল কয়েক দিন ধরিয়া খুব আস্তে আস্তে চুয়াইতে দেওয়া হয়। ভিতরে প্রবেশ-করা জলটা একেবারে শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বে দেখা যায় যে, যে যে দিকে মোমের প্রলেপ সামান্য একটু উচু নীচু আছে, সেই সেই দিকেই রঙ্গিন জলটা ছড়াইয়াছে এবং বালুকা-কণিকার মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম নালিও বাহির

হইয়াছে। যে যে স্থলে জল অনেকটা শুকাইয়াছে, সেই সেই স্থানে নিশাদলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাও বাধিয়াছে।

তার পর কাচ দুইখানি টানিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিলে দেখা গিয়াছে, ক্রমাঙ্কণটি মোটের উপর অনেক নূতন কারুকার্য্য লাভ করিয়াছে। মোটা মোটা দাগগুলি কোন দিকে সঙ্কুচিত হইয়া আবার কোন দিকে বিস্তারিত হইয়া মোট ক্রমাঙ্কণটিকে জটিলতর করিয়াছে।

এই পরীক্ষা হইতেও ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছি।

উপসংহারে আমি ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালকের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; কারণ, তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া সেই বিভাগের কতকগুলি ক্রমাঙ্কণযুক্ত প্রস্তরের এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি ছবির আলোক-চিত্র লইতে আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস*

আলোক কি, এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে হইলে, আলোক-সংসৃষ্ট সকল প্রক্রিয়ার সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। কিরূপে ইহার গতি নিয়মিত হয়, ইহার দেশ-কালেরই বা বিশেষত্ব কি, এই সকল প্রশ্নই আলোক-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত এবং ইহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ সকল বিষয়েই আমাদের জ্ঞান অত্যন্তই অল্প। এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই আমাদের এরূপ অজ্ঞানতার কারণ উপলব্ধি হইবে। শুধু আলোক কেন, সকল বিজ্ঞান-বিষয়েই মনুষ্যের জ্ঞান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ হইবার কথা। আলোক-তত্ত্ব ইহার বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। আলোক ও অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি কথা, কতকগুলি নিয়ম আমাদের সম্যক্ পরিজ্ঞাত; কিন্তু সেই সকল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের অর্থ কি? যে কোন ব্যাপার একই ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং একই ভাবে আমরা উপলব্ধি করি, তাহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া আমরা গণ্য করিয়া থাকি। আলোকের গতি, রশ্মি পরাবর্ত্তন, ব্যবধান ও ভূমিভেদে ইহার গতির ব্যতিক্রম এবং তজ্জন্য অবস্থাভেদে তির্য্যক্ গমন, এ সকল বিষয়েও যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই এই শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু যখনই আমরা সে সকল নিয়মের গূঢ় তথ্য অনুসন্ধান করিতে যাই, তখনই দেখি, তাহা কঠিন সমস্যাপূর্ণ। যে সকল প্রক্রিয়া এই সকল নিয়মের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সে সকল এত সূক্ষ্ম এবং তাহাদের তত্ত্ব এত গভীর যে, মনে হয়, সে সকল কখনই মনুষ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইবে না। এই জন্য এই সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যতদূর সম্ভব, এই সকলের প্রক্রিয়ার অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। প্রথমে স্থূলতঃ যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সেই চিত্রে প্রকটিত করা হয়। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব যতই অধিগম্য হয়, আমাদের চিত্রও তত পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে; কিন্তু যতদিন না আমরা আমাদের শক্তির ক্রমবিকাশে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া-সকল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, তত দিন আমরা প্রকৃতির বাস্তব রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিব না।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুরাই প্রথমে আলোক সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। 'মরীচিকা' সম্বন্ধে ন্যায়-ভাষ্যে এইরূপ মত প্রকাশিত আছে।

"গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মনা সংসৃষ্টা স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে, তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে।"

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মি ভূতল হইতে উত্থিত উত্তাপের সহিত সংসর্গবশতঃ উচ্চ নীচভাবে স্পন্দিত হইয়া দূরবর্ত্তী দর্শকের চক্ষুর সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং সেই সূর্য্যকিরণে দৃশ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংসর্গজনিত জলজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, ভাষ্যকার এই ব্যাখ্যা দার্শনিক তত্ত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপে অবতারণা করিয়াছেন; কারণ, এই বিষয়ে বার্ত্তিক টীকাতে এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে;—

সূর্য্যকিরণ স্পন্দিত হইলে, আমাদের জলজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে; এ স্থলে সূর্য্যরশ্মি ও স্পন্দন উভয়ই বর্ত্তমান, তবে সেই স্থলে ঐ জ্ঞান জলকে অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া দূষিত হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভাষ্যকারের সময়ে মরীচিকার কারণ এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাহার পূর্ব্বেই আলোক সম্বন্ধে আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। ইহাও সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, এই সকল আলোচনা বিশেষভাবে যে সকল পুস্তকে বা পুঁথিতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সে সকল পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে।

ন্যায়ভাষ্যে প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে এইরূপ মত নিবদ্ধ রহিয়াছে;—

চক্ষুরশ্মি দর্পণের প্রতিঘাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও স্বীয় মুখের সহিত সংসৃষ্ট হয় এবং এইরূপ সংসর্গবশতঃ নিজের মুখের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বার্ত্তিক টীকাতে এই বিষয়ে আরও লিখিত আছে যে, চাক্ষুষ জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই দৃষ্ট হয়। যাহার সহিত চক্ষুরশ্মির অগ্রভাগের সম্বন্ধ হয়, তাহাকেই ঐ জ্ঞান সম্মুখবর্ত্তিরূপে অবধারণ করে।

ন্যায়সূত্রের পূর্ব্বে এইরূপ মত প্রচলিত ছিল যে, দৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই এক একপ্রকার রশ্মি আছে। ন্যায়সূত্রকার এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন, যখন রাত্রিতে (অন্য আলোক না থাকিলে) লোষ্ট্র প্রভৃতির জ্ঞান হয় না, তখন তাহাদের এবম্প্রকার রশ্মি থাকিতে পারে না।

স্বচ্ছগুণ সম্বন্ধে ন্যায়সূত্রে এইরূপ মত বিবৃত আছে;—

অপ্রতিঘাতাৎ সান্নিকর্ষোপপত্তিঃ।

চক্ষুরশ্মি কাচ ইত্যাদিতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপেই যে সকল বস্তু কাচ ইত্যাদি স্বচ্ছ বস্তুর অপর দিকে থাকে, তাহাদের সহিত চক্ষুরশ্মি সংলগ্ন হয় এবং তাহাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রাচীরাদি অস্বচ্ছ বস্তু চক্ষুরশ্মিকে ফিরাইয়া দেয়।

ন্যায়কন্দলির মতে চক্ষুরশ্মির রূপস্পর্শ ইন্দ্রিয়গম্য নহে; কিন্তু উক্ত রশ্মি দূরে গমনপূর্ব্বক অবহিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে এবং বেদান্ত-পরিভাষার মতে চক্ষুরশ্মি সূর্য্যরশ্মির মত স্বচ্ছ; সুতরাং তাহারও শীঘ্র গমন হইতে পারে।*

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয় আমাকে এই সকল শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ও তাহার অর্থও বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল মত বিষয়ে সুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ সকলই স্যায়শাস্ত্রের তর্ক-যুক্তির দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে তাহাদের প্রাসঙ্গিকতা সুধু এই মাত্র যে, ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশে স্যায়সূত্রের অনেক দিন পূর্ব্বেই আলোক-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

এ বিষয়ে আর একটি বিশেষ কথা এই, ইয়ুরোপে এম্পিডোক্লেস্ই প্রথম আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে, আলোকিত বস্তু হইতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই সকল পরমাণু ও চক্ষুরশ্মির সংযোগে দৃষ্টিজ্ঞান সমুৎপাদিত হয়; কিন্তু ইহার অগ্রেই পাইথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যেরা ইহার বিরুদ্ধে এই মত প্রচার করেন যে, আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত পরমাণুর সহিত চক্ষু তারার সংঘাতেই দৃষ্টি-বোধ জন্মে। যাহা হউক, এম্পিডোক্লেসের কাল খৃ-পূর্ব্ব ৪৪৪, সুতরাং যদি স্যায়সূত্রের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত বোধ হয়, কাহারও আপত্তিকর হইবে না যে, একই সময়ে আলোক সম্বন্ধে গ্রীস ও ভারতবর্ষে একই প্রকারের মত প্রবর্ত্তিত ছিল। তবে কোন্ জাতি অন্য জাতির নিকট ঋণী, ইহা আলোচ্য বিষয়; কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার শক্তি আমার নাই।

চক্ষুরশ্মি দ্বারাই দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে, এই মতই ইয়ুরোপে অনেক দিন চলিয়া আসে। অবশেষে অ্যারিষ্টটল (খৃ-পূর্ব্ব ৩৫০) অতি সহজ যুক্তির দ্বারা এই মতের খণ্ডন করেন। তাঁহার যুক্তি এই—চক্ষুরশ্মি দ্বারাই যদি দৃষ্টি-জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে আমরা অন্ধকারেও দেখিতে পাই না কেন? অ্যারিষ্টটলের মতে সমস্ত বিশ্বদেব, যাহাকে শূন্য বলা যায়, তাহা শূন্য নয়, কোন অজ্ঞাত পদার্থপূর্ণ; কোন গূঢ়শক্তি যখন তাহাকে আলোড়িত করে, সেই আলোড়নই আলোক। এই আলোক পরমা -সমষ্টি নহে। তাঁহার মতে আলোক কোন স্বচ্ছ পদার্থ এবং যদি আলোকিত বস্তু ও চক্ষুর মধ্যে কিছুই (কোন দেশ বা ভূমিই) না থাকিত, তবে আমরা দেখিতে পাইতাম না। অ্যারিষ্টটলের প্রথম মতের সহিত আধুনিক মতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় মত পূর্ব্বেই বেদান্ত-পরিভাষায় সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ যুক্তির অর্থ বোধ হয় এই যে, বস্তুর যে বিশেষত্ব তাহাকে আলোকিত করে, সেই গুণের প্রভাব চক্ষুতে উপস্থিত না হইলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মিতে পারে না; সুতরাং চক্ষু ও আলোকিত বস্তুর মধ্যদেশ যদি শূন্য অর্থাৎ নির্গুণ হইত, তবে দৃষ্টিজ্ঞান সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিও তাহাই।

অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে ডেকার্টের সময় পর্য্যন্ত আলোক-বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কার হয়, সে সকলই দুইটি ব্যাপার লইয়া—রশ্মি পরাবর্ত্তন, ব্যবধান ও ভূমিভেদে তির্য্যক্‌গমন। ন্যসমণ্ডল পরকলার সাহায্যে যে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, এ কথা আর্কেমিডেস্ জানিতেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনেক গবেষণা করেন এবং ইঁহার সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী বিজ্ঞানবিৎ আলহাইনা ভিটেনিয়োই সর্ব্বপ্রথম গণিতের সাহায্যে আলোকতত্ত্ব চর্চ্চা আরম্ভ করেন। রজার বেকন ছায়াবাজীর যন্ত্র আবিষ্কার করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে এবং

কেহ কেহ বলেন, তিনিই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা; কিন্তু জনসন বলিয়া একজন ওলন্দাজই যে প্রথম দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার পুত্র একদিন দূরে দেখিবার একখানি চসমা ও নিকটে দেখিবার একখানি চসমা কাছাকাছি রাখিয়া দেখিলেন, তাহাদের ভিতর দিয়া বস্তু বড় দেখায়। তাহাতেই দূরবীক্ষণের সৃষ্টি। তবে গ্যালিলিয়োই প্রথম দূরবীক্ষণের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ এখনও অল্প দূরস্থ বস্তু দেখিবার জন্য (নাট্যশালা ইত্যাদিতে) ব্যবহৃত হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণে দৃষ্ট বস্তু বৃহত্তর দেখায়; কিন্তু তাহাতে দৃষ্ট বস্তুর আর কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অবশেষে কেপ্লার জ্যোতিষ্ক দর্শনোপযোগী দূরবীক্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং বস্তুরাগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম কার্য্যতঃ (হাতে-কলমে) দেখান, দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিম্ব চক্ষু-তারাতে পড়ে, তাহার নিম্নদেশ দৃষ্ট বস্তুর ঊর্দ্ধদেশের এবং ঊর্দ্ধদেশ দৃষ্ট বস্তুর নিম্নদেশের প্রতিকৃতি।

আলোকরশ্মি যখন কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অন্য এক স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয়, তখন তাহা যে আর ঋজুভাবে চলিতে পারে না, তাহা সকলেই জানেন। ইহাকে আলোক-রশ্মির 'তির্য্যক্‌গমন' বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপার যে নিয়মবদ্ধ, তাহা স্নেল প্রথমে আবিষ্কার করেন; কিন্তু ডেকার্ট তাহা স্বাবিষ্কৃত বলিয়া প্রচার করেন এবং তিনিই উদাহরণ দ্বারা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, যদি একখানি বস্ত্র ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে প্রতিবক্র-ভাবে একটি বর্ত্তুল নিক্ষেপ করা যায় এবং এই বর্ত্তুল যদি বস্ত্র ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে যেমন বর্ত্তুলের গতির দিক্ কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, আলোক-রশ্মিরও সেইরূপে তির্য্যক্‌গমন নিয়মিত হয়।

ডেকার্ট আলোক-বিষয়ে এক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার মতে সমস্ত বিশ্ব কোন এক-প্রকার সম্পূর্ণরূপে স্থিতি-স্থাপক বস্তুতে পূর্ণ; তাহারই মধ্য দিয়া আলোক নিমেষের মধ্যে 'চাপ'-রূপে গমন করে। রাগ বা বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, এই স্থিতি-স্থাপক বস্তু পরমাণু-সমষ্টি এবং এই সকল পরমাণু দ্রুতগতিতে ঘূর্ণ্যমান। এই গতির আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে রাগের পার্থক্য নিয়মিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে ঘূর্ণ্যমান অণুরাশি রক্ত-বর্ণের জ্ঞান উৎপাদন করে ইত্যাদি। ডেকর্টের মতে আলোকের গতি স্বচ্ছ পদার্থের লঘুত্ব অনুসারে অধিক হয়। ফার্ম্মা তাহার বিপরীতমতাবলম্বী ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে, আলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে যে পথ অবলম্বন করে, সেই পথ অন্য সকল পথ অপেক্ষা স্বল্পতম সময়সাপেক্ষ। ফার্ম্মা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই নিয়মের স্বার্থকতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলা যাইতে পারে না। তিনি বলেন, প্রকৃতি দ্রুততম পন্থাই ভালবাসেন। এখনও ফার্ম্মার এই আবিষ্কারের তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে আমি গতিতত্ত্বের সাহায্যে অল্প দিন হইল, দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি যে, যদি ফার্ম্মার নিয়ম স্বীকার করিয়া লওয়া যায় এবং যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যোমাণুতে পরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সে

সকল ব্যোমাণু সর্ব্বদাই চাঞ্চল্যপূর্ণ,—জড়ভাবাপন্ন নহে এবং আমাদের আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বের মূলেই বাস্তবিক এই স্বীকার্য্য বর্ত্তমান। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও ফার্ম্মার নিয়মের তথ্য এখনও স্থির হয় নাই, তথাপি ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, আলোক-রশ্মির সকল ক্রিয়াই ইহার অন্তর্ভূত।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে হুক আলোক সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার মতে আলোক এক প্রকারের দ্রুত স্পন্দন। এই কম্পন স্থিতিস্থাপক সমভাবাপন্ন ব্যোমাণুপূর্ণ ভূমিতে ঋজুভাবে গোলকের ব্যাসের মত সকল দিকে বিস্তারিত হয়। হুকের মতে স্বচ্ছ পদার্থ যত গাঢ় হয়, আলোক ইহার মধ্য দিয়া তত সহজে যাইতে পারে এবং এই জন্য আলোকের তির্য্যক্‌গমন হইয়া থাকে। অনেক দিন পরে হাইগেন্‌স্‌ জ্যামিতিক সম্পাদ্য-বিষয়ের রীতি-অনুসারে যেরূপে আলোক-রশ্মির তির্য্যক্‌পথ নিদ্ধারণ করেন, হুকও সেই প্রকারে ঐ পথ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হুকের মতে আলোক-রশ্মির দিক্‌পরিবর্ত্তনের সময়েই তাহার কম্পনেরও দিক্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং সেই সময়েই আলোকের বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নিউটন হুকের প্রণোদিত আলোক-তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন এবং বর্ণবিষয়ে তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা স্বকৃত পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু হুকের আলোকতত্ত্ব তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মত মাত্র; তাহার প্রমাণ তিনি কিছু প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং নিউটন সে মত অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আপত্তির কারণ, আলোকের অনেক বিশেষত্ব সেই তত্ত্ব অনুসারে অপ্রতিপাদ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি এই জন্যই আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাণু সকল দর্শকের নেত্রে পতিত হইয়াই দৃষ্টিজ্ঞান উৎপাদন করে, এই মতের পোষকতা করেন এবং এই মত অস্বীকার করিলে কিরূপে আলোকের সকল প্রক্রিয়ার কারণ নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইলেন।

যদি আলোক ব্যোমাণুর স্পন্দন হয় এবং ব্যোমাণুপূর্ণ দেশ যদি স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আলোক তরঙ্গাকারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইবে; ইহাই হুকের মত; ইহাও আধুনিক মত। এই মত স্বীকার করিলে আলোকের সর্ব্বথা ঋজুগমন ও ছায়াতত্ত্ব অপ্রতিপাদ্য হইয়া পড়ে। তরঙ্গ কোন বাধা পাইলেই সে বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়; সুতরাং আলোকও এইরূপ বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে পারে; ইহা না দেখাইতে পারিলে, তরঙ্গতত্ত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নিউটন এরূপ কোন প্রমাণ না পাইয়াই তরঙ্গতত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না। অণুতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহাদ্বারা তিনি আলোকের বিশেষত্ব সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু তরঙ্গতত্ত্ব প্রমাণিত হইলে উহাই যে অধিক স্বীকার্য্য, ইহাও অতি বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিউটনকে অণুতত্ত্বের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া লোকের ধারণা আছে; কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সেই ধারণা অনুসারেই তরঙ্গতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন।

নিউটনের আলোকের ঋজুগমন সম্বন্ধীয় আপত্তি খণ্ডিত হইতে এক শত বৎসরেরও অধিক দিন লাগে। ইয়ং ও ফ্রেনেল অতি বিশদভাবে দেখাইয়া দিলেন, তরঙ্গসকল সাধারণতঃ ঋজুভাবেই প্রবাহিত হয় এবং আলোকতরঙ্গও বাধা পাইলেই বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া যায়। তবে আলোক-তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বাধাও সেইরূপ ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন বাতায়নের ভিতর দিয়া আলোক আসে এবং সেই বাতায়নের প্রস্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে স্থান অনাবৃত, সুধু যে সে স্থানেই আলোক আসে, তাহা নয়; যেস্থান আবৃত, তাহারও কতক দূর পর্য্যন্ত নানাবর্ণের আলোক-রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে অন্ধকারের রেখা প্রতিবিম্বিত থাকে। এই ব্যাপার নিউটনেরও বিদিত ছিল। ফ্রেনেল দেখাইলেন, ইহার কারণ আলোক সম্পূর্ণরূপে তরঙ্গগুণবিশিষ্ট।

কিন্তু কি প্রকারের তরঙ্গ? সকলেই জানেন, জলে যখন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন জল উচ্চনীচভাবে স্পন্দিত হয়; কিন্তু তরঙ্গের গতি সে দিকে নয়। আলোকস্পন্দনও এই প্রকারের;—স্পন্দন যে দিকে, তরঙ্গ তাহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসর হয়। কারণ, তাহা না হইলে কোন কোন স্ফটিকের মধ্য দিয়া আলোক গমন করিলে ইহা যে দ্বিভাগে বিভক্ত হয়, তাহার কারণ দর্শান অসম্ভব হয়। ফ্রেনেলই প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এই সকল স্ফটিকে কি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্ম তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আলোক এইরূপে বিভক্ত হয়।

এই গবেষণা আরও বৃহত্তর গবেষণার অন্তর্ভূত। আলোক, আলোকিত পদার্থ হইতে দর্শকের চক্ষুতে আসিবার সময়ে যে ভূমিতে বিচরণ করে, তাহার গুণ কি? আলোক তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়; সুতরাং সেই ভূমি স্পন্দমান অণুসমষ্টি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ইহা স্থিতিস্থাপক-গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন। আবার স্পন্দন যে দিকে, তরঙ্গ তাহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসর হয় বলিয়া, এই ভূমি জলের ন্যায় তরল না হইয়া লৌহের ন্যায় গাঢ় হওয়া প্রয়োজন। যাহাকে আমরা শূন্য বলি, তাহা গাঢ় পদার্থে পূর্ণ, এ কথা আপাততঃ অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে; বাস্তবিকও ব্যোমাণুকে গাঢ় পদার্থ বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। ইহার অর্থ সুধু এই;—ব্যোমাণু যখন আলোকের প্রভাবে অতি দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে, তখন তাহার স্থিতিস্থাপক গুণের সহিত সাধারণ গাঢ় পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহা বাস্তবিক আলোকভূমির একটি চিত্রমাত্র এবং ইহার সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানগোচর ব্যাপার সকলের কারণ নির্দ্দেশ করা কতকপরিমাণে সম্ভবপর হয়। কিন্তু অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, এ চিত্র একান্তই অসম্পূর্ণ। গাঢ় বস্তুর স্পন্দনবিষয়ে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলের অনুরূপ অনেকগুলি গুণই আলোকস্পন্দনে বর্ত্তমান নাই। গ্রীন, কেল্ভিন, রেলে ইত্যাদি মহাপণ্ডিতগণ গণিতের সাহায্যে এই সকলের আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, আলোকের গূঢ়ত্ব এরূপে উদ্ঘাটিত হইবে না।

আলোকের গতি যে ভাবেই বিহিত হউক না কেন, ইহা যে একপ্রকারের শক্তি, তাহার

আর সন্দেহ নাই; সুতরাং আলোকের ভূমিতেও শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আর কোন ভূমিতে যদি শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইলে দুইই একভূমি হওয়া সম্ভব। তড়িৎ যে ভূমিতে কার্য্য করে, সে ভূমিও এইরূপ বলিয়া ফ্যারাডে দেখাইয়াছিলেন। ম্যাকসোয়েল ফ্যারাডে-নির্দ্দিষ্ট পথে গণিতের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া দেখাইলেন, আলোকের ও তড়িতের ভূমি একই। তিনি চিন্তা ও গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন, আলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে গতিতে গমন করে, তড়িতের স্পন্দনও সেই গতিতে দূরে গমন করে। তাঁহার সময়ে এই তত্ত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু ছিল না। কয়েক বৎসর পরে হার্টজ্ এই চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যন্ত্রসাহায্যে যখন বিদ্যুতের চমক্ ফুটিত হয়, তখন তড়িতের স্পন্দন হইতে থাকে এবং ইহা যে দেশ-দেশান্তরে ব্যোমাণুর ভিতর দিয়া গমন করে, ইহার প্রমাণ এখন আর বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা এইরূপেই হইয়া থাকে। এ ব্যবস্থা এখন সর্ব্বদেশে বিস্তৃত।

কিন্তু তড়িৎ কি? ইহা কি অণুবিশেষ? যদি তাহাই হয়, ভুবনবিস্তৃত যে ব্যোমাণু-কম্পনের শক্তিকে আমরা আলোক-শক্তি বলি, সেই অণু হইতে কি ইহা পৃথক্? অনেক দিন এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। এক্ষণে স্থির হইয়াছে, ইহাদের পার্থক্য স্বীকার না করিলে আলোকের সকল সমস্যা বিশদভাবে নিরাকৃত হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলে, আমাদের তিন প্রকারের পরমাণু স্বীকার করিতে হয়। রাসায়নিক পরমাণু, তড়িতাণু ও ব্যোমাণু। এ বিষয়েও অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকলের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে হইলে, এই কথা বলিতে হয়, সমস্ত বিশ্বদেশ চাঞ্চল্যময় ব্যোমাণুপূর্ণ। এই চাঞ্চল্যের অবস্থাভেদে, ব্যোমাণুসমষ্টি বিশেষ গুণসম্পন্ন হইলে, তাহাকে তড়িতাণু বলা যায় এবং এই চাঞ্চল্যেরই অবস্থাভেদে তড়িতাণুসমষ্টিতে রাসায়নিক অণুর সৃষ্টি হয়। কেল্ভিন দেখাইয়াছেন, ঘূর্ণ্যমান তরল পদার্থ গাঢ় পদার্থের গুণবিশিষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ গতিভেদে অণুর গুণ নিয়মিত হয়। আবার রাসায়নিক অণু হইতেই যে তড়িতাণু সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই তিন প্রকার অণুর পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করা এবং তাহাদের গতির যে বিশেষত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। যত দিন এই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হয়, তত দিন আলোক-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অপূর্ণ থাকিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ

(On the Phenomena of ordinary Reflection and Refraction as studied from the stand-point of the Theory of Diffraction)

ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগদ্বারা আলোকরশ্মির পরাবর্ত্তন (Reflection) এবং তির্য্যগ্‌বর্ত্তন (Refraction) সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তত্ত্ব এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলি উপযুক্ত যন্ত্রযোগে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠকালে যন্ত্রযোগে পরীক্ষার ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কোন এক স্থানে শব্দ উৎপাদন করিলে কিয়দ্দূরে তাহার অনুভূতি হইতে সময় লাগে, ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ব্যাখ্যাস্থলে বলেন যে, শব্দ-উৎপাদক বস্তু তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুসমুদ্রে নিজের স্পন্দনানুযায়ী সঙ্কোচন ও প্রসারণের পরম্পরা বা সন্তান উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্কোচন ও প্রসারণের বীচিপরম্পরা বা বীচি-মালা যখন পুরোভাগে চলিয়া আমাদের কর্ণপটহে পৌঁছিয়া তাহাকে উপর্য্যুপরি আন্দোলিত করে, তখন আমরা স্নায়ব শক্তির সাহায্যে শব্দের জ্ঞান লাভ করি। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এক স্থানে আলোক উৎপাদন করিলে, কোন দূরবর্ত্তী স্থানে তাহার অনুভূতি হইতে সময় লাগে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না, কারণ, এই সময় অতি অল্প। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা হয় যে, আলোক-উৎপাদক বস্তু ও আলোকজ্ঞাতার মধ্যে এমন কোন ব্যবহিত-পদার্থ বা আধান আছে, যাহার মধ্য দিয়া আলোকের শক্তি প্রবাহিত হয়; এই আধান-পদার্থ ঈথার নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। স্থির পুষ্করিণীর উপর লোষ্ট্রপাতে যে নিয়মে বীচিতরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়, শব্দ বা আলোকও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া নীত হয় (১ম চিত্র)। বীচিমালার পুরোগমনের সময় যদি আধান-পদার্থের নিবিড়ত্বের পরিবর্ত্তন হয়, তবে পুরোগমনের বেগও ঠিক থাকে না; নিবিড়তর আধানের মধ্যে গেলে তরঙ্গের বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

একটি বিন্দুতে উপর্য্যুপরি দুইটি বীচিসন্তানজাত স্পন্দন আরোপ করিলে দেখা যায় যে, সেই বিন্দুর অবস্থান অনুসারে কোথাও বা তাহার স্পন্দনশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, কোথাও বা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যেখানে দুইটি একমুখী স্পন্দন আসিয়া মিলিত হয়, সেখানে উহাদের প্রত্যেকের শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সময়ক্রমে যখন তরঙ্গ দুইটির পরিধি বিস্তৃততর হইয়া পড়ে, তখন সেই বর্দ্ধিত-শক্তি-স্পন্দন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যায়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, একই আধান-পদার্থের ভিতর দিয়া দুই

বীচিমালার আন্দোলন এক সঙ্গে চলিলে এক এক রেখাপথ ধরিয়া তাহাদের শক্তি প্রবাহিত হয় (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। এই রেখাপথগুলিকে সাধারণভাবে রশ্মি নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দুই রশ্মির মধ্যগত বা পার্শ্বগত বিন্দুগুলিকে পরস্পর বিমুখ বা প্রতীপমুখ স্পন্দন আন্দোলিত করিবার চেষ্টা করে; সুতরাং উভয়ের সম্মিলনে বিন্দুগুলি স্থির থাকে।

বিভিন্ন প্রকার নিবিড়ত্ববিশিষ্ট দুই আধান-পদার্থের যোগস্থলে যদি কোন অনচ্ছ পদার্থের সূক্ষ্ম পরদা স্থাপন করিয়া, তাহাতে অতি-সন্নিহিত দুইটি রন্ধ্র রাখা যায় এবং তাহাদের উপর এক দিক্ হইতে আলোকতরঙ্গ আপতিত হয়, তাহা হইলে সেই রন্ধ্র দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া উভয় আধান-পদার্থেই স্পন্দন সৃষ্ট হইয়া বিস্তারিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক আধান-পদার্থেই যে যে রেখায় দুই তরঙ্গমালাজনিত স্পন্দন একমুখী হইবে, সেই সেই রেখাতেই আমরা আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইব। প্রত্যেক আধান-পদার্থেই উক্ত রেখাগুলির যে রেখায় আপতিত বীচিমালার যে কোন বীচি রন্ধ্রদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া নূতন বীচিমালার সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে একমুখী হইয়া মিলিত হয়, সেই রেখাতেই আমরা উজ্জ্বলতম রশ্মি* দেখিতে পাই এবং উহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী রেখাগুলিতে ক্রমশঃ ক্ষীণতর রশ্মি দৃষ্ট হয় (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। গণিতের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে যে, এই রেখাগুলি অতিবৃত্ত হইবে।

আধান-পদার্থ দুইটিতে রশ্মি-রেখার সংখ্যা দুইটি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, বীচির দৈর্ঘ্য—দৈর্ঘ্য বেশী হইলে রশ্মি-রেখার সংখ্যা অল্প হয়। নিবিড়তর আধান-পদার্থে দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় বলিয়া রশ্মি-রেখার সংখ্যাও অধিক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীভূত রন্ধ্র দুইটির মধ্যে দূরত্বের হ্রাস হইলে রশ্মিসংখ্যাও অল্প হয়। এই দূরত্ব ক্রমশঃ কমাইয়া অবশেষে উভয় আধানের বীচি-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকেরও কমে পরিণত করিলে রশ্মি-রেখা দুই স্থানে এক একটিতে পরিণত হইবে (২য় চিত্র); অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বলতম রশ্মি দুইটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। দুইটি আধান-পদার্থের যে কোনটির মধ্যে রশ্মি-রেখার সংখ্যা রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্বের দ্বিগুণের সহিত আশ্রয়-পদার্থে বীচি-দৈর্ঘ্যের অনুপাত দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, রশ্মিরেখার সংখ্যা সেই অনুপাতের অঙ্কের সমান হইবে; অনুপাতের অঙ্কে ভগ্নাংশ থাকিলে তাহাকে পূর্ণ করিয়া এক ধরিতে হইবে। যদি অনুপাত একের অপেক্ষা কম অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাংশ হয়, তবে রশ্মিসংখ্যা একের অধিক হইতে পারে না। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্রে প্রদত্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্ব হইতে রশ্মিরেখার সংখ্যা তুলনা করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

গণিত-সাহায্যে ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীভূত রন্ধ্র দুইটির মধ্যবিন্দু দিয়া, পরদার উপর উভয় আধান-পদার্থের মধ্য দিয়া লম্ব পাতিত করিলে উহার

* ৪র্থ চিত্রে এই রশ্মি স্থূলরেখাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

একই দিকে অবস্থিত উভয় আধান-পদার্থস্থিত ১ম, ২য়, ৩য় আদি-ক্রমে যুগ্মরশ্মিরেখার অসীম পথগুলির উক্ত লম্বের সহিত অবনতিজ্ঞাপক কোণদ্বয়ের জ্যাএর অনুপাত একই হয় এবং উক্ত অনুপাতই ঐ দুই আধান-পদার্থের তির্য্যগ্‌বর্ত্তনের মাত্রাজ্ঞাপক। উক্ত রশ্মিযুগ্মের একটিকে অপরটির অনুপূরক বলা যাইতে পারে। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বলতম রশ্মিদ্বয় এই যুগ্মগুলির অন্যতম।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিবিড়তর আধান-পদার্থে রশ্মিরেখার সংখ্যা বিরলতর আধান-পদার্থে রশ্মিরেখার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং উভয় আধান-পদার্থে ১ম, ২য় আদিক্রমে রশ্মিযুগ্ম লইলে দেখা যায় যে, নিবিড়তর আধান-পদার্থে কতক-গুলি রশ্মিরেখা অবশিষ্ট থাকে, যাহাদের যুগ্ম অর্থাৎ অনুপূরক বিরল আধান-পদার্থে পাওয়া যায় না। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, ঐ রশ্মিরেখাগুলির অসীমপথ সকলের উপরিউক্ত লম্বের সহিত অবনতিসূচক কোণগুলির প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর। গণিতের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সকল রশ্মির উৎপাদক দুইটি বীচিমালার প্রথমটি, কেন্দ্রীভূত প্রথম রন্ধ্রপথে বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়; কিন্তু সেগুলি অল্প দূর প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই রন্ধ্রদ্বয় যাহার কেন্দ্র, এরূপ একটি অর্দ্ধবৃত্তাভাস কল্পিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পরাবর্ত্তিত হয় এবং যে সময়ে বীচিমালার দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় রন্ধ্রপথে বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক সেই সময়ে উক্ত রন্ধ্রপথে কেন্দ্রীভূত হয়। এই দুই বিপরীতমুখী বীচিমালার সম্পাতে বিরল আধান-পদার্থে এক স্থির-বীচিমালা সৃষ্ট হইয়া উক্ত বৃত্তাভাসেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং উক্ত দুই বীচিমালা বিরল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া উপরিউক্ত রশ্মিগুলির যুগ্ম অর্থাৎ অনুপূরক রশ্মির সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু উহারা প্রত্যাহতগতি হইয়া নিবিড় আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয় এবং উপরিউক্ত রশ্মিগুলিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলে। এই রশ্মিগুলিকে আমরা রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোক-তরঙ্গের নিবিড় অথবা বিরল আধান-পদার্থে অবস্থিতি অনুসারে পূর্ণ পরাবর্ত্তিত বলিতে পারি।

ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোক-তরঙ্গ বা রশ্মি যদি নিবিড়তর আধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং রন্ধ্রোপরি পাতিত লম্বের সহিত উক্ত রশ্মিরেখার অবনতি ক্রমশঃ অধিক করা যায়, তাহা হইলে উভয় আধান-পদার্থস্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মিদ্বয় উহাদের উভয় পার্শ্বস্থিত অপর রশ্মিগুলি সমেত ক্রমশঃ পরদার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এবং নিবিড়তর আধান-পদার্থে যে যে রশ্মিরেখার অসীমপথগুলির উক্ত লম্বের সহিত অবনতিসূচক কোণ যথাক্রমে বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, বিরলতর আধান-পদার্থস্থিত সেই সেই রশ্মির অনুপূরক বা যুগ্ম রশ্মিগুলির অভাব পর পর উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং সেই সেই রশ্মিগুলি পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য যে, নিবিড় আধান-পদার্থস্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মি ও উহার পার্শ্বস্থ অর্থাৎ লম্বের দিকে অবস্থিত কয়েকটি রশ্মিও এই

নিয়মের বহির্ভূত নহে। অর্থাৎ বিরল আধান-পদার্থে উহাদের অনুপূরক রশ্মির অভাব লক্ষিত হইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে উহারা পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু রন্ধ্রদ্বয়ে আপতিত আলোকতরঙ্গ বা রশ্মি যদি বিরলতর আধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত রশ্মিরেখার লম্বের সহিত অবনতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে পরদা ও উক্ত আধান-স্থিত উজ্জ্বলতম রশ্মির মধ্যে অবস্থিত রশ্মিগুলি মাত্রেরই ক্রমশঃ অভাব উক্ত আধানে লক্ষিত হয় এবং নিবিড় আধানে অবস্থিত উক্ত রশ্মিগুলির অনুপূরক রশ্মিগুলি পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হয়। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি রন্ধ্রদ্বয়ের দূরত্ব উভয় আধান-পদার্থে ব্যাপ্ত বীচিদৈর্ঘ্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধেক হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ যখন আপতিত তরঙ্গ কেবল মাত্র দুইটি—একটি বিরলতর ও অপরটি নিবিড়তর আধান-পদার্থে উজ্জ্বলতম রশ্মি সৃজন করে, তখন কেবল মাত্র পূর্ণ পরাবর্ত্তন হইতে পারে।

অনচ্ছ পরদায় যদি দুইয়ের অধিক সমদূরবর্ত্তী রন্ধ্র থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেও ঠিক উপরিলিখিত ফল পাওয়া যায়।

আমরা সাধারণতঃ আলোকের যে পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্বর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহাও এই আলোচনার বিষয় হইতে পারে ও উহার একটি বিশেষ উদাহরণস্বরূপে বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, দুইটি আধান-পদার্থের ও উহাদের যোগস্থলের অনচ্ছ অণুগুলি স্বচ্ছ ঈথারে সমদূরবর্ত্তিভাবে সংবদ্ধ মনে করিলে উক্ত যোগস্থলকে সমদূরবর্ত্তী বহু রন্ধ্রবিশিষ্ট পরদার মত মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব আলোকতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকেরও বহু কম। সুতরাং আধান-পদার্থদ্বয়ের যোগস্থলে আলোকরশ্মি পতিত হইলে তাহা হইতে কেবল মাত্র একটি পরাবর্ত্তিত ও একটি তির্য্যগ্বর্ত্তিত রশ্মি সৃষ্ট হয় এবং প্রথমোক্ত রশ্মিরই কেবল পূর্ণ-প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ইংরাজী প্রতিশব্দ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

অতিরত্ত—Hyperbola. অনচ্ছ—Opaque. অসীমপথ—Asymptote. আপতন কোণ—Angle of Incidence. একমুখ—Same phase. নিবিড়ত্ব—Density. নিবিড়তর—Denser. পূর্ণপরাবর্ত্তন—Total Reflection. পূর্ণতির্য্যগ্বর্ত্তন—Total Refraction. পরাবর্ত্তন—Reflection. তির্য্যগ্বর্ত্তন—Refraction. তির্য্যগ্বর্ত্তনমাত্রা—Index of refraction. বিশিষ্ট আপতন কোণ—Critical Angle. বিরলতর—Rarer. আধান-পদার্থ—Medium. ব্যাবর্ত্তন—Diffraction. বৃত্তাভাস—Ellipse. রশ্মি—Ray. যোগস্থল—Surface of separation. স্বচ্ছ—Transparent. স্থির-বীচি—Stationary Wave. অনুপূরক—Complement.

চিত্র-পরিচয়

য য′—পরদা। ও, ও′—পরদাস্থিত রন্ধ্রদ্বয়। ক—ও ও′ এর মধ্য-বিন্দু। ল ল′—কএর মধ্য দিয়া পরদায় পাতিত লম্ব। প, প—রন্ধ্রোপরি আপতিত রশ্মি। $প'_{,}$ $প'_{১,}$ $প'_{-১,}$ $প'_{২,}$ $প'_{-২}$ ....—পরাবর্ত্তিত বিভিন্নমুখী রশ্মিরেখাসমূহ। $প''_{,}$ $প''_{১,}$ $প''_{-১,}$ $প''_{২,}$ $প''_{-২,}$ ......—তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত বিভিন্নমুখী রশ্মিরেখাসমূহ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিত্রে আপতিত রশ্মি বিরল আধান-পদার্থে অবস্থিত। ৫ম চিত্রে উক্ত রশ্মি নিবিড় আধান-পদার্থে অবস্থিত। চিত্রে $প'_{,}$ ও $প''_{১}$ $প'_{১,}$ ও $প''_{২}$ $প'_{২}$ ও $প''_{২}$ প্রভৃতি এবং $প'_{-১}$ ও $প''_{-১,}$ $প'_{-২}$ ও $প''_{-২}$ প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক। ৫ম চিত্রে $প'_{২}$ ও $প'_{-৭}$ চিহ্নিত রশ্মিদ্বয় পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইয়াছে। ৪র্থ চিত্রে $প''_{২}$ ও $প''_{-৪}$ চিহ্নিত রশ্মিদ্বয় ও ৩য় চিত্রে $প''_{১}$ চিহ্নিত রশ্মি পূর্ণ তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীজগদিন্দু রায়
অধ্যাপক, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ।

পিণ্ডারির পথে তাম্রমল*

১৯১৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে বাগেশ্বর(১) ত্যাগ করিয়া আমরা(২) যখন হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডারির চিরহিমানী ও হিমনদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন আলমোরা হইতে ৩২ মাইল দূরে এক স্থানে তাম্রমলের (copper slag) একটি প্রকাণ্ড স্তূপ আমরা দেখিতে পাই। সরযূর উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত চুণের প্রস্তরস্তরযুক্ত অনুচ্চ পাহাড়ের সম্মুখে এই স্তূপটি অবস্থিত। বর্ত্তমান পথ হইতে স্তূপের চূড়া ও গহ্বরের দ্বার প্রায় নয় দশ ফুট উচ্চ। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ এই গহ্বরে এখন গো রক্ষা করে। ইহাতে চারি পাঁচটি গো রক্ষা করা হয়। গহ্বরের মধ্যে প্রস্তরগাত্রে স্থানে স্থানে চুল্লীর কালি লাগিয়া আছে। কালি বেশী দিনের নহে। গো-রক্ষকেরা কখন কখন এ স্থানে রন্ধন করে।

তাম্রমলের গুটিগুলির আয়তন আমরুলের মত। এগুলির উপরিভাগ অত্যন্ত আবড়-খাবড়। উপরে স্থানে স্থানে করতজিট প্রস্তরের ক্ষুদ্র টুকরা সংলগ্ন আছে। মলগুলি সাধারণতঃ কাল, তবে স্থানে স্থানে কাঁসার রং দেখা যায়। এগুলির উপরে স্থানে স্থানে পিঙ্গল

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিংশভাগ, ২য় সংখ্যায় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "সরিকপুরের লোহমল" নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি iron slagএর বর্ণনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় সুরেশ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, slag শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে এবং আমারই পরামর্শ-মত উক্ত ইংরাজী শব্দের পরিচায়করূপে "মল" শব্দের প্রয়োগ করেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম যে, কোনও আকরে কিট্ট, কয়লা ও ভস্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে এই আকর হইতে খনিজ বাহির করা হইয়াছে (পৃঃ ৯৩)। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, "কিট্টং মলঃ ইত্যমরঃ।" বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে "খিট" শব্দ slag from iron surface অর্থে ব্যবহৃত হয় (Ball. Economic Geology. পৃঃ ৬৩৭)। এই "খিট" শব্দ যে "কিট্টং" শব্দেরই রূপান্তর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমি এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার পূর্ব্বে সুরেশ বাবুর নিকট slag শব্দের পরিচয়-বোধক যে "মল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেই অর্থে "মল" শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে ছিল। "কিট্ট" শব্দ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। সুতরাং বোধ হয় যে, এই শব্দের পরিবর্ত্তে "মল" শব্দের ব্যবহারই বিশেষ সুবিধাজনক। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(১) আলমোরা হইতে ২৬ মাইল উত্তরে গোমতী ও সরযূনদীর সঙ্গমে অবস্থিত পাহাড়ী হিন্দুদিগের তীর্থ ও বাণিজ্য স্থান।

(২) পিণ্ডারি অভিযানের সভ্যগণ ;—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, অভিযানের নায়ক; শ্রীযুক্ত বলরাম সেন বিএস সি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দে বিএস সি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস সি এবং আমি।

আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে ; ইহা সবুজ সস্তক (malachite) ও লৌহের পিঙ্গল মড়িচার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সস্তক তাম্রমলের তাম্র ও বাহিরে অঙ্গারাম্লের সংস্পর্শে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লৌহদ্রাবে বুড়্‌বুড়ি দেয়। ভাঙ্গিলে তাম্রমলগুলি বহু ছিদ্রপূর্ণ দেখা যায়। এগুলি বাষ্পের বুদ্বুদের চিহ্ন। ভাঙ্গিলে যে নূতন পাত্র উৎপন্ন হয়, সেগুলি অসমতল ও স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত। ভাঙ্গা তাম্রমলগুলিতে বহুবিধ রং দেখা যায়। রং হিসাবে মলগুলি মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(ক) কাল ও পোড়া ইস্পাতের মত, (খ) নীল, (গ) মার্জ্জিত ইস্পাতের রঙ্গের ও (ঘ) কাঁসার রঙ্গের মত।

প্রাপ্ত তাম্রমলগুলিতে কাল ভাগ অত্যন্ত বেশী ও পোড়া ইস্পাতের রংএর অংশ অতি কম। ক-চিহ্নিত মলে খাট ও মোটা কাল অগিট (augite) স্ফটিক অনেক আছে। স্ফটিকগুলি কাল কাচে প্রোথিত, বুদ্বুদ-গাত্রগুলি কাল ও কাচময়। এই মলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৪৫ ; ইহাতে কষ্টে ছুরি দ্বারা আঁচড় দেওয়া যায় ; ইহার কষ সবুজ ; ইহা ভঙ্গুর ; চুম্বক ইহার গুঁড়ার প্রায় সকল ক্ষুদ্র অংশই আকর্ষণ করে ; ইহার কারণ এই যে, মলে অয়স্কান্ত স্ফটিক বর্ত্তমান আছে ; লৌহদ্রাবে ইহার গুঁড়া দিলে উদজন সবিদ (H_2S) বাষ্পের অল্প অল্প গন্ধ বাহির হয় ও দ্রাবের রং পিঙ্গলপীত বর্ণ ধারণ করে ও ইহা ক্রমে গাঢ় হয়। ফুটাইলে অল্পক্ষণের ভিতর জিকার বা জিউলির আঠার মত থল্‌-থলে পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ক-চিহ্নিত মলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল,—SiO_2—৪৫·৮৮, Al_2O_3—৫·৯২, Fe_2O_3—৮·৮৯, MgO—১৬·১, CaO—২০·১১, H_2O ও H_2S ইত্যাদি ২·৯৮, Cu_2O·৮৮। কাল মলে তাম্র অতি কম, নাই বলিলেও চলে। পোড়া ইস্পাতের রঙ্গের মলগুলিতে তাম্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী।

মলগুলিতে নীলভাগ অতি অল্প পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কাচের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কাচে অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক প্রোথিত রহিয়াছে। বাষ্পের বুদ্বুদের গাত্রগুলি লোহিতাভ পিঙ্গলবর্ণের ও কাচময়। এই কাচের উপর অতি ক্ষুদ্র তাম্র স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতেছে। নীল মলের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করিতে পারা যায় নাই ; কারণ, ইহা কাল মলের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩·৬০। ইহার গুঁড়ার রং নীলাভ। নীল মলের প্রায় সর্ব্ব অংশেই তাম্রের ক্ষুদ্র স্ফটিক দেখা যায়। কোন কোন স্থানে তাম্র স্ফটিকের অষ্টপত্র দৃষ্ট হয়। নীলমলে ছুরি দ্বারা অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়। ইহা ক-চিহ্নিত অপেক্ষা কঠিন। ইহা ভঙ্গুর ও চূর্ণ করিলে অতি অল্প অংশই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা ক-চিহ্নিত মলটির মতই কার্য্য করে। তবে উদজন সবিদ বাষ্প একটু বেশী বাহির হয়। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান কম।

মার্জ্জিত ইস্পাতের রঙ্গের মলও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহাও প্রায় সমস্তই কাচময়। কাচে অতি অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক প্রোথিত দেখা যায়। বাষ্পের বুদ্বুদের গাত্রগুলি ইস্পাতের রঙ্গের, তবে স্থানে স্থানে লোহিতাভ পিঙ্গলবর্ণের। ইহা কাচ দিয়া আবৃত। এই মলের সীমায় অল্প পরিমাণ তাম্রের সূক্ষ্ম স্ফটিক ও স্ফটিকীন দেখা যায়। এই স্থানে

মধ্যে মধ্যে নীল অংশ আছে। এগুলি তাম্রের চাকচিক্য। এই মল কাল মলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩.৬৫। ছুরি দ্বারা ইহাতে অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়; ইহা খ-চিহ্নিত অপেক্ষা কঠিন। এগুলি ভঙ্গুর। ইহা চূর্ণ করিলে দুই একটি কণামাত্র চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহার কষ ধূম্র ও পিঙ্গল। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা খ-চিহ্নিতটির মত কার্য্য করে এবং এই খ-চিহ্নিত মল হইতে যে পরিমাণে উদজন সল্বিদ বাষ্প বাহির হয়, এটি হইতেও প্রায় সেই পরিমাণে উদজন সল্বিদ বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান কম।

কাঁসার রঙের মলও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতে দেখা যায়। এগুলিরও রং কাঁসার মত ও কাঁসার রঙের কাচে প্রোথিত আতসি কাচ দ্বারা পরীক্ষা করিলে অনুমান হয়, এগুলি একনতিক (monoclinic) শ্রেণীর অন্তর্গত। নিম্নলিখিত পত্রগুলি এই স্ফটিকে পাওয়া গিয়াছে—(১০০), (০১০), (০১০)। (০১০) পত্রের সমান্তরে সমভঙ্গপ্রবণতা বর্ত্তমান আছে। ইহা অতি সুস্পষ্ট। এই মলের স্থানে স্থানে তাম্রের স্ফটিকও দেখা যায়। বাষ্পের বুদ্বুদের গাত্রে উক্ত স্ফটিক চিক্‌চিক্ করিতেছে। এগুলি কাচে প্রোথিত। কাঁসার রঙের মল ক-চিহ্নিত মলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩.৭১। ইহার কষ ধূমাভ পিঙ্গল। পূর্ব্বমলগুলি অপেক্ষা ইহাতে পিঙ্গলবর্ণের আভা একটু বেশী। ছুরি দ্বারা ইহাতে অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়। এ মলগুলি ভঙ্গুর। ইহার গুঁড়া চুম্বক দ্বারা মোটেই আকৃষ্ট হয় না। লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা পূর্ব্বগুলির মতই কার্য্য করে। ইহাতে তাম্রের পরিমাণ বেশী ও অন্যান্য উপাদান অতি কম ও উদজনসল্বিদ বাষ্প মোটেই পাওয়া যায় না।

অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রমলগুলির অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হয়। খ ও গ-চিহ্নিত মলগুলির পাত বহু কষ্টেও প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। কারণ, এগুলি অতি কম ও সূক্ষ্ম অবস্থায় আছে। ঘ-চিহ্নিত মলটির একটি পাত অতি কষ্টে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক-চিহ্নিত মলটির প্রায় দশ বার খানি পাত প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক-চিহ্নিত মলের পাতের রং অণুবীক্ষণে সাধারণতঃ সবুজাভ পিঙ্গল বর্ণের। মধ্যে মধ্যে কাল অংশ আছে। আলোকময় অংশ অগিট স্ফটিকে পূর্ণ। এগুলি খাট, মোটা ও সংখ্যায় অধিক। ইহাদের অধিকসংখ্যক সমান্তরাল অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, কেবল দুই চারিটিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যেগুলি সমান্তরালভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেগুলি Idding's প্রণীত গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠার ৮, ১০ ও ১১ চিত্রের সম্মুখভাগের অনুরূপ। ৮ চিত্র অতি কম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এগুলি ডায়পসিড ও সর্ব্বপ্রথমে স্ফটিকীভূত হইয়াছে। যেগুলি সমান্তরালভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না, সেগুলি ঐ পৃষ্ঠার ৮ চিত্রের (০১০) পত্রের দিকের মত(১)। কাল অংশ কাচময়। ইহাতে অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক আছে। এগুলি লম্বা, ইহাদের

(১) Rock Minerals—Iddings.

দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা প্রায় ৩, ৬ ২০, এমন কি, ২৫ গুণ। ইহাদের বিলোপ সমান্তরাল। ইহাদের আকৃতি 'ইডিং'এর ৩০২ পৃষ্ঠায় ১১ চিত্রের মত লম্বা। এইগুলি হইতে অনুমান হয়,স্ফটিক-গঠনের শক্তি অগিটে এইরূপ যে, ইহাতে (১০০) পত্রই বিশেষভাবে সর্ব্বাগ্রে ও শীঘ্র উৎপন্ন হয়। (০১০) পত্র কখন বিদ্যমান আছে, কখন রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে স্থান অনেকক্ষণ তরল ও উত্তপ্ত ছিল, সেই স্থানে অন্যান্য পত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থান শীঘ্রই কাচ-ভাবাপন্ন হইয়াছে ও অল্প উত্তপ্ত ছিল, সে স্থানে (১০০) পত্র গ-রেখার দিকে অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কাচভাবাপন্ন দ্রাবের গতি নাই বটে, তবে অণুর গতি থাকে। এ গতি স্ফটিক-গঠনের শক্তি জন্যই হয়। ক-চিহ্নিত মলের পাতে মধ্যে মধ্যে অয়স্কান্ত স্ফটিক দেখা যায়। খ-চিহ্নিত মলটির পাতের রং অণুবীক্ষণে ঈষৎ পিঙ্গলাভ ইস্পাত ধূসর। ইহাতে খাট ও মোটা অগিট স্ফটিক ও কাঁসার রঙের প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক, কাঁসার রঙের কাচে গ্রথিত রহিয়াছে। অগাইট স্ফটিকগুলির অধিকাংশেই (১০০) পত্র আছে। দুই চারিটিতে মাত্র (০১০) পত্র দেখা যায়। যাহাতে (০১০) পত্র পাওয়া যায়, সেইগুলি সব ইডিংএর ৩০২ পৃষ্ঠার ৮ চিত্রের মত। সম্ভবতঃ এগুলি ডায়পসিড ও সর্ব্বপ্রথমে দ্রাবের উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় চারিদিক্ সমান ভাবে স্ফটিকীভূত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল (১০০) পত্রযুক্ত স্ফটিকগুলি ইডিংএর ৩০২ পৃষ্ঠার ১০ ও ১১ চিত্রের মত। সম্ভবতঃ এগুলি অগিট ও ডায়পসিডের কিছু পরে দ্রাবের কম তরল ও কিছু কম উত্তাপে উৎপন্ন হইয়াছে। কাঁসার রঙের স্ফটিকগুলি অণুবীক্ষণে ইস্পাত ধূসর রং দেয়। আড়া-আড়ি ভাবে অবস্থিত নিকলের প্রিজম দ্বারা দেখিলেও তাহাই। এগুলিতে সমভঙ্গপ্রবণতার সমান্তরাল রেখাগুলি অতি স্পষ্ট। উৎক্ষিপ্ত আলোকে এগুলি জ্বলিতে থাকে। স্ফটিকগুলি অতি ক্ষুদ্র ও সমতাপত্তিজনিত বর্ণ অতি অস্পষ্ট; এই কারণে এগুলির অন্ধকারাচ্ছন্নতা পরীক্ষা করা যায় না। এগুলি যে তাম্রের স্ফটিক নহে, তাহা ঠিক। সম্ভবতঃ এগুলি তাম্র ও বালুকাযুক্ত কোনও প্রকার যৌগিক পদার্থ (copper silicate*)। পরীক্ষা করিয়া যতদূর অনুমান হয়, তাহাতে বুঝা যায়, এগুলি কম উত্তাপে স্ফটিকীভূত হয়। আর স্ফটিক গঠনের শক্তি এরূপ যে, সর্ব্বপ্রথম ও শীঘ্র (১০০) পত্র উৎপন্ন হয়। স্ফটিকগুলি প্রায়ই সমান্তরাল। ইহাতে অনুমান হয়, ইহাতে সমান্তরালভাবে উৎপন্নের শক্তিও বিশেষ প্রবল ও কার্য্যকরী।

তাম্রমলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লৌহ ও গন্ধকময় তাম্র-আকর হইতে তাম্র প্রস্তুতের বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় প্রণালীর (১) পর পর অবস্থা মোটামুটি এগুলিতে বর্ত্তমান আছে। লৌহ, গন্ধক, তাম্র ও অম্লজন—এই কয়টির বিশেষ রাসায়নিক গুণের উপর এই প্রণালী চলিতেছে। হিমালয়ের পর্ব্বতবাসীরা যে মোটামুটি এই রাসায়নিক গুণের বিষয়

(*) Metallargy by Prof A. H. Sexton.

(১) Rock Minerals—Iddings.

অবগত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের পর্য্যটকেরা (১) এ স্থানের তাম্রমলের কথা উল্লেখ করেন নাই। আর এ স্থানে কোন য়ুরোপীয় প্রণালীর কল বা বাড়ী নাই। ইহা ব্যতীত মলগুলি বিশেষ বড় নহে। ইহাতে অনুমান হয়, পর্ব্বতবাসীরাই এই স্থানে তাম্র প্রস্তুত করিত। পর্ব্বতবাসীরা সাধারণতঃ যে স্থানে ধাতুর আকর পাওয়া যায়, তাহার নিকটেই ধাতু প্রস্তুত করে। এই অঞ্চলে পর্য্যটনের সময় দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে যে স্থানে লৌহমল আছে, তাহার অতি নিকটেই লৌহের আকর পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এই স্থানের নিকটে পর্ব্বতের ভিতর কোন স্থানে তাম্রের আকর পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ ফুরাইয়া গিয়াছে কিংবা কোন কারণবশতঃ ইহার অস্তিত্বের বিষয় পাহাড়িরা ভুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

---

(১) Rec. G. S. I, Vol XXXV, 1907, part IV. A tour to the Pindari glacier by Major St John Gore. A four Weeks tramp through the Himalayas by J. C. Forrester.

১৬

নূতন উপায়ে 'যুক্ত-লবণ' গঠন*

(প্লাটিনম, তাম্র এবং রৌপ্যের সহিত 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়মমূলক যুক্ত-আইওদিদ সকল)

এই অভিনব প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্ব্বে লণ্ডন ও আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি (J. Chem. Soc., 1913, 103, 426 ; J. Amer. Chem. Soc., 1913, 35, 1185)। সেই সমস্ত প্রবন্ধে এই নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত প্রায় পঞ্চাশটি নূতন যুক্ত-লবণ (doublesalt) বিবৃত হইয়াছে। এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আরও পনেরটি যুক্ত-লবণ প্রস্তুত করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার সাহায্যে যে কেবল এক প্রকার লবণ গঠিত হয়, তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা বহুপ্রকার লবণ প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহার করা যায়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই উপায় অবলম্বনে এমন অদ্ভুত লবণসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন উপায়ে আর কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যুক্ত-লবণ প্রস্তুত সোজা প্রণালীতেই হইত। এই উপায়ে যে দুই পদার্থের যোগে যুক্ত-লবণ হয়, তাহার একটি অপরটিতে গুলিয়া সেই মিশ্র পদার্থ হইতে দানা বাঁধাইতে হয়। ইহা অনেক সময় অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং সময়-সাপেক্ষ; যেহেতু উহার মধ্যে যে কোন একটিকে প্রথমে স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু এই বিপরীত প্রণালীতে কোনওটিকেই স্বতন্ত্র প্রস্তুত করার আবশ্যক হয় না, দুইটিই একেবারে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমোনিয়ম প্লাটিনিক আইওদিদ (Ammonium platinic iodide) পূর্ব্বোক্ত সোজা প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে প্লাটিনম ক্লোরিদ হইতে আমোনিয়ম আইওদিদ সাহায্যে প্লাটিনম আইওদিদ প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে সেই দ্রব আমোনিয়ম আইওদিদ দ্রাবণে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে অভীষ্ট লবণ দানা প্রস্তুত করি। এই নূতন উল্টা প্রণালীতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। প্লাটিনম ক্লোরিদ হইতে একেবারে যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ পাওয়া যাইবে আর সেই কষ্টসাধ্য প্লাটিনম আইওদিদ স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমোনিয়ম আইওদিদের একটি গাঢ় দ্রাবণ করিতে হয় এবং তাহাতে প্লাটিনম ক্লোরিদ অল্প অল্প করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ এই যুক্ত-লবণ পতিত হয়। রাসায়নিক হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। এইরূপে 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়ম আইওদিদ (substituted ammonium iodide) সকলের দ্রাবণে প্লাটিনম ক্লোরিদ দিয়া প্রায় পঁচিশটি নূতন যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ প্রস্তুত হইয়াছে (Jour. Chem.

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

Soc, 1913, 103, 426)। প্লাটিনমের পক্ষে সোজা এবং বিপরীত প্রণালী উভয়ই প্রযোজ্য ; কিন্তু তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদের সহিত যুক্ত-লবণ প্রস্তুতকালে সোজা প্রণালী কোন কাজেই আসে না। কারণ, তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদকে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। প্রস্তুতকালে ইহা তাম্রযুক্ত (cuprus) আইওদিদ এবং আইওডিনে (iodine) বিশ্লেষিত হয়। বিপরীত প্রণালীতে তাম্রযুক্ত (cupric) আইওদিদ বিশ্লেষিত হইবার পূর্ব্বে আমোনিয়ম আইওদিদের সহিত যোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ যুক্ত-লবণ উৎপন্ন হইয়া পতিত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, 'পরিবর্ত্তিত' আমোনিয়ম আইওদিদের গাঢ় দ্রাবণে তাম্রযুক্ত (cuprio) আইওদিদ প্রদান করিতে হয় এবং এইরূপে উল্লিখিত লবণসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে ক্যাডমিয়ম (Cadmium) এবং পারদের অনেক যুক্তলবণ প্রস্তুত হইয়াছে। এই বিষয় আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রে পূর্ব্ববৎসর প্রকাশ করিয়াছি (J. Amer. Chem. Soc., 1913, 35, 949)। এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক যুক্ত কার্ব্বনেটাদি প্রস্তুত করিয়া লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীতে বিবৃত করিয়াছি (Proc. Chem, Soc., 1913, 29, 185)। যে সকল যুক্ত-লবণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবার সময় নাই, কেবল তাহাদিগের নামগুলি উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইবে। তাহাদিগের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না থাকাতে ইংরাজিতেই নাম লিখিতেছি। যথা,—

Piperidinium platiniodide
Coniinium platiniodide
Isoquinolium platiniodide
Guanidine platiniodide
Quinaldine ethylplatiniodide
Methylethylpropylphenyl ammonium platiniodide
Tripropylammonium cupriodide
Trimethyl p-tolylammonium cupriodide
Isoquinoline cupriodide
Tetramethyl ammonium silver iodido
Trimethyl p-tolyl ammonium silver iodide
Pyridinium silver iodide
Quinolinum silver iodide
Tetrapropylammonium silver iodide.

এই অনুসন্ধানটি আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ বি এস্‌সি মহাশয়ের সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরসিকলাল দত্ত

চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত্র*

সকল প্রকার বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অম্লজন বায়ুই প্রধান। শ্বাস-প্রক্রিয়ার সহিত অম্লজনের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে বাতাস গ্রহণ করি, তাহাতে প্রত্যেক ভাগ অম্লজনের সহিত তাহার চারি গুণ নেত্রজন (nitrogen) মিশ্রিত আছে। বাতাসে এইরূপ ভাবে নেত্রজন মিশ্রিত থাকিবার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, খাঁটি অবিমিশ্রিত অম্লজন বায়ু অত্যন্ত তেজস্কর (active); উহা নেত্রজনের ন্যায় নিষ্ক্রিয় (inert) বায়ু-মিশ্রিত না থাকিলে যাবতীয় পদার্থ অতি শীঘ্র ভস্মীভূত হইত এবং আমাদের শরীরের ক্ষয় বা অন্তর্দাহ (internal combustion) অতি শীঘ্র হইয়া জীব অতি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অবিমিশ্রিত অম্লজন যেমন জীবশরীরে বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে, চাপযুক্ত অম্লজনের (compressed oxygen) ব্যবহারেও সেইরূপ ফল হয়। দেখা গিয়াছে যে, কোন জীবকে বায়বীয় চাপের ৩।৪ গুণ চাপের (3 or 4 atmospheric pressures) অম্লজনের মধ্যে রাখিয়া দিলে উহার অচিরে মৃত্যু হয়।

খাঁটি অবিমিশ্রিত বায়ু উপরোক্ত হিসাবে বিষাক্ত হইলেও কতকগুলি কারণে উহা আধুনিক চিকিৎসাজগতের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ। এই বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে অম্লজন বায়ু জীবশরীরে কি ভাবে কার্য্য করে, তৎসম্বন্ধে সামান্য দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বাতাস টানিয়া লই, তাহা হইতে ফুসফুসের মধ্যস্থিত রক্ত শতকরা ৪ হইতে ৫ ভাগ অম্লজন গ্রহণ করে এবং শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ অঙ্গারাম্লবায়ু (carbonic acid gas) প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি। রক্তমধ্যস্থিত লাল রংএর কণাগুলির ('red corpuscles) মধ্যে হেমোগ্লোবিন (hæmoglobin) নামক একপ্রকার দানাদার (crystalline) পদার্থ আছে। উহা বাতাসের সংসর্গে আসিলে উহা হইতে অম্লজন লইয়া অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhœmoglobin) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহার রং ঘোর লাল এবং এই জন্যই শিরামধ্যস্থিত (arteries) রক্তের রং এত লাল। অন্তঃকরণের সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা যখন সমস্ত শরীরে রক্তসঞ্চালন হয়, তখন প্রধান নাড়ী (artery)-স্থিত অক্সিহিমোগ্লোবিন (oxyhœmoglobin) যুক্ত ঘোর লালবর্ণের রক্ত শরীরের অন্যান্য স্থানে

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

উহার মধ্যস্থিত অম্লজন বায়ু ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের পুষ্টি সাধন করে এবং গ্রহণী নাড়ী (veins) দ্বারা অঙ্গারাম্ল ইত্যাদি অপর গুণসম্পন্ন নীলবর্ণ রক্ত ফুসফুসের মধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাতাসে প্রতি ভাগ অম্লজনের সহিত চারি ভাগ নেত্রজন মিশ্রিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ ভাগ বাতাস নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে তবে আমরা একভাগ অম্লজন পাই। সহজ শরীরের পক্ষে এইটুকু অম্লজন যথেষ্ট। কিন্তু যখন রক্তাল্পতা (anæmia), হাঁপানী (asthma), দম আটকান (asphyxia) এবং অন্তঃকরণ ও ফুস্‌ফুসের অন্যান্য রোগে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন অন্তঃকরণের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঠিক ভাবে হয় না, কাজেই ফুস্‌ফুসস্থিত রক্তও যথেষ্ট পরিমাণ অম্লজনের সংসর্গে আসিতে পায় না। এই সকল অবস্থায় রোগীকে খাটি অবিমিশ্রিত অম্লজন বায়ুর আঘ্রাণ লওয়াইলে অতি শীঘ্র ও সহজে রোগী সুস্থ ও সবল হয়। এই কারণেই আধুনিক চিকিৎসকগণ অম্লজন ব্যবহারের পক্ষপাতী।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সামান্য জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষণ প্লেগ ও যক্ষ্মা পর্য্যন্ত সকল রকম রোগেই অম্লজন বায়ুর ঘ্রাণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাণ্ডি, মৃগনাভি প্রভৃতি তেজস্কর ঔষধ সেবন না করাইয়া প্রসবের পর প্রসূতিকে অম্লজন আঘ্রাণ লওয়াইয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। ক্লোরোফরমের পর রোগীকে শীঘ্র সুস্থ করিবার জন্যও অম্লজন ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে অম্লজন বায়ু প্রয়োজন হইলে দুই উপায়ে উহা পাওয়া যাইতে পারে; প্রথম—লোহার চোঙ্গায় অত্যন্ত চাপে ভরা অম্লজনের ব্যবহার (compressed oxygen cylinder), দ্বিতীয়—সদ্যপ্রস্তুত অম্লজনের ব্যবহার। প্রথমটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং লোহার চোঙ্গা অত্যন্ত ভারী বলিয়া সহজে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। দ্বিতীয় উপায়ে প্রস্তুত অম্লজন অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল অম্লজন সদ্যপ্রস্তুত করিবার যন্ত্র পাওয়া যায়, তাহাদের মূল্যও খুব সুলভ নহে। সাধারণ গৃহস্থোপযোগী এইরূপ সুলভ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আমি বহুদিন হইতে করিতেছি এবং সেই চেষ্টার ফল আপনাদিগকে জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই যন্ত্রের গঠন অতি সরল। সংলগ্ন চিত্রদৃষ্টে উহা সহজেই বুঝা যাইবে। একটি গোল বাল্‌তির ন্যায় পাত্রের (reservoir) মধ্যে আর একটি ঐরূপ গোল পাত্র উপুড় করা আছে। ভিতরের পাত্রটি বাহিরের পাত্রের মধ্যে অতি সহজে উঠানামা (slide) করিতে পারে। ভিতরের পাত্রটিকে বায়ু-ধারক (gas-holder) বলা যাউক। বায়ুধারকের উপরে একটি বড় ছিদ্র আছে। উহার মধ্যে একটি সাচ্ছিদ্র চোঙ্গা (perforated cylinder or basket) পরাইয়া দেওয়া যায় এবং স্ক্রু-বিশিষ্ট ঢাকনি দ্বারা ঐ ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

বাল্‌তির ভিতরে একটি নল সোজাভাবে আছে এবং ঐ নল বাল্‌তির তলা হইতে

বাহির হইয়া পুনরায় বাল্‌তির গা দিয়া উঠিয়াছে। বাল্‌তির গায়ে একটি পরীক্ষা-নল (test tube) লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষানলের ছিপির মধ্য দিয়া দুইটা সরু নল গিয়াছে ; তাহার মধ্যে একটা নল পরীক্ষা-নলের প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অন্যটি সামান্য মাত্র ছিপির মধ্যে প্রবিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত সরু নলের সহিত এক টুকরা রবারের নলদ্বারা বাল্‌তির বহিঃস্থিত গা-নলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়। গা-নলে একটি ছিপিও লাগান আছে।

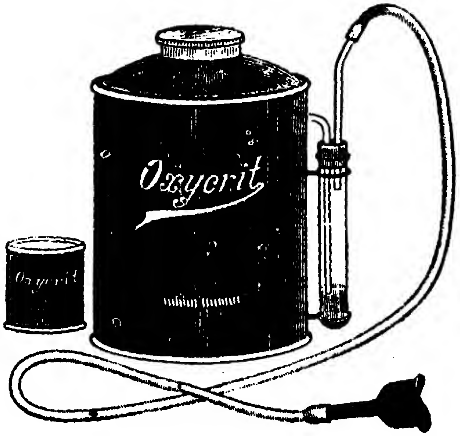

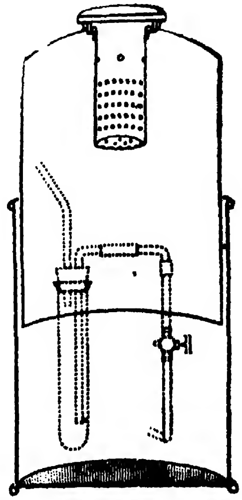

অম্লজন বায়ু প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বাল্‌তি জলে ভরিতে হয়। তাহার পর বায়ুধারকের উপরের স্ক্রু-ওয়ালা ঢাক্‌নি খুলিয়া সচ্ছিদ্র চোঙ্গার মধ্যে অম্লজনকারক মসলা (oxygen cartridge) রাখিয়া দিবে। স্ক্রু-ঢাকনি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া বায়ুধারকটি বাল্‌তির ভিতর আস্তে আস্তে ভাসাইয়া দিয়া গা-নলের ছিপিটি সামান্য খুলিয়া দিলে বায়ুধারক আস্তে আস্তে নামিবে। ইহার পূর্ব্বে পরীক্ষা-নলে সামান্য জল দিয়া উহা রবারের নলের দ্বারা গা-নলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইবে। পরীক্ষা-নলে এতটুকু জল দেওয়া আবশ্যক যে, উহার মধ্যস্থিত লম্বা নলটি এক ইঞ্চি মাত্র জলে ডুবিয়া যায়। বায়ু-ধারক আস্তে আস্তে নামিতে থাকিলে উহার মধ্যস্থিত বায়ু পরীক্ষা-নলে বুদ্‌বুদাকারে বাহির হইতে দেখা যাইবে এবং সচ্ছিদ্র চোঙ্গা বাল্‌তির জলের সংসর্গে আসিবামাত্র মসলা ও জলের রাসায়নিক সংযোগে প্রচুর পরিমাণে অম্লজন বায়ু উদ্ভাবিত হইবে। পরীক্ষা-নলস্থিত অন্য সরু নলের সহিত একটা লম্বা রবারের নল জুড়িয়া দিয়া রোগীর নাকের বা মুখের সম্মুখে ধরিলে রোগী খাঁটি অম্লজন বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত লইতে পারিবে।

এই সময়ে যদি গা-নলের ছিপিটি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ভিতরের অম্লজন বায়ুর চাপে বায়ুধারক আস্তে আস্তে আপনা আপনি ভাসিয়া উঠিবে এবং সেই সঙ্গে সচ্ছিদ্র চোঙ্গাও

জল ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই আর অম্লজন বায়ু জন্মাইতে পারিবে না। আবার ছিপি খুলিলেই অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র চোঙ্গায় মসলা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। পরীক্ষা-নলের ছিপি খোলার তারতম্য অনুসারে কম অথবা বেশী অম্লজন বায়ু পাওয়া যাইবে। পরীক্ষা-নলস্থিত জলের কাজ এই যে, উহা অম্লজন বায়ুকে ধৌত করিয়া পরিশুদ্ধ করিতেছে এবং কি পরিমাণ অম্লজন বায়ু বাহিরে আসিতেছে, তাহাও দেখাইতেছে।

যদি ইথার বা ক্লোরোফরম-মিশ্রিত অম্লজন রোগীকে আঘ্রাণ লওয়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে জলের পরিবর্ত্তে তৎপরিমাণ ইথার বা ক্লোরোফরম পরীক্ষা-নলে দিতে হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার*

(Titanium minerals—their estimation and their utilisation)

টাইটেনিয়ামের ইতিহাস ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। রেভারেণ্ড উইলিয়ম গ্রিগর (Rev William Gregor) ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশের মিনাকিন (Menaccin) গ্রামে মিনাকিনাইট নামক লৌহাশ্রিত বালিতে একটি নূতন ধাতুর অবস্থিতি প্রথমে প্রচার করেন। এই ধাতুর নামকরণ হয় মিনাকিন (Kirwan)। তার পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুটিল (Rutile, TiO_2) নামক খনিজ পদার্থে এবং অতঃপর ইউরাল পর্ব্বতশ্রেণীর ইলমেন পর্ব্বতে প্রাপ্ত ইলমেনাইট (Ilmenite, $FeO.\ TiO_2$) নামক খনিজ পদার্থের পরীক্ষার ফলে ক্লেপ্‌রথ (Klaproth) তাঁহার নবাবিষ্কৃত টাইটেনিয়াম ও মিনাকিন একই ধাতু বলিয়া প্রমাণিত করেন।

যদিও মূল টাইটেনিয়ম ধাতুর স্বাভাবিক অবস্থান কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি যৌগিক টাইটেনিয়াম ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানেই দেখা যায়। এমন কি, প্রাণিজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে ও ঝরণার জলে টাইটেনিয়ামের অবস্থান লক্ষিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এইরূপ যে, কোন কোন মৃত্তিকার উর্ব্বরতা ইহার অবস্থানের ফল। রাজপুতানার কোন কোন অংশের উর্ব্বরতার কারণের মধ্যে ইহাও একটি হইতে পারে। আজমিরের নিকট খারোয়া (Kharwa) একটি ক্ষুদ্র স্থান। সেখানে অভ্রকাশ্রিত টাইটেনিয়াম এবং কাচজে প্রোথিত ইলমেনাইট (Platiform ilmenite in quartz) কোথাও কোথাও লক্ষিত হইয়াছে। জায়গাগুলিও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। যৌগিক টাইটেনিয়াম রুটিল (Rutile), ব্রুকাইট (Brookite), এনাটেজ (Anatase) রাসায়নিক হিসাবে দ্বিভাবাপন্ন টাইটেনিয়াম অক্সিদ। ইলমেনাইট এবং আইছেরিণ (Iserine) রাসায়নিক হিসাবে লৌহক্ষারাশ্রিত টাইটেনিয়াম অক্সাইড ($FeO\text{-}TiO_2$) এবং স্ফিন (sphene) নামক খনিজ $CaO\text{-}TiO_2.\ SiO_2$. ও ইহা ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক জায়গায়ই অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা, ইউরাল পর্ব্বতশ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বল সাহেব বাঙ্গালা দেশের মানভূমে এবং রাজপুতনায় আলওয়ার প্রদেশে টাইটেনিয়াম অবস্থান উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে লৌহক্ষারাশ্রিত টাইটেনিয়ম খনির অবস্থান সুবিধামত জানা নাই।†

---

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

† Ball—Economic Geology of India Ed 1881. পৃঃ 323-324.
Ball—Mem. Geol. Sur. India Vol XVIII, 1881 p. 43.
Hacket—Rec. Geol. Sur. India. Vol XIII, (1881) p. 248.

প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব মানভূম, ট্রেভেনকোর, কৃষ্ণগড় (রাজপুতনা) এবং দক্ষিণ-ভারতের অনেক নদীর বালিতে টাইটেনিয়াম অবস্থান সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিয়া বাধিত করিয়াছেন।

পাতিয়ালার ভূ-তত্ত্বসম্বন্ধীয় রিপোর্টে আমি সেই রাজ্যে টাইটেনিয়াম অবস্থানের সংবাদ পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতের কোন স্থানে কোথাও বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অকসাইড পরিমাণ নিরূপণ কিংবা তাহার ব্যবহারে আনার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানগুলি ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও টাইটেনিয়াম থাকা সম্ভব। আলোয়ার রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত এম, কে, রায় আলোয়ারে ইলমেনাইট আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত রাজ্যে ও অপরাপর স্থানে হেকেট সাহেব রুটিল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার প্রথম এবং অনেক পরীক্ষাই রায় মহাশয়ের প্রেরিত ইলমেনাইট লইয়া আরব্ধ হয়। ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ খারোয়াতে অভ্রকাশ্রিত বালিতে টাইটেনিয়াম আবিষ্কার করিয়াছেন; পরিমাণ হিসাবে তাহা অতি সামান্য। খরোয়ার সন্নিকটে করতজের (quartz) সহিত অবস্থিত আবিষ্কৃত চাটাল ইলমেনাইট এই হিসাবে বেশী মূল্যবান্। কারণ, বিশুদ্ধ ইলমেনাইটে টাইটেনিয়াম অক্সাইড পরিমাণ শতকরা কিঞ্চিদধিক ৫২ ভাগ থাকার কথা। খারোয়া ইলমেনাইটে ৫৪—৫৬ ভাগ টাইটেনিয়াম রহিয়াছে। সম্প্রতি যোধপুর হইতে শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ-প্রেরিত কোন কোন খনিজ পদার্থে সামান্য টাইটেনিয়ামের সন্ধান পাইয়াছি। এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, টাইটেনিয়াম-মিশ্রিত বালি অনেক সময় সুবর্ণ অবস্থানের পরিচায়ক। আমরা খারোয়ার কোন কোন স্থানে পূর্ব্বেই সুবর্ণের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, টাইটেনিয়াম-খনি এ দেশে একান্তই বিরল নহে।

টাইটেনিয়াম ধাতু ও তাহার মিশ্র এবং যৌগিক পদার্থগুলির বিরলতার দুইটি কারণ বলা যাইতে পারে। একটি এই যে, খনিজ টাইটেনিয়াম বড় সহজে রাসায়নিকের আয়ত্বে আসে না অর্থাৎ জিনিষগুলি একটু অবাধ্য (refractory)। খনিজ টাইটেনিয়াম হইতে বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করা সময় ও কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় কারণ, টাইটেনিয়াম অতি অল্প দিন হইতে শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজিও বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম কেহই প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ মোয়সাঁর (Moissan) তাড়িত-চুল্লীর টাইটেনিয়ামই বিশুদ্ধ টাইটেনিয়মের কাছাকাছি। টাইটেনিয়ম ধাতুর পরমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) বহু দিন হইতে ভালরূপ পরীক্ষিত হয় নাই।

টাইটেনিয়ম ধাতু যবক্ষারজন, অম্লজন এবং কারবন (অঙ্গার) ইহার সকলের সঙ্গেই

যৌগিক পদার্থ গঠন করে। সেই হেতু বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম প্রস্তুত এত কষ্টসাধ্য। লৌহখনি ক্বচিৎ সম্পূর্ণ টাইটেনিয়াম-বিরহিত থাকে, তাই যে ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম অংশ কিঞ্চিৎ অধিক, সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেরূপ হাপর চুল্লীতে (Blast furnace) লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটে। কেন না, এখানে টাইটেনিয়াম অঙ্গার ও যবক্ষারজন—এই দুইএরই সঙ্গে সংযোগে একরূপ অদ্রবণীয় (infusible) পদার্থের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কানাডার কমিশন (Canadian Commission) পরীক্ষার ফলে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এইরূপ লৌহখনি হইতে লৌহ উদ্ধার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়া বিভিন্ন দেশের এইরূপ অপর্য্যাপ্ত লৌহখনি সদ্ব্যবহারে আনিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। তার পর লৌহাশ্রিত খনিজ টাইটেনিয়াম হইতে শুদ্ধ লৌহ উদ্ধার করাই উদ্দেশ্য রহিয়া যায় নাই। যতই টাইটেনিয়াম লইয়া পরীক্ষা হইতেছে, ততই ইহারও নানারূপ গুণ প্রকাশ পাইতেছে এবং উত্তরোত্তর তাহার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে টাইটেনিয়ম প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা একরূপ স্থির-নিশ্চয়।

সকলেরই জানা আছে যে, ভারতীয় ইস্পাত (steel) এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় লৌহ-খনিতে টাইটেনিয়মের অবস্থানই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।* সাধারণ বেসেমার ইস্পাতে সামান্য একটু টাইটেনিয়াম (শতকরা ০.৫ হইতে ১ ভাগ) সংযোগে শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ গুণ পর্য্যন্ত সেই ইস্পাতের ভারবহতা (tensile strength) বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। এলুমিনিয়ম ধাতু এইরূপ শতকরা এক কি দুই ভাগ টাইটেনিয়াম সংযোগে ১৮ হইতে ২৬ টন পর্য্যন্ত ভারবহতা লাভ করিয়া থাকে। সামান্য একটু টাইটেনিয়াম এক দিকে অঙ্গার, অক্সিজন এবং যবক্ষারজন ইত্যাদির সঙ্গে সংযোজিত এবং অন্য দিকে লৌহাদি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া একটি সমভাবাপন্ন (homogeneous) মিশ্রিত এবং যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে বলিয়াই বোধ হয়, এই অসাধারণ গুণ প্রদানে সক্ষম।† এখনও টাইটেনিয়াম ধাতুর প্রস্তুত-প্রণালী ব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা দুর্ম্মূল্যই রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, যৌগিক টাইটেনিয়ামও আজ কাল শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। টাইটেনাস্ ক্লোরাইড ($TiCl_3$) রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অক্সিজন বা তদ্ভাবাপন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সহজেই সংযোজিত হইয়া টাইটেনিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাই ঐরূপ অবস্থাপন্ন কোন কোন দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহৃত হইতেছে। টাইটে-

* Ball—Economic Geology of India. Ed. 1881. পৃঃ ২২৩।

† Blount and Bloxam—Chemistry for Engineers and Manufacturers, Vol. I. Ed 1911, পৃঃ ২০৭, ২০২, ১৯১, ৩৫৩, ৩৫৪।

নিয়ম অক্সাইড (TiO_2) চিনা বাসনের উপর একরূপ স্থায়ী বাদামি বা হরিদ্রা রং ফুটাইতে সক্ষম, তাই ইহা এই ব্যবসায়েও কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে।

টাইটেনিয়াম সিকতা (Silicon) এবং রাঙ্গের জাতভাই। টাইটেনিয়মের যৌগিক পদার্থগুলি অতি সহজেই জলে বিশ্লেষিত হইয়া টাইটেনিয়াম ক্ষার বা অম্লের (একই পদার্থ দ্বিভাবাপন্ন) সৃষ্টি করে। এই টাইটেনিয়মক্ষার বা অম্ল কলয়ডেল (colloidal) অবস্থাপন্ন। পতনকালে এইরূপ 'কলয়ডেল' অবস্থাপন্ন পদার্থগুলি রং এবং চামড়ার ব্যবসায়ে বিশেষ আবশ্যকীয় এবং অনুকূল। টাইটেনিয়াম ক্ষার বা অম্ল অম্লাত্মক এরোমেটিক (aromatic) পদার্থগুলির ফেনোলিক (Phenolic) OHএর সঙ্গে সংযোজিত হইয়া বাদামি হইতে গাঢ় লাল রংএর সৃষ্টি করে এবং রংগুলিও পাকা। চামড়া পাকা করিতে সাধারণতঃ যে সব গাছের বল্কল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বহুলপরিমাণে অম্লাত্মক এরোমেটিক ফেনোল (aromatic phenols) বর্ত্তমান।

আমাদের দেশে চামড়ার ব্যবসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি জানি, কোন কোন কারখানায় আজ কাল টাইটেনিয়ামের কোন কোন যৌগিক পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহারা আজ কাল যাহার এক হন্দর (cwt) আন্দাজ ছয় কি সাত পাউণ্ড হিসাবে খরিদ করিতেছেন, তাহাতে হয় ত এক পঞ্চমাংশই মাত্র টাইটেনিয়াম ক্ষারভাগ রহিয়াছে। অথচ ইলমেনাইট—যাহাতে শতকরা কিঞ্চিৎ অধিক ৫২ ভাগ টাইটেনিয়াম ক্ষারভাগ থাকার কথা, তাহার দাম বেশী নয়। ফুট মিনারেল কোম্পানী পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এক শত কিলোগ্রাম (অর্থাৎ প্রায় দুই হন্দর) দুই পাউণ্ড চার শিলিং দরে দিবার জন্য মূল্যতালিকা পাঠাইতেছেন। বেশী পরিমাণে নিলে হয় ত আরও কম দরে দিতে রাজী হইবেন। ভারতবর্ষে যদি স্থানীয় ইলমেনাইট ব্যবহার করা যায়, তবে কি ইহা অপেক্ষা কম দরে পাইবার আশা করা যাইতে পারে না? অবশ্য সকল ইলমেনাইট সমান দরের হইতে পারে না। দর টাইটেনিয়াম ক্ষার-পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। তার উপর এ ক্ষেত্রে টাইটেনিয়ম ক্ষার লৌহাশ্রিত থাকায় অনেক অসুবিধা এবং যাহাতে টাইটেনিয়মের যৌগিক পদার্থগুলি জলে সহজে গুলিয়া যায়, তাহাদিগকে সেই অবস্থায় আনিতে হইবে। এ সকল ব্যাপারেও খরচা পড়িবে। নিম্নে টাইটেনিয়াম ক্ষার পরিমাণ নিরূপণ 'এবং ইলমেনাইটকে জলে সহজে গোলা যায় অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় আনিবার উপায় দিতেছি।

যে সকল উপায়ে সাধারণতঃ টাইটেনিয়ামের পরিমাণ নিরূপিত হয় এবং টাইটেনিয়ামের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সকল প্রস্তুত করা হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম না। Roscoe, Schorlemmer, Hall, Crooks, Thorpe প্রভৃতি খ্যাতনামা রাসায়নিকগণের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। পরিমাণ নিরূপণের যতগুলি প্রক্রিয়া দেওয়া আছে, তাহার সকলগুলিই সময়সাপেক্ষ এবং কেমিকেল সোসাইটির জারনালে প্রকাশিত খনিজ পদার্থের

বিশ্লেষণ-ভাগ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, এখনও টাইটেনিয়াম পরিমাণ নিরূপণ-ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আমাদের অজ্ঞাত আছে।

আমি যে প্রণালী অবলম্বনে ফল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। খুব সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত ছাঁকিয়া-লওয়া ইলমেনাইট সদ্য দ্রবীভূত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম পাইরোসালফেট (Sodium or Potassium. pyrosulphate)এর সঙ্গে একটি প্লেটিনাম বাটীতে অতি আস্তে আস্তে গরম করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ইলমেনাইট চূর্ণ সম্পূর্ণ গুলিয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহাতে কতটা দ্রবীভূত পাইরোসালফেট ঢালিয়া দিয়া পুনরায় কতক সময় গরম করিয়া দ্রব অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিবে। এক ভাগ ইলমেনাইট এইরূপ পূর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় আনিতে ২০ ভাগ পাইরো-সলফেট (pyro-sulphate) (প্রথমে ১২ কি ১৪ এবং দ্বিতীয় বারে ৮ কি ৬) সংযোগ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর বাটী ঠাণ্ডা হইলে শীতল জলের ধারা দিয়া ঐ সমস্ত বাটীস্থিত পদার্থ একটি কাচভাণ্ডে (beaker) আনয়ন করিতে হইবে। প্রতি একভাগ ইলমেনাইটের জন্য একশত ভাগ পরিশ্রুত জল যোগ করিয়া আস্তে আস্তে নাড়িয়া গরম করিলে সামান্য একটু শাদা বালি ব্যতীত আর সমস্তই জলে গুলিয়া যাইয়া পরিষ্কার দেখাইবে। ক্রমে বেশী গরম করিলে ফুটিতে আরম্ভ করিবার সময়েই জল ঘোলাটে হইতে আরম্ভ করিবে। এই সময় হইতেই টাইটেনিয়ম ক্ষার পতিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময় আস্তে আস্তে দুই একটি করিয়া সোডিয়াম থাওসালফেটের (sodium thiosulphate) দানা উহাতে সতর্কতার সহিত ফেলিয়া দিতে হইবে। জল প্রথমে বেগুনি রং ধরিয়া পরে পরিষ্কার শাদা হইবে। এ অবস্থায় ফিল্টার করিতে গেলে কতকটা টাইটেনিয়াম জলের সঙ্গে নিয়ে চলিয়া যায়, আবার বহুক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইতে গেলে টাইটেনিয়াম ক্ষারের সঙ্গে লৌহক্ষারও পাতিত হয়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যদি সোডিয়াম থাওসালফেট সংযোগ করিয়া দিয়া আবার তখনই তাহাতে অতি সামান্য টেনিক (tannic) অম্ল সংযোগ করিয়া দিয়া জল ফুটাইয়া লইয়া দুই চারি মিনিট রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে টাইটেনিয়াম ক্ষার ও তৎসঙ্গে কিছু গন্ধক সত্বরই কাচ-ভাণ্ডের নীচে একত্র জমাট হয়। এই অবস্থায় উপরোক্ত শুধু জলটুকু ফিল্টার করিয়া লইয়া, তৎপরে পাতিত টাইটেনিয়াম-ক্ষার দুই একবার শতকরা পাঁচ সাত ভাগ এসেটিক (acetic) অম্লযুক্ত জলদ্বারা ধুইয়া ফিল্টার করিয়া সর্ব্বশেষে ফুটন্ত জলদ্বারা ধুইয়া লইতে হইবে। তারপর সেই ভিজা ফিল্টার কাগজ শুদ্ধ টাইটেনিয়াম-ক্ষার প্লাটিনম বাটীতে জ্বালাইয়া লইয়া ওজন করিলে টাইটেনিয়াম-ক্ষার এবং বালির ওজন এক সঙ্গে পাওয়া যাইবে। তৎপর হাইড্রোফ্লোরিক অম্ল (Hydrofluoric acid) এবং একটু গন্ধকাম্ল যোগ করিয়া পুনরায় তাতাইয়া লইলে টাইটেনিয়াম ভাগের ওজন পাওয়া যাইবে।

এই উপায় অবলম্বন করিলে ইলমেনাইট বিশ্লেষণ-কার্য্য তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইতে পারে।

লৌহ-অংশ অবশ্য সাধারণ উপায়েই পরিমিত হইবে। নিম্নে আমার পরীক্ষা-ফলের নমুনা প্রদত্ত হইল।

একটি পরীক্ষার ফল নিম্নে বিবৃত হইল ;—

মিশ্রিত লওয়া হইয়াছিল

TiO_2 —— ০'০৫৬৪৫ ———— ০'০৫৬৪৩

পাওয়া যায়

Fe_2O_3 —— ০'০৪১৬০ ———— ০'০৪১৮৪

আলোয়ার ইলমেনাইট

TiO_2 —— ৫০'০ ———— ৫২'০

SiO_2 —— ০'৬ ———— ১'২

FeO —— ৪৭'০ ———— ৫০'০

MnO ———— যৎসামান্য

খারোয়া চাটান ইলমেনাইট

TiO_2 —— ৫৪'০ ———— ৫৬'০

ইলমেনাইট যৌগিক পদার্থ, কি মিশ্র পদার্থ, তাহাতে মতদ্বৈত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না। আলোয়ার ইলমেনাইট অক্সিজনে কিংবা বাতাসে গরম করিলে শতকরা ৩'৫ ভাগ আন্দাজ ওজনে বৃদ্ধি পায়। আবার ammonium persulphate সংযোগে গরম করিলে শতকরা আন্দাজ ৫'৩ ভাগ ওজন বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে মনে হয়, FeO প্রথমতঃ Fe_3O_4 হয় এবং পরে Fe_2O_3 হয়। কার্য্যতঃ চুম্বকদ্বারা পরীক্ষা দ্বারা ইহাই দেখা গিয়াছে।

ইলমেনাইট ব্যবহারোপযোগী করিবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী আছে। তাহার তালিকা Auskunftsbuch für Chemische Industrieতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি নিম্নলিখিত উপায়ে ফল পাইয়াছি ;—ইলমেনাইট চামড়ার ব্যবসায়ে ব্যবহার করিতে ২০ ভাগ পাইরোসলফেট না লইয়া, ৮—কি বেশী পক্ষে ১২ ভাগ পাইরোসলফেট লইয়া দ্রব করিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পর টাইটেনিয়াম ক্ষার পাতিত করিবার জন্য সোডিয়াম থিওসলফেট না দিয়া শুধু জল ফুটাইয়া কিছু বৃক্ষ-বল্কল-নির্য্যাস ঢালিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে। এই প্রণালীতে প্রাপ্ত টাইটেনিয়াম-ক্ষার বেতস অম্লে (oxalic acid) সহজেই গুলিয়া যায়। এই oxalate বিশুদ্ধ না হইলেও ইহার ব্যবহারে ব্যাঘাত ঘটিবে না। চর্ম্মে লৌহ-ঘটিত দাগ দূরীকরণে oxalic acid একটি অদ্বিতীয় পদার্থ। এমন কি, টাইটেনিয়াম-ক্ষার পাতিত না করিয়া সেই লৌহযুক্ত জলে oxalic acid ফেলিয়া চর্ম্ম রং করিতেও আমরা সফলতা লাভ করিয়াছি। Sodium Thiosulphateও লৌহ-দাগ নিবারণ ও নিরাকরণে সমর্থ। কিন্তু নানা কারণে Titanium oxalate ব্যবহারই প্রশস্ত।

দ্বিতীয় প্রণালী এইরূপ ;—সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত ইলমেনাইট এক, কি দেড় ভাগ সোডা কারবনেটের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আগুনে তাতাইয়া লইতে হইবে। পরে এই মিশ্রিত পদার্থকে চূর্ণ করিয়া জল এবং বেতসাম্লের সঙ্গে রাখিয়া দিলে টাইটেনিয়াম ভাগ সহজেই জলে গুলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সোডার ক্ষারত্ব ধ্বংস করিতে দাহজল ব্যবহার করিলে বেতসাম্লের খরচ আরও কমিয়া যাইবে। কোন্ অম্ল কতটা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাহাদের গঠন (formula) হইতে হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের চর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের একবার এইরূপ ভাবে ইলমেনাইট ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। খরচা হিসাব করিয়া দেখুন, কোন্‌টা সস্তা। আগ্রা তাজের নিকটে বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রীযুক্ত বি, এ, তাহের মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যে চামড়ার কারখানা আছে, সেখানে আমার প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে। তাই এত সাহস করিয়া এ প্রস্তাব সাধারণের নিকট আনিতেছি।

রেসম এবং সূতার কাপড় রং করিয়াও দেখিয়াছি। তাহাতেও ফল পাইয়াছি। পরিমাণ হিসাবে, বারখানা ভেড়ার চামড়া রং করিতে এক তোলা ইলমেনাইটে গাঢ় লাল রং পাইয়াছি। মরডেণ্ট (mordant) করিতে ইহার এক দশমাংশেও ফল পাইয়াছি।

উপরে লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থ এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত পদার্থগুলি তাহের মহাশয় তাঁহার কারখানায় পরীক্ষায় সুযোগ দিয়া তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধন করিয়াছেন।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া শেষ করিব। আমাদের বিদ্যালয়ে অর্থকরী রসায়নের (economic chemistry) স্থান নাই বলিলেই চলে। আমরা যাহারা নূতন পুস্তক লিখি, তাহাতে যদি অন্ততঃ দেশী জিনিষগুলির কি দাম এবং তাহা হইতে যে সব জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহারই বা কি দাম, কি হিসাবে সেই দাম হয়, এইরূপ ভাবে ছেলেদের শিক্ষা এবং চিন্তা করিবার বন্দোবস্ত করি, তবে বোধ হয়, ভাল হয়।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের ক্রিয়া*

[পূর্ব্ববর্ত্তী সূচনা]

অনুমান করা গিয়াছিল যে, যেরূপে এসিটোনকে ক্লুলহরিণ খাওয়াইলে ক্লোরোফরম হয়, সেইরূপে nitro radical এর সংযোগে এসিটোন হইতে নাইট্রোফরম পাওয়া যাইতে পারে ; যথা,—

$$\begin{matrix} CH_3 \\ CH_3 \end{matrix} > CO + HO.NO_2 \longrightarrow CH_3COOH + CH_3NO_2.$$

$$CH_3NO_2 + HO.NO_2 \longrightarrow CH_2(NO_2)_2 + H_2O.$$

$$CH_2(NO_2)_2 + HO.NO_2 \longrightarrow H(NO_2)_3 + H_2O.$$

এই প্রক্রিয়ায় যে জল উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা মূল কার্য্যের ব্যাঘাত নিবারণার্থ শুষ্ক ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করা গিয়াছিল। আরও গন্ধকাম্ল বর্ত্তমানে বিচ্ছেদশীল নাইট্রোফরমের সহিত নেত্রিক অম্লের ক্রিয়ার দ্বারা চারি নাইট্রোমিথেন (nitromethane) গঠনের একটি উপায় আছে এবং পূর্ব্বে প্রয়োজন হইলে এই পন্থায় ইহা প্রস্তুত করা যাইত ; অতএব এ স্থলে অনুমান করা গিয়াছিল যে, যদি গন্ধকাম্লের কার্য্য ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তবে অবশেষে নাইট্রোফরম হইতে চারি নাইট্রোমিথেন প্রস্তুত হইতে পারে। বস্তুতঃ শেষোক্ত পদার্থটি এই অভিনব উপায়ে প্রস্তুত করিবার জন্য এই অনুসন্ধান আরম্ভ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে জল নিষ্কাশন করিবার জন্য গন্ধক দ্রাবক ব্যবহৃত হইতে পারে না ; আরও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের পরিবর্ত্তে অপর কোন জলনিষ্কাশনকারী দ্রব্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক হইবে না।

এ বিষয়ে পূর্ব্বানুসন্ধানকারীদিগের গবেষণা পাঠ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটাই ইহার অনুরূপ নহে। ঐ সকল হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল হইবে। আর তাহা ছাড়া তাঁহাদের পরীক্ষাগুলির অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বেয়রেও এবং প্রিজ্ (১৮৯৩ ব্যারিষ্টে ২৬, ৬২৮) লিখিয়াছেন যে, এসিটোনের উপর ১·৩৭ গুরুত্বের নেত্রিক অম্লের অতি ভীষণ ক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে একটি ক্রমাগত বিচ্ছেদশীল তৈলবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আর প্রভূত পরিমাণে কারবণ এক-অম্লিদ, কারবণ

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

দ্বি-অক্সিদ, নেত্রজন অক্সিদসমূহ, আমোনিয়া, কাঞ্জিকাম্ল (acetic acid) এবং বেতসাম্ল (oxalic acid) জন্মাইয়া থাকে। আরও সেই সমস্ত গবেষণা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কেহই এসিটোনের উপর নেত্রিক অম্লের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হইতে সুযোগ দেন নাই। কারণ, এই দুইটি দ্রব্য একত্র সংযোগ করিলেই যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার ফলে জল উৎপন্ন হয়, যদ্দারা অবশিষ্ট নেত্রিক অম্ল জলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া উল্লিখিত দ্রব্যগণে পরিণত হয়। উপস্থিত পরীক্ষার মূলে ইহাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, এসিটোনের উপর ঘন নেত্রিক অম্লের ব্যবহারে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ পদার্থ গঠিত হয়, তাহা চূড়ান্ত করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

একটি এক লিটার (liter) কাঁচ-কুম্ভে কিছু ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ও সামান্য এসিটোন এবং তদপেক্ষা একটু অধিক নেত্রিক অম্ল লইয়া বরফ ও লবণ মিশ্রণের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বেশ নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অতি তীব্রবেগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। এত তাপ নির্গত হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ বরফ গলিয়া গরম জলে পরিণত হইয়াছিল। ভূরি ভূরি নেত্রিক ধূমে (nitrousfumes) এবং ক্লোরোপিক্রিন (chloropicrin)এর পরিচায়ক গন্ধে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পাঁশুটে বর্ণের সামান্য তৈলবৎ পদার্থ কুম্ভমধ্যে অনবরত বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়বীয় পদার্থসমূহে পরিণত হইতেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়ার তীব্রতানিবন্ধন আশানুরূপ তৈলবৎ পদার্থ পাওয়া যায় নাই।

অনন্তর পরীক্ষা অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। কাঁচকুম্ভমধ্যে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ও নেত্রিক অম্ল রাখিয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল দ্বারা একটু একটু করিয়া এসিটোন দিবার ব্যবস্থা হইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া অতি তীব্রবেগে নেত্রিক ধূম ক্রমাগত নির্গত হয়; ইহাকে কোন মতেই দমন করা যায় নাই। এইরূপে বিফলমনোরথ হইয়া এই পন্থাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় এই প্রক্রিয়ায়ও একটু তৈলবৎ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রকৃতি প্রায় একই রকম, রং লাল্‌চে হলুদবর্ণ, স্বচ্ছ এবং অতিশয় ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত। আস্তে আস্তে তাপ দেওয়ায় ১১২-১২০ সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে প্রায় $\frac{1}{২}$ ভাগ পদার্থ চোলাইয়া আইসে। চোলাইয়ের সময় অনবরত নেত্রিক ধূম নির্গত হয় এবং শেষের দিকে অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হইয়া হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

উক্ত উপায়গুলির দ্বারা চূড়ান্ত নেত্রিক ক্রিয়া (nitration) হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রক্রিয়াগুলি এতই ভয়ানক হয় যে, তাহা সাধারণভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবিক বিপজ্জনক বোধে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। ষাট গ্রাম ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড এবং ৪০ সি সি এসিটোন একটি লিটার কুম্ভমধ্যে লইয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল ও কাঁচের বাঁকান নলসহ ছিপির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া জলের কলের নিম্নে রাখায় ক্রমাগত শীতল জলে ঠাণ্ডা হইতেছিল। সেই অবস্থায় ১০ সি সি সাধারণ নেত্রিক অম্ল ছিপিযুক্ত ফনেলের মধ্য

দিয়া ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ না হয়, মধ্যে মধ্যে ৫ সি সি করিয়া নেত্রিক অম্ল দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অত অধিক প্রবল হয় নাই, সামান্য নেত্রিক ধূম নির্গত হইতেছিল।

ঠিক এইরূপ প্রবহমান জলে ঠাণ্ডা করাইয়া ১০০ সি সি এসিটোনের সহিত ২০০ সি সি নেত্রিক অম্ল মিশাইয়া দেখা গিয়াছিল যে, প্রক্রিয়া অতিশয় বিষম হয় এবং শেষে একটি উৎকট শব্দে বিস্ফোরিত হইয়া কুম্ভ প্রভৃতি সব একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এত অধিক দ্রব্য লইয়া এইরূপে কার্য্য করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ লইয়া ১৭ বার পরীক্ষা করা হইয়াছে,—একবারও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। যতক্ষণ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, বেশ একটু করিয়া নেত্রিক ধূম নির্গত হয়, আর ইহার সহিত ক্লুহরিণ ও নাইট্রোসিল্ ক্লোরাইডের (nitrosyl chloride) গন্ধও পাওয়া যায়। প্রক্রিয়া শেষ হইলে কুম্ভমধ্যস্থিত দ্রব্য প্রায় নিষ্ক্রিয় হইয়া দুইটি স্তরে বিভক্ত হয়। ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড বহু পরিমাণে দ্রাবণে আসিয়া নিম্ন স্তর গঠন করে এবং উপরে গভীর পাঁশুটে রংএর তরল পদার্থ থাকে। উপর স্তরটি নেত্রিক অম্ল এবং একটি ঝাঁঝাল তৈলবৎ পদার্থের মিশ্রণ। ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া এক বাটি (beaker) জলে আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিলে একটি অদ্রাবণীয় তরল পদার্থ নিম্নে পড়ে। দুই বার জলে ধুইয়া স্বতন্ত্র করিয়া ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড দ্বারা জলশূন্য করা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন নমুনার দগ্ধ বিশ্লেষণ (combustion analysis) দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এইরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা একের অধিক যৌগিকের মিশ্রণ। ইহাকে চোলাই দ্বারা অংশীভূত করিতে চেষ্টা করায় প্রথমে কতকটা চোলাই হইয়া শেষে উৎকট শব্দে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

যদি নেত্রিক অম্লের মিশ্রিত স্তরটিকে স্বতন্ত্র করার পর জলে না ফেলিয়া পুনরায় নূতন নেত্রিক অম্ল ও ডেলা ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের সহিত রাখা হয়, তবে বেশ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। পূর্ব্ববৎ নেত্রিক ধূম, নাইট্রোসিল্ ক্লোরাইড এবং ক্লুহরিণ নির্গত হইতে থাকে। কিন্তু প্রক্রিয়া মোটেই তীব্র হয় না। কিছুক্ষণ পরে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড প্রক্রিয়া-সমুদ্ভূত জল নিষ্কাশন করিয়া নিজে দ্রাবিত হইয়া নিম্ন স্তর প্রস্তুত করে। সমস্ত ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড গলিয়া গেলে আবার যদি উপর স্তরটিকে স্বতন্ত্র করিয়া নূতন নেত্রিক অম্ল ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের সহিত রাখা হয়, তবে এইরূপে দুই দিন ধরিয়া ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে নেত্রিক অম্লের প্রয়োগে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে দগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সমস্ত নমুনা প্রস্তুত হয়, তাহাদের পারমাণবিক উপাদান (composition) প্রায় এক।

এই তৈলবৎ স্বচ্ছ পদার্থটিতে এক প্রকার অতিশয় তীব্র গন্ধ আছে, ইহার বাষ্প চক্ষে লাগিলে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইতে থাকে। ইহা জলে মিশে না, কিন্তু সুরাসার, ইথর, ক্লোরোফরম, বেঞ্জিন এবং কার্ব্বন দ্বি-সল্ফিদে অতি সত্বর গলিয়া যায়। একটি বড়ীর

কাঁচের (watchglass) উপর এক ফোঁটা ফেলিয়া রাখিলে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত উড়িয়া ঘরের বাতাসে মিশিয়া যায়।

এই দ্রব্যে শতকরা ৪৮·৩৮ ভাগ ক্লরিণ, ৮·৩০ ভাগ কারবণ এবং ১০·১০ ভাগ নেত্রজন আছে; সুতরাং ইহার সাংকেতিক নাম (formula) CCl_2NO_2 হয়। অবশ্য ইহার নিদর্শন-সূত্র সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে কিছু ত্রিক্লোরোনাইট্রোমিথেন (tri-chloronitromethane) আছে; কিন্তু যদি ইহা থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত পারিমাণিক ভাগ (Composition) বজায় রাখিতে হইলে দ্বিক্লোরোনাইট্রোমিথেন (dichloronitromethane) $CCl_2(NO_2)_2$ অথবা দ্বিক্লোরোনাইট্রোমিথিলনাইট্রেট (di-chloronitromethylnitrate) $CCl_2(NO_2)(NO_3)$ এই দুইটি নূতন যৌগিকের একটিকে থাকিতে হয়।

তিন বৎসর অতীত হইল, এই অনুসন্ধানটি গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আজ কএক দিন মাত্র হইল, একটি যুক্তিযুক্ত কল্পনায় উপনীত হইয়াছি। বোধ হয়, তাহাই এই প্রক্রিয়ার সত্য সিদ্ধান্ত। আশা করি, অনতিবিলম্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধানের শেষফল প্রকাশিত করিব।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট

১৩১৭ সালের পৌষ মাসে এলাহাবাদপ্রবাসী পণ্ডিতপ্রবর অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর গৃহে একটি চতুষ্কোণ খোদিত লিপিযুক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। বহু পূর্ব্বে বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মেজর বামনদাস বসু একখানি অতি প্রাচীন শিলালিপিযুক্ত পাষাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পাষাণখণ্ডের সম্মুখে চিত্রাবলী ও এক পার্শ্বে খোদিত লিপি আছে। সম্মুখে চতুষ্কোণ পাষাণ চারিটি সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা সাতটি অসম কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে দুইটি প্রস্ফুটিত কমল অঙ্কিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে ও নিম্নে দুইটি দীর্ঘ কক্ষে দুইটি বক্রগতি রেখা অঙ্কিত আছে এবং অবশিষ্ট স্থানে প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্ম খোদিত হইয়াছে। বাম পার্শ্বের দীর্ঘ নাতিপ্রসর কক্ষ, মধ্যভাগে অপর একটি সরল রেখা কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটি কক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে বাম পার্শ্বের কক্ষটি ক্ষুদ্র পুষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ এবং দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে কতকগুলি ঋজুগতি সরল রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। পাষাণের সম্মুখভাগের মধ্যদেশে একটি সুবৃহৎ সমচতুষ্কোণ কক্ষ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যদেশে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তমধ্যে একটি বৃহৎ অষ্টদল প্রস্ফুটিত কমল খোদিত আছে। কমলের বৃত্তাকার কোরকমধ্যে কোন মূর্ত্তি খোদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃত্তের চতুষ্পার্শ্বে চারিটি "ত্রিরত্ন"। স্বর্গগত ডাক্তার জর্জ্জ বুলর[১] মথুরায় আবিষ্কৃত "আর্য্যপট্ট" বা "আয়াগপট্ট" বিবরণকালে এগুলিকে মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট "ত্রিরত্ন" বলিয়াছেন। চতুষ্কোণ কক্ষের প্রতি কোণে এক একটি খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা অঙ্কিত হইয়াছে। বৃহৎ চতুষ্কোণ কক্ষে দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষটি পাঁচটি ক্ষুদ্র সরল রেখার দ্বারা ছয়টি ক্ষুদ্র সম-চতুষ্কোণ কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পদ্ম অঙ্কিত হইয়াছে।

পাষাণখণ্ডের যে পার্শ্বে খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কঙ্করে পরিপূর্ণ ছিল। বালির পাথরে (Sand stone) কঙ্কর থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু কঙ্কর বালির পাথর অপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয় হয়, সেই জন্যই প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিটির অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। পাষাণখণ্ড ডাক্তার বামনদাস বসু কর্ত্তৃক ১৯০৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কোশাম গ্রামে একটি কুনিয়ের মৃণ্ময় প্রাচীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোশাম গ্রাম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের স্থাপয়িতা সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ কর্ত্তৃক প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে[২]। অতীত যুগে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বহুপূর্ব্ববিস্মৃত শিবমিত্র নামক

---

১ Epigraphia Indica Vol. II, p. 311, p. I.

২ Cunuinghum's Archaeological Survey Reports.

কৌশাম্বীরাজের ১২শ রাজ্যাঙ্কে বলদাস স্থবিরের অনুরোধে শিবনন্দির শিষ্য দেবপালিত নামক জনৈক জৈন অর্হৎগণের পূজার জন্য এই আর্য্যপট্ট স্থাপনা করিয়াছিলেন ;—

(১) সিধ (ং) রাজ্ঞো শিবমিত্রস স (ং) বছরে ১০,২ × × × × থম × × হকিয়ে।

(২) থবিরস বলদাসস নিবতন × × × × শিবন (ং) দিস অ (ং) তেবাসিস × × × ×

(৩) শ (?)দেবপালিতন আয়পটো থাপয়তি × × অরহ (৩) (পুজা) য়ে।

অনুবাদ,—"সিদ্ধ হউক, রাজা শিবমিত্রের দ্বাদশ সম্বৎসরে × × × × × × × × × × স্থবির বলদাসের অনুরোধে × × × × × শিবনন্দির শিষ্য × × × × দেবপালিতের আর্য্য-পট্ট অর্হৎগণের পূজার জন্য স্থাপিত হইতেছে।"

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় জৈনগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইরূপ বহু পাষাণখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ খোদিত লিপিযুক্ত। প্রাচীন খোদিত লিপিসমূহে এইগুলি "আয়াগপট্ট" নামে পরিচিত। এই সময়ে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান কালে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী কালে জৈন ধর্ম্মযাজকগণের সৃষ্টি বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মথুরা ব্যতীত ভারতের অপর কোনও স্থানে "আয়াগপট্ট" বা "আর্য্যাগ্রপট্ট" আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় একটি "আয়াগপট্টে"র বিবরণে ডাক্তার ফুরার (Dr Führer) বলিয়াছেন যে, উহা বেরিলী জেলার রামনগর গ্রামে প্রাচীন অহি-চ্ছত্র নগরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Vincent A. Smith) বা ডাক্তার হেন্‌রীক্ লুডার্স (Heinrich Lüders) ডাক্তার ফুরারের কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। শিবমিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌশাম্বীরাজ শিবমিত্র ভারতের ইতিহাসে নূতন নাম। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ডাক্তার বামনদাস বসুর নিকট শিলাখণ্ডখানি ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। তখন তিনি জানাইয়াছিলেন যে, উহা এলাহাবাদের কোন স্থানে বা বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম-তুলসীর তৈল*

রাম-তুলসীর গাছ নাড়িলে বা হাতে ঘসিলে একটি উগ্র সুগন্ধ বাহির হয়। যাহাতে এত উগ্র গন্ধ, তাহা হইতে তৈল নিশ্চয় পাওয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া আমি ঐ গাছের রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ করি এবং ফলে ইহা হইতে অল্প আয়াসেই তৈল পাইয়াছি। গাছের পাতায়, ডালে এবং বীজে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তৈল পাওয়া যায়; তবে বীজে তৈলের পরিমাণ অধিক। এই তৈল কাঁচা গাছ হইতে লইতে হয়, কারণ, শুষ্ক হইয়া গেলে আর পাওয়া যায় না। ইহার দুইটি কারণ;—প্রথমতঃ তৈল অত্যন্ত চঞ্চল (volatile), সেই জন্য গাছ শুখাইবার সময় উহা উড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয়তঃ যাহা থাকে, তাহা রজনজাতীয় একটি পদার্থে পরিণত হয়—উহা বাষ্পের সহিত যাইতে পারে না।

বীজ ঠিক পাকিবার সময় বীজ সমেত গাছ উঠাইয়া তির্য্যক্‌পাতন-যন্ত্রে পুরিয়া বাষ্প দ্বারা পাতন করিলে অতি শীঘ্র (অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই) সমস্ত তৈল বাহির হইয়া আইসে। উহা অতিশয় তরল ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের এবং ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। সরবাণের (lemongrass) তৈলের গন্ধের সহিত উহার গন্ধের অনেক সাদৃশ্য আছে।

২৫.৫° ডিগ্রি উত্তাপে তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮৮৭২। ২৪.৫ ডিগ্রি উত্তাপে তির্য্যো-বর্ত্তনমান (refractive index) ৪০°১২′। তৈল ধ্রুবতাপন্ন (polarised) আলোকরশ্মিকে বামধারে ঘুরাইয়া দেয়।—আপেক্ষিক ঘুরাইবার ক্ষমতা (specific rotatory power) ১০′, ১৪″।

মিথাইল সাভিকল (methyl chavicol) প্রায় সর্ব্বজাতীয় তুলসীর তৈলে পাওয়া যায়। কোন তৈলের সুরাসারের দ্রাবণে লৌহযুক্ত ক্লোরাইড (ferric chloride) দিলে যদি গাঢ় নীল রং হয়, তাহা হইলে উহাতে মিথাইল সাভিকল আছে, বুঝিতে হইবে। এই তৈলে কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়াতে নীল রং পাওয়া যায় না; অতএব ইহাতে মিথাইল সাভিকল নাই।

সোডিয়াম সালফাইট দ্রাবণ ও এক ফোটা ফিনলথ্যালিন দিয়া তৈল আলোড়ন করিলে গোলাপী রং দেখা যায়; সুতরাং তৈলে এলডিহাইড (aldehyde) আছে।

রসায়নবিৎ জানেন যে, সরবানের তৈলে সাইট্রাল (citral) আছে। সরবান ও রামতুলসীর তৈলের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা হেতু রামতুলসীর তৈলে সাইট্রাল আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা হয়। শতকরা ২৫ ভাগ দাহজল মিশ্রিত জলে মারকিউরিক সালফেট দ্রাবণ করিয়া উহাতে এক ফোঁটা তৈল দিয়া জোরে নাড়িয়া দেখা গেল যে, রং লাল হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, রামতুলসীর তৈলেও সাইট্রাল আছে।

পাইরুভিক অম্ল ও বিটা-ন্যাপথলের সহিত তৈলের যে যৌগিক পদার্থ হয়, তাহা হইতে

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

জলে দ্রাবণ-ক্ষমতার তারতম্যানুসারে দুই প্রকারের স্ফটিক (crystal) প্রস্তুত হয়। উহাদের গলনোত্তাপ (melting point) নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানা যায় যে, সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল (citronellal) উভয়ই এই তৈলে আছে।

পটাসিয়াম আইওডাইডের ঘন দ্রাবণে আইওডিন দ্রাবণ করিয়া এক ফোঁটা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিলে চকচকে আঁইশযুক্ত আঠার ন্যায় একটা পদার্থ পাওয়া যায়; অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহাতে সিনিয়ল (Cineol) আছে।

চিনা-মাটীর পাত্রে দুই ফোঁটা তৈল, এক ফোঁটা ঘন লৌহদ্রাব ও এক ফোঁটা ঘন ফেরিক ক্লোরাইড দ্রাবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে গোলাপী রং হয়; ইহাই (limonene) লিমনিন থাকার প্রমাণ। ইহাতে অতি অল্প পরিমাণ থাইমলও আছে। ইহাতে কোনও প্রকার অম্ল পাওয়া যায় নাই। উত্তপ্ত করিলে অধিক ভাগ তৈলই ২০৫-২৩০ ডিগ্রির ভিতর পাতিত হয়।

৫ সি সি, তৈল, ১৯ গ্রাম সোডিয়াম সালফাইট ও ৭ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট জলে দ্রব করিয়া গলদেশে মাপ-করা হারসন ভাণ্ডে (Hirschon flask) বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ার পর জল দিয়া তৈল মাঝের দাগের মধ্যে আনিয়া একদিন রাখার পর দেখা যায় যে, ৩·৭৫ সি সি (অর্থাৎ ৭৫ ভাগ) তৈল জলে দ্রব হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তৈলে সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল একত্রে ৭৫ ভাগ আছে। এক্ষণে জলীয় ভাগ একটা অপেক্ষাকৃত বড় পাত্রে লইয়া ইথার ও বৃক্ষক্ষার দ্রবের সহিত নাড়িয়া রাখিলে ইথার উপরে ভাসিয়া উঠে; উহাকে পিপেট (pipette) দিয়া একটা পূর্ব্বতৌলীকৃত চিনামাটীর পাত্রে লওয়া হয়; ইথার তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ওজন করিলে পূর্ব্বতৌলের সহিত যে পার্থক্য হয়, উহাই সাইট্রালের পরিমাণ।

পাত্রের ওজন	৪৯·৮	গ্রাম
পাত্র ও সিট্রলের ওজন	৫১·৬	"
সিট্রালের "	১·৮	"
উহার পরিমাণ	২·০৫	সি সি

অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ সিট্রাল ও (৭৫-৪১)=৩৪ ভাগ সাইট্রোনেলাল আছে।

একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সিট্রালের জন্যই সরবানের তৈলের ব্যবসায় এত লাভজনক; আর কৃত্রিম ভায়লেট ফুলের আতর প্রস্তুতের একমাত্র উপাদানই উহা; সেই জন্য উহার মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। সিট্রোনেলালেরও বাজারে বেশ সুবিধাজনক মূল্য আছে।

রামতুলসীর চাষ করিয়া তৈল প্রস্তুত করা অতি সহজ। ঐ তৈলই চালান দেওয়া যায় কিংবা উহা হইতে সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল প্রস্তুত করিয়াও চালান দেওয়া যায়; আর ইহাতে লাভও বেশ হইবে। কেহ যদি এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের লাভ হইবে এবং দেশেরও উন্নতি হইবে।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী

বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ*

ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণে পদবিন্যাস বা Syntaxএর বিশেষরূপ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইংরাজী ভাষায় বাক্য (sentence) রচনাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট পদসমূহের প্রয়োগ করিতে হয়। পদসমূহের স্থান বিনিময় হইলে অর্থ-বিভিন্নতা ঘটে। "A man killed a tiger" এই বাক্যটির man পদটিকে tiger পদটির স্থানে এবং tiger পদটিকে man পদটির স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থ-বৈপরীত্য ঘটে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় এরূপ হয় না। শব্দসমূহের সহিত যথাবিধি কারক-বিভক্তির যোগ করিয়া এবং ধাতুসমূহের সহিত তিঙ্-বিভক্তির যোগ করিয়া বাক্যমধ্যে তাহাদের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিলেও এত অর্থ-বৈষম্য ঘটে না। "মনুষ্যো ব্যাঘ্রং জঘান," "মনুষ্যো জঘান ব্যাঘ্রম্", "ব্যাঘ্রং মনুষ্যো জঘান," "ব্যাঘ্রং জঘান মনুষ্যঃ," "জঘান মনুষ্যো ব্যাঘ্রম্," "জঘান ব্যাঘ্রং মনুষ্যঃ,"—এই বাক্য-সমূহের মধ্যে বিশেষ অর্থ-বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে আমরা সাধারণতঃ শুনিতে পাই যে, সংস্কৃতভাষায় পদবিন্যাসের জন্য কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই—সুবন্ত বা তিঙন্ত হইলেই পদ হইল এবং পদের প্রয়োগ বাক্যমধ্যে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই করা যাইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র কতকগুলি সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের প্রয়োগেই অর্থবোধক বাক্য হয় না। অর্থবোধক বাক্য রচনা করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষায়ও কতিপয় নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে,—নতুবা সুচারু অর্থ-বোধ হইবে না। "আসীৎ পুরা মগধেষু পাটলিপুত্রং নাম মহানগরম্"—এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। এই একটি মাত্র বাক্য লইয়া আলোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, অস্-ধাতু-জাত ক্রিয়াপদের বাক্যারম্ভে প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায় রীতিসিদ্ধ (idiomatic); তবে বাক্যারম্ভে প্রয়োগ না করিলে বাক্যান্তেও তাহার প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ ক্রিয়া-পদের অন্যত্র প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ (Un-idiomatic)। সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে অধিকরণ-কারকের প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং কালবাচক ও স্থানবাচক অধিকরণের মধ্যে কালবাচকেরই প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। ইহারও অন্যথাচরণ সংস্কৃতভাষায় রীতিবিরুদ্ধ। আবার বিশেষ্য-পদের পূর্ব্বে বিশেষণ-পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ধৃত একটি উদাহরণ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পদবিন্যাসের জন্য সংস্কৃত ভাষায়ও কতিপয় নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য ইংরাজী ভাষায় পদবিন্যাসের জন্য যত নিয়ম, সংস্কৃত ভাষায় তদপেক্ষা অনেক কম। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে পদবিন্যাসের জন্য কোনও বিশেষ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয় না।

অধ্যাপক আর্ল (Earle) লিখিয়াছেন যে, যে ভাষায় পদসাধনের (accidenceএর) জন্য

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Professor Earle has remarked that syntax varies inversely as accidence; wherever we have an elaborate formal grammar, there we have a 'corresponding poverty of syntax;

যত বেশী নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, সে ভাষার পদবিন্যাসের (syntaxএর) জন্ম সেই পরিমাণে কম নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে এবং যে ভাষার পদসাধনের জন্ম যত কম নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, সে ভাষার পদবিন্যাসের জন্ম সেই পরিমাণে বেশী নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ পদসাধন-প্রণালী ও পদবিন্যাস-প্রণালী, এই উভয়ের মধ্যে একতরের যে স্থানে যে পরিমাণে উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে, অন্যতরের সে স্থানে সেই পরিমাণে অপকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। পদসাধন-প্রণালী সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অন্য কোনও ভাষাতেই বোধ হয়, সেরূপ হয় নাই ; সেই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর এত শৈথিল্য। অন্য দিকে ইংরাজী ভাষায় পদসাধন-প্রণালী যেরূপ অপেক্ষাকৃত শিথিল, পদবিন্যাস-প্রণালীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়। অতঃপর বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালী কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তবে ইংরাজী ভাষার ন্যায় নহে। কিন্তু অন্বেষণ করিলে "A man killed a tiger"এর সদৃশ বাক্যও বঙ্গভাষায় কচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

"হেরিয়া সেই মুরতি স তী ছাড়ে নিজ প তি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।"—চণ্ডীদাস।

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের বিবিধ রূপের তুলনা করিলেও বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে।

১। এইখানে গাড়ী আ ব শ্য ক হ ই লে থামিবে (অপেক্ষা করিও) এবং আ ব শ্য ক হ ই লে এইখানে গাড়ী থামিবে।

২। আ মা দি গে র দু র্ভা গ্য ক্র মে অকালে পরলোকগত ৺চণ্ডীচরণের নামে স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল এবং অকালে পরলোকগত ৺চণ্ডীচরণের নামে স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ আ মা দি গে র দু র্ভা গ্য ক্র মে উৎসর্গীকৃত হইল।

৩। করিয়া যাহার না শ, জীবনে না করি আ শ। এবং করিয়া যাহার আ শ জীবনে না করি না শ।—সারদ-মঙ্গল। ইত্যাদি।

* wherever we have little formal grammar, as in Chinese or English, there syntax comes prominently into view. This is only another way of stating the fact that in default of such contrivances as inflections, language has recourse to rules of position in order to denote the grammatical relations of words; and though Greek shows us that a highly developed accidence may exist along with an equally developed syntax, yet it is quite true that a language which makes such a large use of composition, as Sanskrit, must be very poor in the matter of syntax. Composition and syntax are antagonistic to each other, the study of comparative accidence, or, as it is rather loosely called, comparative grammar, is much in advance of that of comparative syntax; indeed it is very lately that comparative syntax has attracted the attention of philologists to any extent.

Sayce's Introduction to the Science of Language Vol II. p. 428.

এই সকল আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গভাষায় বাক্যারম্ভে কালবাচক ও তৎপরে স্থানবাচক অধিকরণ, তৎপরে কর্ত্তৃপদ, তৎপরে সম্প্রদান ও কর্ম্ম এবং তৎপরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ বিশেষ্য ও ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণ-পদের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ভাবের বাচক সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহ সন্নিহিত স্থানে প্রযুক্ত হয়। এই-গুলি বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর সাধারণ নিয়ম। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম রীতিসিদ্ধ নহে। অধিক আলোচনা করিলে বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর অন্য বহু নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যে কয়েকটিমাত্র লিপিবদ্ধ করা হইল। ব্যক্তি-বাচক সর্ব্বনাম (Personal Pronoun) একাধিক হইলে উত্তমপুরুষবাচক সর্ব্বনামের শেষে প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—"তুমি আমি হইলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতাম," "তিনি ও আমি একত্র বাস করি" ইত্যাদি। যৎ শব্দের প্রয়োগ করিলে তৎ শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক,—"যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" যথা,—"তুমি যত ভাল লোক, তাহা বুঝা গিয়াছে," "তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না," "যাহা তিনি করেন, তাহাতে অন্য কাহারও কথা চলে না," যখন বিপদ্ আসে, তখন নানাদিক্ হইতে নানারূপ অসুবিধা আসিয়া জুটে," "যে সকল দিক্ বুঝিয়া কাজ করিতে পারে, সেই জ্ঞানী" ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়া প্রথমে ও সমাপিকা তৎপরে প্রযুক্ত হয় এবং সাধারণতঃ উভয়েরই এক কর্ত্তৃপদ হয়। * যথা,—"দেখিতে যাইব," "শুনিয়া আসিব" ইত্যাদি। "হইলে," "যাইলে" প্রভৃতি প্রাক্কালীনতা-জ্ঞাপক অসমাপিকা ক্রিয়া কর্ত্তৃপদের অব্যবহিত পরে প্রযুক্ত হয়; যথা,—"রাম আসিলে আমি যাইব," "চাঁদ উঠিলে অন্ধকার থাকিবে না," "প্রাণ বাঁচিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে" ইত্যাদি। বাক্যমধ্যে কোনও পদবিশেষ বা বাক্যাংশের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতে হইলে, সেই পদ বা সেই বাক্যাংশ এরূপ স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, শ্রোতার বা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে; সাধারণতঃ বাক্যারম্ভে বা বাক্যশেষে প্রয়োগ করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যথা,—

"পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে॥"—হেমচন্দ্র
"যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব, রহে তিলমানে।
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে, তিলমাত্র স্থানে॥"

"প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে।"— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

* এককর্ত্তৃকেষু ক্ত্বা।

অতঃপর নেতিবাচকের কথা। অস্তিত্ববিহীন বস্তু (negation or absence) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, রসনা দ্বারা আস্বাদন করা যায় না এবং হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করা যায় না। সুতরাং এরূপ বস্তুর উপলব্ধি কেবল মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হইয়া থাকে। কিন্তু মানসিক কল্পনারও একটা সীমা আছে। আমরা মনে মনে সুবর্ণপর্ব্বত বা অশ্বমুখ নরের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি, কিন্তু নীল-পীতাদি যে আটটি বর্ণের বিষয় আমরা অবগত আছি, তদতিরিক্ত নবম বর্ণের কল্পনা আমাদের সাধ্যাতীত। কারণ, মানসিক কল্পনা উপকরণের সাহায্যের অপেক্ষা করে, উপকরণ না পাইলে মন কিছুই গড়িয়া লইতে পারে না। আমাদের মন সুবর্ণ ও পর্ব্বত উভয় বস্তুর সহিতই পরিচিত; তাই সুবর্ণ-পর্ব্বতরূপ অস্তিত্ববিহীন বস্তুর কল্পনা সম্ভবপর। কিন্তু উপকরণাভাবে অষ্টম বর্ণের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অস্তিত্ববিহীন কোনও বস্তুর কল্পনা করিতে হইলে অস্তিত্ববান্ কোনও বস্তুর কল্পনা আবশ্যক এবং অস্তিত্ববান্ বস্তুর সহিত তুলনা বা বৈপরীত্যের দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিপরীত বস্তুর সহিত তুলনায় আমরা তদ্বিপরীত বস্তুর কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু সে বিষয়েও অনেক বিঘ্ন। সসীমের উপলব্ধি দ্বারা অসীমের কল্পনা সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আজিও ঘোর সন্দেহ। সে যাহাই হউক, অস্তিত্ববান্ বস্তুর কল্পনা না হইলে অস্তিত্ববিহীন বস্তুর কল্পনা সম্ভবপর নহে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। ভাব বস্তুর উপলব্ধি না হইলে অভাব বস্তুর উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। সৃষ্টির উপলব্ধি না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার উপলব্ধি হয় না; জন্মের উপলব্ধি না হইলে জন্মের পূর্ব্বাবস্থার উপলব্ধি হয় না এবং মৃত্যুর উপলব্ধি না হইলে জীবনেরও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের সৃষ্টিকাণ্ডে (Genesis) লিখিত আছে, শূন্যমধ্যে ভগবদিচ্ছাক্রমে জল, স্থল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি বস্তু ও মানব প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদেও সৃষ্টির বিষয়ে একই কথা উক্ত হইয়াছে এবং সৃষ্টির পর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সহিত তুলনায় শূন্যের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে সেই বর্ণনা ও স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

> নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥

তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও

ছিল না ; রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঋক°, ১০ম°, ১২৯সূ°।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইতেছে যে, অস্তিত্ববান্ বস্তুর উপলব্ধির পর মনুষ্য বৈপরীত্য দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই অস্তিত্ববিহীন বস্তুর জ্ঞাপনের জন্য ভাষা নেতিবাচকের (Negativeএর) সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং নেতি-বাচক শব্দটিকে সময়বিশেষে বিপরীতার্থবোধকও বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় নেতিবাচক পদ সাধারণতঃ দুইটি ;—ন এবং মা। এই দুইটি নেতিবাচক পদ ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে ; যথা,—"ন গচ্ছেৎ," "মা কার্ষীঃ" ইত্যাদি। বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদের সহিত তিনটি নেতিবাচক উপসর্গ যুক্ত হইয়া থাকে,—ন, অ এবং অন্। যথা—নক্ষত্র, অসম, অনধিকার। এইগুলিকে ব্যাকরণে নঞর্থ পদ বা নঞর্থ উপসর্গ বলিয়া থাকে। এই নঞের ষড়্‌বিধ অর্থ ; যথা,—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই ষড়্‌বিধ অর্থের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) সাদৃশ্য,—অপদার্থ, অপথ, অমানুষ, অব্রাহ্মণ, অপাত্র। অভাব,—অক্ষুধা, অচিন্তা, অনবকাশ, অনবসর, অনভ্যাস। অন্যতা,—অকৃষ্ণ, অতথ্য, অলোহিত, অযথার্থ। অল্পতা,—অদূর, অনায়াস, অপটী (ক্ষুদ্র যবনিকা), অপূর্ণ। অপ্রাশস্ত্য,—অকথা, অকার্য্য, অকাল, অবাক্য। বিরোধ,—অকল্যাণ, অকীর্ত্তি, অখ্যাতি, অধর্ম্ম, অনর্থ, অমিত্র, অলক্ষ্মী।

সংস্কৃত ভাষার "ন" বঙ্গভাষায় "না" আকার লাভ করিয়াছে ;—কিন্তু প্রাচীন বঙ্গভাষায় "ন"-কারের প্রয়োগ হইত। "মা" অব্যয় বঙ্গভাষায় প্রযুক্ত হয় না। হিন্দী ভাষায় 'মৎ" আকারে ইহার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। পারস্য ভাষায়ও "মা" (مـ) অব্যয়ের প্রয়োগ আছে এবং তাহা ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—مکن (মা কন্), করিও না। সংস্কৃত ভাষার "ন", "অ" বা "অন্" উপসর্গ বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা,—

"ন"—নকিঞ্চন (অকিঞ্চন), নকুল (কুলবিহীন, মহাদেব), নক্ষত্র (ক্ষয়বিহীন, তারকা), নগ (গতিশক্তিহীন, পর্ব্বত), নচির, (অচির, শীঘ্র), নচেৎ, নতুবা, নদীন (অদীন, ধনী), নধর (পুষ্ট), নপাৎ (পৌত্র), ন পরাজিৎ (অপরাজিত), নপুংসক, নভ্রাট্ (দীপ্তিহীন মেঘ), নাক (দুঃখবিহীন স্থান, স্বর্গ), নাসত্য (ধ্রুব), নাস্তিক, ইত্যাদি।*

"অ", "অন্"—অকড়িয়া (কপর্দ্দকবিহীন), অকথা (কুকথা, মন্দ কথা), অকাট্য,

কিরাতে—"ন সংহতাস্তস্য নভিন্নবৃত্তয়ঃ প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্।"—১।১৯

(অখণ্ডনীয় 'যুক্তি'), অকাণ্ড (কুকাণ্ড, অঘটনীয় ব্যাপার), অকাজ (অসৎ কার্য্য), অকাল (অসময়, অপ্রকৃত বা অপ্রশস্ত কাল), অকাল কুষ্মাণ্ড (কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি), অকাজিয়া, অকেজো (কার্য্যের অনুপযুক্ত), অকূল (কূলহীন), অকূল পাথার (অগাধ জল, অনন্ত সমুদ্র—"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে"), অখ্যাতি (অযশঃ), অঘাটী (নির্দ্দোষ)—"কুলে শীলে রূপে গুণে সকলে অঘাটী"), অঝর, অঝোর (অবিশ্রান্ত), অটুট (অভগ্ন, অক্ষত, সম্পূর্ণ, ত্রুটিবিহীন), অঢেল (প্রচুর), অথই, অথাই (অতলস্পর্শ), অথল (অতলস্পর্শ), অনন্ত (অসীম), অনটন, অনাটন (অপ্রতুল, অভাব), অনামুখ (অপ্রিয়দর্শন), অনাসৃষ্টি (সৃষ্টির বহির্ভূত, অদ্ভুত), অনিমিক, অনিমিখ (নিমেষশূন্য), অনীতি (কুরীতি), (অতুল, অভাব, অপ্রতুল—পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল, মহেশের সে ত নাই সকলি অতুল"), অপয়া (দুর্ভাগ্য, অলক্ষণযুক্ত), অপাক (অজীর্ণ), অফুরন্ত (অপর্য্যাপ্ত), অবুঝ (নির্ব্বোধ), অমানুষ (অতিমানুষ, অলৌকিক), অমায়িক (সরলহৃদয়), অলক্ষণিয়া, অলক্ষুণে (অশুভ লক্ষণবিশিষ্ট), অবেলা (অসময়, শেষ সময়), অসাড় (সংজ্ঞাবিহীন), অস্থির পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক (পাটীগণিতের অঙ্কবিশেষ, ধাঁধা, বিপদ্), অস্বস্তি (অসুস্থতা, অমঙ্গল)।

সংস্কৃত ভাষার নঞর্থ "অ"-কার বঙ্গভাষায় বহু স্থানে "আ"-কারে পরিণত হইয়াছে ;* যথা,—

আকাঁড়া (সতুষ), আকড়িয়া (কপর্দ্দকবিহীন, মূল্যবিহীন), আকাট (অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ), আকাটা (অখণ্ড), আকামা (অমুণ্ডিত, সদন্ত 'সর্প'), আকাল (দুঃসময়, দুর্ভিক্ষ), আক্রা (অক্রেয়, দুর্ম্মূল্য), আগণা (অগণিত, অসংখ্য), আগাছা (ক্ষুদ্র বৃক্ষ), আঘাট, আঘাটা (কুঘাট, স্নানাদির অযোগ্য ঘাট), আচালা (অচালিত, মোটা 'চাউল'), আছোলা (অপরিষ্কৃত), আজানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত), আঝাল, আঝালা (কটুরসবিহীন), আদেখা (অদৃষ্ট), আধন (অপ্রকৃত ধন, অস্থায়ী,—"নারীর যৌবন কেবল আধন যেমন জলের ফোঁটা"), আধোয়া (অধৌত), আলন, আলুনো, আলোণা (লবণবিহীন)।

পারস্যভাষায় নেতিবাচক "ন" উপসর্গ না (نا) আকারে পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
نا استاد	না-ওস্তাদ	অনভিজ্ঞ
نا انجام	না-আঞ্জাম	সীমাবিহীন
نا انصاف	না-এন্সাফ্	অন্যায্য, অভদ্র
نا آهار	না-আহার	অনাহারী

* আমার "প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটি বিশেষত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা।
† এই তালিকার বহু শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
نا بالغ	ন-বালিগ্	অপরিণতবয়স্ক। বঙ্গভাষায় এই শব্দ "নাবালক" আকারে বিদ্যমান এবং স্ত্রীলিঙ্গে "নাবালিকা" আকার প্রাপ্ত হয়।
نا پسند	না-পসন্দ্	অপছন্দ, অমনোনীত
نا چار	না-চার্	উপায়বিহীন
نا راض	না-রাজ	অসন্তুষ্ট
نا طلب	না-তলব	অনাহূত
نا قابل	না-কাবেল	অনুপযুক্ত, ন্যূন
نا قبول	না-কবুল	অস্বীকার, পরিত্যাগ
نا لائق	না-লায়েক	অযোগ্য, অনুপযুক্ত
نا مرد	না-মর্দ্	অমনুষ্য, ভীরু। এই শব্দের অনুকরণে প্রাদেশিক "নামানুষ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।
نا مرضي	না-মরজী	অপ্রিয়, অবাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত 'নির্' উপসর্গের অনুকরণে বঙ্গভাষায় নঞর্থ 'নি' উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

নিকড়িয়া (নির্ধন), নিকন্দিয়া (বন্ধবিহীন), নিকাম, নিকামিয়া (নিষ্কর্মা), নিখুঁত (নির্দোষ), নিখরচা (খরচবিহীন, কৃপণ), নিখাটু (নিষ্কর্মা, অলস), নিছল (সরল), নিটুট (সম্পূর্ণ, অভগ্ন), নিটোল (সম্পূর্ণ, অক্ষত), নিদয় (নির্দয়), নিনাড় (নিভৃত, অস্পৃষ্ট), নিবস্ত্র (বিবস্ত্র), নির্ভাঁজ (বিশুদ্ধ, খাঁটি), নিলাজ (নির্লজ্জ)।

পারস্যভাষায় বৈপরীত্য-অর্থ-বোধক যে بے উপসর্গের প্রয়োগ আছে। যথা,—

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ *
بے آبرو	বে-আব্রু	লজ্জাহীন, শরমহীন
بے إختياري	বে-এখ্তিয়ারী	উপায়হীনতা, অনধিকার
بے ادب	বে-আদব	অভদ্র, শিষ্টাচারবিহীন
بے ارام	বে-আরাম্	অস্বস্তিযুক্ত, অসুস্থ
بے اندازة	বে-আন্দাজা	বে-আন্দাজ, অপরিমিত

* এই তালিকায় অধিকাংশ শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত।

শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ
بے اِنصاف	বে-ইন্‌সাফ্‌	অ-ন্যায়পরায়ণ, অন্যায্য
بے ایمان	বে-ইমান্‌	অভদ্র, অধার্ম্মিক
بے باق	বে-বাক্‌	সমগ্র
بے باک	বে-বাক্‌	নির্ভয়
بے بنیاد	বে-বুনিয়াদ্‌	ভিত্তিহীন
بے پردہ	বে-পরদা	যবনিকাবিহীন, ঘোমটাবিহীন, নির্লজ্জ
بے پروا	বে-পার্‌ওয়া	নির্ভয়, অদম্য
بے تمیز	বে-তমীজ.	অনভিজ্ঞ, নির্বোধ
بے جواب	বে-জবাব	নিরুত্তর
بے چارہ	বেচারা	নিরুপায়, দরিদ্র, হতভাগ্য
بے حیا	বে-হায়া	নির্লজ্জ
بے خبر	বে-খবর	অজ্ঞ
بے خرچ	বে-খরচ্‌	যাহার খরচ নাই, দরিদ্র
بے دخل	বে-দখল	অধিকারচ্যুত
بیدستور	বে-দস্তুর	শিষ্টাচারবিহীন
بیزارہ	বে-জারা	প্রতারণা
بے شرم	বে-শর্‌ম্‌	নির্লজ্জ
بے عزت	বে-ইজ্জত	অপমানিত
بے عقل	বে-আক্‌ল্‌	বে-আক্কেল, জ্ঞানহীন, নির্ব্বোধ
بے قصور	বে-কসুর	নির্দ্দোষ, নিরপরাধ
بیکار	বে-কার	নিকর্ম্মা
بے مالک	বে-মালেক	অধিকারিবিহীন
بے نامر	বে-নাম	সংজ্ঞাহীন Anonymous
بے وقوف	বে-ওকুফ্‌	বেকুব, নির্ব্বোধ
بیهوش	বে-হোশ	বেহুঁশ, সংজ্ঞাহীন

পারস্তভাষার এই بے বে উপসর্গের সংস্রবে সংস্কৃত 'বি' উপসর্গ হইতে বঙ্গভাষার বৈপরীত্যবোধক "বি" উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। উদাহরণ,—

বিকাল (অসকাল, অপরাহ্নসময়), বিগোছ (বিশৃঙ্খল), বিজাতি (কুজাতীয়, বিশ্রী), বিঢপ (বিশ্রী, অসুগঠিত), বিধারা (কুধারা, কুরীতি), বিজোড় (অযুগ্ম)।

উদ্ধৃত উদাহরণসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, আর্য্যভাষাসমূহে নঞর্থ উপসর্গ-সমূহ (ন, ن, অ, অন্, আ, بے ও বি) যে সকল বিশেষ্য বা বিশেষণের বৈপরীত্য বা অভাব প্রকাশ করে, তাহাদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই উপসর্গসমূহ আর্য্যভাষাসমূহে গুণবাচক শব্দের (qualifying word) ন্যায় ব্যবহৃত হয় *। এই স্থানে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পারস্যভাষায় বিশেষণপদ সাধারণতঃ বিশেষ্যপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং কচিৎ পূর্ব্বেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—

বিশেষণপদের অনুবস্থানের উদাহরণ (সাধারণ) ;—

মূল পদদ্বয়	উচ্চারণ	অর্থ
مرد نیک	মর্‌দে নেক্	ভালমানুষ
مردان دلاور	মরদানে দিলাওর্	সাহসী মনুষ্যগণ
عمر دراز	উম্‌রে দরাজ্	দীর্ঘ জীবন
عمر هائے دراز	উম্‌র্‌হায়ে দরাজ্	দীর্ঘজীবন সকল
بازوے سخت	বাজুয়ে সখ্‌ত্	শক্তিমান্ বাহু
بازوان سخت	বাজুবানে সখ্‌ত্	শক্তিমান্ বাহুসকল
بندۂ وفادار	বান্দায়ে ওফাদার্	বিশ্বাসী ভৃত্য
بندگان وفادار	বান্দগানে ওফাদার	বিশ্বাসী ভৃত্যসকল

বিশেষণ-পদের প্রাগবস্থানের উদাহরণ (বিরল) ;—

মূল পদদ্বয়	উচ্চারণ	অর্থ
خوب آدم	খুব্ আদম্	উৎকৃষ্ট মনুষ্য
سیاه جامه	সিয়া জামা	কৃষ্ণ পরিচ্ছদ
نیک مردان	নেক মর্‌দাঁ	ভালমানুষ সকল†

ইহা সত্ত্বেও যখন দেখা যাইতেছে যে, পারস্যভাষায়ও নঞর্থ উপসর্গসমূহের প্রাগবস্থান [হই]য়া থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভারতবাসী আর্য্যগণ ও ইরাণীয়গণ যখন একত্র বসবাস [ক]রিতেন, সেই অনৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই নেতিবাচকের অবস্থান ভাষায় প্রচলিত [আ]ছে।

* The Aryan began by placing the defining word before the word defined ; the [Sem]ite by placing it after ; just as in Burman the defining word precedes, while in [Chi]nese or Tai it follows.

Sayce's Introduction to the Science of Language, Vol I, p. 429.

† J. T. Platt's Persian Grammar, pages 56 & 57, articles 37a & 37b.

অতঃপর ক্রিয়াপদের সহিত নঞর্থের অন্বয় আলোচিত হইবে। আমরা আর্য্যভাষাসমূহে সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে;—কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহা নহে। বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদের পরে নেতিবাচক অব্যয় প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ নির্ণয়-চেষ্টাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদ হইতে যে সূক্ত ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, নেতিবাচক অব্যয় "ন" বা "নো" ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অন্যথা হয় নাই। যথা,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥*—গীতা ২।২৩

সংস্কৃত কাদম্বরী হইতে গদ্যে নেতিবাচকের প্রয়োগ উদাহৃত হইল;—

যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু, তীক্ষ্ণতা কুশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু, কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরতেষু, মেখলাবন্ধো ব্রতেষু নের্ষ্যাকলহেষু, স্তনস্পর্শো হোমধেনুষু ন বনিতাসু, পক্ষপাতঃ কৃকবাকুষু (ময়ূরেষু) ন বিদ্যাবিবাদেষু, ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু ন শাস্ত্রেষু, বসু-সঙ্কীর্ত্তনং দিব্যকথাসু ন ধনতৃষ্ণাসু, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু ন শরীরেষু, মুনিবালনাশঃ ক্রতু-দীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামানুরাগো রামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া ন ধনাভি-মানেন।—কাদম্বরী, পূর্ব্বভাগ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংস্করণ, ১২৯২, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

ইংরাজী ও পারস্যভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন বঙ্গভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইত। কতিপয় উদাহরণ সংগৃহীত হইল।

চণ্ডীদাস হইতে,—

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
* * *
গোকুল নগরীমাঝে আর কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
কিবা অভিলাষে বাড়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে।

* বঙ্গানুবাদ,—অস্ত্রে নাহি কাটে অগ্নি না করে দহন।
জলে নাহি পচে আত্মা না শোষে পবন।
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত সারদামঙ্গল, ২২ পৃঃ।

দেব উপজিল　　দেখিতে ন। পা ই ল　　ধীরে ধীরে যায়　　চমকিয়ে চায়
সুমতি ন। দি ল সেহ।　　মন ন। চা হে লাজে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে,—

ন। বো ল ন। বো ল নাগরী রাধা মোরে হেন দুষ্টবাণী।
ন। ক রি হ গোঠ সঘনে সেহো বোল ন। শু নি ল কানে।
ন। ক র ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলীবরে।
আল হের ন। জা ণো বাঁশীর শুধী।
কথাঁহো ন। পা রি ল কাহ্নের দরশনে।
এভোঁ না ই ল সে ত নান্দের পুত।
লাজ ন। বা স বুলিতেঁ হেন বচনে।
তবেঁ তোক ন। ছা ড়ি ব কাহ্নে।
তোরে মো ন। এ ড়ি বোঁ দুতী ল।
হেন কাম করিলেঁ না সি বোঁ* তোর পাশে।

শূন্যপুরাণ হইতে,—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি ছিল রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহারা নহি পূজিবার দেহ।
মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অছি কেউ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পব্বত পাহাড় নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
সুন্ন থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আথার॥
বার বত্ত ন ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বারানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
সগ্‌গ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমর তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী॥

বিদ্যাপতি হইতে,—

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন। পা র।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই ন। পা রি।
যত বিছরিয়ে তত বিছর ন। যা ই।
কাঁপই দুরবল দেহ। ধরই ন। পা র ই কেহ।
নব অনুরাগিণী রাধা। কছু না হি মা ন য়ে বাধা।
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছন না হি হে রি আন।
হাসি সুধামুখি ন। ক র বিজোরি (বিদ্যুৎ)।
ন। বু ঝ য়ে রতি-রসরঙ্গ। ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ।
আপন কুপ লখই ন। পা র হু যাইতে পড়ল হেঁা ধাই।
তখনক লঘু গুরু কছু ন। বি চা র হু অব পাছু তরইতে চাই॥

---

* এইরূপ বহু স্থলে নেতিবাচক "না"র সহিত ক্রিয়াপদের সন্ধি হইয়াছে।

গোবিন্দদাস হইতে,—

ঘরমাহা রহই না পা রি। ঘূরত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥
অরুণ উদয় ভেল না ভা ঙ্গ ল নিন্দ।
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পা র ই অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা। নিজরসে ভাসি না পা র ই থেহা॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহুঁ না পে খ মু ঐছন পরবন্ধ॥
গৌর প্রেমভরে চলই না পা র।
পীয়ে রূপ না যা য় পিয়াস।
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ না ক র এমন ঢঙ্গ।

গদ্য সাহিত্য হইতে,—

" * * চন্দ্র কটাল জে জে বহুয়া ঘট দাসী, দূত ন হি ভ রা য় তুমারে দেখিআ। * *"

—শূন্যপুরাণ।

"যদ্যপি কোটি কোটি সাধক বর্ত্তমান তথাপি এমন রসাকর্ষণ শ্রীশ্রীজীউ ব্যতিরেকে অন্য দর্শন না হ য়।"—সহজিয়া সম্প্রদায়ের দাস্তাগুষ্টভাবার্থ, বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড, ১৯০ পৃঃ।

"জ্বরের লক্ষণ—আগু হাই উঠে কপাল বেথা করে গা ভারি করে কমর অবশ হয় অরুচি হয় ববা (?) হয় কিছুক্রিকেই ইচ্ছা না ক্রি থা কে। জাড় করিতে থাকে। তবে জানিবে যেরূপ করিবেক বার্ত্তিক জ্বরে মহাকম্প হয় মল বন্ধ হয় পেট বেথা করে। নবজ্বরে যেমন যেমন করিব তার নিত—দিবসে নিদ্রা না যা বে। সিনান না ক রি বে। স্ত্রীসঙ্গ না ক রি বে। ক্রোধ না ক রি বে। পাচন ঔষধ না খা ই বে সকল জ্বরের উপবাস করিবে। অপরের জ্বরের উপবাস না ক রি বে। কাম হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে শ্রম হইতে কেবল বাই হইতে এসব জ্বরে উপবাস না ক রি বে। মুথা গোলঞ্চ বিরতি কণ্টিকারী গোমুরি সালপাণি চাকুল্যা সুন্টি সংপ্রতি ৮ মাসা পদকে ছিচিয়া পাণি দিয়া সানিবে এক মেন বাধিবেক ইহা খাইতে দিবেক। ইহার নাম বাতারি পাচন। পিত্তজ্বরে বেগ হয়। তৃষা হয় অতিসার হয় নিদ্রা না হ য় বান্তি হয়ে গলা ওষ্ঠ মুখ মুকাতে থাকে ওষ্ঠে থাকে ঘাম হয়।"—"পাচন-সংগ্রহ" নামক আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত। বিশ্বকোষ, ১৮শ ভাগ, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় বর্ত্তমান কালেও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গভাষা, মরাঠী ভাষা ও কাশ্মীরী ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই তিন ভাষায় নেতিবাচকের অন্ত্যবস্থান হইয়া থাকে। অধ্যাপক গ্রীয়ারসন-সম্পাদিত "Specimen translations in various Indian Language" নামক গ্রন্থ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে নেতিবাচকের প্রাগবস্থানের উদাহরণ সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থে The parable of the prodigal son নামক বিখ্যাত গল্পের বিবিধ ভাষায় অনুবাদ আছে। নেতিবাচক চারিটি বাক্য উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা (সাহিত্য),—

(১) কেহই তাহাকে কিছু দি ল না। (২) আমি আর তোমার পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবার যোগ্য ন হি। (৩) সে ক্রুদ্ধ হইল এবং ভিতরে যাইতে চা হি ল না। (৪) তোমার কোনও আজ্ঞা লঙ্ঘন ক রি না ই, তথাপি তুমি কখনও আমাকে একটি ছাগবৎসও দা ও না ই, যে আমার বন্ধুগণকে লইয়া আনন্দ করি।

চট্টগ্রামী ভাষা,—

(১) আর কোন মানস্থে তারে কিছু ন ই দ্দ। (২) আঁই আর আঁওনার পোয়া বুলি কহিত ন অ পা ই র্গ ম। (৩) তে গোস্বা হই ঘরত ন গে ল্। (৪) কোন দিন আঁওনার কথা অমান্য ন ক রি ব, তও আঁওনে আঁয়ার খাতিল্যা হওনের হঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করনর লাই কোন দিন আঁয়ারে ওগ্‌গা ছাওলর ছা ন হ দে ন।

আসামী ভাষা,—

(১) তাক কেবে কিচু খাবলৈ নি দি লে।* (২) তোমার পুত্র নামেরে মতা হোআর আরু জোগ্য ন হ ওঁ। (৩) তাত সি খঙ্গ করি ভিতরলৈ জাব নু খু জি লে। (৪) কোনো কালত তোমার আগ্যা ভা ঙ্গা না ই, তথাপি সখি বিলাকর লগত রঙ্গ করিবলৈ মোক এটি চাগলি পোআলিও দি য়া না ই।

মৈথিলী ভাষা,—

(১) কেও ন হি ওকরা কিছু দৈ ছ লৈ। (২) হম ফেরি অপনেক বেটা কহাবেক যোগ্য ন হি ছী। (৩) ও ক্রোধ কৈলন্হি আ ভীতর নহি গেলন্হি। (৪) কহিও অপনেক আজ্ঞাকের উল্লংঘন ন হি কৈ ল আওর অপনে হমরা কহিও পাঠিও ন হি দৈ ল কী হম অপনা মিত্র সভক সংগ আনংদ কহিত হুঁ।

কনৌজী ভাষা,—

(১) কাহূ জনে ওকোঁ ন দীন্হ। (২) তোরে পুত্র নামতেঁ পরসিদ্ধ হ্বৈ লাওকু না হি ন আ হি ভ। (৩) ওহু রিসা নী তো বা ভীতর জান নাঔ চহো। (৪) তোরো হুকুম কবহূঁ না জী উনাঘো অক্যাল তোহি কবহূঁ মহি কাঁ মাক ছগলী নাঔ দীন্হ জো মহি অপনে মীতনকৈ সংগ খুশী করোঁ।

হিন্দী ভাষা,—

(১) কোঈ ন হী উসকো কুছ দেতা থা। (২) আপকা পুত্র কহাবনে কে যোগ্য নহীঁ হূঁ। (৩) উসনে ক্রোধ কিয়া ঔর ভীতর জানে ন চাহা। (৪) কভী

* আসামী ভাষায় ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নেতিবাচক অব্যয় পরবর্ত্তী স্বরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত umlanted) হইয়া যায়। যথা,—নিদিলে, নুশুনিবা, ন হয়, নুখুজিলে ইত্যাদি। আসামী ভাষায় স্থানে স্থানে নেতিবাচকের অবস্থান হয়।

আপকী আজ্ঞাকী উল্লংঘন ন কিয়া ঔর আপনে মুঝে কভী এক মেম্না ভী ন দিয়া কি মৈঁ অপনে মিত্রোঁকে সংগ আনন্দ করতা।

রাজপুতানী ভাষা (বিকানীর),—

(১) কীণ্ডী লোগ ভনৈ ন দীনা। (২) আবাসস্যুঁ থারো ভাবডা নামৈ প্রতাপিক হোঁণ লায়ক ন ছুঁ। (৩) ভ বীঁ নীযো বা মায বড়্যাঁ ন চাযো। (৪) থারো আগ্যা কদে ন লোপী লের তেঁ মনেঁ কদে এক বকরীপিণ ন দীনী কেঁ হুঁ আপকা লংগোট্যা মেলী খুসী করুঁ।

পাঞ্জাবী ভাষা,—

(১) কোই ওঁকু কুঝ নাডৈ দান্দা। (২) মতেঁ ফুণ ওঁ লায়ক নিহী জো বল তেডা পুত্র অসরাবাঁ। (৩) ওঁ খফা থী করান্দো অংদর বংজণ না চান্দা। (৪) কডান্দী তেডে হুকমকনূঁ বাহির না থী যুস পির তীঁ কড়াঁ হীঁ হিক বকরীদা বচ্চা মৈকু নহিঁ ডিন্না তাঁজো মৈঁ আপণেঁ দোস্তাঁ নাল খুসী করাঁ।

উৎকলীয় ভাষার উদাহরণ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত হইল।*

"লর্ড ক্রান্ ষ্টোনকর সঙ্গে বিবাহসূত্ররে আবদ্ধ হোই পারু ন থি লে।"

"আঠ দশ জণরু বেশি ন আ সি ব।"

"অর্থ ন হেলে সম্মিলনী কিছি করি ন পা রে।"

"হিন্দু জাতি তাহা কদাপি সহ্য করি ন থা স্তে।"

উড়িয়া ও আসামী ভাষার ন্যায় গুজরাতী ভাষায়ও নেতিবাচকের উভয়বিধ প্রয়োগ হইয়া থাকে; অর্থাৎ নেতিবাচক অব্যয় কখনও কখনও ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ও কখনও ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল মাত্র বাঙ্গালা, মরাঠী ও কাশ্মীরী ভাষায় নেতিবাচক অব্যয় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্ত্তী ন-কারের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশ বা পদের অন্বয় হইয়া থাকে। যথা,—

"ন বাধোঽস্যোপজীব্যত্বাৎ প্রতিবন্ধো ন দুর্ব্বলঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্বিরোধো ন নাসিদ্ধিরনিবন্ধনা॥"—কুসুমাঞ্জলি, ৫।১

টীকা,—"ঈশ্বরে ধর্ম্মিণি শরীরবাধাৎ কর্ত্তৃত্ববাধো ন, ইত্যাদি।"

"বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈকফলাপি বা।
দৃষ্টলাভফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ॥"—কুসুমাঞ্জলি, ১।৮

টীকা,—"বিশেষাং পরলোকার্থিনাং স্বর্গাদ্যর্থং যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তিবিফলা ন, ইত্যাদি।"

---

* উৎকলীয় ভাষায় নেতিবাচকের অন্যস্থানও হইয়া থাকে। যথা—"সে অন্যত্র প্রকাশ করিবে নাহি।" "ভয় জাত হোই নাহিঁ।" ইত্যাদি।

"যদুক্তং চৈতন্যস্য নিমিত্তকারণত্বে কার্য্যানুপ্রবেশো ন স্যাদিতি, ত ন্ন, কারণস্য কার্য্যানুপ্রবেশনিয়মস্য উপাদানকারণত্ববিষয়ত্বেন নিমিত্ত-কারণ-বিষয়ত্বাভাবাৎ, তৎসৃষ্টেত্যাদি শ্রুতেরপ্যুপাদানকারণপরত্বাৎ। যদপ্যুক্তমাত্মন উপাদানকারণত্বে প্রপঞ্চস্যানিত্যত্বং ন স্যাদিতি, ত দ পি ন, তস্য পরিণামবিষয়ত্বেন বিবর্ত্তবিষয়ত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বাৎ।"—বেদান্তসার-টীকা, নৃসিংহসরস্বতীকৃতা, ৪৬।

"নমু অপ্রাপ্তস্য ক্রিয়াসাধ্যস্য বস্তুনো বিদ্যমানাহ্নর্থনিবৃত্তেশ্চ পুরুষার্থত্বং দৃষ্টং তত্র তদভাবাৎ কথং পুরুষার্থত্বমিতি চে ন্ন, অনয়োরেব পুরুষার্থত্বমিতি নিয়মাভাবাৎ।"—ঐ, ১১৯।

"নমু জ্ঞানিনামপি স্বপ্নাবস্থায়াং দেহান্তর-স্বীকারবৎ মুক্তানামপি পুনর্দ্দেহান্তরস্বীকারঃ কিং স্যাদিতি চে ন্ন. কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশদিত্যাদি ব্যাক্যেষু কণ্ঠান্নির্গমনাভাবশ্রবণাৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তু তদন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যত্র দেহান্নির্গমনশ্রবণাদ্বৈষম্যম্।"—ঐ. ১১৯।

"নন্বেবং স্ববৃত্তিসুখাদিস্মরণস্যাপি সুখাদ্যংশে প্রত্যক্ষাপত্তিরিতি চে ন্ন। তত্র স্মর্য্যমানসুখস্যাহতীতত্বেন স্মৃতিরূপান্তঃকরণবৃত্তের্বর্ত্তমানতয়া উপাধের্ব্ব্যবচ্ছিন্নকালত্বেন, তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োর্ভেদাৎ।"—বেদান্ত-পরিভাষা।

"নন্বেবমপি স্বকীয়ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বর্ত্তমানৌ যদা শব্দাদিনা জ্ঞায়েতে তদা তাদৃশশব্দজ্ঞানাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, তত্র ধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নতদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োরেকত্বাদিতি চে ন্ন। যোগ্যস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ।"—বেদান্ত-পরিভাষা।

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়কৃত বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ হইতে কতিপয় বাক্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের উপর দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব প্রদর্শিত হইল।

"যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণদৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এ ম ত ন হে। আত্মা শব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এ ম ত ন হে। লোক বৃক্ষশাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎশব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এ ম ত ন া হ য়। সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এ ম ত ন হে। এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এ ম ত ন হে। বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এ ম ত ন হে। বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এ ম ত ন হে। বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এ ম ত ন হে। এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এ ম ত ন হে। বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এ ম ত ন য়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বোধ হয়, সংস্কৃত দর্শনের ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক অব্যয়ের পরস্পর স্থান-বিনিময় ঘটিয়াছে। মারাঠী, কাশ্মীরী ও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সম্পদে বিশেষরূপ সম্পন্ন এবং বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়দর্শন ও নবদ্বীপের প্রভাব এককালে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। নবদ্বীপের ভাষা বহুকাল বঙ্গদেশের ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল। নবদ্বীপের প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্যে নেতিবাচক অব্যয়ের অন্ববস্থান অনুমোদিত হয়*। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক অব্যয়ের পরস্পর স্থানবিনিময়ের অন্য কোনওরূপ কারণ পরিদৃষ্ট হয় না।

অতঃপর অন্যান্য স্থলে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগের উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সমাস—নঞর্থ অব্যয়ের সহিত বহু স্থলে ক্রিয়াপদের সমাস পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। যথা—নয়, ন হয়, না হয়, নহে, না হও, নহো, নও, না হই, নহি, নই, না হইলে, নহিলে, নইলে, নারি, না পারি, নার, নারে, নোয়ারেঁা, নারিব, নারিবে, নারিবি, নারিল, নারিলাম, নারিলে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "নাসিবোঁ" (না+ আসিবোঁ), "নাইল" (না+আইল) ইত্যাদি যুক্তক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ২। "যেন" বা "যদি" যুক্ত বাক্যে (subjunctive clauseএ) ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"যদি তিনি না আসিতেন, তাহা হইলে বিপদ্ ঘটিত," "তিনি যেন না আসেন"। ৩। অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" ব্যবহৃত হয়। যথা,—না হওয়ায়, না আসিলে ইত্যাদি। ৪। তুমন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বেও "না" ব্যবহৃত হয়। যথা,—"না আসিতে আসিতে", "আসিতে না আসিতে" ইত্যাদি। ৫। নিমিত্তবাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"না খাইবার উপায় নাই" ইত্যাদি। ৬। সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বাঙ্গালা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—"না মরা না জ্যান্ত" ইত্যাদি। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহু স্থলে পাদপূরণে "না" প্রযুক্ত হয়। যথা,—

কত না। (বা) সহিব রে কুসুমশর-জালা।
কত না। রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না। বিহড়াইল।
কে না। বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না। কোন জনা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

* ১১৮১ সালের লিখিত ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ হইতে বিশ্বকোষ-সম্পাদক যে ভাষার আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ক্রিয়াপদের পরে "না" পদের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যথা,—"আকাশ জন্মে না," "মীমাংসকেরা পরমাত্ম মানেন না," "নতুবা রথমধ্যস্থ সারথির দর্শন বাহন লোকদিগের হয় না।" ভাষাটিও আধুনিক।

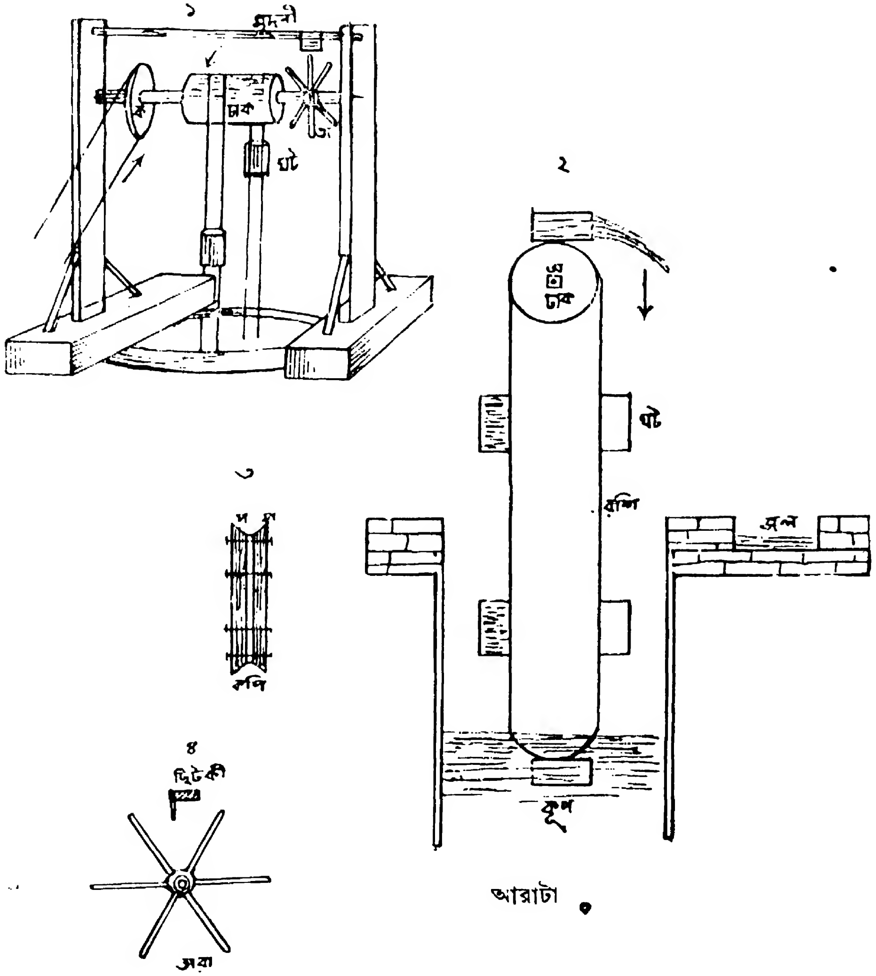

১ম পট।

পবন-চক্র—১ম পট।

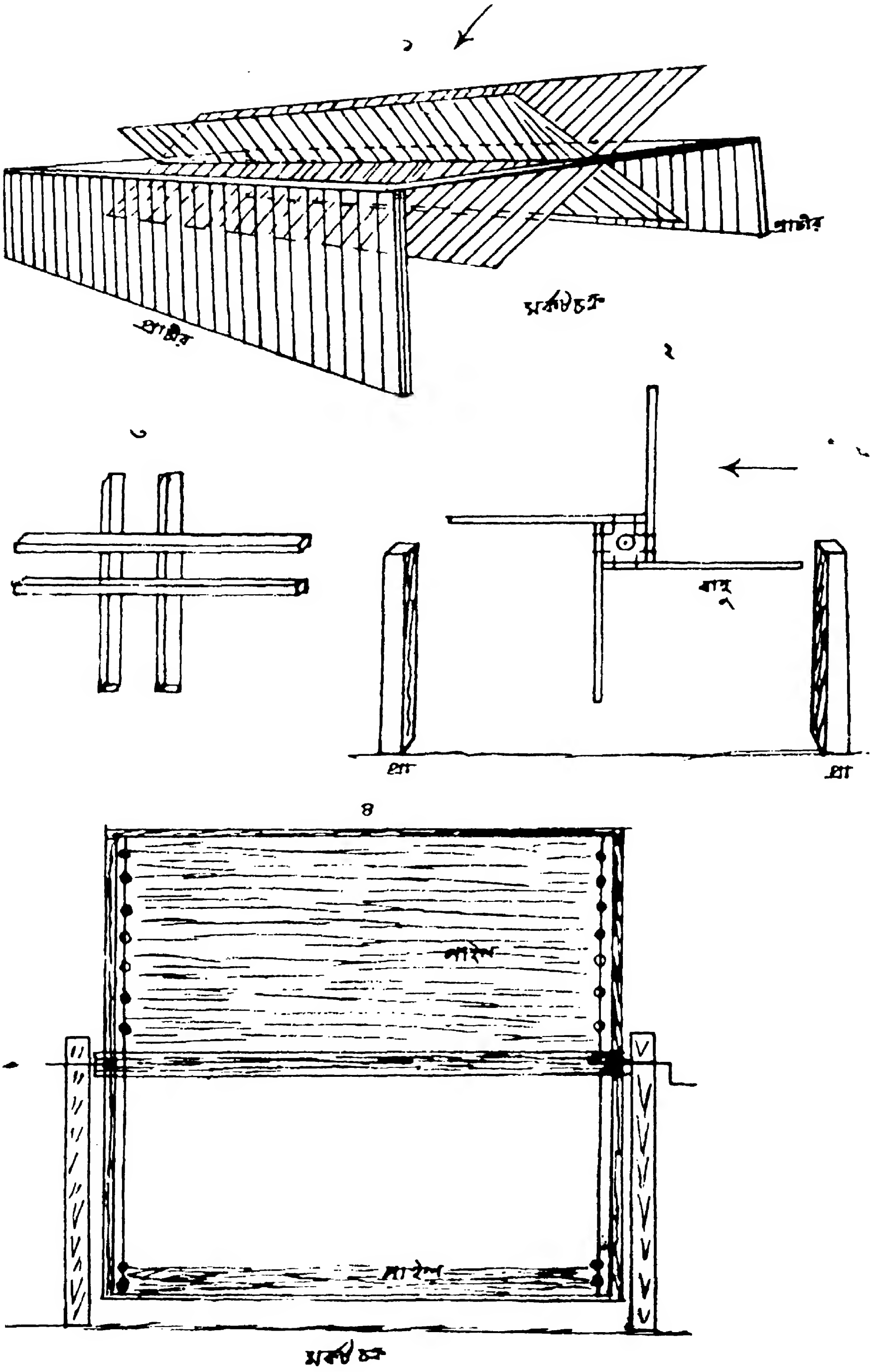

পবন-চক্র—২য় পট।

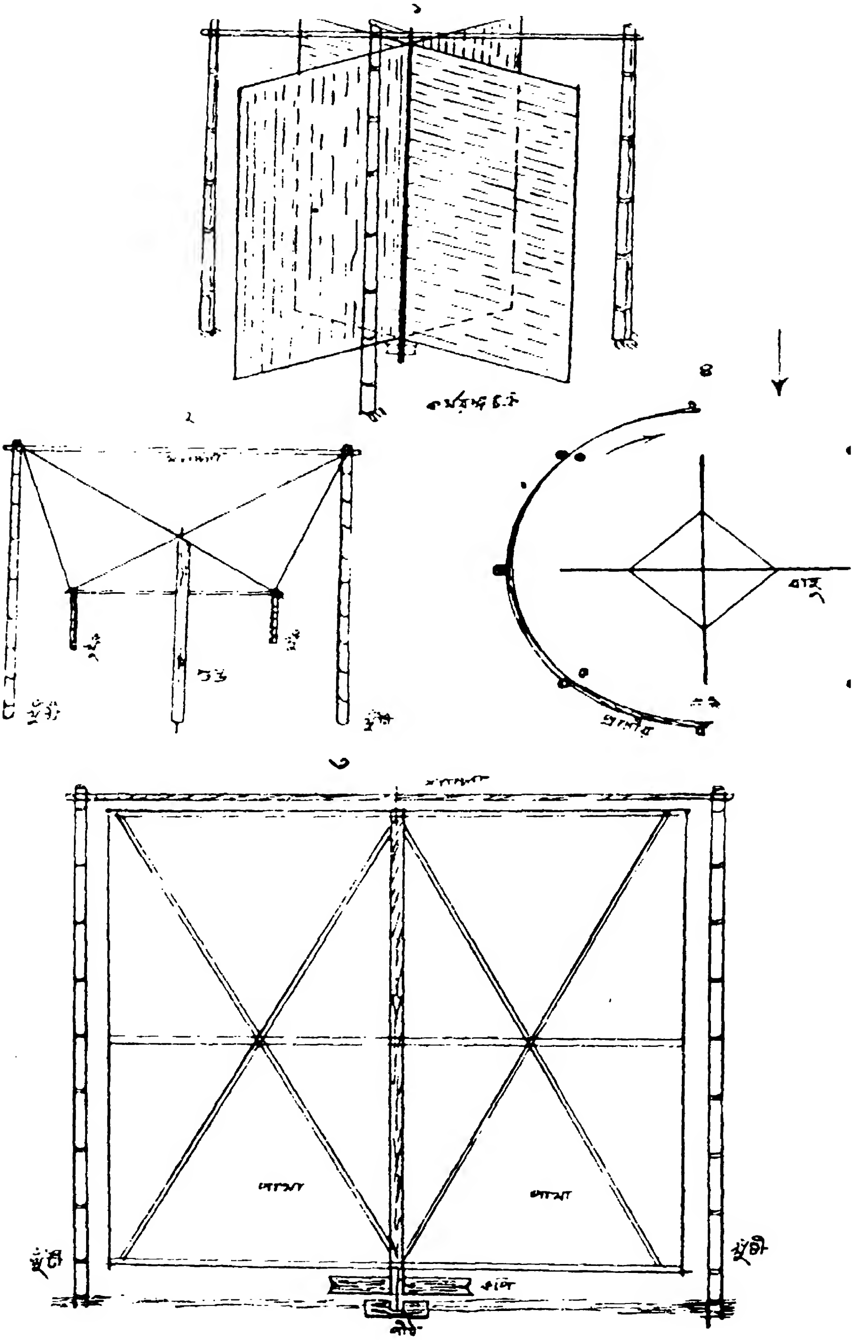

৩য় পট।

পবন-চক্র—৩য় পটি।

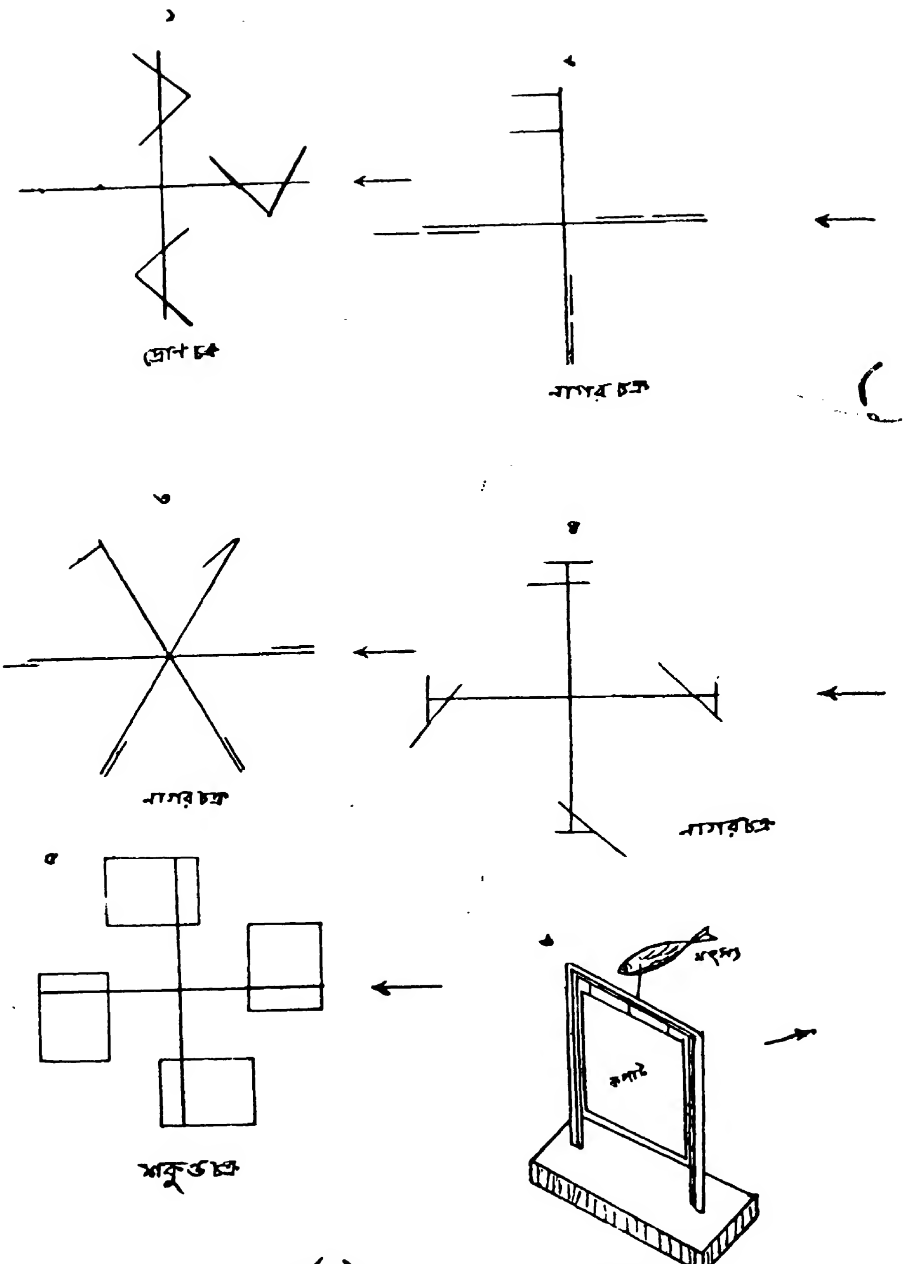

৪র্থ পট।

পবন-চক্র—৪র্থ পট।

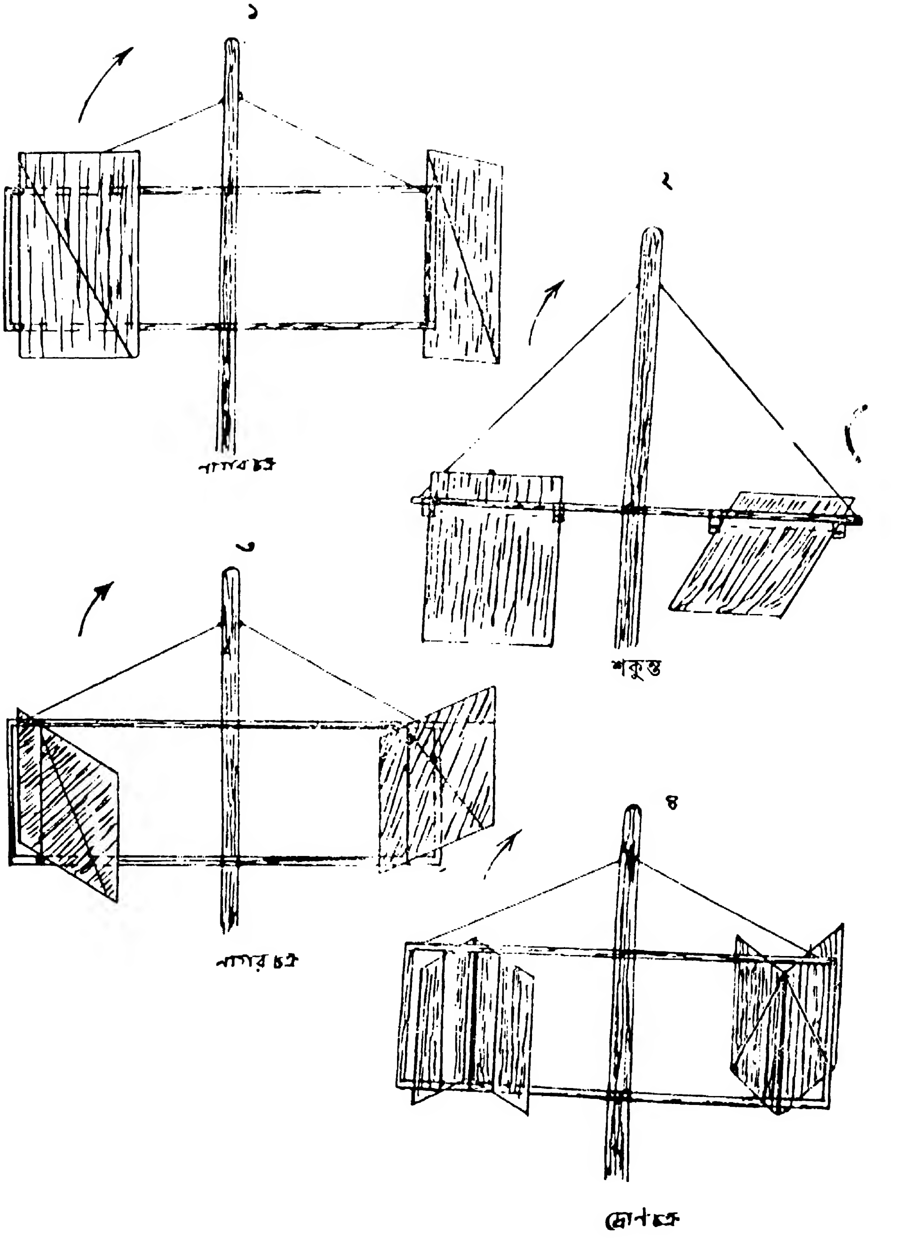

৫ম পট।

পবন-চক্র -- ৫ম পট।

১

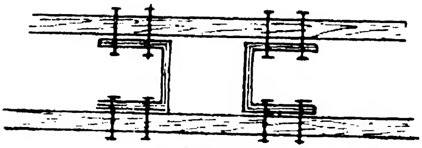

বাহুবন্ধ

২

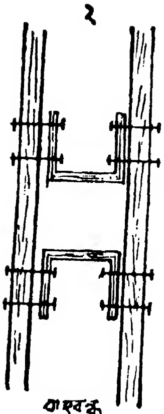

বাহুবন্ধ

৩

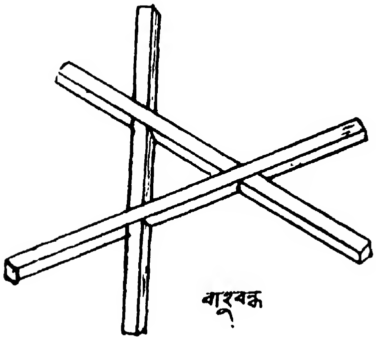

৪

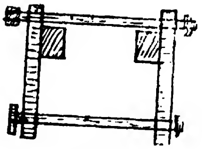

দোলনা

৫

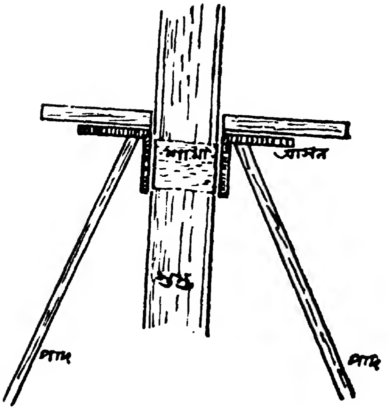

৬ষ্ঠ পট।

পবন-চক্র—৬ষ্ঠ পট।

and Printed by K. V. Seyne & Bros.

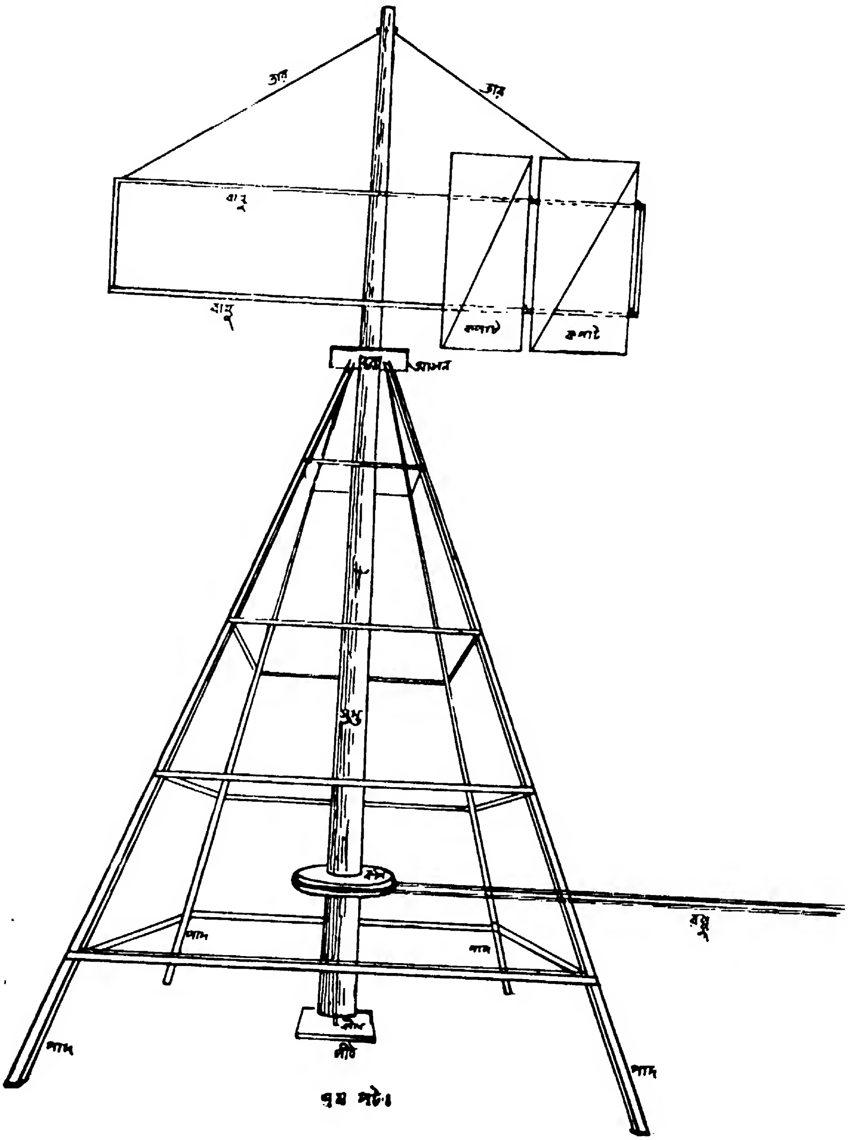

পবন চক্র—৭ম পট

graved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

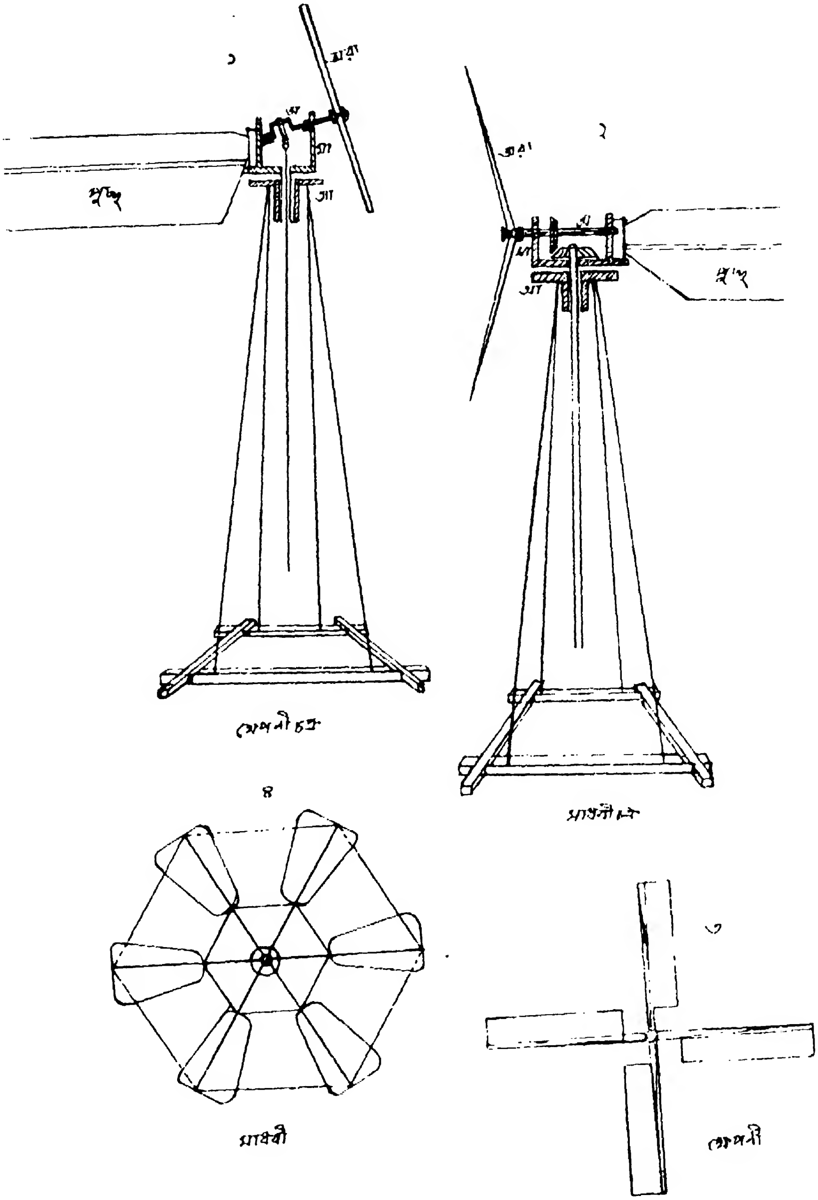

৮ম পট ।

পবন-চক্র—৮ম পট ।

ived and Printed by K. V. Seyne & Bros.

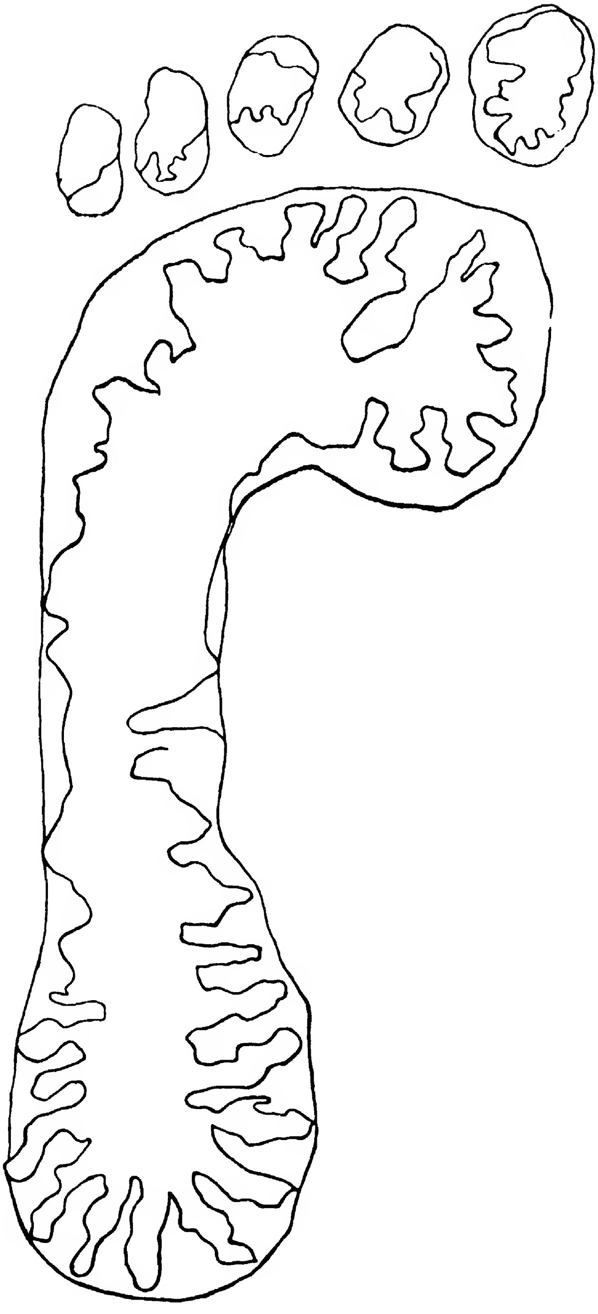

দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

ved and Printed by K. V. Seyne & Bros

[২য় চিত্র, ৯৮ পৃঃ

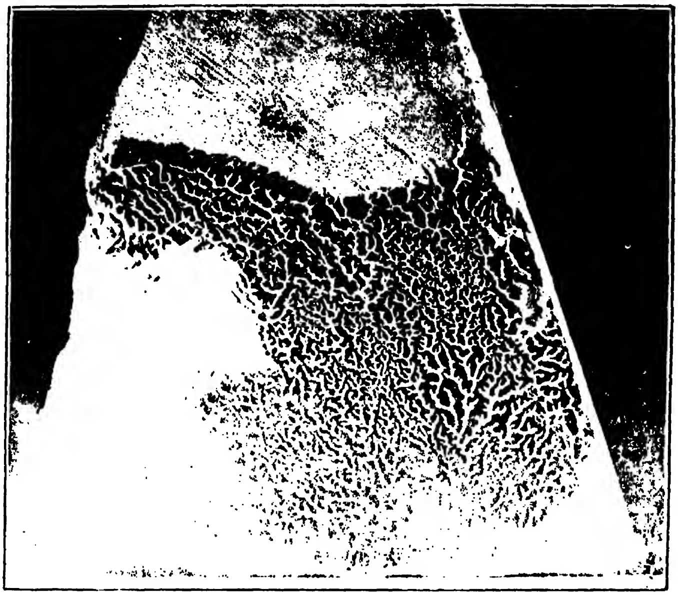

ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৩য় চিত্র, ৯৮ পৃঃ।

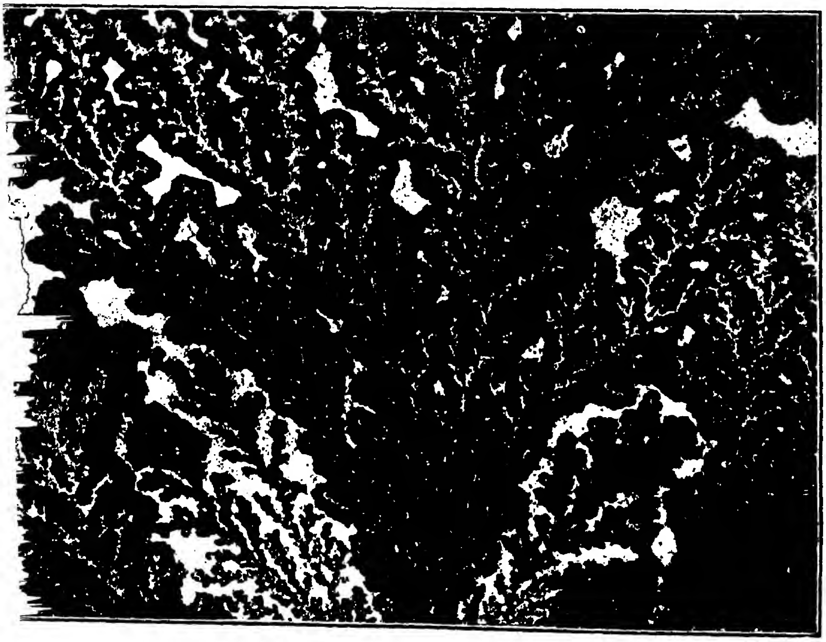

ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৪র্থ চিত্র, ৯৮ পৃঃ

and Printed by K. V. Seyne & Bros.

দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৫ম চিত্র, ৯৯ পৃঃ।

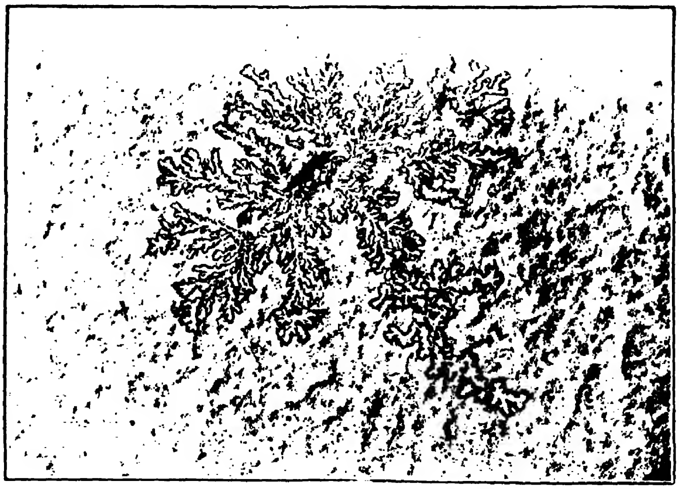

দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৬ষ্ঠ চিত্র, ১০০ পৃঃ।

ved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

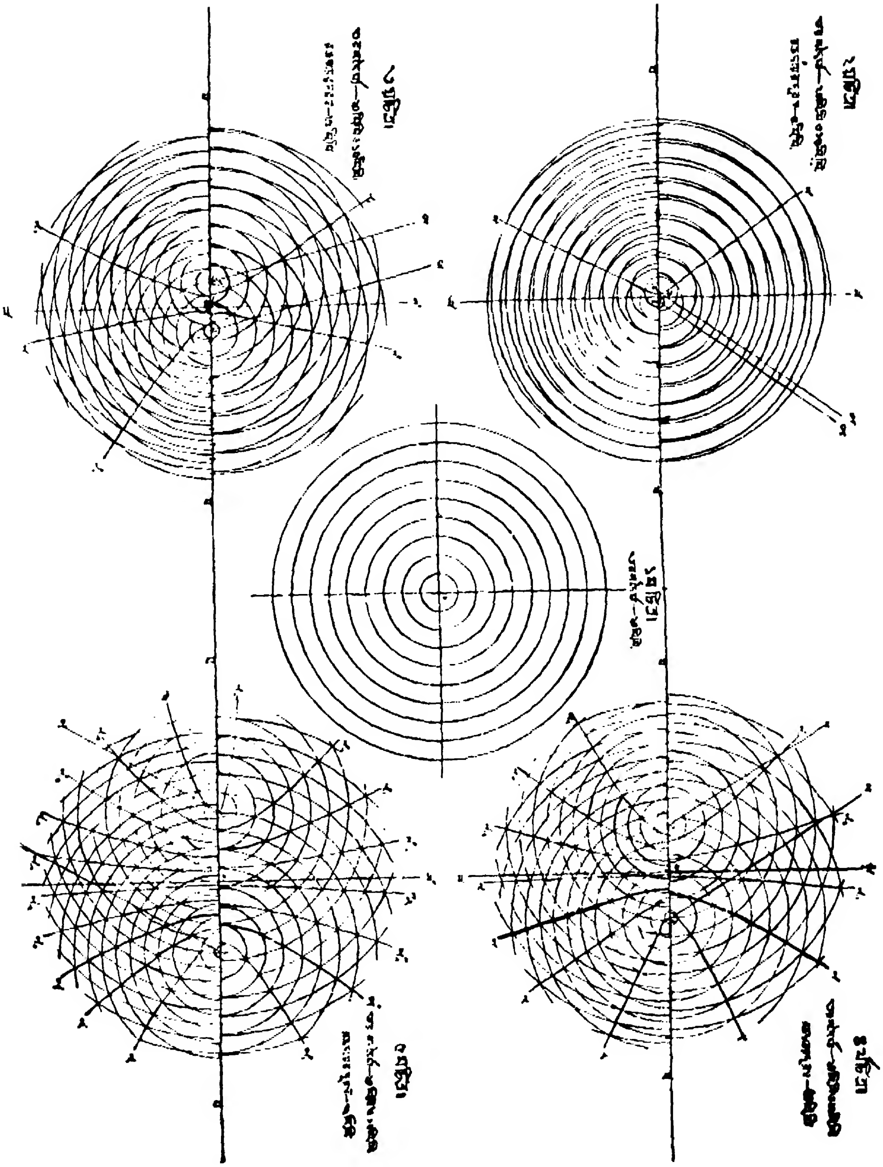

আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ।

ved and Printed by K. V. Seyne & Bros.

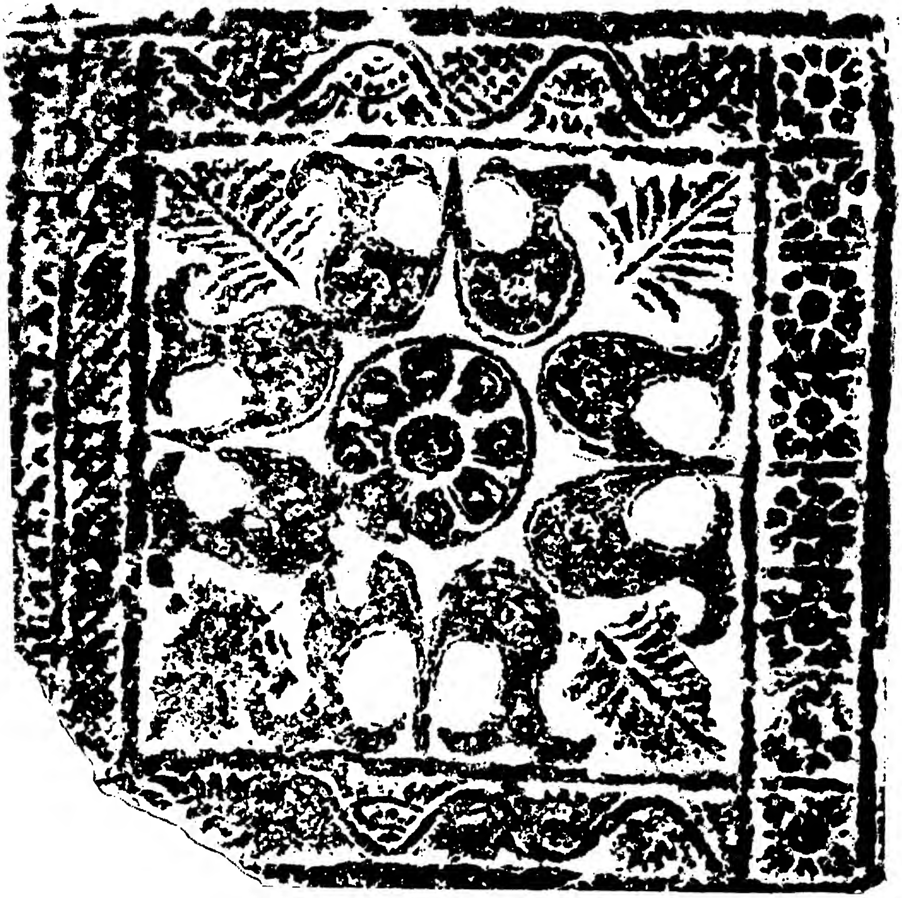

(৩)

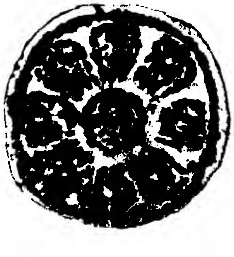

কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট। ২। আর্য্যপট্টের খোদিত-লিপি। ৩। আর্য্যপট্টের মধ্যস্থল।

বঙ্গভাষায় ভ্রমণ-কাহিনীতে যুগান্তর ! ! !

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত

সচিত্র ভারত-প্রদক্ষিণ দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত

প্রবাসী—এই বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থদ্বারা পাঠকের ভ্রমণস্পৃহা জাগ্রত হইবে, শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হইবে। সকলেরই পড়া উচিত।

ভারতী—দেশ দেখিবার চক্ষু বা দেখিয়া তুলির সাহায্যে অপরকে সেই দেশ দেখাইবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। গ্রন্থকার সেই অল্প লোকের দলভুক্ত। আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক।

নব্যভারত—উপন্যাসের ন্যায় সরস। ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটী।

দেবালয়—গ্রন্থখানিকে ভ্রমণকাহিনী পুস্তকের শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, ডেলিনিউস, ইণ্ডিয়ান মিরর, সঞ্জীবনী প্রভৃতি বিংশত্যধিক সংবাদপত্র এবং বহু সাহিত্যরথি কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

নূতন ধরণের নানাবর্ণে চিত্রিত জাতি-তত্ত্বঘটিত মানচিত্র—সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর ১৮ খানির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রকাশিত ছবি—৪৩২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপা—সোনার জলে নাম লেখা—রেশমী বুকমার্ক সম্বলিত—মূল্য মাত্র ২৲ টাকা।

☞ উৎসব ও পূজায় উপহার দিবার জন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী,

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সয়র-উল-মোতাখরীণ

স্বর্গীয় গৌরসুন্দর মৈত্র কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌.এ, আর এস্‌ কর্তৃক সম্পাদিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের বৃত্ত ইতিহাস। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ উপযুক্ত বিবেচনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫৲ পনের টাকা মাত্র। সম্পূর্ণ গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য দশ টাকা। এই টাকা দুই বারে দিলে চলিবে। গ্রাহকগণ এই ঠিকানায় অর্থ এবং চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

১নং অক্রূর দত্তের লেন, পোঃ আঃ বহুবাজার, কলিকাতা।

EPOCHS OF CIVILIZATION.

BY

PRAMATHA NATH BOSE, B.SC. (London.)

Author of

"A History of Hindu Civilisation during British Rule," "Essays and Lectures," &c.

CONTENTS.

PREFACE.
CHAPTER I.—Stages and Epochs of Civilization.
CHAPTER II.—Factors of Civilization.
CHAPTER III.—Survival of Civilization.
CHAPTER IV.—The First Epoch—Egypt, Babylonia.
CHAPTER V.—The Second Epoch—India, Greece.
CHAPTER VI.—The Third Epoch—Western Civilization.
APPENDIX.
INDEX.

CLOTH. pp. 339 *plus* xii. *Price Rs. 4.*
Calcutta:—W. Newman & Co.

OPINIONS OF THE PRESS.

"Valuable addition to historico-sociological literature. In his usual simple, perspicuous and pleasant style, Mr. Bose enunciates in this book a theory of civilization which may not be altogether new, but which is laid down, for the first time, in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by this learned and thoughtful writer."—*The Modern Review. (November, 1913).*

"To Mr. P. N. Bose..................belongs the great credit of studying the problem of Civilization not only from a comprehensive, but also from an original stand-point."—*The Modern Review. (January, 1914).*

"The author has his history most thoroughly at hand and his scientific training is evident not only in his illustrations but also in the whole classification which he uses." —*The Calcutta Review.*

"In some of his conclusions and dicta, he [the author] even strikes a truer and more profound note than the Western writers on the subject..............................The Hindu's unerring sense of the spiritual has led to a valuable doctrine concerning the growth and stability of human civilization."—*The Indian Review.*

"Mr. Bose's book is a valuable one and deserves careful reading."—*The Theosophist.*

"Mr. Bose is careful about his facts, his judgments are sensible and sober, and his style is simple, clear and to the point...............His book deserves to be widely read." —*The Englishman.*

"Our only excuse [for the length of the review] is the importance of the subject and the fascination of the book........................It is a remarkable contribution to the science of Sociology."—*The Amrita Bazar Patrika.*

"A valuable contribution to the literature on the subject of the world's kulturgeschichte. The great merit of the book is its handy compass and the direct and philosophic way in which the complicated mass of details is marshalled."—*The Leader.*

"The author's distinguishing merit is the orderly arrangement and easy marshalling of the large quantity of material carefully selected and assimilated."—*The Bombay Chronicle.*

"This is a book of very great interest............A book for all who think about things." —*The Indian Daily News.*

"We are struck with the wide range of Mr. Bose's studies, his marshalling of facts and robust optimism."—*The Indian Nation.*

"The book is a very deep and close study of a very important problem, and in about 300 pages the author has given us a clear, well-reasoned and careful study of the chief civilizations of the world, their stages and developments, the factors which have built them up and the causes which made for their ultimate extinction."—*The Hindu Patriot.*

"Mr. Bose proceeds to discuss the varied phenomena of the civilizations of antiquity in a series of chapters which show his complete grasp of recent researches."—*The Express* (Bankipur.)

"An enchanting work by an erudite scholar which we trust no Indian will fail to possess."—*United India and Native States* (Madras).

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

([illegible])

[illegible] ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জ্যোতিষিক [illegible]	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ	[illegible]
২।	বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল	[illegible]
৩।	বর্ণ-পূজাবিধি	শ্রী[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	[illegible]
৫।	[illegible] ইতিহাস	শ্রীপবিত্রকুমার [illegible]	[illegible]
৬।	[illegible] তাম্রফলক	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	[illegible]
৭।	[illegible] বিহারের স্তূপ	শ্রী[illegible]	[illegible]
৮।	[illegible]	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি	[illegible]

শ্রী[illegible] সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত

Printed by R. C. [illegible] Press,

[illegible] Lane, Calcutta.

[illegible]

SEYNE

বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর।

চন্দ্রশেখর-চিত্রে

সাহিত্য-মহারথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস

চন্দ্রশেখরের আমূল চিত্রে পরিকল্পনা

"চন্দ্রশেখরের" প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ৫০ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এক একখানি চিত্র উল্টাইয়া যাইলেই চন্দ্রশেখরের গল্পাংশ চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে থাকিবে—মনে হইবে, চন্দ্রশেখর অভিনয় হইতেছে—বুঝি বা কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

চিত্রগুলি বিখ্যাত শিল্পী কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রস্তুত

৮০ পাউণ্ড ক্রোম আর্ট পেপারে ছাপা, উৎকৃষ্ট ইমিটেশন লেদারের বাঁধাই—

মূল্য ২৲ মাত্র।

প্রিয়জনের পূজার উপহার এরূপ আর দ্বিতীয় নাই।

মাত্র ১০০০ ছাপা হইয়াছে, তৎপর না হইলে নিরাশ হইতে হইবে।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজা-পার্ব্বণের খাসা জিনিস

ফুলঝুরি

আর আগুন ধরাইয়া রং দেখিতে হইবে না—আপনা হইতে রঙ-বেরঙের আলো। দেখিয়াই মুখে ফুটিবে—বাঃ! তার সঙ্গে অমনি হাতে আসিবে

ভাই ভাই

* * * *

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

ফুলঝুরি

ভাই ভাই

মূল্য প্রত্যেক খানির ।৵০ আনা, অথচ প্রত্যেক বহির এক একটি পৃষ্ঠারই কাগজ ও ছবিতে ।৵০ আনা মূল্যের জিনিষ আছে।

Published by
K. V. SEYNE & BROS.
Calcutta.

Sole Agents
ASHUTOSH LIBRARY.
50-1 College Street. Calcutta.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্. কে লাহড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২৷৷০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভাব ও তাহা সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেশরঞ্জনের মধুর স্মৃতি

সুন্দরী বলেন,—"কেশরঞ্জন না হইলে চুল বাঁধিব না।" সুন্দর যুবক বলেন,—"কেশরঞ্জন না মাখিলে আমার চুল খারাপ হইয়া যাইবে।" যিনি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তিনি বলেন,—"মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে "কেশরঞ্জন" চাই।" "কেশরঞ্জনের" কথা এখন সকলেরই মুখে। কেন বলুন দেখি? কারণ—"কেশরঞ্জন ভেষজগুণান্বিত, মস্তিষ্ক-শীতলকারী, মহাসুগন্ধি, মহোপকারী কেশতৈল। কারণ, ইহা কেশ বৃদ্ধি করিতে, সুচিক্কণ করিতে, কেশমূলের ক্ষয়সাধন নিবৃত্তি করিতে অদ্বিতীয়। যে "কেশরঞ্জনের" কথা সকলের মুখে, আপনি কি তাহা ব্যবহারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি।/• পাঁচ আনা।
তিনি শিশি ২৷• দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৷৷৵• এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা

১। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি-রোগে একমাত্র প্রতিকারক মহৌষধ। ব্যবহার প্রার্থনীয়।

২। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ববিধ অবস্থার কঠোর ব্যাধিতে, স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলপ্রদ এবং হিতকর মহৌষধ।

৩। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয় সালসা। শীতের সময় ভিন্ন অন্য সালসা ব্যবহার বিধি নাই—কিন্তু অমৃতবল্লী শীতে গ্রীষ্মে সর্ব্ব ঋতুতেই সমান ব্যবহার চলে।

৪। **অমৃতবল্লী-কষায়**—গায়ের চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কষ্টপ্রদ স্ফোটক, গাঁটের বেদনা, শরীরের ম্যাজম্যাজানি, মাথাধরা, মাথাঘোরা, কার্য্যে অনিচ্ছা, দিবারাত্রি অস্বস্তিবোধ প্রভৃতির প্রতিকারে সিদ্ধহস্ত।

৫। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সেবন করিলে অতি ক্ষীণ শরীরও কান্তি-পুষ্টি-লাবণ্যসমন্বিত হয়। মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থাতে নূতন শক্তি, নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷• দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ৷৷৵• এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বহু পরীক্ষিত ঔষধ

নিমের এসেন্স

চুলকানী, খোষ এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে নিমের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। অল্প দিন ব্যবহারেই দূষিত রক্ত শোধিত এবং রক্তদুষ্টির লক্ষণ সকল দূর হয়।

প্রতি শিশি—১৲ টাকা।

কুর্চ্চির তরলসার

পুরাতন আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগের অমোঘ ঔষধ। সমগ্র চিকিৎসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত।

প্রতি শিশি ১।০ আনা।

অশোকের তরলসার

যাবতীয় স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য্য। প্রদর, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, উদরের বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত করিয়া শরীর সুস্থ ও পুষ্ট করে।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বাসকের সিরাপ

বাসক বা বাসকের আশ্চর্য্য গুণ কাহারও অবিদিত নহে। কাশী, ব্রঙ্কাইটিশ প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

প্রতি শিশি ৷৵০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্যের

অতুলনীয় সম্পদ

কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

নূতন সংস্করণ।

অধিকতর সুখপাঠ্য ও মনোরম।

দেশবিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার সহ—রাজসংস্করণ ২৲, সুলভ সংস্করণ ১৷৹

সোণার বাঙ্গালার চির-সুন্দর বই

বাঙ্গালার রসকথা

দাদামশা'য়ের থলে'

বাঙ্গালার প্রভাত-হাসির অমৃত-ফোয়ারা

রাজসংস্করণ—১৲

খোকা-খুকুদের

অতুল সুন্দর,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাইজ-বই

খোকা-খুকুর-খেলা

"চাঁদের জ্যোৎস্নায় গড়া"

প্রাইজ-সংস্করণ—৷৵৹

সোণার বাঙ্গালার সোণার বই

বাঙ্গালার রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি

সমগ্র বঙ্গের স্নেহ-গৌরবমণ্ডিত, অতুল

রাজসংস্করণ—১৲

বাঙ্গালার ছেলেদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই

চারু ও হারু

সচিত্র ছেলেদের উপন্যাস

প্রাইজের জন্য রাজসংস্করণ—৸৹

দেশের মেয়েদের পরম পবিত্র বই

"বাঙ্গালার ব্রতকথা"

পবিত্র-সুন্দর রাজসংস্করণ—১৲

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ, ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

বঙ্গের পুণ্যগ্রন্থ

সচিত্র সরল চণ্ডী

সর্ব্বজন-পাঠ্য অতুলন সংস্করণ—৸৹

বঙ্গের নারী-গীতা

আর্য্য-নারী

১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি খণ্ড রাজসংস্করণ—১।৹

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

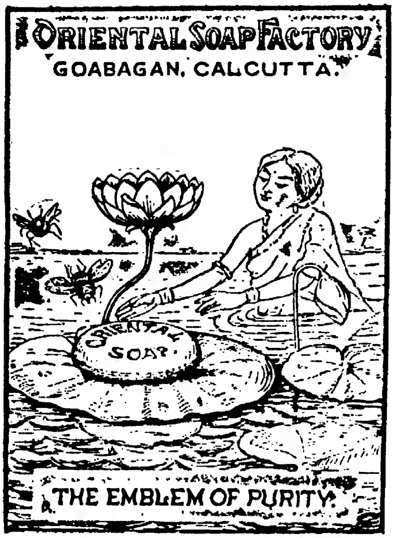

মূল্যে সুলভ

গুণে, সৌরভে

ও

স্থায়িত্বে

অতুলনীয়

—•—

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১॥•
বকুল	„	„	...	॥৵•
জেসমিন (যুঁই)	„	„	...	॥৵•
খস	„	„	...	॥৵•
গোলাপ	„	„	...	।৵•

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"কৌস্তুভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwall's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS :—"**Doctor Batliwalla Dadar.**"

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1913)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,—* * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,—* * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। ার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটি অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি র্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে ত্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মহাকবি। ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের টীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাদরে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের কবি অন্য কোন সভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জন্মভূমি এত দিনে সাহিত্য-তীর্থে ত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের ভিটায় কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার ব্যবস্থাই হয় নাই—ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়।

কৃত্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তির নিকট কবি কৃত্তি-র স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই কার্য্যে অনুমান দশ সহস্র র প্রয়োজন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাঘাটের সবডিভিসন্যাল অফিসারের পাঠাইয়া দিবেন।

কৃত্তিবাস-সমিতির সভ্যগণ;—সভাপতি—মিঃ এস, সি, মুখার্জ্জি I. C. S. ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সহ-সভাপতি—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বি, এল, এটর্ণি, াতা। ২। রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর জমিদার, রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর ম্যান। ৩। শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, সবডিভিসন্যাল অফিসার, রাণাঘাট। ৪। শ্রীযুক্ত াকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, রাণাঘাট। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট। ক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকিল, মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান। ম্পাদক—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক, জমিদার।

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও রাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর পূর্ব্বকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-কের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে যাঁহারা পুথি-র পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি ান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান দের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

১। স্বর্ণলতা ২। হরিষে বিষাদ ৩। অদৃষ্ট

৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ; অভিনব সংস্করণ। এ সকল পুস্তকের পরিচয় অনাবশ্যক। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ সামাজিক উপন্যাস আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "স্বর্ণলতা" সরলা নামে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বাঙ্গালার অতিশয় মনোরম গার্হস্থ্য চিত্র। প্রিয় জনকে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী। উত্তম ছাপা, উত্তম বাঁধাই। প্রত্যেক খানির মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র। একত্রে লইলে তিন টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

ভাস্করানন্দচরিত

কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমযোগী ভাস্করানন্দের চরিত পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার পত্নীর মধ্যস্থলে উলঙ্গ সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দের ফটো দেখিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইবেন। সুন্দর ছাপা ও বহু চিত্রে শোভিত। শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রশংসিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

জ্ঞান ও কর্ম্ম

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ; নূতন রকমে লিখিত পুস্তক। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ; পূজার উপহারের নিমিত্ত বিশেষরূপে যোগ্য। পাঁচ শত পৃষ্ঠা, সুন্দর ছাপা, বান্ধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। রামতনু বাবুর জীবনের কাহিনী পাঠ করিলে, দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর তাঁহার ধৈর্য্য ও ভগবৎপ্রেমের কথা শ্রবণ করিলে, মনে বল পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিখুঁৎ ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে হেয়ার সাহেব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের জীবনী এবং তদানীন্তন বহু ইতিহাস ও কার্য্যাবলী দেখিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। বহু চিত্রে সুশোভিত, সুন্দর ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Crown 8 Vo. pp. xlvii & 203, 3s. 6d. ned.

Studies in Ancient Hindu Polity Vol. 1

(BASED ON THE ARTHASASTRA OF KAUTILYA)

BY

Narendra Nath Law M. A., B L.

With an Introductory Essay on the age and Authenticity of the Arthasastra.

BY

Prof. Radhakumud Mookerji, M. A., P. R. S.

Author of 'A History of Indian Shipping etc.'

Select Opinions.

The London Times—"This work on the Civil Government and practical achievements of the ancient Hindus............"

The India—".........Mr. Law many is said to have accomplished his task......... with great skill and learning........."

The Scottish Historical Review—".........this well-written treatise. It gives a complete system of polity and deals with most parts of Indian life from the law of contract to the keeping of elephants......"

The Pioneer—"An excellent little book......Mr. Law is a century in advance of his countrymen in accuracy and sobriety of statement.

The Englishman—"A neat, handy volume, well got up......What he has done, he has done well. He writes with thorough knowledge......"

The Times of India—"......Mr Law as well as Mr. Mookerjee have acquitted themselves creditably of their important task of rendering Kautilya and his great treatise better known to English readers and we hope they may soon complete their works."

The Bengalee—"......We have perused this work with pleasure and with a sense of patriotic pride......We congratulate the Kumar on his works........."

The Commonwal—"......Mr. Law's book......eminently readable......is introduction by a very learned introduction from the pen of the famous author of *A History of Indian Shipping*......"

The Hindu Patriot—"......The book before us, brims over with interests from cover to cover, and, informing introduction which has been furnished by Prof. Radha kumud Mookerji of Indian Shipping fame, invests it with additional value......"

To be had of Messrs :—LONGMANS GREEN & Co.,

303, Bowbazar Street, Calcutta.

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকা ও অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্ব্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। মূল্য—১ম খণ্ড ২॥০, ২য় খণ্ড ৩৷০ ও ৩য় খণ্ড ৩৲।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র*

(Universal Observer)

জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিতে বসিয়া পরিমাণগুলি নিজে নিজে করিতে না পারিলে তৃপ্তি লাভ হয় না। দেশে যে দুই একটি মান-মন্দির আছে, তাহা সাধারণের অনধিগম্য। বশেষতঃ মফস্বলে এ অভাবটি বিশেষ তীব্র বলিয়া বোধ হয়। বিষুবাংশ (right ascension), ক্রান্ত্যংশ (declination), অক্ষাংশ (geographical latitude), দেশান্তর (geographical longitude), দিগংশ (azimuth), উন্নতাংশ (altitude), শরাংশ (celestial latitude), রাশ্যংশ বা ভুক্তি (celestial longitude)—এইগুলিই পরিমাণ করিবার সাধারণ ও প্রধান বিষয়। জ্যোতিষের প্রায় সমস্ত ব্যাপারই ইহাদের উপর নির্ভর করে। এইগুলি ও আনুষঙ্গিক সংস্কারসমূহ যথাসম্ভব শুদ্ধতার সহিত পরিমাণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

সাধারণ জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, একটি যন্ত্র দ্বারা দিগংশ (altazimuth), নাড়ীবলয় (Equatorial), যাম্যোত্তর ভিত্তি (transit circle), থিওডোলাইট (theodolite) প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রের কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। এই জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার নামকরণ "Universal Observer" করিয়াছিলেন। এই দয়ার জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ (right ascension ও declination) পরিমাণের জন্য অন্য যন্ত্রের ন্যায় ইহাতে জ্যোতিষ্কের যাম্যোত্তর রেখায় আসিবার অপেক্ষা করিতে হইবে না। মফস্বলে এবং কলিকাতায় ও অনেক স্থলে চৌম্বক ক্ষেপ (magnetic declination) পরিমাণের উপায় নাই; কারণ, ইহা জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান যন্ত্রদ্বারা তাহাও হইতে পারিবে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ইহা মানমন্দিরের অভাব কখনই মোচন করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্র বলিয়া সূক্ষ্ম পরিমাণগুলি করা হইতে সূক্ষ্মতরও হইবে না।

সাধারণের আয়ত্তাধীন হইতে পারিবে বলিয়া ইহার মূল্য যাহাতে অতি অল্প হয়, এ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার আয়তনও যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করিতে হইয়াছে। আয়তন ছোট করার আর এক দিকে উপকার হইয়াছে যে, অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারের যন্ত্রের মত ইহাকে স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য হইবে।

অবান্তর হইলেও এ স্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, আসাম গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ব্যয়ে ইহা

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে ও গৌহাটি সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যন্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে আমি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডি, এন মল্লিক, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট অনেক মূল্যবান্ উপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এ জন্য আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

গৌহাটীতে উপযুক্ত শিল্পীর একান্ত অভাববশতঃ প্রেরিত আদর্শটি নিতান্ত কুশ্রী ও কদর্য্য হইয়াছে। অংশবিশেষের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ ইহার চিত্র এবং পিত্তল-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ সহ ব্যবহারোপযোগী একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ভার বেঙ্গল কেমিকাল ফার্ম্মাসিউটিকাল কোম্পানীর উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ভরসা করি, আশানুরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইলে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত পরিমাণগুলি সাধিত হইতে পারিবে ;—

১। ভৌগোলিক যাম্যোত্তর রেখা বা ভূমধ্য-রেখা (geographical meridian)
২। অক্ষাংশ (terrestrial latitude)
৩। অপবৃত্তাংশ বা দেশান্তর (terrestrial longitude)
৪। দিগংশ (azimuth)
৫। উন্নতি বা উন্নতাংশ (altitude)
৬। বিষুবাংশ (right ascension)
৭। ক্রান্তি বা ক্রান্ত্যংশ (declination)
৮। শর (celestial latitude)
৯। রাশ্যংশ বা ভুক্তি (celestial longitude)
১০। চৌম্বক ক্ষেপ (magnetic declination)
১১। চৌম্বক নতি (magnetic inclination)

এতৎসহ প্রেরিত চিত্রে যন্ত্রের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রেরিত আদর্শের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আশা করি, ইহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। আদর্শে সমস্ত অংশ দিতে পারা যায় নাই। তথাপি যাঁহারা theodolite, altazimuth ও equatorial যন্ত্রাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অতি সহজেই বুঝিবেন। নিম্নে চিত্রের অংশগুলির বর্ণনা পার্শ্বে লিখিত অঙ্কসমূহের সাহায্যে বিবৃত হইল।

চিত্র (ক)

১। ত্রিপাদ-পীঠ (tripod stand)

১ক। ত্রিপাদ-পীঠের পায়া—(legs of the tripod stand)

ইহাদের নীচে স্ক্রু (levelling screw) আছে ; তদ্দ্বারা ত্রিপাদ-পীঠকে সমতল করিতে পারা যাইবে। সমতল হইল কি না, দেখিবার জন্ম পীঠের উপর দুইটি spirit level পরস্পরের সহিত সমকোণ করিয়া রক্ষিত হইবে। আদর্শে ইহা দেখান হয় নাই।

২-৩। যুক্তপীঠ।

২ ক। কব্জা; এতদ্দ্বারা ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয় সংযুক্ত রহিয়াছে।

২খ। বোল্ট বা কীলক; এতদ্দ্বারা ২ সংখ্যক পীঠের উত্তর দিকের প্রান্ত ত্রিপাদ বা ১ সংখ্যক পীঠে আবদ্ধ করিতে পারা যাইবে। এই কীলক ১ সংখ্যক পীঠের যে ছিদ্রমধ্য দিয়া নীচে গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০° অংশ পরিমিত; (আদর্শে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে)। ২ সংখ্যক পীঠ যখন ঠিক দক্ষিণোত্তর অভিমুখী হইবে, তখন এই কীলক দ্বারা ১ ও ২ সংখ্যক পীঠদ্বয়কে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে।

২গ। এই স্ক্রু দ্বারা ৩ সংখ্যক পীঠকে ২ সংখ্যক পীঠের উপর ক্রমশঃ উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়।

৩ক। ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণের পরিমাপক scale।

২ঙ। ৩ক সংখ্যক scaleএর অব্যংশমান (Vernier)।

৫। দৃঢ় শূন্যগর্ভ দণ্ড (hollow cylindrical stand) ইহা ৩ সংখ্যক পীঠের উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ও উহার সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত।

৪। একখানি গোল বৃত্তাকার প্লেট (plate), ইহার দুই দিকে ৪ক ও ৪খ সংখ্যক দুইটি দণ্ড। ৪খ অংশ আদর্শে দেওয়া হয় নাই।

৪ক। ইহা ৫ সংখ্যক শূন্যগর্ভ দণ্ডের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট।

৪খ। ৬ সংখ্যক অপর একখানি বৃত্তাকার প্লেটের কৈন্দ্রিক ছিদ্র (Central hole) মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহাও আদর্শে নাই।

৬। বৃত্তাকার প্লেট; ইহার উপরিভাগ ৩৬০° অংশে বিভক্ত। সহজ করিবার জন্য ইহাও আদর্শে দেওয়া হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে ৪ সংখ্যক প্লেটেই অংশগুলি দেখান হইয়াছে। ৪ বা ৬ সংখ্যক বা উভয়েই ঘুরিবার সময় তদুপরিস্থ অংশাদি সহ ঘুরিবে।

৫খ। ৪ ও ৬ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা পরিমাণের জন্য অব্যংশমান।

৫ক। ৫ সংখ্যক দণ্ডের অভ্যন্তরে ৪ক সংখ্যক দণ্ডকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখিবার স্ক্রু।

৬গ। ৪ সংখ্যক প্লেটের উপর ৬ সংখ্যক প্লেটকে অতি অল্প পরিমাণে চালিত করিবার বন্দোবস্ত।

৭। ৩৬০° অংশযুক্ত বৃত্তাকার প্লেট; ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর ইহার সহিত সমকোণ করিয়া দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

৭ক। ৭ সংখ্যক প্লেটের অব্যংশমান।

৭খ। ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর লম্বভাবে অবস্থিত একটি দণ্ড।

৮-৯। ৭ ও ৭খএর মধ্যবর্ত্তী অক্ষ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। (এই দুই অংশ আদর্শে নাই)। ইহার উদ্দেশ্য, আবশ্যক হইলে ৯ সংখ্যক অংশকে ৯ক স্ক্রু দ্বারা স্থির

রাখিয়া ৯খ অংশের সাহায্যে অক্ষের ৮ সংখ্যক অপরাংশকে ধীরে পরিচালিত করা। অক্ষ, ঘুরিবার সময়, তদুপরিস্থ ১০ সংখ্যক দণ্ড, ১১ সংখ্যক প্লেট ও ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণ লইয়া ঘুরিবে। এই ঘুরিবার পরিমাণ ৭ সংখ্যক স্কেলে পাওয়া যাইবে।

১০। ৮ সংখ্যক দণ্ডের উপর লম্বমান ভাবে অবস্থিত দণ্ড।

১১। বৃত্তাকার ও ৩৬০° অংশে বিভক্ত আর একখানি প্লেট; ইহা ১০ সংখ্যক দণ্ডের উপর তাহার সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত।

১১ক। ১১ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিবার জন্য অনুংশমান (চিত্র খ)।

১২। দুরবীক্ষণ।

১১খ। ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণকে অল্প পরিচালিত করিবার জন্য স্ক্রু বন্দোবস্ত।

স্পিরিট লেভেল (spirit level) ও লেভেল করিবার স্ক্রুসমূহ দ্বারা ১ সংখ্যক ত্রিপাদ-পীঠকে (tripod stand) হরিজতল বা ক্ষিতিজতল (horizontal) করিলে চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায়, ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠ ৪, ৬ ও ১১ সংখ্যক প্লেট, ৮ সংখ্যক অক্ষ ও ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণ (horizontal) থাকিবে এবং ৫, ৪ক, ৭, ৭খ, ও ১০ সংখ্যক অংশসমূহ লম্বভাবে অবস্থান করিবে।

যন্ত্রবিন্যাস ও যাম্যোত্তরদিঙ্‌নির্ণয় (Setting the instrument and determining the Geomeridian);—প্রথমতঃ যন্ত্রকে চিত্রানুযায়ী ভাবে আনুমানিক উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী করিয়া বসাইয়া, ৯ক সংখ্যক স্ক্রু উন্মুক্ত করিয়া, ১১ সংখ্যক প্লেটকে ঘুরাইয়া লম্বভাবে এক পার্শ্বে আনয়ন করিতে হইবে। ৭ক সংখ্যক অনুংশমান ইহাতে ৯০ অংশ ঘুরিয়া আসিবে। এই অবস্থায় দুরবীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ এক অভিমুখে থাকিবে। পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রধান প্রধান তারকা-সমূহের খমধ্য-রেখা বা যাম্যোত্তর-রেখায় (Meridian circle) পৌছিবার সময় নির্দ্দেশ করা আছে। তাহা হইতে কোন পরিচিত তারকার খমধ্য-রেখায় আসিবার সময় স্থির করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা দুরবীক্ষণের ক্ষেত্র (field of vision) মধ্যে উপস্থিত না হয়, তবে জানিতে হইবে, দুরবীক্ষণ ঠিক দক্ষিণোত্তর অবস্থায় নাই। এরূপ হইলে ২খ সংখ্যক কীলক উন্মুক্ত করিয়া ২ সংখ্যক পীঠকে ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া তারকাটিকে দুরবীক্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে আনিতে হইবে। যখন তারকাটি দুরবীক্ষণের মধ্যে আসিল, তখন বুঝা গেল যে, দুরবীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ উভয়েই ঠিক উত্তর-দক্ষিণ রেখায় আসিয়াছে। এখন ২খ সংখ্যক কীলকটিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় ৭ সংখ্যক scaleএর সম্মুখ-ভাগ ঠিক উত্তর দিকে থাকিবে এবং ১১ সংখ্যক Scaleএর O°—O° রেখা দক্ষিণোত্তর হইবে।

দিগংশ ও উন্নতাংশ (Azimuth ও Altitude);—১১ সংখ্যক প্লেট বা Scale

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও লম্ব অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ৯ক সংখ্যক স্ক্রু দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া ৫ক সংখ্যক স্ক্রু উন্মুক্ত করিতে হইবে। ৪ক হইতে উপরের অংশটুকু এখন অনায়াসে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারিবে। কোন তারকার দিকে এখন লক্ষ্য করিলে ১১ সংখ্যক Scaleএ উহার উন্নতাংশ ও ৬ সংখ্যক Scale উহার দিগংশ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

চৌম্বক ক্ষেপ ও নতি (Magnetic declination ও inclination);—১১ সংখ্যক স্কেলকে ক্ষিতিজতল করিলে উহার 0°—0° রেখা ভৌগোলিক দক্ষিণোত্তর হইবে। চিত্র (খ)। ইহার উপর ১৩ সংখ্যক (চিত্র গ) পৃথক্ একখানি অর্দ্ধবৃত্তাকার পিত্তলফলক স্ক্রু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারা যায়। এই পিত্তলফলকের উপর অপর একটি ৩৬০° অংশে বিভক্ত অংশমান বা scale রহিয়াছে (ইহা আদর্শের সহিত প্রেরিত হয় নাই)। এই Scaleএর 0°—0° রেখা ১১ সংখ্যক Scaleএর 0°—0° রেখার সমান্তর; সুতরাং ইহাও ভৌগোলিক বা প্রকৃত দক্ষিণোত্তর-ভাবে অবস্থিত। পিত্তল-ফলকের কেন্দ্রে একটি চুম্বক-শলাকা উপযুক্তভাবে রাখিলে উহা চৌম্বক দক্ষিণোত্তর রেখাতে (Magnetic meridan) স্থির হইবে। ভৌগোলিক ও চৌম্বক রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণই চৌম্বক ক্ষেপ। ১৩ সংখ্যক পিত্তলফলক ও তদুপরিস্থ চুম্বক-শলাকা সহ ১১ সংখ্যক scaleকে ৯০° অংশ ঘুরাইলে লম্বাবস্থায় আসিবে। এই অবস্থায় চুম্বক-শলাকা আর ক্ষিতিজের সহিত সমান্তরাল না হইয়া উহা (horizon) সহিত কোণ গঠন করিবে; এই কোণের নাম চৌম্বক নতি (Magnetic inclination)।

অক্ষাংশ নির্ণয় (Terrestrial latitude);—১১ সংখ্যক স্কেলকে লম্বমান ভাবে রাখিয়া উত্তরদিক্‌স্থ কোন পরিচিত তারকার দিকে দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক যখন তারকাটি খমধ্য-রেখায় আসিবে, তখন উহার নতাংশ (Zenith distance) বাহির করিতে হইবে। ঐ তারকার ক্রান্ত্যংশ (নাবিক পঞ্জিকায় লভ্য) হইতে ঐ নতাংশ বাদ দিলেই স্থানীয় অক্ষাংশ পাওয়া যাইবে।

দেশান্তর (Terrestrial longitude);—খমধ্য-রেখায় চন্দ্রের অবস্থানকালে গ্রীণ-উইচ হইতে উহার ঐ দিনের বিষুবাংশের পার্থক্য পরিমাণ করিয়া দেশান্তর নির্ণয় করিতে হইবে।

বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ (Right ascension ও declination);—অক্ষাংশ নির্ণীত হওয়ার পর ২গ সংখ্যক স্ক্রু দ্বারা, ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠদ্বয়ের মধ্যে লব্ধ অক্ষাংশ পরিমাণে অন্তর বা কৌণিক ব্যবধান (angle) করিতে হইবে। এই অন্তরের পরিমাণ ৩ক সংখ্যক Scale হইতে পাওয়া যাইবে। এখন ৭সংখ্যক প্লেট বা Scale বিষুবদ্বৃত্তের সহিত সমান্তরাল বা সমতল হইবে। দূরবীক্ষণ ও ১১ সংখ্যক স্কেল (Scale) সহ ১০ সংখ্যক দণ্ড ৮ সংখ্যক অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে ১১ সংখ্যক স্কেল ভিন্ন ভিন্ন ঘটিকান্তরের (hour angle)এর সৃষ্টি করিবে; ইহাদের পরিমাণ ৭ সংখ্যক Scaleএ দৃষ্ট হইবে। কোন নূতন বা বিশেষ তারকার বিষুবাংশ

জানিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে কোন একটি পরিচিত তারকার বিষুবাংশ জানা আবশ্যক। তাহার পর ঐ বিশেষ তারকার দিকে ১১ সংখ্যক প্লেট ও দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরিচিত তারকার সহিত ইহার ব্যবধান বা ঘটিকান্তর বাহির করিতে হইবে। ঐই ঘটিকান্তর পরিচিত তারকার বিষুবাংশে অবস্থানবিশেষে যোগ বা বিয়োগ করিলে, বিশেষ তারকাটির বিষুবাংশ নির্ণীত হইবে। ১১ সংখ্যক স্কেলে (Scale) উহার ক্রান্ত্যংশ (declination) পাওয়া যাইবে।

শরাংশ ও রাশ্যংশভুক্তি (Celestial latitude and longitude) ;—এতদ্দ্বারা শরাংশ ও ভুক্তির পরিমাপ কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। দিনের মধ্যে কেবল দুইটি সময়ে [অর্থাৎ যখন ক্রান্তিপাতদ্বয়—(Equinotial points)—খ-মধ্য-রেখায় আসিবে] ইহা দ্বারা এগুলি পরিমিত হইতে পারিবে। এইজন্য ইহার বিবরণ আর এখানে দেওয়া হইল না।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা*

অনেক দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-সমিতিতে বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-বিভক্তির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে বাঙ্গালায় প্রচলিত অবিকৃত সংস্কৃত পদের সম্পূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়া, সংস্কৃত শব্দ-বিভক্তির বাঙ্গালা প্রতিরূপকসমূহে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার যে প্রভাব লক্ষিত হয়, সাধারণ ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা করিব এবং বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তির নানা রূপে প্রাকৃতভাষার প্রভাবের যে সকল চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদিগের কতকগুলির প্রকৃতি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা শব্দরূপের কোনও অংশে প্রাকৃতের কোনও প্রভাব আছে কি না, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা উভয়ের বচন ও কারক-বিভক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কয়েকটি প্রধান সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃতের মত প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই। দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচনের পরিবর্ত্তে যে বহুবচন দৃষ্ট হয়, তাহা এই প্রাকৃতেরই অনুসরণে। প্রাকৃতের কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ;—

অভিজ্ঞানশকুন্তলে শকুন্তলা দুই সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"তোরা দূর হ! কি একটা মনে মনে মন্ত্রণা আঁটছিস্! তোদের কথা শুনব না"। প্রাকৃতে আছে,—"তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং"।

এ স্থলে 'তুম্হে' বহুবচনের পদ। ইহার সংস্কৃত 'যুবাম্' নহে, 'যূয়ম্'। 'বো'তে সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'বঃ' স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

এইরূপ উত্তর-রামচরিতে দুই পুত্র কুশ ও লবের কথা স্মরণ করিয়া সীতা বলিতেছেন,—"জানি না, কুশ লব—তারা এত দিনে কি রকম ডাগর হয়ে উঠেছে।"—"দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিকেণ কালেণ কীদিসা বিঅ হোন্তি"। এ স্থলে 'দে', 'কুসলবা' ও 'কীদিসা' বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত পদ।

এইরূপ মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের চেট, বিদূষক ও চারুদত্ত দুই জনকে বসিবার জন্য আসন দেখাইয়া দিয়া কহিতেছে,—"আসনে বসুন, মশাইরা"। "আশণে ণিশীদন্তু অজ্জা"। এ স্থলে 'অজ্জা' বহুবচনের পদ।

মালবিকাগ্নিমিত্রে দুই নাট্যাচার্য্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে বিবাদের প্রসঙ্গে বিদূষক কহিতেছে,—"পরস্পর কলহপ্রিয় মত্ত হস্তীদের একজন নির্জ্জিত না হইলে কিরূপে কলহ-

---

* শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

শাস্তি হয় ?"—"অগ্নোন্নকলহপ্পিআণং মত্তহথীণং একদরস্সিং অণিজ্জিদে কুদো উবসমো।" 'প্পিআণং' ও 'হথীণং' ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ।

'দ্বি' শব্দের যোগেও এই বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা,—

ধারিণী নাট্যাচার্য্যদ্বয়কে কহিতেছেন,—"তা হ'লে (আপনারা) দু'জনেই ভগবতীকে উপদেশ (নাট্যশিক্ষাদান-নৈপুণ্য) প্রদর্শন করুন।"—"তেণ হি দুবে বি উবদেসং ভগবদীএ দংসেধ।"

বিদূষকের উক্তি,—"দুবে বি বগ্গা * * * দূদং পেসঅহ"—"আপনারা দুই পক্ষই দূত প্রেরণ করুন"—ইহাতেও ঐ 'দুবে' (দ্বি) বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওড়িআর মত বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদের বহুবচনে পৃথক্ বিভক্তি নাই। তজ্জন্য কর্ত্তার অথবা কর্ত্তার সহিত সম্বদ্ধ সর্ব্বনামাদির রূপ হইতেই কেবল কর্ত্তার বচন নির্ণয় করা যায়। প্রাকৃতে কর্ত্তার মত ক্রিয়ারও বচনভেদে রূপ-ভেদ হয়। তজ্জন্য উপরের উদাহরণগুলিতে 'অবেধ' (=সং অপেত), 'মন্তেধ' (=সং মন্ত্রয়ধ্বে), 'হোন্তি' (=সং ভবন্তি), 'ণিসীদন্তু' (=সং নিসীদন্তু), 'দংসেধ' (=সং দর্শয়ত) ও 'পেসঅহ' (=সং প্রেষয়ত) এই ক্রিয়াপদগুলি হইতে কর্ত্তৃপদগুলির বহুবচনত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিবচন নাই, তেমনি চতুর্থী বিভক্তিও নাই বলিলেই চলে। কেবল একবচনে তাদর্থ্যে চতুর্থীর প্রয়োগ হয়; তাহাও আবার বিকল্পে। চতুর্থীর প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ধীবর নাগরিককে কহিতেছে,—"পরে আমি সেটা বিক্রীর জন্য দেখাবার সময় মশাইরা আমাকে ধল্লেন।" "পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিস্সেহিং।"

এ স্থলে 'বিক্কআঅ' (=সং বিক্রয়ায়) চতুর্থীর একবচনের পদ; অর্থ—বিক্রয়ার্থে।

এইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবার বীরত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মেনকা রম্ভাকে কহিতেছেন,— "যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে (স্বয়ং) ইন্দ্রও পৃথিবী থেকে সাদরে আনিয়ে তাঁকেই দেবতাদের বিজয়ের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন।"—"উঅথিদসংপহারো মহেন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণ-মাণাবিঅ তং জ্জেব বিবুধবিজআঅ সেণামুহে ণিওএদি।"

এ স্থলে 'বিবুধবিজআঅ' (=সং বিবুধবিজয়ায়) চতুর্থীর একবচনের পদ; অর্থ— বিবুধগণের (দেবতাগণের) বিজয়ের জন্য; 'বিবুধবিজয়ার্থে'।

মৃচ্ছকটিকে শকার কহিতেছে,—"চারুদত্তকে বধ করিবার জন্য নূতন কপট (কপটবৃত্তি অবলম্বন) করি।"—"চালুদত্তবিণাশাঅ কলেমি কবডং ণবং।" এ স্থলে 'বিণাশাঅ'=সং বিনাশায়; 'বিনাশার্থে'।

প্রাকৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতে 'পাণীকে যায়' (ডাকের বচন) প্রভৃতিতে তাদর্থ্যে, এক-বচনে, কখনও কখন চতুর্থীর প্রয়োগ মিলে বটে, কিন্তু প্রাকৃতে যেরূপ সাধারণতঃ চতুর্থী

বিভক্তির স্থলে অন্য বিভক্তির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পরে এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে এক একটি করিয়া স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির উত্তর প্রযুক্ত বিভিন্ন কারকের বিভক্তির প্রাকৃত আকৃতিগুলির বাঙ্গালা প্রতিরূপকের আলোচনা করা যাউক। প্রথমে স্বরবর্ণান্ত শব্দের একবচনে কর্ত্তৃকারকের ও সম্বোধনের রূপ দেখা যাউক।

সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দসকল প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত ও ক্লীবলিঙ্গে 'ম'-কারযুক্ত হয়। 'নর' ও 'ফল' শব্দদ্বয় প্রথমার একবচনে 'নরঃ' ও 'ফলম্' হয়। কিন্তু প্রাকৃতে বিসর্গ নাই ও মকার স্থলে অনুস্বার হয়। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের বিভক্তিস্থানে 'ও'কার, 'এ'কার, 'উ'কার, 'ই'কার প্রভৃতির প্রয়োগ হয়; কখনও কখনও বা বিভক্তির লোপ হয়। তন্মধ্যে শৌরসেনীপ্রকৃতিসম্ভূত মাগধী ও তৎসম্পৃক্ত প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাগুলিতে যে সকল অবয়ব দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালায় তাহাদিগেরই সমধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রাকৃতপ্রকাশের একাদশ পরিচ্ছেদে মাগধী ভাষায় অকারান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকের প্রথমার একবচনের পদ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়,—

১। অত ইদেতৌ লুক্ চ। ১১।১০।

অকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে ইকারান্ত বা একারান্ত হইয়া থাকে, কখনও কখনও বা বিভক্তির লোপ হয়।

২। ক্তান্তাদুশ্চ। ১১।১১।

ক্তপ্রত্যয়ান্ত অকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে 'উ'কারান্তও হইয়া থাকে।

এক্ষণে কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাউক। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে নাগরিকের সোৎপ্রাসোক্তির উত্তরে ধীবর কহিতেছে,—"যে কর্ম্ম জন্মসিদ্ধ, সে কর্ম্ম বিনিন্দিত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রোত্রিয়েও যাগকালে পশুমারণরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।"—

"শহজে কিল জে বিণিন্দিএ
ণহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে
অণুকম্পা মিদুএবি শোত্তিএ॥"

অধ্যাপক কাউএল্ প্রভৃতি কেহ কেহ এই ভাষাকে মাগধী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ করিবার কারণ বোধ হয় এই শ্লোকার্দ্ধ,—

"ধীবরান্তভিনীচেষু মাগধী বিনিযুজ্যতে।"

কিন্তু বররুচি মাগধীর যে সকল বিশেষত্বের নির্দেশ করিয়াছেন, ধীবরের ভাষায় মধ্যে কতকগুলি লক্ষিত হইলেও অপর কতকগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

মাগধীর কয়েকটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে 'ষ' ও 'স'র পরিবর্ত্তে 'শ' হয় (ষ-সোঃ শঃ। ১১। ৩)। অস্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'হকে', 'হগে' ও 'অহকে' (১১।৯) হয়; অকারান্ত শব্দের কর্ত্তৃপদে প্রথমার একবচনে অকারের স্থলে 'ই' বা 'এ' (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত হইলে 'উ'ও) হয়; কখনও বা বিভক্তির লোপ হয় (অত ইদেতৌ লুক্ চ।১১।১০। ক্তান্তাদুশ্চ ১১।১১)। একবচনের সম্বোধনপদে অকারান্ত শব্দের অকার দীর্ঘ হয় (অদীর্ঘঃ সম্বুদ্ধৌ।১১। ১৩)। ধীবরের ভাষায় এই সকল বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু আবার (জো যঃ।১১।৪, 'র্যর্জয়োর্য্যঃ ১১।৭ প্রভৃতি সূত্রানুসারে) 'জ'স্থানে 'য' প্রভৃতি যে সকল পরিবর্ত্তন মাগধীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ধীবরের ভাষায় তাহা দৃষ্ট হয় না; অধিকন্তু 'য' স্থানে 'জ' দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাতে শৌরসেনী ও মাগধী উভয়বিধ প্রাকৃতেরই অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য ইহাকে কেহ কেহ মিশ্রমাগধী বা অর্দ্ধমাগধী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। "মহারাষ্ট্রীমিশ্রার্দ্ধমাগধী।" "শৌরসেনীমিশ্রার্দ্ধমাগধী।" পূর্ব্বে চেট, শকার, সংবাহক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির প্রাকৃতি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রাকৃতের সহিত ধীবরের প্রাকৃতের কি সম্পর্ক, ইহাকে অপভ্রংশ বলা চলে কি না, সে সকলের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ধীবর, চেট, শকার, সংবাহক প্রভৃতি সকলেরই ভাষা পরস্পর ও মাগধীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ এবং প্রত্যেকটির সহিত বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাকৃত-প্রকাশে আলোচিত ভাষাচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্য কোনও ভাষাই মাগধীর মত উহাদিগের সহিত সম্বদ্ধ নহে।

মাগধী বা অপর যে নামেই অভিহিত হউক, উদ্ধৃত প্রাকৃত শ্লোকটিতে 'শহজে', 'জে', 'বিণিন্দিএ', 'শে', 'কম্ম', 'বিবজ্জনীঅএ', 'দালুণে', 'মিহুএ', 'শোত্তিএ' পদগুলি প্রথমার একবচনের পদ; সংস্কৃতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে—সহজম্, যৎ, বিনিন্দিতম্, তৎ, কর্ম্ম, বিবর্জ্জনীয়কম্, দারুণঃ, মৃদুকঃ, শ্রোত্রিয়ঃ।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, এই প্রাকৃতে কেবল (সংস্কৃত) পুংলিঙ্গের নহে, (সংস্কৃত) ক্লীবলিঙ্গের ও কর্ত্তৃকারকের প্রথমার একবচন স্থলে 'এ'কার প্রযুক্ত হয়। (বস্তুতঃ প্রাকৃতে ঐ শব্দগুলি পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে।)

মৃচ্ছকটিকের তৃতীয়াঙ্কে চারুদত্তের চেট কহিতেছে,—"প্রভু যদি সুজন হন ও ভৃত্যের প্রতি যদি তাঁহার অনুকম্পা থাকে, তবে তাঁহার নির্দ্ধনত্বও শোভা পায়। আর প্রভু যদি দুর্জ্জন ও ধনগর্ব্বিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেবা দুষ্কর ও পরিণাম-দারুণ।

"শুঅনে কখু ভিচ্চাণুকম্পকে
শামিএ ণিদ্ধণকে বি শোহদে।
পিশুণে উণ দব্বগব্বিদে
দুক্কলে কখু পলিণামদালুণে॥"

এ স্থলে সুজনঃ, ভৃত্যানুকম্পকঃ, স্বামিকঃ, নির্দ্ধনকঃ, পিশুনঃ, গর্ব্বিতঃ, দুষ্করঃ ও দারুণঃ, এই সংস্কৃত পদগুলি মাগধী-প্রাকৃতে একারান্ত আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

মৃচ্ছকটিকের দ্বিতীয়াঙ্কে দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ সংবাহক 'কত্তা'-শব্দে মুগ্ধ হইয়া কহিতেছে,— "কোকিলের ন্যায় মধুর পাশার শব্দে মন হরণ করে।"—"কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।" এ স্থলে 'মধুর' ও 'শব্দ' শব্দদ্বয়ের প্রথমার একবচনে মাগধী-প্রাকৃতে 'মহুলে', 'শদ্দে' রূপ হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকের মাগধীভাষী সংবাহক এবং চেটগণের উক্তি হইতে এবং অপভ্রংশভাষী শকার ও চাণ্ডালদ্বয়ের উক্তি হইতে ঐ 'এ'কারের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ঐ সকল দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাকৃতের উক্ত এ-কার ও বাঙ্গালার প্রথমার একবচনের বিভক্তি এ-কার পরস্পর অভিন্ন। সর্ব্বনাম শব্দ যদ্, তদ্, কিম্ প্রভৃতির প্রথমার একবচনে যে জে, শে, কে প্রভৃতি রূপ মাগধী-প্রাকৃতে বর্ত্তমান, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে পরে তাহার আরও উদাহরণ দেওয়া যাইবে। বাঙ্গালায় যে, সে, কে, মানুষে, লোকে, ইতরে, চাষারে প্রভৃতি অসংখ্য পদে কর্ত্তৃকারকের এই চিহ্ন বর্ত্তমান। এই সকল লিখিত পদে বর্ত্তমান যুগে বিভক্তির এই একার ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে মাগধী প্রাকৃতের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত না হইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে সংস্কৃতের প্রভাববশতঃ যে, সে, মানুষে, ব্রাহ্মণে প্রভৃতি লিখি বটে, কিন্তু উচ্চারণকালে প্রাকৃতের মত জে, শে, মানুশে ও ব্রাম্হনে প্রভৃতি বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে এই শ ও জএর প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

"গুরূপদ জুগ বন্দো পরম শন্তোশে।
তান প্রিয়া প্রণমোহ মনের হরিশে॥"—রামজীবনের গুর্ব্বোর পাঞ্চালি।

এই পংক্তি দুইটিতে শৌরসেনীর ন্যায় "আদের্যো জঃ" ও মাগধীর ন্যায় "শষোঃ সঃ" দৃষ্ট য়। এই উচ্চারণ উপরের উদাহরণের প্রাকৃতের অনুরূপ।

এইরূপ—

"জলের ত্রিষ্টাএ শব আকুল হইআ।
শর্ব্ব শনে ধাই জাএ জলঃউদ্দেশিআ॥
রাজার প্রতিজ্ঞা হৈছে কণ্যা বিহা দিতে।
জেই শেই জন মাত্র মিলএ প্রভাতে॥"

পুথির এইরূপ বর্ণ-যোজনাকে কেহ কেহ বর্ণাশুদ্ধি বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, সকল স্থলে াশুদ্ধি বলিয়া বিষয়টিকে সহজ করিয়া লওয়া ঠিক নহে। কারণ, কেবল এই জে, শে ভৃতিতে নহে—আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতি ও ত্রিষ্টাএ (তৃষ্ণায়), বির্খ (বৃক্ষ) প্রভৃতিতে প্রাকৃতের াধিক চিহ্ন বর্ত্তমান।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল স্থলে বিভক্তির লোপ করিয়া থাকি, সেরূপ অনেক স্থলেও প্রাচীন পুথিতে কর্ত্তায় (এবং কর্ম্ম প্রভৃতিতেও) বিভক্তির এই একার দৃষ্ট হয় ; যথা,—

"রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে।
তুমি জান সীতা আমার নিল কোন জনে ॥"—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

আমরা সাধারণতঃ এরূপ স্থলে 'অবধান' ও 'জন'—এইরূপ বিভক্তিচিহ্নহীন পদের ব্যবহার করি।

এইরূপ—

"নন্দে বোলে এই দেখ রাধিকার ঘর।"—কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকা-মঙ্গল।

"ব্রহ্মাএ বর্ণিতে নারে যার যত ধর্ম্ম।"—ছুটিখাঁর মহাভারত।

ঐরূপ স্থলে আমরা নন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতি রূপের ব্যবহার করি।

এ-কারের কথা হইল ; এক্ষণে ই-কারের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয়াঙ্কে চারুদত্তের চেট কহিতেছে,—"স্বভাবের যে দোষ, তা কোনও রকমে বারণ মানে না।"—"জে বি শহাবিঅ দাশে ন শক্কি বালিদুং।" সংস্কৃত 'শক্যঃ' মাগধী-প্রাকৃতে 'শক্কি' হইয়াছে।

বাঙ্গালায় আমরা 'সাধ্যি', 'নৈরাশ্যি', 'উপহাস্যি', 'হবিষ্যি', চৈত্রি', 'মিশ্রি' (মিশ্র), মিষ্টি, বীচি প্রভৃতি পদে, কথোপকথনে এবং আপনি, আমি, তুমি প্রভৃতি পদে এই 'ই'-কারের প্রয়োগ দেখিতে পাই।

মৃচ্ছকটিকে মাথুর, সংবাহক প্রভৃতির উক্তিতে প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকের একবচনে (এবং সম্বোধনের একবচনে) অনেক স্থলে 'উ'-কার দৃষ্ট হয়। 'ক্তান্তাদুশ্চ' সূত্রানুসারে তাহা ক্তান্ত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ব্যঞ্জনান্ত (অকারোপধ) সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে যখন অকারান্ত শব্দে পরিণত হয়, তখনও প্রথমায় এই 'উ'-কার দেখা যায়।

মাথুর কহিতেছে,—"ওরে, উল্টো পায়ের দাগ, দেউল ঠাকুরশূন্য। 'ধুত্তু' জুয়ারি উল্টো পা ফেলে দেউলে ঢুকেছে।"—"অলে বিপ্পদীবু পাহু, পড়িমাশুণ্ণু দেউলু। ধুত্তু জূদ-কর বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্টো।"

মাথুরের উক্তিকে "ঢক বিভাষা" বলিয়া ধরিলেও মাগধী প্রাকৃতে সংবাহকের উক্তিতে ঐ 'উ'-কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সংবাহক কহিতেছে,—"মাথা (ট'লে) পড়ছে।"—"শিলু পড়দি" = শিরঃ পততি।

আমরা ধুত্তু (= ধূর্ত্ত), মুক্‌খু (= মূর্খ), কুণ্ডু (= কুণ্ড), মুণ্ডু (= মুণ্ড), জাদু (= জাত, আদরবাচক) প্রভৃতি অনেক পদে, কথোপকথনে এই 'উ'-কারের আজিও ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু কি লিখিত সাধুভাষায়, কি 'চলিত' কথোপকথনে, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালায় 'লুক্ চ' এই সূত্রাংশেরই অধিক প্রসার দৃষ্ট হয়। 'ই'কারান্ত, 'এ'কারান্ত বা 'উ'কারান্ত রূপ পরিগ্রহণ না করিয়া শব্দগুলি অপরিবর্ত্তিত আকারেই প্রথমান্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়। রাম, শ্যাম

প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণিবাচক, জল গৃহ প্রভৃতি বস্তুবাচক, মহত্ত্ব, বিনয় প্রভৃতি গুণবাচক, রক্ষণ, দর্শন প্রভৃতি ভাব বা ক্রিয়াবাচক—সর্ব্বপ্রকার অকারান্ত শব্দসমূহের প্রথমার একবচনের রূপেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তৃকারকের রূপের আলোচনা হইল। এক্ষণে সম্বোধনের রূপের আলোচনা করা যাউক।

সম্বোধনের একবচনে অকারান্ত শব্দসমূহের রূপ প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় প্রায়ই সংস্কৃতের মত অকারান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় 'আ'কারান্ত ও 'উ'কারান্ত রূপও দেখা যায়। অবজ্ঞা বুঝাইলেই এইরূপ প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের প্রবেশকে সূচক জানুককে সম্বোধন করিতেছে,—'জাণুঅ' (জানুক); কিন্তু তস্কর-বোধে ধৃত ধীবরকে অবজ্ঞার সহিত তাড়না করিয়া 'কুম্ভিলআ' (কুম্ভিলক, চোর), 'পাড়চ্চলা', পাটচ্চর, চোর প্রভৃতি বলিতেছে।

এই সকল পদে মাগধী প্রাকৃতের 'অদীর্ঘঃ সম্বুদ্ধৌ' (১১।১৩) সূত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শব্দের অন্তস্থিত 'অ'কার সম্বোধনে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'আ'কার হইয়াছে। 'ওরে রামা, ওরে শ্যামা' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে বাঙ্গালায় আমরা প্রাকৃতের ঐ 'আ'কার দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় কথোপকথনে মুকুখু, ধুঙ্গু প্রভৃতি উকারান্ত রূপও সম্বোধনে দৃষ্ট হয়।

বররুচির এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেহ কেহ এইরূপ মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আমরা যে অবজ্ঞা করিয়া হরিকে 'হরে', মধুকে 'মধো', যদুকে 'যদো' বলি, তাহা বোধ হয়, হরিআ, মধুআ, যদুআ ইত্যাদি বহুবচনমূলক। কারণ, শাকারী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় অবজ্ঞা বুঝাইলে একবচন স্থলেও বহুবচন দৃষ্ট হয়। যথা,—"অলে চালুদত্তা" ইত্যাদি।'

"অলে চালুদত্তা" বহুবচনের পদ নহে, একবচনের পদ। উল্লিখিত সূত্র হইতেও তাহা যদি প্রতীত না হয়, নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না।

"আঅচ্ছ লে চালুদত্তা। আঅচ্ছ ইমং ঘোষণট্ঠণং।" —আয় রে চারুদত্ত, এই ঘোষণা স্থানে আয়। এই স্থলে 'আঅচ্ছ' একবচনের ক্রিয়াপদ। সম্বোধন-পদ বহুবচনের হইলে ক্রিয়াও বহুবচনের হইত। কেবল চাণ্ডালের মুখের অপভ্রংশ ভাষায় নহে, শকারের ভাষায় (শাকারী)ও এইরূপ একবচনের ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়; যথা,—

"হংহো চালুদত্তা বড়ুকা ভণাহি, মএ বশন্তশেণা মালিদেত্তি।"—ওরে বেটা চারুদত্ত, বল রে, আমি বসন্তসেনাকে মেরেছি। "ভণাহি" একবচনের ক্রিয়াপদ।

সম্বোধনের পদ বহুবচনের হইলে ক্রিয়া যে বহুবচনের হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তবে সহজে প্রতীতির জন্য দুই একটির প্রয়োজন।

"হংহো চাণ্ডলা জা জদি ণ পত্তিআঅধ তা পিশ্‌শটিং দাব পেক্‌খধ।"—শকার কহিতেছে,—ওরে চাঁড়ালরা, তা যদি প্রত্যয় না করিস্, তবে পিঠটাই দেখ। এ স্থলে "পত্তিআঅধ" ও "পেক্‌খধ" বহুবচনের ক্রিয়াপদ।

ঐরূপ "অলে চাণ্ডালা, কিং বিলম্বেধ ? মালেধ এদং"—ওরে চাঁড়ালেরা, কেন দেরি করিস্, মেরে ফেল একে—এ স্থলে "বিলম্বেধ" ও "মালেধ" বহুবচনের ক্রিয়াপদ।

সাধারণতঃ প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের বিভক্তির (জস্ ও শস্ এর) লোপ হয় [প্রাকৃত-প্রকাশ ৫।২] ও অকারের দীর্ঘ আ হয় [জশ্‌শস্‌-ঙস্ত্যাংসু দীর্ঘঃ। ৫।১১]। কিন্তু তজ্জন্য 'আ'কার মাত্রই শকারের ভাষায় বা কোনও প্রকারের প্রাকৃতে বহুবচনের বিভক্তিমাত্রেরই চিহ্ন নহে।

বস্তুতঃ "রামা", "বাম্‌না" (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি যেরূপ অবজ্ঞাসূচক একবচনের সম্বোধন-পদ, হরে, মতে, মধো, যদো প্রভৃতিও সেইরূপ অবজ্ঞাসূচক একবচনের সম্বোধন-পদ। তবে অকারান্ত শব্দগুলির বিভক্তি প্রাকৃতের, ইকারান্ত এবং উকারান্ত শব্দগুলির বিভক্তি সংস্কৃতের।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" প্রথমা বিভক্তির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

দীনেশ বাবু তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে (৪২ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত ; অনুস্বার কি বিসর্গ-বর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতের কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়।"

কেবল এই স্থলে নহে, 'বাঙ্গালা বিভক্তি' প্রসঙ্গে এবং বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই সেন মহাশয় যেরূপ ভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যেন ভিত্তি এবং শৃঙ্খলার একটু অভাব আছে বলিয়া মনে হয় ; সকল স্থলে তাঁহার মত বেশ সুব্যক্ত ও সুপরিস্ফুট হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত ; অনুস্বার ও বিসর্গবর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ।'—প্রথমা বিভক্তি বলিলে প্রথমার একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তি, দুই-ই বুঝায়। অথচ সেন মহাশয়ের উক্তি বোধ হয়, বহুবচনের বিভক্তির সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহার পর একবচনের প্রথমা বিভক্তি 'সংস্কৃতের মত' হওয়ার অর্থ অধিকাংশ স্থলেই পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত হওয়া এবং ক্লীবলিঙ্গে 'ম'কারযুক্ত হওয়া (বাঙ্গালা ও প্রাকৃতে 'ম'কারযুক্ত হওয়ার অর্থ অনুস্বারযুক্ত হওয়া)। অতএব বাঙ্গালার প্রথমার একবচনের বিভক্তি অনুস্বার ও বিসর্গবর্জ্জিত হইলে ফলতঃ বিভক্তির লুপ্বিধান হইল, বলিতে হইবে। অকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে মাগধীতে এই লুক্ বিহিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অতঃপর দীনেশ বাবুর উক্তিতে 'কিন্তু তথাপি উহা' (প্রথমা বিভক্তি) 'যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে', এই স্থলে 'কিন্তু তথাপি' এই দুইটি কথার কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আর দীনেশ বাবুর উক্তির যদি এই অর্থ করিয়া লইতে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমা বিভক্ত্যন্ত একবচনের পদ অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত হয় এবং 'উহা' কথাটির অর্থ 'প্রথমা বিভক্তি' না হইয়া 'প্রথমা বিভক্ত্যন্ত' পদ হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালায় প্রথমার বিভক্তি যে স্থলে 'সংস্কৃতের মত', তথায় বাঙ্গালায়

অনেক সময় 'সংস্কৃতের মত' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বিসর্গান্ত (বিসর্গ-বর্জ্জিত নহে) রূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—হবিঃ, আয়ুঃ, স্রোতঃ, পয়ঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি। দীনেশ বাবুর উক্তি হইতে হঠাৎ মনে হয় যে, যে 'এ'-সংযুক্ত পদের কথা তিনি বলিয়াছেন, সেই প্রাকৃত পদের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় অনুস্বার ও বিসর্গ-বর্জ্জিত 'সংস্কৃতের মত' প্রথমান্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সেরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengali Language and Literature গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্টে (১০৬ পৃঃ) বাঙ্গালা কারকবিভক্তি-সমূহের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The case affix in Bengali of the nominative (first person, singular) s generally formed by omitting the aspirate or the nasal ং of Sanskrit. The ffix এন of the Sanskrit instrumental nominative is reduced to এ in Prakrita and used in active forms; as 'শুনেহু ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ নিহ্নকেবি নাহেদি (Mricchakatika Canto III) Instances of this এ forming the affix of ominatives in active forms are numerous in old B. Mss."

উদ্ধৃত অংশের 'শামীএ' পদের 'এ' সম্বন্ধে সেন মহাশয় যে অদ্ভুত মত প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, তাহা প্রাকৃতের প্রথমা বিভক্তির পদ। তদ্ব্যতীত উদ্ধৃত অংশে আরও কতকগুলি স্থলে সংশোধনের প্রয়োজন আছে। 'first person singular'এর স্থলে বোধ হয়, third person singular first case-ending, singular, এই দুইটির একটি লিখাই সেন মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল। আর মৃচ্ছকটিক প্রকরণ; সুতরাং Canto না লিখিয়া Act লিখাই সেন মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ত্রুটি পুস্তকখানির বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত কোনও পুস্তকে ঈদৃশ ত্রুটির বাহুল্য থাকা অসঙ্গত।

উপরে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে যে স্থলটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—তঅবদি দে অঅংদাব পরিসো জাদো দে উণ ণ আণাদি কুশলবা—উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক। কহিং মে ঙ্খা"—উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক।

ইহার পর ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে—"প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দে অনেক স্থলে রূপ আকার দেখা যায়। যথা,—'নরা, গজা, বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ রা তের ছাগলা।—খনা।"

পূর্ব্বেই উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কেবল প্রথমার শব্দরূপে নহে, অন্যান্য

বিভক্তিতেও এবং শব্দ ও ধাতু উভয়েরই রূপে প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই। দ্বিবচনের স্থলে সর্ব্বত্রই বহুবচন হয়। প্রাকৃতপ্রকাশ-কার বররুচি তজ্জন্য "দ্বিবচনস্য বহুবচনম্" এই সূত্র (৬।৬৩) করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু যে দুইটি প্রাকৃত উদাহরণ উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রথমটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ। "পরিসো" পাঠ দীনেশ বাবু কোনও পুস্তকে পাইয়াছেন কি না, জানি না। স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-দ্বয়ের সংস্করণে ঐ পাঠ প্রদত্ত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধৃত পাঠ এই,—

"ভঅবদি তমসে অম্হং দাব এরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কালেণ কেরিসা বিঅ হোন্তি।"

দীনেশ বাবুর পুস্তকে উদ্ধৃত প্রাকৃত বাক্যাংশসমূহে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি মুদ্রাকর-প্রমাদাদির যে বাহুল্য দৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

যাহা হউক, প্রাকৃতে দ্বিবচনের কথা অসঙ্গত। সংস্কৃত দ্বিবচন ও বহুবচনের স্থলে প্রাকৃতে যে বহুবচন হয়, তাহা অভিন্ন; পূর্ব্বে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। নরা, গজা, বলদা, ছাগলা প্রভৃতি বহুবচনবোধক শব্দ বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতে জাতি বুঝাইবার জন্য জাতিবাচক শব্দের একবচনে প্রয়োগের বিধান দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতে এরূপ একবচন না হইবার কোনও বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয় না। "শেষং সংস্কৃতবৎ" সূত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রাকৃতেও জাতি বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ হয়। বচন বিষয়ে প্রাকৃতের অনুসারী বাঙ্গালায় ঐ বিধানানুসারে কার্য্য না হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নরা, গজা প্রভৃতি শব্দের আকার প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আকার প্রাকৃত হইতে আসিলেও, তাহা প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি না হইতেও পারে। 'মানুষ কতদিন বাঁচে', 'মানুষে কত দিন বাঁচে', 'ছাগলে কি না খায়', এই সকল স্থলে মানুষ, মানুষে, ছাগলে প্রভৃতি যদি একবচনের পদ হয়, তাহা হইলে ছাগলা, নরা প্রভৃতিকে বহুবচনের পদ বলিবার কারণ কি? বস্তুতঃ উহারা যে বহুবচনের পদ নহে, তাহা 'হয়' কথাটি হইতে বেশ বুঝা যায়। নরা, গজা, বলদা, ছাগলার মাঝখানে 'হয়া' না হইয়া 'হয়' হইল কেন? 'সয়'এর সহিত মিল থাকিবে না বলিয়া?—বোধ হয় তাহা নহে। 'হয়' কথাটিতেও "জাতৌ একবচনম্", অন্যগুলিতেও তাহাই। নর, গজ, বলদ, ছাগল শব্দগুলির উত্তর প্রাকৃতের পূর্ব্বালোচিত অবজ্ঞাসূচক 'আ'কার প্রযুক্ত হইয়া নরা, গজা প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

শিশুদিগের ভোজনকালে 'কাগা আয়, বগা আয়, কাগা বগা চিলে, টপ করে নিলে, কে খেলে, কে খেলে' প্রভৃতি যে পুরাণ ছড়ার আবৃত্তি এখনও সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কাগা, বগা প্রভৃতি সম্বোধনে ও কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় সম্বোধন

স্থলে যখন ব্যক্তির নামের প্রথমার্দ্ধের ব্যবহার করা হয়, তখনও অবজ্ঞা (বা কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি) বুঝাইলে এই আকার (এবং উকারও) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,— নরেন্দ্র (নর) নরা, নরু ; গজেন্দ্র (গজ) গজা ; পঞ্চানন (পঞ্চ) পঞ্চা, পঞ্চু (পাঁচু) ; বলরাম (বল) বলা ; নৃপেন্দ্র (নৃপ) নেপা, নেপু ; ব্রজকিশোর (ব্রজ) বেজা প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ঘোষজ ও বসুজ প্রভৃতির সম্বোধনাদিতে ঘোষজা ও বসুজা প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালায় অন্য অনেক কারণেও একবচনে আকারযোগ দেখা যায়। যথা,—পদ্যে 'কায়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর ; চলিত ভাষায় 'জন' প্রভৃতি শব্দের উত্তর। ঘোড়া, মেড়া প্রভৃতি প্রাণিবাচক শব্দে ইহা প্রাকৃতের স্বার্থে 'ক' প্রভৃতির পরিণতির চিহ্ন।

দীনেশ বাবুর পুস্তক হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার এইরূপ সমালোচনা করিতেছি :লিয়া কেহ যেন না মনে করেন, তাঁহার পুস্তকের কোনও সারবত্তা নাই। তাঁহার গ্রন্থ ব় আয়াস ও একাগ্রতার ফল, তাহা কেবল আমার কেন, সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বে—"যত্নেন গচ্ছতঃ কাপি স্খলনং স্যাৎপ্রমাদতঃ। হসন্ত্যসাধবস্তত্র সমাদধতি সজ্জনাঃ॥" বং এই প্রবন্ধের মধ্যে যে সমালোচনা আছে, তাহা যদি দীনেশ বাবুর পুস্তকদ্বয়ের পরবর্ত্তী ংস্করণে বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে ত্রুটির লাঘব সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে জনিত শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

উপসংহারে প্রথমার একবচনের বিভক্তিযুক্ত আর একটি শব্দের কয়েকটি রূপের লোচনা করিব। প্রাকৃতে পিতৃবাচক বপ্প (=সং বপ্র) শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ্যন প্রা° অজ্জ (=সং অদ্য) হইতে বাঙ্গালায় আজ হয়, প্রা° মজ্ঝ (=সং মধ্য) তে বা° মাঝ হয়, প্রা° মচ্ছ (=সং মৎস্য) হইতে বা° মাছ হয়, প্রা° কণ্ণ (=সং কর্ণ) তে বা° কাণ হয়, প্রা° কজ্জ (=সং কার্য্য) হইতে বা° কাজ হয়, প্রা° সপ্প, শপ্প সং সর্প) হইতে বা° সাপ (উচ্চারণ শাপ) হয়, সেইরূপ প্রা° বপ্প (=সং বপ্র, ্র) হইতে বা° বাপ হয়। এই বাপ শব্দের উত্তর প্রথমার একবচনে কোনও ক্তির চিহ্ন যুক্ত না হইয়া প্রাকৃতের মত "লুক্ চ" সূত্রানুসারে বিভক্তির লুক্ বিহিত হইলে ' রূপই থাকিয়া যায়। বাঙ্গালায় এই পিতৃবোধক 'বাপ' পদের সুবহুল ব্যবহার দৃষ্ট । এই রূপ ব্যতীত শব্দটির আরও কয়েকটি রূপ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়,—বাপা, , বাবা, বাবু। তন্মধ্যে বাপা ও বাবা পদদ্বয়ে প্রাকৃতের আকার এবং বাপু ও ত উকার বর্ত্তমান। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'বাপা' র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণ যথা,—

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥"

বিজয় গুপ্তের পুস্তকে মনসা দেবী তাঁহার পিতা শিবকে 'বাপা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য 'বাপা' 'বাবাতে' এবং 'বাপু' 'বাবুতে'

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তুলনা করুন,—শাক, শাগ, কাক, কাগ, কাগা, বক, বগা, কার্পাস কাপাস, কাবাস, ঘটিকা, ঘড়ি, ঘটিকা, ঘড়ি প্রভৃতি। বাপা পদটি (স্নেহবোধক ভাবে) এখনও পূর্ব্ববঙ্গীয়গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। বাবা পদটি পিতা বুঝাইতে এবং স্নেহ-প্রয়োগে পুত্র বুঝাইতে বা পুত্রকল্প বা পিতৃকল্প ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'বাপু' পদটি সমাজের নিম্ন স্তরের ব্যক্তির প্রতি, শ্লিষ্ট প্রয়োগে সমকক্ষের বা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি ব্যবহৃত হয়; 'পিতা' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বাবু পদটির গৌরববোধক নামনির্দ্দেশার্থে ব্যবহার শব্দটির আদরসূচক বিভক্তিযুক্ত (উকারান্ত) রূপের একটি বিশিষ্ট রূঢ় প্রয়োগ। পিতা বুঝাইবার জন্য বা পিতৃকল্প (শ্বশুর প্রভৃতি) ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যও শব্দটির ঐ রূপের কখনও কখনও প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। তবে সম্বোধনে গৌরব বুঝাইবার জন্য নামের প্রথমাংশের শেষে (যথা,—রবি বাবু, আশু বাবু, দেব বাবু প্রভৃতি) এবং স্বামী, প্রভু বা উপরিতন কর্ম্মচারীকে (মনিবকে) বুঝাইবার জন্যই সাধারণতঃ বাবু পদটির ব্যবহার হয়। বাপ্পারাও, বাপুদেব, বাবুলাল প্রভৃতি নামে বাপ্পা, বাপু এবং বাবু শব্দগুলি মূলতঃ অভিন্ন। 'মাম' শব্দনিষ্পন্ন মামা এবং মামুতেও এই 'আ' ও 'উ' দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে এই "বপ্প" শব্দের প্রসঙ্গে আর একটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। শব্দটি বাঙ্গালা সাধুভাষার নহে, উহা গ্রাম্য অপভাষার; কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর অনালোচ্য নহে। 'বাবাকেলে' জিনিষের কথা বোধ হয়, বাঙ্গালায় অনেকেই কলহপ্রবণ অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে কখনও কখনও শুনিয়া থাকিবেন। কথাটি শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে, বাবার কালের (সময়ের) কোনও বস্তুর কথা হইতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু শব্দটি প্রাকৃত "বপ্পকেলকে" হইতে আগত; প্রাকৃতে 'কেলক'= 'কেরক' শব্দ সম্বন্ধবাচী; আমার সম্বন্ধি বস্তু প্রাকৃতে 'মম কেলকে'; তোমার সম্বন্ধি বস্তু 'তুহ কেলকে'; বাবার সম্বন্ধি বস্তু 'বপ্প কেলকে'। এই কেরক বা কেলক শব্দের প্রাকৃতে ব্যবহার সংস্কৃত ছ (=ঈয়) প্রত্যয়ের মত। যথা,—সং মদীয়=প্রাং মমকেলক, সং আত্মীয় =প্রাং অত্তণকেরক (কেলক) ইত্যাদি। এই কেরক বা কেলক শব্দের সংস্কৃত প্রতি-শব্দের সহিত সংস্কৃত সময়বাচক 'কাল' শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। মৃচ্ছকটিকের অষ্টমাঙ্কে শকারের 'তুহ বপ্পকেলকে পবহণে'—তোমার বাবার গাড়ী ?—উক্তিটির এবং কেরক (কেলক) শব্দের অন্যত্রকৃত প্রয়োগগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না।

বাঙ্গালার শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মপূজাবিধি*

আমাদের পুথির এই ধর্ম্মপূজাতেই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ, এ কথা আর আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; এই কথা লইয়া আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিচার-বিতর্ক চলিতেছে।

সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ইহার, কিন্তু, কোন সম্পর্কই নাই; তাহার কথা ত কেবল "শীলরক্ষা"; উহা পূজা-পাঠের কোন ধার ধারে না।

মনে করিবেন না, ইহা মহাযানের সেই অদ্ভুত "ধর্ম্ম ধাতু"—সেই জগতের সনাতন পদ্ধতি, যাহার বশে জগৎ চলে। যে ধর্ম্মধাতুতে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,—সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত জীবজগৎ—একাকার, আর এই একাকারকে অনন্ত কোটি ভাগে ভাগ করে যে অহঙ্কার, তাহাও যাহাতেই ডুবিয়া যায়, আমাদের এ পূজা সে ধর্ম্মধাতুর পূজা নয়। তাহাতে আবার পূজাপাঠ কোথায়? কে কাহার পূজা করে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা সেই ধর্ম্মেরই শেষ পরিণাম। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সঙ্কীর্ণ দেশের সঙ্কীর্ণ লোক-সমাজে পড়িয়া সেই ধর্ম্মেরই ইহা শেষ দশা। ইহাতে "নাস্তিরূপ" ধর্ম্ম ক্রমে কচ্ছপরূপে দাঁড়াইয়াছেন।

নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিনাদম্।
নাস্তি জন্ম নাস্তি মূর্ত্তিস্তস্মৈ শ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥
কচ্ছপরূপধরং মহী (মহিং) মনোহরম্।
নির্লেপনিরঞ্জনং শ্রীধর্ম্মায় নমঃ॥

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "Worship of mud turtles" প্রবন্ধ পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া চারি কোণে ও মাঝখানে দাবা করা স্তূপটি দেখিতে কাছিমের মত বলিয়া ক্রমে ধর্ম্মও কাছিম হইয়া গেলেন।

যাহা হউক, এখন শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মের পূজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ বলিয়া মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের পূজা শিবেরই পূজা। এই পুথিতে প্রমাণ হইবে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। কেন না, ধর্ম্মপূজাতে অনেকগুলি আবরণ-দেবতার পূজা করিতে হয় ও শিব সেই আবরণ-দেবতাদেরই একজন মাত্র। ধর্ম্মের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাদের পূজার ক্রম দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই "ধর্ম্মপূজাবিধি" পুথি-প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কথা বলিবার আছে, তাহা শেষ করিয়া পূজার কথা ধরা যাইবে।

১। প্রথম কথা—এই ভাবে ধর্ম্মের পূজা কবে আরম্ভ হইল? কবে ধর্ম্মদেব হিন্দুয়ানীর হাতে পড়িয়া গেলেন? এখন আমাদের এই ধর্ম্মপূজার বক্তা শ্রীরঘুনন্দন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গোবিন্দং জগতাং গুরুম্।
ধর্ম্মপূজাবিধানঞ্চ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥

বলা বাহুল্য, রঘুনন্দন কখনও ধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি লিখিবেন, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। ধর্ম্মপূজাকে হিন্দুয়ানীর ভিতরে লইবার জন্যই রঘুনন্দনের নাম লওয়া হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, রঘুনন্দনের অনেক পরে, যখন লোকে তাঁহাকে শাস্ত্রকার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ইহা তখনকার কথা।

২। আর এক কথা—ধর্ম্মপূজা প্রথমে কোথায় উঠিল? বল্লুকার তীরেই এই পূজার কথা প্রথমে শুনিতে পাই।

ওঁকার শব্দে পণ্ডিত বেদ বৈশন্তি কোন কোন বেদ।
ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্ব আগমবেদ, শুনাইতে শুনিতে পাপ হয় ছেদ॥
সত্য যুগে॥ শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।
ব্রহ্মা হরিহর আছেন গোসাঞির বরাবরে॥
সাটি সহস্র ঋষি আছেন যত সকল মুনি।
চারি ঘাট দাসী আছেন চারি বাহিনী॥—ইত্যাদি

এখন পূজা-পদ্ধতি দেখা যাউক। সকলের আগে গণেশের পূজা। গণেশের ধ্যানে কিছু নূতনত্ব আছে। ধ্যানটি এই;—

স্থূলং সিন্দূরবর্ণং গগনঘনঘটাটোপসৌন্দর্য্যরূপং
খর্ব্বং মূষিকবাহনং ত্রিনয়নং নাগোপবীতং শুভম্।
শ্রীমন্মত্তগজেন্দ্রবক্ত্রমমলং দন্তদ্বয়ং কামদং
বন্দে হস্তচতুষ্টয়ং শশিধরং বিঘ্নেশ্বরং সুন্দরম্॥

এই ভাবে গণেশের পূজা চলিতে লাগিল। তাহার পর বেদির উপরে অষ্টদল পদ্ম বা ষোড়শদল পদ্ম, তাহার উপরে সিংহাসনে ধর্ম্ম বসিলেন। পরে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ির মণ্ডল আঁকা হইল ও সেই মণ্ডলে আবরণ-দেবতারা নিজ নিজ স্থানে বসিলেন। কামিনাদেবী ঈশান কোণে বসিলেন। কোন্ দেবতা কোন্ স্থানে বসিলেন, লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। তাহার পর ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ধর্ম্মের ডাক আরম্ভ হইল।

কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন-।
দানপতিকে আশীর্ব্বাদ কর অনুক্ষণ॥

তাহার পর কোন্ দেবতা কোন্ ফুলে তুষ্ট, বলা আছে। কামিনা ওড্র ফুলে তুষ্ট, শিব বিল্বপত্রে তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ তুলসীপত্রে ও ধর্ম্মদেব পদ্মপুষ্পে তুষ্ট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্ম্মের সম্মুখে চণ্ডীপাঠ চলিতে লাগিল। ভক্তগণের পূজা আরম্ভ হইল। কলিযুগের ভক্তগণের নাম—কপিলা, নারায়ণ, মণিরাজভট্ট, মুণ্ডির ঘোষ, পূর্ব্বদত্ত, ভীমক, কৌতুক, বিঘ্নেশ্বর, আসারা চাণ্ডাল, বরুণ, সগর, মনোরথ পণ্ডিত, পদ্মসারেজ, সাধুপুর দত্ত ও

ধনকুবের। তাহার পর আসিলেন দ্বারপালগণ। তাহার পর সকলের প্রণাম আরম্ভ হইল। ইহাদের মধ্যে কায়স্থ শঙ্করকে প্রণাম করার কথা আছে। তাহার পর ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম প্রভৃতি। তাহার পর কত রকমের ছড়া আরম্ভ হইল, গায়ন বরণ হইল, যাহার রচিত ধর্ম্মের পালা গাইবে, সংকল্পে তাহার নাম উল্লেখ হইল।

পুথির এক হইতে কুড়ি নম্বর পাতা পর্য্যন্ত এই সকল কথা হইল। ২১ নং পাতার অপর পৃষ্ঠ হইতে আবার এক দুই করিয়া নূতন নম্বর আরম্ভ হইয়া ৯৬ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এইখানে যথাবিধি আবরণ-দেবতাগণের সহিত ধর্ম্মের পূজা আরম্ভ হইল। সঙ্কল্প হইল।

"কাশ্যপগোত্রাণাং দ্বিজসজ্জনানাং মেলকৈর্গণপত্যাদি কামিনাদেবী শ্রীশ্রীধর্ম্মনিরঞ্জনভট্টারক পূজাকর্ম্ম কর্ত্তুং সঙ্কল্পমহং করিষ্যে।" তাহার পর আবার ভূতশুদ্ধি। সমস্ত দেহকে বর্ণময় ভাবা হইল।

আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে
দ্বে পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বালমধ্যে ডককটসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি ॥

এইবার বিশেষভাবে আবরণ-দেবতাদের সহিত ধর্ম্মের প্রকৃত পূজা আরম্ভ হইল। গণেশের পর আসিলেন সূর্য্য, সূর্য্যের পর বিষ্ণু, বিষ্ণুর পর আসিলেন শিব। ধ্যান সেই "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং"। তারপর নিরঞ্জনের পূজা।

ওঁ যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বসঙ্কল্পহীনং
তত্রৈকোঽপি নিরঞ্জনোঽমরবরদঃ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥

এইরূপে অতিদীর্ঘ দীর্ঘ ধ্যান, মন্ত্র ও স্তোত্র সকল আরম্ভ হইল। ইনি শূন্যরূপ, কিন্তু কচ্ছপাকার ও উলূকবাহন। যাহা হউক, অনেক ক্ষণ তাঁহার পূজাতে গেল। পরে তাঁহার বাহন উলূকের পূজা। তাহার পর এখন কামিনাদেবীর অতি সংক্ষেপে একবার পূজা হইল। তারপর ক্রমে লক্ষ্মী, বসুমতী, বিশালাক্ষী ও বিষহরীর পূজা।

বিশালাক্ষী ও বিষহরীর ধ্যান ;—

ওঁ প্রাতঃকালে কুমারী কুমুদকলিকয়া জাপ্যমালাং জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা বিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালা পতাকা
সা দেবী হেমবর্ণা ত্রিজগতজননী যোগিনী যোগমুদ্রা ॥

ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ।

ওঁ বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্জ্বলে।
দৈত্যমাংসস্পৃহে দেবি বিশালাক্ষি নমোস্তু তে ॥

ততো বিষহরীং পূজয়েৎ।

ওঁ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং মহিময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্ব্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমধিপং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্করপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাগুনীম্ ॥ (?)

ওঁ বিষহার্য্যৈ নমঃ।

ওঁ ফণিফণ-মণিগণ-ভূষিত-মস্তে
খরতর-বিষধর-কঙ্কণ-হস্তে।
বহুজন-জনিত-জয়ধ্বনি-তুষ্টে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে ॥

তাহার পর বটুকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ভৈরবগণের পূজা। তাহার পর আসিলেন— ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা দেবী। তাহার পর বাশুলীর পূজা।

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ ॥

ও বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভাম্ ॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্ ॥
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ইত্যাবাহনম্।

এইরূপে বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা হইল। পরে সরস্বতী, কুবের, ক্ষীরসমুদ্র, ষষ্ঠী ও ভগবতীর পূজা।

ভগবতীর ধ্যান;—

ওঁ গৌরাঙ্গীং বৃষবাহনাং স্মিতমুখীং পীতাম্বরধারিণীং
কেয়ূরাঙ্গদকুণ্ডলোজ্জ্বলতনুং গোগোপীবৃন্দৈঃ স্তুতাম্।
ষষ্ঠীং পাশবরাভয়ানি দধতীং সাম্যং চতুর্ভির্ভুজৈঃ
গোধূলীপরিধূসরাং ভগবতীং গাশ্চারয়ন্তীং ভজে ॥

ভগবতীর পর ব্রহ্মা, গরুড় ও বিশ্বকর্ম্মার পূজা। তাহার পর দ্বারীদের পূজা—পূর্ব্বদ্বারে আছেন সূর্য্য, দক্ষিণদ্বারে হনুমান্‌, পশ্চিমদ্বারে চন্দ্র ও উত্তরদ্বারে গরুড়। তাহার পর নন্দী, কামদেব, বাণেশ্বর ও পণ্ডাসুরের পূজা আছে। তাহার পর দশ দিক্‌পালের পূজা। তাহার পর অস্ত্রসকল ও নবগ্রহের পূজা। তাহার পর পাটপূজা। এই পাটপূজার মধ্যে শ্বেতপণ্ডিত, নীলপণ্ডিত, কংসারি পণ্ডিত ও রামাই পণ্ডিতের পূজা হয়। তাহার পর দণ্ডপূজা ও নবাগ্নি-পূজা—কপিলাগ্নি, পিঙ্গলাগ্নি, ধূম্রাগ্নি, জঠরাগ্নি, শিখিনামক অগ্নি, হাটকাগ্নি, মহাতেজোঽগ্নি, হুতাশনাগ্নি ও রৌদ্রাগ্নি—এই নয়টি অগ্নির পূজা হয়। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ ও সূর্য্যের বিস্তৃত পূজা।

তাহার পর নানা দেব-দেবীর, ভক্তবৃন্দের ও নানা দেশের নাম করিয়া এক একটি ফুল দিতে হইবে। ইহার মধ্যে কালু ঘোষ, মণ্ডির ঘোষ, সাধুপুর দত্ত, তাম্বুলি, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বটগ্রাম ও রাজা গৌড়েশ্বরকে ফুল দিবার কথা আছে।

তাহার পর কামিনাস্থাপন ও কামিনা দেবীর বিশেষভাবে পূজা। কামিনা দেবীকে ধর্ম্মেরই শক্তি বলিয়া মনে হয়। কেন না, ধর্ম্মের ধ্যানে কামিনা-সহিতই তাঁহাকে ধ্যান করিবার কথা।

কামিনা দেবীর ধ্যান

ধ্যাত্বা নীলোৎপলাকারাং নীলাঞ্জনসমপ্রভাম্।
আদিত্যস্তান্তনয়নাং মৌলিচন্দ্রবিভূষিতাম্॥
কামচারুমুখাং দেবীং সদা মদনবিহ্বলাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্॥
ওঁ নমস্তে কামিনাকুণ্ডে ত্রিদশৈঃ পরিসেবিতে।
অন্ধং কুষ্ঠং হরেদ্দেবী কামিনায়ৈ নমোঽস্তু তে॥
ওঁ নীলজীমূতসঙ্কাশাং সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সুপ্রভাম্।
পূর্ণেন্দুসূর্য্যনয়নাং মৌলিচন্দ্র-বিভূষিতাম্॥
সুচারুবদনাং দেবীং সদা মদনবিহ্বলাম্।
সর্ব্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্॥

তাহার পর গাম্ভারী বৃক্ষের পূজা। তাহার পর ভোজ্যোৎসর্গ, পাত্রভোগ প্রভৃতির পর প্রকাণ্ড দিগ্‌ডাক আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে গঙ্গার দুই কূল, বর্দ্ধমান, তমলুক, বিক্রমপুর, বড়গ্রাম, ছোট ভেট্‌ ও বড় ভেটের ডাক হয়। তাহার পর কামিনা বিসর্জ্জন হইয়া গেলে রমাই পণ্ডিতের নানা রকমের ছড়া আরম্ভ হইল। তাহার পর ছাগবলির ব্যাপার। ইহাতেও রমাই পণ্ডিতের ছড়া আছে। ক্রমে যথাবিধি দক্ষিণান্ত হইল।

অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি দেওয়া হইল। দেখা গেল, নানা দেবদেবীর মধ্যে বসিয়া ধর্ম্মঠাকুর কেমন পূজা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যেন আর কেহ ধর্ম্মঠাকুরকে শিব বলিয়া তাঁহার অপমান না করেন।

ওঁ নিরঞ্জনায় ধর্ম্মায় সর্ব্বায় সর্ব্বসাক্ষিণে।
সমস্ত-দেবতা-মৌলিপ্রপূজ্যায় নমো নমঃ॥

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার উৎপত্তি*

বর্ত্তমান যুগেও এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা লিখিতে বা পড়িতে জানেন না; লিখিত পত্র আসিলে তাঁহারা লেখা-পড়া-জানা লোকের নিকট তাহা পড়াইয়া লয়েন। লিখিত ভাষা উচ্চারণ করিয়া পড়িয়া দিলে, তাহা তাঁহারা বুঝেন অর্থাৎ বাচনিক ভাষা তাঁহারা বুঝেন; কিন্তু লিখন-পদ্ধতির সহিত তাঁহারা পরিচিত নহেন। কারণ, লিপিবিদ্যা শিখিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে নাই। এইরূপ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন; দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এইরূপ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ তিন বা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনৈতিহাসিক যুগে মনুষ্য-সমাজে লিপিবিদ্যা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিই লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। অর্থাৎ জগতে যে কাল হইতে মনুষ্য-জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে, সে কাল হইতে লিপিবিদ্যার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, জগতে এমন একটা যুগ ছিল, যখন মনুষ্য-জাতি লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন না। দূরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তির নিকট কোনও সংবাদ প্রেরণ অভিপ্রেত হইলে, হয় স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে হইত, আর না হয়, কোনও বিশ্বাসী ভৃত্য বা বন্ধুকে সে স্থানে পাঠাইতে হইত। কাজটা যে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক সময় নষ্ট হইত, অধিক অর্থ ব্যয় হইত, প্রেরিত ভৃত্যাও সময়ে সময়ে পথিমধ্যে দস্যুদল কর্ত্তৃক বা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইত। আবার বিদ্যার প্রসারও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, যাহা কিছু স্মৃতিমধ্যে গ্রথিত থাকিতে পারে, তদতিরিক্ত কিছুরই আলোচনা সম্ভবপর ছিল না। এই সমস্ত অসুবিধা সকলেই অনুভব করিতেন, সুতরাং প্রতিবিধানেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইত। এই চেষ্টার ফলে কোনও মনস্বী ব্যক্তি লিপিবিদ্যার আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের পর সকলেই সে বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাটার অত্যন্ত আদর হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই বহুকাল আবিষ্কৃত লিপিবিদ্যার সহিত আধুনিক যুগের যে সকল ব্যক্তি পরিচিত নহেন, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলে সুকবি গ্রে-লিখিত সুপরিচিত কবিতাবিশেষের দুইটি পংক্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়;—

> "But knowledge to their eyes did ne'er unroll
> Her ample page, rich with the spoils of time."

অর্থাৎ আবহমান কালের ধ্বংসের পরিণতিতে মনুষ্য জাতি যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছেন, অশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় নাই। কালের বিবর্তনে সম্প্রদায়-বিশেষের তিরোধান হইতেছে ও সম্প্রদায়ান্তরের আবির্ভাব হইতেছে। এই তিরোধান ও আবির্ভাবের মধ্যে মনুষ্য জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। এই সঞ্চিত জ্ঞান সমগ্র মনুষ্য জাতির সম্পত্তি। কিন্তু যাঁহারা এই মহামূল্য সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত, তাঁহারা হতভাগ্য।

এইরূপ চিন্তা করিলে আমরা এরূপ একটা অনৈতিহাসিক যুগের অনুমান করিতে পারি, যখন মনুষ্য কথা কহিতে পারিত না, যখন মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর মধ্যে ভাষাগত কোনও প্রভেদ ছিল না। পরে প্রয়োজনবশতঃ ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে মনুষ্য ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে।

এখানে একটা বক্তব্য আছে। ভাষা শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক। আচ্ছা, ভাষা দ্বারা আমরা কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। ভাষা দ্বারা আমাদের দুইটি কার্য্য হয়। ভাষা দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিয়া থাকি। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলিতে গেলে কথাটা এইরূপ হইয়া দাড়ায়,—যেমন দাত্র দ্বারা ছেদন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, লেখনী দ্বারা লিখন-কার্য্য সমাধা হয়, খনিত্র দ্বারা খনন-কার্য্য হইয়া থাকে, তেমনি ভাষা দ্বারা মনোগত ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। অর্থাৎ দাত্র যেরূপ ছেদন-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, লেখনী যেরূপ লিখন-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, যষ্টি যেরূপ প্রহার-কার্য্যের সাধনস্বরূপ, ভাষা সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ কার্য্যের সাধনস্বরূপ। মনোভাব প্রকাশ ব্যতীতও ভাষার একটি কার্য্য আছে, ভাষা ব্যতীত চিন্তা-বৃত্তির অনুশীলন হয় না। যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা মনে মনে একটা প্রশ্ন করি এবং মনে মনেই তাহার সমাধানের চেষ্টা করি। সুতরাং চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন এক প্রকার কথোপকথন; ইংরাজী ভাষায় বলিলে এ প্রকার কথোপকথনকে dialogue না বলিয়া monologue বলিতে হয়।

এই আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, ভাষা দ্বারা আমরা দুইটি কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকি,—মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন। সুতরাং যে প্রকার মুখোচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর, সেই ধ্বনি বা Articulate soundকে আমরা ভাষা শব্দ দ্বারা বুঝিব। ইংরাজী, বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভাষাবিশেষ মাত্রকে ভাষা শব্দ না বুঝিয়া ভাষা শব্দের দার্শনিক অর্থ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইবে।

কি কি কারণে ও কি কি উপায়ে এই মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তানুশীলনের সাধনীভূত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একণে আলোচ্য। আপনারা বলিতে পারেন, ভগবান্ যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিবিধ জ্ঞান ও ভাষার অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম এ প্রকার নহে। ভগবান্ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাকে হস্ত-পদাদি ও বুদ্ধিবৃত্তি দান করিয়াছেন। এই সকলের ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নিজে নিজেই বিবিধ জ্ঞান অর্জ্জন ও স্বীয় জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া লয়

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজ্যে পূর্ণ থালা তিনি আমাদের মুখের সম্মুখে আনিয়া দেন না; আমরাই তাহা স্ব স্ব উদ্যম ও চেষ্টা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লই। বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা-শক্তি ও চেষ্টা-বৃত্তি আমাদের মধ্যে সংক্রমিত আছে। সৃষ্টি-শক্তির কিয়দংশ তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহকে, বিশেষতঃ মনুষ্যকে তিনি দান করিয়াছেন। সেই শক্তি-প্রভাবেই তৎপ্রদত্ত অন্যান্য উপকরণাদির সাহায্যে মনুষ্য বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় যান, তাড়িত বার্ত্তা, ছায়াচিত্র প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্য জাতি কি প্রকারে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই জগতে আদিম মনুষ্যগণের আবির্ভাবের চিত্র কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া দেখিতে হয়। মনে করুন, এই পৃথিবীতে ভগবান্ একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মন—এই যাবতীয় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদিগের কোনও রূপ জ্ঞান নাই। এরূপ অবস্থায় তাহারা কি প্রকারে বিবিধ জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা যাউক। মনে করুন, সেই প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াই ক্ষুধা বা উদরমধ্যে অসহ্য জ্বালা-বিশেষ অনুভব করিল। কারণ, তাহার জ্ঞান না থাকিলেও ক্ষুধা না থাকিবার কোনও কারণ নাই। এই স্থানে দৈব তাহার সহায়তা করিল। বৃক্ষশাখা হইতে তাহার সম্মুখে একটি পক্ক ফল পতিত হইল। সে দেখিল, বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটি পক্ষী সেইরূপ ফল খাইতেছে। তাহা দেখিয়া অনুকরণপ্রবৃত্তি বশতঃ মনুষ্য ফলটি খাইয়া ফেলিল। ফলটি খাওয়ায় তাহার উদরমধ্যে যন্ত্রণাবিশেষের অবসান হইল। আবার যখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তখন সে পুনরায় ফল ভক্ষণ করিল এবং জ্ঞান লাভ করিল যে, ফল খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। মনুষ্য কি প্রকারে এই জ্ঞান লাভ করিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এখানে প্রয়োজন ও দৈব, এই দুইটি মাত্র কারণের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ক্ষুধার নিবারণ করা তাহার প্রয়োজন হইল এবং ফলভোজী পক্ষী দর্শন ও ভোজনার্থ ফলপ্রাপ্তি দৈবরূপে তাহার সহায়তা করিল এবং অনুকরণ-প্রবৃত্তিবশতঃ মনুষ্য তাহা খাইয়া ক্ষুন্নিবারণের উপায়স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিল। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের কারণ দুইটি বলা যাইতে পারে;—প্রয়োজন ও দৈব। বিনা প্রয়োজনে জ্ঞানার্জ্জন হয় না এবং বিনা দৈব সাহায্যেও জ্ঞানার্জ্জন হয় না। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পণ্ডিতগণ যে মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মূলে এই দেখা যায় যে, জগদীশ্বর প্রথমে জীবের জীবন ধারণের উপযোগী বস্তুজাতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই সকল বস্তুজাতের ব্যবহার করিতে সমর্থ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে বৃক্ষ-লতাদি, পরে কীট-পক্ষী প্রভৃতি জীব ও সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভগবৎ-সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যবহার করিয়া বিবিধ জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে।

অতঃপর ভাষার কথা। মনুষ্য জাতি পরস্পর একত্র বাস করিতে ভালবাসে। নির্জ্জন-

বাস বা নির্ব্বাসন মনুষ্য জাতির পক্ষে দুঃসহ শাস্তিবিশেষ। এই সামাজিকতাবশতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে। অবশ্য মনুষ্য যদি সামাজিক জীব না হইত বা যদি জগতে একটি মাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন হইত না এবং তাহা হইলে ভাষার সৃষ্টিও হইত না। অর্থাৎ মনুষ্য জাতির সামাজিকতাই ভাষা সৃষ্টির প্রধানীভূত কারণ।

যখন মনুষ্য জাতি কোনও ভাষার সহিত পরিচিত ছিল না, তখন কি উপায়ে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদানপ্রদান সম্ভবপর হইয়া থাকিতে পারে, তাহা আলোচ্য। আমরা দেখি যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিদ্বয় একত্র হইলে সাধারণতঃ অঙ্গ-সঞ্চালন ও মুখভঙ্গির দ্বারা অর্থাৎ বিবিধ সঙ্কেতের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। একটা কল্পনার চিত্র সম্মুখে ধরিয়া কথাটা একটু পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন, এক জন সাহেব ডাক্তার ইংলণ্ড হইতে সদ্য আসিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষা জানেন না। দুই জন বাঙ্গালী কৃষক গোশকটারোহণে তাঁহার নিকট আসিল। তন্মধ্যে এক জনের পদ-যষ্টি ক্ষত হইয়াছে। তাহার সঙ্গী সাহেবকে সেলাম করিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালনপূর্ব্বক অপর কৃষকের পদক্ষত প্রদর্শন করিল এবং বঙ্গভাষায় কি বলিল। সাহেব বঙ্গভাষা না বুঝিলেও এই বুঝিলেন যে, লোকটার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। সাহেব অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা ক্ষত প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরেজী ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক তাহা না বুঝিয়াই একটি বৃক্ষ প্রদর্শন করিয়া তাহার উচ্চ শাখার দিকে অঙ্গুলি উত্তোলনপূর্ব্বক পরে অঙ্গুলি নামাইয়া ভূমি প্রদর্শন করিল এবং বঙ্গভাষায় কি বলিল। সাহেব ভাষা না বুঝিয়াও বুঝিলেন যে, বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতনই তাহার এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ। তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

আর একটি বিষয় আমাদের এই উপলক্ষে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশু কি প্রকারে প্রথম ভাষা শিক্ষা করে? সদ্যোজাত শিশু কেবল রোদনের দ্বারাই দুঃখাদির জ্ঞাপন করিয়া থাকে। হর্ষ হাস্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিছু কাল পরে সে আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বিবিধ অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে। সে শব্দের অর্থ বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। তাহার মনোভাব তখনও রোদনাদির দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আরও কিছু কাল পরে অস্ফুট শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে কর-প্রসারণাদি সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং পরে "মাম্মা", "দাদ্দা", কাক্কা" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করে। আরও কিছু কাল পরে এই সকল শব্দের এক একটা অর্থ সে অনুভব করিতে শিখে অর্থাৎ এক একটা শব্দের সহিত এক একটা বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। মাতা, ভগিনী বা অন্যান্য যে সকল আত্মীয়ের মধ্যে শিশু বাস করে, তাঁহারাই এই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া থাকেন। অতঃপর শিশু বিবিধরূপ ধ্বনির উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে। শিশু শুনিল,—বিড়াল ম্যাও

ম্যাও করিতেছে—সেও ম্যাও উচ্চারণ করিল। কুকুর বুক্‌বুক্ করিতেছে শুনিয়া শিশুও উচ্চারণ করিল "বুবু"। কিন্তু এই সময়ে শিশু ভাষা সৃষ্টি করিবার শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। 'ম্যাও' শব্দ তাহার নিকট বিড়ালবাচী, 'বু' শব্দ কুকুরবাচী। এইরূপ অন্যান্য বহু শব্দেরও সে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মনুষ্য জাতিও সেইরূপই করিয়া থাকিবে। যখন পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইল, তখন সঙ্কেতাদি দ্বারা ভাবপ্রকাশ কার্য্য চলিতে লাগিল এবং সঙ্কেত ও অঙ্গ সঞ্চালনাদির সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা কতিপয় অস্ফুট ধ্বনির উচ্চারণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহারা বক্তৃতা-কালে হস্তপদাদি সঞ্চালন ও বিবিধরূপ মুখভঙ্গী দ্বারা স্ব স্ব মনোভাবের অর্দ্ধেক প্রকাশ করিয়া ফেলেন। অবশ্য মুখোচ্চারিত ভাষা দ্বারাই মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই-রূপ অতীত কালে মুখোচ্চারিত ভাষা যখন মনুষ্য জাতির অধিগত হয় নাই, তখন অঙ্গ-সঞ্চালনাদির দ্বারা ভাষার কার্য্য চলিত বটে, কিন্তু জিহ্বা নিশ্চেষ্ট থাকিত না। কিরূপ ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বা করিত, তাহার অনুমান করা সহজ নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মনোভাব-জ্ঞাপন যখন উদ্দেশ্য, তখন জিহ্বা বা বাগিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকিত না। আপনারা বলিতে পারেন যে, যদি অঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে মানব দ্বিগুণ পরিশ্রম করিবে কেন? যদি একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ হয়, তবে অন্য ইন্দ্রিয় বৃথা খাটিয়া মরিবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, মনোভাব প্রকাশ করিবার সময়ে বাগিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। কারণ, ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল এইরূপ যে, জিহ্বার শব্দ করিবার জন্য একটা শক্তি সঞ্চিত থাকে; সেই সঞ্চিত শক্তি-প্রভাবে শিশু আবোল-তাবোল বকিতে থাকে; না বকিলে তাহার জিহ্বা সুড়্‌সুড়্ করে। হর্ষ উপস্থিত হইলেই যেমন হাসি পায়, মনোভাব প্রকাশের ইচ্ছা হইলেই তেমনি বাগিন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। আপনারা বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, প্রসবের পর গোবৎস পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে শুইয়া থাকে। তৎপরে অকস্মাৎ ছুটাছুটি আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আবার শুইয়া থাকে। সদ্যোজাত গোবৎসের এই ছুটাছুটির কারণ কি? কারণ এই যে, গোবৎসের শরীরে ছুটাছুটি করিবার জন্য একটা শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই শক্তির অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত গোবৎস ছুটাছুটি করিতে বাধ্য। ছুটাছুটি না করিলে তাহার পা সুড়্‌সুড়্ করিতে থাকে। এই সুড়্‌সুড়ি নিবারণের জন্য সে ছুটাছুটি করে।

মনোভাব প্রকাশের জন্য অঙ্গসঞ্চালনাদির সহিত যে সকল অব্যক্ত ধ্বনি মনুষ্য উচ্চারণ করিত, সেই ধ্বনিসমূহের কোনও রূপ অর্থ ছিল না। কিন্তু বিবিধরূপ ভাব প্রকাশের জন্য বিবিধরূপ অঙ্গচালনা ও সঙ্গে সঙ্গে বিবিধরূপ ধ্বনির উচ্চারণ হইত। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্চা-রিত ধ্বনিসমূহ এক একটা ভাব প্রকাশের শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই ধ্বনিসমূহ ক্রোধ, হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার উপযোগী ভাষা অর্থাৎ বাক্যে পরিণত হয়। সেই

বাক্যসমূহ ক্রমে ক্রমে ক্রোধাদিজ্ঞাপক অব্যয় পদে পরিণত হইয়াছে। ভাষার উৎপত্তির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, সর্ব্বপ্রথমে অব্যয় পদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এই পদসমূহ সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক এক একটি বাক্য ছিল। ভাষার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে বাক্য, পরে পদ ও সর্ব্বশেষে প্রাতিপদিক উদ্ভূত হইয়াছে। অব্যয় পদসমূহে পদত্ব ও বাক্যত্ব উভয়ই আছে। এখানে বাক্য শব্দ আমি ইংরেজী Sentence অর্থে ব্যবহার করিলাম।

ভাষার ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে আমরা কতিপয় অব্যয় পদ বা বাক্য পাইলাম। দ্বিতীয় স্তরে আমরা ধ্বনির অনুকরণজাত কতিপয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদ্ভব লক্ষ্য করিতে পারি। শিশুর ভাষায় যেমন আমরা বিড়ালবাচী "ম্যাও" শব্দ ও কুকুরবাচী "বুবু" শব্দ লক্ষ্য করিয়াছি, আদিম মনুষ্যগণের ভাষার দ্বিতীয় স্তরে আমরা সেইরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহের উৎপত্তি দেখিতে পাই। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "শব্দতত্ত্ব" নামক অমূল্য গ্রন্থে বঙ্গভাষার ব্যবহৃত বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পৃঃ ২৩—২৮।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। ধ্বনির অনুকরণে শব্দের সৃষ্টি সকল জাতি সমান ভাবে করে না। একই ধ্বনির অনুকরণে বিবিধ জাতি বিবিধ শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অম্ল রসের আস্বাদনে জিহ্বা এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। সেই শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে বঙ্গভাষায় "টক" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী ভাষায় একই কারণে "খাট্টা" শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, বঙ্গভাষায় সাধারণতঃ শব্দের প্রথম অক্ষর উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় অক্ষর সাধারণতঃ প্রাধান্যের সহিত উচ্চারিত অর্থাৎ accented হয়। ফলে অনেক সময় প্রথম অক্ষর লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন শিশুপালের রাজধানী 'সুপৌল', উপাধ্যায় শব্দজ 'ঝা' ইত্যাদি।

ভাষার উৎপত্তির তৃতীয় স্তরে আমরা স্বেচ্ছাকৃত শব্দ-সৃষ্টি দেখিতে পাই। এই স্তরে মনুষ্য এক একটা বস্তুর এক একটা নাম রাখিয়াছে। এক একজন মানুষের যেমন এক একটা নামকরণ হয়, এক একটা বস্তুরও তেমনি এক একটা নামকরণ হইয়াছে। তাই পুষ্প-বিশেষকে আমরা বলি—"গোলাপ," ইংরাজেরা বলেন—"Rose"।

চতুর্থ স্তরে সমাসের উদ্ভব উল্লেখযোগ্য। দুইটি শব্দ একত্র করিয়া একটি শব্দের সৃষ্টিকেই সমাস বলে। আর্য্যভাষায় (Aryan stock এ) সমাসের উদ্ভব বিষয়ে পণ্ডিতদিগের পরিগৃহীত মত এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। বিবিধ আর্য্য-ভাষাসমূহের পর্য্যালোচনায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম আর্য্য-ভাষায় 'মি' বা 'ম' শব্দ বা পদের অর্থ ছিল "আমি"; 'সি' বা 'ই' শব্দের অর্থ 'তুমি' এবং 'তি' বা 'ত' শব্দের অর্থ "সে"। ম ও সি (আমি ও তুমি) একত্র হইয়া 'মসি' বা আমরা সৃষ্ট হয়। আবার এই সকল ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম-পদ ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ অর্থবোধক সমাপিকা ক্রিয়া বা বাক্য সৃষ্টি করে; যথা—যামি, যাসি,

যাতি, যামসি প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে এইরূপে প্রত্যয় ও উপসর্গাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সে সকল সমাসেরই পরিণতি মাত্র।

অতঃপর একবচন, দ্বিবচন, ত্রিবচন বা বহুবচন; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ; গুণবাচক ও ভাববাচক পদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।*

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শতাধিক-পঞ্চবিংশতিতম সূক্তের পঞ্চম সংখ্যক ঋকে বাগ্‌দেবী বলিয়াছেন;—

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

অর্থাৎ আমি বাগ্দেবী স্বয়ং এই ব্রহ্মাত্মক বেদবাক্য কহিতেছি এবং ইহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার সহিত সেবিত হইয়া থাকে। আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র করিয়া থাকি, তাহাদিগকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পদে উন্নীত করিয়া থাকি, তাহাদিগের অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শন (ঋষিত্ব) লাভ হয় এবং তাহারা অত্যন্ত প্রজ্ঞাশালী হইয়া থাকে।—খাঁটি কথা। ভাষার শক্তি অসীম। ভাষার প্রভাবেই মনুষ্য-সমাজের গঠন, ভাষাই সমাজের বন্ধন এবং ভাষাতেই মনুষ্য ও পশুর পার্থক্য। ভাষা দ্বারাই চিন্তা ও ভাষা দ্বারাই চিন্তার অভিব্যক্তি। সুতরাং চিন্তা দ্বারা মনুষ্য যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, তাহার মূলে ভাষা। জলদচারিণী চপলা এখন ঘরে ঘরে পাখা ঘুরাইতেছে, বিনা তৈলে গৃহে দিবালোক দান করিতেছে এবং পথে ট্রামগাড়ি টানিতেছে। বারিদ-ভোজ্য বাষ্প ষ্টীমার ও রেলগাড়ী চালাইতেছে। গ্রন্থসমূহে আমাদিগকে বিংশতি বৎসরে বিংশ শতাব্দীর অর্জ্জিত জ্ঞান দান করিতেছে। এ সকলের মূলে ভাষা ও ভাষার সাহায্যে চিন্তা। বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি-প্রভাবেই মানুষ ফটো, বায়োস্কোপ, সচল পুত্তলিকা প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তির অংশ গ্রহণ করিয়াছে; তাড়িত বার্ত্তা, ষ্টীমার ও রেলগাড়ীর প্রভাবে আজ মানুষ মহাশক্তিমান্; বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রভাবে অতীন্দ্রিয়দর্শী এবং গ্রন্থাদিতে সঞ্চিত বিদ্যার প্রভাবে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান্।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ঠাকুর-মা'র ইতিহাস *

"সেই মামা সেই মামী সেই পুকৈর[১] পার ঘর। তখন কেন গো মামী হাতে রাখ্‌ছিলা সর॥" এই শ্লোকটি পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রচলিত আছে। অনেক লেখক ইহার মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। আমি ইহার বিস্তৃত বিবরণ আপনাদিগকে উপহার দিতে প্রয়াস পাইব।

শুনিতে পাই যে, বল্লালী আমলে এক এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ প্রায় শতাধিক বিবাহ করিতেন। তাঁহারা প্রথম বিবাহের স্ত্রীরই ভরণ-পোষণ-ভার গ্রহণ করিতেন, তাঁহার আর আর স্ত্রীকে স্ব স্ব পিত্রালয়ে বাস করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রী রূপবতী হইত, তাহাদের ভিন্ন অবশিষ্ট স্ত্রীর নাম-মালা স্বামীর "বিবাহ-বিল-ই" সুশোভিত করিত। কুরূপা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও সুরূপা স্ত্রীর সংখ্যা একেবারে কম হইত না; অন্ততঃ শতার্দ্ধ। এই শতার্দ্ধ স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে চেনাও পিতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিত। আর এই সকল পুত্র-কন্যাকে পিতাকেই লালন-পালন করিতে হইত না, তাহারা বাধ্য হইয়া স্ব স্ব মাতুলালয়ে বাস করিত।

ইহাতেও এক বিপদ্ ছিল। যে সকল ছেলে মেয়ে মাতুলালয়ে বাস করিত, তাহাদের মাতুলবর্গ যদিও তাহাদিগকে চক্ষুলজ্জায় কিংবা ঠিক স্নেহ না হউক, অন্য যাহা হউক, একটার জন্য তেমন একটা কিছু বলিতে পারিতেন না—যেমন তেমন করিয়াই হউক, ভাগিনেয়দিগকে ভরণ-পোষণ করিতেন, পরের ঝি (কন্যা) মামী তাহা পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা ভাগিনেয়দিগের উপর রণোন্মত্তা অসুরনাশিনীর ন্যায় বহ্নিশিখা সম দৃষ্টিবাণ বর্ষণ করিতেন; সময় সময় স্বামীকে দেখাইয়া, কখনও কখনও "ঠাকুরঝির" সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে তাহাদিগকে "কিল্‌টা চাপড়টা" মারিতেন। হয় ত লাঠি উঠাইয়া আসিতেন। সেই কালে সেই সকল মাতুল-পালিত পুত্রকন্যারা ঐ গান গাহিত এবং আরও গাহিত,—

"মামার দিল চিড়া কলা
দুয়ালে বইয়া খাই—
মামী আইল ঠেঙ্গা লইয়া
দৌল দিয়া যাই।"

এই অবস্থায় সমাজের কর্ত্তারা যখন দেখিলেন যে, যত দিন কৌলিন্য-প্রথা দেশে প্রচলিত থাকিবে, তত দিন জঠর-জ্বালায়ই হউক, কুলরক্ষা করিবার জন্যই হউক, অর্থ-লোভেই

---

* বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি কোনও বৃদ্ধার সহায়তায় লিখিত বলিয়া "ঠাকুর-মা'র-ইতিহাস"—এই নাম দিয়াছি।—লেখক।

১। পুকৈর—পুকুর, পুষ্করিণী।

হউক, আর যাহার জন্যই হউক, কুলীনেরা বহু-বিবাহ ত্যাগ করিবে না, পুত্রকন্যাদিগকেও মাতুল-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মাতুলানীদিগের সম্মার্জ্জনী, নগুড়াঘাত এবং তীব্র ভর্ৎসনায় নিষ্পেষিত এবং খর দৃষ্টিতে ম্লান হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, তখন তাঁহারা রমণীদিগের মধ্যে "ক্ষেত্রপাল" নামক এক দেবপূজার প্রচলন করিয়া দিলেন। রমণী-হৃদয় ভক্তিপ্রবণ; তাঁহারা ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে প্রতি বৎসর "ক্ষেত্রপালে"র পূজা করিতে লাগিলেন। এই পূজা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের যে কোন রবিবার ও বৃহস্পতি বারে হইয়া থাকে। এই সময়ে গৃহস্থের ঘর নূতন "দিঘা" ও "লক্ষ্মী-দিঘা" ধানে পরিপূর্ণ থাকে। এই নূতন ধানের চাউলের "ছাতু", "মূলা," নূতন "গুড়" (খেজুরে গুড়) ও নারিকেলই এই পূজার প্রধান উপকরণ। "ডালায় ডালায়" ছাতু দিতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নফর, রাইয়ত, ধোপা নাপিতের নামেও ডালার মধ্যে শক্ত দ্বারা পুত্তলী আঁকিতে হয়। তারপর পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিলে, আমন ধান্যের সাত একুশ গাছ "নুড়ী" পুড়িতে হয়। পূজা অবসানে পূজার কথা কহিতে হয়। সাধারণতঃ ঠাকুর-মা'রাই সাজাইয়া গুছাইয়া, কথায় রঙ্গ দিয়া পূজার কথা কহিয়া থাকেন—আর তরুণীরা দূর্ব্বা ও ফুল হাতে করিয়া একমনে বসিয়া শুনে। কোন রমণী প্রয়োজনবশতঃ কথা শুনিতে না পারিলে নখ দিয়া তাহার নামে মাটিতে পুত্তলী আঁকিয়া, তার উপর সাত গাছ দূর্ব্বা রাখিয়া দিয়া প্রতিনিধি রাখিয়া যায়। পাঠকগণ পূজার কথা পাঠ করিলেই পূজা-প্রচলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নে পূজার কথা ঠাকুর-মা'র ভাষায় অবিকল লিখিত হইল।

এক ব্রাহ্মণ, তার অনেক বিবাহ। আগের বিবাহের যে স্ত্রী, সে-ই ব্রাহ্মণের সংসারে থাকিতে, আর সবই বাপের বাড়ী, ব্রাহ্মণের এক ভগ্নীও ছিল। সে এক পোলা রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে। পোলার নাম ভিখারী। মামা তারে "ভিখা ভাইগ্‌না" বলিয়া ডাকিত। ভালও যে না বাস্‌ত, তাও নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণী ভিখারীকে মোটেই ভাল বাসিত না, ব্রাহ্মণী ভিখারে জ্বালা দিত, যন্ত্রণা দিত, খাইতে দিত পোড়া ভাত, পোড়া চাঁছি[১]। কোন কোন দিন ব্রাহ্মণের তাড়নায় ছিটা ফোটা দুধও দিত। কিন্তু সর তুলিয়া রাখিত। ভিখার আছিল বুদ্ধি, আর "ক্ষেত্রপাল" ঠাকুরের উপর খুব বিশ্বাস, সে মামীর রাগে হুঁ-হাঁ কিছুই করিত না, নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইত, হয় তো কান্‌ত[২] আর মনে মনে বল্‌ত—ক্ষেত্তর ঠাকুর! তুমি জান। ভিখা মামীর দেওয়া পোড়া ভাত, পোড়া চাঁছিই ক্ষেত্রপাল ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া খুব খুসী হইয়া খাইত।

ভিখা একটু বড়-সড় হইল। আগে আছিল এক গরু, মামী আর এক গরু রাখিল।

১। চাঁছি—ভাত পোড়া লাগিয়া যাহা বাসনে লাগিয়া থাকে।

২। কান্‌ত—ক্রন্দন করিত।

মামী দুই গরু দিয়া কাউয়া[১] মাটিতে পড়্‌তে না পড়্‌তেই ভিখারে মাঠে পাঠাইয়া দিত। ভিখা দুইটি গরুই চড়াইত।

ভিখা মামীর কাছে যত নরম হইত, মামী ভিখারে ততই আঁটিয়া ধরিত। এক দিন মামী বলিল,—অরে ভিখা! অখন আর গরু লইয়া বাড়ীতে আইথে পারবি না। মাত্র দুইটা গরু, তাগই পেট বরাইতে পারছ না! একেলে ঘোর সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আবি, নইলে রক্ষাও রাখুম্[২] না। ভিখাও বিনা ওজরে সেই দুব্বার[৩] আগ হইতে শিশির ঝড়তে না ঝড়তেই মাঠে যাইত, আর ঘোর সন্ধ্যার সময় ক্ষুধায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে[৪] গরু লইয়া বাড়ী আসিত। মামী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিদিনই বলিত,—"এ্যাঃ। আইছে[৫] বড় কাম[৬] কইর‍্যা[৭]। গরুর না বরছে[৮] পেট, না বরছে কিছু! নে গরু গরে[৯] নে।"

ভিখা আর কি করে, সে ক্ষেত্রপাল ঠাকুর, তুমি জান, বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কোন প্রকারে হৃদয়ের ভার পাতলা করিয়া লইত। যায়—এমন ভাবে অনেক দিন যায়, ভিখা প্রতি দিনের মত গরু লইয়া মাঠে গেছে। দুই প্রহর বেলা; ঝাঁ ঝাঁ করা রৌদ্র, মাঠে পক্ষীটিও নাই, সব নিঝুম্। ভিখা ক্ষুধায় রৌদ্রে কাতর হইয়া একটা ঝাকড়া হিজোল গাছের ছায়ায় যাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। হিজোল পাতার ফাঁক দিয়া রৌদ্র আসিয়া ভিখার চ'খে মুখে পড়িতেছে দেখিয়া একটা সাপ তার ফণা মেলিয়া ভিখার মুখে ছায়া করিয়া রহিল। এর মধ্যে এক কাণ্ড হইল। এক দেশের রাজা মরছে, পাটহস্তী ঘুরতে আছে, যার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে, তারেই নিবে। এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ইহার কিছুই জানে না। সত্য সত্যই পাটহস্তী ঘুরতে ঘুরতে ভিখার কাছে আসিল। পাটহস্তী ভিখার সারা গায়[১০] তরল শ্বেতচন্দন-ভার ঢালিয়া দিয়া ভিখারে শুঁড় দিয়া পিঠে উঠাইয়া লইয়া গেল। কেহ দেখিলও না। পাটহস্তী ভিখারে রাজসিংহাসনে বসাইল।

এ দিকে ব্রাহ্মণ ভিখারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ। ব্রাহ্মণের প্রতিবাসীরা বলিতে লাগিল,—"তোর ভিখা জানি কই[১১] চইলা গ্যাছে। অলক্ষ্মী বউটা যেমন কষ্ট দিত, হেমন[১২] তার আক্কল! দেখ্‌বি হয়!" হাটে মাঠে ঘাটে কেবল কাণাকাণি হইতে লাগিল,—আহা! বেচারী ভিখারে কতই না কষ্ট দিত! ও প্রাণ লইয়া বাচ্‌ছে। যে দিন হাতী ভিখারে নিয়া রাজসিংহাসনে বসাইল, সে দিন হইতে ব্রাহ্মণের ঘরের চালের খড় বিনা বাতাসেই ঝুর-ঝুর করিয়া পড়্‌তে লাগিল। ঘরের বেড়া উই পোকায় কাটিয়া

১। কাউয়া—কাক। ২। রাখুম—রাখিব। ৩। দুব্বার—দূর্ব্বার। ৪। কাঁপিতে কাঁপিতে।
৫। আইছে—আসিয়াছে। ৬। কাম—কর্ম্ম। ৭। কইর‍্যা—করিয়া। ৮। বরছে—ভরিয়াছে।
৯। গরে—ঘরে, গোশালায়। ১০। সারা গায়—গায়ের সর্ব্বত্র। ১১। কই—কোথায়।
১২। হেমন—তেমন।

"খার-দরখার" করিয়া দিল ; ব্রাহ্মণের গরু মরিল ; ব্রাহ্মণের দুঃখু, দারিদ্রতা, রোগ শোক, খৈটপাচড়া জড়াইয়া ধরিল। এক দিন খায় ত পাঁচ দিন উপাস করে। ঘরের পাছে এক পুকুর ছিল, তার মধ্যে কলমীদল উঠ্‌লো। ব্রাহ্মণের ঘরে বাতি জলে না। উঠানে গোবরছড়া পড়ে না, উঠানে ঘাস, দুব্বা, সেওলা উঠিয়া গিয়াছে, ঘরের পিড়া ভাঙ্গাচুড়া। একেবারে—উড়ি পুড়ি দক্ষিণ দুয়ারী—হইয়াছে।

দিন যায়—রাত্র আসে, রাত্র যায়—দিন আসে, ব্রাহ্মণের দুঃখু আর ঘোচে না, বরং বাড়ে। এ দিকে ভিখাও রাজা হইয়া পালঙ্কের উপর মহা সুখ-শান্তিতে আছে। কিন্তু সময় সময় মামা মামীর কথা মনে পড়িয়া তাহার সুখ-শান্তি, দালান, বালাখানা, সব যেন মুহূর্ত্তে কালিমাখা হইয়া যায়। মামাবাড়ীর কথা ছাড়া তারা কোথায় থাকে, কিলেন-কি-বৃত্তান্ত, ভিখার কিছুই মনে নাই। কি প্রকারে মামা মামীর সন্ধান পাইবে, সেই চিন্তায় ভিখাও বড় কাতর হইয়া পড়্‌ল।

ভিখার পাত্রমিত্রেরা বলিতে লাগিল,—"আপনি নতুন রাজা অইছেন, একটা পুকৈরও কাটাইলেন না।" ভিখা বলিল,—"আচ্ছা, বেশ ত, কাটাও।" ভিখা এখন রাজা, যেই কথা, সেই কাজ। ভিখা ঢোল দেওয়াইয়া প্রচার করিল,—"যে এক ওরা[১] মাটি কাট্‌বে, সে পাঁচ পণ কড়ি পাইবে।"

কথাটা বাতাসের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও কথাটা শুনিল। ব্রাহ্মণী বলিল,—"যাউক না কেন! কষ্ট করিয়া গেলেও কিছু পাওয়া যাইবে। এম্‌নে আর কত দিন বাচুম্।"

ব্রাহ্মণীর তাড়নায়, দারুণ পেটের জ্বালায়, ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ কয়েক ওড়া মাটি কাটিয়া কড়ি চাহিল। সকলেই কড়ি লইয়া যায়, ব্রাহ্মণের কথায় কেহই কাণ দেয় না। ভিখা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পুকুর কাটা দেখিতেছিল, এমন সময় মামার প্রতি ভিখার দৃষ্টি পড়িল। ভিখা মামার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ দেখিয়া প্রথমটা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে না পারিলেও শেষে চিনিয়া ফেলিল। ভিখা তাহার একজন চাকরকে বলিল,—দেখ্, ঐ বামনেরে হলদি দিয়া নাওয়াইয়া, খুব ভাল কাপড় পরাইয়া, বেশ করিয়া খাওয়াইয়া এখানে নিয়া আয়।

সকলে ব্রাহ্মণকে হল্‌দি দিয়া স্নান করাইতে দেখিয়া, নূতন কাপড় পরাইতে দেখিয়া কণাকাণি করিতে লাগিল,—ওরে নিশ্চয়ই নূতন পুকৈরে জল ওঠানের[২] লাইগা[৩] বলি দিবে। এই কথা ব্রাহ্মণীর কাণেও পৌছিল। ব্রাহ্মণীও কান্দিয়া ধুলায় লুটিপুটি হইতে লাগিল। আর ব্রাহ্মণ? তার প্রাণ ত হাওই বাজীর মত উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

১। ওরা—ঝুড়ি। ২। ওঠানের—উঠার জন্ত অর্থাৎ জল আসার জন্ত। ৩। লাইগা—জন্ত।

ব্রাহ্মণের নাওয়া খাওয়া শেষ হইলে, চাকর ব্রাহ্মণকে ভিখার কাছে যেই আনিয়াছে, অম্‌নিই ত ব্রাহ্মণ ভিখারে চিনিয়া ফেলিল। ভিখার ও ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মামায় ভাগিনায় কোলাকুলি হইল। শেষে মামা জিজ্ঞাসা করিল,—তুই এমন অইলি[1] কেমনে[2] ?

ভিখা বলিল,—ক্ষেত্তর ঠাকুরের দয়ায়। ইস্! ক্ষেত্‌তর ঠাকুরের এত দয়া আইচ্ছা, চখের পলকে যদি এইখান থাইকা[3] বাড়ী পর্য্যন্ত পাকা সড়ক,[4] এইখান থাইকা বাড়ী পর্য্যন্ত দুধের' নদী, রাস্তার দু'ধারে সারি সারি কলাগাছ উঠে, তবে বুঝুম[5] তোর ক্ষেত্রপাল দেবতা।

চ'খের পলকে তাই হইল। ব্রাহ্মণও অবাক্। ভিখা বলিল,—"চলেন মামা, মামীকে দেইখা[6] আসি। ভিখার কথায় হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, লোক লস্কর[7] সব সাজিল। শেষে ত মেলা[8] করিল। এর[9] মধ্যে ব্রাহ্মণীর কাছে খবর গেল,—বাম্‌নি ল, তোর বাম্‌নেরে ত কাটছেই[10] তোরেও লোকজন কাট্‌তে আস্‌ছে।"

মামা ভাইগ্‌নায় দেখিতে দেখিতে বাড়ী আসিয়া পড়িল। মামী ঢেকি-লতাবনে লুকাইয়া ছিল, দূরে ব্রাহ্মণকে ও ভাইগ্‌নাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল। ভিখারে কোলে লইয়া শত শত চুমা দিল। মামী ভাইগ্‌নার চক্ষু দিয়া ছল ছল জল পড়্‌তে লাগল।

তার পর দিন ভিখা এক মস্ত বড় নিমন্ত্রণ দিল। কথা হইল, মামী পরিবেশন করিবে। ভিখা সভার মধ্যে মামার কাছে খাইতে বসিল। আজ কিন্তু মামী ভাল ভাল জিনিষ সব ভিখার পাতে দিতে লাগিল। শেষে যখন দুধের উপর একখানা মস্ত সর দিয়া ভিখারে দুধ খাইতে দিলেন, তখন সে বলিল,—

"সেই মামা সেই মামী, সেই পুকৈরপার ঘর।
তখন কেন গো মামী হাতে রাখছিলে সর ?"

মামী ত জিহ্বায় কামড় দিল—সে যেন সভার মধ্যে সরমে মরিয়া গেল।

ভিখার মামা বলিল,—"আমার ভিখা ক্ষেত্তরপাল ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জান্ত না—তাঁরেই পূজা কর্‌ত, তাঁরেই মান্‌ত, তাঁরেই চিন্‌ত। তার লাইগা[11] ভিখার অবস্থা ফিরছে। সভার লোক বলিল,—"এমন দেবতা নি ঘরে রাখে ? পৃথিবী ভইরা আড়াই

১। অইলি—হইলি। ২। কেম্‌নে—কি প্রকারে, কেমনে। ৩। থাইকা—হইতে।
৪। সড়ক—রাস্তা। ৫। বুঝুম—বুঝিব। ৬। দেইখা—দেখিয়া।
৭। লোক লস্কর—সৈন্য সামন্ত। ৮। মেলা—যাত্রা। ৯। এর—ইহার।
১০। কাট্‌ছেই—কাটিয়াছেই। ১১। লাইগা—জন্য।

অক্ষর লেইখ্যা[1] দেও—যে এই পূজা করবে, তার ধন দৌলত ঐশ্বর্য্য অইব[2] দুঃখু দারিদ্র সারব[3], সুখে শান্তিতে থাক্‌বে।

আড়াই অক্ষর লেইখ্যা দিল। দেশে দেশে এইপ্রকার প্রচার হইল। মামা মামী ভিখারে বিবাহ করাইয়া স্বর্গে গেল। সুখে শান্তিতে রাজত্ব করিতে লাগিল।*

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১। লেইখ্যা—লিখিয়া। ২। অইব—হইবে। ৩। সারব—সারিবে।

* তখন হইতেই নাকি—

"মামা ভাইগরা যেইখানে, আপদ্ নাই সেইখানে" এই কথার উৎপত্তি।—লেখক।

একখানি খোদিত তাম্রফলক*

রঙ্গপুর, নাওডাঙ্গানিবাসী যাজনিক ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন প্রায় সমচতুষ্কোণ এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায় কিরূপ ভাবে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ফলকখানির অবস্থা দেখিয়া উহা যে বহু দিন অযত্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল, তাহা বেশ অনুমান হইয়াছিল। তাম্রফলকখানির এক পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম খোদিত। প্রতি দলে যথাক্রমে মৎস্যাদি দশাবতার-মূর্ত্তি অঙ্কিত। তাম্রফলকখানি বহু কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায়, মূর্ত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও বেশ চিনিতে পারা যায়। মৎস্য ও কূর্ম্মের মূর্ত্তি সাধারণ নরমূর্ত্তির ন্যায়। ধ্যানের সহিত উক্ত চিত্রদ্বয়ের আদৌ মিল নাই। কিন্তু বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী মূর্ত্তি অনেকটা ধ্যানানুরূপ। মূর্ত্তি-সমাবেশে শিল্পী প্রচলিত শাস্ত্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া রামের পর পরশুরামের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যের বিরুদ্ধাচরণের কারণ শিল্পীর অনভিজ্ঞতা, না অন্য কিছু, ঐতিহাসিকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। দশাবতারের মূর্ত্তি-খোদিত পদ্মটি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। চারি কোণ চারিটি লতা-পল্লবযুক্ত সুশোভন চিত্রে সমলঙ্কৃত। ফলকখানির অপর পৃষ্ঠে নয়টি প্রকোষ্ঠ। মধ্য প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্ত্তি শতদল পদ্মের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট। ঊর্দ্ধের দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে চক্র, নিম্ন হস্তদ্বয় জানূপরি উত্তানভাবে সংবিন্যস্ত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চামর ও পদ্মধারিণী লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং বাম প্রকোষ্ঠে বীণাবাদনশীলা সরস্বতী-মূর্ত্তি খোদিত। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে একটি কমলাসনা স্ত্রীমূর্ত্তি আসীনা; দ্বিভুজা, কি চতুর্ভুজা, ঠিক বুঝা যায় না। দেবীকে উভয় পার্শ্ব হইতে দুই করিকরোত্থিত পূর্ণকুম্ভে অভিসিঞ্চিত হইতে দেখিয়া দশ-মহাবিদ্যার শেষ মহাবিদ্যা কমলা মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নের মধ্য প্রকোষ্ঠে যুক্তকর গরুড়-মূর্ত্তি অঙ্কিত। চারি কোণের চারিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি পঞ্চদল পদ্মে পরিশোভিত। ফলক-খানির চারি ধারে প্রথম জাফরী কাটা। চিত্রগুলি ভাস্কর্য্য শিল্পের অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। দেখিলেই কোন অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার "দশ অবতার প্রস্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত এইরূপ চিত্রাঙ্কিত যে কয়েকখানি প্রস্তর-ফলকের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১নং প্রস্তর-ফলকখানির সহিত আমার এই তাম্রফলক-খানির বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩১৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে তাঁহার "উত্তর-বঙ্গে পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কতিপয় অক্ষত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি-চিহ্নের সহিত এইরূপ একখানি প্রস্তর-ফলকের চিত্র প্রকাশ করিয়া উহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর নিজের কথা এই ;—"বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম (বগুড়া জেলায়)। তথায় কতকগুলি পুরাতন দেব-মন্দির বর্ত্তমান আছে। * * যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টক-প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় সমচতুষ্কোণ ;—তাহার উভয় পৃষ্ঠে নানা মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

"এক পৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি যোগাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি,—উপরের দুই হস্তে গদা, পদ্ম, নীচের দুই হস্ত জানু-বিন্যস্ত,—দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজনা করিয়া তাহাকে শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির পদতলের প্রকোষ্ঠে যে সকল বিচিত্র কারুকার্য্য খোদিত ছিল, তাহারই অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি গরুড়-মূর্ত্তির আভাস প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের বা শীর্ষদেশের প্রকোষ্ঠগুলির অন্যান্য খোদিত মূর্ত্তির কোন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তর-ফলকের বৌদ্ধ কীর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে আর একটি যোগাসনে উপবিষ্ট দ্বিভুজ মূর্ত্তি, দুই দিক্ হইতে দুইটি হস্তী তাহার মস্তকে জলসেক করিতেছে। ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাঁচি স্তূপের পূর্ব্বদ্বারে সংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহা যে বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সমন্বয়-যুগে নারায়ণ-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অপর পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম—তাহার প্রতি দলে বিষ্ণুর দশাবতারের এক একটি চিত্র খোদিত করা হইয়াছে। * * * * । উভয় পৃষ্ঠের শিল্প-কৌশলের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দশাবতার অঙ্কণের শিল্প-কৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত যে দুইখানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার শিল্প-কৌশলও তদ্রূপ। ইহাতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। পাল নরপালগণের শাসন-সময়ে ধর্ম্ম-সমন্বয় সাধিত হইবার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। তাঁহারা মহাভারত পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিতেন, মহাসামন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনার জন্য ভূমিদান করিতেন ;—এইরূপ নানা প্রমাণ তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহিত অগ্নি ও তরবারির আখ্যায়িকা সামঞ্জস্য নাই।"

অক্ষয় বাবুর এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ ভট্টশালী মহাশয়ের "দশ অবতার প্রস্তর" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা। সত্য বটে, বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ লীলাক্ষেত্র উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টার প্রমাণ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্ন স্তরে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রবেশ-লাভের নিদর্শনও উত্তরবঙ্গে বিরল নহে। বৌদ্ধ দেবতা গোরক্ষনাথ অদ্যাপি

হিন্দু দেবতারূপে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ আজও সর্ব্বাগ্রে গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে দেবী বুদ্ধেশ্বরীর পূজা প্রচলিত। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধেশ্বরী পূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধ সাধিকা রাণী ময়নামতী বুদ্ধেশ্বরীর আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিঙ্গে যে শিবলিঙ্গ হিন্দুর নিকট দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব নামে অভিহিত, বৌদ্ধ লামাগণকে আবার সেই হিন্দুর দেবতাকেই মহাকালরূপে অর্চ্চনা করিতে দেখিয়াছি। বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের এরূপ বহু দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হইলেও আলোচ্য ফলকগুলিকে পরিবর্ত্তিত বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নলিনী বাবু তাঁহার প্রবন্ধে অক্ষয় বাবুর সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, নানা স্থানে একইরূপ চিত্রাঙ্কিত তাম্র ও প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহার সেই যুক্তিগুলি আরও দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বহু বাসুদেব-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় সকল মূর্ত্তিরই বামে দক্ষিণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি খোদিত। শ্রীমূর্ত্তির পদতলস্থ গরুড়ের চিত্র অন্ততঃ আমাদের আলোচ্য এই তাম্রফলকখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট; উহা কারুকার্য্যের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তনের দ্বারা গরুড়-মূর্ত্তির আভাস মাত্র নহে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলেও দ্বিভুজ মূর্ত্তির সহিত অতিরিক্ত হস্তদ্বয় সংযোজনার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। উভয় পৃষ্ঠের মধ্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পেরও কোনরূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা অনুভব করা যায় না। শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তির মস্তকোপরি পদ্মাসনা নারীমূর্ত্তিটি যে দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত কমলা-মূর্ত্তি, সে বিষয়েও সংশয় করিবার কিছুই নাই। অপরিপক্ক শিল্পীর রচনায় দেবীর চতুর্ভুজ সুস্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ না হইলেও ত্রিভুজা পরিকল্পনা সুসঙ্গত নহে। তবে সমস্যা এই যে, ফলকগুলি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত? নলিনী বাবু তৎসম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায় যে, চণ্ডীর মন্দিরে সিংহমূর্ত্তি উপহার দেওয়া, শিবের মন্দিরে বৃষ উপহার দেওয়া, বিষ্ণু-মন্দিরে গরুড়মূর্ত্তি উপহার দেওয়া বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত।...এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিও হয় ত বিষ্ণুমন্দিরে মানসিক করিয়া উপহার প্রদত্ত হইত। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশ খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ পাইয়া থাকিলে জানাইলে বাধিত হইব। * * * *

এ প্রস্তরগুলির গঠনভঙ্গি ও অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া এগুলি আর এক ব্যবহারে লাগিত বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মী পূজার সময় আজ কাল একটি মৃত্তিকার শরায়ও পূজা দেওয়া হয়। এই শরার পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মী পূজার সময় কুম্ভকার ও লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা হাজার হাজার বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আসে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একখানা করিয়া এই শরা কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা ৵০ আনা বা।০ আনা করিয়া বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক

হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য ক্রেতব্য বলিয়া লক্ষ্মী পূজার হাটে উহার মূল্য সময় সময় ১৲—১৷৹ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

এই চিত্রাঙ্কিত শরাগুলি সাধারণতঃ "লক্ষ্মী শরা" নামে অভিহিত হয়। আমার মনে হইতেছে যে, এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি হয় ত প্রাচীন কালে লক্ষ্মী শরার কাজ করিত। প্রমাণ কিছুই নাই, তবে সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ মনে হয়, এই মাত্র।"

ইহা সিদ্ধান্ত নহে, অনুমান মাত্র। আমরাও দেখিতে পাই, কোন কোন ব্রতে স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-মূর্ত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। অবস্থা-ভেদে অসামর্থ্য স্থলে তৎপরিবর্ত্তে তাম্র বা প্রস্তর-ফলকোৎকীর্ণ মূর্ত্তি প্রদত্ত এবং তাহাকে অধিকতর সুশোভন করিবার জন্য অন্যান্য চিত্র খোদিত হইত কি না, বলিতে পারি না। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যেই হউক, এক কালে এইরূপ ফলক যে বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে একই প্রকারের চিত্রাঙ্কিত প্রস্তর ও তাম্রফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, দ্বিভুজ বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত অতিরিক্ত হস্ত সংযোজনা পূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর সিদ্ধান্ত কত দূর অভ্রান্ত বলিয়া পরিগ্রহণযোগ্য, অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক গণকে তাহার আলোচনা করিয়া সত্য নিষ্কাষণ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ যে তাম্রপট্টখানি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে প্রস্তরে এই জাতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা মিউজিয়ামে, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নিকটে ও তাঁহার এক বন্ধুর নিকটে অনেকগুলি এই জাতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতেও এই জাতীয় দুই এক খানি মূর্ত্তি আছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বগুড়া জেলায় বেগ-আমলা গ্রামে আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মূর্ত্তির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (প্রবাসী ৮ম ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা)। মৈত্রেয় মহাশয় উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই এই জাতীয় মূর্ত্তিকে "শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তি" নামকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২১ সালে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তির বিবরণ দিয়া ইহার "দশ অবতার প্রস্তর" নাম দিয়াছিলেন। "শ্রীমন্নারায়ণ" নামের কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। কোন মূর্ত্তির ধ্যানোল্লিখিত নাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার যথেচ্ছ নামকরণ বিজ্ঞানসম্মত নহে। ভট্টশালী মহাশয়ের প্রদত্ত নাম 'Tentative nomenclature' হিসাবে চলিতে পারে, কিন্তু ইহাতেও দুইটি বিশেষ আপত্তি আছে ;—

১। প্রস্তরে খোদিত এক পঙক্তিতে সজ্জিত বহু দশাবতার-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকেও কি কারণে "দশাবতার প্রস্তর" বলা যাইবে না? নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে

দশাবতার-মূর্ত্তি ব্যতীত পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। সুতরাং দশাবতার-প্রস্তর বলিলে নামকরণ সম্পূর্ণ হয় না।

২। এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তি যখন ধাতুতেও নির্ম্মিত হইত, তখন ইহাকে কেমন করিয়া "দশাবতার প্রস্তর" বলা যাইতে পারে?

এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে এক পৃষ্ঠে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে; ইহার মধ্যের প্রকোষ্ঠে নারায়ণ-মূর্ত্তি ও তাহার পার্শ্বের দুই প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি, উপরের প্রকোষ্ঠে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ও নিম্নের প্রকোষ্ঠে গরুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত বা খোদিত থাকে। ভট্টশালী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূর্ত্তিদ্বয়ের চিত্রে এই পাঁচটি ব্যতীত আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরমূর্ত্তি বা দেবমূর্ত্তি আছে। তাম্রপট্টে অবশিষ্ট চারিটি প্রকোষ্ঠে এক একটি চতুর্দ্দল পুষ্প বা পদ্ম আছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে একটি দশদল পদ্ম খোদিত থাকে এবং প্রত্যেক দলের উপরে দশাবতারের এক এক অবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাবধি দশাবতারের যত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম অবতারদ্বয়ের স্থানে মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি খোদিত থাকে, কিন্তু এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তিতে মৎস্য ও কূর্ম্মের পরিবর্ত্তে পদ্মের প্রথম দুইটি দলে দুইটি চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ভট্টশালী মহাশয়ের প্রকাশিত চিত্রদ্বয় অস্পষ্ট, কিন্তু তাহাতেও বোধ হয়, মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নারায়ণ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় মূর্ত্তিতে মৈত্রেয় মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত বৌদ্ধমূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ বলিয়াছেন,—"চিত্রগুলি ভাস্কার্য্য শিল্পের অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। দেখিলেই কোন অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।" অর্চ্চনাকালে জলধারা-বর্ষণে এবং ভূগর্ভে প্রোথিত থাকার জন্য মূর্ত্তিটি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেহানবীশ মহাশয় সেই জন্যই বোধ হয়, শিল্পীর কলানৈপুণ্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এমন সুন্দর ধাতুমূর্ত্তি অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গঠনপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, তাম্রপট্টখানি খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দশাবতারের যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটিতে রামের পূর্ব্বে এবং কোনটিতে রামের পরে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত থাকে, সুতরাং এই বিষয়ে নূতন জাতীয় মূর্ত্তির কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতার চিত্রশালায় এক খণ্ড প্রস্তরের দুই দিকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি খোদিত অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। কোনটিতে এক দিকে বিষ্ণু ও অপর দিকে সূর্য্য, কোনটিতে এক দিকে বিষ্ণু ও অপর দিকে শিব-দুর্গা, কোনটিতে বা এক দিকে কার্ত্তিকের ও অপর দিকে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই অজ্ঞাতনামা নূতন জাতীয় মূর্ত্তি বোধ হয়, এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিযুক্ত নিদর্শন জাতীয়। গৌড়, বঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত কতকগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রতিমার চালে দশাবতারের দশবিধ মূর্ত্তি খোদিত

দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প পরিসরের মধ্যে সানুচর চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি এবং দশাবতারের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই কি এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল? শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকর্তৃক প্রকাশিত একখানি মূর্ত্তির চিত্রে অর্দ্ধোপবিষ্ট (অর্থাৎ অর্দ্ধ-পর্য্যঙ্ক-নিষণ্ণ, ইহাই ধ্যান বা সাধনার পদ্ম) নারায়ণের মূর্ত্তি আছে। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী অর্দ্ধপর্য্যঙ্ক-নিষণ্ণ আর একখানি মাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অষ্টধাতুনির্ম্মিত এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘির নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা পরিষদে আনীত হইয়াছে[১]।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১ A Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, 1911. pp 5-6, no. 22,

সুবর্ণ-বিহারের স্তূপ*

নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপের পথে সুবর্ণবিহার একটি প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত পল্লী। এই সুবর্ণবিহার নবদ্বীপপরিক্রমায় উক্ত প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত 'গোদ্রুমদ্বীপে' অবস্থিত। বর্ত্তমান 'গা(ই)দগাছা' 'গোদ্রুমদ্বীপে'র অবশেষ মাত্র। গ্রামের আধ মাইল পশ্চিমে সুবর্ণবিহারের স্তূপ। ইহাকে এখন 'মে(ই)-দের বনের ঢিপি" বলে। স্তূপের চতুর্দ্দিকের ভূমি ক্ষুদ্র ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে ব্যাপ্ত। মাঠে বা গ্রামে অন্য ঢিপি দেখা যায় না। স্তূপটি লালচে মাটি, ছোট ছোট পাতলা ইট ও পাথরের টকরায় গড়া। ইট বা পাথরগুলির উপরে নক্সা কচিৎ দেখা যায়। সে দিন স্তূপে দুইখানি ইট পাইয়াছি; তাহার উপরে পুষ্পচিহ্ন বা শৃগালের পদচিহ্ন রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একখানি ইট খুব কালো; তাহার উপরের চিহ্ন অন্যটির উপরের চিহ্ন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মধ্যে স্তূপের মাঠে একখানি নক্সা-কাটা ইট পাইয়াছি। স্তূপে মাটির কালো বাসনের খণ্ড পাইয়াছি। এইরূপ মাটির বাসনের খণ্ড 'বল্লালঢিপি'তেও পাওয়া গিয়াছে। এ খণ্ডগুলি স্থূল মৃৎপাত্রের; বল্লালঢিপিতে প্রাপ্ত খণ্ড সুবর্ণবিহার-স্তূপে প্রাপ্ত খণ্ড অপেক্ষা কিছু পাতলা। গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, গ্রামের মধ্যে বাগ্দীপাড়ায় মাটির নীচে একটি প্রাচীর পাওয়া গিয়াছিল। ঢিপির কাছে লাঙ্গল চষিবার সময়ে কতকগুলি ভাঁজ করা জীর্ণ রেশমী বা তসরের কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি তুলিবার সময়ে গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ কাপড় বল্লাল-ঢিপিতেও পাওয়া গিয়াছিল। সে স্থানের মোল্লা সাহেব কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকখানি বারকোশ, কয়েকটি মুদ্রা ও কাপড় খুঁড়িয়া পাইয়াছিলেন (Hunter's Statistical Account of Bengal)। শুনিলাম, জমিদার পালচৌধুরী মহাশয় খনন করিয়া এই ঢিপি হইতে তিন খণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিলেন। ইহাদের একটি আমঘাটাতে, আর একটি মহেশগঞ্জে আছে ও অন্যটি সুবর্ণবিহার গ্রামে দেখিলাম। তাহার উপরে অস্পষ্ট চিহ্নাদি উৎকীর্ণ দেখিলাম। কথিত আছে, সুবর্ণবিহারের স্তূপের ইষ্টকে গঙ্গাবাসের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে প্রাসাদ এখন ভগ্ন ও জঙ্গলময়। কথিত আছে যে, সুবর্ণরাজার সময়ে কৃষ্ণনগরের অদূরবর্ত্তী 'চাম্টার বিল', সুবর্ণ-বিহারের সান-বাঁধার ঘাট ও গঙ্গাবাস-কাশীবাস দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।

মে'দের বনের ঢিপির বেষ্টনী প্রায় ৪৮০ হাত, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ হাত, প্রস্থ প্রায় ১২৫ হাত ও খাড়াই প্রায় ১০ হাত। স্তূপের পশ্চিমভাগে একটি গর্ত্ত আছে। সেটির বিস্তার প্রায় ২৫ হাত ও গভীরতা প্রায় ১১ হাত। গর্ত্তের জল-নিকাশের কোন নালা নাই। নদীও

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এখান হইতে এক মাইল দূরে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, অত্যধিক বারিপাতেও গর্ত্তে দুই ঘণ্টার বেশী জল জমিয়া থাকিতে দেখা যায় না।

সুবর্ণবিহারের স্তূপ খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রায় চারি মাইল উত্তরে জলঙ্গী (খড়িয়া) নদীর অপর পারে বল্লালঢিপি (দমদমা) প্রায় ইহার দ্বিগুণ উচ্চ। উক্ত ঢিপিকে লোকে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলে। স্তূপটি ছোট পাহাড়ের মত প্রায় গোলাকার। এখানেও কালো পাথরের কুচি ও ইট দেখা যায়। ইহার উত্তর দিক্ দিয়া গঙ্গার খাল বাহিত। ইহার কিঞ্চিদধিক এক মাইল দক্ষিণে বল্লালদীঘির অবশেষ প্রায় এক মাইল জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহার দূরপ্রান্তে চৈতন্যের জন্মভূমি মায়াপুর বামনাকুলার দিয়া আমরা দেখিলাম। দীঘির ধারে উচু-নীচু জমি কোন অতীত দুর্গের অবশেষ বলিয়া বোধ হইল। স্থানটির অতীত সমৃদ্ধির ছায়া যেন চতুর্দ্দিকের বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ, বাগবাগিচা ও গ্রামসন্নিবেশকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। ঢিপিটার উত্তর দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর বিস্তৃত রহিয়াছে। অদূরে নবদ্বীপের কোলে ভাগীরথীর তটদেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। বল্লালঢিপির নিকটে চাঁদকাজীর কবর এখনও আছে।

এখন সুবর্ণ রাজার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কিংবদন্তী আছে, সুবর্ণরাজা বর্গির আক্রমণে পাতালপুরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাতালের দেউড়িতে পাথর চাপাইতে ও তুলিতে রাজার ভৃত্য এক সন্ন্যাসীই কেবল জানিত। রাজার সপরিজনে ও সধনে পাতাল-প্রবেশের পর সে দেউড়িতে পাথর দিয়া বাঁশী হাতে গাছে লুকাইল। পরে সে মুহূর্ত্তাবশে আক্রমণকারীদের হস্তে নিপাতিত হইল, আর রাজা সেই পাতাল-ভবনে জীবন্ত সমাধি লাভ করিলেন। এই হইল সুবর্ণ-রাজার সকরুণ জীবনান্ত-কাহিনী।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রবাদ এক নদীয়া জেলাতেই আমদহ, বল্লালঢিপি প্রভৃতি পাঁচটি স্থানের পুরাতন বংশের অধঃপতনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। বল্লালঢিপিতে সেনবংশের পতনের সহিত বর্গির হাঙ্গামার সম্বন্ধটা নিতান্ত হাস্যজনক। বর্গির হাঙ্গামাজনিত দেশব্যাপী আতঙ্ক এখন কালের অস্পষ্ট ছায়াতে অনেক বংশেরই পতন ঐ বর্গির ঘাড়ে আরোপ করিতে চলিয়াছে।

প্রাচীন কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণনা হইতে সুবর্ণ-বিহারে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও কোন রাজার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আছে,—

সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এ গ্রামে যে বিলাস॥

গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে রাজার এক স্বপ্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে,—

ভকতবৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নযোগে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায়॥

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বাজে নানা বাদ্য গানে মোহয়ে ভুবন ॥
সে সবার মাঝে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দর কায় যেন সুধারাশি ॥

*　　*　　*　　*　　*

সেই ক্ষণে দেখে তাঁরে সুবর্ণবরণ।
সুবর্ণবিগ্রহের বিচার হৈল ধ্যান ॥
এই হেতু সুবর্ণবিহার নাম স্থান।

গ্রামের নামে 'বিহার' শব্দের যোগ থাকাতে অনেকে অনুমান করেন যে, সুবর্ণ রাজা বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন ও সুবর্ণবিহার বৌদ্ধ মঠ ছিল। বাঙ্গালা দেশে অনেক স্থানের নামের সঙ্গে 'বিহার' শব্দের যোগ আছে। অনেক স্থলে এরূপ নামধারী গ্রামে বিহারের ধ্বংসাবশেষও আছে। বগুড়া জেলায় ভাসুবিহার ও রাজসাহী জেলায় হলুদবিহার নামক স্থান পরিচিত, পূজ্যপাদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পত্রে লিখিয়াছিলেন।

পাল রাজারা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের অধীশ্বর হন, সুবর্ণ-বিহারের বর্ত্তমান অবস্থান তথনকার পাল-রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে নবদ্বীপ-বল্লাল-ঢিপিতে সেন-রাজধানী স্থাপিত হয়। সুবর্ণবিহারের রাজার পতনের সহিত বল্লালঢিপির রাজার অভ্যুদয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না*। (এক জনের মুখে শুনিয়াছি যে, সুবর্ণবিহারে লক্ষ্মণ সেনের সুবর্ণা নামে উপপত্নী ছিল)।

সুবর্ণ-বিহারের স্তূপের খনন ব্যতীত সত্য নির্ণয় দুরূহ। সে জন্য আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি। শুনিলাম, মূর্ত্তি ও খোদিত চিত্রাদিযুক্ত কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল। সেগুলি

---

* সুবর্ণ নামে যে বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে কোন রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বাবু পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বৌদ্ধ নরপতি সুবর্ণচন্দ্র (যশ্চন্দ্রোপপদো বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ), রাধাগোবিন্দ বাবুর আলোচিত রোহিতগিরি বর্ত্তমান রোটাসগড়ের মৃগলাঞ্ছন বৌদ্ধ সুবর্ণচন্দ্র (রোহিতগিরিভুজাং বংশে ভবাৎ বিশালশ্রিয়াং) এবং দুর্ল্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রগীতে' গোবিন্দ-চন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ও ধর্ম্মপালের আত্মীয় মহারাজা সুবর্ণচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে,—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়ীচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥

এই মহারাজা সুবর্ণের রাজত্বকাল দশম শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী।

বন্যার মাটিতে নাকি চাপা পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সুবর্ণবিহারের স্তূপ খনন করিলে ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। গর্ত্তে প্রোথিত চক্রাকার প্রস্তর পাতাল-পুরীর কোন স্তম্ভের অগ্রভাগ হইলেও হইতে পারে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

বৌদ্ধ ন্যায়*

ত্রিপিটকে ন্যায়ের উল্লেখ

অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব হয়। তেপিটক বা ত্রিপিটক ঐ সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়-প্রতিপাদ্য বিষয়ের আশানুরূপ উল্লেখ নাই। ত্রিপিটকে ন্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

ত্রিপিটকে "গোতমক" বা "গৌতমক" নামক একটি সম্প্রদায়ের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতমের শিষ্যপরম্পরা কি না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ত্রিপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তরনিকায়, ধম্মসঙ্গণী প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বিজ্ঞান ছয় প্রকার; যথা,—(১) চক্ষুর্ব্বিজ্ঞান, (২) শ্রোত্রবিজ্ঞান, (৩) ঘ্রাণবিজ্ঞান, (৪) রসনাবিজ্ঞান, (৫) কায়-বিজ্ঞান ও (৬) মনোবিজ্ঞান। মহর্ষি গৌতমকৃত ন্যায়সূত্রেও এই ছয় প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি যেরূপ এই সকল জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তর্কবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ত্রিপিটকে সেরূপ কোন উদ্যোগ করা হয় নাই।

ব্রহ্মজালসুত্তে "তর্ক" ও "মীমাংসা" এবং "তর্কী" ও "মীমাংসী"র উল্লেখ আছে; যথা,—বুদ্ধ বলিতেছেন,—"ইধ ভিক্খবে একচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা তক্কী হোতি বীমংসী। সো তক্কপরিয়াহতং বীমংসানুচরিতং সয়ংপটিভানং এবং আহ অধিচ্চ-সমুপ্পন্নো অত্তা চ লোকো চাতি।"—ব্রহ্মজালসুত্ত, ১-৩২।

হে ভিক্ষুগণ! একদিকে কোনও কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি তর্কী ও মীমাংসী। তিনি স্বকীয় তর্কের আশ্রয়ে ও মীমাংসার অনুসরণে বলিয়া থাকেন, "আত্মা ও জগৎ অকারণে উৎপন্ন হইয়াছে।"

আবার উদান গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—"যাব সম্মাসম্বুদ্ধা লোকে নুপ্পজ্জন্তি ন তক্কিকা সুজ্ঝন্তি ন চাপি সাবকা। দুদ্দিট্ঠী ন দুক্খা পমুচ্চরেতি।"—উদান ৬-১০।

যত দিন সংসারে সম্যক্ সম্বুদ্ধগণের আবির্ভাব না হয়, তত দিন তার্কিক ও শ্রাবকগণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না এবং দুর্দ্দৃষ্টিবশতঃ উহারা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় না।

ব্রহ্মজালসুত্ত ও উদান, উভয় গ্রন্থই ত্রিপিটকের অন্তর্গত; সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে রচিত। এই দুই গ্রন্থে যে তার্কিকগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা কে, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইঁহারা মহর্ষি গৌতম-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতেন।

অশোকের সময়ে ন্যায়ের অস্তিত্ব

মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৫ অব্দে কথাবত্থুপ্পকরণ নামে একখানি পালিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে পটিঞ্ঞা (প্রতিজ্ঞা), উপনয়, নিগ্গহ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(নিগ্রহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদের নাম "নিগ্‌গহচতুক্কম্" ও অপর এ কটি পরিচ্ছেদের নাম "উপনয়চতুক্কম্"। উহাতে যে প্রতিজ্ঞা ও নিগ্রহ শব্দের ব্যবহার আছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। যথা—"নো চ মযং তযা তৎথ হেতায় পটিঞ্‌ঞায় হেবং পটিজানন্তা হেবং নিগ্‌গহেতব্বা।" কথাবৎথুপ্পকরণ, শ্যামদেশীয় সংস্করণ, ৩ পৃঃ।

এই বাক্যের টীকায় "ছল" শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা—এবং তেন ছলেন নিগ্‌গহে আরোপিতে ইদানি তস্সেব পটিঞ্‌ঞায় ধম্মেন সমেন অত্তবাদে জয়ং দস্সেতুং অনুলোমনয়ে পুচ্ছা সকবাদিস্স অত্তনো নিস্সায় পটিঞ্‌ঞাং পরবাদিস্স লদ্ধিয় ওকাসং অদত্বা (কথাবৎথুপ্পকরণ, অট্‌ঠ কথা)।

উল্লিখিত স্থল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ন্যায়-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দসমূহ বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল। আমরা অধুনা "ন্যায়সূত্র"গ্রন্থ যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তৎকালে উহা ঐ ভাবে ছিল কি না, বলা যায় না।

পরবর্ত্তী পালিগ্রন্থে ন্যায়ের মত

"মিলিন্দ পঞ্‌হ" নামে একখানি পালি গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। উহাতে "নীতি" এই নামে ন্যায়দর্শনের উল্লেখ আছে। যথা,—"বহূনি চস্স সৎথানি উগ্‌গহিতানি হোন্তি, সেয্যথীদং—সুতি সম্মুতি সংখ্যা যোগা নীতি বিসেসিকা গণিকা গন্ধব্বা তিকিচ্ছা চাতুব্বেদা পুরাণা ইতিহাসা জোতিসা মায়া হেতু মন্তণা যুদ্ধা ছন্দসা মুদ্দা, বচনেন একুনবীসতি।"—মিলিন্দপঞ্‌হ, পৃঃ ৩।

রাজা মিলিন্দ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যথা—শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, গণিত, গন্ধর্ববিদ্যা, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, মায়া, হেতু, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, ছন্দঃ ও মুদ্রা—এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত উনবিংশতি বিদ্যা।

সে কালে কি প্রকারে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বাদ-বিচার নির্ব্বাহিত হইত, তাহারও পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল ;—

রাজা আহ—"ভন্তে নাগসেন সল্লপিস্সসি ময়া সদ্ধিন্তি। সচে ত্বং মহারাজ পণ্ডিতবাদা সল্লপিস্সসি সল্লপিস্সামি, স চে পন রাজবাদা সল্লপিস্সসি ন সল্লপিস্সামিতী। কথং ভন্তে নাগসেন পণ্ডিতা সল্লপন্তীতি। পণ্ডিতানং খো মহারাজ সল্লাপে আবেঠনং পি করিয়তি, নিব্বেঠনম্ পি করিয়তি, নিগ্‌গহো পি করিয়তি, পটিকম্মম্ পি করিয়তি, বিসেসো পি করিয়তি, পটিবিসেসো পি করিয়তি। ন চ তেন পণ্ডিতা কুপ্পন্তি, এবং খো মহারাজ পণ্ডিতা সল্লপন্তীতি। রাজানো খো মহারাজ সল্লাপে একং বৎথুং পটিজানন্তি যো তং বৎথুং বিলোমেতি তস্স দণ্ডং আণাপেন্ত ইমস্স দণ্ডং পণেথাতি এবং খো মহারাজ রাজানো সল্লপন্তীতি।"—(মিলিন্দ পঞ্‌হ, পৃঃ ২৮)

রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভদন্ত, আমার সহিত বাদবিচার করিবেন? হে মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতের মত বাদবিচার করেন, করিব। আর যদি রাজার মত বাদবিচার করেন, করিব না। হে ভদন্ত, পণ্ডিতেরা কিরূপভাবে বাদবিচার করেন? হে মহারাজ, পণ্ডিতগণের বাদবিচারে বিচার্য্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা করিতে হয়, এক পক্ষ নিগৃহীত হন ও তিনি নিগ্রহ স্বীকার করেন। বিষয়কে বিশেষভাবে বিভাগ ও প্রতিবিভাগ করিতে হয়। তাহাতে পণ্ডিতেরা কুপিত হন না। হে মহারাজ, পণ্ডিতেরা এইরূপে বাদবিচার করেন। আর হে মহারাজ, যখন রাজারা বাদবিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা একটি বিষয় নির্দেশ করেন। যিনি তাহার প্রতিকূলে কথা বলেন, তাঁহারা তাহার দণ্ডবিধান করেন এবং বলেন, এই লোক দণ্ডার্হ। মহারাজ, রাজগণ এইরূপে বাদবিচার করেন।

মহাযান গ্রন্থে ন্যায়ের পরিভাষা

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃত-গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়। এই সকল গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্র "হেতুবিদ্যা" নামে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"নির্ঘণ্টৌ, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, জ্যোতিষি, সাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়াকল্পে, বৈশেষিকে, বৈশিকে, অর্থবিদ্যায়াং, বার্হস্পত্যে, আশ্চর্য্যে, আসুরে, মৃগপক্ষিরুতে, হেতুবিদ্যায়াং, জতুযন্ত্রে—সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম।"—ললিতবিস্তর, ১২ অঃ।

আর্য্য নাগার্জ্জুনকৃত মাধ্যমিক সূত্র একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা অনুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রে প্রচলিত অনেক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। যথা,—

বিগ্রহে যঃ পরীহারং কৃতে শূন্যতয়া বদেৎ।
সর্ব্বং তস্যাপরিহৃতং সমং সাধ্যেন জায়তে॥—মাধ্যমিক সূত্র, ৪ অঃ।

এই কারিকায় "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাগার্জ্জুনকৃত যুক্তিষষ্টিকা কারিকা, বিগ্রহ-ব্যাবর্ত্তনী কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়ের অনেক পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যদেব নাগার্জ্জুনের প্রধান শিষ্য। ইঁহার প্রণীত শতক-শাস্ত্র, ভ্রম-প্রমথনযুক্তি, হেতুসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

"লঙ্কাবতার-সূত্র" নামে একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা অনুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে নৈয়ায়িক ও তার্কিক উভয়েরই উল্লেখ আছে,—

"নৈয়ায়িকাঃ কথং ব্রূহি ভবিষ্যন্তি অনাগতাঃ॥"—লঙ্কাবতার, ২ অঃ।

মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভবিষ্যৎ কালে নৈয়ায়িকগণ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন, বলুন।

"কৃতকস্ত বিনাশঃ স্যাৎ তার্কিকাণাময়ং নয়ঃ।"—লঙ্কাবতার, ১০ অঃ।

উৎপাদশীল বস্তু মাত্রেরই ধ্বংস হয়, ইহা তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত।

"কথং হি শুধ্যতে তর্কঃ কথং তর্কঃ প্রবর্ত্ততে।"—লঙ্কাবতার, ২ অঃ।

মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিরূপে তর্ক শুদ্ধ হয় এবং কেমন করিয়াই বা তর্ক প্রবর্ত্তিত হয়।

যদিও প্রাচীন বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে ন্যায়ের অনেক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎকালের কোন নৈয়ায়িক বা তার্কিকের নাম বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ হইতে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ স্থলে কতিপয় প্রধান নৈয়ায়িকের সমুল্লেখ করিতেছি।

মৈত্রেয় (খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ)

মৈত্রেয় একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি মহাকাশ্যপ-প্রণীত প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক "অভিসময়ালঙ্কার" নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, চীন ভাষায় এই গ্রন্থই "মহাসময়সূত্র" নামে পরিচিত। মৈত্রেয়-প্রণীত অপর দুই খানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। উহার একখানির নাম বোধিসত্ত্ব-চর্য্যানির্দ্দেশ ও অপরখানির নাম সপ্তদশভূমিশাস্ত্রযোগাচার্য্য। প্রথম পুস্তকখানি ৪১৪ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়খানি ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। কথিত আছে, মৈত্রেয় বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৯০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী।

সপ্তদশ-ভূমিশাস্ত্র-যোগাচার্য্য গ্রন্থে অনেক ন্যায়সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম শুনিলেই উহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যথা—(১) বাদের বিস্তার, (২) বাদের স্থান, (৩) বাদীর গুণ, (৪) নিগ্রহস্থান ইত্যাদি।

মৈত্রেয়ের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ। তাঁহার মতে একটি হেতু ও দুইটি উদাহরণ ব্যতীত কোন প্রতিজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহার যুক্তির প্রণালী এই;—

শব্দ অনিত্য (প্রতিজ্ঞা)।

উহা উৎপন্ন (হেতু)।

ঘটের ন্যায়, কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে (উদাহরণ)।

ঘটের ন্যায় উৎপন্ন বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং আকাশের ন্যায় নিত্য-বস্তু কখনও উৎপন্ন হয় না (উপনয়)।

অতএব শব্দ অনিত্য (নিগমন)।

আর্য্য অসঙ্গ (৪৫০ খৃষ্টাব্দ)

অসঙ্গ গান্ধার (বর্ত্তমান পেশোয়ার) প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ মহীশাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বৈভাষিক দর্শনে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বলা বাহুল্য, বৈভাষিক মত হীনযান-পন্থিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে তিনি মৈত্রেয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মহাযান-মার্গে প্রবেশ করেন এবং যোগাচার-দর্শনে তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস জন্মে। তিনি কিয়ৎকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে, অযোধ্যায় অবস্থিতিকালে আর্য্য অসঙ্গ স্বীয় গুরু মৈত্রেয়ের নিকট সপ্তদশ-ভূমি-শাস্ত্র-যোগাচার্য্য, সূত্রালঙ্কার-টীকা ও মধ্যান্ত-বিভাগ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। অসঙ্গ অনুমান ৪৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাযান-সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র ৫৩১ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনূদিত হয়, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্গ কৌশাম্বী ও অযোধ্যা নগরীর যে সঙ্ঘারামে অসঙ্গ বাস করিতেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। অসঙ্গ বারখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার অধিকাংশই চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে অসঙ্গের তর্ক ও অনুমান-প্রণালীর অনেক আভাস পাওয়া যায়। অসঙ্গের অনুমান-প্রণালী এইরূপ ;—

১। শব্দ অনিত্য,

২। কারণ, উহা উৎপাদশীল,

৩। যথা ঘট,

৪। ঘট উৎপাদশীল, এই হেতু অনিত্য ; শব্দও উৎপাদশীল হওয়ায় অনিত্য হইবে।

৫। অতএব স্থির হইল—শব্দ অনিত্য।

এ স্থলে আমরা দেখিলাম, মৈত্রেয়ের অনুমান-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া অসঙ্গ স্বীয় প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মৈত্রেয় একটি (ঘট) দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদশীলতা ও অনিত্যতা এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা বিপজ্জনক ; কারণ, একটি দৃষ্টান্তে যে সম্বন্ধ আছে, অন্য দৃষ্টান্তে সে সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। কিন্তু অসঙ্গ "কারণ" এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া "উৎপাদশীলতা" ও "অনিত্যতার" মধ্যে যে অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইলেন। অতএব অসঙ্গের অনুমান-প্রণালীতে সাধ্য ও হেতুর পরস্পর সম্বন্ধব্যঞ্জক শব্দ প্রযুক্ত থাকায় উহা মৈত্রেয়ের অনুমান-প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বসুবন্ধু (৪৮০ খৃষ্টাব্দ)

বসুবন্ধু গান্ধার (পেশোয়ার) দেশে জন্মগ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে বসুবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পান। বসুবন্ধুর পিতার নাম

কৌশিক। বসুবন্ধু প্রথমতঃ সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ও বৈভাষিক দর্শনে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর অসঙ্গ কর্ত্তৃক মহাযান-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া যোগাচার-দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি বহু বৎসর শাকল, কৌশাম্বী ও অযোধ্যা নগরীতে বাস করেন। অযোধ্যা নগরীতে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বৈভাষিক শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মনোরথ খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বসুবন্ধু তাঁহার বন্ধু। সঙ্ঘভদ্র নামে আর একজন বৈভাষিক অধ্যাপক বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিভাষা-বিনয় নামক গ্রন্থ চীন-ভাষায় অনুবাদিত করেন। বসুবন্ধু তাঁহার সমসাময়িক। অতএব বসুবন্ধু অনুমান খৃষ্টীয় ৪৮০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পরমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুর জীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। উহা ৫৫৭—৫৬৯ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। বসুবন্ধু অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তর্কশাস্ত্র তাহাদের অন্যতম। এই তর্কশাস্ত্র ৫৫০ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। উহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। তাঁহার মতে পক্ষ, সাধ্য ও হেতু—এই তিনের দ্বারাই অনুমান নিষ্পন্ন হয়, উদাহরণের কোন প্রয়োজন নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈন নৈয়ায়িক সিদ্ধসেন-দিবাকর বসুবন্ধুর মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ;—

অন্তর্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্ব্বহিরুদাহৃতিঃ।
ব্যর্থা স্যাত্তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥ ২০ ॥—ন্যায়াবতার।

সাধ্য ও হেতুর পরস্পর ব্যাপ্তি দ্বারাই সাধ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অতএব উদাহরণ প্রয়োগ নিষ্ফল। যদি সাধ্য ও হেতুর পরস্পর ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে উদাহরণ প্রয়োগ করিলেও সাধ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণের এই মত।

সিদ্ধসেন-দিবাকর এই শ্লোকে যদিও বসুবন্ধুর নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু "নৈয়ায়িকগণ" এই শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

বসুবন্ধু-কৃত আরও তিনখানি ন্যায়-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার অনুমান-প্রণালী এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ;—

১। শব্দ অনিত্য,

২। কারণ, উহা হেতু হইতে সমুৎপন্ন,

৩। হেতু হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য মাত্রই অনিত্য, যথা ঘট (ঘট হেতু হইতে সমুৎপন্ন ও অনিত্য),

৪। শব্দ এই প্রকারের দ্রব্য,

৫। অতএব শব্দ অনিত্য।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ (৫০০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

দিঙ্‌নাগ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীর সন্নিহিত সিংহবক্ত্র্‌ গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে দিঙ্‌নাগের জন্ম হয়। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্ত নামক বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাগদত্ত বাৎসীপুত্রীয় নামক হীনযান-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দিঙ্‌নাগ এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়া মহাযান-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি আচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট সমগ্র মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে, মহাযান-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুশ্রী স্বয়ং অলৌকিক ভাবে স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার কৃপায় দিঙ্‌নাগ সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এক সময়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হইয়া সুদুর্জ্জয় নামক ব্রাহ্মণ দার্শনিককে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ তার্কিককে পরাজিত করিয়া লোক-সমাজে তর্কপুঙ্গব নামে পরিচিত ছিলেন। উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগ অনেক তীর্থকরের মত খণ্ডন করেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে তিনি যে বিহারে বাস করিতেন, উহা "আচার্য্য-বিহার" নামে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যা প্রদেশে তিনি ভদ্রপালিত নামক রাজমন্ত্রীকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় দিঙ্‌নাগ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্য্য-পারমিতা, দানপারমিতা প্রভৃতি দ্বাদশ পারমিতা অর্থাৎ বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট দ্বাদশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে দিঙ্‌নাগ সকল দার্শনিককে পরাস্ত করিয়া জয়সূচক একটি অপূর্ব্ব শিরোভূষণ লাভ করেন। ইহার নাম পণ্ডিতোষ্ণীষ। অন্ধ্র দেশের এক নির্জ্জন বিহারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিঙ্‌নাগ ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সকল স্থলেই তাঁহাকে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রতিপক্ষকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতেন, প্রতিপক্ষগণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে আক্রমণ করিত। তাঁহার সমস্ত জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতেও উহার অবসান হয় নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু পণ্ডিত ঐ সকল গ্রন্থের মত নিরাকরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যে দিঙ্‌নাগের "স্থূলহস্ত" পরিহার করিবার জন্য মেঘকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক উদ্যোতকর স্বীয় ন্যায়-বার্ত্তিকের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগকে "কুতার্কিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র দিঙ্‌নাগকে "ভ্রান্ত ভদন্ত" নামে উল্লিখিত করিয়া উহাঁর "ভ্রান্তি" নিরাকরণের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মল্লিনাথ

দিঙ্‌নাগকে "অত্রিকল্প", এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট ও পার্থসার মিশ্র দিঙ্‌নাগের উদ্দেশে অবাধ বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিক ও প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জৈন দার্শনিকগণ দিঙ্‌নাগের মত লুপ্ত করিবার জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছিলেন। এমন কি, উত্তরকালে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকও দিঙ্‌নাগের গ্রন্থের কোন কোন মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ যথার্থই বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসামান্য মনোবল ও দৈহিক তেজ ছিল। তাহা না হইলে নানা দিক্‌ হইতে এত আঘাত সহ্য করিয়া দিঙ্‌নাগ এতকাল জীবিত থাকিতে পারিতেন না। দিঙ্‌নাগের গ্রন্থ ভারত হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। নেপালেও উহা রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পৃথিবী হইতে উহা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। তিব্বত দেশে দিঙ্‌নাগের গ্রন্থসমূহ অতি যত্নে সুরক্ষিত হইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি দিঙ্‌নাগ-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তাঁহার আবির্ভাব-কাল

দিঙ্‌নাগ অনুমান খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গুরু আচার্য্য বসুবন্ধু ৪৮০ খৃষ্টাব্দের লোক। দিঙ্‌নাগের দুইখানি গ্রন্থ ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। দিঙ্‌নাগ যে সময়ে অন্ধ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন, বোধ হয়, ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে পল্লব-বংশের আধিপত্য ছিল। পল্লব-বংশীয় রাজগণের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতেন।

দিঙ্‌নাগের প্রমাণ-সমুচ্চয়

প্রমাণ-সমুচ্চয় দিঙ্‌নাগের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। তিনি অন্ধ্র দেশের বেঙ্গী নগরীতে একটি নির্জ্জন পর্ব্বতের উপর অবস্থানকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। দিঙ্‌নাগ প্রমাণ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে সকল শ্লোক বিরচন করিয়াছিলেন, ঐ সকল শ্লোক একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহারই নাম প্রমাণ-সমুচ্চয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত বিরোধ

যখন দিঙ্‌নাগ প্রমাণসমুচ্চয়ের প্রথম শ্লোক লিপিবদ্ধ করেন, কথিত আছে, সেই সময়ে মহা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। অন্ধ্রদেশ আলোকে সমুজ্জ্বল হয় এবং চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল আরম্ভ হয়। তদনন্তর একদিন ঈশ্বরকৃষ্ণ নামে একজন ব্রাহ্মণ দার্শনিক দিঙ্‌নাগের শৈল-বিহারে আগমন করেন। দিঙ্‌নাগ বিহারে উপস্থিত ছিলেন না; এই অবসরে ঈশ্বরকৃষ্ণ দিঙ্‌নাগের লিখিত প্রমাণ-সমুচ্চয়ের শ্লোকটি নষ্ট করিয়া চলিয়া যান। দিঙ্‌নাগ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্লোকটি পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ পুনরায় আসিয়া শ্লোকটি নষ্ট করেন। তৃতীয় বার দিঙ্‌নাগ ঐ শ্লোকটি লিখিয়া

যাহাতে উহা নষ্ট না হয়, তাহার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে উপদ্রবকারীকে সাবধান করিয়া যান,—"আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, কেহ যেন ক্রীড়াচ্ছলেও আমার এই শ্লোকটি নষ্ট না করেন। অর্থগাম্ভীর্য্যে ইহা অতুলনীয়। যদি এই শ্লোকের ভাব সম্বন্ধে কেহ আমার সহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তিনি স্বয়ং আমার সমক্ষে উপস্থিত হউন। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি যেন কাপুরুষতা প্রকাশ না করেন।"

দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিয়মানুসারে ভিক্ষা সংগ্রহে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার বিহারে আসিয়া তথায় যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার মনে সাধু ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ বিহারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি যাহার নিকট পরাজিত হইবেন, তিনি বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পণ হইল। ঈশ্বরকৃষ্ণ তর্কে পরাজিত হইলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। যখন দিঙ্‌নাগ তাঁহাকে পণের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন ঈশ্বরকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দিঙ্‌নাগের বিহারে অগ্নিসংযোগ করিলেন। দিঙ্‌নাগের দ্রব্যসমূহ দগ্ধ হইয়া গেল। দিঙ্‌নাগ মহাচিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"আমি এক ব্যক্তিকে সৎপথে আনিতে পারিলাম না, কি করিয়া অন্য লোকের মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিব?" তিনি নিজের প্রতি ধিক্কার করিয়া প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব-মঞ্জুশ্রী তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বৎস, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। তুমি যে শাস্ত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, উহা কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমার শিক্ষাগুরু। জগতের সমস্ত তীর্থকর আসিয়াও তোমার মত নিরাকরণ করিতে পারিবে না। তুমি যে শাস্ত্র রচনা করিতেছ, উহা সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃ। উহা বহু লোককে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে।" এই বলিয়া মঞ্জুশ্রী অন্তর্ধান করিলেন। এই সময়ে দিঙ্‌মণ্ডল মহা আলোকে আলোকিত হইল। অন্ধ্রদেশের রাজা দিঙ্‌নাগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হেতুবিদ্যাশাস্ত্র সমাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দিঙ্‌নাগ প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন।

প্রমাণসমুচ্চয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রমাণসমুচ্চয় অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। হেমবর্ম্ম নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত সে-প-শে-রব নামক তিব্বতীয় রাজ-লামার সহযোগিতায় প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিব্বতের শে-পই-গে-নে নামক বিহারে এই অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় "ছে-ম-কুন্তুই" নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন,—

"যিনি জগতের হিতসাধক ও প্রমাণের অবতারস্বরূপ, সেই সর্ব্বশরণ্য মহাগুরু জগতের

চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রমাণবিষয়ক বিক্ষিপ্ত বচনসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিতেছি।"

গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সর্ব্বদেশীয় তার্কিকগণের পরাভবকারী ও হস্তীর ন্যায় বলসম্পন্ন দিঙ্‌নাগ স্বরচিত শ্লোকসমূহ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান, (৩) পরার্থানুমান, (৪) ত্রিরূপ হেতু, (৫) প্রত্যক্ষ উপমান ও শব্দখণ্ডন এবং (৬) জাত্যুত্তর-বিচার।

প্রত্যক্ষ

দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম্॥"—(প্রমাণসমুচ্চয়, ১ম পরিচ্ছেদ)।

প্রত্যক্ষ কল্পনা-বিরহিত এবং নাম জাতি প্রভৃতির সহিত অসংবদ্ধ। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। ইহা কল্পনাশূন্য এবং নাম ও জাতি প্রভৃতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং নৌযানে গমনকালে বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে যাইতেছে বলিয়া বো হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই সকল কল্পনা-বিরহিত। প্রত্যক্ষের সহিত নামের কোন সম্বন্ধ নাই। মনে করুন, আমি একটি গো দর্শন করিলাম। আমার দৃষ্ট "গো"তে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, অন্য 'গো'তে অবিকল ঐ সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। কোনও না কোন বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব আছে অতএব যদি আমার দৃষ্ট 'গো' "ধবলা", "পিঙ্গলা" ইত্যাদি কোন নাম দিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে উহাতে কোন বিশিষ্ট 'গো' ব্যক্তির প্রকাশ হইবে না, কিন্তু এক শ্রেণীর গো বুঝাইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা অনন্তধর্ম্মবিশিষ্ট যে বস্তু আমরা উপলব্ধি করি, ঐ বস্তু নাম দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান জাতিবোধক নহে, উহা ব্যক্তিবোধক। আবার অনুমান হইতে উপলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিবোধক নহে, উহা জাতিবোধক। অনুমানলব্ধ জ্ঞান নাম দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু অন্যকে বুঝান কঠিন, কিন্তু অনুমা দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু অন্যকে বুঝাইতে পারা যায়।

দিঙ্‌নাগ ও বাৎস্যায়ন

দিঙ্‌নাগ অনেক স্থলে বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, এ বিষয়ে মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই। বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে (১-১-৪) লিখিয়াছেন,—"মনঃ ইন্দ্রিয়, মহর্ষি গৌতম মনঃকে ইন্দ্রিয়ের তালিকাভুক্ত করেন নাই বলিয়া কোন দোষ হয় নাই, অন্য দর্শনে মনঃ ইন্দ্রিয়মধ্যে পরিগণিত

হইয়াছে, মহর্ষি যখন এই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডন করেন নাই, তখন মনঃকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, যদি আমি পরের মত প্রতিবেধ না করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমি ঐ মতের অনুমোদন করি। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।"

মনসশ্চ ইন্দ্রিয়ভাবাৎ বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি। তন্ত্রান্তরসমাচারাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ।—(ন্যায়-ভাষ্য, ১-১-৪)।

বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে যাইয়া দিঙ্নাগ লিখিয়াছেন,—

অনিষেধাদুপাত্তং চেৎ অন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা।

—(প্রমাণ-সমুচ্চয়, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

"নিষেধ না করিলেই যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্য ইন্দ্রিয়ের কথা বলিলেন কেন?"

দিঙ্নাগ বলেন,—গৌতম চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, গৌতমের মতে মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। গৌতমের মৌন ভাব হইতে বাৎস্যায়ন কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনঃ ইন্দ্রিয়? মৌন ভাবই যদি সম্মতির চিহ্ন হয়, তাহা হইলে গৌতম অন্য পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন না কেন? যদি গৌতম চক্ষুঃ কর্ণাদিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার মৌন ভাবেই বুঝা যাইত যে, উহারা ইন্দ্রিয়। চক্ষুঃ কর্ণাদির সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—ইহারা ইন্দ্রিয়, আর মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না কেন?

অনুমান

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমানে দিঙ্নাগ বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে আমরা ধূম হইতে বহ্নির অনুমান করি এবং অপরের মতে ধূম হইতে পর্ব্বত ও বহ্নির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অনুমান হইয়া থাকে; যথা,—

কেচিৎ ধর্ম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ।
সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাদ্ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ॥
লিঙ্গং ধর্ম্মে প্রসিদ্ধং চেৎ কিমন্যৎ তেন মীয়তে।
অথ ধর্ম্মিণি তস্যৈব কিমর্থং নানুমেয়তা॥
সম্বন্ধেঽপি দ্বয়ং নাস্তি ষষ্ঠী শ্রূয়েত তদ্বতি।
অবাচ্যোঽনুগৃহীতত্বাৎ চাসৌ লিঙ্গসঙ্গতঃ॥

—(প্রমাণ-সমুচ্চয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যাহার সহিত হেতু অব্যভিচরিতভাবে সম্বদ্ধ, হেতু দেখিয়া সেই সাধ্যরূপ ধর্ম্মের অনুমান করা যায়, আবার কেহ বলেন যে, পক্ষ এবং সাধ্য উভয়

জাত (সুতরাং তাহারা অনুমানের বিষয় নহে)। কিন্তু পক্ষের সহিত সাধ্যের যে সম্বন্ধ, তাহাই অনুমানের বিষয়। (এই দুইটি মত বিষয়ে বক্তব্য এই যে), ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক, ইহা যদি পূর্ব্বেই জানা থাকে, তাহা হইলে আর জানিবার বিষয় কি অবশিষ্ট রহিল, যাহার জন্য অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে? যদি বল, পক্ষে ধর্ম্মের অর্থাৎ সাধ্যের সম্বন্ধই অনুমেয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এইরূপ স্থলে পক্ষকে অনুমেয় বলা যায় না কেন? সম্বন্ধে সাধ্য ও হেতুর স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু সম্বন্ধ বিশিষ্টেরই বোধ করাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি শ্রুত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধবান্‌কেও অনুমেয় বলা যায় না, কারণ, তাহা গৃহীত এবং তাহার সাধনের সম্বন্ধ (ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব) পূর্ব্বে জ্ঞাত নহে।

উপমান ও শব্দ

উপমান পৃথক্ প্রমাণ নহে। যখন কোনও বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তখন এই জ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যক্ষমূলক। শব্দও পৃথক্ প্রমাণ নহে। "শব্দ প্রামাণিক", এ কথার অর্থ কি? যে ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তিনি প্রামাণিক, অথবা শব্দ দ্বারা যে বিষয় প্রকাশিত হইল, উহা প্রামাণিক? যদি ব্যক্তিকে প্রমাণ বলিয়া ধর, উহা কেবল অনুমান হইবে। আর যদি বিষয়কে প্রমাণ বলিয়া ধর, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত শব্দ বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই।

দিঙ্‌নাগের ন্যায়-প্রবেশ

দিঙ্‌নাগ-প্রণীত "ন্যায়-প্রবেশ" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার সম্পূর্ণ নাম "ন্যায়প্রবেশো নাম প্রমাণপ্রকরণম্"। এই গ্রন্থ কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরক্ষিত ও তিব্বতীয় লামা ডাক্-পা-গাল্-ছেন্-পাল্-জাং এতদুভয়ের সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ "ছে-মা-রিগ্-পার্-জুগ্-পই-গো" নামে প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন,—"অন্যের সহিত তর্ক করিতে হইলে সাধন ও দূষণ এবং সাধনাভাস ও দূষণাভাসের নিয়ম জানা আবশ্যক। স্বয়ং কোনও বস্তুর জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমানাভাসের নিয়ম জানা প্রয়োজনীয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমি এই ন্যায়প্রবেশ শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছি।"

ন্যায়াবয়ব

অনুমান মাত্রেই পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দুইটি দৃষ্টান্ত থাকে। পক্ষের অপর নাম ধর্ম্মী এবং সাধ্যের অপর নাম ধর্ম্ম। হেতুকে লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্ত অন্বয়-ব্যতিরেক-ভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বা অন্বয়ী দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্ম্য বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। অনুমানের প্রণালী এইরূপ;—

১। পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট।

২। যে হেতু উহাতে ধূম আছে।

৩। যেখানে যেখানে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট। যথা,—রন্ধনশালা এবং যাহা বহ্নিবিশিষ্ট নহে, তাহাতে ধূম নাই, যথা—হ্রদ।

এ স্থলে "পর্ব্বত" পক্ষ, "বহ্নিমান্" সাধ্য, "ধূম" হেতু, "রন্ধনশালা" সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত এবং "হ্রদ" বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত।

প্রতিজ্ঞা

সাধ্যযুক্ত পক্ষের নাম প্রতিজ্ঞা, যথা—পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। অনেক প্রতিজ্ঞা প্রমাণবিরুদ্ধ। ইহাদিগকে প্রতিজ্ঞাভাস বলে। প্রতিজ্ঞাভাস নয় প্রকার; যথা,—

১। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—শব্দ অশ্রাব্য।

২। অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—ঘট নিত্য।

৩। সাধারণমতবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—ধন ঘৃণিত পদার্থ।

৪। স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৈশেষিক দার্শনিক বলেন, "শব্দ নিত্য", তাহা হইলে উহা তাঁহার স্বমতবিরুদ্ধ হইবে।

৫। স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—আমার মাতা বন্ধ্যা।

৬। অপ্রসিদ্ধপক্ষপ্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৌদ্ধ সাংখ্য-দার্শনিককে বলেন, "শব্দ ধ্বংসশীল", তাহা হইলে উহা অপ্রসিদ্ধপক্ষ হইবে। কারণ, শব্দের ধ্বংসশীলতা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক মীমাংসকেরা করিয়া থাকেন, কিন্তু সাংখ্যেরা ও বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন না।

৭। অপ্রসিদ্ধসাধ্যপ্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও সাংখ্য দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে বলেন যে, আত্মাই জীবন, উহা অপ্রসিদ্ধসাধ্য হইবে। কারণ, বৌদ্ধেরা আত্মার জীবনত্ব সম্বন্ধে কোন বিচার করেন নাই।

৮। উভয়াপ্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা—যদি কোনও বৈশেষিক-দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে বলেন, আত্মার সুখাদি বেদনা আছে, তাহা হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা অপ্রসিদ্ধপক্ষ ও অপ্রসিদ্ধসাধ্য হইবে। কারণ, বৌদ্ধেরা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব বা উহার পৃথক্ বেদনা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই।

৯। সর্ব্ববাদিস্বীকৃত প্রতিজ্ঞা, যথা—অগ্নি উষ্ণ। উষ্ণত্ব ব্যতীত অগ্নিই হয় না, অতএব অগ্নি উষ্ণ, এ প্রতিজ্ঞা স্থাপনের প্রয়োজন কি?

হেতুর ত্রিবিধ রূপ

১। পক্ষ হেতু দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, যথা—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল,

ঘটের ন্যায়, কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে।

এই অনুমানে "শব্দ" পক্ষ ও "উৎপাদশীল" হেতু। উৎপাদশীলতা সমগ্র শব্দে বিদ্যমান আছে।

২। সমগ্র হেতুর সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকা আবশ্যক; যথা,—

পূর্ব্বোক্ত অনুমানে উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উহার সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে।

৩। কদাপি হেতুর সহিত সাধ্যের বৈয়ধিকরণ্য হইবে না, যথা—উৎপাদশীল বস্তু কখনও অনিত্য না হইয়া পারে না।

ব্যাপ্তি

উল্লিখিত ত্রিবিধ রূপ হইতে জানা যায় যে, হেতু সাধ্য দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্য ও সাধ্য ব্যাপক। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, উহাকে ব্যাপ্তি বলে।

হেত্বাভাস

হেতুর যে ত্রিবিধ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার কোনটির ব্যত্যয় ঘটিলেই হেতু দুষ্ট হইয়া পড়ে। এই দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস চতুর্দ্দশ প্রকার। উহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে,—

ক। অসিদ্ধ হেতু (চতুর্বিধ)।

১। যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই কোন হেতুর দোষ অনুভব ও স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে; যথা,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা দর্শনীয়।

শব্দ কখনই দর্শন-যোগ্য নহে। বাদী ও প্রতিবাদী কেহই উহাকে দর্শনীয় বলেন না।

২। যদি বাদী ও প্রতিবাদী এতদুভয়ের মধ্যে এক পক্ষ হেতুর দোষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে। যথা,—

শব্দ অভিব্যক্ত হয়,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল।

এ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কোনও পক্ষে যদি মীমাংসক থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, "শব্দ উৎপাদশীল নহে", অতএব হেতু অসিদ্ধ।

৩। যখন হেতুতে ব্যাপ্তির সন্দেহ থাকে, তখন সেই হেতু সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধ হেতু যথা,—

পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট,

যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে।

বাষ্প অগ্নিসম্ভূত হইতেও পারে, নাও পারে; অতএব এই হেতু অসিদ্ধ।

৪। যখন পক্ষে হেতুর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ঐ হেতু অসিদ্ধ হইবে। যথা,—

আকাশ একটি দ্রব্য,
যে হেতু উহা গুণবিশিষ্ট।

এ স্থলে "আকাশ" পক্ষ এবং "গুণ" হেতু। আকাশে গুণ আছে কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়। অতএব এই হেতু অসিদ্ধ।

খ। অনিশ্চিত হেতু (ষড়্‌বিধ)।

৫। যখন হেতু সাধ্য ও সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতুকে সাধারণ বলে। ইহা দুষ্ট হেতু। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যে হেতু উহা জ্ঞেয়।

জ্ঞেয় এই হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুতে বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না।

৬। যখন হেতুর সাধ্য ও সাধ্যাভাব, ইহার কোনটির সহিতই উভয়বাদীর নিশ্চিত বিদ্যমানতা থাকে না, তখন উহাকে অসাধারণ বলে। ইহাও দুষ্ট হেতু। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা শ্রবণযোগ্য।

শ্রবণযোগ্য এই হেতুবাদী প্রতিবাদীর নিশ্চিত নিত্য বা অনিত্য কোন বস্তুতেই বিদ্যমান নাই।

৭। যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকরণ সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতু দুষ্ট হইবে। যথা,—

শব্দ প্রযত্নকৃত নহে,
যে হেতু উহা অনুৎপন্ন।

এ স্থলে অনিত্য এই হেতু কোন কোন অপ্রযত্নকৃত বস্তুতে (যথা বিদ্যুতে) এবং প্রযত্নকৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দুষ্ট।

৮। যখন হেতু সাধ্যের ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের সমানাধিকরণ সকল বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ হেতুও দুষ্ট হইবে। যথা,—

শব্দ প্রযত্নকৃত,
যে হেতু উহা অনিত্য।

অনিত্যতা প্রযত্নকৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান আছে এবং অপ্রযত্নকৃত কোন কোন বস্তুতে (যথা বিদ্যুতে) বিদ্যমান আছে। অতএব এই হেতু দুষ্ট।

৯। যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তখন উহা দুষ্ট।

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত।

কোন কোন অমূর্ত্ত বস্তু নিত্য, যথা—আকাশ এবং কোন কোন অমূর্ত্ত বস্তু অনিত্য, যথা—বুদ্ধি। অতএব অমূর্ত্ত এই হেতু দুষ্ট।

১০। বিরুদ্ধাব্যভিচারী অর্থাৎ যে হেতু দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনকালে তুল্যবল অপর হেতু দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থিত হয়, ঐ হেতু দুষ্ট। যথা,—

এক পক্ষে বৈশেষিক মীমাংসককে বলেন,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল।

পক্ষান্তরে মীমাংসক বৈশেষিককে বলেন,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা সর্ব্বদা শ্রবণযোগ্য।

এ স্থলে উভয় হেতুই সঙ্গত। কিন্তু নিগমনদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার এরূপভাবে বিন্যস্ত ঐ হেতুদ্বয়কে অনিশ্চিত বলিতে হইবে।

গ। বিরুদ্ধ হেতু (চতুর্ব্বিধ)।

১১। সাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু সাধ্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন ঐ হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইবে। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা উৎপাদশীল।

উৎপাদশীল, এই হেতু নিত্যত্বের বিরোধী। অতএব ঐ হেতু দুষ্ট হেতু।

১২। ব্যঙ্গ্যসাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু ব্যঙ্গ্য-সাধ্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন ঐ হেতু দুষ্ট হইবে। যথা,—

চক্ষুরাদি কাহারও উপকারক,

যে হেতু উহারা সংঘাতপদার্থ;

যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি।

এ স্থলে "কাহারও" এই শব্দের প্রতীয়মান অর্থ শরীর, কিন্তু উহার ব্যঙ্গ্যার্থ আত্মা। যদিও সংঘাত-পদার্থ শরীরের উপকারক, কিন্তু উহা আত্মার উপকারক নহে। কারণ, সাংখ্যের মতে আত্মা নির্গুণ। অতএব হেতু ব্যঙ্গ্য সাধ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা দুষ্ট হইয়াছে।

১৩। পক্ষবিরুদ্ধ হেতু। যে হেতু পক্ষের বিরুদ্ধ হয়, উহা দুষ্ট হেতু। যথা,—

সামান্য পদার্থ দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া নহে।

যে হেতু উহা এক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে এবং উহার গুণ ও ক্রিয়া আছে।

এ স্থলে বস্তুতঃ "সামান্য" পদার্থ এক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে না। পক্ষের বিরুদ্ধ হওয়ায় হেতু দুষ্ট হইয়াছে।

১৪। ব্যঙ্গ্যপক্ষবিরুদ্ধ হেতু। যে হেতু ব্যঙ্গ্য-পক্ষের বিরুদ্ধ, উহাও দুষ্ট হেতু। যথা,—

অর্থ ক্রিয়ার সাধনকারক,

যেহেতু উহা চক্ষুরাদির গ্রহণ-যোগ্য।

'অর্থ' শব্দে বস্তু ও অভিপ্রায় উভয়ই বুঝায়। বস্তু চক্ষুরাদির গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু অভিপ্রায় চক্ষুরাদির গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব হেতু ব্যঙ্গ্য পক্ষের বিরুদ্ধ হওয়ায় দুষ্ট হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত

দিঙ্‌নাগ দৃষ্টান্তের অর্থ বিশদ করিয়া উহা দ্বারা হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-নৈয়ায়িকগণ দৃষ্টান্তের এরূপ ব্যবহার করেন নাই। যথা,—

পর্ব্বত বহ্নিমান্,

যে হেতু উহাতে ধূম আছে,

যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিমান্, যেমন রন্ধনশালা (সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত)।

যাহা বহ্নিমান্ নহে, তাহাতে ধূম নাই, যেমন হ্রদ (বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত)।

যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাই বহ্নিমান্, এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া দিঙ্‌নাগ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব দেখাইলেন। হেতু ও সাধ্যের এইরূপ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। দিঙ্‌নাগের সময় হইতেই ব্যাপ্তিবাদের সম্যক্ পরিপুষ্টি আরম্ভ হয়।

সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তাভাস

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ। সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইলে উহাকে সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তাভাস বলে। ইহা পাঁচ প্রকার। নিম্নে উহা প্রদর্শিত হইতেছে,—

১। যে দৃষ্টান্ত হেতুর সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা—

শব্দ নিত্য,

যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা অমূর্ত্ত, তাহাই নিত্য, যেমন পরমাণু।

এ স্থলে পরমাণু দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা অমূর্ত্ত নহে।

২। যে দৃষ্টান্ত সাধ্যের সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহাই অমূর্ত্ত, তাহা নিত্য, যেমন জীব-বুদ্ধি।

এ স্থলে জীব-বুদ্ধি দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা নিত্য নহে।

৩। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য কাহারও সহিত সমানাধিকরণ নহে, তাহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,
যাহা অমূর্ত্ত, তাহাই নিত্য, যেমন ঘট।

এ স্থলে ঘট দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা অমূর্ত্তও নহে, নিত্যও নহে।

৪। অনন্বয়-দৃষ্টান্তাভাস। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি না থাকে, সেই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

এই পুরুষ রাগী,
যে হেতু ইনি বক্তা,
যিনি বক্তা, তিনি রাগী, যেমন কোন মগধদেশীয় লোক।

এ স্থলে বক্তা ও রাগী, এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। যদিও মগধ-দেশীয় কোন লোক একাধারে রাগী ও বক্তা হইতে পারে, তাহা হইলেও উহাকে দুষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে।

৫। বিপরীতান্বয়-দৃষ্টান্তাভাস। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীতভাবে থাকে, সেই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, উহাকে বিপরীতান্বয়-দৃষ্টান্তাভাস বলে। যথা,—

শব্দ অনিত্য,
যে হেতু উহা প্রযত্নকৃত,
যাহা যাহা অনিত্য, তাহাই প্রযত্নকৃত—যেমন ঘট।

এ স্থলে ঘট দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা যাহা অনিত্য, তাহাই প্রযত্নকৃত, এ কথা বলা ঠিক নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা যাহা প্রযত্নকৃত, তাহাই অনিত্য, এইরূপ বলিলে ঠিক হইত।

বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস

বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাসও পাঁচ প্রকার। যথা,—

১। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতুর বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,
যে হেতু উহা অমূর্ত্ত,
যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন বুদ্ধি।

এ স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা দুষ্ট। কারণ, বুদ্ধি অমূর্ত্ত বস্তুর বিপরীত বস্তু অর্থাৎ মূর্ত্ত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ।

৭। যে দৃষ্টান্ত সাধ্যের বিপরীত ব হইতে ব্যধিকরণ, তাহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন পরমাণু।

এ স্থলে পরমাণু দুষ্ট দৃষ্টান্ত। কারণ, উহা নিত্য বস্তুর বিপরীত বস্তু অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর ব্যধিকরণ হইয়াছে।

৮। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য, এতদুভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ, উহাও দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

শব্দ নিত্য,

যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,

যাহা নিত্য নহে, তাহা অমূর্ত্ত নহে, যেমন আকাশ।

এ স্থলে 'আকাশ' দুষ্ট দৃষ্টান্ত। কারণ, উহা অনিত্য ও মূর্ত্ত, এতদুভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ।

৯। অনন্বয়-বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য, এতদুভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করে না, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা,—

এই পুরুষ রাগী,

যেহেতু ইনি বক্তা,

যিনি রাগী নহেন, তিনি বক্তা নহেন, যেমন পাষাণখণ্ড।

এ স্থলে 'পাষাণখণ্ড' দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা রাগী ও বক্তা, এতদুভয়ের পরস্পর ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছে না।

১০। বিপরীতান্বয়-বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তাভাস। যে বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপরীত ভাবে প্রদর্শন করে, উহা দুষ্ট দৃষ্টান্ত। যথা,—

শব্দ অনিত্য,

যেহেতু উহা উৎপাদশীল,

যাহা উৎপাদশীল নহে, তাহা অনিত্য নহে, যেমন আকাশ।

এ স্থলে দৃষ্টান্তটি বিপরীতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ ভাব এইরূপ হইবে;—যাহা অনিত্য নয়, তাহা উৎপাদশীল নহে।

দূষণ ও দূষণাভাস

পক্ষাভাস, হেত্বাভাস এবং দৃষ্টান্তাভাস, এ সকলকেই দূষণ বা অনুমানের দোষ বলে। প্রতিপক্ষের অনুমানে বা যুক্তিতে উদ্ধৃত আভাসত্রয়ের কোন একটি উদ্ভাবন করার নাম

দূষণ। যে অনুমান বা যুক্তিতে আভাস বা দোষ নাই, তাহাতে আভাস বা দোষ আরোপ করার নাম দূষণাভাস।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান

স্বার্থজ্ঞান দ্বিবিধ ;—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ইন্দ্রিয়সমুৎপন্ন কল্পনারহিত এবং নাম-জাত্যাদির সহিত অসংসৃষ্ট জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অনুমান। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে দোষ থাকিলে উহারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমানাভাস নামে অভিহিত হয়।

দিঙ্‌নাগের হেতুচক্রহমরু

তিব্বতে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি ক্ষুদ্র ন্যায়-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার নাম "হেতুচক্রহমরু"। হমরু শব্দের অর্থ কি, ঠিক বলা যায় না। তিব্বতীয় অনুবাদকগণ উহা "ব্যবস্থা" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মাশোক নামে এক ভিক্ষু এবং জহোরনিবাসী বোধিসত্ত্ব নামক এক পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া হেতুচক্রহমরু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ লিখিয়াছেন ;—

"যিনি জগতের ভ্রমজাল ধ্বংস করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞকে নমস্কারপূর্ব্বক আমি হেতুর ত্রিবিধ রূপ ব্যাখ্যা করিতেছি।"

হেতুর ত্রিবিধ রূপ ন্যায়প্রবেশ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুচক্রহমরু গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ দেখাইয়াছেন যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নয় প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি সম্বন্ধ ন্যায্য। অপর সাতটি সম্বন্ধ ব্যভিচারী। হেতুচক্রের রূপ পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল ;—

হেতুচক্র

(হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নয় প্রকার সম্বন্ধ)

১ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা জ্ঞেয়। যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য হইয়াও জ্ঞেয় এবং ঘট অনিত্য হইয়াও জ্ঞেয়। অতএব "জ্ঞেয়"—এই হেতুর সহিত "নিত্য"—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। এইটি সাধারণ হেতুর উদাহরণ।	২ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। ঘটের ন্যায় কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে। এ স্থলে অনিত্য ঘট উৎপাদশীল, কিন্তু নিত্য আকাশ উৎপাদশীল নহে। অতএব "উৎপাদশীল"—এই হেতুর সহিত "অনিত্য"—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। এই অনুমান নির্দ্দোষ হইয়াছে।	৩ শব্দ প্রযত্নকৃত, যেহেতু উহা অনিত্য। যেমন ঘট, যেমন বি[illegible] এবং যেমন আকাশ। এ স্থলে ঘট অনিত্য [illegible] প্রযত্নকৃত, বিদ্যুৎ অনিত্য, কি[illegible] প্রযত্নকৃত নহে এবং আক[illegible] অনিত্যও নহে, প্রযত্নকৃতও নহে[illegible] অতএব "অনিত্য"—এই হে[illegible] সহিত "প্রযত্নকৃত"—এই সাধ্যে[illegible] ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত
৪ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য, কিন্তু উৎপাদশীল নহে এবং ঘট উৎপাদশীল, কিন্তু নিত্য নহে। অতএব উৎপাদশীল—এই হেতুর সহিত নিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু।	৫ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা শ্রবণযোগ্য। যেমন ঘট এবং যেমন আকাশ। এ স্থলে ঘট অনিত্য, কিন্তু শ্রবণযোগ্য নহে এবং আকাশ অনিত্যও নহে, শ্রবণযোগ্যও নহে। অতএব শ্রবণযোগ্য—এই হেতুর সহিত অনিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। সাধ্যবিশিষ্ট ও সাধ্যশূন্য হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় হেতু অসাধারণ হইয়াছে।	৬ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নকৃত। যেমন আকাশ, যেমন [illegible] এবং যেমন বিদ্যুৎ। এ স্থলে আকাশ নিত্য কি[illegible] প্রযত্নকৃত নহে, ঘট প্রযত্নকৃ[illegible] কিন্তু নিত্য নহে এবং বিদ্যু[illegible] নিত্যও নহে প্রযত্নকৃতও নহে[illegible] অতএব প্রযত্নকৃত—এই হেতু[illegible] সহিত নিত্য—এই সাধ্যে[illegible] ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু।
৭ শব্দ অপ্রযত্নকৃত, যেহেতু উহা অনিত্য। যেমন বিদ্যুৎ, যেমন আকাশ এবং যেমন ঘট। এ স্থলে বিদ্যুৎ অনিত্য ও অপ্রযত্নকৃত, আকাশ নিত্য ও অপ্রযত্নকৃত এবং ঘট অনিত্য কিন্তু অপ্রযত্নকৃত নহে। অতএব অনিত্য—এই হেতুর সহিত অপ্রযত্নকৃত—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত।	৮ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রযত্নকৃত। ঘটের ন্যায় কিন্তু আকাশের ন্যায় নহে। এ স্থলে ঘট প্রযত্নকৃত ও অনিত্য এবং আকাশ অনিত্যও নহে, প্রযত্নকৃতও নহে। অতএব প্রযত্নকৃত—এই হেতুর সহিত অনিত্য—এই সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। অনুমান নির্দ্দোষ হইয়াছে।	৯ শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা মূর্ত্ত। যেমন আকাশ, যেমন পরমাণু যেমন ক্রিয়া এবং যেমন ঘট। এ স্থলে আকাশ নিত্য, কি[illegible] মূর্ত্ত নহে, পরমাণু মূর্ত্ত ও নিত্য[illegible] ক্রিয়া মূর্ত্তও নহে নিত্যও নহে[illegible] এবং ঘট মূর্ত্ত কিন্তু নিত্য নহে। [illegible]—এই হেতুর [illegible] সাধ্যের [illegible]শ্চিত।

দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি

দিঙ্‌নাগ স্বয়ং প্রমাণসমুচ্চয়ের এক বৃত্তি প্রণয়ন করেন। উহা বসুধর রক্ষিত নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ হেমবর্ম্ম নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সাহায্যে পুনরায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে ;—

"বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মঞ্জুনাথের আদেশে পরিচালিত হইয়া কুশাগ্রীয়বুদ্ধি মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।"

দিঙ্‌নাগের প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ

প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ নামে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা প্রথমতঃ চীন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। পরে চীনদেশ হইতে উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিব্বত দেশে উহার অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

দিঙ্‌নাগের আলম্বণপরীক্ষা

আলম্বণপরীক্ষা নামে দিঙ্‌নাগকৃত অপর একখানি গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে উহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

দিঙ্‌নাগের আলম্বণপরীক্ষাবৃত্তি

দিঙ্‌নাগ স্বয়ং আলম্বণপরীক্ষাবৃত্তি নামে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। উহার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

দিঙ্‌নাগের ত্রিকালপরীক্ষা

দিঙ্‌নাগ ত্রিকালপরীক্ষা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। শান্তকর গুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

শঙ্করস্বামী (৫৫০ খৃষ্টাব্দ)

দিঙ্‌নাগের প্রধান শিষ্যের নাম শঙ্করস্বামী। ইনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের লোক। দিঙ্‌নাগ-প্রণীত তর্কশাস্ত্র শিষ্যপরম্পরাক্রমে এগার পুরুষের পর শীলভদ্র নামক পণ্ডিতের হস্তে উপস্থিত হয়। শীলভদ্র ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। শঙ্করস্বামি-রচিত ন্যায়প্রবেশ

তর্কশাস্ত্র এখনও চীন-ভাষায় বিদ্যমান আছে। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং নামক চীন পরিব্রাজক এই গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীন-ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল (৬০০—৬৩৫ খৃষ্টাব্দ)

ধর্ম্মপাল দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাঞ্চীপুরের রাজ-মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চীপুরের রাজা ও রাজ্ঞী ধর্ম্মপালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদিন উঁহারা ধর্ম্মপালের অভ্যর্থনার নিমিত্ত এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। নগরে মহা আনন্দ-কোলাহল হইতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মপালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি ভিক্ষুর বেশ পরিধান করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। সমস্ত বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি উহাতে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। ধর্ম্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন ছিলেন। কথিত আছে, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অধিনায়কত্ব-পদ পরিত্যাগ করেন। তিনি কবি ভর্ত্তৃহরির সহিত মিলিত হইয়া পাণিনি ব্যাকরণের বেড়াবৃত্তি প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মপাল যোগাচার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তাঁহার শতশাস্ত্র-বৈপুল্য-ব্যাখ্যা ৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। কৌশাম্বী নগরে ধর্ম্মপাল বহু তীর্থিককে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া কৌশাম্বী নগরীতে যে বিহারে ধর্ম্মপাল বাস করিতেন ও যেখানে বসিয়া তীর্থিকগণকে পরাজিত করেন, উহা পরিদর্শন করেন।

আচার্য্য শীলভদ্র (৬৩৫ খৃষ্টাব্দ)

শীলভদ্র সমতট প্রদেশের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে বর্দ্ধমান কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমতট প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। শীলভদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মপালের নিকট নানা বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ধর্ম্মপালের অবসর গ্রহণের পর শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শীলভদ্র অসাধারণ নৈয়ায়িক ও অশেষশাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি (৬৩৫-৬৫০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

ধর্ম্মকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের চূড়ামণি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ "চূড়ামণি" চোল দেশের নামান্তর মাত্র। কোন কোন গ্রন্থে ত্রিমলয় প্রদেশ ধর্ম্মকীর্ত্তির জন্মভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছে। ত্রিমলয়ও বোধ হয়, চোল দেশের অন্তর্গত। ধর্ম্মকীর্ত্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম পরিব্রাজক করুণানন্দ। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। নানা শিল্পবিদ্যা, ষড়ঙ্গ বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং সমস্ত তীর্থিক-দর্শনে ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি তীর্থিক-দর্শনের পারগামী হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বৌদ্ধ কথকগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, বুদ্ধের উপদেশ নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। তিনি বৌদ্ধ উপাসকের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করায় সমাজচ্যুত হইলেন। তদনন্তর তিনি মগধে আগমন করিয়া ধর্ম্মপালের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তিনি ত্রিপিটকে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং পাঁচ শত সূত্র ও ধারণী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল। ব্রাহ্মণগণের গুহ্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি আত্মগোপন পূর্ব্বক ভৃত্যের বেশে দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করেন। ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্টের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন। কুমারিল ভট্ট স্বদেশীয় রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু ধান্যক্ষেত্র ও দাস-দাসী ছিল। ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের গৃহে ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসামান্য পরিশ্রম ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কুমারিল ভট্ট তাঁহাকে গুহ্য শাস্ত্র শ্রবণ করিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণগণের গুহ্য বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিলের গৃহ পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ভৃত্যত্ব গ্রহণের পর অবধি তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রীত্যর্থে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি যে দিন কুমারিলের গৃহ ত্যাগ করেন, সেই দিন এই ভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি তীর্থিক দার্শনিকগণের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কণাদ-দর্শনের মতাবলম্বী কণাদ গুপ্তের সহিত তাঁহার প্রথম তর্ক হয়। তিনি সমস্ত বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া উহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কণাদ গুপ্তের পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া কুমারিল ভট্ট অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং পাঁচ শত ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতে নির্গ্রন্থ, রাহুব্রতী ও অন্যান্য পরিব্রাজক-সম্প্রদায়কে পরাজিত করেন। দ্রাবিড় প্রদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ঢক্কা-নিনাদে সকলকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনেক তীর্থিক ভয়ে পলায়ন করেন এবং অনেকে স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত তর্কে অগ্রসর হইতে অক্ষম। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বহু উন্নতি সাধন করিয়া দ্রাবিড়ের নির্জ্জন বনে বাস করেন। তিনি কলিঙ্গদেশে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু তীর্থিককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কলিঙ্গ দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন তাঁহার অসংখ্য শিষ্য দাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যান।

কথিত আছে, তথায় আকাশ হইতে মহাপুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদ হয়। সমস্ত দেশ সাত দিন পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও দুন্দুভি-ধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছিল।

আবির্ভাব-কাল

কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র। লামা তারানাথ বলেন, তিব্বতীয় দেশে প্রচলিত এই প্রবাদ সমূলক নহে, কারণ, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার প্রমাপক কোন বচন নাই। লামা তারানাথের মতে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি ও তিব্বত দেশের রাজা স্রোঙ্-চন্-গম্-পো সমসাময়িক। উক্ত রাজা ৬২৭ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অতএব ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ যখন নালন্দা পরিদর্শন করেন, তখন ধর্ম্মকীর্ত্তির কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয় নাই। হুয়েন-সাঙ্ ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু ৬৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ই-চিঙ্ ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, দিঙ্‌নাগের পর ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়শাস্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মকীর্ত্তি ধর্ম্মপালের শিষ্য। ধর্ম্মপাল ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্ব-পদ পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, তখনও ধর্ম্মকীর্ত্তি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অথবা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ন্যায়বার্ত্তিক-প্রণেতা ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদ্দ্যোতকর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রায় সমসাময়িক। ন্যায়-বিন্দু ও বাদন্যায় গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তি উদ্দ্যোতকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও আবার ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় বা বাদবিধি পুস্তক উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্ (ন্যায়বার্ত্তিক, ১অঃ, ৩৩সূ)।

ধর্ম্মকীর্ত্তিও "শাস্ত্র" ও "শাস্ত্রকার" এই দুই নামে যথাক্রমে ন্যায়বার্ত্তিক ও উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

স্বয়মিতি বাদিনা যস্তদা সাধনমাহ। এতেন যদ্যপি কচিৎ শাস্ত্রে স্থিতসাধনমাহ, তচ্ছাস্ত্র-কারেণ তস্মিন্ ধর্ম্মিণি অনেকধর্ম্মাভ্যুপগমেঽপি যস্তদা তেন বাদিনা ধর্ম্মঃ স্বয়ং সাধয়িতুং ইষ্টঃ স এব সাধ্যো নেতর ইত্যুক্তং ভবতি।—(ন্যায়বিন্দু, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

মীমাংসক সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে এবং দিগম্বর জৈন বিদ্যানন্দ অষ্টসাহস্রিকা গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা ;—

ত্রিধৈব স্ববিনাভাবাদিতি যদ্ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।

প্রত্যজ্ঞায়ি প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ॥—(বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকায় ধর্ম্মকীর্ত্তির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা ;—

যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ

তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিবিদ্ধত্বাদ্দ্বয়োরপি ন সম্ভবঃ॥—(ভামতী, ২।২।২৮)।

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা

ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত বহু ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রমাণবার্ত্তিককারিকা অন্যতম। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে প্রমাণবার্ত্তিককারিকা হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈঃ দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে।—(প্রমাণ-বার্ত্তিক-কারিকা)।

প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী তিব্বতীয় গ্রন্থে বিদ্যমান আছে ;—ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। একদিন ঈশ্বর সেন নামক এক অধ্যাপকের গৃহে প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ পঠিত হয়। ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ স্থানে ঐ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন। তিনি শ্রবণমাত্রেই ঈশ্বর সেনের ন্যায় ঐ গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর সেন বহু বর্ষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পর প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ দ্বিতীয় বার শ্রবণ করিয়া ঐ গ্রন্থ-প্রণেতা দিঙ্নাগের সমতুল্য হইয়া পড়েন। তৃতীয় বার শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিলেন যে, প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে ভ্রান্তি আছে। ঈশ্বর সেন তাঁহার কথায় বিরক্ত হইলেন না। বরঞ্চ বলিলেন,—"আপনি প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর এক বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া দিঙ্নাগের সমস্ত ভ্রান্তি প্রদর্শন করুন।" এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি অনুষ্টুপ্ ছন্দে প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা নামে প্রমাণসমুচ্চয়ের এক টীকা রচনা করেন।

মূল সংস্কৃত প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতীয় ভাষায় উহার অনুবাদ বিদ্যমান আছে। সুভূতিশ্রীশান্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতের লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা,—

১। স্বার্থানুমান।
২। প্রমাণসিদ্ধি।
৩। প্রত্যক্ষ।
৪। পরার্থবাক্য।

গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে যে, যিনি জগতে অপ্রাতদ্বন্দ্বী ও যাঁহার যশঃ সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিয়াছে, সেই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপণ্ডিত শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তি এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি

ধর্ম্মকীর্ত্তি নিজেই প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকার উপর এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে ;— ধর্ম্মকীর্ত্তি মহাপণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। তাঁহার যশে দিঙ্‌মণ্ডল বিধৌত হইয়াছিল। তার্কিকগজকেশরী ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রতিপক্ষগণের মস্তক বিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয়

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নিম্নলিখিত কারিকা কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা,—

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ॥
সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ ॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥

—(প্রমাণবিনিশ্চয়, ১ম পরিচ্ছেদ।)

এই কয়েকটি কারিকা ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বিদ্যমান আছে। মূল প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য্যের সময়ে উহা নষ্ট হয় নাই। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরহিতভদ্র তিব্বতীয় লামার সাহায্যে প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রমাণ-বিনিশ্চয় তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা,—(১) প্রত্যক্ষব্যবস্থা, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে,—"ধর্ম্মকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের মহাপণ্ডিত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না।"

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু

ন্যায়বিন্দু ধর্ম্মকীর্ত্তির অপর একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একখানি তালপত্র-লিখিত প্রতিলিপি গুজরাটের শান্তিনাথ নামক জৈনমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ অধ্যাপক পিটারসন্ সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাবলীমধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা,—

(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান ও (৩) পরার্থানুমান।

প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বপুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। সম্যক্ জ্ঞান দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কল্পনাবিরহিত ও ভ্রান্তিশূন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ চতুর্ব্বিধ।

স্বার্থানুমান

স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার। লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমেয়ের জ্ঞানের নাম স্বার্থানুমান। লিঙ্গ বা হেতুর ত্রিবিধ রূপ; যথা,—

(১) পক্ষে লিঙ্গের সত্তা অবশ্যই থাকিবে।

যেমন পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট। যে হেতু উহাতে ধূম আছে, যেমন রন্ধনশালা। এ স্থলে "ধূম" লিঙ্গ বা হেতু। উহা পর্ব্বতে অবশ্যই থাকিবে, নতুবা অনুমান হইবে না।

(২) কেবল সপক্ষেই লিঙ্গের সত্তা থাকিবে।

যেমন ধূম রন্ধনশালায় থাকে। রন্ধনশালা বহ্নিবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেরই সপক্ষ।

(৩) অসপক্ষে লিঙ্গের সত্তা থাকিবেই না।

যেমন হ্রদ বহ্নিবিশিষ্ট বস্তুর অসপক্ষ। হ্রদে ধূম থাকে না।

লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা,—

(১) স্বভাব, (২) কার্য্য ও (৩) অনুপলব্ধি।

১। স্বভাবের উদাহরণ,—
এইটি বৃক্ষ,
যে হেতু ইহা শিংশপা।

২। কার্য্যের উদাহরণ,—
এইটি বহ্নিমান্,
যে হেতু ইহাতে ধূম আছে।

৩। অনুপলব্ধির উদাহরণ,—
এখানে ধূম নাই,
যে হেতু উহা উপলব্ধ হইতেছে না।

অনুপলব্ধি

অনুপলব্ধি একাদশ প্রকার। যথা,—

১। স্বভাবানুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই, যে হেতু উহা উপলব্ধ হইতেছে না। উপলব্ধ হওয়া ধূমের স্বভাব, তথাপি ইহা উপলব্ধ হইতেছে না।

২। কার্য্যানুপলব্ধি—এখানে ধূমের কারণসমূহ অপ্রতিবদ্ধ সামর্থ্য, যেহেতু এখানে ধূম নাই।

৩। ব্যাপকানুপলব্ধি—এখানে শিংশপা নাই, যে হেতু এখানে বৃক্ষের অভাব।

৪। স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীতস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৫। বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি—এখানে শীতস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে ধূমের অভাব।

৬। বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি—ভূতভাবেরও বিনাশ নিশ্চিত নহে, যে হেতু উহা হেত্বন্তরাপেক্ষী।

৭। কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীতকারণসমূহ অপ্রতিবদ্ধসামর্থ্য নহে, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৮। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে তুষারস্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে।

৯। কারণানুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি নাই।

১০। কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি—ইঁহার রোমহর্ষাদি বিশেষ লক্ষণ নাই, যে হেতু ইনি অগ্নি-বিশেষের সন্নিকটে বর্ত্তমান।

১১। কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি—এই প্রদেশে রোমহর্ষাদিযুক্ত পুরুষ নাই, যে হেতু এখানে ধূম আছে।

পরার্থানুমান

ত্রিরূপবিশিষ্ট লিঙ্গ বা হেতুর আখ্যান বা কথনের নাম পরার্থানুমান। পরার্থানুমান এক প্রকার জ্ঞান। আখ্যান বা কথন এই জ্ঞানের কারণ। এ স্থলে কারণে কার্য্যের উপচার করিয়া আখ্যান বা কথনকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে। পরার্থানুমান দুই প্রকার;—সাধর্ম্ম্যবৎ ও বৈধর্ম্ম্যবৎ। সাধর্ম্ম্যবৎ পরার্থানুমান যথা,—

শব্দ অনিত্য,
যে হেতু উহা উৎপাদশীল।
সমস্ত উৎপাদশীল বস্তুই অনিত্য, যেমন ঘট।

বৈধর্ম্ম্যবৎ পরার্থানুমান যথা,—

শব্দ অনিত্য,
যে হেতু উহা উৎপাদশীল।

অনিত্য নয়, এমন কোন বস্তুই উৎপাদশীল নহে, যেমন আকাশ।

পক্ষ

যাহাতে সাধ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহাই পক্ষ বা ধর্ম্মী। যথা,—পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, এ স্থলে 'পর্ব্বত' পক্ষ।

কোন কোন পক্ষ দুষ্ট। ইহাদিগকে পক্ষাভাস বলে। পক্ষাভাস চতুর্ব্বিধ। যথা,—(১) প্রত্যক্ষনিরাকৃত, যেমন শব্দ অশ্রাবণ। (২) অনুমাননিরাকৃত, যেমন শব্দ নিত্য। (৩) প্রতীতিনিরাকৃত, যেমন শশী অচন্দ্র। (৪) স্ববচননিরাকৃত, যেমন অনুমান প্রমাণ নহে।

হেতু

দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বা সাধনাভাস বলে। হেত্বাভাস তিন প্রকার যথা,—অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক এবং বিরুদ্ধ।

(ক) অসিদ্ধ,—

(১) শব্দ অনিত্য, যে হেতু উহা চাক্ষুষ। এ স্থলে 'চাক্ষুষত্ব' নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের হেতু না হওয়ায় উভয়াসিদ্ধ হইয়াছে।

(২) তরু চেতন, যেহেতু সর্ব্বত্বগপহরণে ইহার মৃত্যু হয়। এ স্থলে ত্বগপহরণে বৃক্ষের মৃত্যু প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় অসিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে। এ স্থলে বাষ্প বহ্নির কার্য্য কি না, সন্দেহ হওয়ায় হেতুটি সন্দিগ্ধ হইয়াছে।

(৪) আত্মা সর্ব্বগত, যেহেতু উহা সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়। এ স্থলে হেতু ধর্ম্যসিদ্ধ হইয়াছে।

(খ) অনৈকান্তিক,—

(৫) শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা প্রমেয়। এ স্থলে প্রমেয়ত্ব ধর্ম্ম নিত্য অনিত্য উভয় বস্তুতে বিদ্যমান থাকায় হেতু অনৈকান্তিক বা অনিশ্চিত।

(৬) কোন পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি বক্তা। এ স্থলে বক্তৃত্বধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব কোনটিরই কারণ না হওয়ায় হেতুটি অনৈকান্তিক বা অনিশ্চিত হইয়াছে।

(গ) বিরুদ্ধ,—

(৭) শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। এ স্থলে উৎপাদশীল—এই হেতু, নিত্য—এই সাধ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায়, হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়াছে।

(৮) শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদশীল। এ স্থলে উৎপাদশীল—এই হেতু অনিত্যের অসমানাধিকরণ না হওয়ায় হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তি কর্ত্তৃক দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন

সাধ্য ও হেতুর পরস্পর বিরোধ হইলে যে বিরুদ্ধ হেতু হয়, এ কথা দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি উভয়েই স্বীকার করেন। কিন্তু দিঙ্‌নাগ অপর এক প্রকার বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করেন, উহার নাম ইষ্টবিঘাতকৃৎ বিরুদ্ধ। যথা,—

> চক্ষুরাদি পরের প্রয়োজনসিদ্ধকারক,
> যেহেতু উহারা সংহত পদার্থ।
> যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি।

এ স্থলে 'পর' শব্দের শরীর বা আত্মা উভয় অর্থই হইতে পারে। সাধ্য যদি এইরূপ ভাবে দ্ব্যর্থক হয়, তাহা হইলে ইষ্টার্থ লক্ষ্য করিয়া সাধ্যের সহিত হেতুর বিরোধ দেখাইলেও উহা বিরুদ্ধ হেতু হইবে। ইহা দিঙ্‌নাগের মত। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন,—ইষ্টবিঘাতকৃৎ বিরুদ্ধ নামে অপর একটি বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করার কোনই প্রয়োজন নাই। যদি সাধ্যের বাচক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহার সহিত হেতুর বিরোধ না থাকায় হেতুটি বিরুদ্ধ হইল না। আর যদি কেবল ইষ্টার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে হেতুটি বিরুদ্ধ হেতু

হইল। যে স্থলে বাচকার্থ ও ইষ্টার্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে স্থলে হেতুটি অনৈকান্তিক হইবে। অতএব ইষ্টবিঘাতকৃৎ নামে অপর এক প্রকার বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

দিঙ্‌নাগ বিরুদ্ধাব্যভিচারী নামে এক প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, ওরূপ হেত্বাভাস স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। দিঙ্‌নাগ বলেন, যদি বাদীর হেতু স্বশাস্ত্রসম্মত হইয়া প্রতিবাদীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় অথবা যদি প্রতিবাদীর হেতু তাঁহার নিজের শাস্ত্রসম্মত হইয়া বাদীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এরূপ বিরুদ্ধ হেতুকে ব্যভিচারী হেতু বলা যায় না। অতএব বাদী ও প্রতিবাদীর নিগমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয়ের হেতু স্ব স্ব শাস্ত্রসম্মত হওয়ায় হেতুটি বিরুদ্ধাব্যভিচারী হইবে। বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেতু সংশয়ের কারণ বলিয়া উহা হেত্বাভাস নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বিরুদ্ধাব্যভিচারী হেতু আগম বা শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমানের প্রস্তাবে পরিগণিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, অনুমান প্রয়োগে উদাহরণ নিষ্ফল। কারণ, উদাহরণে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা হেতুমধ্যে পূর্ব্বেই নিহিত আছে। যথা,—

> পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট,
> যে হেতু উহা ধূমবিশিষ্ট,
> যেমন রন্ধনশালা।

এ স্থলে রন্ধনশালা এই উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ধূমবিশিষ্ট বস্তু মাত্রই যদি বহ্নিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে রন্ধনশালাও যে বহ্নিবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? উদাহরণের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন যে, হেতুতে যাহা সামান্য ভাবে উক্ত হইয়াছে, উদাহরণে তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করা যায়। ধূমবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বহ্নিবিশিষ্ট, এই কথা বিশেষ ভাবে দেখানের জন্য, 'রন্ধনশালা' এই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রন্ধনশালায় ধূমও আছে, বহ্নিও আছে।

সাধর্ম্ম্য উদাহরণাভাস

উদাহরণ দুই প্রকার। সাধর্ম্ম্য উদাহরণ ও বৈধর্ম্ম্য উদাহরণ। উদাহরণ দুষ্ট হইলে উহাকে উদাহরণাভাস বলে।

> সাধর্ম্ম্য উদাহরণাভাস যথা,—
> ১। শব্দ নিত্য,
> যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
> যেমন ক্রিয়া।

এ স্থলে 'ক্রিয়া' উদাহরণাভাস, কারণ, ক্রিয়া অমূর্ত্ত হইলেও নিত্য নহে। এইটি সাধ্য বিচ্যুত উদাহরণ।

২। শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
যেমন পরমাণু।

এ স্থলে 'পরমাণু' উদাহরণাভাস। কারণ, উহা নিত্য হইলেও অমূর্ত্ত নহে। এইটি হেতু-বিচ্যুত উদাহরণ।

৩। শব্দ নিত্য,
যেহেতু উহা অমূর্ত্ত,
যেমন ঘট।

এ স্থলে 'ঘট' উদাহরণাভাস। কারণ, উহা নিত্যও নহে, অমূর্ত্তও নহে। এইটি সাধ্য ও হেতু উভয় বিচ্যুত উদাহরণ।

৪। এই ব্যক্তি রাগী,
যেহেতু ইনি বক্তা,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। কারণ, তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি সাধ্যসংশয় উদাহরণ।

৫। এই ব্যক্তি মরণধর্ম্মবিশিষ্ট,
যেহেতু ইনি রাগী,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। যেহেতু তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি হেতুসংশয় উদাহরণ।

৬। এই ব্যক্তি অসর্ব্বজ্ঞ,
যেহেতু ইনি রাগী,
যেমন একটি রথ্যাপুরুষ।

এ স্থলে 'রথ্যাপুরুষ' উদাহরণাভাস। যেহেতু ইনি একাধারে রাগী ও অসর্ব্বজ্ঞ কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি সাধ্য ও হেতু উভয় সংশয় উদাহরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

চিত্র (ক)

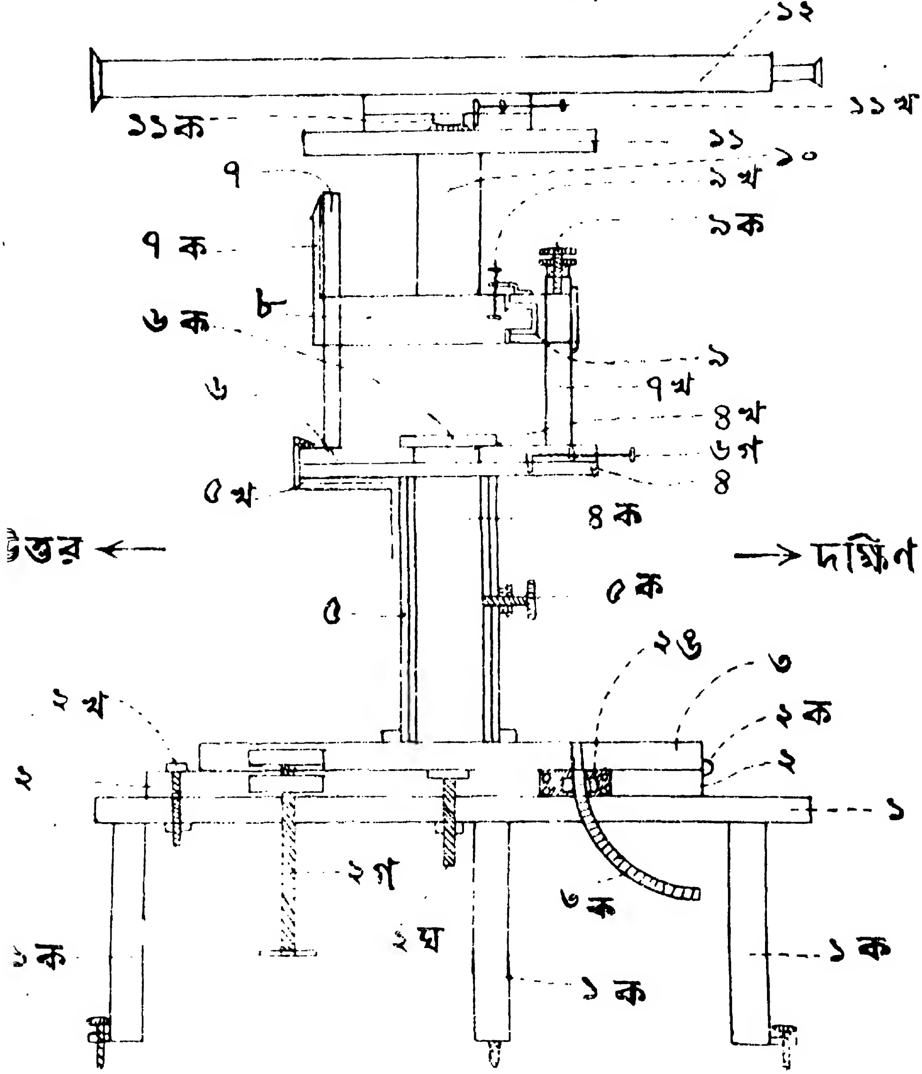

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র।—পৃঃ ১৬১।

চিত্র (খ)

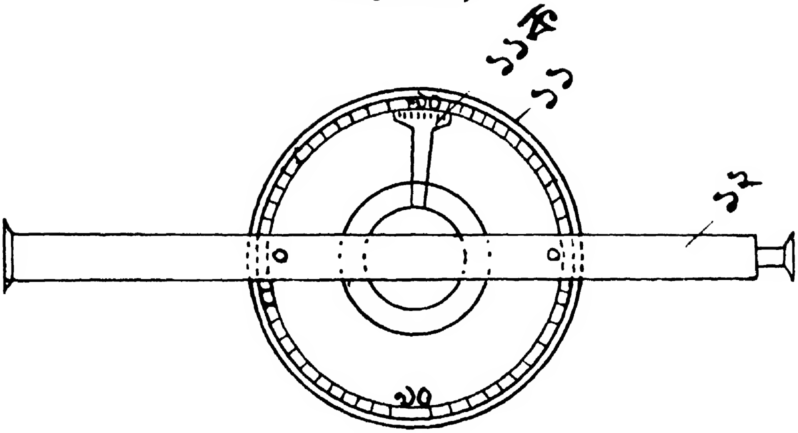

চিত্র (গ)

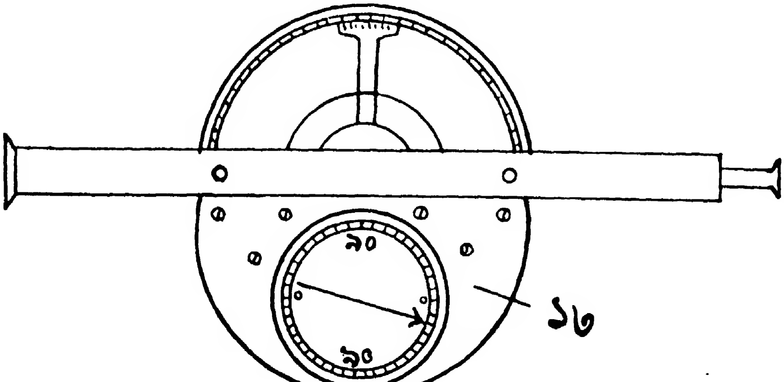

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র।—পৃঃ ১৬১।

Printed by
K. V. SEYNE & Bros.

প্রথম পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

একখানি খোদিত তাম্রফলক।—১৯৯ পৃঃ।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ।

উপরে আচার্য্য দিঙ্‌নাগের যে মূর্ত্তি প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় তেঙ্গ্যুর গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। তেঙ্গ্যুর গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বুতোন নামক কোন তিব্বতীয় পণ্ডিত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বুতোন্ তাসিলুম্পোর সন্নিকটস্থ শালু নামক বিহারে বাস করিতেন। তেঙ্গ্যুরে যে সকল পুস্তক বিদ্যমান আছে তাহা অবশ্য বুতোনের বহু পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অতএব এই মূর্ত্তিটি কত কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। কোন ভারতীয় মূর্ত্তির অনুকরণে তিব্বত দেশে এইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দিঙ্‌নাগের মস্তকে যে উষ্ণীষ দৃষ্ট হইতেছে, উহাকে তিব্বতীয় ভাষায় "পাঞ্চেন্ শোয়া-মার্" অর্থাৎ "পণ্ডিতের লোহিত শিরোভূষণ" বলে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, দিঙ্‌নাগ যে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, উহা রক্তবর্ণ ছিল। বিক্রমশিলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "পণ্ডিত" এই উপাধি লাভ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "পণ্ডিতোষ্ণীষ"ও প্রাপ্ত হইতেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতে "পণ্ডিতোষ্ণীষের" প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার প্রথম প্রচলন হয়। দিঙ্‌নাগ নালন্দায় বহু তার্কিককে পরাভূত করিয়া "পণ্ডিতোষ্ণীষ" লাভ করিয়াছিলেন।

দিঙ্‌নাগের শরীরে যে শাল দৃষ্ট হইতেছে, উহা দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন হস্তে বজ্র ও মস্তকের চতুর্দ্দিকে যে আভামণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, ঐ সমস্ত তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা সন্নিবেশিত, উহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

আলোচ্য বিষয়,—১। সভাপতির অভিভাষণ। ২। বিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ। ৩। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়। ৪। বান্ধব, বিশিষ্ট-সদস্য ও সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৫। পরিষদের ১২শ নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। ১৩২১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৭। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৮। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৯। শোকপ্রকাশ ;—(ক) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, (খ) ডাঃ ললিত-মোহন সিংহ বি এ, (গ) রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঙ) রাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও (চ) জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ১০। পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। প্রদর্শন ;—(ক) সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয়", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত তিন সহস্র টাকা মূল্যের সমগ্র "তেঙ্গুর গ্রন্থমালা", (গ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় চিত্রিত প্রাচীন পুঁথির একটি পত্র, (ঘ) শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ১২। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, (সভাপতি)

" ডাক্তার " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল, এল এল ডি

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএল

মহাস্থবির গুণালঙ্কার জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ

কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ

" বোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বিএল

" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল

" গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল

" জানকীনাথ গুপ্ত এম্‌এ, বি এল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
" পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল (ভাগলপুর)
" প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল
" অক্ষয়কুমার বসু বি এল
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" প্রসন্নকুমার সরকার বি এল
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত বি এ
" ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম বি
" " উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল, এম, এস
" " প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস
" কবিরাজ রাজমোহন সেন
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" পণ্ডিত ভবেন্দ্র শাস্ত্রী
" পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" আনন্দনাথ রায়
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (আগরা)
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" ভবানীচরণ ঘোষ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" মিঃ আর কিমুরা
" মন্মথনাথ রায়
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" হেমন্তকুমার সেন
" মোহিতমোহন ভড়
" পান্নালাল দাস
" গুরুনাথ কাহালী
" গৌরমোহন সাহা
" যামিনীনাথ সিংহ
" শরচ্চন্দ্র ধর
" রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শ্যামাপদ আচার্য্য
" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" মন্মথনাথ পাল (উকীল)
" চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
" সীতানাথ দাস

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দে
„ যদুনাথ সেন	„ রামকমল সিংহ
„ যদুনাথ সান্যাল	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ বসন্তকুমার ঘোষ	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ শ্যামাচরণ পাল	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নয়নারায়ণ চন্দ্র	„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ শ্যামলাল দে	„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী }
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ } সহকারী সম্পাদক

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সভার শেষভাগে হইবে বলিয়া স্থির হইল। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা হইতে জানা গেল,—(১) এবার পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ২০৩৩ হইয়াছে। (২) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্থায়ী ভাণ্ডারে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া বান্ধব এবং রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়বাহাদুর স্থায়ী ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়া আজীবন-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। (৩) বঙ্গের চারি জন সংস্কৃত-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। (৪) বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা বাহাদুর সেই বন্ধকী স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (৫) কলিকাতা মিউনিসিপালিটি পরিষৎ-পুস্তকালয়ের বার্ষিক সাহায্য ৩০০৲ হইতে ৪৫০৲ করিয়া দিয়াছেন। (৬) সর্ব্বশুদ্ধ পরিষদের আয় ১৬০৪০৲ ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ১২১২৯৷৵৫। স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা ও পরিষদের হস্তে গচ্ছিত কয়েকটি স্মৃতি-ভাণ্ডারের টাকা বাদে প্রকৃত প্রস্তাবে নগদ উদ্বৃত্ত ৬১৩৻১০। (৭) ১৩১৯ সালের বাকী ও ১৩২০ সালের সমস্ত পত্রিকা, ১৩১৯ সালে আরব্ধ চারিখানি এবং ১৩২০ সালে আরব্ধ তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশ-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। (৮) পরিষৎ-পুস্তকালয়ের শ্রীবৃদ্ধি আশাতিরিক্ত রকমে হইয়াছে। ১১৫ খানি ক্রীত ও ৬৩৯ খানি উপহৃত পুস্তক ব্যতীত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী হইতে এবার ১৮৯৭৬ খানি পুস্তক উপহার আসিয়াছে। ২৭ বৎসরের প্রাচীন সিকদারবাগান পুস্তকালয় ৩২১৩ খানি পুস্তক ও সমস্ত আসবাব সহ ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং এইরূপে এই পুস্তকালয়ে ৩০২৭৭ খানি পুস্তক সঞ্চিত হইয়াছে। (৯) পুথিশালাতেও বহু পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। উহার মোট সংখ্যা ২৫৩৫ খানি। (১০) চিত্রশালায় ৩০টি প্রাচীন মুদ্রা, ৯টি প্রস্তর-প্রতিমা ও একখানি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে। (১১) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বহু কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর পরিষৎ-

পুস্তকালয়ের নিয়মাবলী সংস্কার, শাখা-সভার নিয়মাবলী সংস্কার, গ্রন্থপ্রকাশের নিয়ম সংস্কারের ব্যবস্থা, পুস্তকালয়-সমিতি গঠন এবং আয়-ব্যয়ের বিশিষ্টরূপ শৃঙ্খলা সাধন করিয়াছেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নামে জোড়াবাগানের একটি রাস্তার নাম পরিবর্ত্তনের জন্য, সমস্ত নবপ্রকাশিত পুস্তক পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিখাইবার ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহে বাঙ্গালার স্থান নির্দ্দেশের জন্য সমিতি গঠন প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

অতঃপর ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রসদস্যগণের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং গ্রন্থাগার, পাঠাগার, পুথিশালা, চিত্রশালা, গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের বিশেষ বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইল। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের "বান্ধব"-শ্রেণীতে এবং রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুরের আজীবন-সদস্য-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং সমস্ত সদস্যের নির্ব্বাচন অনুসারে যথানিয়মে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিশিষ্ট-সদস্য-পদে নির্ব্বাচন-সংবাদও জানাইলেন।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, বহু গ্রন্থরচয়িতা, "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক-সদস্য-পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় অনুমোদন করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথানিয়মে গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ নিয়মে আছে যে, "প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং অন্যূন ॥৹ আনা হিসাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।" এই নিয়মটিতে একটি বিশেষ বিধি সংযোগ করা আবশ্যক হইয়াছে। ১৩১২ সালে যখন রঙ্গপুরে সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হয়, তখন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নানা বিবেচনায় কিছু অর্থ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। রঙ্গপুরবাসী মূল-পরিষদের সদস্যগণ রঙ্গপুর-শাখার সদস্য হইতে চাহিলে তাঁহারা সেখানে আর চাঁদা না দিয়া যাহাতে সদস্য হন, তজ্জন্য রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ প্রথম শ্রেণীর সদস্য ব্যবস্থা করেন। এই শ্রেণীর সদস্যগণ শাখা-পরিষদের এবং মূল-পরিষদের বিনামূল্যে পত্রিকা

প্রাপ্তি এবং উভয় সভার সদস্যের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হন। ক্রমে এই অধিকারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হইতে শাখা-পরিষদের প্রথম শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তখন শাখা-পরিষদের প্রার্থনামত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের আদায়ী টাকার উপর প্রথমে টাকায় ৵৹ আনা হিসাবে, পরে টাকায় ।৹ হিসাবে এবং আরও পরে টাকায় ॥৹ আনা হিসাবে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ-সম্বন্ধ হওয়া অবধি অর্থ ও ব্যবস্থা লইয়া কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। গত বর্ষে রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া মূল-পরিষৎ স্থির করিয়াছেন,—অতঃপর রঙ্গপুর-শাখা রঙ্গপুর জেলার বাহিরে আর কোন জেলায় প্রথম শ্রেণীর সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রথম শ্রেণীর সদস্য আছেন এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলায় যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের মূল-পরিষদে দেয় চাঁদা ৬৲ টাকার মধ্যে ৩৲ টাকা শাখা-পরিষৎ এবং ৩৲ টাকা মূল-পরিষৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদায় করিবেন। এই ব্যবস্থা হওয়ার এখন ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, এখন হইতে রঙ্গপুর-শাখার কোন প্রথম শ্রেণীর সদস্যের ৬৲ টাকা চাঁদা বা প্রবেশিকা ১৲ টাকা এখানে জমা হইবে না ; ৩৲ ও ॥৹ হিসাবে হইবে। কাজেই দ্বাদশ নিয়মের সংস্কার না হইলে এই সকল ব্যক্তিকে সদস্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই নিয়মটির পর এই ব্যবস্থার অনুকূলে একটি বিশেষ বিধি সংযোগ করা আবশ্যক। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এই দ্বাদশ নিয়মের পরে নিম্নলিখিত বিশেষ বিধিটি সংযোজিত হউক ;—

"রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্ত্তমান প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর জেলার যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার প্রথম শ্রেণীর সদস্য হইবেন, তাঁহারা মূল-পরিষদে প্রবেশিকা ॥৹ আট আনা ও বার্ষিক ৩৲ টাকা চাঁদা দিলে মূল-পরিষদের সাধারণ-সদস্যের সমস্ত অধিকার পাইবেন।"

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় সদস্য আর কোনও শাখার সহিত এরূপ অর্থ-সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে চাহিলে, ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন যে, আর কোন শাখার সহিত কোন প্রকার অর্থ-সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত সে সম্বন্ধ আর কোনও শাখার সহিত রাখা হইবে না বলিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বহু পূর্ব্বেই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামের অর্থ ও উদ্দেশ্য সমালোচনা করিয়া, নেপালে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পালরাজগণের রাজত্বকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল (এই অভিভাষণ ১৩২১ সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) শাস্ত্রী মহাশয়ের

বহু দিনের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলমূলক ব্যাপারের পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া তাঁহার অশেষ ধন্যবাদ করিলেন।

তৎপরে ১৩২১ সালের কর্ম্মচারি-নিয়োগ আরম্ভ হইল। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় ১৩২১ সালের নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হউন।" তিনি এই প্রস্তাব উপস্থাপনকালে বলিলেন,—ইনি যে এই পরিষদের সভাপতি হইবার একান্ত উপযুক্ত, তাহার পরিচয় আজকার এই অভিভাষণেই পাওয়া গিয়াছে। আমি এবং আমার ন্যায় অনেকেই উহা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপের যে আস্বাদন দিয়াছেন, তিনি সভাপতি থাকিলে বৎসর বৎসরই আমরা এইরূপ বিষয় সকল জানিতে পারিব। তিনি ভিন্ন এ সকল জিনিষ আবিষ্কার করিতে এবং তাহার আলোচনা করিয়া একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহার ন্যায়ই ক্ষমতা আর কাহার আছে? অতএব আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল

২। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি এল, এল এল ডি

৩। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর (লালগোলা)

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (দীঘাপাতিয়া)

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল মহাশয় সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সহকারী সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

২। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ, জি এস্

৩। " কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

৪। " মৃণালকান্তি ঘোষ

৫। " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি ই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মহাস্থবির গুণালঙ্কার জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সদস্যমণ্ডলীর নির্ব্বাচনক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
২। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
৩। " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
৪। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৫। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
৬। " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
৭। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৮। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
৯। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্এ, বিএল
১১। " বাণীনাথ নন্দী
১২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১৩। " রওশন আলী চৌধুরী
১৪। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। " শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু
১৬। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমস্ত শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচন অনুসারে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ১৩২১ সালের নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
২। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
৩। শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্এ, বি এল্
৪। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে। এখন আর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" শুনিবার সময় হইবে না। উহা প্রথম মাসিক অধিবেশনে আমরা শুনিব। এখন সভার অন্য কাজ শেষ করা যাউক। এবার চারিটি বস্তু প্রদর্শনের আছে,—(১) একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তি। এটি পদ্মপাণির মূর্ত্তি। মজঃফরপুরের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু মহাশয় এইটি পাইয়াছিলেন আর আমাদের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এটি তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। উভয়েরই পরিষদের প্রতি স্নেহের প্রশংসা করিতে হয় এবং উভয়ের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানান হইতেছে।

২। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় ব্রহ্মদেশের অক্ষরে এই গালার রঙ্গে সোনার অক্ষরে লেখা পুথির একখানি পাতা উপহার দিয়াছেন।

৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নয়টি বাক্সপূর্ণ ২২৫ খণ্ড পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার নাম টেঙ্গুর। ইহা তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত। ইহাতে বহু প্রাচীন কালের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষার বহু গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আগামী অধিবেশনে সে সকল কথা বলা যাইবে। এই পুথি-গুলির মূল্য ৩৫০০৲ টাকা। সতীশ বাবুর এই বহুমূল্য দানে আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪। অতঃপর ২৭ বৎসরের প্রাচীন যে শিকদারবাগান "বান্ধব-পুস্তকালয়" ৩২১৩ খানি পুস্তক এবং সমস্ত আসবাব লইয়া পরিষৎ-পুস্তকালয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহা এই সভার প্রাচীর-গাত্রের দশটি আলমারিতে বর্ত্তমান। এই দানের জন্য উক্ত পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-গণকেও ধন্যবাদ জানান হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় এই সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া এই পুস্তকালয়টির কথঞ্চিৎ রক্ষা সাধন করিয়াছেন। এই জন্য ইনিও সাহিত্যপরিষদের এবং সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

অতঃপর অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের মৃত্যুসংবাদ দিতে হইতেছে। ইহাঁরা পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদের গত বর্ষে মৃত্যু হইয়াছে।

১। ডাক্তার ললিতমোহন সিংহ বিএ

২। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী

৩। জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

এতদ্ভিন্ন ৺দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৺রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট বাহাদুরের বর্ত্তমান ১৩২১ বঙ্গাব্দেই মৃত্যু হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন;— ইহাঁদের মধ্যে ৺দুর্গাদাস রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইনি ১৩১২ সালে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। ইনি দক্ষিণ-বাঙ্গালার এক অতি পুরাতন জমিদার-বংশে

জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ রায় চৌধুরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্গাদাস বাবু অল্প বয়সেই দেশহিতৈষী, সমাজ-প্রতিপালক এবং লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজ দেশের সকল সৎকর্ম্মেই তিনি অগ্রণী হইতেন। রাজসরকারেও তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মিউনিসিপালিটী ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে তিনি উচ্চ পদে কাজ করিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কবিতা ও সংগীত রচনায় কৃতিত্ব ছিল। ৪৭ বৎসর বয়সে হরিদ্বারে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। দুর্গাদাস বাবুর অকাল- মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

২। ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাহিত্য পরিষদের এক জন অতি পুরাতন সদস্য। ১৩০৬ সালে ইনি ইহার সদস্য হন। তাহার পর ১৩০৯ সাল হইতে তিনি প্রতি বৎসর ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসরেও তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনগুলিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন ও উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সম্মিলনগুলিতেও তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষার্থ তিনি স্বব্যয়ে একখানি সুন্দর বৃহদাকার ব্রোমাইড ছবি উপহার দিয়াছিলেন। স্বজাতি কবি ও সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার্থও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্ভাবশতকের সুপ্রসিদ্ধ কবি ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাব হইলে ৺শৈলেশ বাবুই স্বব্যয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ভার লন। সেখানি প্রস্তুতপ্রায়, অতি শীঘ্রই তাহা একদিন এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরিষদের ছাত্র-সদস্যগণকে যে সকল গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হয়, তজ্জন্য এবং পরিষৎ-পুস্তকালয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার পুস্তকের দোকান হইতে বিনা মূল্যে পুস্তক দান করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। পরিষদের উৎসবাদিতেও তাঁহার নগদ দান ছিল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। শৈলেশ বাবু সুলেখক ছিলেন; তাঁহার লিখিত ছোট ছোট উপন্যাস গ্রন্থ বাঙ্গালীর বিশেষ আদরের পাঠ্য। গল্প রচনায় তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" যখন পূর্ব্বে একবার ৺সঞ্জীবচন্দ্রের হাত হইতে ডুবিয়া যায়, তখন ইঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার সম্পাদন-ভার লইয়া কিছুদিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের আসনে বসিতে তিনি সাহস করিতেন না বলিয়া তিনি কখনও বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। তাহার পর কিছু দিন পরে যখন বঙ্গদর্শন সত্য সত্যই লুপ্ত হইয়া গেল, তখন হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-সংসারে তাহার অভাব অনুভূত হইতেছিল। ১৩/১৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে মাসিক পত্র প্রচারের কিছু আতিশয্য

ঘটিয়াছে। সেই সময়ে পূর্ব্বকালে লুপ্ত কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র প্রচারের কথা আবা লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ঢাকা হইতে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর তাঁহা নিজের "বান্ধব" পত্রের নব পর্য্যায় এবং কলিকাতা হইতে ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহা "প্রবাহ" পত্রের নব পর্য্যায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ৺শৈলেশ বাবু মনে "বঙ্গদর্শনে"র পুনঃ প্রকাশের কথা উঠে। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে ১৩০৮ সাল হইতে "বঙ্গদর্শনে"র নব পর্য্যায় প্রকাশ আরম্ভ করেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও সম্পূ উপযুক্ত হইলেও ৺বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্মান রাখিয়া বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ নানা কার্য্যে বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে পুনরায় ৺শ্রীশচন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন। এ বারেও তিনি পূর্ব্বপন্থা অনুসরণ করিয়াই সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপান নাই। শেষে ১৩১৫ সালে শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যু হইলে ৺শৈলেশচন্দ্রই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও মহাজনগণের অনুসরণে নিজ নাম সম্পাদক বলিয়া ছাপান নাই। তদবধি বঙ্গদর্শন বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। ৺শৈলেশচন্দ্র এই সুদীর্ঘ সাহিত্য-সেবার মধ্যে দেশহিতকর আর একটি বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেটি তাঁহার জমীদারী কলেজ। শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং জমীদারী কার্য্যের সকল বিভাগে কার্য্য করিয়া বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তিনি জমীদারীর সকল বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া শেষে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুইটি সুবৃহৎ জমীদারের সেরেস্তায় কাজ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালের কেবল কলেজের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা অথবা পল্লীগ্রামের মাইনার, ছাত্রবৃত্তি বা ইউ পি স্কুলের ছাত্রগণ দ্বারা জমীদারীর কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। সে কালের কিতাবতী বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযোগী যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহা এখন দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, পাটোয়ার, সুমারনবীশ, আমিন, মুহুরী, কারকুন প্রভৃতির কার্য্য শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিবেচনায় ৺শৈলেশচন্দ্র বহু জমিদারীর ম্যানেজারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় একটি জমিদারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুখের বিষয়, এই অল্প দিনের শিক্ষায় এখানকার শিক্ষিত কয়েক জন ছাত্র কয়েক জন প্রসিদ্ধ জমিদারের সেরেস্তায় চাকুরী লাভ করিয়াছেন। ৺শৈলেশচন্দ্র ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটের সম্মানকর পদ ত্যাগ করিয়া নিজে এই কলেজের শিক্ষকতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুঃস্থ সাহিত্য-সেবিগণকে মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতেন। এইরূপে শৈলেশচন্দ্র সাহিত্যের ও সমাজের কল্যাণে নানাবিধ কার্য্য করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ৪৮ বৎসর বয়সে গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসেবক, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, নানা গ্রন্থের রচয়িতা, জমিদারী কলেজের প্রতি-

ষ্ঠাতা, বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর বন্ধু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন সদস্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বহু বৎসরের সদস্য ও হিতৈষী, জনপ্রিয়, সদালাপী, মধুর-প্রকৃতি ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।" শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করেন। খগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ যদি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সাহায্যার্থ ১০৲ টাকা দিবেন। সভাস্থ সকলেই এই দানের জন্য খগেন্দ্র বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে প্রদত্ত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৪) অতঃপর ৺রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম কেবল বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত। তিনি যেমন এ দেশে রাজসরকার হইতে, পণ্ডিত-মণ্ডলী হইতে ঐ জন্য বহু উপাধি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতেই ঐ জন্য সম্মানকর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এত উপাধি আর কাহারও ছিল না। হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহে ও আলোচনায়, বাদসাহী আমলের সঙ্গীতের আলোচনায়, শাস্ত্রোক্ত বাদ্যযন্ত্রসমূহের সংগ্রহে ও নির্ম্মাণে, সঙ্গীতের শিক্ষাদানে রাজা বাহাদুর যেরূপ যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা না করিলে বোধ হয়, এ দেশ হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার লোপ হইত। রাজা বাহাদুর তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে ইংরাজীর অনুকরণে স্বরলিপি রচনার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক কথার পারিভাষিক শব্দ রচনা করেন এবং একতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নানাবিধ তন্ত্রযন্ত্র বাজাইবার তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও ইঁহার অধিকার ছিল। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র আলোচনায় এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি কলাপ ব্যাকরণের অনুকরণে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সূত্র সকল রচনা করিয়া "গান্ধর্ব্ব-কলাপব্যাকরণং" নামে একখানি সঙ্গীত-বিদ্যার অভিনব ব্যাকরণ রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুর বহু বিদ্যায় পণ্ডিত, সদালাপী, অমায়িক ও আচারবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য

ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য-পরিষদের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষতি হইল, বলিতে হইবে। বঙ্গালা দেশে এক জন বহুদর্শী, প্রাচীন কালের অবস্থাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও লোকপ্রিয় প্রাচীন জমিদারের অভাব হইল।

অতঃপর রাজা বাহাদুরের মৃত্যুতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ, হিন্দু সঙ্গীত-বিদ্যার উদ্ধারকর্ত্তা, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বাঙ্গালায় একতানবাদনের প্রতিষ্ঠাতা, স্বরলিপি রচনার উদ্ভাবনকর্ত্তা, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যামোদী, সুবিদ্বান্, সদালাপী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আচারবান্, বহু সভ্য দেশের রাজগণপূজিত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট, মিউজিক ডক্টর, সি আই ই বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহা অনুভব করিয়া আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং রাজা বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।"

অতঃপর রাজা বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার কথা উঠিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, রাজা বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যবস্থা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হউক। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তির, যথা—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর, মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির স্মৃতিরক্ষার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লইয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতএব এই সঙ্গে সেগুলিরও ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্যোগী হইবার জন্য নূতন বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হউক। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারিণীপ্রসাদ ধর নিত্যকালী দাসীর এষ্টেটের ম্যানেজার, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বিএ, বি এল, মুন্সেফ, তমলুক।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅনন্তকুমার দাশগুপ্ত ৩ কালীঘাট ৩য় লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীকান্তিচন্দ্র মৌলিক পুরুলিয়া।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	”	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
”	”	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি আর এস, সহকারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীবল্লভানন্দ গোস্বামী কলিগ্রাম, মালদহ।
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস, জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
”	”	শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
”	”	শ্রীকালিদাস বিশ্বাস সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
”	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুন্সী জমিদার, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর	”	শ্রীরামেশ্বর সেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	”	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জমিদার, পরদা, মালঞ্চি পোঃ, পাবনা।
”	”	শ্রীগোপালচন্দ্র লাহিড়ী বি এ পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ, পাবনা।
”	”	শ্রীযদুনাথ বাকচি বি এল পাবনা।
”	”	শ্রীব্রজলাল সরকার মোক্তার, পাবনা
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম আর এ এস, টেক্‌নিক্যাল স্কুলের শিক্ষক, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুহ উকীল, পাবনা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াছিমুদ্দীন আহাম্মদ বি এল পাবনা।
"	"	শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, সাগরকান্দি পোঃ, পাবনা।
"	"	শ্রীপঞ্চানন সাহা, জমিদার দোগাছি পোঃ, পাবনা।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র রায় বিদ্যারত্ন এম এ, এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক, পাবনা।
চৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি "স্বাস্থ্যনিবাস", দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
"	"	ডাঃ শ্রীকেদারনাথ সেন এল্ এম্ এস্ ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারি, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু বি এস্ সি, এম বি, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এল, উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ	শ্রীনবগোপাল দত্ত বি এল স্মলকজ কোর্টের উকীল, ৩৩।১ গুলু ওস্তাগরের লেন।
"	"	শ্রীননীগোপাল রায় ৮৫ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, কুচবিহার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ লাইব্রেরীয়ান, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	পি, এন, দত্ত স্কোয়ার, বার-এ্যাট-ল, ১২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল, পুরুলিয়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ পটুয়াখালি, বরিশাল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ৭০ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
„	„	শ্রীতারাপদ সেন গুপ্ত C/o কবিরাজ শ্রীহরিনারায়ণ সেন গুপ্ত বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্দ্ধমানরাজ, বর্দ্ধমান।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি এল সিনিয়র মুন্সেফ, সাসারাম, সাহাবাদ।
„	„	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র মৌনা, পি, ও, ছাপরা, সারন।
„	„	শ্রীজগতিনাথ চট্টোপাধ্যায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কালেক্টার, পি, ও, ছাপরা, সারন।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ৪ রাধানাথ বসুর লেন।
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	„	ডাঃ শ্রীলালমাধব ঘোষাল এল এম এস, ১১।৭ রামকৃষ্ণ দাসের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„	শ্রীজীবনহরি মুখোপাধ্যায় বি এল, ২১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ, সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩।১।১ রামরতন বসুর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন ২ শিবতলা লেন, বড়বাজার।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	„	শ্রীগুণেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ১৪ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	"	শ্রীভূপতি মুখোপাধ্যায় কলিয়ারী ম্যানেজার, জিওলগড়া, জামাদাবা পোঃ, মানভূম।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	পণ্ডিত মহাবীর মিশ্র কবিরাজ ৫৩।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল উকীল, নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঈশ্বরপাঠশালা, ৺কাশী।
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	"	শ্রীনলিনীপ্রসাদ বসু ৯ নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কেসিয়ারা, বর্দ্ধমান।
"	"	ডাঃ শ্রীজহরীলাল সরকার বড়বেলুন।
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, উকীল, তমোলুক।
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	"	শ্রীকেশবচন্দ্র ভক্ত চৌধুরী "মনোমোহন লাইব্রেরীর" স্বত্বাধিকারী, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৭ কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ৫৭ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরঘুনাথপ্রসাদ পীঠি ১ শ্যাম স্কোয়ার, বাগবাজার পোঃ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায় একষ্ট্রা ডেপুটি কন্‌সারভেটর অব ফরেষ্ট, শিলং, আসাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কন্‌সার্‌ভেটর অব্‌ ফরেষ্ট আফিস, শিলং, আসাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	শ্রীফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল, মুন্সেফ, তমলুক।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল,—

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	১। সরল উর্দ্দূ শিক্ষা
„ আনন্দচন্দ্র সেন	২। পাণ্ডববর্জ্জিত প্রতিবাদ
„ বেণীমাধব চাকী বি এল	৩। সীতানির্ব্বাসন
ডাঃ „ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪। সদৃশবিধান চিকিৎসা
	৫। সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব (পরিশিষ্ট ভাগ)
	৬। শিরঃপীড়া চিকিৎসা
	৭। সদৃশ-বিধানতত্ত্ব
„ চিত্তরঞ্জন দাশ এম্‌ এ	৮। সাগর-সঙ্গীত
„ তারকনাথ বিশ্বাস	৯। তারকনাথ-গ্রন্থাবলী
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ	১০। রসমঞ্জরী
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	১১। ব্যাকরণবিভীষিকা
	১২। কপালকুণ্ডলা সমালোচনা
„ অনুকূলনাথ মিত্র	১৩। দুর্জ্জয় মান
	১৪। প্রবাস
„ পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য	১৫। অমরমঙ্গলং নাটকং
„ রাজশেখর বসু	১৬। বেদান্তদর্শন (১ম খণ্ড)
	১৭। পরলোকতত্ত্ব
	১৮। প্রলয়-তত্ত্ব
	১৯। বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি
	২০। হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ
	২১। অধিকার-তত্ত্ব
ডাঃ „ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	২২। প্রকৃতি

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	২৩। ভূদেব-গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)
	২৪। ঐ (২য় খণ্ড)
	২৫। ঐ (৩য় খণ্ড)
	২৬। ঐ (৪র্থ খণ্ড)
" দৌলত আহাম্মদ	২৭। সমাজ-সংস্কার
" সতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চৌধুরী	২৮। মিলন
" সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৯। বেকারের উপায় (১ম খণ্ড)
" পান্নালাল জৈন মন্ত্রী	৩০। সনাতন-জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকং
	৩১। ঐ ষষ্ঠ অঙ্কং (জৈনেন্দ্রপ্রক্রিয়া-পূর্ব্বার্দ্ধং)
" মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র	৩২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত
মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর	৩৩। চন্দ্রজিৎ
	৩৪। গায়ত্রী
শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল বি এ	৩৫। তুলসী
	৩৬। ঐ
" ব্রজবল্লভ রায়	৩৭। রাধাজীবনের কবিতাবলী (১ম খণ্ড)
	৩৮। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা
" রামসহায় নাগ	৩৯। কলঙ্ক
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০। পাষাণের কথা
" অন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৪১। গৃহশিল্প বা দরিদ্রের অন্নসংস্থান
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৪২। সারঙ্গরঙ্গদা
" কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	৪৩। জৈন ধর্ম্ম
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৪। প্রাকৃতপ্রকাশ
" সন্তোষকুমার লাহিড়ী	45. Letters of Condolence received by Santoshkumar Lahiri on the death of Babu Saratkumar Lahiri.
Superintendent, Govt. Printing, India.	46. Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa (1912-13)
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	47. Off to the Western Himalayas,

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Officer-in-charge Bengal Sectt, Book Depot.	48.	Annual Progress Report on Forest Administration in Bengal for 1912-13.
The Hony. Manager, Jiva Daya Juan Prasarak Fund.	49.	Third Annual Report of the Jiva Daya Juan Prasarak Fund.
Rev. Haji Syed Gafur Shah.	50.	Blessed Lord, Hazi Hafiz Syed Waris Ali Shah of Dewa.
	51.	The Martyr of Truth (Life of Hussain Halloj Ibn-mansoor)
	52.	Ibrahim Ibn Adham.
Director, Geological Survey of India.	53.	Records of the Geological Survey of India Vol. 43. Pt. 3.
	54.	Do. Do. Pt. 4.
শ্রীযুক্ত মৌলবি দৌলত আহম্মদ	55.	Bengal Provincial Conference—Presidential Address in 1914 at Comilla.
	56.	Nation Building in India, Tract No. 1.
Assistant Superintendent, General Dept. Bombay Secretariat.	57.	Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle for 1913.
Superintendent, Govt. Printing, India.	58.	Annual Reports on Archaeological Survey of India during 1909-10.
	59.	Progress of Education in India Vol. I (1907 to 1912)
	60.	Do. Do. Vol. II (Do.)
Under Secretary to the Govt. of Bengal.	61.	Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammadan & British Monuments, Northern Circle, for 1912.
Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	62.	Bengal Dist. Gazetteers, Birbhum 1900-01 to 1910-11 "
		Do. Do. Backergunge.
	63.	Do. Do. Burdwan.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	64.	Dist. Gazetteers—Bankura.
	65.	Do Do Chittagong.
	66.	Do Do Chittagong Hill Tract
	67.	Do Do Dacca.
	68.	Do Do Hooghly.
	69.	Do Do Jessore.
	70.	Do Do Malda.
	71.	Do Do Nadia.
	72.	Do Do Pabna.
	73.	Do Do Rangpur.
Agricultural Adviser to the Govt. of India.	74.	Reports on the Progress of Agriculture in India for 1912-13.
Superintendent Govt. Printing, India.	75.	Statistics of Cotton Spinning and Weaving (April 13 to Feby. 1914)
Assistant Secretory to the Govt. of Bengal, Marine Dept.	76.	Annual Report of the Health Officer of the Port of Calcutta for 1913.
	77.	Annual Reports of the Sanitation of the Port of Chittagong for 1913.
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার	78.	The Sacred Books of the Hindus Vol. XVI. The Positive Background of Hindu Sociology Book I.
The Asiatic Society of Bengal	79.	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III. No 9.
Superintendent Govt. Printing India.	80.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving in the Indian Mills in March 1914.
The Hon'ble Mr. Justice Woodroffe	81.	Principles of Tantra Part I.
Director, Geological Survey of India.	82.	Records of the Geological Survey of India, Vol. 44 Pt. I.
	83.	Memoirs of the Geological Survey of India. Vol 40 Pt. 2.
Asst. Secy. to Govt. Punjab. P. W. D. Buildings & Roads Branch.	84.	Annual Archaeological Progress Report,

প্রদাতা		পুথি
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ	৮৫।	২২৫ খানি তেঙ্গুর গ্রন্থমালা
" কিরণচাঁদ দরবেশ	৮৬।	মহাভারত (আদি ও সভাপর্ব্ব) খিলহরিবংশ
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৮৭।	মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব)
" প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্	৮৮।	বিনন্দ রাখালের পালা (দয়ারাম দাস)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ,—(ক) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্ মহাশয়ের সংখ্যাপূরণবাচক "বাঙ্গালা প্রত্যয়", (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ", (গ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বিএল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'বাঁশে লেখা ঠিকুজি" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশে লেখা ঠিকুজি। ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) শম্ভুচন্দ্র রায়, (খ) বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) পণ্ডিত গুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন ও (ঘ) "মেদিনী-বান্ধব"-সম্পাদক দেবীদাস করণ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএল্
" ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস্‌সি
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

শ্রীযুক্ত সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ পান্নালাল মল্লিক
„ আনন্দনাথ রায়
„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌এ,
„ বাণীনাথ নন্দী
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল এম এস্
„ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
„ ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সুরেশচন্দ্র নন্দী
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বিএ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ রাধাগোবিন্দ গোস্বামী
„ রামহরি ভড় বিএল্
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ } সহকারী সম্পাদক
„ মৃণালকান্তি ঘোষ }

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূপতিচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীবিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ কলমা, ঢাকা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	মৌলবী সৈয়দ নুর উল হোসেন কাসিমপুরী, জালালপুর, শ্যামপুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মৌলিবী ওয়াহেদ হোসেন	মৌলবী নসিমুদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বার লাইব্রেরী, আলীপুর।
"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৭ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ, বি ই ২২ রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র ১৮।১ কালীঘাট থার্ড লেন।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি বি এ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকাল বোর্ডের মেম্বর ও এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, হাই স্কুল, কাঁথি।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এল উকীল, কাঁথি।
"	"	শ্রীরেবতীনাথ মাইতি ব্যারিষ্টার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় মোক্তার, কাঁথি।
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	"	শ্রীপৃথ্বীনাথ বসু মুন্সী জমিদার, দেহুর, পুঁটশুরী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, বাসুদেব গ্রাম, আড়া।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল্ উকীল, পুলিশ কোর্ট। ৩।১।১ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীউদয়নারায়ণ ভাদুড়ী সোপুরা, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর, ১২০।৩ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় বি এল্ হাই কোর্টের উকীল, ৯ হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কবিরাজ শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন ১৬।১৭ কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ বৈদ্যশাস্ত্রী, পালপাড়া, চন্দননগর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ ২০৭ মদনপুরা, কাশী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	কুমার শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল, ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরামকমল রায় বি এল্ ৫২ রাজবল্লভ সাহার লেন।
"	"	শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২ কাটাপুকুর লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেক্টার, বারিপদা, ময়ুরভঞ্জ।
"	"	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, আরা।
"	"	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী পোষ্ট মাষ্টার, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন আনন্দ-কুটীর, সাথুয়াই পোঃ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী বাজালা, সহিলপুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	জে, এন, মুখার্জ্জি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা।
”	”	পি, এন্, বিশ্বাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং, মন্দালে, বর্ম্মা।
”	”	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী সাব রেজিষ্ট্রার, ঝিকরগাছা, যশোহর।
”	”	কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এল্ এম্ এস্ ২৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীআশুতোষ সরকার বি এল্ সবজজ, হাবড়া।
”	”	শ্রীবিপিনবিহারী সরকার, ভক্তিরত্ন
”	”	শ্রীদুবলচাঁদ ভক্তিকুটীর, নোয়াখালী।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও ” বোধিসত্ব সেন	১। রামদাস-গ্রন্থাবলী
” উদয়নারায়ণ ভাদুড়ী	২। গীতোদয়-কৌমুদী
” ললিতমোহন জ্যোতিভূর্ষণ	৩। আরতি
” রামকমল সিংহ	৪। বঙ্গদেশে শিশু প্রতিপালন
” ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। দুর্গামঙ্গল
” চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	৬। সেবক (হিন্দি মাসিক পত্র)
	৭। ব্যাস-সংহিতা
” বিধুভূষণ সেন গুপ্ত	৮। হিতদীপ
	৯। জ্যামিতি-সহায় (১ম ভাগ)
	১০। ইতিহাস-শিক্ষা
	১১। সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত
	১২। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণম্ (১ম ভাগ)
	১৩। ঐ (২য় ভাগ)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন গুপ্ত	১৪। বীরোত্তর কাব্য
	১৫। রত্নাকর পত্রিকা
	১৬। তত্ত্ববোধ পত্রিকা (১—৮ম সংখ্যা)
„ সত্যানন্দ রায়	১৭। মধুমতী
„ রাধাকিশোর কর	রীর-পালন-বিধি
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৯ শ্লোকমালা
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২০। শাস্ত্রাপবাদ-নিরাকরণ (১ম ভাগ)
	২১। সঙ্গীত-হার (২য় ভাগ)
	২২। প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট
	২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
	২৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী
	২৫। গীতা-কৌমুদী
	২৬। প্রকৃতি ও পুরুষ
	২৭। কলি-মাহাত্ম্যম্
	২৮। প্রয়াগ-মাহাত্ম্যম্
	২৯। দ্বারকা-মাহাত্ম্যম্
	৩০। পঞ্চগীতা
	৩১। শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ-গীতা
	৩২। গীতা (পদ্যানুবাদ)
	৩৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
	৩৪। মনোমোহন গীতাবলী
	৩৫। অনুরাগ-বল্লী
	৩৬। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ
	৩৭। প্রেম-বিলাস
	৩৮। শ্রীস্বরূপ-দামোদর
	৩৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত
	৪০। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব
	৪১। গুপ্ত-সংহিতা
	৪২। শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী
	৪৩। যুগ-ধর্ম্ম
	৪৪। পঞ্চতীর্থ-মাহাত্ম্য

উপহার দাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৫। আনন্দ-মীমাংসা
	৪৬। শ্রীমৎদাস গোস্বামী
	৪৭। সাধক-জীবনী, চৈতন্ত-চরিত
	৪৮। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
	৪৯। কমলা (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)
	৫০। আত্মবিদ্যা (৪র্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)
	৫১। শ্রীভগবদ্গীতা
„ ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫২। ব্রহ্মচর্য্য
	৫৩। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (১ম খণ্ড)
„ পরেশনাথ হোড়	৫৪। ম্যালেরিয়া নাটিকা
„ আব্দুল বারি	৫৫। কারবালা
Director, Geological Survey of India.	56. Records of the Geological Survey of India Vol. 43 H 2.
Registrar, Calcutta University.	57. Calcutta University Minutes Vol. LV. Pt. 6—1911.
	58. Do, Do, Vol, 57 parts 1 & II. 1913.
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	59. Reports on Survey & Settlement Operations in Bengal for 1913.
	60. Annual Returns of the Lunatic Asylums in Bengal for 1918.
Secretary to Workingman's Inst.	61. Second Annual Report of the Central Committee of Workingman's Institution.
শ্রীযুক্ত কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	62. Karma Jogee Sasipada.
	63. Elevation of the masses of the depressed classes.
	64. The Devalaya movement,
	65. Prospectus for King George's Medical College, Lucknow.
	66. On the moral aspects of nature.
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	67. The New Testament of our Lord Jesus Christ in Bengali.
„	68. Hallam's Middle Ages Vols. I. II & III.
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	69. The Hindu University Deputation in Calcutta.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Director General of Commercial Intelligence.	*70.*	*Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills in April 1914.*
Officer-in-charge, Bengal. Scott, Book Depot.	*71.*	*Report on the Maritime Trade of Bengal 1913-14.*
	72.	Resolution reviewing the reports on the working of the District Boards in Bengal 1912-13.
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	73.	24th Annual Report of the National Association for supplying female medical aid to the women of India for 1908.
	74.	Twentisixth annual report of the Do, Do, etc.
	75.	Inventions of Designs in 1911.
	76.	Short stories on marriage reform and allied topics.
Officer-in-charge, Bengal Scott, Book Depot.	77.	Triennial Report on the Administration of the Registration Deptt, in Bengal for 1913.
Chief inspector of Explosives in India.	78.	Fifteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India.
Secy. to the Govt. of India Revenue and Agriculture.	79.	Resolution on the Deptt. of Revenue & Agriculture.

উপহারদাতা		উপহৃত পুঁথি
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায়	৮০।	প্রার্থনা-বিলাস
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৮১।	রামায়ণ—(আদিকাণ্ড)
	৮২।	„ (সুন্দরকাণ্ড)
	৮৩।	„ (লঙ্কাকাণ্ড)
	৮৪।	লক্ষ্মণের ফলরক্ষা (উত্তরাকাণ্ড)
	৮৫।	চৈতন্য-মঙ্গল (সূত্রখণ্ড)
	৮৬।	ঐ (মধ্যখণ্ড)
	৮৭।	ঐ (অন্ত্যখণ্ড)
	৮৮।	ইছাই ঘোষের পালা
	৮৯।	কালকেতুর চৌতিশা

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	৯০। তন্তুবায়-কুলপঞ্জী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	৯১। সংগ্রহ গ্রন্থ
„ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৯২। পদাবলী
	৯৩। মহাজন-পদাবলী
„ দেবনারায়ণ ঘোষ	৯৪। মহাভারত—(সভাপর্ব্ব)
	৯৫। ভাগবত

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার "সংখ্যাপূরণ-বাচক বাঙ্গালা প্রত্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত বলিলেন,—প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন যে, ইংরাজী রীতির অনুকরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় "লা", "রা", "স" লিখিয়া গিয়াছেন, আমার কিন্তু বোধ হয়, ১লা, ২রা ইত্যাদি কথাগুলি উর্দ্দু পহেলা, দোস্‌রা, তেস্‌রা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। তাহা হইলে এই কথাগুলি ইংরাজদিগের এ দেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে আমরা গ্রহণ করিয়াছি, বলিতে হইবে। প্রবন্ধ-লেখক ১লা, ২রা হইতে "লা", "রা" বাদ দিতে চাহিতেছেন, ইহার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী বলিলেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "অনুকরণপ্রিয়তা" ছিল বলিয়া সারদা বাবু তাঁহার দোষ ধরিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজেই এখন সেই ইংরাজী ধরণের অনুকরণ করিতে যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—ইংরাজেরা বণিকের জাতি; তাঁহারা অনর্থক সময় নষ্ট করিতে চাহেন না বলিয়া ১ জুন, ২ জুন লিখিয়া থাকেন। আমরা এখনও সেরূপ ব্যবসাদার হইতে পারি নাই। কাজেই এখনও আমাদের ১লা, ২রা জুনের পরিবর্ত্তে ১ জুন, ২ জুন লেখা আবশ্যক হয় নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর প্রবন্ধটি বেশ গবেষণাপূর্ণ। আমি অনেক জমিদারী সেরেস্তায় ১ বৈশাখ, ২ জ্যৈষ্ঠ লিখিতে দেখিয়াছি। ত্রিকাণ্ডশেষ, অমরকোষের শেষাংশ, ইহাতেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়। সারদা বাবু বলিয়াছেন যে, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি ইয়োরোপ হইতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনেক প্রাচীন পুথিতে কমার ব্যবহার দেখিয়াছি। একটি শ্লোক আছে,—"দুর্য্যোগ নাস্তি অথচ নাস্তি।" এখানে "নাস্তি অথচ নাস্তি"র কোন অর্থবোধ প্রথমে হয় না। শেষে দেখিলাম, প্রথম "নাস্তি"র "না"র পর একটা কমা আছে। তখন এই শ্লোকের অর্থ সহজ হইল।

ইহার পর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষায় নেতি-বাচকের প্রয়োগ" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—নেতিবাচক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যেমন

বাক্যের পূর্ব্বেও বসে, বাঙ্গালাতেও তাহাই। কারক যে প্রথমেই ব্যবহৃত হইবে, তাহা নহে। যে পদটি যেখানে দিলে সুন্দর হয়, সেটি সেখানেই দেওয়া হয়।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস-গুপ্ত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধটির সুখ্যাতি করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে প্রাচীন বাঙ্গালায় যে এরূপ ব্যবহার ছিল না, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, তিনি প্রবন্ধ দ্বারা এই সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশের লেখা ঠিকুজী প্রদর্শন এবং তৎসম্বন্ধে রঞ্জন বাবুর লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ পাঠ করেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, এই বাঁশের লেখা ঠিকুজী একটা নূতন জিনিষ। ইহা আমরা পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। এইটি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় রঞ্জন বাবুকে এই সভার পক্ষ হইতে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অতঃপর পরিষদের কয়েক জন সদস্য ও সাহিত্যিকের পরলোক-গমনে সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোক প্রকাশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে ৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ ভাগ উড়িষ্যা প্রদেশেই অতিবাহিত করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। ইনি একজন বঙ্গসাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার "পুলিশ ও লোকরক্ষা" এবং "৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী" অনেকেই বোধ হয়, পাঠ করিয়াছেন।

তৎপরে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন,—কেদার বাবুও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। যখন আমি নৈহাটী মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলাম, সেই সময় কিছু দিন তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। তাহাতে আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি সুপণ্ডিত, সদালাপী ও সদাশয়—তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন এক ভাবেই কাটিয়াছে।

তৎপরে পরিষদের সদস্য শম্ভুচন্দ্র রায়, বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন ও "মেদিনীবান্ধব"-সম্পাদক দেবীদাস করণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তকোপ-হারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্এ মহাশয় কর্তৃক ভবনগর রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড প্রস্তর। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র"। শোক-প্রকাশ—(ক) ধরমূলাল আগরওয়ালা বিএ এটর্ণি, (খ) সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও (গ) মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত—

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস্‌সি

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ	শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্এ, বিএল	" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ	" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই	" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	" যতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী	" ক্ষেত্রমোহন সেন
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	" সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রজনীকান্ত বক্‌সী	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" কিরণচন্দ্র দত্ত	" সুধীররঞ্জন রায় চৌধুরী
" শ্যামলাল গোস্বামী	" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" মন্মথনাথ ঘোষ	" নিত্যানন্দ রায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত	" হেমচন্দ্র ঘোষ
" শিবচন্দ্র কুণ্ডু	" ললিতমোহন রায়
" অম্বিকাচরণ গুপ্ত	" গোপেন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পরে পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীইন্দুভূষণ নাগ ৩২।১ সার্পেণ্টাইন লেন।
শ্রীপ্রমথনাথ খান	„	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাল উকীল, মেদিনীপুর।
„	„	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় জজ কোর্টের উকীল, মেদিনীপুর।
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	„	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "দর্শক"-সম্পাদক, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শেঠ শ্রীপাদামরাজ জৈন প্রেসিডেণ্ট জৈন সিদ্ধান্ত-ভবন, ২৩ কালাকার ষ্ট্রীট, বাঁশতলা, কলিকাতা।
শ্রীরাখালরাজ রায়	„	শ্রীসন্তোষকুমার বসু উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী ৯২।৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক অমরাবাদ কাছারী, নোয়াখালী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তমলুক, মেদিনীপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„	ডাঃ শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্য গোপালপুর পোঃ, দুবাইল গ্রাম, ময়মনসিংহ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	„	কবিরাজ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
	„	শ্রীতুষ্টুলাল বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর ২২৫ হ্যারিসন রোড।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	„	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "নাট্যমন্দির"-সম্পাদক, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	„	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেন।
„	„	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৪ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।
„	„	কবিরাজ শ্রীকেশবলাল রায় ৪৪ বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	শ্রীআবদুল রসুল, ব্যারিষ্টার ১৪ রয়েড ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	১। আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ	২। বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাশ
	৩। ঈশ্বরের স্বরূপ
„ বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	৪। হিন্দু বিবাহ-সংস্কার
	৫। প্রার্থনা-শতক
	৬। উপদেশামৃত (১ম খণ্ড)
„ রাধারমণ দাস	৭। ভারত-বিধবা
„ দুর্গামোহন কুশারী	৮। পল্লী
„ কবিরাজ অধরচাঁদ চক্রবর্ত্তী	৯। জয়দেব-পদ্মাবতী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	১০। ভাতের জন্ম-কথা
„ দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ	১১। শ্মশান-স্মৃতি
মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর	১২। কতিপয় পত্র
	১৩। বিজন-বিজলী
	১৪। সঙ্গীত-সুধাকর (১ম ভাগ)
	১৫। ঐ (২য় ভাগ)
	১৬। ভক্তিগানামৃত
	১৭। বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়
	১৮। মস্‌নবি
	১৯। পতিভক্তি-প্রদায়িনী
	২০। সতীবিয়োগ নাটক
	২১। কাপালিক নাটক
	২২। পাকরাজেশ্বর
	২৩। ব্যঞ্জন-রত্নাকর
	২৪। পতিব্রতোপদেশ
	২৫। ইন্দর্‌ সভা
	২৬। রামাষ্টকং পরমেশ্বরাষ্টকং চ
	২৭। রামায়ণং—আদিকাণ্ডং
	২৮। রামায়ণ—অনুবাদ, আদিকাণ্ড
	২৯। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডং
	৩০। ঐ অযোধ্যাকাণ্ড
	৩১। ঐ আরণ্যকাণ্ডং
	৩২। ঐ ঐ
	৩৩। ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডং
	৩৪। ঐ ঐ
	৩৫। ঐ সুন্দরাকাণ্ডং
	৩৬। ঐ ঐ
	৩৭। ঐ লঙ্কাকাণ্ডং
	৩৮। ঐ ঐ
	৩৯। ঐ উত্তরকাণ্ডং

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর	৪০।	রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড
	৪১।	শ্রীমহাভারতং—আদি ও সভা
	৪২।	ঐ বন, বিরাট
	৪৩।	ঐ উদ্যোগ, ভীষ্ম
	৪৪।	ঐ খিল হরিবংশ
	৪৫।	ঐ দ্রোণ, কর্ণ, শল্য
	৪৬।	ঐ শান্তিপর্ব্ব
	৪৭।	ঐ অনুশাসন—স্বর্গারোহণ
	৪৮।	প্রশ্নোত্তরমালা
	৪৯।	ঐ ২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৫০।	কবি-কাহিনী
	৫১।	বিজ্ঞান-প্রবেশিকা
,, আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী	৫২।	পুষ্পাঞ্জলি
,, নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি	৫৩।	বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড (কায়স্থ কাণ্ডের ১ম অংশ)
,, গৌরহরি সেন	54.	Ruskin's Seven Lamps of Architecture.
	55.	Imitation of Christ.
Officer-in-charge Bengal Sectt.	56.	Resolution on the Reports on the working of Municipalties in Bengal 1912-13.
A. Y. Sen.	57.	Annual Report on Youngmen's Christian Association, Calcutta.
Superintendent, Govt. Press, Madras,	58.	Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS, in the Govt. Oriental MSS, Library, Madras, Vol. 17.
Superintendent Govt. Printing India.	59.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving in April and May 14.
Surveyor General of India.	60.	General Report on the Operation of the Survey of India 1912-13.
Asiatic Society of Bengal.	61.	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. V No. 2.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Librarian, Cambridge University Library.	62.	Report of the Cambridge University Library 1913.
Superintendent, Archaeological Survey, Frontier Circle	63.	Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle 1913-14.

তাহার পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ভবনগর রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড প্রস্তর প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—যখন এ দেশে লৌহের প্রচলন ছিল না, সে সময় পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রই ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে এই প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সিংহভূম জেলায় এবং আসামের শিবসাগর ও অপর একটি জেলায়ও পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়। সংপ্রতি কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি ভবনগর রাজ্যে গিয়াছিলাম। সেখানে এই প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হই। প্রথমে এখানি পাথরের অস্ত্র বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা পাথরের অস্ত্র নহে, জলের স্রোতে বা অন্য প্রকারে পাথর ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ ভ্রমে মাঝে মাঝে অনেকেই পড়িয়া থাকেন। এমন কি, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ ভ্রমে পড়েন, এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের "দয়ারাম দাস ও লক্ষ্মীচরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, ধন্নুলাল আগরওয়ালা বি এ এটর্ণি, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিলে ও গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলে লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের দানের সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায়-চৌধুরী বি এল্ মহাশয়ের "দেউপানি গোসানী" নামক প্রবন্ধ। ৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম নিয়ম পরিবর্ত্তন ও দশম নিয়মের পর নূতন নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ, (খ) ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস্, (গ) ডাক্তার হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ও (ঘ) যামিনীকান্ত বসু বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
„ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
„ বাণীনাথ নন্দী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ অমৃতগোপাল বসু
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
„ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ আনন্দমোহন সাহা
„ সত্যহরি দাস

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিরত্ন
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ অনন্তকুমার দাসগুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ রাখালরাজ রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মিঃ এ, রসুল, ব্যারিষ্টার ১৪ রয়েড ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীরামকমল সিংহ	এস, সি, রায় স্কোয়ার, ব্যারিষ্টার ৫১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ৫৯।১ পটুয়াটোলা লেন।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮।১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পাল এম্ এ, বিএল, মুন্সেফ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি প্রিন্সেস কলেজ, জম্মু।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রিন্সেস কলেজ, জম্মু।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীসরোজনাথ বাগচি কন্ট্রোলার জেনারেল আফিসের কর্ম্মচারী, দিল্লী।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগজেন্দ্রনাথ গুচ্ছাইত বি এ প্রধান শিক্ষক, মডেল ইন্‌ষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ সহকারী প্রধান শিক্ষক, মডেল ইন্‌ষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র ত্রিপাঠী শিক্ষক, মডেল ইন্‌ষ্টিটিউসন, কাঁথি, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীকুঞ্জলাল সেনগুপ্ত খাসমহল, সাব ওভারসিয়ার, কলাগেছে, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এল্ উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিফ্ একাউন্টেণ্ট, মিউনিশিপালিটী, রেঙ্গুন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম্ এ, বি এল ৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল ২ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীললিতমোহন বসু ১৩৭ অপার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ ৩২ বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামলাল মল্লিক ২৬৷১ "নন্দালয়", প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ দত্ত	শ্রীশ্যামাচরণ পাল	শ্রীঅমৃতলাল দত্ত ৩৪ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম শিক্ষা)
" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২। পাটীগণিত
	৩। বীজগণিত
	৪। জ্যামিতি
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫। প্রহ্লাদ উপাখ্যান
" মৃণালকান্তি ঘোষ	৬। কায়স্থ-সমাজের সংস্কার
	৭। মায়ের আহ্বান

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	৮। ৺জগবন্ধু গুপ্তের জীবন-কথা
	৯। গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহোৎসব
„ প্রফুল্লচাঁদ বসু	১০। ইংরাজী ১৮২২।২৩ ও ২৪ সালের আইন (খণ্ডিত)
	১১। আইন-সংগ্রহ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	১২। বিষ্ণুসহস্রনাম
	১৩। সনাতন ধর্ম্ম (১ম সংখ্যা)
	১৪। রামকৃষ্ণ পরমহংসনাং সদ্বচন।
Officer in charge Bengal Scett, Book Dept	15. Report on the Progress of Education in E. B. and Assam during 1907-08 to 1911-12 Vol 1.
	16. Do. Do. Voll II.
Supdt. Govt, Printing, India	17 Review of the Trade of India in 1913-14.
Do	18 Statistics of Cotton Spinning of Weaving in June 1914.
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	19 Annual Progress Report of the Supdt. Muhammadan and British Monuments, Northern Circle 1913
	20. Catalogue of the State University of Iowa 1912-13.
	21. The marriage question from the Hindu point of view.
	22. Do Do
	23. South Indian Inscriptions Vol II.
Officer in-charge, Bengal Scott. Book Depot.	24. Report on the Administration of Bengal 1912-13.
Registrar, University of Calcutta.	25. Calcutta University Minutes Vol 56 pt. 7.
	26. Do „ Vol 57 pt. 3.
	27. Do „ Vol 58 pt. I.
	28. Do „ Vol 58 of II.
	29. Calcutta University Calender pt. III. 1914.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ	30. Epigraphia Indica Vol 12. No 13. 1914.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Director. Geological Survey of India	31. Records Geological Survey of India Vol 44. pt. 2.
	32. Memoirs of the Geological Survey of India Vol 41. pt. 2.
	33. Do Do 42. of I.
Officer in-charge, Bengal Scett Book Depot	34. Bengal Dist. Gazetteers 24 Pergs.
	35. Dist, Gazetteers B Vol. Mymensigh, 1900-01 to 1910-11.
	36. Do Do, Noakhali Dist,
	37. Do Do Tippera Dist.

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাপতির আদেশে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরি প্রেরিত "দেওপানি গোঁসানী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রবন্ধ-প্রেরককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুর রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশের—বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্রের বাঙ্গালা ভাষ্য প্রকাশের জন্য যে বিপুল অর্থ-সাহায্য করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় রাজা বাহাদুরের সাহিত্যপ্রচার-কার্য্যে বিপুল সাহায্য ও উদ্যমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্য-বন্ধু। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইনি প্রাণস্বরূপ। ইহাঁরই বিপুল দানে পরিষদের প্রধান কার্য্য "গ্রন্থ-প্রকাশ" অতি গৌরবের সহিত নির্ব্বাহিত হইতেছে। পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, পুস্তকালয় প্রভৃতি সকল বিভাগেই রাজা বাহাদুরের প্রচুর দান আছে। সম্প্রতি ইহার স্থায়ী ভাণ্ডারে ইনি এককালে ১৩০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ দান রাজার মত দানই বটে। যখন সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণ হয়, সেই সময়ে কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রায় সাত কাঠা ভূমি দান করেন এবং দেশের বদান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহাতে মাত্র একতালা বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট এই অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি আশার অতিরিক্ত—দ্বিতল নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় প্রায় ১০০৫৮৲ টাকা দান করেন। "গ্রন্থ-প্রকাশ" কার্য্যে তিনি যে ভাবে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন ও করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা যে কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহা সামান্য কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সংগৃহীত কয়েক সহস্র টাকা যখন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশেই ফুরাইয়া যায়, তখন সে কথা রাজা

বাহাদুরের গোচরে আনয়ন করিলে তিনি ১৩১১ সাল হইতে প্রতি বৎসর তিন শত টাকা গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য দান করিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৫ সাল হইতে ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেন এবং তদবধি প্রতি বৎসর পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে ৮০০৲ টাকা পাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন পুথি ও পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন। এই সকল সহায়তা ভিন্ন এক্ষণে রাজা বাহাদুর স্বব্যয়ে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় বেদান্তের শ্রীভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন এবং উহা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি উহার তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে রাজা বাহাদুরের দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। তিনি "গ্রন্থ-প্রকাশে" অকাতরে দান করিতেছেন এবং বেদান্তশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থেরও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই সহায়তা পাইয়া উপযুক্ত লোকের দ্বারা সমস্ত বেদান্ত-ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া লইবেন ও উহা রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত হইবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইহা পরিষদের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম, দশম শতাব্দীতে লিখিত যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থও রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত "সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। লালগোলার রাজা বাহাদুর ঐ গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব পরিষদে দান করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর : "বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী"র বন্ধকী তমঃসুক প্রায় ছয় হাজার টাকায় খরিদ করিয়া পরিষৎকে হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দানের জন্য কেবল সাহিত্য-পরিষৎ নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। মাতৃভাষার পুষ্টির জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গালীর কীর্ত্তিগাথা রক্ষার জন্য রাজা বাহাদুরের ন্যায় এমন মুক্তহস্তে বিপুল অর্থ দান করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। বলিতে কি, এ ধন্যবাদ প্রদান শব্দ কেবল সভার নিয়ম রক্ষাকল্পে ব্যবহৃত হইল মাত্র, কিন্তু এই শব্দের দ্বারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না। বোধ হয়, ভাষায় এমন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা আমাদের মনের ভাব সুপ্রকাশিত হয়। আমার আর একটি প্রার্থনা এই যে, এই ধন্যবাদ দানের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রস্তাবটি অদ্যকার সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়া রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

অতঃপর অধ্যাপক-সদস্যের ন্যায় মৌলবী-সদস্য গ্রহণের জন্য পরিষদের নবম ও দশম নিয়মের পর নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম বসিবে, স্থির হইল।

৫। নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। যথা;—

১। বিশিষ্ট সদস্য
২। আজীবন-সদস্য
৩। অধ্যাপক-সদস্য
৪। মৌলবী-সদস্য
৫। সাধারণ-সদস্য
৬। সহায়ক সদস্য

১০। মোক্তব ও মাদ্রাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) নির্ব্বাচন-প্রণালী;—কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী-সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

১১। মৌলবী-সদস্যের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না।

অতঃপর অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ, ডাক্তার শ্যামলকৃষ্ণ বসাক এল্ এম্ এস, ডাক্তার হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ও যামিনীকান্ত বসু বি এল্, এই সকল সদস্যের পরলোক-গমনে যথারীতি শোক প্রকাশ করা হইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া যথারীতি সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময় ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক "লঘুকালচক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক পুথি। (পুথিখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত।) (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি। (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্নসী-লাল সরকার এম এ, এল্ এম্ এস্ ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের "জব্বলপুরের ইতিবৃত্ত" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের "রঙ্গপুর-ভাষার ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, (খ) তারাপ্রসন্ন মিত্র ও (গ) বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (ঘ) অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

ডাঃ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" যতীন্দ্রমোহন দত্ত
" অমৃতলাল দত্ত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত
" সরলকুমার বসু
" ললিতমোহন সিংহ

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" বাণীনাথ নন্দী
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" ননীগোপাল মজুমদার
" পূর্ণচন্দ্র সাহা
" মহিমচন্দ্র পাল
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" যাদবগোবিন্দ রায়
যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীগোবিন্দ রায়
" বনমালী নাগ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" যতীন্দ্রমোহন বসু
" মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
" অনন্তকুমার দাসগুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড়
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" শ্যামলাল মল্লিক
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী ৫৩ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, আরামবাগ, হুগলী।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, পি, ডব্লু, ডি, সেক্রেটারিয়েট, সিমলা।
"	"	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হরিভবন, সিমলা পাহাড়, ইষ্ট।
"	"	শ্রীশিবকালী মজুমদার ইউ, এস ক্লাব, সিমলা।
"	"	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় বিএ, বি টি ছোট-সিমলা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅনিলমোহন মুস্তফী লেজিসলেটি ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা।
"	"	শ্রীআশুতোষ ঘোষ ছোটসিমলা, শিমলা পাহাড়।
"	"	শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় আর্কিওলজিক্যাল ডিরেক্টার জেনরেলের অফিস, সিমলা।
"	"	শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ ছোটসিমলা, পাঞ্জাব।
"	"	শ্রীহরনন্দন পাণ্ডেয় বিএ ইণ্ডিয়া আর্কিওলজিক্যাল ডিরেক্টর জেনারেলের আফিস, সিমলা।
"	"	শ্রীনটেশ আইয়র একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট, ঐ।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় সাহেব শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী রিটায়ার সিভিল সার্জ্জন, পুরুলিয়া।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	"	পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৬ সার্পেণ্টাইন লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ "যমুনা"-সম্পাদক, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজ।
"	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এল্ বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী এম্ এ অধ্যাপক, মেট্রপলিটন কলেজ।
"	"	শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্যামবাজার।
"	"	শ্রীপান্নালাল দাস ১৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে এম্ এ, বি এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, বি এ, বি লিট (অক্সন), এম্ আর এ এস, পি এচ ডি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএস্ সি (লণ্ডন), এফ আর ই এস্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুকুমার দত্ত এম্ এ ঐ ঐ। ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
"	"	শ্রীমুকুন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ১ হরীতকিবাগান লেন। ঐ ঐ।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্এ, বিএল্ রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি ঐ ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ ঐ ঐ ।
"	"	শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম্ এ অধ্যাপক, সিনেট হাউস।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবামাচরণ মজুমদার ২।১।১ আণ্টনীবাগান লেন।
"	"	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "নাট্যমন্দির"-কার্য্যালয়, ১৪৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানান হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	১। কাহিনী
" ভুজঙ্গভূষণ রায়	২। নিত্যানন্দ-চরিতামৃত
" কুলদাচরণ সরকার	৩। তৃষা
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪। মালা
" তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	৫। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
	৬। ৭ম এড্ওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ
	৭। তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত
	৮। প্রেগ-সংহিতা
	৯। প্রসাদ পাঠ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	১০। হরিনামামৃত রস
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১১। সার্ভে অব সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি
„ প্রফুল্লকুমার বসু	১২। রোসেনা
„ সুখেন্দ্রলাল মিত্র	১৩। নবনাটক
	১৪। শাক্যসিংহ-প্রতিভা
	১৫। আটাকাটি
	১৬। চিরসন্ন্যাসিনী
	১৭। প্রভাত-কুসুম
	১৮। শুক-বিলাস
	১৯। প্রসাদ-পদাবলী
	২০। সবিতা সুদর্শন
	২১। প্রার্থনা (১ম ভাগ)
	২২। সাধু অঘোরনাথের জীবন-চরিত
	২৩। আর্য্যমহিলা (১ম খণ্ড)
	২৪। গৃহকর্ম্ম
	২৫। ললনা
	২৬। পুলিশ-কার্য্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর
	২৭। সূক্ষ্ম কালি কথা (খণ্ডিত)
	২৮। শ্রীমদ্ভাগবত (খণ্ডিত)
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	২৯। বিশ্বকোষ (১৫শ খণ্ড)
„ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩০। মর্ম্মগাথা
„ কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১। অসাধারণ প্রেম-প্রতিভা
	৩২। মৃত্যুবিজয়
„ বিনোদবিহারী রায়	৩৩। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (২য় খণ্ড)
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৩৪। বারেন্দ্র ঠাকুর সমালোচনা
	৩৫। সন্দেহ-নিরসন
	৩৬। অশৌচ সমালোচনা
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৭। কর্ম্মযোগী শশিপদ
	৩৮। এমার্সন সন্দর্ভ
	৩৯। প্রাচ্যবিজ্ঞান

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪০।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ৭ম অধিবেশন, দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
	৪১।	জ্বরতত্ত্ব ও কীটাণুতত্ত্ব
„ যতীন্দ্রমোহন বসু	৪২।	এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা
„ চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	৪৩।	মুকুল
	৪৪।	মোহমুদ্গার
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪৫।	নীতিমালা
	৪৬।	শারীরক-ভাষ্যং
	৪৭।	মহাভারতং (১ম ভাগ, আদি, সভা, বন পর্ব্ব)
„ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী	৪৮।	ভক্তিরসায়নং
	৪৯।	শ্রীমদ্ভাগবতং (১ম—৩য় সংখ্যা)
	৫০।	ঐ (১০ম স্কন্ধ সম্পূর্ণ)
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫১।	জাপানের অভ্যুদয়
	৫২।	তত্ত্বপরিচয়
	৫৩।	গীতাঞ্জলি-সমালোচনা-প্রতিবাদ
	৫৪।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
	৫৫।	মালদহের রাধেশচন্দ্র
	৫৬।	জঙ্গলী মেয়ে
	৫৭।	মহাভারত—(বিরাট পর্ব্ব)
	৫৮।	মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির প্রথম বর্ষ
	৫৯।	মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন
	৬০।	শিক্ষাবিজ্ঞান, ৩য় বিভাগ, সংস্কৃতশিক্ষা
	৬১।	স্বল্পব্রহ্মচর্য্যবিধি
	৬২।	চারুচর্য্যাশতক
	৬৩।	উপাখ্যানমালা
Superintendent, Govt. Printing, India	64.	Report of the Chief Inspector of Mines in India for 1913.
Curator, Govt. Book Dept. of Burma.	65.	Report of the Supdt. Archaeological Survey of Burma for 1914.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Superintendent, Govt. Press Madras.	66.	Annual Report of the Archaeological Dept, Southern Circle, Madras 1913-14.
Do	67.	Epigraphy (G. O. No 92014. 813).
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	68.	Minutes of Calcutta University for 1874 75.
	69.	Do 1875-76.
	70.	Do 1875-77.
	71.	Do 1877-78.
	72.	Do 1879-80.
	73.	Do 1880-81
	74.	Do 1881-82
Officer in-charge, Bengal Seott, Book Depot.	75.	52nd Annual Report of the Govt. Cinchona Plantations for 1913-14.
শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	76.	Ascension of Edward VII to Heaven.
Govt. of India, in the Meoorological Deptt.	77.	Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India, 1913-14.
Superintendent, Govt Printing India.	78.	Annual Report of the Archaeological Survey of India 1910-11
	79.	Statistics of Cotton Spinning & Weaving April to July 1914.
Officer in-charge, Bengal Sectt, Book Dept	80.	Report on Sanitation in Bengal for 1913.
	81.	Ninth Triennial Report on vaccination in Bengal for 1911-12 to 1913-14.
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু	82.	The Education that India needs at present.
" পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ	83.	Iron in Ancient India.
Superintendent, Govt. Printing, India.	84.	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills for Aug 14.
	85.	Antiquities of Indian Tibet Part I.
Officer in-charge, Bengal Sectt, Book Depot	86.	Report on the Salt Dept. in Bengal 1913-14.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	87.	Preparation of the Nitrites of Primary, Secondary & Tertiary Amines by the interaction of the Hydroolorides of the bases and Alkali Nitrites.
	88.	Elevation of the massses & the Depressed classes.
	89.	How to be a great orator.
	90.	Principles of Trigonometry.
	91.	Address by Lord Carmichael at the Annual Convocation 1914.
	92.	Address at the Foundation Stone ceremony of the University College of Science 1914.
	93.	Report of the National Council of Education.
	94.	Report of the Dacca University Committee 1912.
Officer in-charge, Bengal Seott, Book Depot	95.	Report on the administration of the Excise Dept. in Bengal 1913-14.
	96.	Report on the Police Administration in Bengal for 1913.
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু	97.	A letter to Sir William Windham.
Officer in-charge, Bengal Sect, Book Depot	98.	Administration Report on Jails of the Bengal Presidency for 1913.

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—গত মাসে কয়েকখানি পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে ;—

১। গোবিন্দলীলামৃত
২। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা
৩। রূপ-সনাতন-সংবাদ
৪। পদাবলী
৫। ভক্তিচিন্তামণি
৬। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
৭। ভগবদ্‌ভক্তি-রত্নাবলী
৮। ছন্দোমঞ্জরী
৯। তুলসীচন্দ্রিকা
১০। জগন্নাথবল্লভ নাটক
১১। ভাগবতামৃত-কণিকা

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—

১২। হরিভক্তি-উদ্দীপন

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য—

১৩। রসকদম্ব

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" পুথি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা আছে। এই পুথিখানি মহারাজ নবকৃষ্ণের কনিষ্ঠা পত্নীর পাঠের জন্ম লিখিত হয়। তিনি এখানি নিয়মমত পাঠ করিতেন। ঘটনাচক্রে পুথিখানি গগনেন্দ্র বাবুর হস্তগত হয়। তিনি অপর কয়েকখানি পুথির সহিত এখানিও সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। এই জন্ম তিনি আমাদের বিশেষভাবে ধন্তবাদার্হ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্ত-কার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার "লঘুকালচক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক যে পুথি দেখাইবার কথা ছিল, তাহা হইল না; সম্ভবতঃ আগামী মাসিক অধিবেশনে তাহা দেখাইবেন। অতঃপর পুরুলিয়ার ডাক্তার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—"মূর্ত্তিটিকে পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া এখন মনে হইতেছে। তবে বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা না করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে এখন আর অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না।"

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহা অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি নয়। এটি মহারাজ-লীলায় অবস্থিত গুহামন্দিরমধ্যস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি।

তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি তাম্রমুদ্রা দেখাইবার যে কথা ছিল, তাহাও হইল না। কারণ, মুদ্রাগুলি এখনও বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—অন্তকার সভায় দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার কথা ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয়ের "জব্বলপুরের ইতিবৃত্ত" পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা পরে জানিতে পারিয়া উক্ত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদের বিধি অনুসারে পরিত্যক্ত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের "রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেছেন,—এ প্রবন্ধ পরিষদের রঙ্গপুর শাখায় পঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন সকল প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন এই প্রবন্ধও এই সভায় পঠিত হইতে পারে। লেখকের পিতৃদেব বহু কাল পূর্ব্বে রঙ্গপুর ভাষার একখানি ব্যাকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দের রূপ, ধাতু প্রত্যয়, সমাস, অব্যয় পদ, বাক্যবিন্তাস, লৌকিক প্রয়োগ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়া এ বিষয়ের

ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে অনুরোধ করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য পত্র দান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কামতা বিহারী ভাষার শব্দ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন বাবুও রঙ্গপুরের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবেন, বলিয়াছেন। ইহাঁদের দুই জনের পরিশ্রম-ফল একত্র করিলে রঙ্গপুরের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে। এ বিষয়ে আমি উভয়ের নামেই পত্র-ব্যবহার করিতেছি। এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দরূপের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে, তাহা নির্ণীত হইয়া ক্রমে একখানি প্রাদেশিক শব্দার্থ-বোধ প্রণয়নের উপকরণ সংগৃহীত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—গত ১০।১২ বৎসর হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন। প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শব্দের ব্যাকরণ সংগ্রহও প্রয়োজনীয়। কারণ, এই সকল লইয়া ক্রমে প্রাদেশিক শব্দসমূহের একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান সম্পাদিত হইতে পারিবে। এই জন্য অদ্যকার প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও বিশেষ ভাবে আদরণীয়। এই জন্য প্রবন্ধলেখক এই সভায় বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন ;—

১। রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর

২। তারাপ্রসন্ন মিত্র

৩। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল

৪। অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন যে, ইহাঁরা সকলেই সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-দিগের মধ্যে সুপরিচিত। হরিমোহন বাবু শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের শিক্ষক ছিলেন। রামেন্দ্র বাবুর মুখেই প্রথমে ইহাঁর পরলোকগমনের সংবাদ পাই। ইনি পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। "বেঙ্গলী" কাগজের অধ্যক্ষ তারাপ্রসন্ন মিত্রের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন এবং সাহিত্য-জগতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম নহে। তাঁহার অভাবে বেঙ্গলী পত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের একজন সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। বহু মাসিক পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। "পূর্ণিমা" পত্রের সম্পাদন-ভার এক প্রকার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সুবক্তা ও দেশ-সেবায় একজন নেতা ছিলেন। চুচুঁড়া সাহিত্য-সম্মিলনে বিষ্ণু বাবুর কৃতিত্ব অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক কালীপদ বসুর নাম আবালবৃদ্ধ সকলে জানেন। তাঁহার প্রণীত Algebra Arithmetic আজকাল বিদ্যালয়ে বহু প্রচলিত। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গের একজন খ্যাতনামা গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হইল, বলিতে হইবে। আমি প্রস্তাব

করিতেছি, এই পরলোকগত ব্যক্তিদিগের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের পক্ষ হইতে অদ্যকার এই শোক-প্রকাশক প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরলোকগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনের নাম বাদ পড়িয়াছে। ঢাকা সারস্বত সমাজের অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর ইহ-জগতে নাই। তাঁহার বিয়োগে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যদিও ইনি সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন না, তথাপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। কারণ, ইনি যেমন সংস্কৃত বিদ্যার জন্য সারস্বত-সমাজের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তেমনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া, বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া মাতৃভাষারও সেবা করিতেন। ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা ইঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, মাতৃভাষার প্রতি ইঁহার কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। এই প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—সার তারকনাথ পালিত পরিষদের সদস্য না হইলেও তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ, তাহা কেহই বোধ হয়, অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অদ্যকার সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হউক এবং উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করুন। খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব-মত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—সার্ তারকনাথ পালিতের নাম বাদ যাওয়া একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়া খগেন্দ্র বাবুও আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২০শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই কর্তৃক "লঘুকাল-চক্রটীকা-বিমলপ্রভা" নামক পুথি (পুথিখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত।) (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত "হরিভক্তি-উদ্দীপন" নামক পুথি। (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত হরিদাস ঠাকুরের পাটের চিত্র। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ধর্ম্মপূজাবিধি নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য"। (খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "রাঢ়-ভ্রমণ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের "সুবর্ণবিহারের স্তূপ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ
„ নিখিলনাথ রায়
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ মোহিনীমোহন দত্ত বিএল্
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
„ ননিগোপাল মজুমদার
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
„ বাণীনাথ নন্দী
„ কুঞ্জলাল দত্ত
„ প্রফুল্লকুমার সরকার
„ ললিতমোহন দে
„ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য
„ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ	„ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী
„ শ্রীকৃষ্ণহরি দাস	„ শ্রীশচন্দ্র রায়
„ শিশুপদ দাস	„ হৃষীকেশ ঘোষ
„ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	„ কালীপদ চন্দ্র
„ প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য	„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ নন্দদুলাল দত্ত	„ অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ } সহকারী সম্পাদক

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র বি ই ১৩এ আমহার্ষ্ট রো।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
„		শ্রীচারুচন্দ্র গোস্বামী অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার। আসাম সেক্রেটারিয়েট, শিলং, আসাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	রায়সাহেব শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু ২৯।১০ মদনমিত্রের লেন।
শ্রীনিখিলনাথ রায়	„	শ্রীমন্মথনাথ রায় বরাকর, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীবিষ্ণুচরণ সেন জমিদার, বহরমপুর।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় পুঁড়া, ২৪ পরগণা।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস	১। অরণ্যবাস
„ কৃপাশরণ মহাস্থবির	২। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার ২২শ কার্য্যবিবরণী
	৩। ঐ
„ মুন্সী আজিজুদ্দিন আহম্মদ	৪। কৃষক-বন্ধু
„ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। অহল্যা বাঈ
„ নলিনীকান্ত ভট্টশালী	৬। ময়নামতীর গান
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	৭। যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড)
„ বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	৮। বৃহৎ সারাবলী (১ম খণ্ড)
	৯। ঐ (২য় খণ্ড)
„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০। ব্রহ্মপুত্র
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১১। ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা
„ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১২। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ
	১৩। রায় রামানন্দ
	১৪। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
„ বিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৫। গীতগোবিন্দ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬। ধ্যানলোক
	১৭। রবীন্দ্র-প্রতিভা
	১৮। শ্রীশ্রীনাথ সেন
	১৯। জীবনীশক্তি
	২০। নীতিচন্দ্রিকা
	২১। দময়ন্তী
	২২। কোকিলদূতং
„ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২৩। ঠান-দিদির থ'লে
	২৪। দাদা মহাশয়ের থ'লে
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৫। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি-পঞ্জিকা
	২৬। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
	২৭। নোট লিখিবার পদ্ধতি ও আদর্শ
	২৮। শ্রীগৌরভূমিগ্রন্থাবলী (৭ম, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)
কৈলাসচন্দ্র সিংহ	29. Epigraphia Indica Vol I.
	30. The Gupta Inscriptions Vol III.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	31.	Archaeological Survey of India Vol III.
	32.	A Record of the Buddhist religion.
	33.	Budhist Records of the Western World Vol I.
	34.	Do. Do. Vol II.
	35.	Journal, Royal Asiatic Society Vol 20, Part I. 1888.
	36.	Do Do Vol 20, Part II.
	37.	Do Do ,, III.
	38.	Do Do ,, 21, Part I.
	39.	Do A. S. B. ,, 48, Part I. 1879
	40.	Do ,, 67, Part I.
	41.	Do ,, 49 ,, 1.
	42.	Do ,, 52 ,, 1.
	43.	Do ,, 54 ,, 1.
	44.	Do ,, 39 ,, 1.
	45.	Do ,, 38 ,, 1.
	46.	Do ,, 35 ,, 1.
	47.	Do ,, 50 ,, 1.
	48.	Do ,, 53 ,, 1.
	49.	Do ,, 45 ,, 1.
	50.	Do ,, 47 ,, 1.
	51.	Do ,, 42 ,, 1.
	52.	Do ,, 43 ,, 1.
	53.	Do ,, 37 Part 1. No 1 & 2
	54.	Do ,, 17 ,, 1.
	55.	Do No 175 of 1846, No 3 of 1851
	56.	Do Vol 36, Part 1.
	57.	Do ,, 72 ,, 1.
	58.	Do ,, 44 ,, 1.
	59.	Do ,, 73 ,, 1.
	60.	Do ,, 40 ,, 1.
	61.	Do ,, 46 ,, 1.
	62.	Do ,, 41 ,, 1.
	63.	Do ,, 42 – 1873
	64.	Do January to Decr 1874.
	65.	Asiatic Researches Vol II.
	66.	Calcutta Review .. II.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	67. Calcutta Review Vol IX.
	68. Do Vols 15, 35, 55 & 59.
	69. Do Vol 18 No 35
	70. Do „ 23 „ 45
	71. The Indian Mussalmans.
	72. Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883.
	73. Archaeological Survey Reports Vol II.
	74. The Oriental Baptist, Vol 9, 1855.
	75. Calcutta Review Vol 75—1882.
	76. Do „ 66 No 132.
	77. Report on the Portuguese records relating to the East Indies.
	78. Memoirs on the History, Folk-lore of N. W. Provinces of India, Vol. I.
	79. Essay on Productive resources of India
	80. Indo Aryans.
	81. Hand-book of Archaeological collections in Indian Museum Pt I
	82. Do Do „ II.
	83. Maithili language of North Bihar.
	84. Indian Infanticide.
	85. Life and legend of Gautama.
	86. Aryan Witness.
	87. History of India as told by its own historians Vol I.
	88. Archaeological Survey Reports Vol 8.
	89. Travels of Marco Polo.
	90. Bernier's Moghul Empire Vol I.
	91. History of Maritime & Inland discovery Vol I.
	92. Travels of a Hindoo Vol 1.
	93. Do II.
	94. Roe & Fryer's Travels in India in the 17th Century.
	95. Rajputana Gazetteer Vol I
	96. Do II.
	97. Dow's History of Hindustan Vol II.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ	98. Dow's History of Hindustan Vol. III.
	99. Archaeological Survey Reports Vol VII.
	100. Stewart's History of Bengal.
	101. Wild tribes of India.
	102. Journal A. S. B. Vol 35 pt II. 1866.
	103. Progs of the A. S. B. Jan. to Dec. 1871.
	104. Do „ Jan. to „ 1875.
	105. Journal A. S. B. Pt I 1870 „
	106. Do Vol 55 part, I 1886.
	107. Historians of Mahammedan India Vol I.
	108. Asiatic Researches Vol I
	109. History of Cooch Behar.
	110. The Oriental Baptist Vol 8.
	111. Do „ 11.
	112. Memoir of a Map of Hindustan.
	113. History of Hindu Civilisation.
	114. Hind Rajsthan.
	115. Gazetteer of the territories under the East Indian Company.
	116. Dictionary of Religious Ceremonies of the Eastern Nations.
	117. Celestial objects.
	118. Hindu tribes and castes in Benares.
	119. Census of British India Vol III. 1881.
	120. Archaeological Survey of India Vol 29.
	121. The Hill Tracts of Chittagong.
	122. History of the N. E. Frontier of Bengal.
	123. Tod's Rajasthan Vol I.
	124. Do II.
	125. Fragments of the Indika of Megasthenes.
	126. Ayeen Akbary Vol I.
	127. Munnipore Political Agency for 1868-69.
	128. Do 1873.
	129. Do 1874-75.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	130. Seeley's Introduction to Political Science.
	131. Hemchandra Memorial Series, pt I.
	132. Social problem, pt. I.
	133. Lord Ripon in India.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	134.	Steps to a University.
	135.	Co-operative Credit Movement in India.
	136.	Footprints or Every Boy's book.
	137.	Address at the Convocation 1914.
	138.	Life story of Sebabrata Sasipada.
	139.	Journal of Buddhist Text pt II. 1894.
	140.	Do pt II. 1895.
	141.	Do pt I. 1896.
	142.	Do Vol 7. pt II. 1901.
	143.	Buddhist Texts fasc. I. 1896 (সমাধিরাজসূত্রম্)
	144.	Do fasc II. 1898 (করুণাপুণ্ডরীকং)
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Dept.	145.	Report on Public Instruction in Bengal for 1912-13.
	146.	Supplements to 1912-13.
Messrs. Thacker Spink & Co	147.	Great Britain & the European crisis.
Manager, Govt. Monotype Press Simla.	148.	Forest Administration in 1912-13.
Supdt, Govt. Press, Madras.	149.	Catalogue of Govt. Publications No 27.
Officer in charge, Bengal Sect, Book Depot	150.	Triennial report on the working of Hospitals & dispensaries in Bengal for 1911 to 1913.
Suptd. Govt. Printing, India.	151.	Cotton Spining & Weaving in Sept. 14.

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "লঘুকালচক্রবিমল-প্রভা" নামক পুথি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—এত পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরের গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। এই টীকাখানি হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে (৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) যশোহর জেলায় "বেজ" নামক নদীতীরবর্ত্তী স্থানে লিখিত। পুথিখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার অধিকাংশ অক্ষরের আকৃতি বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতির সমান। এই সময়ের রাজসাহী অঞ্চলের লেখায় বাঙ্গালা অক্ষরের যে আকৃতি দেখা যায়, তাহা এখনকার আকৃতি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। সুতরাং অক্ষরের আকৃতির প্রাচীনত্ব বিচারেও এ পুথিখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুথির যে দুইটি পত্রে তারিখ এবং স্থানের পরিচয় আছে, সেই দুইটি পাতের ফটোগ্রাফ লইয়া রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। "কালচক্র" একখানি বৌদ্ধ সঙ্গীতি-গ্রন্থ।

উহা বুদ্ধ-বচন-সংগ্রহ। বুদ্ধ কি বলিয়াছিলেন, তাহা তখন কেহ লিখিয়া রাখেন নাই। শ্রুতি-পরম্পরায় সেই সকল বচন চলিয়া আসিতেছিল। তাহার অধিকাংশই গদ্য। এখানি পদ্য, স্রগ্ধরা ছন্দে লিখিত। টীকার গ্রন্থকারের নাম পুণ্ডরীক। তিনি এই গ্রন্থে বলিয়াছেন, আমি অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় অর্থাৎ অবতার। তিনি আরও বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বলিয়াছিলেন, তাহা কে জানে? তবে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পশু, পক্ষী, মানব, সকলেই বুঝিয়াছিল। সুতরাং তাহার নাম সর্ব্বজ্ঞ ভাষা বলা যায়। মানবের মধ্যে বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন ভাষায় বুদ্ধ-বচন পাওয়া যায়। মগধের জন্য মাগধী ভাষায়, সিন্ধুর জন্য সৈন্ধবী ভাষায়, রুম্ম দেশের জন্য রুম্ম ভাষায়, চীন দেশের জন্য চীন ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন। রুম্মদেশ এখনকার রোম। চীন দুইটি—মহাচীন (এখনকার মেমাচীন) এবং চীন (এখনকার আনাম)। এই প্রসঙ্গে শ্বেতা নদীর উল্লেখ আছে। শ্বেতা বর্ত্তমান চীনের হোয়াংহো নদীকে বুঝায়। পুণ্ডরীক আরও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা বড় দুষ্ট। ভাষাকে ব্যাকরণের বান্ধনীতে বাঁধিতে গিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে ভাব ফুটাইতে দেয় নাই, স্পষ্ট কথা বলিতে দেয় নাই। সেই জন্য আমি ভাষাকে কোনরূপ ব্যাকরণের শৃঙ্খলে বাঁধিব না। বাস্তবিক তিনি তাই করিয়াছেন। তাঁহার টীকায় উত্তম পুরুষের কর্ত্তায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়া, বহু বচনের স্থানে একবচন, পুংলিঙ্গের স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি যত প্রকার গণ্ডগোল করিতে হয়, তাহা তিনি করিয়াছেন। অথচ সংস্কৃত ভাষাতেই তিনি লিখিয়াছেন। অর্থ-সরলতাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। তাহার জন্য তিনি কিছুই মানেন নাই। এই টীকাখানির অনুবাদ ভোট-ভাষায় আছে। মূলের অনুবাদও নাই এবং মূল পুথিও কোথা পাওয়া যায় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত "হরিভক্তি-উদ্দীপন" নামক পুথি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার লিখিত ঐ পুথির পরিচয়-প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাগুলির যে পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

১। প্রাচীন তাম্র কার্ষাপণ—কোন চিহ্ন অঙ্কিত নাই।

২। " " " (ছাঁচে ঢালা) এক পৃষ্ঠে—হস্তী ইত্যাদি (অস্পষ্ট)
অপর পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ, সুমেরু ও মিশরদেশীয় ক্রস।

৩। " " " " এক পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ, সুমেরু ও গ্রীক ক্রস।
অপর পৃষ্ঠে—অস্পষ্ট।

৪। " " " " এক পৃষ্ঠে—সুমেরু।

৫। প্রাচীন তাম্র কার্ষাপণ (ছাঁচে ঢালা) এক পৃষ্ঠে—সুমেরু, বোধিবৃক্ষ ও কুশময় ব্রাহ্মণ (অন্য মতে মিশরদেশীয় ক্রস Symbol of life)
অপর পৃষ্ঠে—হস্তী ও স্বস্তিক।

৬। " " " " এক পৃষ্ঠে—হস্তী, মিশরদেশীয় ক্রস, [Crux Ansata, Symbol of Life, ব্রাহ্মী "ম" Tourine symbol]
দ্বিতীয় পৃষ্ঠে—বোধিবৃক্ষ ও ক্রস (Greek cross)।

৭। জৌনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—হিজরী ৮৪৩।

৮। জৌনপুরের শার্কীবংশীয় সুলতান মহমুদ শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—(৩টি মুদ্রা) রাজ্যকাল ১৪৪০—১৪৫৮।

৯। খিলজীবংশীয় আলাউদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌র তাম্রমুদ্রা—(সুরিত্রাণ শ্রীঅলাবদীন)।

১০। বাদশাহ ২য় শাহ্‌ আলমের নামাঙ্কিত লক্ষ্ণৌএর নবাব উজীরবংশের তাম্রমুদ্রা—রাজ্যাঙ্ক ২৬, হিজরী ১২০৩।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়-প্রদত্ত হরিদাস ঠাকুরের পাটের ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্মপূজা-বিধি" নামক পুথি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—ননী বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ধর্ম্মপূজা যে বুদ্ধপূজা, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সংপ্রতি "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে শিবপূজা, তন্ত্র হইতে তাহার প্রমাণ দিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন লৌকিক ব্যবহারে ধর্ম্ম কোথাও শিবরূপে এবং কোথাও বিষ্ণুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। কেবল তন্ত্রের প্রমাণেই ধর্ম্মপূজাকে শিবপূজা বলা যাইতে পারে না। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরাও অনেক দেব-দেবীর পূজা করিতেন। রামচরিতে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ নরপতি রামপালও আপনাকে 'চণ্ডীচরণশরণপরায়ণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্যের স্তব করিয়াছেন। সে সময়ও আমাদের এখনকার মত অনেকে বহু দেবপূজা করিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় যে রকমে ধর্ম্মপূজাকে বুদ্ধপূজার অবশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কারণ, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এখন যে জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব, সেই বর্দ্ধমান জেলায় আমি কার্য্যোপলক্ষে থাকি। বর্দ্ধমানের যে অঞ্চলে আমি থাকি, তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা হয়। সাধারণতঃ সকল স্থানেই নীচ-জাতীয় পূজকের সংখ্যাই বেশী। বৈশাখী পূর্ণিমায় কোথাও

কোথাও ব্রাহ্মণ পূজকে পূজা করিয়া থাকে। সকল গ্রামের পূজা আমি দেখি নাই, দু এক স্থানে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অন্তকার এই পদ্ধতি অনুসারের পূজা নহে। শূন্যপুরাণ-মতেও হয়। তবে ইহারও কিছু আছে, আবার নূতন ব্যবস্থাও আছে। রাণীগঞ্জ, আসানসোল, এথোড়া, ডামড়া প্রভৃতি গ্রামে ধর্ম্মের গাজনের খুব ধূমধাম হয়। এমন কি, ডামড়ায় দুর্গোৎসব হয় না। সেখানে ধর্ম্মোৎসবের অর্থাৎ গাজনের সময় দুর্গোৎসবের মত ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড় দেওয়া হয়, বৌ-ঝিকে আনা-নেওয়া করে। ডামড়ায় ধর্ম্মের ডাক অর্থাৎ প্রভাব বড় বেশী। অনেকে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই ধর্ম্মের কাছে মানত করিয়া থাকে। কাশীমবাজার-রাজের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য একবার এই ধর্ম্মের পূজা দিয়া সাজ্ঘাতিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর অনুগ্রহে সেই ধর্ম্মঠাকুরের ঘরটি দালান হইয়াছে। এই ধর্ম্মের মন্দিরেই গ্রামের সকল উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক পারিবারিক শুভ কর্ম্মেও এই মন্দিরেই গ্রামবাসীরা যত কিছু মানত করিয়া থাকে। ধর্ম্মনিরঞ্জন নামে গ্রামের সকল কার্য্যে ডাক পড়ে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিখানি তালপাতে লিখিত। ১৬শ কি ১৭শ শতাব্দীতে এখানি সঙ্কলিত। গ্রন্থকার কে, জানা নাই। তবে "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ" দেখা যায় অর্থাৎ রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া ধর্ম্মকে হিন্দু ঠাকুর করা হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর যে শিব নহেন, তাহা এই পদ্ধতি হইতেই দেখা যাইতেছে। ইহাতে শিব একজন আবরণ-দেবতারূপে পূজা পাইয়াছেন। কলিকাতার তালতলায়, কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে, জোড়াসাঁকোয়, বলরাম দের ষ্ট্রীটে দুইটি বড় ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে। ও পারে শালিখায় ধর্ম্মতলায় ধর্ম্মঠাকুরের খুব বেশী ডাক। অন্যান্য সমস্ত কথার আলোচনা পুথি ছাপা হইলে হইবে। কবি চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবীর পূজা করিতেন, অনেকে তাঁহাকে বিশালাক্ষী দেবী বলেন। এই পুথিতে দেখা গেল, বাশুলী ও বিশালাক্ষী স্বতন্ত্র দেবতা। এই পুথিতে বাশুলীকে মঙ্গলচণ্ডীও বলা হইয়াছে। নানুরে চণ্ডীদাসের পূজিতা বলিয়া যে বাশুলী দেবীর মন্দির আছে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহার ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সে দেবী চতুর্ভুজা, বীণাপাণি ও হংসবাহিনী। কাজেই এ পুথির বাশুলীর ধ্যানের সহিত এ প্রতিমার মিল হইতেছে না। সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলে যে বলুকা নদীর কথা পাওয়া যায়, বর্দ্ধমানের মাইল দুই তফাতে যে ছোট নদীটি ঘুরিয়া আসিয়াছে, লোকে তাহাকেই বলুকা বলে। বড়োঞা গ্রামের নীচে এই নদী বেশ বহতা আছে। সেখানকার ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির এক সময়ে প্রকাণ্ড ছিল। সেই প্রাচীন মন্দিরের কীচক ও আমলক নিকটেই পড়িয়া আছে। মুখী পণ্ডিত অর্থাৎ মোক্ষদা নাম্নী স্ত্রীলোক সেই ধর্ম্মের পূজা করে। সে জাতিতে ডোম পণ্ডিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল,—আমিই সকল পূজা করি, কেবল বড় পূজা অর্থাৎ গাজনের সময় ব্যাকরণ জানা পণ্ডিত আসেন অর্থাৎ সে সময় ব্রাহ্মণে পূজা করে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য

সম্বন্ধে বলিলেন,—গত বিজয়ার পরদিন রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির ও বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব দর্শনে গমন করি। একদল রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রদত্ত হস্তি-পৃষ্ঠে পানাগড় হইতে সেনপাহাড়ী পরিদর্শন করিয়া কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হন। আমরা বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের একান্ত যত্নে ও উৎসাহে হেতমপুর হইয়া কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হই। আমাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হেতমপুরের মহারাজকুমারই সম্পূর্ণরূপে বহন করিয়াছিলেন। জয়দেব-কেন্দুলীর মোহান্ত আমাদের সকলের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতেও আমরা একটি হস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রথমে জয়দেবের সিদ্ধিস্থান দেখা হয়। পরে আমরা সকলে দুইটি হস্তীতে চড়িয়া কেন্দুলী হইতে যাত্রা করিয়া লাউসেনতলা, প্রতাপপুর, উদয়পুর, সেনপাহাড়ীর গড়জঙ্গল, শ্যামরূপার গড়, ইচ্ছাই ঘোষের দেউল, বিল্বমঙ্গলের গুহাশ্রম, চিন্তামণির স্মৃতি প্রভৃতি দর্শন করি। তখনও মাঠের সর্ব্বত্র জল ও অপক্ক ধান্যে পরিপূর্ণ থাকায় সকল স্থান পরিদর্শনে সুবিধা হয় নাই। তবে যাহা দেখিলাম, তাহাতে এখানকার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, বলিতে হইবে। এখনও স্থানীয় প্রাচীনেরা লাউসেনতলা হইতে প্রতাপপুর পর্য্যন্ত অজয়তীরস্থ ভূখণ্ডকে প্রাচীন 'ঢেকুর' বলিয়া জানেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে নির্ম্মিত ইছাই ঘোষের দেউল এখনও বঙ্গীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করিতেছে। ইছাই ঘোষের দেউলের চূড়া ও শিরোভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও যাহা অভগ্ন ও ঠিক আছে, তাহার উচ্চতা ৫০ ফুটের অধিক হইবে। আমরা যে যে স্থান দর্শন করি, তাহার ছায়াচিত্র লইয়া আসিয়াছি। ইছাই ঘোষের দেউলের চিত্র দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ইছাই ঘোষের মন্দিরটিকে ভারতীয় আর্য্যস্থাপত্যের Indo-Aryan architecture নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নানা অসুবিধায় সকল স্থান ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। শীঘ্রই আমরা পুনরায় সেনভূম ও সেনপাহাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইব এবং অনুসন্ধানের ফল ভবিষ্যতে সবিস্তার প্রকাশ করিব।

অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংগৃহীত ফটোগ্রাফগুলি প্রদর্শন করিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইছাই ঘোষের দেউলের ছবি দেখিয়া বলিলেন,—বাঙ্গালা দেশের ইষ্টকালয়ের মধ্যে এরূপ প্রাচীন মন্দির কমই আছে। ইহা সম্পূর্ণ Indo-Aryan ধরণের নির্ম্মিত। ইহাতে মুসলমানী ধরণের কোন চিহ্নই নাই। এই মন্দিরটি রক্ষা করিতে পারিলে একটি প্রাচীন বিশুদ্ধ বাঙ্গালী-কীর্ত্তি রক্ষা করা হইবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ইছাই ঘোষের ইষ্টদেবী শ্যামরূপা এখন কল্যাণেশ্বরী নামে বরাকরের নিকট কল্যাণকূট পর্ব্বতে আছেন। বরাকরে প্রবাদ এই,

চেকুর অঞ্চলের রাজা বল্লালের কন্যার সহিত পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণশেখরের বিবাহ হয়। রাজা শ্যামরূপা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্বশুরের নিকট উহা প্রার্থনা করেন। রাজকন্যাও দেবীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ছিলেন; তিনিও দেবীকে ছাড়িয়া যাইতে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। রাজা কাজেই কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ দেবী দান করিলেন। রাজা কল্যাণশেখর দেবী লইয়া যাইতে যাইতে পথে কল্যাণকূট পর্ব্বতে কোনও দৈব বিপাকে পড়িয়া ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদবধি দেবী সেইখানে আছেন। প্রবাদ যাহাই হউক, পঞ্চকোটের রাজবংশের তালিকায় রাজা কল্যাণশেখরের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং এ প্রবাদে সত্য কি আছে, বলিতে পারি না।

অতঃপর পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সরকার সুবর্ণবিহারের স্তূপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই যুবক ছাত্র-সভ্যটি নিজে উক্ত স্তূপ দেখিয়া আসিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সুবর্ণবিহার যে বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বহু প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় এই ভগ্ন স্তূপকে বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। ইহার নাম সুবর্ণবিহার কেন, তাহা জানি না। ইহা অতি সুদৃশ্য ছিল বলিয়াই ইহার নাম সুবর্ণবিহার হইয়াছে। ইহা যে সুদৃশ্য ছিল, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণনগরের প্রাসাদে ও গঙ্গাবাসের হরিহর-মন্দিরে যে সকল কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের যে সুদৃশ্য তোরণ আছে, সে সমস্ত সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সমস্ত প্রস্তর এই সুবর্ণবিহারের ভগ্ন স্তূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সুবর্ণবিহার আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। বল্লালঢিবি আর সুবর্ণবিহার এ পার ও পার মাত্র। এই দুই স্থানই খুঁড়িয়া দেখা দরকার। বল্লাল ঢিবিতে কষ্টি বা কাল পাথরের অশোক রেলিংএর মত রেলিং আছে। তাহার কতক রেলিং নিকটবর্ত্তী দরগায় আনিয়া রাখিয়াছে। অল্প খুঁড়িলেই এই সকল পাথর পাওয়া যায়। বল্লালঢিবিটি যে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে বল্লালের একটি সপ্তভূমিক প্রাসাদ অর্থাৎ সাততলা বাড়ী ছিল। হয় ত সেই সাততলা বাড়ীর ভগ্নাবশেষই এই বল্লালঢিবি।

অতঃপর সাহিত্য-পরিষদের আর একটি ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক দ্বিজ বংশীদাসের একখানি খণ্ডিত পুথি উপহার দিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই পুথি ছাপা হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা ছাপাইয়াছেন। এই পুথিতে একটি চমৎকার ঘটনার কথা বিবৃত আছে। মনসার কোপে চন্দ্রধরের ডিঙ্গাগুলি যখন ঝড়ে টলমল করিতেছিল, বড় বড় ঢেউ উঠিয়া সেগুলিকে প্রায় ডুবাইয়া দিতেছিল, তখন চন্দ্রধর ভয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে মাঝিরা কতকগুলি তৈলকুপী হইতে জলে তেল ঢালিয়া

দিল; যত দূর তেল ছড়াইয়া পড়িল, তত দূর আর ঢেউয়ের জোর রহিল না। এইরূপে নৌকা বাঁচিয়া গেল। এই কৌশলে এখনও অনেক সময়ে ঢেউয়ের মুখে জাহাজ বাঁচাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা এই দেশে আসিবার পূর্ব্বেও যে এই বিজ্ঞান-সম্মত কৌশলটি এ দেশের মাঝী-মাল্লারা জানিত, তাহা আমরা এই বংশীদাসের কাব্য হইতে জানিতে পারি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় মৃত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৮৭ বৎসর বয়সে গত ৩০শে কার্ত্তিক কাশী-লাভ হইয়াছে। ইনি ভাটপাড়ার পণ্ডিত-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। শেষে সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ ও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এখনকার অনেকগুলি বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র হরকুমার শাস্ত্রী অল্প বয়সেই মারা যান। হাতোয়ার রাজা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীবাস করান। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল পরিষৎ নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহা-শয়েরও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইউনিভারসিটিতে এম্ এ পরীক্ষা সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় বৎসরে এম্ এ পাশ করেন এবং সারা জীবন গ্রন্থ লিখিয়া কাটাইয়াছেন। বহুকাল ইউনিভারসিটির নানাবিধ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। সাহিত্য-সংহিতার কিছু দিন সম্পাদক ছিলেন এবং ইউনিভারসিটির 'ফেলো' হইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

ভাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাদুরেরও মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। বৃন্দাবনে ছাপাখানা করিয়া তিনি স্বব্যয়ে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন হিতৈষীর অভাব হইল।

এই সকল মৃত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহিত্য-পরিষদের সমবেদনা জানান হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একবিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ্‌ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি-আই-ই	২৫১
২। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন	ঐ " "	২৮০
৩। হিন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথা	ঐ " "	২৮৩
৪। উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ (karyokineses) শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, বি	২৯৭

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press'.
9, Kantapukur Bye Lane, Calcutta.

১৩২২

গ্রাহকগণের পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।]

মফস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

কেন 'কুন্তলীন' ব্যবহার করি ?

কারণ ঃ—

(১) কুন্তলীনের দেবদুর্লভ স্নিগ্ধ, মধুর ও তৃপ্তিকর সৌরভে তীব্রতার লেশমাত্র নাই।

(২) কুন্তলীন কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, গুণে অতুলনীয়। ইহা ব্যবহারে মহিলাগণের কেশপাশ ভ্রমর-কৃষ্ণ, কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ হয়।

(৩) মস্তক ও শরীর স্নিগ্ধ রাখিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

(৪) নির্ম্মলতায় কুন্তলীনের সমকক্ষ তৈল আর নাই। যিনি একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার লোহিতবর্ণ রঞ্জিত, গাঢ় ও তীব্র গন্ধযুক্ত বাজে তৈল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

(৫) কুন্তলীনের বোতল অন্যান্য কেশতৈলের প্রায় তিন গুণ। সুতরাং ভায়োলেটগন্ধ কুন্তলীনও মূল্য হিসাবে সুলভ।

☞ উপহারে কুন্তলীন লইতে ভুলিবেন না।

সুবাসিত—১৲ পদ্মগন্ধ—১৷৹ গোলাপগন্ধ—১৲ জুঁইগন্ধ—২৲ ভায়োলেটগন্ধ—২৷৹

সুবসনে দেলখোস।

যদি আনন্দ-উৎসবে আপনার প্রিয়জনবর্গকে আনন্দিত করিতে ইচ্ছা করেন—যদি একটু গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে তাঁহাদের নূতন বসন পরিধানের সম্পূর্ণতা চা'ন—তবে আনন্দ ও প্রীতির সম্পূর্ণতার জন্য—প্রিয়জনকে 'উপহার দিয়া সুখী' করিবার ও সুখী হইবার জন্য—এসেন্স

দেলখোস

ব্যবহার করিতে দিন। 'উপহার দিয়া সুখ' এরূপ দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। উপহার জন্য দেলখোস লইতে ভুলিবেন না। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

পারফিউমার

এইচ বসু, দেলখোস হাউস, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একবিংশ ভাগ

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২১

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press'.
9, Kantapukur Bye Lane, Calcutta.

একবিংশ ভাগের সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১ ।	আলোকবিজ্ঞানের ইতিহাস	ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বিএ, এসসি, ডি, এফ আর এস্ ই	১০৩
২ ।	আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ	শ্রীজগদিন্দু রায় ...	১১১
৩ ।	উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম বি	২৯৭
৪ ।	একখানি খোদিত তাম্রফলক	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ	১৯৯
৫ ।	কৌশাম্বীর আর্য্যপট্ট	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ	১৪১
৬ ।	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নৈত্রিক অম্লের ক্রিয়া	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত বি এস্ সি, এফ সি এস	১৩২
৭	খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্‌এ	১২৯
৮ ।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ...	৪৯
৯ ।	চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত্র	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ	১২৫
১০ ।	জ্যোতিষিক মানযন্ত্র	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌এ	১৬১
১১ ।	ঠাকুরমার ইতিহাস	শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৩
১২ ।	ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৯৭
১৩ ।	ধর্ম্মপূজাবিধি	শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯
১৪ ।	নিমানন্দদাসের পদরসসার	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১
১৫ ।	নূতন উপায়ে যুক্তলবণ গঠন	শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস্‌সি	১২৩
১৬ ।	পবনচক্র	রায়-সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ	৮১
১৭ ।	পিণ্ডারির পথে তাম্রমল	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্‌সি	১১৭
১৮ ।	বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৪৫
১৯ ।	বাঙ্গালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্	১৬৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২০। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌এ …	৬৯
২১। বৌদ্ধ-ন্যায়	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পি এচ্‌ ডি	২০৯
২২। ভাষার উৎপত্তি	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ	১৮৫
২৩। মানভূম জেলার গ্রাম্যভাষা	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্‌ …	৬৩
২৪। রামতুলসীর তৈল	শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী এম্‌ এস্‌ সি	১৪৩
২৫। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই	২১
২৬। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই	২৪১
২৭। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন	ঐ	২৮০
২৮। সুবর্ণ-বিহারের স্তূপ	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার …	২০৫
২৯। হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই	২৮৯

সভাপতির সম্বোধন*

আপনারা বর্ত্তমান সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিলেন। যিনি এই অভিভাষণ পড়িলেন, তিনি বৰ্দ্ধমানবাসী—বৰ্দ্ধমানের রাজা, সুতরাং বৰ্দ্ধমানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একা বৰ্দ্ধমানের নহেন, তিনি সারা বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আদর করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা মহারাজাধিরাজ বলিয়াই জানি। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের পরেই তিনিই বাঙ্গালীর নেতা। তাঁহার আহ্বানে বাঙ্গলা সাহিত্য কৃতার্থ হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। সংসারে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা তাহার অনুরূপ অভিভাষণ হইয়াছে। এ অভিভাষণের বিশেষত্ব এই যে, উহা অল্প, সংক্ষেপ। লোকে বলে "রসের সার চুটকী"—উহাতে বাগাড়ম্বর নাই, বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই, বাঙ্গলারও ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। উহার প্রধান চেষ্টা—আমাদের সম্বৰ্দ্ধনা। সে সম্বৰ্দ্ধনা যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন আমার কথা। আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন, আমি কিরূপে আপনাদের মনোরঞ্জন করিব অনেক দিন ভাবিয়াছি। শেষে স্থির করিয়াছি, আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সে পুরাণ কথা যদি আবার আপনাদের হয়, তাহা হইলে আরও ভাল লাগে। আবার যদি এখন আমাদের গৌরব কিছুই না থাকে এবং পূর্ব্বকালে অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহা হইলে সে আলোচনা লোককে মাতাইয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই, সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

আমার এ সম্বোধনে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে। আমি পরিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার জায়গায় গৌরব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,—যেমন প্রথম গৌরব, দ্বিতীয় গৌরব ইত্যাদি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা বাঙ্গলার গৌরবের কথা বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই গুলিকেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি।

* অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

প্রথম গৌরব

হস্তি-চিকিৎসা

বেদের আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না। কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য্য জাতির প্রধান কীর্ত্তি ঋগ্বেদে "হস্তী" শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই :—

"মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বং॥" ১।৬৪।৭

'হে মরুৎগণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণ-বর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা কর।'

"সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ॥" ৪।১৬।১৪

'হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্য্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ঙ্কর হও।'

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, "মৃগা ইব হস্তিনঃ", "মৃগো ন হস্তী" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানা রকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হি-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শূয়ার। আর্য্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেন না তাঁহারা শীকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাঙ্গলা, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্য্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিসুর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী

দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভালও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন, সে কথা এক রকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, "হাতওয়ালা" মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া "শুঁড়ওয়ালা" বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে :—করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ—ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি ঐরাবতের নাম পর্য্যন্তও নাই। যাহারা কাল হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে ?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন দেবতাকে কোন জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল ; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা :—

রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বতক পাখী দিতে হইবে, নীলঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদের রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়—ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্য্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোম-লতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, "যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তী করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড়

ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষমানান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেই খানেই যাইতেন। কোন দিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোন দিন নদীর চড়ায়, কোন দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক দিন খুজিয়া খুজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানা রূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা

করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে "ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত "পালকাপ্যের" প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি, আই, ই, যে "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়নবোধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্য্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা

করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ৬ষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গ-রাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইঁহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তিপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্ব্বে যে হস্তি-চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আর ও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

দ্বিতীয় গৌরব

নানা ধর্ম্ম-মত

পূর্ব্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা তত্টা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের

নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ—এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। আর তাহা নাশ করিতে গেলে "আমি কে?", "কোথা হইতে আসিলাম?", "কেন আসিলাম?"—এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে "কেবল" হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংস্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহঙ্কার থাকে না; যখন তাহার অহঙ্কার থাকে না, তখন সে সর্ব্বব্যাপী হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল কথা বেদ, ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্য্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনেরা বলেন, উলঙ্গ থাক, গায়ের মলা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া "মলধারী" এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্য্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন; তাঁহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্য্যগণ সর্ব্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। তাহাদের নখ চুল কখন কাটা হইত না। আর্য্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকী রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্য্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা ১২টার মধ্যে আহার করিত; ১২টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সে দিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না খাট ছাড়া আর্য্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন, মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটীতেই শুইয়া থাকিত। আর্য্যগণ সংস্কৃতে লেখা পড়া করিতেন, অন্য সকল ধর্ম্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখা পড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেন না উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার

কোন প্রমাণ নাই ; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈন-মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেই খানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না,—বলেন ও সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনক রাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য-মত যে পূর্ব্বাঞ্চলের, এ কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশী করিয়া বলিব না।

তৃতীয় গৌরব

রেসম

বাঙ্গলার তৃতীয় গৌরব রেসমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্ম স্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাস আরম্ভ করেন। রেসমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা পড়া আছে। চীনেরা রেসমের চাস কাহাকেও শিখিতে দিত না। উটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল।

জাপানীরা অনেক কষ্টে খৃষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেসমের চাস শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাস আরম্ভ করেন। ইউরোপে খৃষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থল-পথে চীনের সহিত রেসমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেসমের ব্যবসার জন্যই পঞ্জাবের শকরাজারা বেশী করিয়া সোণার টাকা চালান। ইউরোপে রেসমের চাস ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাস খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলুদে রঙের রেসম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেসম বাহির হইত, তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেসমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেসমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্ট বস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জ্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম "কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা।" এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেসমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জ্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বেহার আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণ-কুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদা-বাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটী সোণার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণ-সুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাস হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগ-কেশরের গাছ। নাগকেশর বাঙ্গলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেসমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন

প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাস চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার যো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেসমের চাস বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেসমের চাস চীন হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে, রেসমের চাস ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাস ছিল। কারণ, পৌণ্ড্র ও বাঙ্গলায়, সুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেসমের চাস হইত। কারণ, মান্দাসোরে খৃঃ ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল রেসম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেসমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাঙ্গলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্ব প্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেসমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেসম বাহির করিতেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাসে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেসম বাহির করিতেন। চীনের রেসম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাঙ্গলার রেসম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত। আর এ বিদ্যা বাঙ্গলার নিজস্ব—ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

চতুর্থ গৌরব

বাকলের কাপড়

বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর এক খানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিংএর চারি দিকে বড় বড় ফটক আছে। দুই দুইটি থামের উপর এক একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের

কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; শণ, পাট, ধঞ্চে—এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সূতা বাহির করিত। এখন এই সকল সূতায় দড়ী ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম", উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকূল"। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকূল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রে ও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্রদেশের ক্ষৌমের কথা "ব্যাখ্যা" করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং "দুকূল" একমাত্র বাঙ্গালাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে শুধু বাঙ্গলাতেই ভাল হইত, এমন নয়—মধুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মধুরা পাণ্ড্যদেশ, মহিষ দেশ নর্ম্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাঙ্গলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটীর ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাঙ্গলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে যত মালদহের রেসমী কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে যোগাইতে হইবে।

পঞ্চম গৌরব

থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেক্‌খা ঘরঅ"। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রাস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচ-ঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, "বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় করিতে হইবে।" অসুরেরা বলিল, "বা! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নুতন কীর্ত্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।" এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙ্গিয়া দিবার যোগাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল "জর্জ্জর"। জর্জ্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জ্জর পুতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জ্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জ্জরের ছয়টি পাপ ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ান থাকিত। ছয় জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের ছয় জনেরই পূজা করিতে হইত। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত:—এক রকম টানা—অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত; আর একরূপ ঘর চৌকোণা—৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল—ইহা রাজাদের জন্য; আর সাধারণ ভদ্র লোকেদের বাড়ীতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ—প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ৩২ হাত। থিয়াটার করিবার সময় কানা, খোঁড়া, কুজা, কুরূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমন কি মজুরী করিতেও ঐরূপ লোক লওয়া হইত না; সন্ন্যাসী, ভিখারীকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জ্জর পুতিয়া রাখিতে হইত। থিয়াটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্দ্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়াটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা ষ্টেজ (মঞ্চ) পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতালায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্দ্ধেকটা স্থান থাকিত, তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার

থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙ্গা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কাল ও হলদে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। ষ্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রামঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। ষ্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ান যাইত না। ষ্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ী, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্ব্বত আঁকা থাকিত। ষ্টেজের উপরে জর্জ্জরের পূজা হইত ও নান্দী পাঠ হইত। ষ্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন—'তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।' সেই অবধি উঁহারা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে উঁহাদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে।

থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরত মুনি উহার কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটসূত্র ছিল। প্রত্যেক সূত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্ত্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত সূত্র একত্র করিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। এই নাট্য-শাস্ত্রখানি বোধ হয় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক, যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। জার্ম্মান পণ্ডিত নোলকি বলেন, যে কোন পুস্তকে শক, যবন,পহ্লব এই এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তক খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২০০ শত বৎসর পর, ইহার মধ্যে লেখা। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পহ্লব শব্দ উহার অতি প্রাচীন আকারে আছে, অর্থাৎ পাথ্রব এই আকারে আছে। পার্থিব বা পারদ নামে এক জাতি কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে আজার-বিজানের পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ হইতে খৃষ্টের পর ২২২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া ছিল। তাহাদের এক দিকে রোম, অন্য দিকে ভারত—দুই দিকেই তাহারা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। ভারতবাসীরা তাহাদের শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহ্লব বলিত; প্রথম প্রথম উহাদের নাম ছিল পাথ্রব। এখন, ঐ প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরত-সূত্র যদি খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বে অনেক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা ২ খানি নটসূত্রের নাম পাই, এক খানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া ছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ওড্র মাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে

নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভাল বাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভাল বাসিত, কিন্তু উহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ধক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ব্বরঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভাল বাসিত, কথোপকথন ভাল বাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভাল বাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভাল বাসিত না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অমৃতবাবুর মুখে শুনিতে পাই, এখনও বাঙ্গালীরা নাচ-গান তত পছন্দ করে না। তবে এখনকার থিয়েটারে যে নাচ-গান হয়, সে কেবল বড়বাজারের খাতিরে।

খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ গৌরব

নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ডুলি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে এক জন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবার পলাইয়া গিয়া মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলে মেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া

দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলে মেয়েদের না পাইয়া বড়ই কাতর হইল। সেও খুঁজিতে খুঁজিতে বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বকৃসিস দিবেন। কেহই তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, "তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।" সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও এক খানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যে দিন লঙ্কাদ্বীপে নামে, সে দিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহু বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল। ৭০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের এক খানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে সব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখন ও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়া ছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোম্বাইএর কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়োচ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড় বড় জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে ৭০০ লোক যাইবার কথা

অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাঙ্গলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার "নাবধ্যক্ষ" থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রসংযানের"ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রপিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতে ছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীন-যাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবু ডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছু দিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়ার সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্রুসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরাজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল

খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ এক জন সদাগর এক জন মাঝীর অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪।১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ-সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল,—"আমার যথাসর্ব্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের এক খানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"তুমি ইহার একটা উপায় কর।" মাঝী তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না, তখন মধুকর হইতে কতক-গুলা তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল; দূরে দূরে সব জাহাজ-গুলি দেখা গেল। চাঁদসদাগর ত আহ্লাদে আট খানা। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা বাঙ্গলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙ্গালী মাঝী দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

সপ্তম গৌরব

বৌদ্ধ শীলভদ্র

অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এসিয়ার পক্ষে য়ুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়া ছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন,

তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে—পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। যুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযানবিহারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি যুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। যুয়াং চুয়াংএর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, যুয়াং চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা যুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যার অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারত-বর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র

বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন ?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন,—"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে ?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব ?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

য়ুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি দশ কুড়ি খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

য়ুয়াং চুয়াংএর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় কিনা, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

অষ্টম গৌরব

বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তি-দেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিত-খানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে,—এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার যো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জু-বজ্রসমাধিকে গুরু করিবে।" সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবই বড় কম ছিল।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন,

তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত ; সেইজন্য :—

"ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।"

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ভুসুকু"। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি "রাউতের" কার্য্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙ্গলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কিনা, ইহা ভাবিবার কথা। তিন জনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন :—

(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষাসমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুই খানির মত এই খানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুই খানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই ; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বজ্রযানের, না হয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের পুস্তক লিখে ? এ সম্বন্ধে বেন্ডল সাহেব বলেন যে, শিক্ষা-সমুচ্চয়েও তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত যে, "আমরা মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। এখনও নেপালী বৌদ্ধেরা বলে, "আমরা মহাযান বৌদ্ধ।" কিন্তু তাহারা বাস্তবিক বজ্রযান বা সহজযানের উপাসক।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাঙ্গলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই—সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে,—

"আজ ভুসুকু তু ভেলি বঙ্গালী। নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

নবম গৌরব

নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হজ্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের "হঠযোগপ্রদীপিকায়" যে চৌদ্দ জন নাথের নাম করা আছে, তাঁহারা সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্ত্তা লইয়া কবীর-পন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ তিব্বতীয়-গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃষ্টের আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র কি অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে "কৌলজ্ঞানবিনিশ্চয়" নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছঘ্নপাদের "অবতারিত" একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের একটি বাঙ্গলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে, নাথেরা না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেক

নাথেরা ভেক্কী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজী খুব বড় মানুষ। তাঁহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা। নাথজীদের মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজীরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাথেদের পদচিহ্ন পূজা করেন। লোকে নাথজীদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাঁহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইবার কোন আপত্তি নাই, মদ্যমাংসেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। নাথজীর এক ভাঁটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীন-নাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া-দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছেন্দ্রনাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাঙ্গলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

দশম গৌরব

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখা পড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ছিলেন। বিক্রমশীল-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন।

প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েক দিন নেপালে স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার কর্ম্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান-মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযানধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গলার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?

একাদশ গৌরব

জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউ-নিভার্সিটীকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেণ্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টের জন্মের ১৪ শ বা ১৫ শ বছর পরে লেখা। তাহার পর তিনি যখন উহা ছাপান, তখন তিনি ভূমিকায় লিখেন, "না, আর এক শ বছর আগাইয়া যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুরাণ হ'বে?" বেণ্ডল সাহেব একজন বড় লোক। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল; তিনি ও আমি দুই জনে একবার নেপাল গিয়াছিলাম। তথাপি এ জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমি নেপালে এর চেয়েও পুরাণ কাগজের পুথি দেখিয়াছি এবং দুই একখানি আনাইয়াছি। সুতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুথিখানি নূতন হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে রাজী নই। ডাঃ হার্ণলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্ব্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেন না আমরা উহা সরাসর চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে :—"দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো **জাগদ্দল**পণ্ডিত-**বিভূতিচন্দ্রস্য**" ইত্যাদি।

বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই; কিন্তু আমিও তখন সে মহাবিহার কোথায়, কি বৃত্তান্ত জানিতাম না। সেই বারে আমি বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি "অমৃতকর্ণিকা" নামে "নামসংগীতির" একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

তাহার পর রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময় বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-

বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলার মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব্ব-ভারতে।

যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া ছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুদের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটীর' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১০২৬ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জ্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও পুরাণ, আর বেণ্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি শত বৎসর পুরাণ। তাই বলিতেছিলাম, জগদ্দল বিহার ও বিভূতিচন্দ্র বাঙ্গলার গৌরবের জিনিস।

দ্বাদশ গৌরব

লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ। লুইপাদের কথা পূর্ব্বে দুই এক বার বলিয়াছি। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। অনেক জায়গায় তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য্য বলিয়াছে। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাঙ্গলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ এককালে যে বাঙ্গলায় ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার আমরা একটি প্রমাণ পাইয়াছি। খৃষ্টের জন্মের ১৩ শত বৎসর পরে হরিসিংহ নামে একজন

রঘুবংশী মিথিলায় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে বাঙ্গলা ও দিল্লীর মুসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তাঁহারই বংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর অনেকগুলি স্মৃতির পুস্তক লেখেন। তাঁহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে বেশ প্রহসন লিখিতেন। ইঁহার নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বোধ হয় বাঙ্গলাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার আধা-বাঙ্গলা, আধা-সংস্কৃত একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম বর্ণনরত্নাকর। কবিতা লিখিতে গেলে কাহার কিরূপ বর্ণনা করিতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি ঐ পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্য্যন্ত লুইএর দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তেঙ্গুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎস্যান্ত্রাদ বলিত, অর্থাৎ—তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। (কোন্ বাঙ্গালীই বা না বাসেন!) তেঙ্গুরে আবার সেইখানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহা-যোগীশ্বর।"

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক,—এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষের কথা বাঙ্গালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিদ্ধাচার্য্যগণের কথা, তাঁহাদের গানের কথা, তাঁহাদের দোহার কথা, তাঁহাদের ধর্ম্মের কথা, আগেও দুই একবার বলিয়াছি, আবার ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাই এইখানেই এবারকার মত বিশ্রাম।

ত্রয়োদশ গৌরব

ভাস্করের কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম "Iconography"। সে দিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ত্তিই যে ছিল, আর কত মূর্ত্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র-রিসার্চ্চ-সোসাইটী অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে, জঙ্গলে, পুরাণ গ্রামে, পুরাণ নগরে এখনও গাড়ী গাড়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মূর্ত্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক একটি কৃষ্ণমূর্ত্তির ভাব দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। তাম্রপত্রলেখা, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী—গহনা, ফুল, সাজ—ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে, সে ভাব কেবল বাঙ্গলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশীর

আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়, সোণায়, অষ্টধাতুতে—যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁটদুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

চতুর্দ্দশ গৌরব

বাঙ্গলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বার খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

লোকে বলে বাঙ্গলায় বেদের চর্চ্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত; নিজের কর্ম্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার, সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। মুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইঁহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে

স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা উঁহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগ-কার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অন্ধূক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়া ছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এক খানি দানসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

পঞ্চদশ গৌরব

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে ছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গলায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতে ছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান—সব ভাঙ্গিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী ও বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, দেবমূর্ত্তি, মনুষ্যমূর্ত্তি, ক্রোধমূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি, হিন্দুমূর্ত্তি, বৌদ্ধমূর্ত্তি, তালপাতের পুথি, ভূর্জ্জপত্রের পুথি, ছালের পুথি, তেড়েতের পুথি, নানারূপ চিত্র, নানারূপ কারুকার্য্য, সব নাশ হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌদ্ধমূর্ত্তি ও যাত্রার সাজ-সজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণারূপার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলিল, পুথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্তপুরের বিহার এখনও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখনও তিরিশ ফুট উঁচু; নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে "বড়গাঁয়ের ঢিবি"; বিক্রমশীলার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই; জগদ্দল খুজিয়া মিলিতেছে না; মুসলমানেরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই এত দিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুড়িয়া খুড়িয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল, শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব-ভারতে অক্ষুণ্ন ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম

চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—এক মুসলমান-আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া গেল!

দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারা-মারি কাটাকাটির পর একবার এক জন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়া ছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দুরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুই জনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পুরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ষোড়শ গৌরব

ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাঙ্গলা ভুলিয়া যান, তথাপি বাঙ্গালী দেখিলেই আবার তাঁহাদের দুটা বাঙ্গলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পঞ্জাব যাও, নেপাল যাও,

হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতানা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহিসুর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারিটি বাঙ্গলা কথা শুনিতেই পাইবে। বাঙ্গালীর এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বচিন্তামণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে,—তিনি মহারাষ্ট্রদেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু বাঙ্গলা দেশেই ছিল, এমন নহে—দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঁহাদের টীকা-টিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই চারি জায়গায় চলে। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টী, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

সপ্তদশ গৌরব

চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি দশা হইল? পাদরী না থাকিলে খৃষ্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবী না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক, বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড় বড় বিহার

ছিল, অনেক নিষ্কর জমী বিহারওয়ালারা ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে সমস্ত জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান সিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলার বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। বালাণ্ডা পরগণায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পূজা হইত। বালাণ্ডার একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধ কীর্ত্তির এই মাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালাণ্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙ্গালী। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্য্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্য্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানা রূপ 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাহী ও রেণেটি। ভক্তিরত্নাকরে

লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্ত সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্ত্তন জমিলে সেখানে চৈতন্ত সপরিকর আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্ত চৈতন্ত-দেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

অষ্টাদশ গৌরব

তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরী শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্তান্ত শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। এরূপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, না হয় কিছুই বুঝায় না।

অনেক তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, অথর্ব্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিয়াছে, না হয় হরপার্ব্বতী-সংবাদরূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদ, সেগুলি কেহ না কেহ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে "অবতারিত" করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা জানিবে কিরূপে? একজন বৌদ্ধ তন্ত্রকার বলিয়াছেন, "আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা-কথায় লিখি। যে ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবে, আমরা এমন ভাষায় লিখি।" মূল তন্ত্রে ব্যাকরণের বড় ধার ধারে না। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই চারিখানি মূলতন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটু নূতন। উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাঙ্গলার লোকে ঐরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মার্জ্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড় সুবিধার নয়। আমার [illegible]

তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকান্বত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জ্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজ-নীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈরোচন প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অক্ষোভ্য এখানে ঋষি হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা হইয়াছেন। যে তারামন্ত্র সাধনের জন্য বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তারা অক্ষোভ্যেরই শক্তি। বৌদ্ধ মতে তারা, একজটা, নীলসরস্বতীর উপাসনা আছে, তারারহস্যেও তাই। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, তারারহস্যেও শূন্যের উপর শূন্য, তাহার উপর শূন্য, এইরূপে ষষ্ঠ শূন্য পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধমতে এই সকল দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে, তারারহস্যে তাঁহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ঐ অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্রহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহগুলি আরও মার্জ্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।

রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জ্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চমকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বড়ই আদর। কিন্তু তাঁহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মঞ্জুঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গালার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রাম-প্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব—অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইঁহারা যদিও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

একোনবিংশ গৌরব

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাঙ্গলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। বিদ্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই ন্যূন নহেন, বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাঁহাদের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু আমরা এখন সে সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব না। তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার গৌরব বলিয়াছি, বাঙ্গলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব এবং সেই জন্য তাঁহাদের গৌরব করিব।

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য্য আচারে, আর্য্য বিদ্যায়, আর্য্য ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাঙ্গলায় রাজশক্তি ত তাঁহাদের অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম্ম ছিল। মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

এইরূপ করায় তাঁহাদের দুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার একটা বেশ যন্ত্র হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ মুসলমানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া বাঙ্গলা লেখার সাহায্য করিতেন। বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই

সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহসহকারে এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ গৌরব

কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উঁহারা পূর্ব্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেন না, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত তেঙ্গুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজখাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ দেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবে ও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাঙ্গালার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমান সত্ত্বেও বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

এমন সময় মোগলেরা বাঙ্গলায় আসিল। মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশী হিন্দু এ দেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও বড় বড় জমিদারী পাইতে লাগিলেন। পাঠানের সহায় বলিয়া কায়স্থদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমীদারী গেল। তাঁহাদের জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কোন বিদেশী আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশী জমীদারই বেশী হইয়া গেল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান; ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর ও মুক্তাগাছা। ব্রাহ্মণের ঘরগুলি ক্রমে ভাগ-বাঁটোয়ারায় ও অন্যান্য কারণে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছেন। তাঁহারা এই তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভসদৃশ হইয়া আছেন। তাঁহারা কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রতিপালন করেন, বাঙ্গলা লেখায়

কত উৎসাহ দেন, তাহার সীমা নাই। হরিহর-মঙ্গলের লেখক মহারাজাধিরাজেরই আত্মীয় ও তাঁহারই উৎসাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিরাজের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভাল কবি হইলে যত দিন বর্দ্ধমানে মুজরা না পাইতেন, তত দিন তিনি কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভাল কথক বর্দ্ধমানে বৎসরে এক দিন মাত্র কথা কহিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভাল যাত্রার, বর্দ্ধমানে না গাইলে, পসার হইত না। বর্দ্ধমানও ভাল জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ষিক দিতেন। এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজেরা বাঙ্গলার সাধারণ সভায় কখন যোগ দিতেন না। তাঁহাদের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও গৌরব, সেরূপ সাধারণ সভা বোধ হয় হইত না বলিয়াই তাঁহারা যোগ দিতেন না। আমাদের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সকল গৌরবই বজায় রাখিয়াছেন, তাহার উপর আবার সে দিন বীরের ন্যায় নিজের জীবন দিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া পূর্ব্বপুরুষের "মহারাজাধিরাজ" এই উপাধির উপর আবার "বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পথ ত্যাগ করিয়া একটি সৎকার্য্য করিয়াছেন,—তিনি এখন বাঙ্গলার সাধারণ সভায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও নীতিবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে যাইবামাত্র তাঁহারা ইঁহাকে সভাপতি করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি দেশের যত হিতকর সভাসমিতি আছে, সর্ব্বত্রই মহারাজাধিরাজ। এত দিনে সত্য সত্যই তিনি বাঙ্গলার মহারাজাধিরাজ হইয়াছেন। বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই এখন হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে। তিনিও বাঙ্গালীকে আপন করিয়া লইবেন। মহারাজ বাঙ্গলার নূতন সাহিত্যের দিকে মন দিয়াছেন, নিজে কবিতা লিখিতেছেন, নাটক লিখিতেছেন এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা আজ এইখানে দেশশুদ্ধলোক মিলিয়াছি, ইহা সেই মহারাজাধিরাজেরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ফল। বাঙ্গলা সাহিত্য যেন কখনও মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হয়। তিনি আমাদের গৌরবের স্থল, আমরা তাঁহার গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন

আজ আমরা মহা সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শন ভাল বাসেন, আজ তাঁহারা আমাদের এখানে আসেন নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যসেবী, তাঁহারাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমরা মন খুলিয়া কথা কহিতে পারি। এখানে সকলেই এক ব্যবসায়ী, সকলেরই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বাদ দিলে বাঙ্গলা সাহিত্যে আর কি আছে? আছে পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, রচনা, জীবনচরিত, কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে আমরা এত দিন কি করিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা বিবরণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার কোথায় কি ভাল আছে ও কোথায় কি মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে মন্দটি ছাড়িয়া ভালটি লইতে পারিব এবং ভালকে আরও ভাল করিতে পারিব।

আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে পুরাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই তাঁহারা অনেক লোক। দোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে ঐ ছড়া কাপি করে তাহারা অবুঝ অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন কথা দিয়া সেগুলিকে বদ্‌লাইয়া ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্রের গীত ও মাণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। সুতরাং উহার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সেকালে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহা আমরা

বেশ বুঝিতে পারি। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে লেখা। তখন লোকে কিরূপে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী স্রোত রোধ করা যাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। কাব্যের দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশীর মধ্যে বাঙ্গালীর মনে যাহা লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হাস্যরসে পটু, তাই উহাতে হাসির জিনিস বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভাল বাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়বারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পাকা বৌদ্ধ যে ধর্ম্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব লইয়াই তাঁহাদের কীর্ত্তন। পদকর্ত্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আর একজন তাহাতে অন্য ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রসের সঙ্কীর্ত্তনের গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাল্মীকি মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পদ ভাঙ্গিয়া "রাধামাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের "রামরসায়ন" লোকে পড়ে, কিন্তু "রাধামাধবোদয়" লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যদি "রাধামাধবোদয়" পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কবি কিরূপ অদ্ভুত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প প্রধান। গল্পটি সোজা, উহাতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা

অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয় লইয়া অনেকে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুরের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীরের পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীরের গান আছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ রূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটকদার দু চারটা গান লিখিয়া চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? আমাদের সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত। বাঙ্গলায় যত বই বাহির হয়, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদের আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলার যত বই অন্য ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভারতবর্ষের অন্য ভাষার হয় না। ইহাও আমাদের আনন্দের বিষয়। রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গলা ভাষার জয় জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে? ঝোঁক যদি চুট্‌কীর উপর হয়, ক্রমে সে চুট্‌কীও যে খারাপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কী আরম্ভ হইয়াছিল; কেন না, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী—এই সব ত চুট্‌কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমার ভয় হয় পাছে বাঙ্গলার কাব্যটা চুট্‌কীতেই অবসান হইয়া যায়।

পদ্য ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহারথিগণ

অন্তর্গত হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাহারাও প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি ঐ ব্যাপার—লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না। বই পড়িলেই বোধ হয়, তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইয়া নাম লইবার চেষ্টা। একজন প্রাচীন নাটককার বলিলেন, "আমি দশ বৎসর ধরিয়া 'রত্নাবলী'খানিকে বাঙ্গলা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠিক মনের মত হইয়া উঠিতেছে না।" কিন্তু আবার দেখিতেছি অনেকে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া নাটক থিয়েটারে জোগান দিতেছেন। এক একবার মনে হয় যেন, কিছুদিন নাটক লেখা বন্ধ করিলে ভাল হয়।

নবেলেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলের ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্তু এখানেও ঐ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু দুই বৎসরের কমে একখানি নবেল লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুট্‌কীই অধিক। চুট্‌কী যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। অনেক চুট্‌কী অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুট্‌কীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে। চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এ রকম ত চুট্‌কীতে হয় না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্য্যকারণভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির

হইল না! যিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যস্বরূপ" ছিলেন, তাঁহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া, অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ, মানুষ থাকিলেই তাঁহার সম্বন্ধে 'সুবিধা', 'কুবিধা' দুই থাকে। যাহারা সুবিধা তাহারা শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিবে, যাহারা কুবিধা তাহারা শতমুখে নিন্দা করিবে—দোষ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবার বিশ ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আর এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরও দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবু ও ভূদেব-বাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে হজম করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নবেলের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মস্ত অভাব আছে। সে অভাব দূর করিবার ভার একা দীনেশবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই একটা ব্যাপারে অনেকেই দেশের ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ দুইই দেখাইয়া দেওয়া দরকার। বঙ্কিমবাবু "বঙ্গদর্শনে" একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সে চেষ্টা আর দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে যে সব দোষগুণ-পরীক্ষা হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। "ওগো অমুক এই বই লিখিয়াছেন, তোমরা কেন'।"—এই যেন সে বিচারের মানে। অনেক মাসিকপত্র ও সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা বলেন, "আমাদের পড়িবার সময় নাই। গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থের দোষগুণ দেখাইয়া দিলে আমরা ছাপাইতে পারি।" এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এরূপ দোষগুণ-বিচার আমরা চাহি না। আসামী জজ হইয়া বিচার করিবে, এটা বোধ হয় কেহই চাহিবেন না?

বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম দেখাইয়া দিলাম। কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় কি অভাব আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কোন্ মন্দ জিনিস ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাল জিনিস আরও ভাল করিতে হইবে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কথা আছে—সেটা বাঙ্গলা ভাষার গতি।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাতকর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি,

তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" ছুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না", তাঁহারা বলেন, "কাটেনা, ছি!—ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়", তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প", তাঁহারা বলেন, "স্বকপোলকল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল", তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে। যথা—

"শিক্ষিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্ত আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্তবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল।"

"দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর অধিক তুলিয়া ভিক্ষা কম্বল ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশুক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখার দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গলা—এই

বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব ? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন ?

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সব কথা ভদ্র লোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি ? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয় "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে ? সুতরাং এই সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার ? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত ! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে ? পোকায় ত কাটিবে ?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গলা বই পোকাতেই কাটে !

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন ? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে ?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব ; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।" সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার গতি" নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি

বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। "রেলওয়েকে" "লৌহবর্ত্ম" করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাস্তাকে "রাজমার্গ" ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে "বংশপরিচালনা" লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে "শ্বশ্রূ মহাশয়" লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্‌ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না,—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর", মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু", "মর্ত্তমান কলা", "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা

করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কটকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহাশয় কর্তৃক পঠিত

হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা

আমাদের দেশে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন, তাঁহাদের সংস্কার এ দেশে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় না। ইতিহাস কাহাকে বলে, এ দেশের লোক তাহা জানিত না। এ দেশে কখন ইতিহাস লিখিত না। এ পৃথিবীটাকে তাহারা অসার, অপদার্থ মনে করিত বলিয়া, এ পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহাদের মনে লাগিত না। তাহারা পরকালের জন্তই ব্যস্ত থাকিত, পরকালের চিন্তাতেই জীবন কাটাইয়া দিত।

এ দেশের লোকের এতটা নিন্দা করা উচিত কিনা জানি না। ইহারা বড় বড় ইতিহাসের বই লেখে নাই সত্য, কিন্তু ছোটখাট বই যে একেবারে লেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। হর্ষচরিত পাকা ইতিহাস, রামচরিত পাকা ইতিহাস, দ্ব্যাশ্রয়কোষ পাকা ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণীও পাকা ইতিহাস। খুঁজিলে আরও মিলে, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমার্কচরিত ইত্যাদি পুস্তক কাব্য হইলেও এই পৃথিবীর ঘটনা লইয়াই লেখা। ইহারাও ইতিহাস। খুঁজিলে যে আরও ইতিহাস মিলিবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। নেপালের যে চলিত বংশাবলী আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া রাইট সাহেব তাঁহার বই লিখিয়া গিয়াছেন, নেপালে যত পুথি আছে তাহার পুষ্পিকা ধরিয়া দেখা গেল যে, সে বংশাবলী এখন হইতে ৩০০।৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক হইলেও, তাহার আগে সব ভুল। তখন পুথির পুষ্পিকা হইতেই প্রথম রাজাবলী ও পরে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হইল। রাজাবলীটা এক রকম তৈয়ার হইয়াও গেল। চলিত বংশাবলীতে বলে যে, হরিসিংহ ১৩২১ খৃঃ অব্দে নেপাল আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন ও সেই অবধিই তাঁহার বংশধরেরা নেপালের রাজা। কিন্তু পুষ্পিকায় রাজাবলী আর একরূপ হইয়া গেল। হরিসিংহের পর জন কতক নেপালী রাজার নাম পাওয়া গেল। তাহার পর দুজন রাণীর নাম, তাহার পর মল্লগণের অর্থাৎ হরিসিংহের বংশধরগণের নাম। পুষ্পিকার কথাই আমরা বিশ্বাস করিলাম। নেপালীরা চটিয়া গেল। বেশ গোলযোগ চলিতে লাগিল। তাহার পর ১৮৯৮।৯৯ সালে খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি তালপাতের লেখা ছোট বংশাবলী পাইলাম। উহার শেষ রাজা প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বংশাবলীখানি প্রাচীন বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া পড়া গেল। পড়া বড় কঠিন, সেকালের কথাবার্ত্তার ভাষায় লেখা। সে ভাষা কেহই জানে না। যাহা হউক তাহা হইতে জানা গেল যে, হরিসিংহ একবার মাত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, দেশ দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায় ৫ পুরুষ পরে বিবাহসূত্রে তাঁহার বংশে নেপাল রাজ্য যায়। পুষ্পিকার ইতিহাস ও বংশাবলীর ইতিহাস মিলিয়া গেল। এখনকার বংশাবলী ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। বাঙ্গলায়ও এইরূপ নূতন বংশাবলী দুই শত, আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। তাহার আগে গেলেই একটু গোলমাল, সমাজ

যত দিন এক ভাবে রয়, তত দিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু একটা যদি বিপ্লব হইয়া যায় তাহা হইলে ফের বংশাবলীও গোলমাল হইয়া যায়। আবার সেই কালের বংশাবলী খুজিতে হয়, তবে ঠিক কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র অনেক দিনের, প্রায় বার শত বৎসরের। ইহার মধ্যে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে সুতরাং অনেক জায়গায় গোল আছে। বিশেষ যত্ন করিয়া বহুকাল ধরিয়া খুজিয়া, খুব মন দিয়া পড়িয়া, তবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, স্থির করা যাইতে পারে। সেইটা যখন হইবে, তখন বার শত বৎসরের একটা ইতিহাসের আদরা তৈয়ার হইবে।

অতি পুরাণ কালের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুদের বই পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু মুসলমান-বিজয় হইতে এই যে আট শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য সত্য সত্যই কি মুসলমানদের লেখা ছাড়া আর কোনও ইতিহাস নাই? অন্তত ইতিহাসের মালমসলাও কি একেবারে পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলঙ্কের কথা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস খুব বড় বই না থাকুক, ছোট ছোট রাজাদের ছোট ছোট ইতিহাস আছেই আছে এবং খোজ করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় আরঙ্গেবের রাজত্ব সম্বন্ধে মুসলমানদের দিক হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সব সংবাদই দিয়াছেন। তাঁহার আরঙ্গেবের ইতিহাস অতি সুন্দর গ্রন্থ। লোকে আরঙ্গেবকে যত মন্দ বলে, তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেটা উনি বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। উনি আরও দেখাইয়াছেন যে, আরঙ্গেব একজন খুব ভাল রাজা ছিলেন। প্রজা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেই মত কার্য্যও করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা বেশ সুখে ছিল। তাঁহার সুবেদারেরা গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহারা টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করাইতেছেন। কিন্তু আমি বলি, হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া কি আরঙ্গেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? এত বড় ভারতবর্ষটা,—এ দেশের নানা ভাষা, নানা সাহিত্য রহিয়াছে, সমস্ত একত্র করিয়া খুজিলে কি আরঙ্গেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? আমার বিশ্বাস যায়। কেন বিশ্বাস ক্রমে বলিতেছি।

ইতিহাসে বাঙ্গলাই সকলের পিছনে পড়িয়াছে। এইখান হইতে আরঙ্গেবের ইতিহাসের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না, লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কিন্তু জানি, এখান হইতেও গোটা কতক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া খুজিতে হয়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক দুইখানি সংস্কৃত পুথি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এই দুইখানি কি?" আমি দেখিলাম, এক খানি ১৬২৯ শকে লেখা, আর তাহার পাশে লেখা আছে 'সাহারং দেবস্ত পঞ্চত্বাব্দে।' ব্রহ্মমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রাজাটি কে? সাহারং দেব কে?" আমি ত প্রথমে ভাবিয়াই আকুল। হঠাৎ ১৬২৯ শকে ৭৮ যোগ করিয়া দেখিলাম ১৭০৭ হয়। তখন আমি বলিলাম, "সাহারং দেব—সাহা আরঙ্গেব। কারণ,

তিনি ১৭০৭ অথবা ১৬২৯ শকে মরেন।" আমরা সেই কালের লোকের হস্তের একটা প্রমাণ পাইলাম যে, আরঙ্গেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মরেন। অথচ এটা এক জন পাকা হিন্দুর হাতের লেখা পুথি হইতে।

বুদ্ধচরিত নামে এক অদ্ভুত পুথি আছে, পুথি এক খানি বৈ লেখা হয় নাই। নাথুরাম নামে যোশীমঠে এক পণ্ডিত কাশীতে রামাপুরায় বাস করিতেন। তিনি মারাঠী, মৈথিলি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী জন কতক বিদ্যার্থী লইয়া বুদ্ধচরিত নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান, পুথির আগাগোড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে এক টুকরা ওখানে এক টুকরা পাওয়া যায়। বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ দুবে মহাশয়ের নিকট যে অংশ আছে, সেটা প্রায় এক শত পাতা। কিসের জন্য সে পুথি লেখা হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ফরুখসিয়ারের রাজত্বকালে লেখা হয়। তাহাতে সব মোগল বাদসাদের নাম পাইলাম এবং কাহার পর কে রাজা হইয়াছেন, তাহাও পাইলাম।

ত্রিপুরা ও কুচবিহারে হাতের লেখা যে সকল রাজাবলী আছে, তাহাতে অনেক জায়গায় আরঙ্গেবের সহিত যে তাঁহাদের সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহা লেখা আছে। কুমায়ুন-গড়োয়ালের রাজাবলীতেও তাহাই আছে। আরঙ্গেবের সময় কুমায়ুনে বাজবাহাদুর চন্দ্র নামে এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাসমারোহে আরঙ্গেবের সহিত দেখাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ আদর পান নাই। তাঁহার ঠাকুরদাদা আকবরের কাছে যে আদর পাইয়াছিলেন, তাহার দশভাগের এক ভাগও তিনি পান নাই। সুতরাং দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি আরঙ্গেবের অনেক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। বাজবাহাদুর চন্দ্র এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি আপদেবের পুত্র অনন্তদেব নামে একজন মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্র হইতে আনাইয়া কাশীতে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটা স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়া ছিলেন। আরঙ্গেবের সময় অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার চাকরী করিতেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই ইতিহাস আছে। কাহারও দপ্তরখানায় যাইবার প্রয়োজন হয় না; ভাট ও চারণের পুথি হইতেই অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেবের একজন প্রধান সেনাপতি যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহের প্রধান মন্ত্রী মুতা নয়ানসী রাজপুতানার একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম খ্যাত নয়ানসী। রাজপুতেরা বলে, খ্যাত নয়ানসী তাহাদের যথার্থ ইতিহাস। কিন্তু নয়ানসীর কথা তাহার পূর্ব্বের দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক। তাহার আগে গেলেই শিলালেখের সহিত তফাৎ হইয়া পড়ে। নয়ানসীর পর অনেক মরের লেখা হইয়াছে। সেই সময়ের কথা যাহা লিখিয়াছে, তাহাই ঠিক, তাহার আগের কথা একটু একটু বেঠিক।

নয়ানসী যে শুধু একখানি খ্যাত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত রাজপুত রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণও লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস যেমন প্রসিদ্ধ, এ আয়-ব্যয়ের বিবরণটা তত প্রসিদ্ধ নয়।

কিন্তু এ বিবরণ খুব বিস্তৃত, ইহাতে মোগল-সাম্রাজ্যের আরঙ্গেবের সময়ের একটা প্রকাণ্ড দেশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

আরঙ্গেবের মৃত্যুর ২০ বৎসরের মধ্যে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ গুজরাটের সুবাদার হন। তিনি একজন পোকর্ণা ব্রাহ্মণকে হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে ব্রাহ্মণের বংশ এখনও আছে। তাহাদের বলে খ্যাতবালা জোষী। তাহাদের বাড়ীতে গুজরাট সুবার অনেক দিনের হিসাবপত্র মজুত আছে, ইহাতেও আরঙ্গেবের আর একটি সুবার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

যোধপুরের কেল্লায় পুস্তকপ্রকাশ নামে একটি পুথিখানা আছে। উহাতে সংস্কৃতে লেখা ২ খানি মহাকাব্য আছে, এক খানির নাম অজিতোদয় ও আর এক খানির নাম অভয়োদয়। অজিতোদয়ে অজিতসিংহের বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মোগলদের সহিত তাঁহার যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সমস্ত ইতিহাস আছে। বাস্তবিকই আরঙ্গেব অজিতসিংহের উপর যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি ৪।৫ বার অজিতসিংহকে আপন দরবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অজিতসিংহ কিছুতেই যান নাই। যোধপুরের সিংহদের বাড়ীতে আরঙ্গেবের পাঞ্জাওয়ালা ঐ সকল চিঠিপত্র আছে। যশোবন্তসিংহ যখন মরেন, তখন অজিতের বয়স ৫ বৎসর। অজিতের একটি ভাই ছিল, তাহার বয়স ৩ বৎসর। উহাদিগকে দিল্লীতে আটক করিয়া আরঙ্গেব সমস্ত মাড়বার রাজ্য দখল করিয়া লন। দিল্লীতে উহাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দুর্গাদাস রাঠোর ও মুকুন্দ খীচী উহাদিগকে লইয়া পলায়ন করেন। চারিদিকে পাহারা, দিল্লী সহর, তাহার ভিতর হইতে পলায়ন—অতি অদ্ভুত ব্যাপার। শিবাজী সন্দেসের ওড়ায় পালাইয়া ছিলেন। মুকুন্দ খীচী এবার সাপুড়ে সাজিলেন, জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলেন; কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই দিকে সিকে, প্রত্যেক সিকেয় ৩টি করিয়া সাপের পেঁড়ি। উপরের পেঁড়িতে গোখরো সাপ, মাঝের পেঁড়িতে অজিত; নীচের পেঁড়িতে আবার গোখরো সাপ। এইরূপ আর এক সিকের মাঝখানে অজিতের ভাই। মুকুন্দ খীচী জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া যাইয়া যমুনা পার হইয়া, কিছু দূরে ঘোড়া তৈয়ার ছিল, তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। অজিতের প্রাণরক্ষা হইল। দুর্গাদাস রাণীকে লইয়া ক্রমে দিল্লী ত্যাগ করিলেম। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন। অজিত তাঁহার চেলা হইলেন। অজিতের ভাই মরিয়া গেল। দুর্গাদাস ক্রমে রাঠোরদিগকে একত্র করিয়া অনেকগুলি পরগণা ও শেষে যোধপুরের কেল্লাটি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। মেড়তা ও তাহার নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি দিল্লীর হইয়া গেল। ১০।১২ বৎসর পরে রাঠোরেরা যখন দুর্গাদাসকে ধরিয়া বসিল, "আমরা কাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছি? আমাদের রাজা কোথায়?", দুর্গাদাস বলিলেন, "৩।৪ দিন পরে তোমাদের রাজা আসিবেন ও এখানে দরবার করিবেন।" দরবার হইল, সব রাঠোর আসিয়া জুটিল, কেহই রাজাকে চেনে না। রাজা

কিন্তু সকলকেই চিনেন এবং যে যেউপকার করিয়াছে এবং যে স্থানে যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তিনি সব জানেন। দুর্গাদাসের চেলাভাবে তিনি সব চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঠোরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা অদম্য উৎসাহে মোগলের অধিকৃত সকল যায়গা দখল করিতে লাগিল।

আরঙ্গেব আবার অজিতকে ভুলাইয়া দিল্লী লইবার চেষ্টা করিলেন, হইল না। তিনি এক নূতন কল করিলেন, তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীতে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে যোধপুরের পাট্টা লিখিয়া দিলেন। মনে করিলেন, ইহাতে অজিত ও দুর্গাদাস—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস হইবে। কিন্তু দুর্গাদাসেরও প্রভুভক্তি টলিল না, অজিতেরও অবিশ্বাস হইল না। আরঙ্গেবের মতলব সিদ্ধ হইল না বলিয়া তিনি আর এক কল করিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীর মুন্‌সবদারি দিলেন। ক্রমে অজিত ও দুর্গাদাসের মনোমালিন্য হইল। দুর্গাদাস মাড়বার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আরঙ্গেব তথাপি অজিতের কিছু করিতে পারিলেন না। রাঠোরেরা এখন খুব দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে যাবজ্জীবন আরঙ্গেবের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়ার পর এক দিন খবরওয়ালা আসিয়া খবর দিয়া গেল, আরঙ্গেব মরিয়াছে। সেই দিন অজিতের বুক ফাটিয়া এক গাথা বাহির হইল—

"আইয়ো খবর অচিন্ত্যারী
মিট গীয়ো তনরী দাহ।
কসীদা ইম ভাখী ও
মরগীও আওরঙ্গ সাহ।"

'যাহা আমি কখন চিন্তা করি নাই, এমন খবর আসিয়াছে। আমার তনুর দাহ মিটিয়া গিয়াছে। খবরওয়ালারা বলিয়া গেল, আওরঙ্গ সা মরিয়াছে।' যোধপুরের লড়াই লইয়া কত কাব্য, কত গীত, কত দোহা যে আছে—তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যোধপুরে যেমন, তেমনি প্রত্যেক রাজপুতরাজ্যের ইতিহাসে ও ভাট-চারণের পুথিতে আরঙ্গেবের রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে। বিকানিয়ারের রাজা অনূপসিং আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দেশে আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর দখল হয়। আদোনীতে ইহার পূর্ব্বে কখনও মুসলমান যায় নাই, আদোনীর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত পাঁজি-পুথি লইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে গেল। অনূপসিং তাঁহাদের বলিলেন, "কেন নষ্ট করিয়া ফেলিবে, আমাকে দাও। আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিব।" সেই পুথি তিনি আনিয়া বিকানিয়ারের কেল্লায় রাখিয়াছেন। রাজপুতানায় তত বড় পুথিখানা আর কোথাও নাই। অনূপসিং দক্ষিণদেশ হইতে ৩৬ ক্রোর দেবতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিকানিয়ারের কেল্লায় এখনও তাঁহাদের পূজা হয়। তিনি অনেক দেশের পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া এক খানি প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। উহার নাম

'অনুপবিলাস'। উহা এখনও কোথাও কোথাও চলে। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজী ভট্টকে লইয়া গিয়া একখানি পুথি লেখাইয়া ছিলেন। অনুপসিংএর তত্ত্বাবধানে শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকাও লেখা হয়।

জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। তাঁহারই কথামত শিবাজী দিল্লী আসিয়াছিলেন। যাঁহার তত্ত্বাবধানে শিবাজী দিল্লীতে থাকিতেন, তিনি জয়পুরের একজন জায়গীরদার আচ্‌রোলের ঠাকুর। আচ্‌রোলের বাড়ীতে শিবাজীর অনেক কথা এখনও পাওয়া যায়। বুঁদীর হাড়াচৌহানরাজ আরঙ্গেবের এক জন সেনাপতি ছিলেন। বংশ ভাস্কর নামে হাড়াচৌহানদের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, উহাতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। কারণ, হাড়ারা খুব বীর ছিলেন এবং আরঙ্গেবের হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুশল্যচরিত নামে এক খানি সংস্কৃত বই আছে, এখানি আরঙ্গেবের সেনাপতি হাড়া-রাজ শত্রুশল্যের জীবনচরিত। উদয়পুরের রাজাদের সহিত আরঙ্গেব যাবজ্জীবনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খবর টডের রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু টড খবর পান নাই, এমন অনেক খবরও আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দানের চেষ্টায় বীর-বীরবিনোদ নামে উদয়পুরের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হয় ও ছাপা হয়, কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা তাহা প্রকাশ হইতে দেন নাই, একটি কুটুরীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও কুটুরীর বাহিরে কোথায়ও প্রুফ আকারে, কাপি আকারে, ফর্ম্মা আকারে বীর-বিনোদের টুকরা রাজপুতানাময় ছড়াইয়া আছে। তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক গৌরীশঙ্কর ওঝা শিরোহির দেবড়া ও সোলংখি রাজপুতদিগের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে। রতলামের ইতিহাস আরঙ্গেব হইতেই আরম্ভ। রতনসিংহের বচনীকা চারণদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। উহাতেও আরঙ্গেবের অনেক কীর্ত্তির কথা লেখা আছে।

শিখদিগের উপর আরঙ্গেব কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস শিখদের সাহিত্য হইতে অনেক পাওয়া যায়। শিখেরা ইতিহাস লিখিতে খুব মজবুত; ঐ সকল ইতিহাস পঞ্জাবী ভাষায় লেখা। মহারাষ্ট্রদেশের লোকেও অনেক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। মারাঠাদের প্রথম অভ্যুদয় আরঙ্গেবের সময়েই হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ের মারাঠা-ইতিহাস ও আরঙ্গেবের ইতিহাস এক ৵। ইহা ছাড়া রাজপুতানায় যেমন ভাট চারণ আছে, তেমনি মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধালী নামে একটি জাতি আছে। তাহারা ছড়া কাটে ও গান করে। মারাঠারা যুদ্ধে গেলে ২।১ জন গন্ধালী সঙ্গেই থাকিত। যুদ্ধে জয় হইলে, কর্ত্তারা সব একত্র হইয়া সেই যুদ্ধের ঘটনা গান করিতে বলিতেন, তাহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া গাইত, উহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া শুনিতেন। মারাঠা-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ পোবাড়া আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসের অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সরবরাহ হইতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী-সভা হিন্দী পুস্তকের যে সকল বিবরণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। বগেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের রাজারা অনেকেই হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং রাজকবিদের দিয়া পুস্তক লিখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভণিতায়, সূচনায় ও শেষে অনেক ইতিহাসের কথা পাওয়া যায়। হিন্দী পুস্তক হইতে ইতিহাসের অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কবিগণের জীবনচরিত আছে, অনেক সময় তাহা হইতেও ইতিহাসের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সৎনামীরা অতি নিরীহ লোক। তাহাদের মঠ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই ছিল। আরঙ্গেব তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করেন। তাহারা নিরীহ লোক, কিন্তু এতই চটিয়া যায় যে, দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে হারিয়া গিয়া আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহাদের মঠ খুঁড়িলে এই সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে। গোকুলে বল্লভীসম্প্রদায়ের বারটি মঠ ছিল, বারটি কৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল। আরঙ্গেব যখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম দেন, বল্লভীরা মনে করিল—আমাদের মন্দিরও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দিবে। তাহারা ঠাকুর লইয়া পলাইল,—কেহ করৌলি গেল, কেহ জয়পুর গেল, কেহ কোটা গেল, কেহ বুন্দী গেল। বল্লভের নিজ বিগ্রহ, বল্লভীদিগের প্রধান বিগ্রহ—উদয়পুরে যাইতে যাইতে পথে আটকাইয়া গেলেন। যেখানে আটক ছিলেন, সে জায়গা উদয়পুর হইতে দশ পোনের মাইল। ভক্তেরা বিশ্বাস করিলেন, ঠাকুর এই খানেই থাকিবেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাথদুয়ারা (নাথদ্বার) প্রস্তুত হইল, উহার আয় এখন বার লক্ষ টাকা। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, সমরকন্দ হইতে বরুক পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে যাহা কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায়, সবই নাথজীর সেবায় আনিয়া দেওয়া হয়। এই যে বল্লভীদের পলায়ন, ইহা হইতেও আরঙ্গেবের সময়ের অনেক ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির আরঙ্গেবের একজন সুবাদার ভাঙ্গিয়া দেন, মন্দির ভাঙ্গার জন্য আরঙ্গেব সুবাদারকে খুব ধমক দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধমকের পত্র সম্প্রতি বাহির হইয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির কয়েকবার ভাঙ্গা হইয়াছে ও গড়া হইয়াছে। তাহারও ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শুধু আরঙ্গেবের সময়ের কেন, মুসলমানদিগের শাসনের অনেক ইতিহাস বাহির হইতে পারে।

কাথিবাড়, মাড়বার, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন মঠে নানাবিধ ইতিহাসের গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক প্রকারের গ্রন্থের নাম "রাসা"; উহা হইতেই ফরবেস সাহেব 'রাসমালা' নামক একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের গ্রন্থ আছে, তাহার নাম "ঢাল", তাহা হইতেও অনেক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। আর এক রকম গ্রন্থ আছে তাহার নাম "সিঝাই"। সিঝাইগুলি হইতেও অনেক প্রকার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে।

আমার প্রবন্ধ লম্বা হইয়া আসিল, আর লম্বা করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। আজ আমার শেষ কথা এই যে, হিন্দুর তরফ হইতেও চেষ্টা করিলে মুসলমান-

ইতিহাসেরও অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেব ত মুসলমানদিগের এক প্রকার শেষ রাজা বলিলেও চলে। হিন্দুদের তরফ হইতেও তাঁহার পূরা ইতিহাস লেখা হইতে পারে। যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস লেখা না হয়, ততদিন ঐ ইতিহাস পূরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না; কারণ, আমরা শুধু এক দলের কথা লইয়াই তাহাকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি।*

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ-(KARYOKINESES)

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা*

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের গৌণ-কোষ-বিদারণে নাভির (nucleus) গঠনে যে ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার শিক্ষাপ্রণালী কোনও পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই। যে সকল ক্রিয়াপ্রণালী পুস্তকে পাওয়া যায়, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া কোনটীতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, অবশেষে নিম্নলিখিত উপায়টী খুব সহজসাধ্য ও সুসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছি।

প্রথমতঃ—দ্রব্য-সঞ্চয়। উদ্ভিদের যে অংশ বর্দ্ধিষ্ণু, তাহাতেই কোষ-বিদারণ হইয়া থাকে, পত্র ও পুষ্পের কলিকাতেও কোষ-বিদারণ শিক্ষা করা যায়, কিন্তু মূলের অগ্রভাগস্থ কোষগুলি এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। নানাবিধ উদ্ভিদের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পিঁয়াজের শল্ককন্দের (bulb) মূলের অগ্রভাগ এই কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। বরবটী বা ছোলার বর্দ্ধিষ্ণু মূলাণুতেও (radiole-এ) বেশ কাজ চলে।

দ্বিতীয়তঃ—সকল সময়ে কোষবিদারণ হয় না। বিলাতে কোষ-বিদারণ প্রাতঃকালে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এ স্থানে কোন্ সময়ে কোষবিদারণ হয়, তাহা জানা ছিল না। আমি পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছি যে, অন্ততঃ কলিকাতায় রাত্রি ৩টার সময় অধিকাংশ কোষেই নাভির নানারূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে শিকড়গুলি উপযুক্ত দ্রবে (নিম্নে লিখিত হইয়াছে) ফেলিয়া দেওয়া উচিত। রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে কোন কোষই এই অবস্থায় দৃষ্ট হয় না এবং চারিটার সময় কোষগুলির নাভি স্থিরাবস্থায় থাকে; সুতরাং তিনটা হইতে সাড়ে তিনটার মধ্যে শিকড়গুলি তুলিয়া লওয়া উচিত।

একটী ছোট মাটির টব, গামলা বা মালসায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করাতের গুঁড়া (অর্থাৎ করাতে কাঠ কাটিলে যে গুঁড়া পড়ে, তাহা) রাখিয়া, তাহাতে তিন চারিটী পেঁয়াজের শল্ককন্দ পুঁতিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর এমন ভাবে জলসেচন করিতে হইবে, যাহাতে কাঠের গুঁড়াগুলি কেবলমাত্র ভিজা থাকে। এইরূপে চারি পাঁচ দিনে কন্দ হইতে যে শিকড় জন্মিবে, তাহাতে আমাদের কার্য্য বেশ সাধিত হইবে।

রাত্রি তিনটার সময় কন্দগুলি কাঠের গুঁড়া হইতে আস্তে আস্তে (যাহাতে শিকড়গুলির অগ্রভাগ না ছিঁড়িয়া যায়, এত ধীরে) তুলিয়া জলে ডুবাইয়া দিলে, কাঠের গুঁড়াগুলি ধুইয়া যাইবে। মূলগুলির প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা অগ্রভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া নিম্নলিখিত দ্রবে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিবে। এই দ্রবে ফেলিলে কোষগুলি ঐ সময়ে যে অবস্থায় ছিল, তদবস্থায় থাকিয়া যাইবে। দ্রবটীর নাম এসিটিক্ পিক্রো ফরমল। ইহা এই উপাদানে প্রস্তুত,—

জলে পূর্ণ মাত্রায় পিক্রিক এসিডের দ্রব	৭৫ অংশ
ফরমল	২৫ অংশ
এসিটিক এসিড (হিমকাম্ল) ...	৫ অংশ

চব্বিশ ঘণ্টা এই দ্রবে রাখিবার পর, এই শিকড়গুলিকে সুরার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হইবে। দশ পনেরটী শিকড়ের জন্য দুই আউন্স পরিমিত দ্রব যথেষ্ট হইবে। ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি দ্রব আবশ্যক।

(১) পরিস্রুত সুরা (Absolute alcohal), (২) ৭০p. c. সুরা, (৩) ৫০ p. c. সুরা, (৪) ২০ p. c. সুরা, (৫) যইলল্, (৬) যইলল্+লবঙ্গ তৈল (সমভাগ), (৭) ৯০ p. c. সুরা (Rectified spirit পরিস্রুত)

সাধারণতঃ শিকড়গুলি প্রথমে ৫০ p. c. সুরায় এবং পরে পরিস্রুত সুরার দুই ঘণ্টা করিয়া ডুবাইয়া রাখিলে কাজ চলিতে পারে; কিন্তু কাজটি ভাল করিয়া করিতে হইলে ২০ p.c. সুরা হইতে ক্রমশঃ ৫০ p. c., ৭০ p. c. ও পরিস্রুত সুরায় আন্দাজ দুই ঘণ্টা করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব দুই আউন্স করিয়া লইলে কাজ চলিবে। পরিস্রুত সুরার পর শিকড়গুলিকে যাইলল+লবঙ্গ তৈল দ্রবে রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শিকড়গুলি প্রায় স্বচ্ছ (translucent) দেখাইবে, তখন জানা যাইবে যে ঐ গুলি ঠিক ভিজিয়াছে। যাইলল-লবঙ্গ তৈল দ্রবে ভিজিতে এক ঘণ্টার কিছু উপর লাগিবে।

তৃতীয়তঃ—শিকড়গুলিকে কাগজের ন্যায় পাতলা করিয়া কাটিবার জন্য গলিত প্যারাফিনে ফেলিয়া দিয়া, প্যারাফিন জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। ইহার কিছু বিশেষত্ব নাই, তবে, যে বিষয় গুলি জ্ঞাতব্য, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

প্যারাফিন গলাইবার জন্য এবং গলিতাবস্থায় রাখিবার জন্য একটী যন্ত্র আছে। ইহাকে প্যারাফিন এম্বেডিং বাথ বলে; কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য উপায়েও আমাদের কার্য্য সাধিত হইতে পারে। একখানা দেড় ইঞ্চি চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু পিত্তলের পাত একটী লৌহ নির্ম্মিত টিপাই এর উপর বসাইয়া দিয়া, তাহার এক ধারে একটী ছোট পাতলা পিতলের বাটীতে (এলুমিনিয়ামের বাটীতেও বেশ চলিতে পারে) প্যারাফিন রাখিয়া বসাইয়া দাও। বাটীর একটী হাতল থাকিলে ভাল হয়, কারণ যখন বাটীটী গরম হইবে, তখন হাতল ধরিয়া বাটীটী নামাইতে পারা যাইবে। পিতলের পাতের অপর ধারের নীচে একটী স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া দাও। পিতলের পাতটী গরম হইতে থাকিবে, ক্রমে বাটীটী গরম হইয়া প্যারাফিন গলিয়া যাইবে। ল্যাম্পটী এদিক ওদিক সরাইয়া পাতের তলায় এমন স্থানে রাখা চাই, যাহাতে প্যারাফিন মাত্র গলিতাবস্থায় থাকিবে (অর্থাৎ ইহার কম উত্তাপে প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া যাইবে)। এই গলিত প্যারাফিনে শিকড়গুলিকে ফেলিয়া তাহাতে ৪।৫ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া উচিত। শিকড়গুলি তুলিবার জন্য এক জোড়া সাঁড়াশি আবশ্যক, হাত দিয়া নাড়া উচিত নয়।

প্যারাফিন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। জমাট বাঁধা প্যারাফিন বেশী শক্ত হইলে, কাটিবার সময় গুড়াইয়া যাইবে, আবার খুব নরম হইলে, কাটিবে না, এজন্য সুবিধা-জনক প্যারাফিন লইয়া কাজ করা আবশ্যক। বিভিন্ন তাপে দ্রবণশীল ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্যারাফিন পাওয়া যায়। এ স্থানে গ্রীষ্মকালে (চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ) ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যে প্যারাফিন দ্রবীভূত হয়, তাহা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালের জন্য এবং বর্ষার সময় যখন বায়ু খুব শীতল থাকে তখন ৫০° হইতে ৫৫° সেন্টিগ্রেডে দ্রবণশীল প্যারাফিন কার্য্যের উপযোগী হইবে।

এক্ষণে শিকড়গুলিকে প্যারাফিন হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে প্যারাফিনের মধ্যে জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। তজ্জন্য কয়েকটী জিনিষের দরকার (১) L আকৃতির দুই খানা পিত্তল খণ্ড, প্রত্যেকটী সিকি ইঞ্চি পুরু, পৌনে এক ইঞ্চি উচ্চ, দীর্ঘশাখাটী দেড় ইঞ্চি লম্বা ও খর্ব্ব শাখাটী পৌন ইঞ্চি লম্বা। ইহার প্রত্যেক খানিতে সেকরাদের সোণা ঢালাইবার খালকাটা ইষ্টকের ন্যায় একটী করিয়া খাল কাটা থাকিবে। (২) একখানা কাচ (৪ইঞ্চি × ৪ইঞ্চি), ইহা

না থাকিলেও চলিতে পারে। পিত্তলের খণ্ড দুইখানি মুখোমুখি জুড়িয়া রাখিলে, তাহাদের মধ্যে একটী খাত হইবে। পিত্তল খণ্ড দুই খানি কাচের উপর বা কোন সমতল স্থানের উপর ঐরূপে রাখিয়া তাহার মধ্যে গলিত প্যারফিন ঢালিয়া দিয়া একটি শিকড় সাঁড়াশী দিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। শিকড়গুলি তুলিবার আগে সাঁড়াশীটী একটু গরম করিয়া লওয়া উচিত। নচেৎ প্যারাফিন জমিয়া গিয়া শিকড়গুলি সাঁড়াশীতে লাগিয়া যাইবে।

পিত্তলখণ্ড দুইটীর মধ্যে প্যারাফিন ও শিকড়টী দিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্যারা-ফিন জমাট বাঁধিতে দিতে হইবে। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া যাইবে। প্যারাফিন যদি আস্তে আস্তে জমাট বাঁধিয়া দানা বাঁধিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল কাটা যায় না; এজন্য আর একটী উপায় করিলে, প্যারাফিন খুব শীঘ্র জমাট বাঁধিবে। এক টুকরা বরফ পিত্তলখণ্ডের গাত্রে ধরিয়া রাখিলে, প্যারাফিন শীঘ্রই জমাট বাঁধিবে। গ্রীষ্মকালে এই ক্ষেত্রে বরফ ব্যবহার কর্ত্তব্য, নচেৎ প্যারাফিন ভাল করিয়া জমাট বাঁধিবে না। বরফ কিম্বা জল যেন প্যারাফিনে না পড়ে, তাহা হইলে ইহা প্যারাফিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবে। প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া গেলে পিত্তলখণ্ড দুইটী সরাইয়া লইলে জমাট প্যারাফিন খণ্ড আলাদা হইয়া যাইবে। এই প্যারাফিন খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে বা হস্তে ক্ষুরদ্বারা কাগজের ন্যায় পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। যদি প্যারাফিন খণ্ডটী ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা ছুরি দিয়া চাঁচিলে গুড়াইয়া যাইবে না ও শিকড়টী কাটিলেও বেশ মসৃণ ভাবে কাটিয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ—প্যারাফিন খণ্ডটীকে কর্ত্তন-যন্ত্রে (Microtome) চড়াইয়া কাগজের মত পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। আমরা কেম্ব্রিজ রকিং মাইক্রোটোম (Cambridge Rocking microtome) ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্যারাফিন খণ্ডটী চাঁচিয়া ছুলিয়া চৌকা করিয়া লইয়া যন্ত্রে বসাইয়া দিতে হইবে। যেখানে বসাইতে হইবে, সেই অংশটী ও প্যারাফিন খণ্ডটীর পাদদেশ গলাইয়া সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। প্যারাফিন খণ্ডটী এমন ভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে শিকড়টী লম্বালম্বি কাটিয়া যায়। এক্ষণে প্যারাফিনের কাগজের মত পাতগুলি কাটা শিকড় সমেত কাচখণ্ডে (slides) সারি বাঁধিয়া বসাইয়া দিতে হইবে।

যে কাচগুলিতে ঐ পাতলা কাটা শিকড়গুলি বসাইতে হইবে তাহা খুব পরিষ্কার ও মেদ-শূন্য থাকা উচিত। বোর্ডে লিখিবার খড়ি দিয়া মিনিট খানেক মাজিয়া লইলে কাচখানি বেশ পরিষ্কার ও মেদশূন্য হইবে। তাহার প্রমাণ এই যে, এক ফোঁটা জল কাচের উপর ফেলিয়া দিলে, তাহা সমানভাবে, ছড়াইয়া পড়িবে এবং কাচটী তেল কাটিবে না। এই কাচের উপর আঙ্গুল দিয়া হংসডিম্বের শ্বেতঅংশ খুব পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হইবে। প্যারাফিনের পাতগুলি কাচের উপর সাজাইয়া তাহাতে (পাতগুলির ধারে, উপরে না পড়ে) একটু জল দিলে পাতগুলি ভাসিয়া উঠিবে। কাচখানি একটু গরম করিলে, প্যারাফিনের পাতগুলি বেশ মসৃণ হইয়া যাইবে, বেশী গরম করিলে পাতগুলি গলিয়া যাইবে। এখন জলটুকু ফেলিয়া দিয়া কাচখানি এক দিন রাখিয়া দিলে প্যারাফিনের পাতগুলি কাচে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যাইবে।

পঞ্চমতঃ—কাগজের ন্যায় পাতলা শিকড়ের খণ্ডগুলিকে রং করিলেই আমাদের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। কয়েক রকম রং এই কার্য্যে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আর্লিকস্ হিম্যাটক্সিলিন সস্তা ও সুবিধাজনক। ইহা কিনিতে পাওয়া যায় অথবা তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। এই সঙ্গে আরও দুই চারিটী দ্রব আবশ্যক:—(১) অম্লযুক্ত সুরা (৯০ p. c. সুরাতে শতকরা

এক অংশ হাইড্রোক্লোরিক এসিড), ২। পরিস্রুত জল ৩। এমোনিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত জল (মটর প্রমাণ এমোনিয়াম কার্বোনেট চারি আউন্স জলে দ্রব করিয়া লইতে হইবে) ৪। লবঙ্গ তৈল ৫। ক্যানাডা বালসাম (ক্ষইললে দ্রবীভূত)।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিকড়গুলি রং করিতে হয়।*

১। কাচখানি একটু গরম করিয়া লইতে হইবে; প্যারাফিন গলিয়া যাইবামাত্র ইহা ক্ষইললের ভিতর ডুবাইয়া দিলে প্যারাফিন সমস্ত গলিয়া যাইবে। ইহাতে এক মিনিট রাখিলে যথেষ্ট হইবে। ২। উহা হইতে তুলিয়া পরিস্রুত সুরার মধ্যে দুই এক মিনিট ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। ৩। তৎপরে ৫০ p. c. সুরায় দুই এক মিনিট ডুবাইয়া রাখিবে। ৪। তাহার পর পরিস্রুত জলে ডুবাইতে হইবে। ৫। আলিক্স্ হিম্যাটক্সিলিন পিপেটে করিয়া কাচের উপর (শিকড়ের উপর) ছড়াইয়া দিয়া পাঁচ মিনিট রাখিয়া দিবে। ৬। পুনর্ব্বার পরিস্রুত জলে ধুইয়া লইতে হইবে। ৭। এমোনিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া ধরিবে। যখন লাল রং বা (বেগুনি রং) একেবারে নীল হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া সাধারণ জলে ধুইয়া লইবে। ৮। অম্লযুক্ত জলে ডুবাইয়া ধরিলে যখন রং আবার লাল হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া। ৯। আবার পরিস্রুত জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। ১০। আবার এমোনিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া ধরিলে শিকড়গুলি নীলবর্ণ ধারণ করিবে। ১১। পুনরায় পরিস্রুত জলে ধুইয়া ১২। ৯০ p. c. সুরাতে (Rectified spiritএ) ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। মিনিট পাঁচেক রাখিলেই চলিবে। ১৩। পরিস্রুত সুরায় মিনিট ৪।৫ রাখিয়া ১৪। লবঙ্গ-তৈলে ডুবাইয়া দিবে। ১৫। লবঙ্গ তৈলে মিনিট খানেক রাখিয়া কাচটীর তলদেশ ও পার্শ্ব রুমালে মুছিয়া ১৬। উহার উপর ক্যানাডা বালসাম দিয়া শিকড় গুলির উপর পাতলা কাচ (cover slip) বসাইয়া দিলেই আমাদের কার্য্য সমাপন হইয়া গেল।

উপরোক্ত দ্রব ব্যতীত এই কয়েকটা দ্রব্য আমাদের ব্যবহারে লাগিবে,—

১। দুইটী হাতল সমেত ছুঁচ। ২। এক জোড়া সাঁড়াশী। ৩। এক খানা ধারাল ছুরি। ৪। এক খানা লোহার ছুরি।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।

* দ্রবগুলি বড় মুখ-বিশিষ্ট এমন শিশিতে রাখিতে হইবে, যাহাতে (৩ই × ১ই) কাচখানি ইহার ভিতর অনায়াসে ডুবাইতে পারা যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(দ্বাবিংশ ভাগ)

বর্দ্ধমানের কথা

যে বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে—এই বর্দ্ধমান কত দিনের? কোন্ সময় হইতে বর্দ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্দ্ধমানের কোন্ অংশে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতালোক প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্ত্তমান সম্মেলনে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্ত বর্দ্ধমানের অর্ভ্যর্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা-বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্তে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। রাঢ়ভূমির হৃদয়-স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। সমগ্র বর্দ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,—বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তি রক্ষার আয়োজন, আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিবার নানা সম্পদ্ বর্দ্ধমানের নানা স্থানে যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্যোগ আবশ্তক। এই মহান্ উদ্দেশ্ত সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ব্বজন-মান্ত অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্তই বর্ত্তমান সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন্।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—

কাটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, কেলে, দেবগ্রাম, বিষ্ণুপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস। আমার পরিদর্শন-কার্য্য অতি সুন্দর সমাধা করিবার

অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রসূন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত 'বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বর্দ্ধমানের পুরাকথা

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।১৪) ভারতবর্ষরূপ কূর্ম্মের মুখদেশে তাম্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের পরই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্তের সহিত এই বর্দ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।[১] এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, 'পাণ্ডববীর (ভীম) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী

বর্দ্ধমান নাম কত দিনের

রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র-পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।'[৩] কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে, 'জয়ী রঘু পূর্ব্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে উপনীত হইলেন। সুহ্মগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মূলনকারী রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেম। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপালগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ভ সকল

---

(১) বৃহৎসংহিতা ১৪।৭, ১৬।৩।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪ অ:।

(৩) "অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥"

(সভাপর্ব্ব ৩০।২১—২৪)

স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫]

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবে সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলে এবং তাঁহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবী বা) বৰ্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়'দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয় ছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকু তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রম করা কঠিন।[৬] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য্য বা পুণ্যভূমিসমূহের মে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[৭]

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গসূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির উল্লেখ আে তাহাই আমাদের পুরাণে বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কা প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভার টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৮] এদিকে মার্কণ্ডে পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন ম হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লে করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিে সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থান

---

(৪) "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মা সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"
(রঘুবংশ ৪।৩৪-৩৬)

(৫) "বিষয়াভিধানে জনপদে লুব্ বহুবচনবিষয়াবক্তব্যঃ। অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাঃ।" (মহাভাষ্য ৪।২।১)

(৬) আচারঙ্গসুত্ত ১৮৩।

(৭) "কোড়িবরিসং চ লাঢ়া"—পন্নবণা।

(৮) "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০।২৪ নীলকণ্ঠটীকা।

একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বৰ্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বৰ্দ্ধমান নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময় হইতেই বৰ্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থঙ্কর বৰ্দ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বৰ্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

বৰ্দ্ধমানের প্রাচীন ভূ-সংস্থান

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৯] বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্ হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বৰ্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[১০] ও উৎকল পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বৰ্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য চলিত—সেই স্থানই সাতশতকা বা সাতশইকা পরগণা নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বৰ্দ্ধমান জেলায় লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা গাঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ের পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঢ়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

(৯) দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(১০) জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণা' বা প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে "তামলিপ্ত বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধ পৌণ্ড্রভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটী ভুক্তি বা Province এর উল্লেখ পাইয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে আমরা সর্ব্ব বর্দ্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে ই অধিকাংশ বর্দ্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্দ্ধ *বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে প গণিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভীমের দিগ্বিজয় এবং রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ হইতে তাহার কিছু কি আভাস পাইতেছি।*

আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে সুহ্ম বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটীও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গার দুই ধারে লখ্‌নৌতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ, পূর্ব্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌নোর নগর এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।" মিন্‌হাজের এই উক্তি হইতে মনে হয় বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, ও হুগলী জেলা তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

উপরে বর্দ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্দ্ধমানের উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর জেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে রচিত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড[১১] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—'পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান মণ্ডল ২০ যোজন।'[১২] খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে—'অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন পরিমিত বর্দ্ধমান দেশ।'[১৩] 'ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত

বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব আয়তন

(১১) হ হ উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian Antiquary, 1891. Vol XX. p. 419 দ্রষ্টব্য।

(১২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৬।২।

(১৩) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় মূল বচন দ্রষ্টব্য

নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।' ব্রহ্মখণ্ডের মতে, 'বর্দ্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান — থাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্শ্বে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (খানাকুল), এখানে অভিরামপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাগ্নি, স্ফুরণ, আস্কন, তট, স্বর্ণটীক, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্দ্ধন, হান্তক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈদ্যপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্রবাটী, বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্শ্বে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন এবং বর্দ্ধমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন।'[১৪]

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গসূত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বর্দ্ধমান জনপদ বন্যজন্তুর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল।

বর্দ্ধমানের সভ্যতা

বাস্তবিক সে সময় বর্দ্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। মহাবীর স্বামীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি-মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে সিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাঁহার সাত শত অনুচরসহ নির্ব্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহাসমুদ্রের উর্ম্মীমালা ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ঐ মহাবংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

তৎকালে বর্দ্ধমান, রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। বর্দ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'বর্দ্ধমান' নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ

---

(১৪) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিস্ Gangaridæ নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপু সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।'[১৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসি দিওদোরস্ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—'গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্ব্ব সী হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।' আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মে 'গঙ্গার মোহানার অদূরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজা 'গঙ্গে' নগে বাস করেন।'[১৬] সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মে হইবে যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ 'গঙ্গারিডি' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন,—'গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি মধ্য দিয়া গিয়াছে।'[১৭] প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলে কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীক ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ বলিতেছেন,—'গঙ্গারিডিগণে অসংখ্য রণদুর্ম্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বদা ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সে রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে। রাজধানীর নাম পর্থলিস্ বা পরতালিস্'। খৃষ্টী ১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'গঙ্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন, প্রবাল, নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।' রোমের মহাকবি ভার্জ্জিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষা বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্ম্মরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের মূর্ত্তি রাখিবেন,—মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট্ কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।'[১৮] সিংহলে কবি-ঐতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল

সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিংহপুর' নামক স্থানে রা বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্য মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে সিংহীর দুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন ঐ

বর্দ্ধমান বা রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী

(১৫) McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, p. 58.
(১৬) McCrindle's Ptolemy, p. 172.
(১৭) McCrindle's Megasthenes, p. 135.
(১৮) Georgics, III, 27.

নদীর তীরে সিংহপুর রাজধানী ছিল,—এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস হইলে এই স্থান 'সিংহারণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই 'সিংহারণ' নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্দ্ধমানপ্রদেশে পরতালিস্ (Portalis), গঙ্গে (Gangai) ও কাটাদপা (Katadupa) নামে তিনটী প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেণ্টমার্টিন বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন। এই নামটী দেশীয় 'পরতাল' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলের বিবরণের পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল' বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল।[১৯] যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের Parthalis বা Portalis এক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সহরকে Portalis বলিয়া ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

'গঙ্গে' বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গঙ্গে' বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কণ্টপদ্বীপ বা কাঁটাদীয়ার অপভ্রংশে 'কাটাদপা' হইয়া থাকিবে, এখন কাঁটোয়া নামেই পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার সমৃদ্ধির কথা উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুহ্ম, রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তি কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও বিদ্যানুরাগী জনগণের বসবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চন-নগরেই কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটী স্থানই এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রদ্যুম্নপুর, শূরনগর, মন্দারণ, ভুরসুট প্রভৃতি শত শত

(১৯) "বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাঞ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্য তোষিহলং বিদুর্বুধাঃ॥" দিগ্বিজয়প্রকাশ ৯২)

স্থানে পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশা করি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্ত্তির তত্ত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শূরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং শূর ও দাসবংশের অধিকারভুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানজেলাস্থ শূরনগর, প্রদ্যুম্নপুর ও গড়মন্দারণ নামক স্থানে বিভিন্ন শূররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ ভূরসুট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুমকালিকা নামে জৈন কল্পসূত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়া নহে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য-সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্দ্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মধ্যে এই রাঢ়দেশেই ৯টী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২০] ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন বাহির হইতে পারে।

ধর্ম্মপ্রভাব

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে সকল শৈব-কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব—বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া

(২০) তন্ত্রচূড়ামণি নামক পরবর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়দেশের মধ্যে) বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ৯টীকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব-চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ এই তিনটী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রের মতই গ্রহণীয়।

কীর্ত্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ম্মপূজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় এই ধর্ম্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। "বর্ত্তমান বর্দ্ধমান" প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান

অবস্থান

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর।

আয়তন ও লোক-সংখ্যা

বর্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল কাঁটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা। ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯০৬৮১।

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩·১ ইংরাজী শিক্ষিত, বর্দ্ধমান জেলায় ৩।

বর্দ্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্দ্ধমান নগরে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে।

বিভিন্ন জাতি

বর্দ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্‌দির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ব্রাহ্মণ, বাউরি ও সদ্‌গোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তদ্ভিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০০০০এর অধিক।

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭·৫ জন বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। তদ্ভিন্ন বাগ্‌দি, বারুই, ভুঁইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতির সংখ্যা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক।

নাম

অধুনা বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বর্দ্ধমান। মুসলমানদিগের আমলে বর্দ্ধমান নামে নগর, মহাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভুক্তি বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হইত। রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে ভুক্তি বলিত। সেকালের ৬টি ভুক্তির

নাম পাওয়া যায়—বর্দ্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, জেজা ও শ্রীনগর। এক সময়ে সমস্ত মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজা বা সম্রাট্‌বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক বিবরণ

দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্যায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বল্লুকা ও গাঙ্গুড় নদীর শুষ্ক খাত বর্দ্ধমানের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে।

বর্দ্ধমানে পাহাড়-পর্ব্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় ভূমি আছে, যাহা হইতে বর্দ্ধমানের "রাঙ্গামাটী" নাম। এই অংশে "লেটারাইট"-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। নিম্নে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা ও কাঁটোয়া মহকুমার ভূমি পব্বলময় ও যথেষ্ট উর্ব্বরা।

উৎপন্ন দ্রব্য

ধান্য ও কয়লা বর্দ্ধমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ্‌ কোম্পানীর মৃন্ময় দ্রব্যের কারখানা আছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন-নগরের ছুরী-কাঁচি, বনপাশের পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদানা ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্য বর্দ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন

রাঢ়প্রদেশে বর্দ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্দ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান এক চাকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই বর্দ্ধমান চাকলার রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক উৎপাত

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বর্দ্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্য

হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা অত্যাচার এখানে কম নয়।

দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্ব্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরগণা

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে প্রদত্ত; যথা,—শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি। আর কতকগুলি হিন্দু-যুগের নাম; যথা,—বর্দ্ধমান, সাতশইকা, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

প্রবাদ

এই চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্গুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা লখিন্দরের শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপভূম এককালে সদ্‌গোপদিগের রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধরগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গড়

বর্দ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হিন্দু-যুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানেরা নূতন নির্ম্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্ম্মিত গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১, তালিতগড় বা মহবৎগড়—বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানখাঁর গড়—বর্দ্ধমানের দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট। ৩, শক্তিগড়—ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, রামচন্দ্রগড়—ভাঁটাকুলের নিকট। ৫, নরপালগড়—কামারকিতার নিকট। ৬, উমরারগড়—মানকরের নিকট। ৭, শেরগড়—রাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পানাগড়। ১০, রাজগড় ও আরও দুই একটি গড়ের চিহ্ন কাঁকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। ১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোণাডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬, কালনার গড়।

সম্ভ্রান্তবংশ

(১) বর্দ্ধমান-রাজবংশ, (২) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈদ্য-পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৬) শ্রীবাটীর চন্দ, (৭) কাইগ্রামের মুন্সী, (৮) বর্দ্ধ-মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুসুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত।

বর্দ্ধমান-রাজবংশ

বর্দ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে বৈকুণ্ঠ-পুরে বাস করিতেন। বল্লুকানদী তীরস্থ বৈকুণ্ঠপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান নগরের অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গ-জেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দার রহিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে শত্রুকর্ত্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হন। ইঁহারই পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা কীর্ত্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বর্দ্দা, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর পক্ষে মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আমলে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬০ ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী বর্দ্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া বর্দ্ধমান রাজকে মালিকানা প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমান জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানরাজ-কর্ত্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। মহারাজ মহাতাপচাঁদ ১৮৩৩-১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব্বে হিস্ হাইনেস্ (His Highness) লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও কাশীরামদাস বর্দ্ধমানের দামুন্যা ও সিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়।

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও "সখি! শ্যাম না আইল" গানের রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন।

বর্দ্ধমান নগরের কথা

শায়র বা পুষ্করিণী

নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রাণীশায়র, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্যাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্দ্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের

দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বর্দ্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল।

পল্লী

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের "অস্থল"। এই সন্ন্যাসিগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান মহন্ত-মহারাজ আনুমানিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিকটেই বর্দ্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত দুর্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও ইদিলপুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অনুমান হয়, পুরাতন বর্দ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল।

লাকুর্ডির পূর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান-প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড' নষ্ট করিয়া জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। সেখানে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গোদার উত্তর-পূর্ব্বে প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোপালবাগ অবস্থিত।

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবকৃষ্ণ দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে।

রাজ-কলেজের পূর্ব্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের চারি বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্‌জিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ্‌গান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি আছে। বহরাম সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে

পীর বহরাম

মক্কায় পিপাসিত তীর্থযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্য শক্কা উপাধি পান। তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্ত্তমান মাতোয়ালির নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফ্‌গানকে মারিবার জন্য নিজের দুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজমহলে শের আফ্‌গানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাঁহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফ্‌গানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬০৬ খৃঃ অব্দে)। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাধনপুর) সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে।

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের থিলানের উপরি ভাগকে লোকে সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করিবেন।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ আঞ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ। এই পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে থক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্ব্বে বরহান বাজার ছিল।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বে শ্যামবাজারে হাস্যরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্যামবাজারের পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত।

রাজবাড়ীর ঠিক পূর্ব্বে বড়বাজার ও তৎপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ বাজার। বড়বাজার রাস্তার পার্শ্বে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত "বর্দ্ধমান রাজ ফ্রি পাব্‌লিক লাইব্রেরী" অবস্থিত। ইহারই পূর্ব্বে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" গেট। লর্ড কার্জ্জনের বর্দ্ধমানে আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ। দক্ষিণে মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাবচাঁদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ টাউন-হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্দ্রের "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার"এর মধ্যে ৫টি হাট বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ সমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের অধিকাংশ

অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্হাট্টাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ম্মিত হয়।

খাল ও নদী

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দামোদরের বাঁধ প্রস্তুত হইলে দামোদরের শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বাঁকায় মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২য় পুল সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর ২০০০০৲ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী

খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্দের অপভ্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় খাজা আনোয়ারকে ৭ জন অনুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজা আনোয়ারের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত জালায়নগুলি দ্রষ্টব্য। গম্বুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি পুষ্করিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে।

খাজা আনোয়ার

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রসুপুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্ব্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে কানাই নাটশালের দুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে কোম্পানীর আমলে বহু তন্তুবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তুত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সুকলের কুঠীর ম্যানেজার টীপ

সাহেবের স্থাপিত ডেভিড্ আর্স্কিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্ত্তিত করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্ত্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণ

বর্দ্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩·৮ মাইল ও বিস্তার ২·৩ মাইল; আয়তন ৮·৭১৬ বর্গ-মাইল; লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮।

বর্দ্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩° ১৪′ ১০″ উত্তরে অবস্থিত। বর্দ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পূর্ব্বদিকে ৮৭° ৫৩′ ৫৫″ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কালনা, কাঁটোয়া, বাঁকুড়া ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে। কাঁটোয়ার রাস্তার সহিত গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে গিয়াছে।

মুসলমান-যুগের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ

পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দ্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্জন্য ইহার অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাউদ খাঁর পরিবারবর্গ বর্দ্ধমান নগরে ধৃত হয়। বর্দ্ধমান শের আফ্গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান বিদ্রোহ দমন ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে।" আজিমুশ্বান বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই জানাইলে, ফকীর স্বীয় আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়া ছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের ব্যয়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্শ্বে খাঁপুকুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বৰ্দ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্ত্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত।

কালনার ১০৮ শিব-মন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের "সমাজ" আছে। দাঁইহাটে কীর্ত্তিচন্দ্রের ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ-দিগের "সমাজ" আছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

স্থান-পরিচয়

কাঁটোয়া

কাঁটোয়া বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কণ্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাদুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্ব্বতন কীৰ্ত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্ব্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধৰ্ম্মপ্ৰাণ ব্ৰাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাঁটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বৰ্ত্তমান কাঁটোয়া সহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন-স্থানের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী এঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। (২ চিত্র দ্রষ্টব্য) দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি। (৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) তাঁহার পার্শ্বে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার

সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাঁটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখ্‌শিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী—এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাঁটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাঁইহাট। এক সময় কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

> "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
> দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কাঁটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও "রাজার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি। (৪ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর-মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল! উক্ত মস্‌জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্ব্বতন

---

* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী খাঁর (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্ত্তি বলিয়া ধরা আছে (Burdwan District Gazetteer, 1910, p. 200) কিন্তু কাঁটোয়াবাসী ইহাকে ফরুখ্‌শিয়ারের কার্ত্তি বলিয়াই জানে।

প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন—এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধেয় প্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (৫ চিত্র দ্রষ্টব্য) সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই "শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা !" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্ত্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটী বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্ব্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্ত্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটী বৃহৎ স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয়

---

* তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)

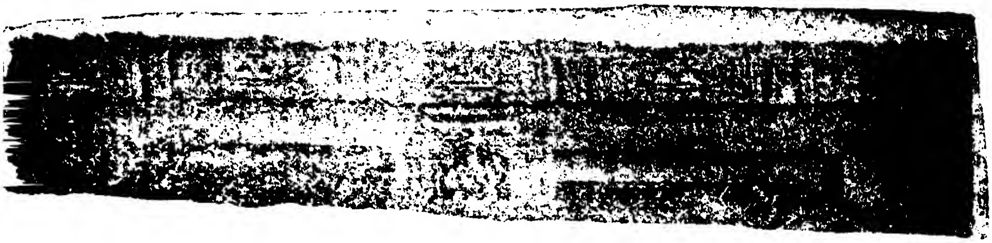

৪। ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ।

ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দ্বারা এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য) কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা-প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

বিল্বেশ্বর ও কুলাই

কাঁটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাঁটোয়া হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিল্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিল্বেশ্বর বা বিল্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিল্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক-সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিল্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জী)

এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছেন।

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন

আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাঁটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কেতুগ্রাম

(বহুলাপুর)

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, অল্প দিন হইল বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ২॥০ হাত, কালপাথরে গড়া, অতি সুন্দর মূর্ত্তি—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় একেবারে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান—

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্॥
* * * *
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥"

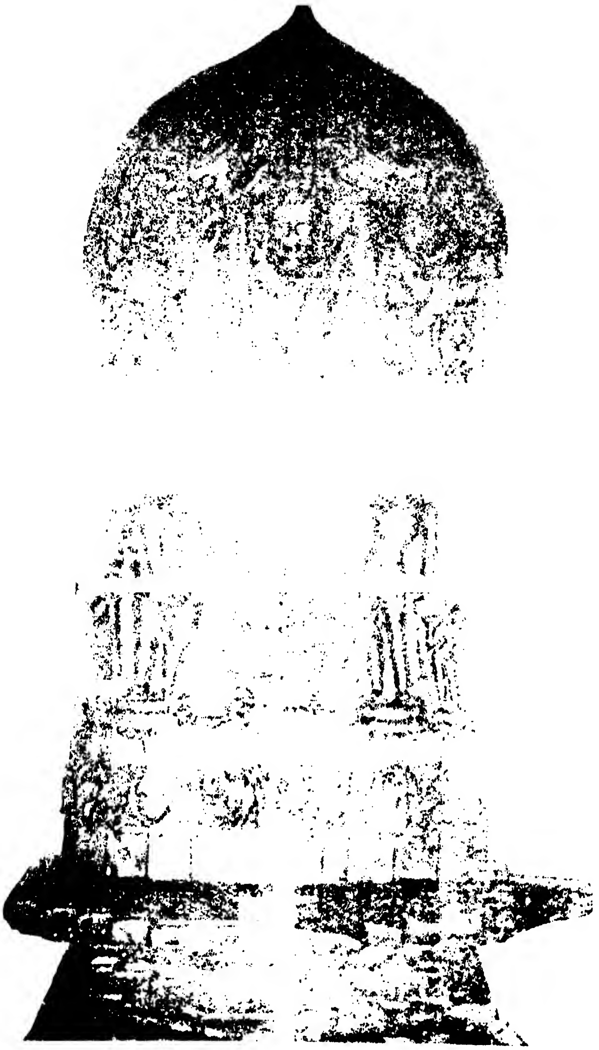

৮। কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী।

৯। কেতুগ্রামের পার্শ্বস্থ মরাঘাট—বহুলাপীঠস্থান।

অর্থ—হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রা স্বতাম্'। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকের ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

(মরাঘাট)

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটী বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে যেখানে ভগবতীর ডান কুহুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্ব্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকা-তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী পাকাঘর (১০খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটী এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী ভগ্ন দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মূর্ত্তিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্ত্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে—বর্দ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্ত্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটী গর্দ্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্ত্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ মূর্ত্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে—এই সুপ্রাচীন মূর্ত্তিটী তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্য বর্দ্ধমানরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগান ও ২০ বিঘা চাষের জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের

১ক। অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা।

১২। দেবগ্রাম—কুলাই-চণ্ডী (প্রাচীন মঞ্জুশ্রী)

১৩। দেবগ্রাম—দেবকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বাসুদেব

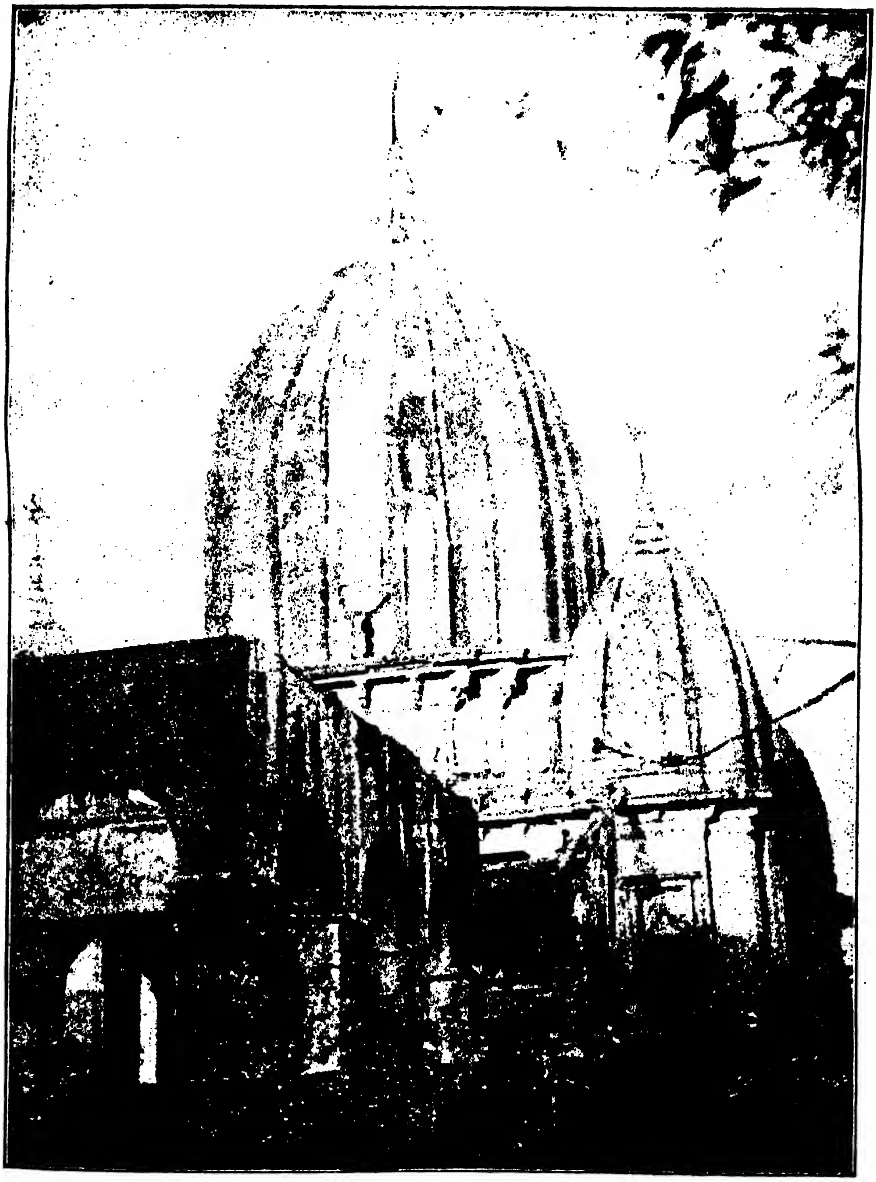

৬। জগদানন্দপুর—রাধাগোবিন্দের প্রস্তর-মন্দির।

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?"

চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে

১১। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

দেখিয়া পুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আট্‌কাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট

হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

* Ward's History of the Hindoos, Vol. I. p. 205-206.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ৷৷০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর-রাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন—

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর॥
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া॥
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর॥"

(তীর্থমঙ্গল ১০১৭—১০১৯ শ্লোক)

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালীতলার পার্শ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিকপ্রধান স্থান ছিল। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম*

বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

দেবগ্রামের অবস্থান

বর্ত্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাসী, পূর্ব্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর-সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্ত্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্ব্বে (বর্ত্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা ; ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ'—এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব

দেবগ্রাম অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল; তৎকালে বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম † এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সাতবেগে ‡ এই বিস্তীর্ণ

---

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্ব্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্ত্তিগুলি দর্শন করি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে এই দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

† ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

‡ পূর্ব্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

১৩। দেবগ্রাম—বিভক্ত দেবকুণ্ড।

নবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) মূর্তিযুক্ত প্রস্তর।

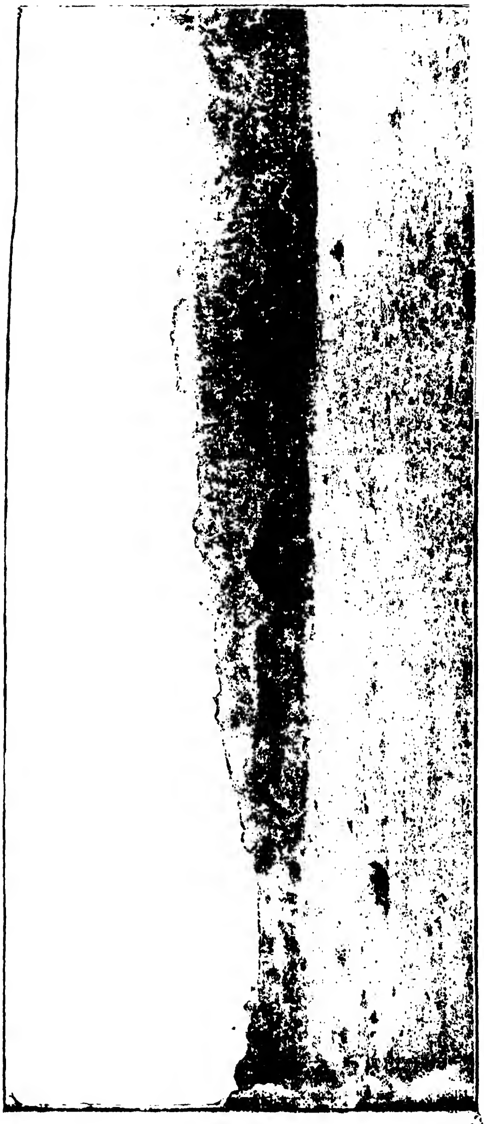

নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন। (১২ চিত্র দ্রষ্টব্য)

দেবকুণ্ড

দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ—পূর্ব্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটী পুষ্করিণী, ৪টী জোল এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। (১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র—একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে। (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচা-দীঘী

গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার 'পচাদীঘী' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর† (১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটী পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্ত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের গড়

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তিটীকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্ত্তিটী যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† এই মূর্ত্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে এই প্রস্তর-ফলক বিদ্যমান।

ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। (১৬ চিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ—এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্ব্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাঢ় ও কতকাংশ বাগ্‌ড়ীর সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি—

"**দেবগ্রাম**প্রতিবদ্ধ-বসুধাচক্রবাল-**বালবলভী**তরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো **বিক্রমরাজঃ**"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্ত্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্ত্তমান দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে) দমদমা। এখানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে—স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ী' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুররোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লাল-দীঘী" শুনা গিয়াছে।

বল্লালের ভিটা

এই সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর হইয়া যুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লাল-সেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩।৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের অপর পারস্থ পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নব-

বল্লালসেনের জাঙ্গাল

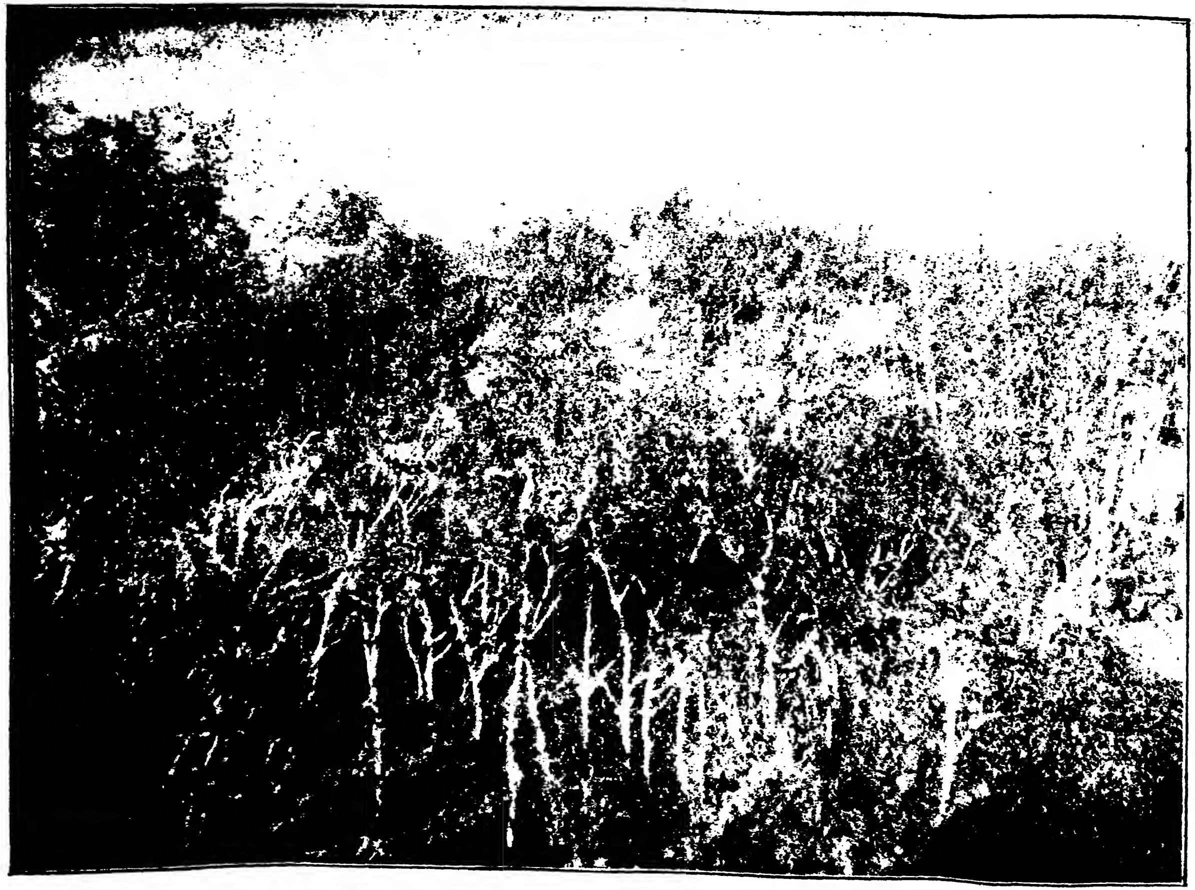

১৭। বল্লালসেনের ভিটা বা দমদমার স্তূপ।

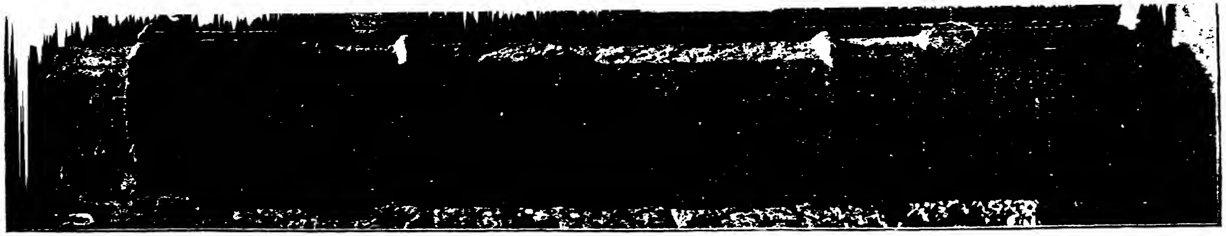

২১। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত স্তম্ভাংশ।

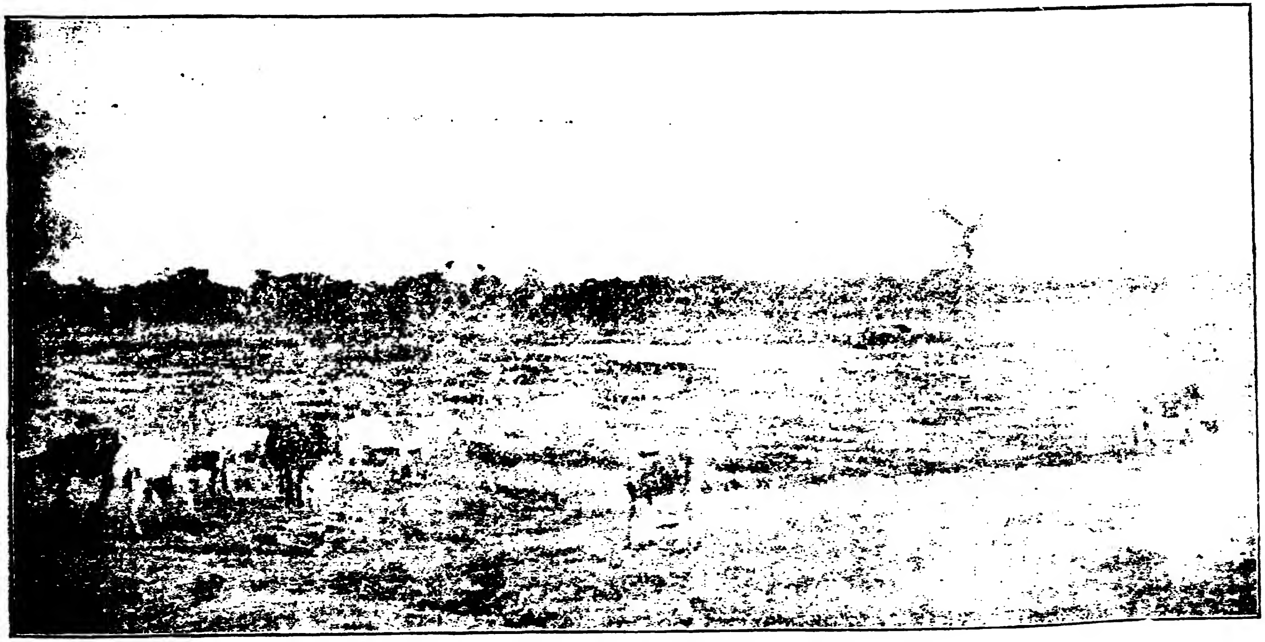

দ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্লামসেনের কীর্ত্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাঁটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন— খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্ত্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য), ভাস্কর-কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর (১৯।২০ চিত্র দ্রষ্টব্য), ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দ্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙ্গা মূর্ত্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কাঁটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল-স্কুলের শিক্ষক ৺দীননাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ' নর্দ্দামা ও কএকটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্ত্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে, অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্ত্তিটী তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা "বল্লালসেনের বুক" বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর-রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সাঁওতার দীঘী প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। (২২ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে*, তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া-ছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকালে বহু লোকের বাস

* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুয়া এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

ছিল—নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ড-তীরে আসিয়া বাস করেন।†

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট‡, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা ততদুর বিস্তৃত।

† কেহ কেহ দেবগ্রামকে দেবলরাজার রাজধানী ও উহার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিকে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই। নদীয়া জেলার মধ্যে বর্ত্তমান রাণাঘাট-বনগ্রাম-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দুরে আর একটী প্রাচীন দেবগ্রাম বা দেবগ্রামের গড় রহিয়াছে। ঐ গড় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই স্থানের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীপুরুষ সকলেই 'দেবলরাজার গড়' বা 'দেপাল রাজার রাজধানী' বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ অধুনাতন কালে নদীয়া জেলার উত্তরাংশস্থিত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রামের উপর চাপান হইয়াছে। বাস্তবিক নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের গড়টী আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ীয় ও বঙ্গসমাজের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে এই স্থান একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এখন এই দেগাঁ বা দেবগ্রামে ৩।৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রাম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও এখানে ৫০।৬০ ঘর আচার্য্য ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীয় তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্।"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই দেবগ্রামের প্রাচীনতা ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়া এই স্থানই রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই দেবগ্রাম বালবলভী বা বাগড়ী ভূভাগের অন্তর্গত নহে, এ অবস্থায় এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম নহে। এখন স্থির হইল, রামচরিতোক্ত দেবগ্রামই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম এবং এই স্থানের সহিত দেবল রাজার কোন সম্বন্ধ নাই।

‡ বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের কতকটা পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে, এখানকার পাথর সেই ধরণের। নিকটবর্ত্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ—পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ—উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গবহল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানী হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করিতেন।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে ও কতকটা বাগড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজানী-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে

* Burdwan District Gazetteer by J. C. Peterson, 1913, p. 185. এখানে সাহেব ভ্রমক্রমে উজানীকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন উজানী-মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের মাঠ' বা 'বিক্রমজিতের পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত-**সাহসাঙ্কঃ**।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। অকপট বিক্রমে **সাহসাঙ্ক** অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও যাঁহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্)পালচক্রের নগরেও তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'† নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, এখন বিক্রমশালী নৃপতিকেও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশস্তি-সম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ'-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি-খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।‡ এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ"

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

† জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা।

২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।* চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজ কাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে—মুসলমান-হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন, প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের পত্রখানি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। †

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ॥"—বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়।

† দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিক্রমপুর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্বন্ধে দেবগ্রামবাসীর পত্র

আমরা—নিম্নস্বাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ—বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয়া আসিতেছি, যে দেবগ্রামস্থ দমদমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। উক্ত স্তূপসন্নিহিত বিশাল দীর্ঘিকাটি (যাহা 'সাঁওতা দীঘী' বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাঁওতা হইতে যে "জোড়া জাঙ্গাল" বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহাও বল্লালসেনের সময়ে নির্ম্মিত রাস্তা বলিয়া এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী "ভবানীপুর" গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, উহা 'বল্লালদীঘী' বলিয়াই পরিচিত।

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী "গড়ের বেগে" গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়াছে, শুনিয়াছি, উহা বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ। এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

ইতঃপূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন*, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-দমদমার ভিটাকে "দেবলরাজার ভিটা" এবং সাঁওতার দীঘীকে "দেবলরাজার দীঘী" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু, বলিতে কি, আমরা এ সম্বন্ধে "দেবলরাজার" নামও কখন শুনি নাই। 'দেবলরাজার' নামটি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। রায় মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেহ কেহ তাঁহাকে "দেবলরাজার" কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। আমরা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। ইতি।

স্বাক্ষর—

শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্ত্তী (বয়স ৮১ বৎসর)

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭২ বৎসর)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬৭ বৎসর)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬২ বৎসর)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেবগ্রাম (নদীয়া)
১৩ বৈশাখ, ১৩২২।

---

* গত ১৩২১ সালের ১২ই চৈত্রের হিতবাদী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পত্র ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৮৪ পৃষ্ঠা।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ।

ভ্রম-সংশোধন।

২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পত্রিকায় "বৌদ্ধ-ন্যায়" প্রবন্ধে "আচার্য্য দিঙ্‌নাগ" নামে যে ছবিখানি ছাপা হইয়াছিল, উহা আচার্য্য দিঙ্‌নাগের প্রতিমূর্ত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ অন্য একখানি ছবি ছাপা হইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্‌নাগের ছবি দেওয়া হইল।

বৌদ্ধ ন্যায়

(২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৭। এই ব্যক্তি রাগী,
যেহেতু ইনি বক্তা,
যেমন কোন একটি পুরুষ।

এ স্থলে "কোন একটি পুরুষ" উদাহরণাভাস; যে হেতু ইহা দ্বারা রাগিত্ব ও বক্তৃত্ব এতদুভয়ের পরস্পর অন্বয় বোধিত হইতেছে না। অতএব ইহা অনন্বয় উদাহরণ।

৮। শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,
যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস; যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় প্রদর্শিত হয় নাই। অন্বয় দেখাইতে হইলে অনুমানটি এইরূপে প্রকাশ করা উচিত,—

শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,
যে সকল বস্তু উৎপাদশীল, তাহারা সকলেই অনিত্য, যেমন ঘট।

এইরূপভাবে অন্বয় প্রদর্শন না করায় উদাহরণটি অপ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে।

৯। শব্দ উৎপাদশীল,
যেহেতু উহা অনিত্য,
অনিত্য বস্তু মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতদুভয়ের বিপরীতান্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থান্বয় এইরূপে প্রকাশ করা উচিত;—

উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট।

বিপরীত ভাবে অন্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদাহরণটি বিপরীতান্বয় হইয়াছে।

বৈধর্ম্ম্য উদাহরণাভাসও নয় প্রকার।

দূষণ

উপরে পক্ষাভাস, হেত্বাভাস ও উদাহরণাভাস—এই ত্রিবিধ দোষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের অনুমানে ইহার কোন একটি দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দূষণ বলে। যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে যদি দোষের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে উহাকে দূষণাভাস বলে। জাতি (বা জাত্যুত্তর) সকল দূষণাভাস।

তিব্বতীয় ভাষায় যে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার শেষভাগে ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ;—

যেমন শাক্যমুনি মারের সেনাসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মকীর্ত্তি সমস্ত তীর্থিককে পরাজিত করেন ; সূর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করেন, ন্যায়বিন্দুও তেমনি আত্মক-দর্শনকে নিরস্ত করিয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুবিবরণ

"হেতুবিন্দুবিবরণ" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা—(১) স্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও (৩) অনুপলব্ধি হেতু। এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায়

"বাদন্যায়" বা "তর্কন্যায়" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্দ্যোতকরাচার্য্য স্বীয় ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়া উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন ;—

যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্।

—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ সূত্র)।

এই বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী-পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে গমন করিয়া অনুমান ১০৩৮ খৃঃ অব্দে বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অনুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি

সন্তানান্তরসিদ্ধি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা

ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সম্বন্ধপরীক্ষা। ইহা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি

সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধপরীক্ষার টীকা মাত্র।

দেবেন্দ্রবোধি (৬৫০ খৃঃ অব্দ)

দেবেন্দ্রবোধি ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকা নামে দেবেন্দ্রবোধি-প্রণীত একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তিকৃত প্রমাণ-বার্ত্তিক গ্রন্থের টীকা। সুভূতিশ্রী নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকার রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ;—

ধর্ম্মকীর্ত্তি স্বীয় প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা প্রণয়ন করিবার জন্য দেবেন্দ্রবোধিকে অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রবোধি প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা লিখিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ টীকা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া লিখিত পত্রগুলি জলসেকপূর্ব্বক মুছিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রবোধি দ্বিতীয় বার টীকা রচনা করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত টীকা পাঠ করিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। দেবেন্দ্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অযোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহা দ্বারা অল্প-বুদ্ধি লোকসমূহের উপকার হইতে পারে।" দেবেন্দ্রবোধির কাতর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-কীর্ত্তি এইবার টীকা-গ্রন্থখানি রাখিয়া দিলেন।

শাক্যবোধি (৬৭৫ খৃঃ অব্দ)

শাক্যবোধি দেবেন্দ্রবোধির শিষ্য। ইনি অনুমান খৃষ্টীয় ৬৭৫ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। ইহা প্রমাণ-বার্ত্তিক-পঞ্জিকার টীকা মাত্র। তিব্বতীয় নৃপের লামা কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

বিনীতদেব (খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দ)

বিনীতদেব নালন্দায় গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি গোবিচন্দ্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন। গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র মালবের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। ই-চিঙ্ নামক চীন পরিব্রাজকের মতে ভর্ত্তৃহরি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের লোক। সুতরাং ললিতচন্দ্রের সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্যায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধান টীকার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, বিনীতদেবের অভ্যুদয়কালে উদ্যোতকর জীবিত ছিলেন। বিনীতদেব সময়ভেদোপরচনচক্র নামে একখানি মহাযান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন! এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিনীতদেবের ন্যায়বিন্দুটীকা

বিনীতদেব ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন ; উহার নাম ন্যায়-বিন্দুটীকা। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপের লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীকা

বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুগ্রন্থের উপর একখানি টীকা বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রজ্ঞাবর্ম্ম নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

বিনীতদেবের বাদন্যায়-ব্যাখ্যা

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় বা তর্কন্যায় গ্রন্থের উপর বিনীতদেব বাদন্যায়ব্যাখ্যা নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি বাদবিধিতে স্বয়ংসিদ্ধ এবং ক্ষান্তি, দয়া, দান এবং সংযমে যিনি পরম মহান্, সেই নৈয়ায়িকচূড়ামণি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বাদন্যায়ব্যাখ্যা বিরচন করিতেছি।"

বাদন্যায়ব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটীকা নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ;—যদপি বাদবিধানটীকায়াং সাধয়তীতি শব্দস্য স্বয়ং পরেণ চ তুল্যত্বাৎ স্বয়মিতি বিশেষণম্।—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১৩৩)।

বিনীতদেবের সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা নামে এক টীকা বিরচন করেন। এই টীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হইয়াও সংসারের পরমগুরু-পদবাচ্য, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।"

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষাটীকা

বিনীতদেব আলম্বনপরীক্ষাটীকা নামে দিঙ্নাগ-প্রণীত আলম্বনপরীক্ষা গ্রন্থের উপর একখানি উপাদেয় টীকা বিরচন করেন। এই টীকা-গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শাক্যসিংহ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদক লামার সহ-

যোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদে লিখিয়াছেন ;—

"করুণাময় সর্ব্বজ্ঞদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক আমি এই আলম্বনপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।" গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখি আছে ; —

আলম্বনপরীক্ষাটীকা সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বিনীতদেব সর্ব্ববিধ আলম্বন (চিন্তা বিষয়) পরীক্ষা করিয়া এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজকেশরী বিনীতদে তীর্থিকগণের মস্তক বিচূর্ণ করিয়াছেন।

বিনীতদেবের সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিনীতদেব এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহার নাম সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধসিংহ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

চন্দ্রগোমি (৭০০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

চন্দ্রগোমি বারেন্দ্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায় পদ্মা নদীর তীরে উহাঁর বাসভূমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাঁর সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধর আচার্য্য অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আচার্য্য অশোক 'সামান্যদূষণদিক্‌প্রকাশিকা' নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্য্য অবলোকিতেশ্বর ও আর্য্য তারার প্রতি চন্দ্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্দ্রগোমি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বারেন্দ্রভূমির রাজার সহিত নালন্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নালন্দার রাজা স্বীয় কন্যা চন্দ্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেন্দ্রের রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্দ্রের রাজার অনুরোধে চন্দ্রগোমি বিবাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, উহার নাম তারা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারা তাঁহার উপাস্য দেবতা, তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সম্বোধন করিবেন? অতএব তিনি রাজকন্যার পরিণয়ে অস্বীকৃত হইলেন। বারেন্দ্রের রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রগোমিকে একটি সিন্ধুকে পূরিয়া গঙ্গায় (পদ্মায়) নিক্ষেপ করিলেন। সিন্ধুক ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা (পদ্মা) ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হইল।

চন্দ্রগোমি ভক্তিভরে ভগবতী আর্য্য-তারার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তিনি সিন্দুক হইতে বহির্গত হইয়া সন্নিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমির নামানুসারে ঐ দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগোমি চন্দ্রদ্বীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রদ্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ত্ত জাতির বসতি ছিল; ক্রমে অন্যান্য জাতিরও সমাগম হয়। চন্দ্রদ্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ কোথায়, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহা কাশ্মীরে অবস্থিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

আবির্ভাব-কাল

চন্দ্রগোমির আবির্ভাব-কাল অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দ। চন্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ শ্রীহর্ষের পুত্র শীলও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্-এর সমসাময়িক; অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সুতরাং তাঁহার পুত্র শীল ও তৎসমসাময়িক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈন হেমচন্দ্র 'শব্দানুশাসন' নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্দ্রগোমির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ৬৬১ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্য পাণিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে চন্দ্র-ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগোমি জয়াদিত্যের পরে ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগোমির চন্দ্রব্যাকরণ

চন্দ্রদ্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চন্দ্রা-গোমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তাঁহার যত্নে একটি সুবৃহৎ বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলের রাজা চন্দ্রগোমিকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল হইতে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ব্রাহ্মণের গৃহে পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় যে, উহাতে বহু শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য-স্বরূপে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চন্দ্রব্যাকরণ। উহার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক এই ;—

সিদ্ধং প্রণম্য সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বীয়ং জগতো গুরুম্।
লঘুবিশ্বস্তসম্পূর্ণমুচ্যতে শব্দলক্ষণম্॥

চন্দ্রব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের শাসনকর্ত্তা, জেতকর্ণ নামক একজন নেপালী ব্রাহ্মণ ও তিব্বতের একজন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয়

ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ্ নামক স্থানে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে;—

"যত দিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে, তত দিন এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

চন্দ্রগোমি ও চন্দ্রকীর্ত্তি

দাক্ষিণাত্য হইতে চন্দ্রগোমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। ঐ সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত ছিল। নালন্দায় আসিয়া তাঁহার চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীর্ত্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত মাধ্যমিকা বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত। চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত অনুবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি যোগাচারমতাবলম্বী ছিলেন। যখন চন্দ্রগোমির সহিত চন্দ্রকীর্ত্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,—"অহো! মাধ্যমিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে ঔষধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্তু যোগাচার-দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময়।" চন্দ্রগোমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। তিনি নালন্দায় আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু-জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করিতে অনিচ্ছুক হন। চন্দ্রকীর্ত্তি চন্দ্রগোমির প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্দ্রকীর্ত্তি তিনখানি সুবৃহৎ রথ আনাইয়া নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেব মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রথদ্বয়ে চন্দ্রকীর্ত্তি ও চন্দ্রগোমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্জুশ্রীর প্রহরিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে টানিয়া আনা হইল। পথের দুই ধারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা মঞ্জুশ্রীর স্তব ও পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমাগত হইয়াছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার পর চন্দ্রগোমি চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিভা দর্শন করিয়া চন্দ্রগোমির আত্ম-ধিক্কার উপস্থিত হয়। চন্দ্রকীর্ত্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়া চন্দ্রগোমির মনে হয়, তাঁহার চন্দ্রব্যাকরণ অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তিনি ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত করিবার জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কোন কূপমধ্যে উহা নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্জুশ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রগোমিকে বলেন,—"হে বৎস, তুমি এরূপ করিও না; তোমার প্রণীত চন্দ্রব্যাকরণ অমূল্য গ্রন্থ। যখন চন্দ্রকীর্ত্তির ব্যাকরণ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিবে।" অনন্তর মঞ্জুশ্রী স্বয়ং কূপ হইতে ব্যাকরণখানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ কূপের জল পান করিয়া বা স্পর্শ করিয়া অনেকে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নালন্দার এই কূপ চন্দ্রকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রগোমির ন্যায়ালোক-সিদ্ধি

চন্দ্রগোমি 'আর্য্যতারা-অন্তর্বলিবিধি' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রগোমি-প্রণীত ন্যায়ালোক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শ্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।*

রবিগুপ্ত (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

রবিগুপ্ত কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ কবি, তার্কিক এবং তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি স্বদেশে ও মগধে দ্বাদশটি ধর্ম্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবিগুপ্ত বারেন্দ্রের রাজা ভর্ষের সমসাময়িক; অতএব চন্দ্রগোমির কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভর্ষের পিতা সিংহ বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খৃষ্টাব্দের লোক। রবিগুপ্তের প্রধান শিষ্যের নাম সর্ব্বজ্ঞমিত্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞমিত্র স্রগ্ধরাস্তোত্র নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রবিগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিরচন করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই টীকা মাত্র। প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

জিনেন্দ্রবোধি (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

জিনেন্দ্রবোধি বোধিসত্ত্বের স্বদেশীয় লোক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জিনেন্দ্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের "ন্যাস" টীকা প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, এই ন্যাস-প্রণেতা ও বিশালামলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চয়-টীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি।

শান্তরক্ষিত (৭৪৯ খৃষ্টাব্দ)

শান্তরক্ষিত জহোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় ৭০৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি স্বতন্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খ্‌-স্রোঙ্‌-দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে তিব্বত-রাজ ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করেন।

* চন্দ্রগোমির সম্বন্ধে এ স্থলে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহার কতক অংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি "কায়স্থ-সংহিতা"য় প্রকাশ করিয়াছিলাম। চন্দ্রব্যাকরণ-প্রণেতা চন্দ্রগোমি ও ন্যায়ালোক-সিদ্ধি-প্রণেতা চন্দ্রগোমি একই ব্যক্তি, ইহা তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণের মত। কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা অন্যত্র প্রকাশিত হইবে।

ইহার নাম সাম্-য়ে অর্থাৎ অচিন্ত্য বিহার। ইহা মগধের ওদন্তপুর বিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিহার তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শান্তরক্ষিত ইহার সর্ব্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শান্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতে বাস করেন। তিব্বতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শান্তরক্ষিতের বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ

শান্তরক্ষিত বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় গ্রন্থের উপর এক টীকা বিরচন করেন। কুমার শ্রীভদ্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের দো জেলার দুই জন লামার সাহায্যে সাম্-য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি বহু বিশুদ্ধ সদ্‌গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া অনন্ত জীবের অভিলাষ সফল করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্জুশ্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং নির্দ্দোষ বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি।"

শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহকারিকা

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা নামে শান্তরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। গুণাকর শ্রীভদ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, জৈন প্রভৃতি বহু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শান্তরক্ষিতের এক শিষ্য ইহার এক টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলশীলতর্ক। জসল্মির প্রদেশের পার্শ্বনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ-গ্রন্থের কোনই প্রভেদ নাই।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা ;—(১) স্বভাবপরীক্ষা। (২) ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা। (৩) উভয়পরীক্ষা। (৪) জগৎস্বভাববাদপরীক্ষা। (৫) শব্দব্রহ্মবাদপরীক্ষা। (৬) পুরুষপরীক্ষা। (৭) ন্যায়-বৈশেষিক-পরিকল্পিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কল্পিত আত্মপরীক্ষা। (৯) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১০) দিগম্বর-পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১২) বাৎসীপুত্রকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১৩) স্থিরপদার্থ-পরীক্ষা। (১৪) কর্ম্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা। (১৫) দ্রব্যপদার্থপরীক্ষা। (১৬) গুণশব্দার্থপরীক্ষা। (১৭) কর্ম্মশব্দার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্যশব্দার্থপরীক্ষা। (১৯) বিশেষশব্দার্থপরীক্ষা। (২০) সমবায়শব্দার্থপরীক্ষা। (২১) শব্দার্থপরীক্ষা। (২২) প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা। (২৩) অনুমান-

পরীক্ষা। (২৪) প্রমাণান্তরপরীক্ষা। (২৫) বিবর্ত্তবাদপরীক্ষা। (২৬) কালত্রয়পরীক্ষা। (২৭) সংসারসন্ততিপরীক্ষা। (২৮) বাহ্যার্থপরীক্ষা। (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা। (৩০) স্বতঃপ্রামাণ্য-পরীক্ষা। (৩১) অন্যেন্দ্রিয়াতীতার্থদর্শনপুরুষপরীক্ষা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শান্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ;—

প্রকৃতীশোভয়াত্মাদি-ক্রিয়য়া রহিতং চলম্।
কর্ম্ম তৎফলসম্বন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্॥
গুণ-দ্রব্যক্রিয়াজাতি-সমবায়াদ্যুপাধিভিঃ।
শূন্যমারোপিতাকারশব্দপ্রত্যয়গোচরম্॥
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্বিতয়নিশ্চিতম্।
অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্॥
অসংক্রান্তিমনাদ্যন্তং প্রতিবিম্বাদিসংনিভম্।
সর্ব্বপ্রপঞ্চসন্দোহনির্ম্মুক্তমগতং পরৈঃ॥
স্বতন্ত্রশ্রুতিনিঃসঙ্গো জগদ্ধিতবিধিৎসয়া।
অনল্পকল্পাসংখ্যেয়-সাত্মীভূতমহোদয়ঃ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ।
তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ॥

কমলশীল (৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

কমলশীল শান্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলশ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রোঙ্-দেউ-চন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথায় গুরু পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিতের ধর্ম্মমতের সমর্থনপূর্ব্বক তিনি চীনদেশীয় মহাযান হোসাঙ্ নামক যতিকে পরাভূত করেন। তাঁহার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল এবং তৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত।

ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত

কমলশীল-প্রণীত ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র। বিশুদ্ধসিংহ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা

কমলশীল-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা বা তর্কসংগ্রহ-পঞ্জিকা একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। শান্তরক্ষিত-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহকারিকা গ্রন্থের ইহা একখানি প্রধান টীকা। ভারতীয় বৌদ্ধ

পণ্ডিত দেবেন্দ্রভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খৃষ্টাব্দ)

কল্যাণরক্ষিত একজন অসাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের গুরু। মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে অনুমান খৃষ্টীয় ৮২৯ অব্দে কল্যাণরক্ষিতের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলম্বন করিয়া বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। কাশ্মীরের জিনমিত্র নামক বৈভাষিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

শ্রুতিপরীক্ষা

শ্রুতিপরীক্ষা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা অনষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ইহার অনুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

অন্যাপোহবিচারকারিকা

অন্যাপোহবিচারকারিকা কল্যাণরক্ষিতের অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাও অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদের সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ঈশ্বরভঙ্গকারিকা

কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গকারিকা নামে অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য এই গ্রন্থের মত নিরাকরণ করিবার জন্যই বোধ হয়, কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য (৮৪৭ খৃষ্টাব্দ)

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণরক্ষিত ও ধর্ম্মাকর দত্তের শিষ্য। যখন বনপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অনুমান খৃষ্টীয় ৮৪৭ অব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। জৈন দার্শনিক মল্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ন্যায়বিন্দু টীকার উপর এক টিপ্পনী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্ম্মোত্তর-টিপ্পনক। ১১৮১

খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ স্থরি নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক স্বীয় স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তরের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;—

অত্র ধর্ম্মোত্তরানুসারী প্রাহ। প্রয়োজনমাদিবাক্যেন সাক্ষাদাখ্যায়তে ইতি ন ক্ষমে। —(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, পৃঃ ১০)।

ন্যায়বিন্দুটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের উপর ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম ন্যায়বিন্দুটীকা। কাম্বের শান্তিনাথ জৈন-মন্দিরে ন্যায়বিন্দুটীকার একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় ন্যায়বিন্দুটীকা গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। পরে সুমতিকীর্ত্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই অনুবাদ সংশোধিত করেন। ন্যায়বিন্দুটীকার প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

জয়ন্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রসূতিহেতোর্জ্জগতো বিজেতুঃ।
রাগাদ্যরাতেঃ সুগতস্য বাচো মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ॥

—(ন্যায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

"যিনি জন্ম, জরা প্রভৃতি বিপৎসমূহের উৎপাদক সংসারকে জয় করিয়াছেন এবং যিনি রাগাদির শত্রু, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানসিক অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া জয় লাভ করুক।"

প্রমাণপরীক্ষা

প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহার মূল সংস্কৃত প্রতিলিপি পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে। লো-দেন্-শে-রাব্ নামক একজন তিব্বতীয় লামা এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অপোহ-নাম-প্রমাণপ্রকরণ

অপোহ-নাম-প্রমাণ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের অপর একখানি গ্রন্থ। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্য-রাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

পারলোকসিদ্ধি

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, ইহার নাম পারলোকসিদ্ধি। কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালে (১০৮৯-১১০১ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীরে এই অনুবাদ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত আমাদের যে চিৎসন্ততি থাকে, পারলোকে ঐ সন্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মত।" ইত্যাদি।

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহার নাম প্রমাণবিনিশ্চয়-টীকা। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে;—

"সকল বিতণ্ডাবাদিগণের পরাভবকর্ত্তা ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

মুক্তাকুম্ভ (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

মুক্তাকুম্ভ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন। উহার নাম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাখ্যা। বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মুক্তাকুম্ভ ধর্ম্মোত্তরের পরবর্ত্তী কালের লোক। অতএব তিনি ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চট (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

অর্চ্চট কাশ্মীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন সূরি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চ্চট-প্রণীত তর্কটীকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ সূরি নামক অপর একজন জৈন দার্শনিক স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্চ্চটের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

"অর্চ্চটচর্চ্চচতুরঃ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা।"

—(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, ১ম পরিচ্ছেদ)।

ন্যায়াবতারবিবৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তর ও অর্চ্চট উভয়ের নামই উল্লিখিত আছে; যথা,—

"অভিধেয়াদিসূচনদ্বারোৎপন্নার্থসংশয়মুখেন শ্রোতারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহ্যন্তে ইতি

ধর্ম্মোত্তরো মন্যতে। অর্চ্চটস্ত্ব আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং চাপ্রমাণাদপবৃত্তেঃ।—(ন্যায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্চ্চট ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দু গ্রন্থের উপর অর্চ্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু-বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) স্বভাব, (২) কার্য্য, (৩) অনুপলব্ধি এবং (৪) ষড়্‌লক্ষণব্যাখ্যা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্চ্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর নগর জম্বু দ্বীপের সার। এখানে অর্চ্চট ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ রোপণ করিয়া যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে।

দানশীল (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দানশীল বা দানশ্রীল কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্ব্বজ্ঞদেব এবং তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদানীন্তন নরপতিকে সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার বহু সহায়তা করেন।

তাঁহার প্রণীত "পুস্তকপাঠোপায়" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

জিনমিত্র (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

জিনমিত্র কাশ্মীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞদেব, দানশীল ও অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিনি যে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে খ্রী-রল্ তিব্বতদেশে ও মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত্র অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ন্যায়বিন্দুপিণ্ডার্থ নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুরেন্দ্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (৯৪০ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে ৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত উপাসক ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরমতি এক ব্যক্তি নহেন।

প্রজ্ঞাকরমতি ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহারাজ চণকের রাজত্বকালে ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণদ্বারের রক্ষক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুপ্ত যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার। ভাগ্যরাজ নামক কাশ্মীরদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর সুমতি নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অনুবাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পণ্ডিত এই অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত সুনয়শ্রী মিত্র এবং কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত কুমারশ্রী এই অনুবাদ-কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

সহাবলম্ভনিশ্চয়

সহাবলম্ভনিশ্চয় প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের "দো" জেলার অন্তর্গত সেঙ্কর গ্রামে বসিয়া এই গ্রন্থ অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

তর্কভাষা

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত তর্কভাষা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ধর্ম্মকীর্ত্তির তর্কশাস্ত্র সুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্য ভগবান্ লোকনাথ বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আমি এই তর্কভাষা প্রণয়ন করিতেছি।"

আচার্য্য জেতারি (৯৪০-৯৮০ খৃষ্টাব্দ)

আচার্য্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম গর্ভপাদ। তিনি বারেন্দ্রভূমির রাজা সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পালবংশীয় রাজগণের অধীনে সামন্ত-রাজা ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জেতারি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং মঞ্জুশ্রীর আরাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রসাদে অল্পকালমধ্যেই তিনি মহাবিদ্বান্ হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পণ্ডিত" এই উপাধিসূচক পত্র স্বয়ং রাজা মহাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ জেতারির নিকট পঞ্চবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপাল ৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব

আচার্য্য জেতারি অনুমান খৃষ্টীয় ৯৪০—৯৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। জেতারি-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

হেতুতত্ত্ব উপদেশ

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত হেতুতত্ত্ব-উপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমার-কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয়

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বালাবতার-তর্ক

বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। বালাবতার-তর্ক গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—"যিনি স্বীয় উপদেশের প্রভায় অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের একমাত্র প্রদীপ, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী থাকুন।"

জিন (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জিন একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত দীপঙ্কর তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কোঙ্কণ প্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি ও প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি। ইনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাগীশ্বরকীর্ত্তির সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দের লোক।

জ্ঞানশ্রী (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জ্ঞানশ্রী মিত্র গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। জ্ঞানশ্রীভদ্র নামক একজন নৈয়ায়িক কাশ্মীরে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র ও কাশ্মীরের জ্ঞানশ্রীভদ্র এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রথমতঃ শ্রাবক যানের অনুবর্ত্তন করিতেন, পরে তিনি মহাযানমতে শ্রদ্ধাবান্ হন। দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান

অতীশ জ্ঞানশ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে সবিশেষ ঋণী ছিলেন। মগধের রাজা চণকের রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানশ্রীমিত্র বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধ-দর্শন-প্রস্তাবে জ্ঞানশ্রীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা,—

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—

যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী
সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা।
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসন্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

জ্ঞানশ্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত ন্যায়গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ;—

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা একখানি প্রামাণিক ন্যায়গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানশ্রীভদ্র-প্রণীত। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ইহা টীকা মাত্র। এই গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। জ্ঞানশ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। কুমার কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনন্তশ্রী পূর্ব্বোক্ত লামার সহযোগিতায় অনুবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন।

রত্নবজ্র (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে রত্নবজ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তীর্থিক শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রত্নবজ্র উপাসক ছিলেন। তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বৌদ্ধসূত্র, মন্ত্র প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি মগধ ও বজ্রাসনে আগমন করিয়া চক্রসংবর, বজ্রবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখাম্বুজ অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং ঐ সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদনন্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া উত্থানের (কাবুলের) পথে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে তিনি "আচার্য্য" এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে সময়ে রাজা চণক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নবজ্র প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।—

যুক্তিপ্রয়োগ

রত্নবজ্রকৃত যুক্তিপ্রয়োগ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। শ্রীসুভূতিশান্ত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

রত্নাকরশান্তি (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

রত্নাকরশান্তি তিব্বত দেশে আচার্য্য শান্তি বা শান্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ওদন্তপুরের সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেতারি, রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট সূত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজা চণক অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নাকরশান্তিকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু তীর্থিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহলের রাজার আহ্বানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধন করেন।

রত্নাকরশান্তির গুরু রত্নকীর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজা বিমলচন্দ্রের সময়ে এক রত্নকীর্ত্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাবতারটীকা, কল্যাণকাণ্ড এবং ধর্ম্মবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহসিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই দুই গ্রন্থের প্রণেতা রত্নকীর্ত্তি অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূষণ এবং বিচিত্রাদ্বৈতসিদ্ধি বোধ হয়, এই শেষোক্ত রত্নকীর্ত্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্নাকরশান্তির গুরু।

রত্নাকরশান্তি ছন্দোরত্নাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি

রত্নাকরশান্তি-প্রণীত বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতদেশের দো জেলার কোন বিদ্বান্ লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

অন্তর্ব্যাপ্তি

রত্নাকরশান্তির অন্তর্ব্যাপ্তিও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমারকলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মূল সংস্কৃত অন্তর্ব্যাপ্তি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন।

বাগ্‌ভট (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

বাগ্‌ভট-প্রণীত সর্ব্বজ্ঞসিদ্ধিকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। বাগ্‌ভট ও বাগীশ্বরকীর্ত্তি একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। বাগ্‌ভট সম্ভবতঃ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

যমারি (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

যমারি ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদা বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়ায়) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণন করিলে যোগী উত্তর করেন,—"আপনারা পণ্ডিত, এই অহঙ্কারে যোগীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করেন না। অতএব আপনাদের দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী।" এই কথা বলিয়া যোগী বসুধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইল। তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসাময়িক। অতএব ১০৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা যমারিপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার টীকা মাত্র। সুমতি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হ্লাসা নগরের সন্নিকটে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে;—

"আমি এই টীকা বিরচন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের লোকসমূহ পরম শত্রু মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনশ্বর পরিনির্ব্বাণ লাভ করুক।"

শঙ্করানন্দ (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরের কোন ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তিকে পরাভূত করিয়া একখানি মৌলিক ন্যায়গ্রন্থ লিখিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল,—"ধর্ম্মকীর্ত্তি একজন আর্য্য। তাঁহাকে পরাভূত করা কাহারও সাধ্য নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থে যদি তুমি কোন ভ্রম দেখিয়া থাক, ইহা তোমার বুদ্ধির ভ্রম।" এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করানন্দের মনে অনুতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করিলেন। যখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করানন্দ কাশ্মীরদেশে জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ;—

প্রমাণবার্ত্তিকটীকা

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের ইহা একখানি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। ইহা সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

সম্বন্ধপরীক্ষানুসার

শঙ্করানন্দ-প্রণীত সম্বন্ধপরীক্ষানুসারও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধ-পরীক্ষা গ্রন্থের টীকা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাতে অহঙ্কার ও মমকারের লেশমাত্র নাই এবং যিনি সমস্ত ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।"

অপোহসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমূল্য ন্যায়গ্রন্থ। মনোরথ নামক কাশ্মীর-দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং যিনি সর্ব্বকালে জীবের হিতসাধনে রত, সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া ও তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম ও পর—এতদুভয়ের সম্বন্ধসূচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি।"

প্রতিবন্ধসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিক্রমপুর

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরিবর্ম্মদেব, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্ম্মা, বজ্রবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ-রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন-বর্ণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন(১)। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম-প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা-বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূত-সলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমরা পুরুষপরম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা-নিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত। "সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহার জন্য ভাবিব না"। বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃতবাজার" পত্রিকায় নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐ স্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষবয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির

(১) অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা একেবারেই অনবগত। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, এতৎ-সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকার স্তম্ভে বিস্তর আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাসী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হিতবাদী পত্রিকায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পরন্তু কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার", "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার" সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ। কারণ, এই প্রস্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবু, গোপালভট্ট এবং আনন্দভট্টের এজমালীতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের—

> "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
> কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥
> স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
> রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥"

এই শ্লোকদ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজ-

কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল-চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্লোক দুইটিও ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন্‌খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব ? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, চুঁচুড়ায় এক সুবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই বইখানি যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত বইখানি কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্দ্র বাবু সেখানে কখনও যান নাই।

দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্ম্মিত হইত, বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজ-প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল?

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক"পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রম-রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই?

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন,—"খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে*—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌" ॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন"।

নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল(১)। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে(৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে;—

"দেবগ্রাম-ভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য(নপত্য) য়া ॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥"

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম-

* বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358.

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।

রাজের(১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে, সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না(৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে(৪)। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ-প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন,

(১) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।
—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে রামপাল ১০৫৭-১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি তদীয় ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ২১৬পৃঃ ও বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ।

তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) অবস্থিত, পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর বিক্রমপুরকে তাম্রশাসনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বালবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত "অভিধান-চিন্তামণি"তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে(৪)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত(৫)।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ১মাংশ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য়াংশ) ২১৫ পৃঃ।

(৩) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪০০-৪১০ পৃঃ।

(৪) "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(৫) J Takakusu's I-Tsing P. XLVI & বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৪৭ পৃঃ।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুতরাং এই বিক্রমপুর হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বদিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"(১)। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্ম্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল(২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগ্দেশীয় ভূপতি ভোজবর্ম্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র বাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৪)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত(৫)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ

(১) "স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যায়ঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে ॥"—রাম-চরিত, ৩।৪৪

(২) "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ ॥"—রাম-চরিত, কবি-প্রশস্তি, ১।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে ঢাকা-বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম রহিয়াছে, সুতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা বলা যায়, তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার উপায় আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীবিক্রমপুর

(প্রতিবাদের উত্তর)

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গেরই কোন স্থানে ; আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির পবনদূত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়।

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিখারী। নূতন নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্দ্ধমানের পুস্তিকার সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ পাই নাই। বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া সকল দিক্ আলোচনা করিয়া একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। সুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে বিশদভাবে সেই সমুদয়ের আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত—একখানি পুথি দেখিয়া সম্পাদন করেন নাই। দুইখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুবর্ষে অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দের লিপি। দুইখানি পুথিই বিভিন্ন জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দভট্টের পূর্ব্বপুরুষ সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার বল্লালচরিতের শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে নহে, তাহার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম।

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩। বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যাংশই বাগড়ী নামে পরিচিত। ইহা প্রাচীন বঙ্গেরই অন্তর্গত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত নহে।

৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন তাম্রশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে বর্দ্ধমান ভুক্তি এবং পূর্ব্বকূল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ধরা হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত হইতেছে।

৫। দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দমদমা নামক স্থানে, যেখানে সাধারণে বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়া থাকে, সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে ও পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের দুইটী জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই যখন বল্লালের বৃহৎ রাজবাটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটী রাজধানী ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আয়তন ৪।৫ ক্রোশ বা ৮।১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮।১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালের ভিটা প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই।

৭। দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে রাজা ছিলেন। তৎপরে তাঁহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্ম্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাম্রলেখবর্ণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাম্রশাসনের লিপিকাল আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বর্ম্মবংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয়।" যেমন কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা অল্প-কালের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণসুবর্ণ হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র অল্প দিনের জন্য হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন। ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় এক বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। বরাহমিহির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও সমতট দুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুও তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ ও ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন অনুসারে ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃঃ)। বঙ্গাধিপ বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইলে পর ঢাকা জেলা বা সমতটপ্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহমিহির ও যতীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি

যে, এখন যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় নামে এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার পূর্ব্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ঢাকার পূর্ব্বদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের মধ্যেই হইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে বর্ম্ম ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি কি ? এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বল্লালসেনের জাঙ্গাল অদ্যাপি বিদ্যমান।

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের প্রথমাংশে যে সকল তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষাংশে প্রদত্ত তাম্রশাসনে ধার্য্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও বিশ্বরূপ উভয়ের তাম্রশাসনেই "বিক্রমপুরভাগ" প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই জানেন, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াই আধিপত্য করিতে থাকেন। লক্ষ্মণসেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির "পবনদূত" পাঠে মনে হইবে যে, রাঢ়দেশেই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থলী ; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন তাঁহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাঁহার কুল-ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণসমাজেরও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলী, বেগে, কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া প্রভৃতি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সমাজস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট। ঐ সকল সমাজস্থান কুল-ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে 'বিক্রমপুরভাগ' বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। কেবল ঢাকা

জেলা বলিয়া নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও তাঁহাদের বাস হইতে একটী স্বতন্ত্র 'বিক্রমপুর পরগণার' সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, আজও পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাজস্থানের নামেই স্ব স্ব পূর্ব্বপরিচয় দিয়া থাকেন এবং "আদৌ রাঢ়ে ততো বঙ্গে" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণ-সেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্ত্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্ত্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মনৃপতিকে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা রামাবতীর পূর্ব্বে তৎকালে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদসূত্রে যতীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ঢা° ই° ৫ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ম্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* যতীন্দ্র বাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমার যুক্তিগুলি পড়িলে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টী কথা প্রকাশ করিলাম।—লেখক।

একখানি সত্যপীরের পুথি*

গ্রন্থারম্ভে আছে—"৺রাধাকৃষ্ণ"। তার পর "সত্যনারায়ণের পুস্তক নিক্ষ্যতে।"

"সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত॥"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কবি রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না।

বার বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর কলেজের দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম; তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা পান। আমার পরমবন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবদুল করিমের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। ১১৬২ সালের লেখা অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বে। কিন্তু এখনও এত পরিষ্কার আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে হয় যে, সহজে পড়া যাইবে। কিন্তু যাঁহাদিগের বাঙ্গালা পুরাতন অক্ষর পড়া অভ্যাস নাই, তাঁহাদের উহা পড়া নিতান্ত সুকঠিন।

গ্রন্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত এবং পারসি ভাষা ভাল জানিতেন। গ্রন্থের রচনা-চাতুর্য্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথেষ্ট আছে। মানুষের মনের দুর্ব্বলতা, দ্বেষ, হিংসা—আবার উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কবি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, সত্যনারায়ণ নাম দিয়া কবি সত্যপীরের পুথি লিখিয়াছেন।

আখ্যান

ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্য সত্যপীরের পুথির ন্যায়। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজাজ্ঞায় বাণিজ্য করিতে গেলেন। যাইবার সময় ছোট ভাই মদনকে তাঁহাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীমন্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, ইঁহারা দেখিলেন;—

সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়।
পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায়॥
নিত্য করে নিত্যকী কীয়রে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব শোভা পায়॥

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মৃগছাল পাণির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা॥

সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে ঐ সংবাদ দিলে, তাঁহার লোক-জনকে ঐ দৃশ্য দেখাইতে না পারায় সনাতন প্রথাক্রমে কারাবদ্ধ হইলেন।

এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিল এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক দেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধুমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হইতে অনেক দূরে। সুমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়া সেই দেশে যাইয়া রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখিবে। পরামর্শ মদনও শুনিল। যে গাছে চড়িয়া যাইবে, তাহাতে একটি কোটর ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছিয়া পীরের কৃপায় মদনকে সেই রাজকন্যা বিবাহ করিল। অত দূর-দেশ হইতে মদন হাঁটিয়া আসিতে পারিবে না; সুতরাং রাত্রিশেষে রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকিল। মদন, সুমতি ও কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাজকন্যার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশের রাজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধোপে টিকিল না, রাজকন্যার পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজকন্যা পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাজাইয়া আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের কৃপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুসলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন সুমতি কুমতি দেখিলেন যে, তাঁহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাঁহাদের ভয় হইল এবং মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা হইল, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তন্ত্রমতে মন্ত্রৌষধির দ্বারা তাঁহাকে পাখী করিয়া উড়াইয়া দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজা তাহাদিগকে সাত ডিঙ্গা ধন-রত্ন দিলেন। বাড়ী যাইবার সময় সুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সাচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহারা বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, মদন মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের সিন্নি দিলেন। সিন্নির সরঞ্জাম সামান্য।

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে।
সওয়া মুঠি খুদ আনি দেওনা আমারে॥
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ।
সদা মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত॥

একিদা করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে।
মনের বাঞ্ছিত বর দিব গো তোমারে॥
সওয়া মুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী।
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি॥

তার পর সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসলমান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়া হাঁড়িতে পুরিয়া সিন্নির মিঠাই রাখা হইল। পীরের কলমা পড়িলে সকলে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তখন সকলকে সিন্নি বাটিয়া দেওয়া হইল।

"চাটিয়া খাইল হাত মুছিল শিরে"

আবার সিন্নির এত মহিমা যে,—

ভরমে সিরনি যদি জমিনে গিরিবে।
চাটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে॥

অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা এক কি না এবং ইহার সহিত আকবর বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারায়ণের পূজা বাঙ্গালা দেশে এক সময় এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও বাড়ীতে এই পূজা হইত। এখন কোনও পূজাই হয় না; সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই পূজার যথেষ্ট আদর আছে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভুমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্তজন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২॥০, সাধারণ পক্ষে—৩৲।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, কলিকাতা।

কেশরঞ্জনের মধুর স্মৃতি

সুন্দরী বলেন,—"কেশরঞ্জন না হইলে চুল বাঁধিব না।" সুন্দর যুবক বলেন,—"কেশরঞ্জন না মাখিলে আমার চুল খারাপ হইয়া যাইবে।" যিনি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তিনি বলেন,—"মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে "কেশরঞ্জন" চাই।" "কেশরঞ্জনের" কথা এখন সকলেরই মুখে। কেন বলুন দেখি? কারণ—কেশরঞ্জন ভেষজ-গুণান্বিত, মস্তিষ্ক-শীতলকারী, মহাসুগন্ধি, মনোহারী কেশতৈল। কারণ, ইহা কেশ বৃদ্ধি করিতে, সুচিক্কণ করিতে, কেশমূলের ক্ষয়সাধন নিবৃত্তি করিতে অদ্বিতীয়। যে "কেশরঞ্জনের" কথা সকলের মুখে, আপনি কি তাহা ব্যবহারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি।৶০ এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা

১। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি-রোগে একমাত্র প্রতিকারক মহৌষধ। ব্যবহার প্রার্থনীয়।

২। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ববিধ অবস্থার কঠোর ব্যাধিতে, স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলপ্রদ এবং হিতকর মহৌষধ।

৩। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সর্ব্ব ঋতুতে সেবনীয় সালসা। শীতের সময় ভিন্ন অন্য সালসা ব্যবহার বিধি নাই—কিন্তু অমৃতবল্লী শীতে গ্রীষ্মে সর্ব্ব ঋতুতেই সমান ব্যবহার চলে।

৪। **অমৃতবল্লী-কষায়**—গায়ের চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কষ্টপ্রদ স্ফোটক, গাঁটের বেদনা, শরীরের ম্যাজম্যাজানি, মাথাধরা, মাথাঘোরা, কার্য্যে অনিচ্ছা, দিবা-রাত্রি অস্বস্তিবোধ প্রভৃতির প্রতিকারে সিদ্ধহস্ত।

৫। **অমৃতবল্লী-কষায়**—সেবন করিলে অতি ক্ষীণ শরীরও কান্তি-পুষ্টি-লাবণ্য-সমন্বিত হয়। মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থাতে নূতন শক্তি, নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।।৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহড়ী এণ্ড কোং,** ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত শারদীয়া পূজা পর্য্যন্ত সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২।।০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।**

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্** ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

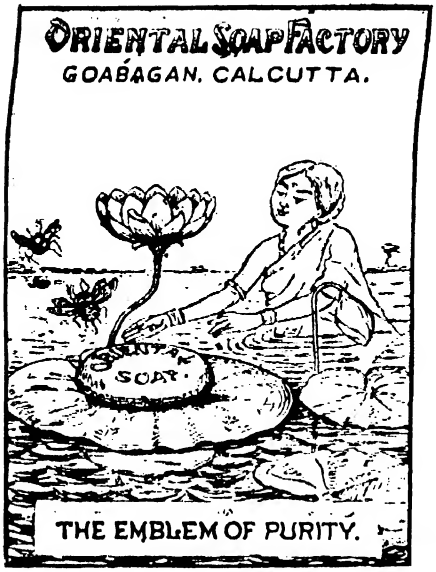

মূল্যে সুলভ

গুণে, সৌরভে

ও

স্থায়িত্বে

অতুলনীয়

—০—

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১॥০
বকুল	”	”	...	॥৵০
জেসমিন (যুঁই)	”	”	...	॥৵০
খস	”	”	...	॥৵০
গোলাপ	”	”	...	॥/০

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—“কৌস্তভ”, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwall's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's **Ague** Mixture for **Fevers, Malaria, Influenza** etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's **Ague** Pills for Malaria, **Fever, Influenza etc.** Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous **breakdown** Price ~~Rs~~ 1·8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, **Dhobi itch** etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—**“Doctor Batliwalla Dadar.”**

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৷০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1918)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,—* * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,—* * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ম্যালেরিয়ার সদ্য ফলপ্রদ ঔষধ—

"ম্যালেরিল"

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ইহা সকলেরই ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের ম্যালেরিল ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত, সুতরাং ডাকে পাঠান সুবিধাজনক ও খাইতেও কোনরূপ কষ্ট নাই। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণের ভয় থাকে না। মূল্য ২৫ ট্যাবলেট ৷৴৹ আনা, ১০০ ট্যাবলেট ২৷৹।

"গুলঞ্চের তরল সার"

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা সেবনে শরীরে বল ও অগ্নির দীপ্তি হয়। আমাদের "ছাতিমের তরল সারের" সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। ইহা সেবনে অসংখ্য রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"যমানি জল সার"

আমাদের যমানি জলসারের গুণ সর্ব্বজনবিদিত। আমরাই ইহার আদি প্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, পেটফাঁপা ও অক্ষুধাজনিত যাবতীয় রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। পেট ফাঁপিলে বা অজীর্ণ হইলে একমাত্রা সেবনেই আশু প্রতিকার হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহারে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার আমাদের এই যমানি জলসার ব্যবহার করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করুন। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ কলিকাতা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্

গত বৈশাখ মাস হইতে তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। ভারতীয় ইতিহাস, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, জীবনচরিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগপ্রতিষেধ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত মহিলাবৃন্দ এই পত্রিকা পাঠে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান প্রচারই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। কাযেই সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা মাত্র। ⁄০ এক আনার টিকেট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়। ১৩২১ ও ১৩২২ সালের "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য" বহু প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে পূর্ণ। মূল্য প্রতি সেট ৸০ আনা মাত্র।

১৫৫।৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

পত্রিকার মলাটে তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলিও সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, কাপড়ের মলাটে বাঁধাই, মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২ ; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৪৲ চারি টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র —এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী

হৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে

৪। **পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী**—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত। মূল্য ।৶৹ আনা। সদস্যগণের পক্ষে ।৹ (চারি) আনা।

৫। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। মূল্য ।৹ চারি আনা সদস্যপক্ষে ৶৹ দুই আনা।

৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি আই ই কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ॥৹ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা।

৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৮। **প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।/৹ পাঁচ আনা ও ।৹ চারি আনা মাত্র। সাধারণপক্ষে ॥৶৹ আনা ও ॥৹ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইল, শীঘ্রই বাহির হইবে।

৯। **সত্যনারায়ণের পুথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত।

১০। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ৪র্থ খণ্ড।**

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে যাঁহারা পুথি-বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি বা অন্যান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১লা আশ্বিন, ১৩২২।

সবিনয় নিবেদন,—

সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন সদস্য মাত্রেই অবগত আছেন যে, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সাহিত্য-পরিষদের গঠনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরিষদের জন্য সদস্য সংগ্রহ, সভায় পাঠের জন্য প্রবন্ধ-লেখক সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁহার আন্তরিক যত্নের পরিচয় বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন তিনি কয়েক বৎসর ইহার সহকারী সম্পাদকরূপে ইহার কার্য্যালয়ের সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট সাহিত্য-পরিষৎ চিরঋণী।

তিনি অতি দরিদ্র অবস্থায় ইহ সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি বিধবা কন্যার অন্ন-সংস্থান নাই, অন্য আশ্রয়ও নাই। আজ তিনি সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থিনী। আপনি এই বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার সাহায্যার্থ সাহিত্য-পরিষদে এককালীন কিছু অর্থ-সাহায্য পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব, ইতি।

বশংবদ

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ, পি এচ্‌ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	৮১
২।	লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৯৫
৩।	গুপ্ত-বলভী-সংবৎ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	১০৭
৪।	সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই	১২১

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta

১৩২২

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩৷৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

১ম ও ২য় শাখায়

প্রথম খণ্ড

প্রকাশিত হইয়াছে

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ

মূল্য—সাধারণ পক্ষে		১॥০
	সদস্য পক্ষে	১৲
	শাখা-সভার সদস্য পক্ষে	১।০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
কলিকাতা।

শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম*

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমি বোধ করি, তত আর কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি যে কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বেশ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার জীবনীতে তাঁহাকে পাষণ্ডদলনকারী বা বৌদ্ধ-নির্ব্বাসক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা কত দূর সত্য, তাহারই নির্ণয়কল্পে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, তিনি ৩৮৮৯ কলি-অব্দে অথবা ৭১০ শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২ বা ৩৮ বৎসর ধরাধামে বিরাজমান থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কাহারও মতে তিনি ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার কাহারও মতে তিনি পূর্ণবর্ম্মা রাজার সময় প্রাদুর্ভূত হন। অন্য লেখকের মতে তিনি পূর্ণবর্ম্মা রাজার সময় (অর্থাৎ ৬০০-৬১৫ খৃঃ) ও প্রচলিত সময়ের (৭১০ শক বা ৭৮৮ খৃঃ) মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল সময়ের আনুসঙ্গিকতা ও বিরোধ বিচার করিয়া যেটি যথার্থ বলিয়া অবধারিত হইবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে পারি।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরু-নামমালায় ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেবের পরেই গৌড়পাদ গোবিন্দ যতি ও শঙ্করাচার্য্যের নাম কথিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের পরেই পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার ধারাবাহিক নাম আছে। শঙ্করের সকল জীবনীতে গোবিন্দ যতি তাঁহার সন্ন্যাসগুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিন্ধ্যগিরিনিবাসী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তাঁহারই অনুমতিক্রমে শঙ্কর ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ ও বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ শাঙ্কর-ভাষ্যের এক স্থলে পূজ্যাতিপূজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি যে শঙ্করের গুরুর গুরু ছিলেন, ইহা অনুমান করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে শঙ্করের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দ যতি কোন গ্রন্থ রচনা করেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু গৌড়পাদ যে গ্রন্থকার ছিলেন, তাহা তাঁহার সাংখ্যকারিকাভাষ্য ও মাণ্ডুক্যকারিকা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। শুনা যায়, সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য চীন দেশের সম্রাট্ চুংএর রাজত্বকালে ৫৭০ এবং ৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং গৌড়পাদ যে উক্ত সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহা প্রকাশিত হইতেছে; কত পূর্ব্ব, তাহা শঙ্করের সময় নিরূপণের উপর নির্ভর করিতেছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শঙ্কর দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সম্ভবতঃ পশ্চিম-মালাবারে ছিল। শুনা যায়, তিনি অল্পজীবী ছিলেন; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে তিনি যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের যেরূপ মত ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এক ভগবান্ বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে সেরূপ অসম্ভব কার্য্য কেহ করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

মূলে সত্য না থাকিলে কোন মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাই বৌদ্ধমত ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদগর্ভ অদ্বৈত-মত অচিরকালমধ্যে দ্রুতগতিতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কোন মত একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহাতে কুসংস্কার অনুপ্রবেশিত হয়। এই কারণে উহা কালসহকারে কলুষভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান কালে কি নব্য, কি পুরাতন, সকল ধর্ম্মই এই কলঙ্ককালিমা দ্বারা কলুষিত হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর দশখানি উপনিষদের, ভগবদ্গীতার ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তাঁহার "পূজ্যাতিপূজ্য" গুরু গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য-কারিকারও ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্যগুলি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে উপনিষদ্‌ভাষ্য রচনা করেন, তার পর বেদান্তদর্শন-ভাষ্য রচনা করেন এবং সর্ব্বশেষে ভগবদ্গীতার ভাষ্য-রচনা করেন। কারণ, ভগবদ্গীতার স্থলবিশেষে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-মতই প্রযুক্ত হইয়াছে অথচ যথার্থতঃ সে স্থলে সেরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এ স্থলে তিনি কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের অর্থ খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন। আনন্দগিরি এ স্থলের টীকায় নীরব, কিন্তু নিঃস্বার্থ শ্রীধরস্বামী শঙ্করের ভাষ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিয়াই বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে প্রাচীন ভাষ্যকার ও শ্রীধরস্বামীর অর্থই যে সঙ্গত এবং শঙ্করের অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা পক্ষপাতশূন্য পাঠকের চিত্তে অনায়াসে প্রতিভাত হইবে। জীবনীর মতে ভগবদ্গীতাভাষ্যই শঙ্করের প্রথম রচনা।

শঙ্করের সকল ভাষ্যেই একটি পাণ্ডিত্য-ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল ও প্রসাদগুণে পূর্ণ। তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্লাঘনীয় ও অনুকরণীয়। ইহার দ্বারা তাঁহার মনের উদারতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষ্যের স্থলবিশেষ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট না হইলে তাঁহাকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের সমকক্ষ বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

পূর্ব্বে লিখিয়া আসিয়াছি, শঙ্কর মাণ্ডুক্য-কারিকার ভাষ্য লেখেন। ইহাতে গৌড়পাদ অদ্বৈত-মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; উহা উপনিষৎপ্রোক্ত অদ্বৈত-মত না বৌদ্ধমত, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদকে মায়াকৃত ও নিন্দনীয় বলিয়াছেন, আবার বিশ্বকে রজ্জু-সর্প-জ্ঞান ও মরীচিকা-জলজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহা একরূপ বৌদ্ধমত, কারণ, তাঁহারাও অদ্বয়বাদী ও মায়াবাদী। তাঁহার সময়ের বৌদ্ধপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, না মহাভারত—অশ্বমেধ-

পর্ব্ব-বিবৃত নানারূপ ধর্ম্মমতের একটি অবলম্বনের ইহা পরিণাম, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য শঙ্কর তাঁহার মতই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

ইহা যথার্থরূপে প্রাচীন ঋষিমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কপিলদেব প্রকৃতি-পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন—পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র ও নিরপেক্ষস্বভাব। প্রাচীন উপনিষদে প্রকৃতি স্বীকৃত, কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ দ্রষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তাও বটে। উভয় স্থলে প্রকৃতি-পুরুষের সংজ্ঞায় দ্বিভাবের অর্থ নিহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকারিকার স্থলবিশেষে প্রকৃতি-পুরুষ মূল-প্রকৃতি ও পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত। আবার কোন স্থলে প্রকৃতির অর্থ জড়-প্রকৃতি পৃথিবী বা চৈতন্যপ্রকৃতি স্ত্রীজাতিরূপে এবং পুরুষ জীবাত্মারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—এই জীবাত্মার মোক্ষই পরমব্রহ্ম। ভগবান্ ব্যাসদেবের গীতার সহিত এ মতের যেমন ঐক্য আছে, গীতার সহিত উপনিষদেরও তদ্রূপই সামঞ্জস্য আছে। সাংখ্য-মতে পুরুষ বা জীবাত্মা বহুসংখ্যক। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-কার্য্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশ বিভিন্ন। উপনিষৎও ইহা সমর্থন করে, ভগবদ্গীতারও ঐ মত। কিন্তু ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় স্তরের লেখক যাজ্ঞবল্ক্য পুরুষ জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম লিখিয়া পরবর্ত্তী ভাবুকগণের মস্তক ঘুরাইয়া দিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা জীবাত্মাকেও পরমাত্মা হইতে অখণ্ড ভাবিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভগবদ্গীতার তৃতীয় স্তর বা বাদরায়ণের মতের উৎপত্তি। সেই মতই গৌড়পাদ ও শঙ্করের হস্তে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছেন। যাহা গুণবিশিষ্ট, তাহা অলীক বস্তু নহে, তাহা সাকার না হইয়া যায় না, তাই প্রকৃতি সাকারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও মায়া অর্থে প্রকৃতি স্বীকৃত হইয়াছে, উহার অর্থ চিত্তের ভ্রমোৎপাদক কুহক নহে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

ইহা গীতার ভাবের প্রতিধ্বনি ও ঋষির কথার অনুমোদন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং তাহার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহারই অংশ দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। গুণময়ী প্রকৃতিকে অতিক্রম করা অপরিহার্য্য, তবে ভগবানের ভক্তই এই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং জীবজগতের মূল কারণস্বরূপা প্রকৃতিই তাঁহার পরা প্রকৃতি। এ সকল স্থলেই প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকে উড়াইয়া দিয়া কুহক বলা সত্যের অপলাপ করা; সুতরাং মায়া বা প্রকৃতি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—উহা কুহক নহে, উহা ইন্দ্রজাল সাহায্যে প্রত্যক্ষীকৃত অবাস্তব বস্তু নহে, উহা স্বপ্নদৃষ্ট অলীক পদার্থও নহে। বিশ্বকে উড়াইয়া দিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিত জ্যোতিষেরও মুণ্ডপাত করিতে হয়। সত্যশীল ঋষিগণ তাহা করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ করায় মহা পাপ আছে, ইহা কূটব্যবহারীর কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।

এই কূটব্যবহারীর জ্বালায় আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষৎ কলুষিত হইয়া আছে। ইহারা পরাক্রমশালী বৌদ্ধ নৃপতি নাগার্জ্জুনের সহযোগী ছিল। বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন বা তবলকার, ঐতরেয়, কৌষীতকী ইত্যাদি উপনিষদ্‌গুলি ইহাদেরই রচনা (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মত "বেদান্তদর্শন কাহার রচনা" শীর্ষক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত আমার প্রবন্ধ গৃহস্থ পত্রে দ্রষ্টব্য)। এগুলি প্রাচীন উপনিষদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ। ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেই যে কেহ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলিতে অনেক বেদবিরুদ্ধ কথার বর্ণনা আছে। এ স্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া রাখি যে, বেদে প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত হইয়া উপনিষদে তাহাই ব্রহ্মোপাসনারূপ চরমসীমায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। বেদের ঈশ্বর স্বর্গে বা আকাশে বিরাজমান, উপনিষদের ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। যাগ-যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ক্ষয়শীল স্বর্গই লব্ধ হয়, ব্রহ্ম লব্ধ হন না। জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে মনুষ্য আত্মার কৃপাতেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে (কঠোপনিষৎ)। এই আত্মাকে হৃদয়পদ্মে ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবার ব্যবস্থা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ্ যথা,—কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী, ভৃগুবল্লী, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। শ্বেতাশ্বতরের অনেক ভাব কঠ, মুণ্ডক, ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত; প্রভেদের মধ্যে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাতে ভগবান্ শঙ্কর বা মহেশ্বরের প্রতি সেই অভিধা প্রযুক্ত হইয়াছে। গভীর ভাবুক ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্রহ্মেরই গুণত্রয়, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবিলেও কোন দোষ নাই, তিনটিকে একভাবে চিন্তা করিলেও কোন ক্ষতি নাই—এরূপ উভয় প্রকারের চিন্তাতে মনের প্রশস্ততার বৃদ্ধি হয়। এই উপনিষদের "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং", "দ্বাসুপর্ণা" শ্লোকদ্বয় দ্বারা প্রাচীন ঋষিমত উদ্ধৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইহা মূল প্রকৃতি ও জীবাত্মাপরমাত্মাবোধক। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া ব্রহ্মোপাসনাই প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের অভীপ্সিত মত ছিল। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ যেরূপ সাত্ত্বিক চিন্তা করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ সে শক্তি ক্রমিক হারাইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের বুদ্ধিও ক্রমিক কুণ্ঠভাব ধারণ করিতে থাকে। পুরাণকারগণ ও আমরা স্বাধীন

চিন্তার নির্ম্মল স্রোত অপহেলায় শুষ্ক করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের আবিল জলে হাবুডুবু খাইতেছি।*

ভগবান্ শঙ্কর দায়ে পড়িয়া প্রকৃতি-বিলোপন-মতের পক্ষপাতী হন। তাঁহার হৃদয়ের গভীর উদারতা যে কিরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। যদি বাস্তবিক তিনি প্রকৃতি-বিলোপক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শিব, ভবানী, গঙ্গা, অন্নপূর্ণা, অপরাধক্ষমা স্তোত্রাদি কি দেখিতে পাইতাম? ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে, তিনি গুণময়ী প্রকৃতির আন্তরিক উপাসক ছিলেন; তিনি বেদান্ত-ভাষ্যের এক স্থলে তাহা স্বীকারও করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবকে অসম্বন্ধ-প্রলাপী বলিয়াছেন, আবার পাকে প্রকারে বৌদ্ধমত মায়াবাদও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ কপিলের মত খণ্ডন করিয়া, আবার মূল-প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের তুল্যতা প্রখ্যাপিত করিয়া কাপিল ও বেদান্তমতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। পরমাণুবাদ-সম্বলিত বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়া, "ন বিয়ৎ শ্রুতেঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় আকাশভূত নয়—এই বৈশেষিক-মতের বহুমান করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ কথাগুলি লিপিবদ্ধ দেখিয়া স্থূলদর্শিগণ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অভিধা দ্বারা তিরস্কৃত করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও উদারচেতাগণ তাঁহার ওরূপ ভাব দেখিয়া ধীরভাবে বিচার করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াই অবধারণ করিবেন। তিনি একটি শাস্ত্রের ভাষ্য লিখিতে বসিয়াছেন। যত দূর সাধ্য, সূত্রকারের মত স্থাপন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাতে প্রতিযোগীকে নিন্দা করিতে হয়, অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু অবসর পাইলেই তিনি দোষ পরিহার করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হৃদয় খুলিয়া প্রশংসা করিয়া লইয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি স্বীয় উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে ভাষ্যে স্বাধীন মত বিবৃত হইত। গ্রন্থকারের দোষ-গুণ উভয়ই ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হইত। শবর স্বামী ও মেধাতিথির ভাষ্যে এই ভাব দৃষ্ট হয়। কুমারিল ভট্ট বার্ত্তিকের সেই গুণ দিয়া ভাষ্যের ব্যাপ্তি সংকুচিত করিয়া যান। ভগবান্ শঙ্কর কুমারিলের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ভাষ্যে অবান্তর আনুসাঙ্গিক কথা বলিলেও গ্রন্থের বিরুদ্ধমত বলিতে সংযত রহিয়াছেন।

মেধাতিথি মনুভাষ্যে কুমারিলের কথার ভাব উল্লিখিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সময়ে কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিক যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। বার্ত্তিককার কোথাও কোথাও শব্দের প্রচলিত মূলের বিভিন্নতা দিয়াছেন। তাঁহার মতে রুদ ধাতু রোদন করা। রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্রের রুদ্রত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই "কুমারিল পক্ষ" বলিয়া

* প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের প্রমাণত্রয় ও ন্যায়দর্শনের প্রমাণচতুষ্টয় তুলনা করুন। তার পর পরবর্ত্তী কালের ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করুন। এ সকলগুলিই এক শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত কি না, একবার ভাবিয়া দেখুন।

মনুভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে শব্দের একটা ধাতু স্বীকার করিয়া তাহার শিথিল ভিত্তির উপর কাল্পনিক প্রাসাদ নির্ম্মিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে নানারূপ অবিশ্বাস্য আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার বোধ হয়, রুদ্র শব্দ রুন্ধ ধাতু রোধ করা বা রুদ ধাতু ভীষণ চীৎকার করা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ, তিনি প্রজাপতির অকর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়াছিলেন। আখেটে ভীষণ চীৎকার দ্বারা পশুগণ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; এ কারণেও পশুপতির রুদ্র নাম হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রাচীন তৈত্তিরীয়-সংহিতায় লিখিত দৃষ্ট হয়। এই কারণে রুদ্র দেবসংঘ হইতে পশুপতি উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন।

মেধাতিথি অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে উহা যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।* এ স্থলে স্পষ্টতঃ বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাই যে প্রাচীন ঋষিসম্মত অদ্বৈতবাদ, তাহার ভুল নাই। অন্ততঃ মেধাতিথির সমসাময়িক অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বিবর্ত্তই বিশ্বাস করিতেন। মেধাতিথি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-উত্তর-মীমাংসা শারীরক মীমাংসা বলিয়া কথিত হইত। অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের একমত নাই—রাজা রাজকর্ম্মচারীর উত্তম কর্ম্মের জন্য উচ্চ পদ দিতে পারেন, কিন্তু রাজপদ দিতে পারেন না ; তদ্রূপ সুকৃতী কর্ম্মানুসারে স্বর্গপদই প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন না। ইহা মীমাংসা-দর্শনের মত। বেদান্তদর্শনের মত সুকৃতী ব্রহ্মই হইয়া যান। এক ব্রহ্ম অখণ্ডভাবে সকল মনুষ্যে কি করিয়া বিরাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের বহুত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে, মেধাতিথি এরূপও তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। মনুভাষ্যে এই সকল কথার প্রসঙ্গ থাকায় আমরা দুইটি বিষয় অবগত হইতেছি ;—১ম মেধাতিথির সময় বেদান্ত-দর্শনের মত তত আদরণীয় ছিল না, ২য় সুতরাং তখনও বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য লোক-সমাজে প্রচারিত হয় নাই।

মনুভাষ্যের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা কোন্ উৎপীড়নের প্রতি ইঙ্গিত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না ; সম্ভবতঃ সুধন্বা কর্তৃক বৌদ্ধ-নিধনব্যাপার হইতে পারে। এরূপ প্রবাদ এবং উহা শঙ্করবিজয়ে লিপিবদ্ধও আছে যে, কুমারিলের শাস্ত্রবিচারে যে বৌদ্ধগণ পরাজিত হইতেন, সুধন্বা তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, তিনি হিমালয় হইতে কুমারিকার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অধ্যুষিত বৌদ্ধ ও তাঁহাদের আশ্রয়দাতা, উভয়ের প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। ইহা কত দূর সত্য কথা, তাহা বলা যায় না। সুধন্বা চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন না ; তিনি ক্ষুদ্র রাজাবিশেষ। তাঁহার নিজের রাজ্যমধ্যে তাঁহার এই খামখেয়ালী চলিতে পারে। অন্যত্র

* সমুদ্রাদ্‌বায়ুনাভিহতা উর্ম্ময়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তে চ ন ততোঽভিপশ্যন্তে নাপি লিপ্যন্তে সর্ব্বথা ভেদাভেদাভ্যাং অনির্বাচ্যা এবময়ং ব্রহ্মণো বিশ্ববিবর্ত্তঃ।

তাঁহার আজ্ঞা গৃহীত, সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ভারতের উত্তরাখণ্ড বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি। তথায় কোন রাজাই প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ-নির্য্যাতন করেন নাই। শশাঙ্ক তাহার সূত্রপাত করিতে গিয়া এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার অন্তিম জীবন সম্ভবতঃ কলিঙ্গদেশে অতিবাহিত হয়। তার পর ভারতের রাজগণ প্রজার উপর অত্যাচার করা শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেন না। যে তাহা করিতে গিয়াছে, সে নিজেই শাসিত হইয়াছে। সগর রাজা নিজ পুত্র অসমঞ্জসকে প্রজার অভিযোগে নির্ব্বাসিত করেন। নহুষ ব্রাহ্মণের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় স্বর্গভ্রষ্ট হন। বেণ রাজা অবিনয় ও কুকর্ম্মের জন্য নিহত হন। উদ্ধত নন্দ চাণক্যের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করায় উজ্জয়িনীপতি পালক শর্ব্বিলকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

আমার বোধ হয়, ভগবান্ শঙ্কর ও কুমারিল সুধন্বার একদেশবাসী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-নির্য্যাতন দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। তাই ঘৃণা ও ক্ষোভে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশবাসী হওয়া মনস্থ করেন এবং বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে রাজ্যবর্ম্মন ও পূর্ণবর্ম্মনের নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের গুণ ও নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যবর্ম্মন ও পূর্ণবর্ম্মার শিষ্টতার কথা ছান্দোগ্য-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন-ভাষ্যে অসম্ভব বস্তুর অনস্তিত্বের উল্লেখকালে পূর্ণবর্ম্মা রাজার নাম করা হইয়াছে। এই পূর্ণবর্ম্মা মগধদেশের রাজা ছিলেন। শশাঙ্ক বোধিদ্রুম দগ্ধ করিলে ইনিই দুগ্ধসিঞ্চন দ্বারা তাহা পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষার্থে বৃহৎ প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ইনিই শশাঙ্ককে বঙ্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইনি থানেশ্বর ও কান্যকুব্জাধিপতি বিখ্যাত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায়, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ধার্ম্মিকতা বহুরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই রাজ্যবর্দ্ধনই শঙ্করের ভাষ্যে রাজ্যবর্ম্মনরূপে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, পূর্ণবর্ম্মার সহিত ইহাঁরই সহযোগিতা হওয়া সম্ভব।

প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের একটি বিশেষ প্রথা এই ছিল যে, তাঁহারা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উপমা বিশদ করিয়া দিতেন। সুতরাং শঙ্কর যে রাজ্যবর্দ্ধন ও পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার "ভামতী"তে তাঁহার সমসাময়িক নৃপতি নৃগের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্কর ইহাঁদের উভয়ের একযোগে নাম করিয়াছেন। সুতরাং তাহার রচনাকালে রাজ্যবর্দ্ধন জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। রাজ্যবর্দ্ধন তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজা হন। তাহা হইলে বেশ বোধ হইতেছে যে, ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬০৪ ও ৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। রাজা পূর্ণবর্ম্মার পূর্ব্বে কোন

বন্ধ্যাপুত্র রাজা হন নাই, বেদান্তভাষ্যে পূর্ণবর্ম্মার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ত্তমান ক্রিয়াবোধক উক্তি আছে; সুতরাং বোধ হয়, উক্ত ভাষ্য তাঁহার রাজ্যকালে রচিত হয়। তখন হয় ত রাজ্যবর্দ্ধন মৃত হইয়াছেন। পূর্ণবর্ম্মা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন, রাজ্যবর্দ্ধনও সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। এত হিন্দু রাজা থাকিতে শঙ্কর ভাষ্যগ্রন্থে এই দুই নৃপতির প্রশংসার কেন উল্লেখ করেন? ইহা সমস্যা নহে, ইহাতে রহস্য আছে। পদ্মপুরাণকার সাত পাঁচ ভাবিয়া শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা আছে। সজ্জন ব্যক্তি নিরীহ ব্যক্তির নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার সাধ্য থাকিলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা পান। শঙ্কর ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী ছিলেন; সুতরাং কাহারও বিরোধ, বিশেষতঃ পরাক্রমশালী রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনি শ্রেয়ঃ-কল্প মনে করিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র, শস্ত্র নহে—শাস্ত্র। এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যার দ্বারাই তিনি অতিবড় প্রবল শত্রুকেও করায়ত্ত করিতে পারেন। নিজ দেশ বৌদ্ধদ্বেষিগণ দ্বারা আকীর্ণ। তথায় তাঁহার উপদেশ শ্রুত হইবে না, রাজাও তাঁহার সহায় হইবেন না, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর ভারতের উত্তরাখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্ণ-বর্ম্মা রাজার স্নিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিতি করিয়া স্বীয় তপ্ত হৃদয় শীতল করিলেন আর জগজ্জনকে গৌণভাবে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতে শিক্ষা দিলেন।

উত্তরাখণ্ড কখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত না। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্য মতের ন্যায় শঙ্করের মায়াবাদও এ অঞ্চলে নির্ব্বিবাদে ও নীরবে গৃহীত হইল। কিন্তু দক্ষিণদেশে ইহা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেহ শঙ্করের পক্ষ লইল, কেহ তাঁহার বিপক্ষ হইল; পুরাণগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এক ব্রহ্মপুরাণ ব্যতিরেকে যাবতীয় পুরাণ-গুলিতে শঙ্করের মায়াবাদ আলোচিত এবং কোথাও সমর্থিত ও কোথাও তিরস্কৃত হইয়াছে। শঙ্করের উদার হৃদয়ের চেষ্টায় ভগবান্ বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন—মহাভারতের শেষ সংস্করণ সময়ে তিনি সেরূপ বিবেচিত হইতেন না।

মেধাতিথি অদ্বৈত ও বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ভাব দিয়াছেন, তাহা মায়াবাদ নহে। সুতরাং তাহা শঙ্করের কথিত মতের বিরোধী। অতএব তিনি যে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি মনুভাষ্যে ও বাণভট্ট হর্ষচরিতে অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীগণের কুচেষ্টার যেরূপ উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উভয়েই সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। উভয়েই ভ্রাতা কর্ত্তৃক আবন্ত্য বা অবন্তী-অধিপতির নিধনের কথা লিখিয়াছেন। এই অবন্তীরাজের বন্ধু শশাঙ্ক হর্ষ-ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মাকে নিধন করেন, ইহা হর্ষচরিতে লিখিত আছে। গ্রহবর্ম্মার হত্যার প্রতিশোধ লইতে গিয়া রাজ্য-বর্দ্ধন হত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার আভাস মনুভাষ্যে আছে, অতএব উহা যে ৬০৪ ও ৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বেশ জানা যাইতেছে। হর্ষ অভিষেকের ৬ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি হর্ষচরিতে লিপিবদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ হিন্দু বাণভট্ট ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হর্ষের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন উজ্জয়িনীরাজের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন।—সুতরাং হর্ষচরিতের রচনাকাল ৬০৬ ও ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময় ধরা যাইতে পারে। বাণ বৈশ্যকুমার ব্রাহ্মণ রসায়নকে অষ্টাদশবর্ষদেশীয় অর্থাৎ আঠার বৎসরের নিকটবর্ত্তী বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিজ বয়ঃক্রম ও আভাসে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করেরও ভাষ্যাদি রচনাকালে ঐরূপ অল্প বয়সের কথা লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথি তাঁহার প্রতিযোগী উপাধ্যায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করায়, বোধ হয়, ভাষ্য-রচনাকালে তাঁহারও বয়ঃক্রম অল্প ছিল—সম্ভবতঃ তখনও তিনি প্রথম যৌবন অতিক্রম করেন নাই। এই সময়েই অসহিষ্ণু মনুষ্যের শত্রুর প্রতি বক্রোক্তি অধিক স্ফুরিত দৃষ্ট হয়। তিনি ভাষ্যের পূর্ব্বে স্মৃতিবিবেক নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধও রচনা করেন; তাহার প্রতিও ভাষ্যে ইঙ্গিত আছে। এইরূপে শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির গ্রন্থাবলী তুলনা করিলে তাঁহাদের জন্মসময় ও সমসাময়িক ঘটনার বিষয় নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে পারে। শঙ্কর বাণের জন্মসময় অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং মেধাতিথির ৫৮০ ও ৫৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময় নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

মেধাতিথির ভাষ্যদ্বারা তাৎকালিক অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। যেমন নামকরণ-স্থলে ভবভূতি শব্দের উল্লেখ। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বা রক্ষা-বাচক, বৈশ্যের ধনবাচক ও শূদ্রের দাসবাচক শব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে ভবভূতি শব্দ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, অথচ ব্রাহ্মণের অন্ত উদাহরণের সহিত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, ভাষ্য-রচনাকালে ভবভূতি উদীয়মান নাটককার বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। তিনি মহাকালের উৎসবযাত্রা উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে আসিয়া তাঁহার বীরচরিত অভিনয় করেন। মেধাতিথি মালববাসী ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়া প্রীত হন, তাই ভবভূতির বহুমান করিয়া ব্রাহ্মণনামের উদাহরণের সহিত তাঁহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভবভূতিও শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির সমসাময়িক কবি—তিনি যশোবর্ম্মা রাজার সভাসদ বা সমকালীন নহেন; উহা রাজতরঙ্গিণীকারের ভ্রম—সেই ভ্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পতিত হইয়াছেন। তাহা হইলে ভবভূতির বীর-চরিত বোধ হয়, ৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। মালতীমাধবের একখানি আধুনিক সংস্করণের অঙ্কশেষে এই ভাবের কথা আছে। কুমারিলের কথা মনুভাষ্যে আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনিও শঙ্কর প্রভৃতির সমকালীন ব্যক্তি, তবে তিনি শঙ্কর অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এ সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে অনুরূপ কথা আছে।

শঙ্কর পূর্ণবর্ম্মা রাজার উল্লেখ করায় এবং শ্রুঘ্ন পাটলীপুত্র জনপদের উপমা দেওয়ায় স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মহোদয় তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডবাসী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অধিকাংশ স্থলে অকাট্য দেখা যায়, কিন্তু এ স্থলে তাঁহার সিদ্ধান্তে একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়। যেহেতু ভগবান্ শঙ্কর সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে যত জীবনী ও আখ্যায়িকা আছে, দাক্ষিণাত্যের সহিত তাঁহার স্মৃতি যেরূপ বিজড়িত এবং তাঁহার ধর্ম্মমত যেরূপ তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে, উত্তরাখণ্ডে তাহার কিছুই নাই—তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় পূজিত হইতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমতগুলি গুরুবাক্যের ন্যায় বিনা পরীক্ষায় সমর্থিত ও সম্মানিত হইত। কারণ, উত্তরাখণ্ড-বাসিগণ কোন কালে ধর্ম্মমতের প্রতি বিদ্রূপ করিতে শিক্ষা করেন নাই। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্শ্বে সনাতন ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে আবহমান কাল হইতে বসবাস করিতেছে। বৌদ্ধ নৃপতিগণ শ্রমণের সহিত ব্রাহ্মণপূজার দৃষ্টান্ত পদে পদে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই গৌণ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন—তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া নিজ দেশাধিপতির প্রতি আন্তরিক ঘৃণায় দেশত্যাগী হন এবং মগধে সজ্জন বৌদ্ধ নৃপতি পূর্ণবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্রে বৌদ্ধ ভাবের অংশ প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌণভাবে উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি গ্রন্থপ্রচারকল্পে পূর্ণবর্ম্মার আনুকূল্য লাভ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, ভগবান্ শঙ্কর বৌদ্ধদলনকারী ছিলেন না। পরন্তু তিনি তাঁহাদের মায়াবাদ-মতের সমর্থক হইয়া তাঁহাদের উপকারক ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার নামে অন্যরূপ কলঙ্কারোপ করা যে স্বার্থপরগণের কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়পাদের সময় নিরূপণ ও তাঁহার অদ্বৈতমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। চরিতলেখকগণের মতে শঙ্করের সন্ন্যাস-দীক্ষাকালে তাঁহার গুরু গোবিন্দযতির ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি ৯ কি ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দীক্ষিত হন। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দযতি অনুমান ৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়পাদের তাঁহা অপেক্ষা ৫০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠতা ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে গৌড়পাদ যে অনুমান ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। তাহাতে লিখিত আছে, পুরুষ বদ্ধ হন না—বন্ধন তাঁহাতে উপচারমাত্র। প্রকৃতিই পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধা হন, সুতরাং মনুষ্যের দেহপরিগ্রহ প্রকৃতির কার্য্য। সাধনার দ্বারা পুরুষ প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইলে তাঁহার প্রকৃতি-স্পৃহার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতিকে অবলোকন করেন এবং প্রকৃতিও সতী স্ত্রীর ন্যায় পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি জানিয়া আর তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হন না—ইহারই নাম প্রকৃতিলয়—ইহাই হইল সাংখ্যমতে পুরুষের মোক্ষ। গৌড়পাদ কিন্তু মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলিয়াছেন যে, পুরুষ মুমুক্ষুও হন না, মুক্তও হন না; তাঁহার দেহবদ্ধ ভাব বা জন্মও নাই, তিনি সাধকও নহেন।* এ স্থলে তিনি সাংখ্যকারিকার বিরোধ উক্তি ত করিয়াইছেন,

---

* ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

তিনি প্রাচীন উপনিষদেরও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহাতে ব্রহ্মলাভার্থে সাধনার উপদেশ আছে ; সুতরাং শরীরাধিষ্ঠিত জীব সাধক হইলেন।* ভগবান্ গীতাতেও সাধনারূপ কর্ম্মের প্রসঙ্গ কর্ম্মযোগে বিবৃত করিয়াছেন।

গৌড়পাদ জীবাত্মা পরমাত্মাকে অখণ্ড বলেন। ইহাও তাঁহার ভ্রম। ইহাও প্রাচীন উপনিষদ্‌বিরুদ্ধ মত। তথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং সমুদ্র ও প্রবাহিতা নদীরূপে তুলিত হইয়াছেন।† গৌড়পাদের মতে মায়াপ্রভাবে এরূপ ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যদি উভয়ের ভিন্নতা স্বীকার করা হয়, তবে ব্রহ্মের জন্মও স্বীকার করিতে হয়‡। গৌড়পাদের এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-কার্য্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশের বিভিন্নতারূপ সাংখ্যমত তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে। মনুষ্যমাত্র কোন বিষয়ে পরস্পরে ঐকমত্য হয় না ; সুতরাং সকলের জীবাত্মা বিভিন্ন। তবে সকল জীবাত্মাই যে পরমাত্মার অংশ, এই প্রাচীন উপনিষদ্‌মতও মানিতে হয়। কারণ, সকল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিস্থল ব্রহ্ম।

গৌড়পাদ জগৎকে মায়া বা কুহক বলিয়াছেন—ইহাও সাংখ্যমত ও উপনিষদ্‌মতের বিরুদ্ধ উক্তি। তাঁহার মতে ইহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ এবং স্বপ্নে গন্ধর্ব্বনগর দর্শনস্বরূপ।¶ জগৎ সম্বন্ধে এ ভাব খাটে না ; কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিতজ্যোতিষ মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা হউক, ইহা গৌড়পাদের স্বাধীন চিন্তা ; সুতরাং তাহাতে ভ্রম থাকিলেও আমরা উহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

---

* কঠ উপ, ৩য় বল্লী—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।—(২য় মুণ্ড, ২য় খণ্ড ৪)

† এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।—(কঠ, ৩য় বল্লী)
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধা সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।—(২য় মুণ্ড)
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—(৩য় মুণ্ড, ২য় খণ্ড)

‡ জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্।
মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ ন তথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানো হি মর্ত্ততামমৃতং ব্রজেৎ।

¶ নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ।
স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ।

মেধাতিথি তাঁহার মনুভাষ্যে বিন্ধ্যগিরিনিবাসী সাংখ্যগণের মতের ভাব দিয়াছেন—তাহা অনেকটা মহাভারত-কথিত সাংখ্য-মতের ন্যায়। তাঁহারা তাঁহাদের মত ব্রহ্মপুরাণে প্রথম বিবৃত করিয়া যান, তাহাই বিষ্ণু আদি পুরাণে অনুসৃত হয়। বোধ করি, গৌড়পাদও সাংখ্য-মতাবলম্বী ও বিন্ধ্যবাসী ছিলেন, নতুবা তিনি সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লিখিতে যাইবেন কেন? কারণ, সমতন্ত্রা না হইলে পূর্ব্বতনগণের মধ্যে কাহারও পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় অধিকার ঘটিত না। গৌড়পাদ ও শঙ্কর সাংখ্যগণের ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন—তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনা করা না করায় কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নিষ্কর্ম্ম-ভাব বদ্ধমূল করায় সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ইহার পরিণাম যে বিষময়, যোগবাশিষ্ঠের চূড়ালার উপাখ্যান তাহার দৃষ্টান্ত। মূর্খের নিকট এইরূপ শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হইয়াছে—তাহার ফলেই অবারিত ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয়। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও আমাদের অধিকাংশ তন্ত্রে এই কুশিক্ষার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান।

অনেক জন্মের সাধনার ফলে মনুষ্য সৎস্বভাব অথবা গীতাপ্রোক্ত দৈবী প্রকৃতি লাভ করে এবং তাহাই তাহাকে অচিরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করে। কঠোপনিষদে ইহাকে আত্মার আনুকূল্য বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ ইহাকে বাসুদেবে পরা ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব ইহা লাভ করেন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, তাই তিনি তাহা মুখে ব্যক্ত করেন নাই; কারণ, অজ্ঞ ব্যক্তি সে কথা বুঝিতে পারিবে না। গৌড়পাদ ও শঙ্করও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। গৌড়পাদ শুষ্ক জ্ঞানের বর্ণনদ্বারা সাধারণের মন হরণ করিতে পারিলেন না, শঙ্কর তাহাই সগুণ ছাঁচে ফেলিয়া দেবস্তোত্রাকারে প্রকাশ করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকালিক বঙ্গসমাজ উদ্বেলিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত তাহাই নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ ভক্তিগর্ভ দ্বৈত-অদ্বৈতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি" দ্বৈতমত। জীবহিংসা ভাল নহে, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র প্রকাশ হয় না। "ছাগ মেষ মহিষ আদি কাজ কি রে তোর বলিদানে"।

তিনি ইহার দ্বারা সাংখ্যমত অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালের গানে দ্বৈত, অদ্বৈত, সাংখ্য—তিন মতই উক্ত হইয়াছে। "বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ", ইহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ, কি গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ; কারণ, তিনি পরেই বলিতেছেন,—

"যা ছিল ভাই তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হলে সে মিশায় জলে॥"

এ স্থলে জলের বিম্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ হইতেছে এবং ইহাই প্রাচীন উপনিষদের মত। গৌড়পাদ ঘটাকাশ স্বীকার করিয়াও ঘটের অস্তিত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মত দোষশূন্য নহে। এখানে প্রসাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও

ভক্তিগর্ভ অদ্বৈতবাদের নিকট গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুষ্ক অদ্বৈতবাদ নিষ্প্রভ—উহার নিকট ইহাকে নিশ্চয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে।

আমার শাস্ত্রগুরু পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার "শঙ্কর ও শাক্যমুনি" নামক গ্রন্থে শঙ্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন এবং পদ্মপুরাণে শঙ্করের নাম ও মায়াবাদের নিন্দার উল্লেখে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত; তাঁহার হৃদয়, মন ও মুখে পরস্পরের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইলেও তিনি লোক-সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংযতমুখ হইয়াছেন।

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "ষড়্‌দর্শন" গ্রন্থে শাস্ত্রসম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিতে গুরুজনের অভিসম্পাতের আশঙ্কা করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক একজন ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহার অন্তরাত্মা শাস্ত্রপাঠে যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছে, তাহাতে মনও সায় দিয়াছে, তাই তাহা স্বতঃ মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছে। আমি গুরুজনের পাদপদ্মে আত্মমত নিবেদনমাত্র করিয়াছি। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন; সুতরাং আমার তাঁহাদের অভিসম্পাতের আশঙ্কা অতি অল্প। আমি যাঁহার ভক্ত, তিনি আমাকে অকারণ অভিশাপ হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনিই তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার কথার ধীর বিচারে প্রবৃত্ত করিবেন এবং অবশেষে আমার মতের পক্ষপাতী করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদভাজন করাইবেন। ইহা আজ না হউক, এক দিন হইবেই হইবে।

অকিঞ্চনের স্বভাব, যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ তুলনা করিয়া, ভাষা, ভাব, রীতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া পাঠ করে। এই কারণে আমি ঈশ্বরকৃপায় অচিরে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই, এই কারণে আমি মহাভারতে চারিটি সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি, ভগবদ্গীতার তিনজন লেখক অবধারণ করিতে পারিয়াছি; ভারতে তিন জন কালিদাসের অস্তিত্ব নিরূপিত করিয়াছি। প্রথম কালিদাস খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে অথবা প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার যৌবন-রচনা মেঘদূত ও কুমার-সম্ভব, প্রৌঢ়-রচনা রঘুবংশ; তাঁহার যৌবন-রচনা বিক্রমোর্ব্বশী, তাঁহার প্রৌঢ়-রচনা শকুন্তলা। দ্বিতীয় কালিদাস হর্ষবর্দ্ধনের পরে প্রাদুর্ভূত। মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধ ইহাঁরই রচনা। উদ্ভট শ্লোকে কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যে প্রচলিত, তাহা সম্ভবতঃ ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া—কারণ, ভবভূতি ঐ সময়েরই লোক। তৃতীয় কালিদাস জনৈক প্রবঞ্চক; "জ্যোতির্বিদাভরণ" ও "নলোদয়" তাঁহার রচনা বলিয়া বোধ হয়। এইগুলিতে হেমচন্দ্র সূরির অভিধান-চিন্তামণির শব্দরাশির আত্মশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কালিদাস হেমচন্দ্রের বহু পরবর্ত্তী কালের লোক। ইনি দাক্ষিণাত্যের মাথুর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপে আমি অনেক শঙ্করের অনুসন্ধান পাইয়াছি। আমার মতে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের লোক। স্বর্গীয় তেলাং মহোদয় তাঁহাকে গৌড়ীয় বলিয়াছেন। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকের টীকায় জনৈক গণিতজ্ঞ ভট্ট শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও অনেক-

গুলি শঙ্করের নাম শ্রুত হওয়া যায়। একজন সত্যপীরের পাঁচালী-রচয়িতাও আছেন। "নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণং" এই ভণিতাযুক্ত স্তোত্র শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রচারিত। ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবাসী এবং আধুনিক ব্যক্তি। ইহাঁর প্রাদুর্ভাবকাল ১৫০—২০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। ইহার ভাষা, ভাব ও রীতির সহিত অন্নপূর্ণাস্তোত্র ও অপরাধক্ষমা স্তোত্রের ভাষা, ভাব ও রীতির বিস্তর প্রভেদ। এ দুইটিতে হিন্দুস্থানী ভাবের সম্পূর্ণ আঘ্রাণ পাওয়া যায়। একজন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষের অভিলাষী, অন্য জন মোক্ষাভিলাষী নহেন। ভাষ্যকার শঙ্কর জ্ঞানমার্গের পথিক; সুতরাং অন্নপূর্ণা ও অপরাধক্ষমাস্তোত্র তাঁহার রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। এগুলিতেও ভাষ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ-গুণ বর্ত্তমান।

যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না—ভাষা তাঁহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করে;—শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, মেধাতিথি ও শঙ্করের রচনায় এই ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ভাল লেখকের অনেকেই অনুকরণ করিতে যায়; কিন্তু দৈব অনুকূল না হইলে অনুকরণ ফলবান্ হয় না। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুকারিগণের রচনায় সজীবতা নাই। ঘটকর্পরের যমক সরস ও হৃদয়ানন্দকর; প্রত্যুত প্রতিদ্বন্দ্বী কালিদাসের নলোদয় নীরস ও বিরক্তিকর। কালীভক্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ ভণিতাযুক্ত কবিতাগুলি কি মধুর ও হৃদয়স্পর্শক—ভাব ও ভাষা অনুগতা পরিচারিকার মত আজ্ঞাকারিণী হইয়াছে; কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচনায় যেমন শব্দ-যোজনার অসঙ্গতি দেখা যায়, তেমনি ভাবের মস্তকেও লগুড়াঘাত পড়িয়াছে। এইগুলি হৃদয়ে রাখিয়া সুধীসমাজ আমার প্রবন্ধের বিচার করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি*

লখ্‌নৌ কত দিনের সহর এ সম্বন্ধে লখ্‌নৌ অঞ্চলে প্রবাদ আছে—অযোধ্যাধিপতি রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই লখ্‌নৌ সহর প্রতিষ্ঠা করেন। (Vide Imperial Gazetteer, (1908), Vol. XVI. p. 182)। এরূপ প্রবাদও আছে—রামচন্দ্র ঘর্ঘরা পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লক্ষ্মণকে জায়গীর দিয়াছিলেন। সেই ভূখণ্ডমধ্যে লক্ষ্মণ লছমনপুর গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মচ্ছিভবন কেল্লার মধ্যে যে লছমনটিলা নামে উচ্চ ভূখণ্ড পড়িয়া আছে, এই স্থানেই সুপ্রাচীন লছমনপুর অবস্থিত ছিল। (Gazetteer of the Province of Oudh, 1877, Vol. II. p. 364)।

এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রামচন্দ্রের এরূপ ভূমিদানের কথা নাই। বিশেষতঃ ভাষাতত্ত্ব-বিচারে লক্ষ্মণপুর বা লছ্‌মন্‌পুর নাম হইতে 'লখ্‌নউ' শব্দের নামোৎপত্তি হইতে পারে না। লক্ষ্মণপুর বা লছমন্‌পুর নামই এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত। তবে মচ্ছিভবনের মধ্যবর্ত্তী 'লক্ষ্মণটিলা' নাম হইতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলে কোন এক সময়ে লক্ষ্মণ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন, লক্ষ্মণটিলার নিকট তাঁহার রাজভবন থাকারই সম্ভাবনা। এই স্থান উপযুক্তরূপে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন নিদর্শন বাহির হইতে পারে। লখ্‌নৌ নগরীর সহিত যে তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমার মনে হয়, উক্ত লক্ষ্মণ নৃপতির নামানুসারে এই নগরী এক সময়ে লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশে প্রথমে লখ্‌নৌতী এবং অবশেষে লখ্‌নৌ নামে খ্যাত হইয়াছে। সুতরাং লখ্‌নৌর আদি পরিচয় বাহির করিতে হইলে, এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ নৃপের সন্ধান ও সেই সঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর প্রসঙ্গও বাহির করিতে হইবে।

লখ্‌নৌ যাদুঘরে পরমমাহেশ্বর শ্রীমহারাজ লক্ষ্মণের একখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। এই তাম্রপট্টে লিখিত আছে,—

"ওঁ স্বস্তি জয়পুরাৎ পরমমাহেশ্বরঃ শ্রীমহারাজলক্ষ্মণঃ কুশলী ফেলাপর্ব্বতিকাগ্রামে ব্রাহ্মণাদীন্ প্রতিবাসিকুটুম্বিনঃ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং বোস্ত যথৈষ গ্রামো ময়া মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে কৌৎসসগোত্রায় বাজসনেয়িসব্রহ্মচারিণে মাধ্যন্দিনায় ব্রাহ্মণরেবতিস্বামিনেগ্রা-হারোতিসৃষ্ট" ইত্যাদি।

এই শাসনাংশ হইতে মনে হয়, পরমমাহেশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ জয়পুরে অবস্থানকালে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রেবতিস্বামী নামক এক ব্রহ্মচারীকে ফেলাপর্ব্বতিকা নামক গ্রামে অগ্রহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই তাম্রপট্টের সর্ব্বশেষে "দূতকশ্চাত্র শ্রীমহারাজনরবাহনদত্তঃ সংবৎসরশতেষ্টপঞ্চাশদুত্তরে জ্যৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমাস্যাং লিখিতং বলদেবেনেতি ১৫৮।" এই অংশ হইতে বুঝা যায়, ১৫৮ অনির্দ্দিষ্ট সংবতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় উক্ত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রপট্টের লিপিগুলি দেখিলে উহা খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া মনে হইবে। এ অবস্থায় ১৫৮ সংবৎ অঙ্ককে গুপ্তসংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ৪৭৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমরা মহারাজ লক্ষ্মণকে পাইতেছি। মহারাজ লক্ষ্মণ একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কারণ, নরবাহন দত্ত নামক একজন মহারাজ তাঁহার শাসনপত্রের দূতক হইতেছেন।

মহারাজ লক্ষ্মণের উক্ত তাম্রপট্টখানি বর্ত্তমান আলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কোসাম্ নামক স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী পালী নামক গ্রামে এক স্বর্ণকারের গৃহে ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও পরে লখ্‌নৌ যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। ডাক্তার ফুহরের (Dr Fuhrer) ঐ পালী গ্রামকেই তাম্রশাসনোক্ত "ফেলাপর্ব্বতিকা" বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পুরের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই।*

তাম্রশাসন এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান পালী গ্রামকে ফেলাপর্ব্বতিকা বলিতে আমরা কিন্তু প্রস্তুত নহি। এক স্থানের তাম্রশাসন অনায়াসেই বহু দূরদেশে নীত হইতে পারে। যেমন কামরূপপতি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বেনারস জেলার অন্তর্গত কুমৌলী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে, অথচ যেমন কুমৌলী গ্রামের সহিত বৈদ্যদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কথন কেহ স্বীকার করিবেন না। দূর আসাম হইতে কাশীবাস উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন আনিয়া থাকিবেন, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন নগরী কোশাম্ব নামক স্থানে আগমন উপলক্ষে মহারাজ লক্ষ্মণের প্রাচীন শাসন-পত্রখানিও সঙ্গে আনিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ফেলাপর্ব্বতিকার বর্ত্তমান নাম পালী না হইয়া অপভ্রংশে "ফেলা পাহাড়ীয়া" বা "ভেলা পাহাড়ী" হওয়াই সঙ্গত।

তাম্রপট্টে প্রথমেই যেরূপ "জয়পুরাৎ" লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ তাম্রশাসনে ঐরূপ স্থানে "জয়স্কন্ধাবারাৎ" পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণের "জয়পুর জয়স্কন্ধাবার" সম্ভবতঃ জয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান উনাব জেলায় কানপুর হইতে প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং উনাব সহর হইতে প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমোত্তরে পরিয়ার নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থান পূর্ব্বে "মহারণ্য" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বনবাসকালে সীতা দেবী এই মহারণ্যে অবস্থান করিতেন। এইখানেই লব-কুশ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং কুশ নিজ নামে এই স্থানে 'কুশাম্বী' নামে সুপ্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। (Oudh Gazetteer, 1878, Vol. II. p. 562)।

---

* Epigraphia Indica, Vol II. p. 364.

এ দিকে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, উপরোক্ত পরিয়ার হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত 'কুসুম্বী' নামক স্থান পর্য্যন্ত মহারণ্য ছিল, এই মহারণ্যের পূর্ব্বসীমায় রাজা কুশ নিজ নামে "কুশপুরী" বা "কুশাম্বী" নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান উনাব সহর হইতে ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে আযুধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ধারে কুশুম্বী নামে একটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অদ্যাপি বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা কুশপুরী বা কুশাড়ীর মেলা নামেই খ্যাত। মেলায় অর্দ্ধ লক্ষের অধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে। এখানকার কৌশাম্বী দেবীর সম্মুখে এই মেলা হয়। এই সময়ে দেবীর সম্মুখে শত শত ছাগ বলি হইয়া থাকে। এই সময়ে বহু দূরদেশ হইতে যাত্রী আসে ও এখানে নানা দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ৮।১০ দিন মেলা থাকে। এই মেলা হইতেই এই স্থানের প্রাচীনতা ও রাজর্ষি কুশের স্মৃতি রক্ষা হইতেছে।

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—কুশাম্ব, অমূর্ত্তরজা, বসু ও কুশনাভ। পিতার আদেশে এই চারি জনের মধ্যে কুশাম্ব কৌশাম্বী পুরী, অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য, বসু গিরিব্রজ এবং কুশনাভ মহোদর নামে পুরী স্থাপন করেন। (রামায়ণ, ১।৩২।১—১০)।

সম্ভবতঃ রাজর্ষি কুশের রাজধানী কুশপুরীর পার্শ্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশাম্ব কৌশাম্বী-পুরী পত্তন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কুশপুরী ও কৌশাম্বী অধুনা কুশাড়ী ও কুশুম্বী নামে পরিচিত হইতেছে। এই কুশুম্বীর উত্তরে চারি মাইলের মধ্যে জয়ৎপুর নামে আর একটি প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। কুশুম্বী হইতে জয়ৎপুর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন স্মৃতিনিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ছিল। এখানকার রেলপথ প্রস্তুতকালে সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী উক্ত জয়ৎপুরই মহারাজ লক্ষ্মণের তাম্রশাসন-বর্ণিত জয়পুর বলিয়া মনে হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ পরমমাহেশ্বর বা পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান উনাব জেলার সর্ব্বত্রই শৈব প্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুপ্রাচীন কৌশাম্বীপুরী ও বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থ-বর্ণিত কৌশাম্বীপতি উদয়নের রাজধানী বৎসপত্তন অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। চীন-পরিব্রাজকগণ কৌশাম্বী রাজ্যে আসিয়া উদয়নের যে প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বতন্ত্র।

বর্ত্তমান লখ্‌নৌ জিলার পার্শ্ববর্ত্তী রায়বরেলী জিলার সলোন তহশিলের মধ্যে "জাইস" নামে এক অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, ইহার নামান্তর উদয়ননগর বা উদয়নগর। উর্দ্দু ভাষানুরাগী স্থানীয় অধিবাসীরা বলিতে চান, মাহ্মুদ গজনীর সময় তাঁহার এক সেনাপতি আসিয়া এখানে তাম্বু গাড়িয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তাম্বুকে 'জৈস' বলে। তাহা হইতে এই স্থানের নাম 'জাইস' হইয়াছে। উর্দ্দু তাম্বু ও সংস্কৃত স্কন্ধাবার একই অর্থ। এরূপ

স্থলে জয়স্কন্ধাবার হইতে জাইস নাম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পদ্মাবৎ-প্রণেতা মালিক মুহম্মদ এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে এই স্থানের জাইস ও উদীনগর নাম দৃষ্ট হয়। এই জাইস সহরের পার্শ্বে এখনও বহু উচ্চ স্তূপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এই সুপ্রাচীন জাইস নগর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেলাভেলা, ভেলাথরা, ভেলাটিকাই, ভেলা পাহাড়ীয়া নামে পাশাপাশি কএকখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে পুরাতন দেবকীর্ত্তি বা অগ্রহারের ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই, ইহার মধ্যে কোনটি তাম্রশাসনোক্ত ফেলাপর্ব্বতিকা হইতে পারে। মহারাজ লক্ষ্মণের জয়স্কন্ধাবার বা জাইস কত দিনের, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সহিত তাহারও কিছু সংস্রব আছে, পরে প্রকাশ পাইবে।

রামায়ণোক্ত কোশলের বিশাল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলে পর নানা পুরাণ এবং প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, এই প্রদেশে শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরী খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে পুরাণে আছে,—

"শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

(লিঙ্গপুরাণ, ৬৫।৩৪)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় (যুবনাশ্বের পৌত্র) শ্রাবস্তিপুত্র মহাতেজা বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও পাইতেছি,—

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে যে, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। এই গৌড়দেশ প্রাচীন কোশল-রাজ্যেরই অংশ। অযোধ্যাপ্রদেশের বর্ত্তমান গোণ্ডা জেলাই উক্ত গৌড়দেশ। তবে এখন গোণ্ডা জেলার যে আয়তন, উক্ত গৌড়দেশের আকার তদপেক্ষা অনেক বড় ছিল, সন্দেহ নাই।

সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্তনিপাত পাঠে জানা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ বাবরি বুদ্ধদেবের নিকট একদল লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৌশাম্বী, তৎপরে সাকেত (অযোধ্যা) ও অবশেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৌশাম্বী ও শ্রাবস্তী প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত হইলেও কৌশাম্বী হইতে শ্রাবস্তী যাইতে হইলে সাকেত বা অযোধ্যা হইয়া যাইতে হইত। এ অবস্থায় অযোধ্যার দক্ষিণ দিকে কৌশাম্বী এবং উত্তরে শ্রাবস্তী হইতেছে।

বর্ত্তমান আলাহাবাদ জিলায় প্রয়াগ হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে করারি পরগণা মধ্যে 'কোসাম' নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই 'কোসাম'কেই অনেকে প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখানকার করুরাগড়ের একখানি খোদিত লিপিতে "কৌশাম্ব-

মণ্ডল" লিখিত থাকায়, এই কোসামের পূর্ব্বনাম কৌশাম্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রামায়ণ, বৌদ্ধগ্রন্থ এবং চীনপরিব্রাজক ফাহি-এন্ ও যুঅন্-চুঅঙের বিবরণী অনুসরণ করিলে বর্ত্তমান কোসাম্‌কে পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ-বর্ণিত সুপ্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যুঅন-চুঅঙের কোশাম্বী প্রয়াগ হইতে ৫০০ লি (প্রায় ৮০ মাইল) এবং ফা-হিএনের কোশাম্বী বারাণসী হইতে ১৩ যোজন (প্রায় ১০৪ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। যুঅন-চুঅঙ্ দূরত্ব সম্বন্ধে গোল না করিলেও দিক্ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে গোল আছে। তাঁহার বিবরণী অনুসারে প্রয়াগ হইতে প্রায় ৫০০লি দক্ষিণপশ্চিমে কোশাম্বী, আবার কোশাম্বী হইতে প্রায় ৫০০লি পূর্ব্বে বিশাখ (অযোধ্যা), আবার বিশাখ হইতে প্রায় ৫০০ লি উত্তর-পূর্ব্বে শ্রাবস্তী। এ দিকে চীনপরিব্রাজক ফা-হিএনের মতে বারাণসী হইতে ১৩ যোজন উত্তর-পশ্চিমে কোশাম্বী এবং বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গের মতে সাকেতের ৬ যোজন পূর্ব্বে শ্রাবস্তী অবস্থিত। এরূপ স্থলে যুঅন্-চুঅঙের লেখকের লিপিপ্রমাদে 'উত্তর-পশ্চিম' স্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কোশাম্বীর রাজা উদয়নের জন্য এই স্থান নানা প্রাচীন কথা-গ্রন্থে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উদয়নের প্রসিদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই রাজধানী 'উদয়ন-নগর' নামেও খ্যাত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এখনও স্থানীয় লোকে পূর্ব্ববর্ণিত জায়সী বা জয়পুর স্কন্ধাবারের তৎপূর্ব্বনাম উদয়ন-নগর বা উদয়িনগর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ঐ নামটিও কৌশাম্বীপতি উদয়নের স্মৃতিই বহন করিতেছে।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ও চীনপরিব্রাজকদ্বয়-নির্দ্দিষ্ট দূরতা লক্ষ্য করিলেও উদয়ন-নগর বা বর্ত্তমান জায়সী নামক প্রাচীন স্থানকেই আমরা অন্যতম সুপ্রাচীন কৌশাম্বী রাজধানী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রয়াগের সীমা হইতে জায়সী উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৬০ মাইল এবং বারাণসী হইতেও উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১০৬ মাইল, জায়সী হইতে অযোধ্যা পূর্ব্বোত্তরে প্রায় ৬০ মাইল এবং অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী (বা বর্ত্তমান গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত রাপ্তীনদী-তীরস্থ সহেট-মহেটও) প্রায় ৬০ মাইল হইবে। যুঅন্-চুঅঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রয়াগ হইতে কোশাম্বী যাইবার পথ বন্য হস্তী ও হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যময় ছিল। এরূপ স্থলে নিবিড় বনমধ্য দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে কোশাম্বী যাইতে হয়, এ কারণ বর্ত্তমান ৬০ মাইলের স্থানে তিনি প্রায় ৮০ মাইল লিখিবেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ ও চীনপরিব্রাজকগণের বর্ণিত দূরতার প্রতি লক্ষ্য করিলে সহসাই অনুমিত হয় যে, প্রয়াগ হইতে কোশাম্বী রাজধানী উদয়ন-নগর যতটা, আবার কোশাম্বী হইতে সাকেত ততটা, পুনরায় সাকেত হইতে শ্রাবস্তীও প্রায় তত দূর। এই সকল আলোচনা করিলে উদয়ন-নগর বা জায়সীকে কোশাম্বীপতি উদয়নরাজের রাজধানী বৎসপত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। চীন-পরিব্রাজকগণ এখানে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু দেবকীর্ত্তিই অধিক দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক এতদঞ্চলে

মহারাজ লক্ষ্মণের ন্যায় পরমমাহেশ্বর নৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত শৈব প্রভৃতি হিন্দুগণেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈবাদির দেবকীর্ত্তি যে বহুলপরিমাণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক কোশাম্বীর প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়া এখানে ৫০টি দেবমন্দির ও ১০টি বিধ্বস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদয়ন নৃপতির রাজধানী বলিয়াই এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা উদয়ন চন্দনকাষ্ঠের উপর যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, চীন-পরিব্রাজক এখানকার প্রাচীন রাজভবনের বেষ্টনীর ভিতর ৬০ ফুট উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে সেই অলোকসামান্য বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Watters, Vol. I. p. 358)।

বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই উদয়নের জন্ম। প্রথমে তিনি অতিশয় বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, অবশেষে বুদ্ধভক্তা রাজমহিষীর গুণে তিনিও একজন প্রধান বুদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন (দিব্যাবদান, ৩৬শ অব•)। উদয়নের প্রতিষ্ঠিত সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধমূর্ত্তি চীনদেশে আনীত হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজকের জীবনীর লেখকের মতে এই মূর্ত্তি শূন্যমার্গে খোতনে গমন করিয়াছিলেন (Watters, I. p. 369)।

যাহা হউক, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ কথাগ্রন্থে কোশাম্বীপতি উদয়নের খ্যাতি যথেষ্ট বর্ণিত আছে। উদয়নের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জায়সী নগরের উপকণ্ঠে এখনও পড়িয়া আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সমস্তই ভড়রাজাদিগের চুর্ণাবশেষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। নগরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর ও বৃহৎ এক প্রাচীন জুম্মা মস্‌জিদ রহিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, এইখানে ভড়রাজাদিগের এক অতি বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির ছিল। ভড়দিগকে তাড়াইয়া ও সেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই মাল-মসলায় বর্ত্তমান মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজিদের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। কোন কোন স্থানে মাটিচাপা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বা বুদ্ধমূর্ত্তির আভাস আছে। এই সকল স্মৃতি দেখিলেই মনে হইবে, প্রাচীন শৈব বা বৌদ্ধ দেবমন্দিরের সুপ্রাচীন উপকরণ লইয়াই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমার মনে হয়, চীন-পরিব্রাজক যে হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই উপকরণে উক্ত সুপ্রাচীন মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদে এখানকার যে অতি প্রাচীন সুবৃহৎ দেবালয়ের কথা শুনা যায়, সেই অতি প্রাচীন দেবালয়টি সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত চন্দন-খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি-ভুক্তি উদয়নের প্রতিষ্ঠিত মন্দির বলিয়া মনে হয়। এখানকার বনিয়াদি হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তীও আছে যে, ঐ দেবালয়-প্রতিষ্ঠাতাই এক সময় এই সহর বসাইয়াছিলেন। এই প্রবাদ হইতেও যেন এখানেই চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত উদয়নের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান জাইস সহরে বহু কাল হইতে মুসলমান-প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে, এখনও এখানে মুসলমান শেখদিগেরই একমাত্র প্রতিপত্তি দেখা যায়। তাহাদের যত্নে উক্ত প্রাচীন মস্‌জিদ্ ব্যতীত

অপর সুবৃহৎ মস্‌জিদ্‌ ও অতি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল মুসলমান কীর্ত্তি-নির্ম্মাণকালে স্থানীয় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিসমূহের বিধ্বস্ত উপকরণের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হইয়া থাকিবে, তাই আজ কৌশাম্বীর সুপ্রাচীন রাজধানী উদয়ন নগর বা প্রাচীন জাইস সহরে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তিরাজির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে গজনীর সুলতান মাহ্মূদ ভারতের অন্যতম প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী কৌশাম্বী নগর লুণ্ঠন বা ধ্বংস করিবার জন্য এখানে যে সময়ে তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, সেই সময়েই মুসলমান-অত্যাচার-ভয়ে এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এখানকার বণিক্‌ ও ধর্ম্মপরায়ণ অনেক হিন্দু অধিবাসী কয়্‌রা দুর্গের নিকট যমুনাতীরে বর্ত্তমান কোসাম্‌ নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হেতু এই স্থানও কোশাম্ব নামে পরিচিত হয়, তাই পরবর্ত্তী কালে উৎকীর্ণ কয়্‌রা দুর্গের শিলালিপিতে 'কৌশাম্বমণ্ডল' নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রাচীন কৌশাম্বীর যে সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গেই মহারাজ লক্ষ্মণের তাম্রশাসন আনীত হইয়া থাকিবে। তৎকালে আরও কতিপয় লোক উত্তর-পশ্চিমে বর্ত্তমান লখ্‌নউ নামক সহরের নিকট আসিয়া বাস করেন। এখনও লখ্‌নউ সহরের বনিয়াদী কোন কোন হিন্দুপরিবার তাঁহাদের পূর্ব্ববাস 'জাইস' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই পুরাণ ও বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কৌশাম্বী বা উদয়ন নগর এবং শ্রাবস্তী গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টি সূরি-চরিত ও প্রভাচন্দ্র সূরি-রচিত প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, গৌড়দেশে লক্ষণাবতী নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এখানে ধর্ম্ম নামে কোন নৃপতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আধিপত্য করিতেন। বপ্পভট্টিসূরি-চরিতে লিখিত আছে, কান্যকুব্জপতি আমরাজ গোপগিরি দুর্গে অবস্থান করিতেন। কিন্তু প্রভাবক-চরিতের মতে কান্যকুব্জেই তাঁহার রাজধানী ছিল। উক্ত তিনখানি জৈন গ্রন্থের মতেই কবিবর বাক্‌পতি মহারাজ যশোবর্ম্মা, তৎপুত্র আমরাজ ও ধর্ম্মের সভায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাক্‌পতি আমরাজ ও ধর্ম্মের সম-সাময়িক হইতেছেন। বাক্‌পতি নিজ গৌড়বধকাব্যে কান্যকুব্জই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ যশোবর্ম্মা-কমলায়ুধের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রভাবক-চরিতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরাজকেও আমরা কান্যকুব্জে অধিষ্ঠিত মনে করিতে পারি। বাক্‌পতি গৌড়াধিপকে 'মগধনাথ' বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করেন এবং গৌড় পর্য্যন্ত জয় করেন। আবার তাঁহার পৌত্র জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের অধিপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর গৌড়পতি জয়ন্তকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে মনে করা যাইতে পারে, পশ্চিমে কান্যকুব্জের সীমা ও উত্তর-

পশ্চিমে শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বারাণসী-সীমা হইতে পূর্ব্বে বঙ্গ পর্য্যন্ত 'গৌড়রাজ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে যে গৌড় অযোধ্যাপ্রদেশ বা উত্তর-কোশলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, বিষ্ণুশর্ম্মার বা মহারাজ লক্ষ্মণের সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাহার আয়তন আরও কিছু বাড়িয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্রমে মগধ, বরেন্দ্র ও বঙ্গ পর্য্যন্ত এক গৌড়-সাম্রাজ্য বলিয়া কিছু দিন পরিগণিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এ সময়ের মগধ-পতিই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন। মহারাজ যশোবর্ম্মা সেই গৌড়-মগধপতিকে পরাজিত ও বিনাশ করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই গৌড়পতির বধবৃত্তান্ত উপলক্ষ্য করিয়াই বাক্‌পতির 'গউড়বহ' বা 'গৌড়বধ' কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, বাক্‌পতি সেই গৌড়-পতির নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ যশোবর্ম্ম-কমলায়ুধের আক্রমণে সম্ভবতঃ সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। আবার খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে মহারাজ জয়ন্ত সেই পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবক-চরিত হইতে জানিতে পারি, যে সময়ে পাটলিপুরে জিতশত্রু রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে জৈনাচার্য্য সিদ্ধসেন এখানে বাস করিতেন। মহারাজ যশোবর্ম্মা আমরাজের মাতা যশোদেবীকে ভালবাসিতেন না, তাঁহার নির্ব্বাসনকালে আমরাজের জন্ম হয়। আচার্য্য সিদ্ধসেন মাতা ও পুত্র উভয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা মৃত্যুকালে পাটলিপুর হইতে আমরাজকে আনাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আদেশ দিয়া যান।

প্রায় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বৎসরাজ গৌড়সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মরুদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর মাৎস্য-ন্যায়ের বশীভূত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য নানা ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। সেই মাৎস্য-ন্যায়ের যুগে প্রজাসাধারণের যত্নে গোপালদেব প্রথমে বঙ্গের বা প্রাচ্যগৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ভূপতি ধর্ম্মপাল। ভারতের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই ধর্ম্মপাল বঙ্গপতি ও গৌড়পতি উভয় নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্গেই তিনি রাজ্য করিতেন। তৎপরে সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রভাবকচরিত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত জৈনগ্রন্থ-সমূহে ইনি গৌড়পতি 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মতে 'লক্ষ্মণাবতীতে' তাঁহার কিছু দিন রাজধানী ছিল।

বপ্পভট্টিসূরি-চরিত ও প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,—(পূর্ব্বে বর্ণিত) আচার্য্য সিদ্ধসেনের প্রধান শিষ্য বপ্পভট্টিসূরি আমরাজের গুরু ছিলেন, তৎপ্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি গৌড়াধিপ ধর্ম্মের সভায় চলিয়া আসেন। এই আগমন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—"দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ গৌড়দেশান্ বিহরন্ লক্ষ্মণাবতীনাম্ন্যাঃ পুরো বহিরারামে সমাবাসাসীৎ তত্র পুরধর্ম্মো

নাম রাজা" অর্থাৎ কিছু দিন (বপ্পভট্টি) গৌড়দেশের মধ্যে বেড়াইয়া লক্ষ্মণাবতী নাম্নী নগরীর বাহির উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। সেই নগরে ধর্ম্ম নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি বপ্পভট্টির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন। কিছু দিন পরেই আবার আমরাজ গুরুকে কৌশলক্রমে নিজ রাজসভায় আনাইয়াছিলেন, তাহাতে গৌড়পতি ধর্ম্ম আমরাজের উপর চটিয়া যান। এই সময় উভয় নৃপতির মধ্যে কিছু দিন মনোমালিন্য চলিয়াছিল। মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য আমরাজ গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মের সভায় লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষে শাস্ত্রীয় বিচার-সংগ্রাম চলিবে। যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি নিজ রাজ্য-সম্পদ্ অপরকে প্রদান করিবেন। যাহা হউক, বপ্পভট্টির কৌশলে আমরাজের পক্ষই অন্যায় বিচারে জয়ী হইলেন ও গৌড়পতিও আপনার রাজ্য-সম্পদ্ আমরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরাজও নিজ অন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি পুনরায় ধর্ম্মকে প্রত্যর্পণ করিয়া উভয়ে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

উক্ত জৈন গ্রন্থানুসারে আমরাজগুরু বপ্পভট্টি ৮৯৫ সংবতে (৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) ৯৫ বর্ষ বয়সে পঞ্চত্ব লাভ করেন। এ অবস্থায় ৮০০ সংবৎ বা ৭৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বপ্পভট্টির আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিতে হয়। প্রবন্ধ-কোষের মতে ৮১১ সংবতে বা ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বালক আমরাজেরই প্রার্থনায় বপ্পভট্টি সূরিপদ লাভ করেন। আমরাজ বৃদ্ধ বয়সে স্তম্ভতীর্থ, গিরনর, প্রভাস প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৮৯০ সংবৎ বা ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মগধতীর্থে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ৭৫৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরাজ বিদ্যমান ছিলেন। এ দিকে গৌড়ের পালরাজ-বংশের পূর্ব্বেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পালবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জপতি আমরাজ সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে উক্ত জৈন গ্রন্থত্রয়-বর্ণিত গৌড়াধিপ ধর্ম্ম ও আমাদের গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

উক্ত জৈন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, আমরাজ ও তাঁহার গুরু বপ্পভট্টি প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

৭৫১ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মার মৃত্যু হয়। তৎকালে আমরাজের বেশী বয়স হয় নাই। তিনি মন্ত্রিগণের চেষ্টাতেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই যশোবর্ম্মার অপর পুত্র বা আত্মীয় বজ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া সমস্ত পঞ্চালের অধিপতি হইয়াছিলেন। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাম্নী নাটিকায় পঞ্চালপতি-বিজয়ী বজ্রায়ুধের কান্যকুব্জ প্রবেশের প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ কিছু কাল পরে আমরাজ নিজ পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হইলেও তাঁহার অবাধ্য ও দুর্দ্ধর্ষ পুত্র ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসন ছাড়িয়া

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল কাটাইতে হইয়াছিল। জৈন হরিবংশ হইতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ ৭০৫ শকে বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাপথে রাজত্ব করিতেছিলেন। জৈন গ্রন্থসমূহে ইনি ইন্দুক নামেই পরিচিত।* গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র নারায়ণ-পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূপী চক্রায়ুধ নামক (ইন্দ্ররাজের) পিতাকে সেই রাজশ্রী অর্পণ করিয়াছিলেন।† আবার ধর্ম্মপালের নিজের খালিমপুর-লিপিতে দেখা যায়, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাঁহার সাধুবাদ দান করাইতে করাইতে হর্ষোৎফুল্ল পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়া ধরাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।‡

উক্ত পালবংশের দুইখানি তাম্রশাসন হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ-পতি ইন্দ্রায়ুধকে জয় করিয়া পঞ্চাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক এখানে তাঁহার অভিষেকের আয়োজন হইলেও তিনি প্রকৃত অধিপতি চক্রায়ুধ আমরাজকেই কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। খালিমপুরের লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ লিপি-প্রদানকালে পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু চক্রায়ুধ আমরাজকে পুনরায় তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবার সময় এবং ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি সামন্তরাজগণের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার জন্য সম্ভবতঃ লক্ষ্মণাবতী বা বর্ত্তমান লখ্‌নউ নগরেই তিনি কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালেই তাঁহার সহিত আমরাজের বন্ধুত্ব জন্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতনামা আচার্য্য তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন।

প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবক-চরিতে ধর্ম্মের অধিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী নগরী গৌড়দেশের অন্তর্গত অথচ গৌতমী বা গোদাবরী-তীরবর্ত্তী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডু ঐ স্থান দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাহার কারণ এই, আম-রাজ লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করিবার সময় গোদাবরীতীরস্থ খণ্ডোবার মন্দির দর্শন করিয়া

* কোন কোন ঐতিহাসিক 'ইন্দুক' স্থানে 'দন্দুক' এইরূপ বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনাথপিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়।"
—(নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি)

‡ "ভোজৈঃ মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীর-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জস্সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন।"

নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গৌড়দেশ নামে কোন জনপদ বা লক্ষ্মণাবতী নামে কোন নগরের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানেই খণ্ডোবা দেশের মন্দির আছে। এই নামটীও বেশী প্রাচীন নহে। শঙ্করাচার্য্যের সময় এই দেবতা মল্লারি নামেই পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহু লোক এই মল্লারি দেবের উপাসক ছিলেন। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয় হইতে জানিতে পারি যে, শঙ্করাচার্য্য মল্লারি মতাবলম্বিগণকে পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় সমস্তই এই মল্লারি বা খণ্ডোবার ভক্ত ও খণ্ডোবার ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির দেখা যায়। এ অবস্থায় খণ্ডোবার মূর্ত্তি ধরিয়াও স্থান নিরূপণ হইতে পারে না। উক্ত জৈনগ্রন্থকারগণ দাক্ষিণাত্য বা গুর্জ্জরের অধিবাসী। তাঁহারা গোদাবরীর অন্য প্রাচীন নাম গোমতী সকলেই অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ বপ্পভট্টিসূরির মূল চরিতাখ্যায়িকায় গোমতী পাঠই ছিল। তৎপরে লিপিকর প্রমাদে 'গোমতী' স্থানে 'গোতমী' হইয়া পরে নানা লেখকের হস্তে গোতমীর নামান্তর গোদাবরীতে পরিণত হওয়া ও তদনুসারে বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান লখ্‌নউ সহর গোমতী তীরেই অবস্থিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধর্ম্মপাল যখন বঙ্গপতি বলিয়াও ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, এবং বাঙ্গালা দেশেই বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অদ্যাপি প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়-রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, তখন এই লক্ষ্মণাবতীকে জৈনগ্রন্থবর্ণিত রাজপুরী বলিয়া ধরিতে আপত্তি কি?

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মালদহ জেলায় লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌড়পতি ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীতে যে কোন কালে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। যখন একাধিক জৈনগ্রন্থকার একবাক্যে ধর্ম্মের রাজপুরী লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সময়ে অর্থাৎ মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠার বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে অন্য লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উক্ত লক্ষ্মণাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও কৌশাম্বী বা পূর্ব্বোক্ত কুশুম্বী গৌড়দেশের একটী প্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক যুঅন্ চুঅং আসিয়া বৎস রাজধানী উদয়ন নগরের ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দু মন্দিরাদিরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় এই স্থান প্রাচীন রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীর তৎকালীন রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় ঠিক পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কুশুম্বী হইতে ২২ মাইল এবং জয়ৎপুর হইতে ১৭১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বর্ত্তমান লখ্‌নউ সহর, এদিকে জাইস্ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে লখ্‌নউ হইতেছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এই প্রদেশ কৌশাম্বী, বিশাখ বা অযোধ্যা এবং শ্রাবস্তী এই তিনটী রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যের আয়তন ৬০০ লি অর্থাৎ

১০০০ বর্গমাইলের উপর ছিল, এরূপ অবস্থায় জাইস হইতে লখ্‌নউ পর্য্যন্ত তৎকালীন কৌশাম্বী রাজ্যের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণের আধিপত্যকালে উনাব হইতে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ সম্ভবতঃ তাঁহার শাসনাধীন হইয়া ছিল। এই সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ গৌড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, তাহা বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলা বাহুল্য, এ সময়ে বর্ত্তমান লখ্‌নউ সেই গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল এবং মহারাজ লক্ষ্মণের নামানুসারে সেই সময় হইতে 'লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গুপ্ত-বলভী-সংবৎ*

পূর্ব্বাভাষ

বিক্রম-সংবৎ প্রভৃতির ন্যায় গুপ্তসংবৎ নামে একটা সংবৎ আছে; কাব্য-সাহিত্যাদিতে এ সংবতের কোন নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না; তবে গুপ্তরাজাদিগের মুদ্রা এবং কতিপয় প্রাচীন লিপিতে গুপ্ত-কাল বা গুপ্তাব্দের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত-সংবৎ নামে এক অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে গুপ্তাব্দের প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে নেপালে এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে গুপ্তাব্দের ব্যবহার ছিল। গুপ্তদিগের পর বলভীরাজগণ এই সংবতের প্রচলন বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। কাঠিয়াবাড়ের নিকটে যে সমস্ত দেশ আছে, তাহাদের সকল স্থানেই এই সংবৎ "বলভী-সংবৎ" নামে প্রচলিত। নেপাল হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত এক সময়ে এই সংবতের প্রচলন ছিল। গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে; ইহার মাস পূর্ণিমান্ত।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ-কাল লইয়া অনেক দিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে Princep, Troyer, Mill প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতককে গুপ্ত-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিৎ Edward Thomas সর্ব্বপ্রথম স্থির করেন যে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দ গুপ্তদিগের অভ্যুদয়-কাল। আরব-জ্যোতির্ব্বিৎ আবুরিহান অল্‌বিরুণীর ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত কতকগুলি উক্তির ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৫৪ খৃঃ মেজর জেনেরল্ ক্যানিঙ্‌হম্ ভিলসার বৌদ্ধস্তূপ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তগণ নিশ্চয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন (Bhilsa Topes, p, 138)। ১৮৫৫ খৃঃ টমাস সাহেব লাসেনের মত[১] অবলম্বন করিয়া ১৫০ হইতে ১৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্তরাজগণের অভ্যুত্থান-কাল স্বীকার করেন (J. A. S. B. Vol. XXIV.)। কিছু কাল পরে ক্যানিঙ্‌হম ও টমাস উভয়েই মত পরিবর্ত্তন করেন। গুপ্তরাজগণের শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ সংবৎ ও শক-কাল এক,—টমাস এই মত প্রচার করেন (Fleet, Vol. III. p. 32)। ক্যানিঙ্‌হম্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৬৮-৬৯ খৃঃ গুপ্ত-সংবৎ আরব্ধ হয় (Indian Eras, pp. 53—59)। ক্যানিঙ্‌হম্, ফর্গুসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথমেই টমাসের প্রথম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) Indische Alterthumskunde, Vol. II.

যে, গুপ্তগণ বলভীদের সমসাময়িক ; আর তাঁহারা দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু পরে মুদ্রা ও লিপি-প্রমাণ হইতে এগুলি ভুল বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর টমাস-আবিষ্কৃত ৩১৯ খৃষ্টাব্দই যে গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

এই সময় পণ্ডিতমণ্ডলী বিচার করিয়া দেখিলেন যে, গুপ্তগণ একপ্রকার 'অব্দ' ব্যবহার করিতেন; গুপ্তদিগের মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই অব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ্ সাহেব সাঁচী-স্তূপের উপর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের লিপি দেখিয়াছিলেন। এই লিপির কাল ইহাতে খোদিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই[১]। পরে লিপি-কালের পাঠোদ্ধার হইলে, লিপিকাল '৯৩' বলিয়া স্থির হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অনেকগুলি সৌরাষ্ট্রীয় রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করেন। এই বৎসর ভূপালের ইরণ-স্তম্ভলিপিতে তিনি দেখিতে পান যে, উহা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ বর্ষে নির্ম্মিত বলিয়া খোদিত আছে। এই লিপির কাল অক্ষর-সংযোগে লিখিত ছিল, কাজেই সহজেই পাঠ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে Wilson সাহেব, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে Princep সাহেব আরও কতকগুলি নূতন তথ্যের অবতারণা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করেন যে, বুদ্ধগুপ্ত ১০৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোরখপুরের কুহৌনস্তম্ভে Princep সাহেব (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) অপর একটি সময়ের উল্লেখ দেখিতে পান[২] এবং তাহার পাঠোদ্ধার করেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠানুসারে স্তম্ভলিপিটি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল হইতে ১৩১ বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall উহা কথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া যে পাঠ উদ্ধার করেন, তদনুসারে লিপিটি স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ১৪১ বর্ষ পরে উৎকীর্ণ হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার পাঠানুসারে লিপিটি গুপ্ত-সংবতের ১৪১ বর্ষে খোদিত। এই সময় তিনি স্কন্দগুপ্তের একখানি নবাবিষ্কৃত অনুশাসনও প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৪৬ গুপ্তাব্দ অঙ্কিত ছিল। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) Hall সাহেব ১৫৬ ও ১৬৩ গুপ্তাব্দের দুইখানি ভূমিদান-পত্র প্রকাশ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ গুপ্তসংবতের অনেক তারিখ সংগৃহীত হয়। এই সমস্ত গুপ্তাব্দ হইতে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়। প্রথম প্রথম পণ্ডিতগণ এই গুপ্তাব্দকে শকাব্দ বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Hon'ble E. C. Bayley ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত এইরূপ ছিল। Major General Cunningham'ও পূর্ব্বে শকাব্দ ও গুপ্তাব্দ অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন,

(১) J. A. S. B. Vol. VI, pp. 452—457.

(২) J. A. S. B. Vol. VII. pp. 36.

কিন্তু তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সমুদয় শিলালিপির সময় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এ মত অত্যন্ত ভ্রান্ত। তিনি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ-কালকে অর্থাৎ ১৬৬ খৃষ্টাব্দকে গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ বলিয়া মনে করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিদ্বদ্মণ্ডলী এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের কালের আলোচনা করিলে, এই বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আর এক বংশীয় রাজগণের রাজ্য-কাল নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাঁরা বলভীরাজ। গুর্জ্জরের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলভীপুর ইহাঁদের রাজধানী ছিল। বলভী কাঠিয়াবাড়ের গোহিলবাড় বিভাগস্থিত বর্ত্তমান বলেম বা 'বলা'[১]। পণ্ডিতগণ বলভীদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন।

য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কর্ণেল টড্ (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) সর্ব্বপ্রথম বলভীরাজবংশের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কতকগুলি জৈন-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া টড্ তাঁহার রাজস্থানের পুরাবৃত্তে বলিয়াছেন যে, গহলোত রাজপুতগণ হয় বলভীপুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, না হয় তাঁহারা তাহা অধিকার করেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর কোন সময়ে সঙ্ঘটিত হয়[২]।

তিনি বিশেষ করিয়া কয়েক জন রাজকুমারের নাম করিয়াছেন। কনকসেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিজয়প্রমুখ কয়েকজন কতকগুলি নগর নিশ্মাণ করেন। এই বংশের শেষ নরপতি শীলাদিত্যের রাজত্বকালে বলভীপুর বৈদেশিক জাতি-দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে W. H. Wathen দুইখানি তাম্রফলক সর্ব্ব-সাধারণ সমক্ষে সমানয়ন করেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে এই তাম্রফলকগুলি তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হন। এই তাম্রফলক হইতে বলভীবংশের প্রায় তাবৎ রাজাদিগের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার তিন বর্ষ পরে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Prinsep সাহেব এই বংশের আর একটি নূতন রাজার নাম সংযোগ করিয়াছেন। এই রাজার নামটি তিনি Burns-আবিষ্কৃত Kaira-তাম্রফলক হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে Dr. Bühler আরও দুইটি রাজার নাম বাহির করেন।

কর্ণেল টড বলেন, বলভী রাজাদিগের একটি অব্দ ছিল, তাহার নাম বলভী-সংবৎ ; ইহার প্রথম বর্ষ =৩১৯ খৃষ্টাব্দ। Wathen সাহেব কর্ণেল টডের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বলভীদিগের ভূমিদান-পত্রের সময় বলভী-সংবৎ দ্বারাই স্থির করিয়াছেন। ভূমিদান-পত্রে ৪১১ অব্দ অঙ্কিত আছে—সুতরাং বলভীগণ যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দী

(১) Indian Ant, 1902, p. 333, Gaz. Bom. Press. Vol. I. part I. p, 125 ; Indian Ant. 1903, p. 49.

(২) Indian Ant. 1902, p. 333 ; Gaz. Bom. Press. Vol. I. part I. p. 125 ; Ind. Ant. 1903, p. 49.

পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩১৯ খৃঃ হইতে ৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন, তাহা Wathen সাহেব স্থির করেন (১)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Princep সাহেব এই বিষয়টির পুনরালোচনা করেন। তিনি বলেন, বলভী-দানপত্রগুলির 'অব্দ' বিক্রমাব্দ; কেন না, যখন বলভী-সংবৎ বলিয়া উল্লেখ নাই, কেবল সংবতের উল্লেখ আছে, তখন এইগুলি ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ বিক্রম-সংবৎ-দ্যোতক (২)। দশ বৎসর পরে (১৮৪৮ খৃঃ) টমাস্ বলেন যে, দানপত্রের 'সংবৎ' শব্দে শক-সংবৎই বুঝায় (৩)। Dr. Bhandaji ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (৪) এবং Prof. Bhandarkar ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (৫) টমাসের মতেরই পোষকতা করেন। Bhandarkar কিন্তু দুই বৎসর পরে এ মত পরিত্যাগ করেন (*Ind. Ant. Vol. III. p. 304*)। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Dr G. Bühler একখানি নবাবিষ্কৃত ভূমিদান-পত্র হইতে সপ্রমাণ করেন যে, বলভীদিগের দানপত্র-গুলির অব্দ 'শকাব্দ'দ্যোতক নয়—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একখানি নূতন দানপত্র হইতে তিনি দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ করেন যে, ষষ্ঠ শীলাদিত্যের অপর একটি নাম ধ্রুবভট। য়ুয়ন-চয়ঙ্ও যে তাঁহাকে এই নামে বুঝিতেন, M. Eugene Jaquet চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৩৬ খৃঃ) তাহা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Ferguson শক-সংবৎ ও গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে V. A. Smith গুপ্তবংশের স্বর্ণমুদ্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে Fleet সাহেবের Gupta Inscriptions প্রকাশিত হয়। এক বর্ষ পরে প্রাচীন গুপ্ত-বংশের মুদ্রাতত্ত্বে অনেক নূতন কথার আলোচনা হইয়াছিল। Bhitari মুদ্রা ১৮৮৫ খৃঃ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৯ খৃঃ V. A. Smith ও Hoernle দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের Bhitari মুদ্রা Bengal Asiatic Societyর পত্রে (LV, pt. I.) প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ E. Douin Bhitari মুদ্রার আলোচনার সঙ্গে গুপ্তাব্দের আলোচনা করেন। ১৮৯১ খৃঃ G. Buhlerএর গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে ও Rapsonএর গুপ্তমুদ্রা সম্বন্ধে মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (Die Indischen Inscriften এবং Wiener Zeitscher. f. die k. des morgenl; Notes on Gupta coins)। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মহাসভায় V. A. Smith গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অনেক-গুলি গুপ্তলিপির আবিষ্কার হয়। ব্রহ্মদেশে দুইটি লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই গুপ্ত-বাকালক-দানপত্রেরও আবিষ্কার হয়। এইগুলির বিবরণ Arch. Sur. Prog. Rep. Burmes 1894, pp. 15-20এ প্রকাশিত হয়। K. B. Pathak (Ind. Ant. ১৯১২, পৃঃ ২১৪) গুপ্ত-বাকালক-দানপত্রের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) J. A. S. B. Vol. IV. pp, 478, 497. Ind. Ant. Vol. VII. p, 80.
(২) J. A. S. B. Vol. XII. pp. 354, 367, 368.
(৩) J. R. A. S. Vol. XII.
(৪) Bom. R. P. S. Vol. VII. pp. 232, 233.
(৫) Ind, Ant. Vol I. pp. 45, 61.

১৯০৩-৪ খৃঃ Arch. S. Annual Rep. (1903-4 pp. 101-22 pts. XL-XLII)এ ঘটোৎকচগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-মহিষীর Basarh-মুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭-৮ খৃঃ Arch. Sur. Progr. Rep. of N. Circle (1907-8 p. 39)এ প্রথম কুমারগুপ্তের ১১৭ গুপ্তাব্দাঙ্কিত Baradi Dih লিপির বিবরণ বাহির হয়। ১৯০৯ খৃঃ ঐ লিপি J. A. S. Bতে (Vol V. N. S. p. 457) উহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এই বৎসর প্রথম কুমার-গুপ্তের ১১৩ গুপ্তাব্দাঙ্কিত ধানাইদহ তাম্রলিপির বিবরণ J. A. S. Bতে (p. 459) বাহির হয়। ইহার পর ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় I. A. ৩১৯ খৃষ্টাব্দকে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর তিনি তাঁহার বাঙ্গালার ইতি-হাসেও তাহাই লিখিয়াছেন।

গুপ্ত-সংবৎ

ফ্লীট সাহেব (Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III) ভারতীয় শিলালিপি নামক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেন, গুপ্ত-বলভী-সংবতের প্রারম্ভ-সম্বন্ধে মুসলমান-জ্যোতিষী অল্-বেরুণী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অমূলক। যত দিন ফ্লীটের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, তত দিন অনেকেই বেরুণীর মতের পোষকতা করিতেন। বেরুণী বলেন, বলভী-সংবৎ শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শক-সংবৎ হইতে ৬-এর 'ঘন' এবং ৫-এর 'বর্গ' (২১৬+২৫=২৪১) বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই বলভী-সংবৎ। গুপ্ত-সংবৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গুপ্তগণ অত্যন্ত দুষ্ট ও পরাক্রমশালী ছিল; আর গুপ্তবংশ ধ্বংস হইবার পরও লোকে গুপ্ত-সংবৎ ব্যবহার করিতে থাকে। গুপ্ত-সংবৎ শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে আরব্ধ হইয়াছিল। "শ্রীহর্ষ-সংবৎ ১৪৮৮=বিক্রমসংবৎ ১০৮৮ =শকসংবৎ ৯৫৩=গুপ্ত বা বলভী-সংবৎ ৭১২।" [Al Beruni's India, Original Arabic Text, Ch. 49, p. 204-6].

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বেরুণী দেখাইতেছেন—বিক্রম ও গুপ্ত-সংবতের মধ্যে ৩৭৬ বৎসরের ব্যবধান; সুতরাং গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ ৩৭৭ বিক্রম-সংবতের সমান। গুপ্ত-সংবৎ ১=২৪২ শকসংবৎ; অতএব শকাব্দ ও গুপ্ত-বলভী অব্দের মধ্যে ২৪১ বৎসরের ব্যবধান। এই মত যে সত্য, তাহা দেখাইতে গিয়া অনেকে তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে নব নব পরিকল্পিত মতের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ওল্ডেনবর্গ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "ইরণ"-স্তম্ভের উপরে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে স্থির করেন যে, গুপ্তসংবৎ ১৬৫=৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ভাণ্ডারকারও অধ্যাপক ছত্রের [Kero L. Chattre] সাহায্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লীটের মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটারসন বৎসভট্টির মান্দাসর প্রশস্তির কালনিরূপণ করেন; এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, ৪৯৩ মালববর্ষ কুমারগুপ্তের রাজত্বকালেই পড়িয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৪৯৩ বর্ষ ৯৬-১৩০ গুপ্ত-

সংবতের মধ্যে পড়িতেছে। পিটারসন দেখাইয়াছেন, মালবাব্দই বিক্রমাব্দ। অধ্যাপক কীলহর্ণও কিছু দিন পূর্ব্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বেণ্ডাল সাহেব নেপালে একটি গুপ্তাব্দ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর হইতেই ডাক্তার বুহ্লার বেরুণীর মতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া এই গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে থাকেন; ফলে তিনি দেখেন যে, ৩৩০ [গুপ্ত-] সংবতের ধরসেনের 'খেড়া' অনুশাসনে মলমাসের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বুহ্লারের মতে ৩৩০ সংবৎ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ। এগুলি গুপ্তাব্দ-সম্বন্ধে ছোট-খাট রকমের আলোচনা। বস্তুতঃ ফ্লীট সাহেবই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, তাঁহার 'গুপ্ত-লিপি' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাবতীয় মত-বাদের উল্লেখ করিয়া স্বয়ং যুক্তি-জাল বিস্তারপূর্ব্বক গুপ্তাব্দের এক নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন। ফ্লীটের এই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভারতেতিহাস-অনুশীলনকারী প্রত্যেক ঐতিহাসিকই গুপ্তাব্দের প্রারম্ভকালকে ১০০ বা ১৫০ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন; অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দই গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ-কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ-বর্ষ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে একটু-আধটু মতভেদও লক্ষিত হয়। ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলেন, ৩১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দের সূচনা, ফ্লীট বলেন, ৩১৯।২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরব্ধ হয়। অবশ্য এক আধ বৎসরের পার্থক্যে বড় কিছু আসিয়া যায় না। যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষের নিখুঁত তুলাদণ্ডে সময় পরিমাণ করিবার সম্যক্ সুবিধা না থাকে, সেইখানেই সাধারণতঃ এইরূপ একটু পার্থক্য থাকিয়া যায়। ফ্লীট, ভাণ্ডারকার, কীলহর্ণ—ইঁহারা ত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি, দানলিপি প্রভৃতি পড়িয়াছেন। আমাদের কিন্তু এমনই একটা স্বাতন্ত্র্য, এমনই একটা বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব যে, পাণ্ডুলিপি, দানলিপিতে তারিখ দিবার সময় যদি বর্ষ দিতে হয়, তবে তাহা এমনই ভাবে দেওয়া হইবে যে, তাহা অতীতাব্দ কি না, বুঝিবার যোটি থাকিবে না। এ ছাড়া সময়াদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মারাত্মক রকমের ভ্রম-প্রমাদেরও অসম্ভাব থাকে না।

ফ্লীট সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় গুপ্তাব্দের ব্যুৎপত্তি-সময়ের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি এইরূপ ;—

১। প্রাচীন লিপি প্রভৃতিতে এমন কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া গুপ্তদিগকে এই অব্দের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। গুপ্ত-কাল বা গুপ্তাব্দের সামান্য অপভ্রংশপদ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেরুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৯)

২। জ্যোতিষিক বা ঐতিহাসিক কাল-গণনার ফলে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ৩২০ খৃষ্টাব্দে এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, যাহা হইতে এই অব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৩। কোন বলভী-রাজকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কারণ, ৩২০ গুপ্ত-সংবৎ পর্য্যন্ত বলভীগণ সেনাপতি মাত্র (Feudatory Maharajas) ছিলেন।

৪। শ্রীগুপ্তকে এ পর্য্যন্ত প্রথম গুপ্তরাজ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইঁহারও রাজ্যাধিরোহণকালে এই অব্দের প্রবর্ত্তন হইতে পারে না; কেন না, সপুত্র তিনি Indo-Scythic রাজাদিগের অধীনে মহারাজ বা Feudatory মাত্র ছিলেন।

৫। তবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতে পারিত; কেন না, এক সময়ে তিনি স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যদি এইটুকু অনুমান করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এইটুকুও ধরিয়া লইতে হইবে যে, গুপ্ত মহারাজাধিরাজদিগের রাজত্বকাল নিতান্ত অল্পকালস্থায়ী ছিল। কথাটা এই, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণকাল ৯৪ বা ৯৫ গুপ্ত-সংবৎ, তৎপুত্র কুমারগুপ্ত ১৩০ গুপ্তাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র পর্য্যন্ত চারি পুরুষ হইতেছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে যদি গুপ্তাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র পর্য্যন্ত, এই চারি পুরুষে অন্ততঃ ১৩০ বৎসর—অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। হিন্দু রাজাদিগের পক্ষে উপর্য্যুপরি চারি পুরুষে গড়পড়তা ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করা একরূপ অসম্ভব; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয় না।

৬। ৩২০ খৃষ্টাব্দে যে গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ, তাহার একরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ৩২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে একটা অব্দের প্রচলন আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, গুপ্তাব্দের প্রচলন ভারতবর্ষে হয় নাই। ফ্লীটের মতে যাহা গুপ্তাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্বপ্রথম নেপাল প্রদেশে প্রচলিত হয়। নেপালের লিচ্ছবিরা এক প্রাচীন ও প্রতাপান্বিত জাতি। ইঁহারা প্রায় ৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম জয়দেবের অধীনে নেপাল জয় করেন (Dr. Bhagawanlal's Not. Ins. No XV)। সম্ভবতঃ নেপাল-জয়ের সময় হইতে এই বর্ষ-গণনা চলিয়া আসিতেছে; অথবা নেপালে যে শাসন-প্রণালী ছিল, তাহার উচ্ছেদে রাজতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার কাল-স্মরণার্থ এই সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গুপ্ত-বংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের সম্বন্ধ ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এক লিচ্ছবিরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যার পিতা প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়াও বোধ হয়; কারণ, সমুদ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজের দৌহিত্র বলিয়া খ্যাতি ও গৌরব ছিল। অধিকন্তু হরসেনের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, নেপালরাজ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিতেন। গুপ্তবংশীয়গণ যে নেপাল ও নেপালপ্রচলিত অব্দ পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহা হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

ফ্লীট সাহেবের পুস্তকের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায়;—

Bendal	No 1.	Sambat 316 = AD. 635
Bhagawanlal	No 1.	„ 386 = AD. 705

Bhagawanlal No 2.	„	413 = AD. 732/33
„ No 3.	„	435 = AD. 754
„ No 4.	„	535 = AD. 854

উপরিকথিত সংবৎগুলি লিচ্ছবি-সংবৎ হইলে ফ্লীট সাহেবের মতই যে সমীচীন, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নেপালে যে ঐ সংবৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, উক্ত তালিকা-পাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হরসেনের প্রশস্তি অনুসারে নেপালকে সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্য বলিয়া ধরিলে, নেপালরাজ যে গুপ্ত-সংবৎই নেপালে প্রচলিত করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? বাণের মতানুসারে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের ঠাকুরী-বংশের রাজারা হর্ষ-কাল ব্যবহার করিতেন; সেইরূপ ইঁহারাও গুপ্ত-সংবৎ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, ৩১৮ বা ৩১৯ সংবতের নেপালের খোদিত লিপিতে গুপ্ত নামের আভাষ পাওয়া যায়।

নেপাল বরাবরই একটি সামান্য রাজ্য। কি বিস্তারে, কি জন-সংখ্যায়, এটি তেমন একটি বড় রাজ্য নয়। লিচ্ছবি রাজারাও নেপাল জয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কোনও প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এমন কি, নেপাল-জয়ের পরও ভারতে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে তাঁহাদের শাসনাধিকার ছিল (Dr. Bhagawanlal's Nepal Ins. No. XV)। খুব সম্ভব, পাটলিপুত্রের লিচ্ছবি-রাজগণ পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ইঁহাদেরই মধ্যে কাহারও কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ এই বিবাহ-সূত্রেই চন্দ্রগুপ্ত "মহারাজাধিরাজ" হইবার সুযোগ পান। চন্দ্রগুপ্ত যখন "মহারাজাধিরাজ" হয়েন, তখনই ঐ সমারোহ উপলক্ষ্য করিয়া গুপ্ত-সংবৎ প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব; তবে ফ্লীট সাহেবের আপত্তি এই যে, হিন্দু রাজপরিবারের পক্ষে চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের এ সন্দেহ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি স্বয়ংই তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ১৩১ পৃষ্ঠে পরবর্ত্তী চালুক্য-রাজবংশের চারি পুরুষের মোট রাজত্বকাল ১৩০ বৎসর দেখাইয়াছেন। জৈন মেরুতুঙ্গের সময়ানুক্রমিক তালিকা হইতে গুর্জ্জরের চালুক্য-রাজবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম রাজার রাজত্ব-কাল নিম্নে বিবৃত হইল;—

৫ সংখ্যা ১ম ভীম, বিক্রম-সংবৎ ১০৭৮-১১২০ = ৪২ বৎসর

৬ „ ১ম কর্ণ, ১ম ভীমের পুত্র বিঃ সং ১১২০-১১৫০ = ৩০ বৎসর

৭ „ জয়সিংহ, ১ম কর্ণের পুত্র বিঃ সং ১১৫০-১১৯৯ = ৪৯ বৎসর

এই তিন রাজার রাজত্বকাল মোট ১২১ বৎসর হইল, অর্থাৎ দেখা গেল, প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন।

উল্লিখিত তালিকাটি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তথাপি একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম ভীমের সর্ব্বপ্রথম যে খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহার তারিখ

১০৮৬ বিক্রম-সংবৎ। সর্ব্বপ্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে ভীম মামুদের সোমনাথ-অভিযানের সময়েও ৪১৪।১৫ হিজরায় বা ১০২৩।২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০২৩।২৪ খৃষ্টাব্দ দক্ষিণাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮০ বিক্রম-সংবৎ বা উত্তরাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮১ বিক্রম-সংবৎ।

মহাবীর-চরিতে হেমচন্দ্র জয়সিংহের মৃত্যুকাল সমর্থন করিয়াছেন। মহাবীর-চরিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী, কুমারপাল মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে ১৬৬৯—৪৭০=১১৯৯ বিঃ সংবতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মেরুতুঙ্গের বর্ণিত সময়গুলি বিশ্বাস-যোগ্য। তিন পুরুষে গড়পড়তা প্রত্যেকে ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল। জয়সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল, প্রথম কর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র; সুতরাং তিনি পুরুষানুক্রমে জয়সিংহের পরবর্ত্তী হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজা হইয়া ১২২৯ বিক্রম-সংবৎ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি আমরা উপরের মোট গণনায় তাঁহার রাজত্বকাল অর্থাৎ ৩০ বৎসর যোগ করি, তাহা হইলে চারি পুরুষে সর্ব্বসমেত ১৫১ বৎসর পাই; অর্থাৎ চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়পড়তা ৩৭¾ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, এইরূপ উদাহরণও পাই।

ফ্লীট সাহেবের তালিকায় পূর্ব্বাঞ্চলবাসী চালুক্য-রাজগণের রাজত্ব কাল এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে;—

সংখ্যা ৮—বিষ্ণুবর্দ্ধন	৩,	৩৭ বৎসর
„ ৯—বিজয়াদিত্য	১, ৮ সংখ্যকের পুত্র,	১৮ বৎসর
„ ১০—বিষ্ণুবর্দ্ধন	৪, ৯ „ „	৩৬ বৎসর
„ ১১—বিজয়াদিত্য	২, ১০ „ „	৪৪ বা ৪৮ বৎসর

চারি পুরুষের মোট রাজত্ব-কাল ১৩৫ বা ১৩৯ বৎসর, গড়ে প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল ৩৩¾ বা ৩৪¾ বর্ষ। যখন এইরূপ অখণ্ডনীয় উক্তি পাওয়া যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ ঘটনা অসম্ভব?

এখন দেখা গেল, ৩১৮ বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ। শুধু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নয়, দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেও, এমন কি, পঞ্চম শতাব্দীতেও এই সংবতের সহিত গুপ্ত নামের সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে; সুতরাং এ অব্দটি যে কোন গুপ্তরাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রথম দুই গুপ্ত 'মহারাজ' মাত্র ছিলেন, কাজেই ইঁহাদের কাহারও দ্বারা এ সংবতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে না। গুপ্তবংশীয় তৃতীয় রাজা ঐ বংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এই অব্দকর্ত্তা ছিলেন, এরূপ বুঝিতে হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত লচ্ছবি-রাজকন্যার বিবাহ-ঘটনা গুপ্তবংশীয়গণ গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন, ফ্লীট সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজের দৌহিত্র বলিয়া সম্মা-

নিতও হইতেন। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে, এক সময়ে লিচ্ছবিরাজবংশের যথেষ্টই প্রতাপ ছিল। এমনও বোধ হয়, চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্যাকে বিবাহ করায় লিচ্ছবিরাজের সাহায্যে তিনি সমুন্নত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে 'মহারাজাধিরাজ' পর্য্যন্তও হইয়াছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় কুমারদেবীর নাম ও 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটি পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত নয় যে, হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজকন্যার সহিত বিবাহ উপলক্ষ্যে, না হয় তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার গণনা তাঁহার রাজ্যাব্দ হইতেই সূচিত হয়। রাজ্যাব্দ হিসাবে কালগণনার পদ্ধতি বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য অব্দের সূচনার ন্যায় গুপ্তাব্দেরও উদ্ভব রাজ্যাব্দ হিসাবে হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন,—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক উপলক্ষ্য করিয়া গুপ্তাব্দের গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাঁহার এ উক্তিতে আমাদের আস্থা নাই। অব্দপ্রবর্ত্তকের মৃত্যুর পরও অব্দগণনার মূলসূত্র বজায় ছিল এবং উত্তরাধিকারীর রাজত্বে অব্দগণনা পূর্ব্বপ্রথানুসারে অবিকল চলিয়াছিল। এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গঢ়োয়া শিলালেখের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিলালিপির পাঠে আছে,—"শ্রীচন্দ্রগুপ্তরাজ্যসংবৎসরে ৮০৮ [৮৮]"; ফ্লীটের অন্যান্য বহু লেখেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতৃসিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই কয়েক বর্ষ ধরিয়া পৈতৃক রাজ্য সংবর্দ্ধন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, পরে শক্তিশালী হইয়া 'মহারাজাধি-রাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির প্রথম বর্ষ হইতেই এই অব্দ চলিয়াছিল—'মহারাজাধিরাজ' উপাধিমণ্ডলসূচক অভিষেক উপলক্ষ্যে ইহার গণনা আরব্ধ হয় নাই। এ ঘটনা অসাধারণ নয়। হর্ষবর্দ্ধন ৬১২ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁহার অব্দ ছয় বর্ষ পূর্ব্ব হইতে চলিয়াছিল। হর্ষসংবতের গণনা ৬০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে সূচিত হয়।

অতএব আমাদের স্বীকার্য্য যে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হইতেই গুপ্তাব্দগণনারম্ভ। Vincent Smith তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, প্রথম গুপ্তাব্দ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ৩২০ হইতে ১৩ই মার্চ ৩২১ পর্য্যন্ত; ইহাই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ-ধৃত ১৩ই মার্চ্চ ৩২১ আমাদের গণনায় ১৫ই মার্চ্চ হইতেছে; আর ১৫ই মার্চ্চই ঠিক। ফ্লীট সাহেবও তাঁহার Gupta Inscription এর ভূমিকায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquaryর ৩১৬-৪৯ পৃষ্ঠে ১৫ই মার্চ্চই গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর Allan সাহেবও তাঁহার Indian Coinsএ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, গুপ্তসংবৎই বলভী-সংবৎ। বলভীরাজগণ ইহা ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম বলভী-সংবৎ হয় নাই। গুর্জ্জরে একটি প্রবাদ আছে যে, ৩৭৬ বিক্রম-সংবতে বলভীগণের সম্যক্ উচ্ছেদ সাধিত হয়। বলভী-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ মেরুতুঙ্গের (১৩০৬ খৃষ্টাব্দ) প্রবন্ধচিন্তামণিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বহু জৈন লেখক বলভী-

ভঙ্গের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। মেরুতুঙ্গের এই শ্লোকটি Buhler সাহেব সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রচার করেন। শ্লোকটি এই ;—

পণসয়রী বাসাইং তিন্নি সয়াইং অইক্কমেউণ।

বিক্কমকালাও তও বলহীভঙ্গো সমুপ্পন্নো ॥—Bombay Eqn p 275.

অর্থাৎ বিক্রমকালের ৩৭৫ বৎসর অতীত হইলে পর বলভীভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয়। অলবেরুণী এই বলভীভঙ্গের বিবরণ দিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বেরুণীর মতে 'বলব' নামক এক রাজা এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। এই অব্দই গুপ্তাব্দ।

বলভী-সংবৎ অর্থে বলভীভঙ্গ-সংবৎ। গুপ্তাব্দ পরে বলভীসংবৎ নামে কাঠিয়াবাড়ে প্রচলিত হইয়াছিল।

গুপ্ত-বলভী-সংবতের শিলালিপি

১।	৮২	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	G. I. p 25
২।	৮৮	"	" 37
৩।	৯৩	"	" 31
৪।	৯৬	প্রথম কুমারগুপ্ত	" 43
৫।	৯৮	"	" 41
৬।	১০৬	উদয়গিরিগুহা জৈন	" 258
৭।	১১৩	প্রথম কুমারগুপ্ত	" Vol 2. p. 314
৮।	১১৩	"	J. A. S. B. N. S. Vol V. p. 459.
৯।	১১৭	"	J. A. S. B. N. S. Vol V p 457.
১০।	১২৯	"	G, I. p. 46.
১১।	১৩১	সাঞ্চী-লিপি	" 131
১২।	১৩১	মথুরা বৌদ্ধমূর্ত্তির লিপি	" 263
১৩।	১৩৬	স্কন্দগুপ্ত	G. I. p. 58, Bh. I. p. 24.
১৪।	১৩৭		
১৫।	১৩৮		
১৬।	১৩৯	ভীমবর্ম্মা	G. I. p 267.
১৭।	১৪১	স্কন্দগুপ্ত	G. I. p. 66.
১৮।	১৪৬	স্কন্দগুপ্ত, শর্ব্বনাগ	" 70.
১৯।	১৪৮	বৈষ্ণবশিলালিপি	" 268.
২০।	১৫৬	হস্তী	" 95.
২১।	১৫৮ (?)	লক্ষ্মণ	E. I. Vol II. p 364.

২২।	১৬৩	হস্তী	G. I. p. 102
২৩।	১৬৮	বুধগুপ্ত, সুরশ্মিচন্দ্র মাতৃবিষ্ণু	„ 89
২৪।	১৯১	ভানুগুপ্ত	G. I. p. 92.
২৫।	১৯১	হস্তী	G. I. p. 107
২৬।	২০৭	প্রথম ধ্রুবসেন	E. I. Vol III. p 320
২৭।	২০৭	„	I. A, Vol V. p 114.
২৮।	২০৯	সংক্ষোভ	G. I. p 114.
২৯।	২১৬	„	J. A. Vol IV. p. 105
৩০।	২১৭	প্রথম ধ্রুবসেন	J. R. A. S. 1895. p 382.
৩১।	২২১	„	V. O. I. Vol 7. p 297.
৩২।	২৩০	বৌদ্ধমূর্ত্তির শিলালিপি	G. I. 276.
৩৩।	২৪০ (২৩৭?)	গুহসেন	I. A. Vol 7, p. p. 67.
৩৪।	২৪৬	„	I. A. Vol 4, p 175,
৩৫।	[২]৪৭	„	I. A. Vol 14 p 75.
৩৬।	২৪৮	„	I. A. Vol 5 p 207.
৩৭।	২৫২	দ্বিতীয় ধরসেন	Bh. I. p 81.
৩৮।	২৫২	„	G. I. p 165.
৩৯।	২৫২	„	I. A, Vol 7. p 68.
৪০।	২৫২	„	I. A. Vol. VIII. p 301.
৪১।	২৫২	„	Bh. I. p 35.
৪২।	২৬৯	দ্বিতীয় ধরসেন	I. A. Vol VI. p 11.
৪৩।	২৬৯(?)	মহানাম	G. I. p 276.
৪৪।	২৭০	দ্বিতীয় ধরসেন	I. A. Vol VII. p 71.
৪৫।	২৮৬	শীলাদিত্য, প্রথম ধর্ম্মাদিত্য	I. A. Vol I. p 46.
৪৬।	২৮৬	„	*I. A. Vol 14. p 329*
৪৭।	২৯০	„	*I. A. Vol IX. p 238.*
৪৮।	৩১০	ধ্রুবসেন দ্বিতীয়, বালাদিত্য, ধর্ম্মাদিত্য	*I. A. Vol VI. p 13* Bh. I. p 40.
৪৯।	৩১৬ (বা ৩১৮)	প্রথম শিবদেব, অংশুবর্ম্মা	I. A. Vol 14. p 98. Prof Bendal's Journey
৫০।	৩২৬	চতুর্থ ধরসেন	J. B. R. A. S. Vol X p 77. I. A. Vol I. p 14.

৫১।	৩২৬	চতুর্থ ধ্রুবসেন	I. A, Vol I. p 45.
৫২।	৩৩০	চতুর্থ ধরসেন	I. A. Vol Vol VII. p 73.
৫৩।	৩৩০	„	I A. Vol 15. p 339.
৫৪।	৩৩৪	তৃতীয় ধ্রুবসেন	E I. Vol. I. p 86.
৫৫।	৩৩৭	দ্বিতীয় খরগ্রহ	I A. Vol VII. p 76.
৫৬।	৩৫০	তৃতীয় শীলাদিত্য	E I. Vol IV. p 76.
৫৭।	৩৫২	„	I A. Vol XI. p 306. Bh. p 45
৫৮।	৩৬৫ (?)	„	J. B. R. A, S. Vol VII. p 968.
৫৯।	৩৭২	চতুর্থ শীলাদিত্য	IA. Vol 5. p 209.
৬০।	৩৭৫	„	VOJ Vol I. p 25?. Bh. 30 p 55
৬১।	৩৭৬	শীলাদিত্য (চতুর্থ)	ডাক্তার বরগেসের প্রতিলিপি হইতে
৬২।	৩৮২	„	ডাক্তার ফ্লীটের প্রতিলিপি হইতে
৬৩।	৩৮৬	মানদেব	I A. Vol IX. p 168.
৬৪।	৪০৩	পঞ্চম শীলাদিত্য, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর	J. B. R A S. Vol 11, p 335
৬৫।	৪০৩	পঞ্চম শীলাদিত্য	J. B. R. A. S. Vol XI. p 335.
৬৬।	৪১৩	মানদেব	I A. Vol IX. p 167.
৬৭।	৪৩৫	বসন্তসেন	IA. Vol IX. p 167.
৬৮।	৪৪১	ষষ্ঠ শীলাদিত্য	IA. Vol VI. p 17.
৬৯।	৪৪৭	শীলাদিত্য সপ্তম ধ্রুবট	G. I, p 173.
৭০।	৫৩৫	„	IA. Vol IX. p 168.
৭১।	৫৮৫	জৈনক	IA. Vol II. 257.
৭২।	৮৫০	ভাববৃহস্পতি	VOJ. VOl III. p 7.
৭৩।	৮৫০ (?)	চালুক্য কুমারপাল	Bh I. p 184.
৭৪।	৯১১	বেলানা শিলালিপি	Bh I. p 161.
৭৫।	৯২৭	বেরবলমূর্ত্তি-শিলালিপি	E I. Vol III. p 303.
৭৬।	৯৪৫	অর্জ্জুনদেব	বেরাবল শিলালিপি

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

সম্বোধন*

এবারকার সম্বোধনে আমি পুরাণ বাঙ্গালার কথা কহিব। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যে সকল গান, ছড়া, দোঁহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিব। গত বৎসর এই সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদকর্ত্তার নাম, জীবন-চরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। গত বৎসর যে দুই একটা ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহা শুদ্ধ করিয়া দিব। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক ; কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুথিপাঁজী অল্প পাওয়া গিয়াছে, পুথিপাঁজীর খোঁজও অল্প হইয়াছে। অধিক পুথিপাঁজী হাতে আসিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার অনেক বদলাইয়া যাইতে পারে।

যে সকল পুথিপাঁজী পাওয়া গিয়াছে অথবা যে সকল পুথিপাঁজীর খোঁজ হইয়াছে, তাহাকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে ; এক ভাগ সঙ্কীর্ত্তনের পদ, এক ভাগ দোঁহা ও এক ভাগ গাথা। গত বৎসর সঙ্কীর্ত্তনের চারি জন পদকর্ত্তার নাম দিয়াছিলাম, তাঁহাদের জীবন-চরিতের কিছু কিছু ঘটনা দিয়াছিলাম ও তাঁহাদের গানের নমুনা দিয়াছিলাম। এবার তেত্রিশ জনের নাম দিব এবং তাঁহাদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় দিব, এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের গানেরও নমুনা দিব।

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আমার তোলা গানগুলি সব বাঙ্গালা নাও হইতে পারে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাও নহে। সেই জন্য এ বৎসর আমি দুইটি কার্য্য করিয়াছি। একজন ফরাসীস্ পণ্ডিত তেঙ্গুরের ১০৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম, তর্জ্জমা-কারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জ্জমা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে যাঁহারা এই তর্জ্জমা শোধন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাসীস্ পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম P. Cordier—তিনি ফরাসডাঙ্গার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিচেরীর ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ব্ব উপদ্বীপে ফরাসীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জ্জমাকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে স্থচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে স্থচিতে যাঁহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার যদি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঙ্গালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ, তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্য যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদি ক্রমে স্থচি করিয়া লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এক জন পদকর্ত্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে ; যেমন 'গাহিল'—'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্ত্তার গানের প্রত্যেক কথার স্থচি প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বসন্ত বাবুর বয়স কত জানি না, কিন্তু তাঁহার দাড়ী সব পাকিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত স্থচী প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

(১) একটু পুনরুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর যে চারি জন পদকর্ত্তার কথা কহিয়াছি, এবারেও তাঁহাদের কথা কিছু কিছু বলিতে হইবে। সে দোষ আপনারা লইবেন না। যে তেত্রিশ জন পদকর্ত্তার নাম করিব, তাঁহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয় ; কারণ, তেঙ্গুরে বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানির নাম 'বজ্রসত্ত্বসাধন',—এখানি পুরুতের পুথি। একখানি 'বুদ্ধোদয়',—এখানি অতি

ছোট। তাঁহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা। বাকি দুখানি অভিসময়ের পুথি ;—একখানি 'শ্রীভগবদভিসময়', আর একখানির নাম 'অভিসময়-বিভঙ্গ'। দুখানিই বড় পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের পুথি বুঝায়। হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। লুইপাদের অভিসময়ের পুস্তক দুখানি তাঁহার নিজের দর্শনশাস্ত্রের মত। এই দুইখানি ছাড়া তিনি একখানি বাঙ্গালা পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তত্ত্বস্বভাব-দোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি'। এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্তু এখানি যখন দোঁহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় বাঙ্গালা। এতদ্ভিন্ন 'লুহিপাদগীতিকা' নামে তাঁহার একখানি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। উহার দুইটি পদ আমরা পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার মধ্যে ষোলটি সংস্কৃত শব্দ—সবগুলি আজও বাঙ্গালায় চলতি আছে,—যথা 'আগম', 'উদক', 'উহ', 'করণক', 'কাল', 'চঞ্চল', 'চিহ্ন', 'তরু', 'ন', 'পঞ্চ', 'পরিমাণ', 'বর', 'বেণি', 'ভাব', 'রে', 'সুখ'। চুয়াল্লিশটি বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছি ; যথা—'অচ্ছম', 'আচ্ছে', 'আস', 'এড়িএউ', 'করিঅ', 'করিঅই', 'কাআ', 'কাহি', 'কাহেরে', 'কিষ', 'কীষ', 'কো', 'চান্দ', 'ছান্দক', 'জা', 'জাই', 'জাহের', 'জিম', 'তাহের', 'দিট', 'দিবি', 'দিস্', 'দুখেতেঁ', 'পতিআই', 'পাখ', 'পুচ্ছিঅ', 'বইঠা', 'বখানী', 'বট', 'বান', 'বান্ধ', 'বিলসই', 'ভণই', 'ভণি', 'ভাইব', 'ভিতি', 'মরিআই', 'মিচ্ছা', 'লই', 'লাহু', 'সাচ', 'সাণে', 'সো', 'হোই',। আটটি চলিত বাঙ্গালা—'জান', 'জানি', 'ডাল', 'তুলকৃথ', 'পাটের', 'পাস', 'লাগে' 'সুনু', এই আটটি। প্রাকৃত শব্দ কুড়িটি—'অইস', 'কইসে', 'চীএ', 'ণ', 'ণা', 'তীঅধাএ', 'দিঠা', 'নিচিত', 'পইঠো', 'পাণ্ডি', 'পিরিচ্ছা', 'বি', 'বিণাণা', 'বেএঁ', 'মই', 'মহাসুহ', 'রাম', 'সংবোহেঁ', 'সঅল', 'সমাহিঅ', 'সুহ',। লুই ও লূই দুইটিই পদকর্ত্তার নাম। 'ধমন' আর 'চমন' কি কথা, জানি না ; পারিভাষিক শব্দ বোধ হয়।

লুইএর গানে সম্বন্ধ-পদ 'র' দিয়াও হয়, আবার 'ক' দিয়াও হয়, যথা—'করণক', 'পাটের'। অধিকরণ 'একার' দিয়াও হয়, 'তেঁ' দিয়াও হয়, যথা—চীএ, সাণে ও 'দুখেতেঁ' ; 'এঁ' দিয়াও হয়, যথা—'সম্বোহেঁ'। কর্ত্তা ও কর্ম্মে কোন বিভক্তি নাই। 'পইঠো কাল' কোন বিভক্তি নাই। 'সুনু পাখ ভিতি লাহুরে পাস'। 'গুরু পুচ্ছিঅ' ইত্যাদি।

(২) লুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এক পুস্তক আছে 'দোঁহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি', এ পুস্তক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালীর লেখা ও বাঙ্গালায় লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। তিনি যে 'একবীরসাধন' ও 'বলিবিধি' নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার নাম আছে। এক জায়গায় তিনি আচার্য্য, পিণ্ডপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচার্য্য, ভিক্ষু ও বাঙ্গালী। দুই জায়গায়ই তাঁহার জুটিয়া নাম 'অতিশ' দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাকে

ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যে সকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাঁহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে তাঁহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বলা আছে; সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই। ইহাতে মনে হয় যে, দুই জন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাঁকেই তিব্বতরাজ ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্ম্মের পুরোহিত-দের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইহাঁরই নাম 'অতিশা' হইয়াছিল। ইহাঁকেই কোন কোন তর্জ্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জ্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। কারণ, দুই ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা হওয়া অনেকটা অসম্ভব। তাই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসনবজ্রগীতি', একখানির নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং একখানির নাম 'দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানধর্ম্মগীতিকা'। আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃ-ভাষায় পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা গ্রন্থকারদের মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্বিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে?

(৪) 'শান্তিদেব' বা 'ভুসুকু' বা 'রাউতু' যে একজন লোক, তাহা আমি গত বৎসর প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে শান্তিদেব 'বোধিচর্য্যাবতার', 'সূত্রসমুচ্চয়' ও 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' লিখিয়াছেন, তিনিই ভুসুকু, তিনিই ভুসুকু নামে একখানি বৌদ্ধস্মৃতি লিখিয়া-ছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্য্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্য্যাপদে লিখিয়াছেন,—

"আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

একটি চর্য্যাপদে তাঁহার এই পদটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াছিলাম। আমাদের তেঙ্গুরের সূচিতে ভুসুকুর নাম নাই। শান্তিদেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি' নামক পুস্তকে তাঁহাকে 'সাহোর' নামক স্থানের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। 'চিত্তচৈতন্যশমনোপায়' নামক একখানি পুস্তক তাঁহারই বংশধর মেকলের মত অনুসারে লেখা হয়। 'সহজগীতি' নামে তাঁহার একখানি কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। ইহাতে তাঁহাকে যোগীশ্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমরা ভুসুকুর নামে যে আটটি চর্য্যাপদ পাইয়াছি, তাহা এই যোগীশ্বর শান্তিদেবের 'সহজ-গীতি' হইতেই লওয়া হইয়াছে। এ শান্তিদেবের বাড়ী সাহোর বা জাহোর কোথায়,

জানি না। তিনি "আজি ভুসু বাঙ্গালী ভৈলী" বলাতেই আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিয়াছি। জাহোর বা সাহোর বাঙ্গালারই কোন অজ্ঞাত নগর হইবে। তাঁহার আটটি গানে তাঁহার নাম ভুসুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত; ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৩২টি চলিত বাঙ্গালা।

সাঁইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে সমরস, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ বৌদ্ধধর্ম্মের শব্দ, বাকিগুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চলিতেছে। কেবল উহ চলে না, কিন্তু উহু চলে; খ চলে না, কিং চলে না, মা চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাঙ্গালা বত্রিশটি ত চলেই, বাঙ্গালার পূর্ব্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সে কালের বাঙ্গালায় চলিত। বাকি যে ৬৮টি কথা, ভুসুকু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র—যেমন ষষহর, ষহজ, সসর, সেস। এগুলি লেখকের ভুল হইতে পারে, অথবা সে কালের লোক বানানটা বড় গ্রাহ্য করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি 'র', অধিকরণের বিভক্তি 'এ' বা 'এঁ' সম্পূর্ণ বাঙ্গালা। হিয়হিঁ, রহিঁ মাগধীর অধিকরণ কারক। "অচ্ছসি"র মধ্যম পুরুষের একবচনে সি, প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহার হইত। অমুজ্ঞায় 'অচ্ছহু'র 'হু'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় দেখা যায়। জানমির উত্তম পুরুষের 'মি'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক স্থলে দেখা যায়। সুতরাং ভুসুকুর ভাষা আমরা অনায়াসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

(৫) কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইখানি বাঙ্গালা, একখানি দোঁহাকোষ, আর একখানি কাহ্নুপাদগীতিকা। আমরা কৃষ্ণাচার্য্যের ১২টি সঙ্কীর্ত্তনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে। তেঙ্গুরে পনর জায়গায় তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা—তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত, সেও আবার তর্জ্জমাকার মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং তেঙ্গুরের লেখা হইতে পদকর্ত্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার কৃষ্ণ, কাহ্নু অনেক লোকের নাম হইতে পারে। এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য বলা হইয়াছে, কোন জায়গায় মহাসিদ্ধাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ বলা হইয়াছে। সুতরাং তেঙ্গুর হইতে যখন তাঁহার বাড়ী ঠিক হইল না, তখন তাঁহার ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার গানগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩৮টি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৬৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, যথা—এবংকার, তথতা, তথাগত আর দশবল। আর তিনটি কথা বাঙ্গালায় চলিত নাই, যথা—উ, মা ও ভবপরিচ্ছিন্না, বাকি ৬০টি শব্দ এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে। ৫৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা বাঙ্গালাতেই চলে,

অন্য কোন নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাঙ্গালা পুরাণ পুথিতে দেখিতে পাই—এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন—বোব্=বোবা, বোল—বুলি, ভলি—ভাল, দেহু—দে, মালী—মালা ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, অথচ বঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্দ আছে। উহার মধ্যে কতগুলি শব্দ যথা—আইস, কৈসন, কইসেঁ ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলিত আছে।

এই সকল দেখিয়া পদকর্ত্তা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদের ভাষা বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী, জৌতুক, টাল প্রভৃতি শব্দ একেবারেই বাঙ্গালা ভিন্ন ব্যবহার হয় না।

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা॥
কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস॥

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

জে জে আইলা তে্ঁতে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইঁলা॥

কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সরহ, ধর্ম্মপাদ, ধেতন, মহিপাদের বাঙ্গালা গান আমরা পাইয়াছি।

৬। ধামপাদ বা ধর্ম্মপাদ

ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডরীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমরা দুইটি পদ পাইয়াছি। এই দুইটিতেই ৯২টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র মণিকুল শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেশ হয় না, যথা,—ধুম, ধূম=নবগুণ =নবগুণ, মুহ=মুখ, বাহ্ম=ব্রাহ্ম, সুজ=সূর্য্য ইত্যাদি; কেবল একটু বানানের পরিবর্ত্তন। ৪৪টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে, তার মধ্যে "কুন্দুরে" একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরাণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাঙ্গালা, সবগুলি কথাবার্ত্তায় চলে। ধর্ম্মপাদের বাঙ্গালা বইএর নাম "সুগতদৃষ্টিগীতিকা"।

জোইণি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির ঝঙ্কার পাওয়া যায়।

৭। ধেতন বা ঢেণ্‌ঢেণ

ভোটবাসীরা ঢেণ্‌ঢেণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে ৪৩টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহা আজও চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা এবং ১৩টি চলিত বাঙ্গালা; কথাবার্ত্তায় চলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহিঁ নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়॥
বলদ বিআএল গবিয়া বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সো ধনি বুধী।
জো ষো চৌর সোই সাধী॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্‌ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥

৮। মহীধর বা মহীপাদ

ইঁহার একটি গান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, সবগুলি বাঙ্গালায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১০টি শব্দ। পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং এখনকার চলিত বাঙ্গালা ৩টি শব্দ আছে। ইঁহার গ্রন্থের নাম বায়ুতত্ত্বগীতিকা।

তিনি এঁ বাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই॥

৯। সরহ বা সরোরুহবজ্র

ইনি সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র ও রাহুলভদ্র নামে পরিচিত। ইঁহার অনেকগুলি দোঁহা-কোষ ও গীতিকা আছে। একখানির নাম দোঁহাকোষগীতি, একখানির নাম দোহাকোষ চর্য্যাগীতি, একখানির নাম দোঁহাকোষ উপদেশগীতি। দোঁহাকোষমহামুদ্রোপদেশ, "ভাবনাদৃষ্টিচর্য্যাফলদোঁহাকোষগীতিকা", "মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি", "ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি", "তত্ত্বোপদেশ শিখরদোঁহাগীতি" পুথিগুলিও তাঁর।

আমরা ইহাঁর ৪টি চর্য্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে, তাহার অল্প বিস্তর বানান বদলাইলেই সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্ভে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা॥

সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষের কথা আমরা গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব না। কিন্তু তিনি যে একখানি দোঁহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি অনেকগুলি দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি দোঁহার নাম "কথস্থ দোহা", ইহার টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতে ইহাঁর তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে।

১০। কম্বলাম্বরপাদ

ইহাঁকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গালায় কামলি বলিয়া থাকে। ইনি "প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ" নামে একখানি মহাযানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর অধিকাংশ পুস্তকই বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জন্য লেখা। ইনি নিজে যুগনদ্ধ হেরুকের উপাসনা করিতেন এবং ঐ উপাসনাক্রম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর বাঙ্গালা পুস্তকের নাম "কম্বলগীতিকা।" আমি ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে ; করুণ, বহু, বাস, সদ্‌গুরু ; সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ চারিটি আছে—উই, কইসে, গঅণ, মহাসুহ। চলিত বাঙ্গালা ৯টি,—উপাড়ি, কি, কে, গেলি, চাপি, নাহি, মেলিল, মেলিমেলি, মিলিল। আর পুরাণ বাঙ্গালা ২২টি।

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥

কম্বলাম্বরের এক শিষ্যের নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুসারে বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। কঙ্কণ

ইনি কম্বলাম্বরের বংশধর; চর্য্যাদোঁহাকোষগীতিকা নামে ইহাঁর একখানি পুথি

আছে। ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৮টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে, উহার মধ্যে বিহাণ=প্রাতঃকাল, থাকি, সুন=শূন্য।

১২। বিরূপ

ইনি সিদ্ধাচার্য্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম ছিন্নমস্তাসাধন, আর একখানির নাম রক্তযমারিসাধন। ইহাঁর চারখানি গানের বই আছে;—বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্ম্মচণ্ডালিকা-দোঁহাকোষগীতি, বিরূপবজ্রগীতিকা। ইহাঁর একটি মাত্র গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১২টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,— এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।

চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধে॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥

১৩। শান্তি

সিদ্ধাচার্য্য শান্তির আমরা দুইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শান্তির নাম আছে, তিনি যে কোন্ শান্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি সহজগীতি আছে, সেখানি শান্তিদেবের। এই শান্তিদেবই যে ভুসুকু বা রাউতু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, একখানি অতি পুরাতন তালপাতার পুথিতে তাঁহাকে ভুসুকু ও রাউতু এই দুইটি নাম দিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধাচার্য্য শান্তি কে, আমরা স্থির করিতে পারি না। দশম শতকে রত্নাকরশান্তি নামে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশিলার দ্বার রক্ষা করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। ন্যায়শাস্ত্রের অতি গূঢ় কথা যে অন্তর্ব্যাপ্তি, তিনি তারও উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। সহজযানের উপরও তিনি "সহজরতিসংযোগ" ও "সহজযোগক্রম" নামে দুইখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্ত্তা শান্তি হন, তবে পদকর্ত্তাদের মধ্যে আমরা আর একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পাইলাম। ইনি যে রত্নাকরশান্তি, তাহা মনে করিবার কারণ এই যে, সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি নামে তেঙ্গুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাতে সিদ্ধাচার্য্য শান্তিকেই রত্নাকর শান্তি বলা হইয়াছে। শান্তির দুইটি গানে অতি সহজ সংস্কৃত শব্দ ১৩টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত বাঙ্গালা ১৩টি শব্দ আছে।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু॥
তউষে হেরুঅ ণ পাবি অই।
শান্তি ভণই কিণ সভাবি অই॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
পুণ লইআঁ অপনা চটারিউ।
বহল বট দুই মার ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥
কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
সঁএঁ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি॥

এই গানে একটি বোলথি শব্দ আছে। আমরা যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। "থি" দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন।

১৪। সবরপাদ বা শবরীশ্বর

ইহাঁর অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইহাঁর একখানি পুথির নাম "বজ্রযোগিনীসাধন", উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কন্যা লক্ষীঙ্করা এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচখানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম মহামুদ্রাবজ্রগীতি, আর একখানির নাম চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি। শূন্যতাদৃষ্টি নামে তাঁর আর একখানি বই আছে। আমরা তাঁহার দুইটি বড় বড় গান পাইয়াছি। এই দুইটি গানে ২৩টি সংস্কৃত শব্দ আছে, ১৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২৫টি নূতন বাঙ্গালা কথা আছে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলা গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

১৫। চাটিল

চাটিলের নাম তেঙ্গুরে নাই, অথচ তাঁর একটি সুন্দর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

তবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

১৬। আর্য্যদেব

আর্য্যদেব নামে মহাযান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় তিন শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাযান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আর্য্যদেব তিনি নন। আমরা আর্য্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি সংস্কৃত, ৯টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও দুইটি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমাদের আর্য্যদেব (বা আজদেব) কাণেরিন্ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাণেরীগীতিকা নামে একখানি বই আছে।

নমুনা—

চান্দরে চান্দ কান্তি জিম পতিভাআ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই।
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর॥

১৭। দারিক

দারিক কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগিনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষ্টি শ্রীপ্রজ্ঞাপারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিলেন। ঐ গানটিতে ১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ পাইয়াছি।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্ চিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।

*   *   *

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅ পএ দারিক দাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

১৮। জয়নন্দী

জয়নন্দীর নাম তেঙ্গুরে নাই। উঁহার একটি গান পাইয়াছি; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ আছে।

চিঅ তথাতা স্বভাবে ষোহিঅ
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥

১৯। তাড়কপাদ

ইহাঁর আমরা একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,—

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥

২০। ডোম্বী

ডোম্বী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহাকে কখনও আচার্য্য, কখনও মহাচার্য্য ও কখনও সিদ্ধ বলা হইয়াছে। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডোম্বীগীতিকা নামে তাঁহার এক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। আমরা তাঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে ৬টি সংস্কৃত ৬টি সংস্কৃত,হইতে উৎপন্ন, ৪০টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লাড়েঁ ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥

২১। ভাদে পাদ

আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণ ঠা।
গণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥

২২। বীণাপাদ

ইনি বিরূপের বংশধর। ইনি বজ্রডাকিনী দেবীর গুহ্য পূজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২০টি পুরাণ

বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। ইনি "সন্ধ্যাভাষায়" বীণা অবলম্বনে এই গানটি লিখিয়াছেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

২৩। কুক্কুরিপাদ

ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্রযানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুইটি গান পাইয়াছি; তাতে ৯টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াপদের শেষে 'ল' বলি, ইনি প্রায় সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভণতি'র স্থলে 'ভণথি' করিয়াছেন।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
অইসন চর্য্যা কুকরি পাএ গাইড়।
কোড়িঅ মাঝে জত একু সনাইড়॥

২৪। অদ্বয়বজ্র

ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাঁর বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল। ইহাঁর প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ "দৌহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতিনামনিজতত্ত্বপ্রকাশটীকা", "দৌহাকোষহৃদয়-অর্থগীতাটীকানাম", "চতুরবজ্রগীতিকা"। সুতরাং অদ্বয়বজ্র বৌদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনের একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাঙ্গলা গানও পাই নাই।

২৫। লীলাপাদ

ইনি "বিকল্পপরিহারগীতি" নামে বৌদ্ধকীর্ত্তনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। গ্রন্থখানার অনুবাদ তেঙ্গুরে আছে।

২৬। স্থগণ

ইনি কানেরিন্ বা আর্য্যদেবের বংশধর। ইনি রত্নাকরশান্তি-লিখিত একখানি সহজযানের গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। এঁর বাঙ্গালা বইএর নাম "দৌহাকোষতত্ত্বগীতিকা"।

২৭। মৈত্রীপাদ

"গুরুমৈত্রীগীতিকা" নামে ইহাঁর একখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে।

২৮। গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান

ইহাঁর দুইখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। একখানির নাম "বজ্রগীতিকা", আর একখানির নাম "গীতিকা"।

২৯। মাতৃচেট

ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু। তাঁহার 'কণিকলেখ' ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আমরা যে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পরের লোক। ইহাঁর বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম "মাতৃচেটগীতিকা।"

৩০। বৈরোচন

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে এক জনের "আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা" নামে পদাবলী আছে।

৩১। নাড় পণ্ডিত

নাড় পণ্ডিতকে ভুটিয়ারা নারো বলে। ভুটিয়ারা ইহাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেল সাহেব তাঁহার ভুটিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। ইহাঁর প্রভাব এক কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁর তিনখানি পদাবলী আছে, দুই-খানির নাম "বজ্রগীতিকা", আর একখানির নাম "নাড়পণ্ডিতগীতিকা।"

৩২। মহাসুখতাবজ্র

ইনি "শ্রীতত্ত্বপ্রদীপতন্ত্রপঞ্জিকারত্নমালা" নামে তত্ত্বপ্রদীপের একখানা টীকা লেখেন। ইহাঁর পদাবলীর নাম "মহাসুখতাগীতিকা"।

৩৩। নাগার্জ্জুন

মহাযান-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক এবং শূন্যবাদের প্রধান আচার্য্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জ্জুন খৃষ্টের তিন শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্জ্জুন তাঁহার অনেক পরের লোক। এ্যাল্‌-বেরুনি বলেন যে, তাঁহার এক শত বৎসর পূর্ব্বেও একজন নাগার্জ্জুন ছিলেন। নেপালে একটি গুহা আছে, উহার নাম নাগার্জ্জুনগুহা। উহা চন্দ্রগড়ি পাহাড়ের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত। আমাদের নাগার্জ্জুন বোধ হয়, বেরুনী-কথিত শেষ নাগার্জ্জুন। ইহাঁর সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম "নাগার্জ্জুনগীতিকা।"

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি পদাবলীর নাম আমরা পাইয়াছি। যথা,—"যোগি-প্রসর-গীতিকা," "বজ্রডাকিনীগীতি," "চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি।"

চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ সঙ্কীর্ত্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন, তাদের নাম ;—পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নুগুঞ্জরী, বাঙ্গাল ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোঁহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, এই দোঁহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপাদের "কথস্ত দোহা" তন্ত্রের মন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী। সরহপাদের এক দোঁহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দোঁহাকোষের উদ্দেশ্য এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদী-দিগের, সাংখ্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাযানেরও মতসকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তাঁর আরও দোঁহাকোষ ছিল, একখানির নাম "দোঁহাকোষ-নামচর্য্যাগীতি," একখানির নাম "দোঁহাকোষ উপদেশগীতি।" কৃষ্ণাচার্য্যের "দোঁহাকোষ," আমরা পাইয়াছি। উহাও সহজযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাসী তেলিপের একখানি দোঁহাকোষ ছিল। বিরূপেরও একখানি দোঁহাকোষ আছে। তাহার পুষ্পিকায় লেখা আছে, উহা একখানি সংগ্রহ মাত্র। বিরূপ, কৃষ্ণ, শান্তিকপাদ, পুরপাদ এবং শ্রীবৈরোচন-এই কয়জনের দোঁহা লইয়া উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাল উহাকে "গাথাভাষা"ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার উহাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষায় যে বহু দিন পর্য্যন্ত গাথা রচনা হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। "শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা রত্ন-সঞ্চয়-গাথা" খৃষ্টের অন্ততঃ ৬ষ্ঠ শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্ব্বে "শতসাহস্রিকা"ই ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দাঁড়াইয়াছে।

সরহপাদের "দ্বাদশোপদেশগাথা" নামে একখানি গাথা আছে। সরহপাদের গীতি বাঙ্গালা, দোঁহাও বাঙ্গালা ; গাথাও যে বাঙ্গালা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম "সার্দ্ধপঞ্চ-গাথা" ; সংগ্রহকারের নাম নাগার্জ্জুন গর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, সবর, কর্ম্মপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্গুরে যে সকল গীতি, গাথা ও দোঁহার নাম পাইয়াছি, তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা

ও দোঁহা আছে; কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়খানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েকজন দোঁহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহা এই দুইএর কোন সংগ্রহেই নাই। আর আমি নেপাল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাযানের পুস্তক আনিয়াছি, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গীতি ও দোঁহা পাইয়াছি।

ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানগুলি কি ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়া ইয়োরূপে পাঠাইব স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও শেষ দোঁহাগুলি আমার বাঙ্গালা বলিয়া মনে হয়।

রম রম পরম মহাসুখ রজ্জু।
প্রজ্ঞোপাঅই সিজ্জউ কজ্জু॥
লোঅণ করুনাভাব হু তুম্ম।
সঅল সুরাসুর বুদ্ধ হু জিম্ম॥
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই।
ইবোহ করহু চিত্ত জিণ ন হই॥

ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ গত বৎসর দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্যেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের লোক। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশাস্ত্রের বলিয়া আরও দুই একটি বাঙ্গালা পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল।

সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অদ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, আপনারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য আপনাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্যকথা কহেন নাই।

পুরাণ বাঙ্গালা সম্বন্ধে আমার যাহা বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে দু চারিটা কথা বলিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। কিন্তু আমার এ কয়টি কথা না বলিলে অন্যের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের বা আমার পুস্তকের নাম জাহির করিবার জন্য বলিতেছি না। এই পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের

একখানি ইতিহাস ও এই বাঙ্গালায় যে কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহা আমি ছাপাইতেছি ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে সকল পুস্তক ছাপাইতেছি, তাহার মধ্যে দুইখানি নেপাল দরবারের। সে সকল পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিব। অপর দুইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়, কারণ, নেপালের পুথিখানার সুব্বা সাহেব বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী আমাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ ঐ দুইখানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্খা পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্খারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,—"রাজ তুম্‌হারি, হুকুম হমারী," তখন তিনি গোর্খা রাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,—"আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবার গোর্খাদের নুন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না।" জঙ্গ্ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলিলেন,—"যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।" তাই তাঁহাকে পুথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিবে।" আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষ ও তাহার অদ্বয়বজ্রের টীকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম,—আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহাকোষ ও তাহার টীকা, তাঁহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন কোথায় আছে, জানা যায় না।

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার

একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক 'সাহিত্যামোদী' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; অনেকে বলিয়াছিলেন,—"আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়া দিতেছি।" অনেকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না।" কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,—একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষটা নষ্ট করিব না। ভ্যাসিলিয়েফ বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রোফেসার বেণ্ডল সুভাষিতসংগ্রহ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষার কতকগুলি দোঁহা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে দোঁহাগুলি পুরাণ বাঙ্গালা। তাঁহারা দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তেঙ্গুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। কিন্তু ভুটিয়া শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কর্ডিয়ার সাহেব ঠিক যে অংশে ঐ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপাইতে সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জন্য বলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রাজা সাহেবের অনুরাগ অসীম। তিনি শুনিবামাত্র সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচায় বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। তখন রাজা সাহেব স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে, এত ভাল ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্য আমিও তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যও বোধ হয়, এ ঋণ শুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।

সূচী

পদকর্ত্তা,—	গীতের সংখ্যা
আর্য্যদেব	৩১
কম্বলাম্বর	৮
কাহ্নু বা কৃষ্ণ	৭,৯,১০,১১,১২,১৩,১৮,১৯,৩৬,৪০,৪২,৪৫
কুক্কুরী	২, ২০
কোঙ্কণপাদ	৪৪
গুণ্ডরী বা ধামপাদ	৪, ৪৭
চাটিল	৫
জয়নন্দী	৪৬
ডোম্বী	১৪
ঢেণ্ঢেণ	৩৩
তারকপাদ	৩৭
দারিক	৩৪
ভাদেপাদ	৩৫
ভুসুকু পাদ	৬,২১,২৩,২৭,৩০,৪১,৪৩,৪৯
মহীধর	১৬
লুই	১, ২৯
বিরুবা	৩
বীণাপাদ	১৭
শান্তি	১৫, ২৬
সরহ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯
শবরপাদ	২৮

আর্য্যদেব

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
করুণা	ইন্দিয়	অকট	টলি
ভয়	চিঅ	অপা	ছুর
	ণ	কোঁহি	
	পবণ	গই	
	বিআর	ঘিণ	
	বিকরণে	চান্দকান্তি	
	মণ	চান্দরে	
	লোআচার	চাহন্তে	
	সঅল	ছাড়িঅ	
		জহি	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
জাণমি	জিম	ডমরুলি	পঠা
নিবারিউ	নিরাসে	তহি	পইঠা
পইসই	পতিভাসঅ	বাজঅ	বিহরিউ
রাজই	সুন	হো	

কম্বলাম্বর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণা বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
করুণা	উই	উবেসেঁ	উপাড়ী
বহু	কইসেঁ	কাছি	কি
বাম	গঅণ	কেঁ	কে
সদ্গুরু	মহাসুহ	কেড়ুআল	গেল
		খুণ্টি	চাপী
		চউদিশ	নাহি
		চন্‌হিলে	মিলি মিলি
		চাহঅ	মিলিল
		জাম	মেলিলি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা
ঠাবী	থোই	দাহিণ	নাবী
পারঅ	পুচ্ছি	বাটত	বাহতু
বাহবকে	ভরিতী	মহিকে	মালা
মাংগত	রূপা	সঙ্গ	সোনে

কাহ্নু বা কৃষ্ণ

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	চলিত বাঙ্গালা
অনুদিন	অকিলেসেঁ	অচ্ছন্তে	আলো
অন্তে	অণহা	অচারে	কপালী
অবশ	অবর	অঠক	করি
আগম	অলিএঁ	অন্তরে	করিব
আভরণে	অহিনিশি	অবণাগবণে	কাম
আসব	আইস	অহারিউ, অহারী	কি
আলি	আনতু	আইলা	কোঠা
এক, একংকার	আবই	আলাজালা	গল
কণ্ঠ	আলে	আন্ধে	গুণিয়া
কপালী	আসা	উছলিঅাঁ	গেলা
করণ্ড	ইন্দি	এট্টা	ঘরে
করুণা	ইষ্টামালা	করিঅা	চউষঠ্‌ঠি
কারণ	উ	করিণা	চড়ি
কালি	উআস	করিনিরে	চলিল
কুঠার	উএস	করিবে	চৌষঠ্‌ঠি
কুণ্ডল	উইজঅ	কাজন	ছার
গন্ধ	উএসই	কান্ধ	ছিণালী
গুরু	উম্মন্তো	কাল	জ
ঘণ্টা	একারেঁ	কালিএঁ	জউতুক
চণ্ডালী	এসু	কানেঁ	জণ
চরণে	কইসনি	কাহিব	জায়
ডমরু	কইসেঁ	কাহরি	জাই
ডোম্বী	কণ্ণহার	কিঅ	জে
তথতা	কবালী	কুঠারে	টাল

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	চলিত বাঙ্গালা
তথাগত	কশালা (?)	কুড়িআ	ঠাকুর
তরঙ্গ	কহিঁ	কুলিন	ডাল
তরু	কাঅ	কেড়ুআল	তা
দশবল	কাঅর	কেহো	তু
দৃঢ়	কাপালী	কোই	দেখি
দেহ	কিউ	খট্টে	দেখিল
ন	কিস্	খণহ	দুধ
নগর	গঅণ	খাঅ	না, নাড়ি
নলিনীবন	গঅবরেঁ	খেলহুঁ	নাহি
নিবাস	গোএর	গই	নিআ
নির্ব্বাণে	চঙ্গতা (?)	গাইতু	পরাণ
পঙ্ক	চিঅ	ঘলিলি	পাণী
পরম	চেঅণ	ঘুমই	পাত
বরগুরু	ছেব	ঘোরিঅ	পোখী
বল	ছেবই	ঘোলিউ	পোহায়
বহল	ছেবহ	চলিআ	বাট
বা	জইসা	চেবই	বাহ
বাক্	জইসেঁ।	ছইছোই	বিমনা
বাক্পথাতীত	জম্হ	ছড়গই	ভণ
বিদ্যা	জাম	ছাড়অ	ভয়
বিবাহে	জিণউর	ছাড়ি	মাতা
বীরনাদে	জোই	ছিজঅ	যাই
বেণী (ণি)	জোইণিজালে	দুধ	লো
ভব	ণ	জঅ জঅ	শাশী
ভবজলধি	ণাবী	জাঅ	সঙ্গে
ভাবাভাব	তইসেঁ।	জাণই	সুন
ভাবে	তরিত্তা	জাসি	সে
মা	তস্থ	জিতা	হাড়েরি
মূঢ়	তহিঁ	জিতেল	হালো
মূল	তান্তি	জিম	হেরি
মোক্ষ	তিশরণ	জো	হেরী

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
মোহ	ত্রিহুবণ	টলিউ, টালিউ	
যোগী	তৈলোএ	ণচ্ছন্তে	
রবি	দাহ	তআরি	
রাগ	দিঠ	তআগলি	
রে	দুন্দুহি	তঁই	
শক্তি	নড়	তবি	
শশী	দেশ	তরঙ্গ	
সদ্‌গুরু	ধাম	তিনি	
সদ্ভাবে	নঅ	তিম	
সম	নঅরী	তে	
সহজ	নিঅ	তো	
সুফল	নিংদ	তোএ	
	নিঅড়	তোড়িআ	
	নিঅড়ি	তোড়িউ	
	নিঘিণ	তেড়েঁ	
	নিদালু	তোলিআ	
	নিবিত্তা	তোহোর	
	পইঠ	তোহোরি	
	পড়হ	দশদিশেঁ	
	পদমা	দমকুঁ	
	পবণ	দিট	
	পরিচ্ছিন্না	দুআ	
	পরিনিবিত্তা	দেখই	
	পসঙ্গে	দেহু	
	পাএ	ধরিঅ	
	পাঞ্চ	নণন্দা	
	পাঞ্চজনা	নাচঅ	
	পাণ্ডিআচাএ	নাঠ	
	পুণ	নাড়িআ	
	পেখই	নাবেঁ	
	বঅণে	নেউর	

বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বট্টই	পইসই
বলাগ	পইসি
বান্ধ	পড়িআঁ
বি	পমাই
বিআপক	পরসর
বিত্রজন	পরিমাণই
বিবিহ	পহারী
বিরুআ	পহিলেঁ
বিসন্না	পাখি
বেঅন	পাখুড়ী
বোহেঁ	পিহাড়ী
ভিন্না	পুছমি
ভুঅণ	পোহাঅ
ভেব	ফরই
মই	ফলাহা
মণ	ফীটউ
মণগোএর	বড়িআ
মমু	বরিসঅ
মহাসুহ	বাখোড়
মাঅ	বাজএ
মাআজাল	বাটই
মাদেসি	বান্ধণ
মুত্তিহার	বাপুড়ী
মূঢ়া, মৌলাণ	বারিহিরে
রঅণ	বাহ
রএণি	বাহঅ
রত্তো	বাহিঅ
লোঅ	বিকণয়
সংপুন্না	বিকসই
সংবোহিঅ	বিবাহিআ
সঅল	বিয়োএ

বিকৃত সংস্কৃত,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—
সপত্নবিভালা	বিলসঅ(ই)
সরবর	বিহরএ
সসহর	বিহল
সহাবে	বিহুনে
সা	বোধসে
সাঅর	বোব
সীস	বোল
সুইনা	বোলই
সুত্তাসুত্ত	বোলী
সুরঅ	ভইঅ
সুহে	ভইলা
সুধা	ভইজলা

পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—
ভাণ্ডীর	ভণই	ভণ্ডার	ভাভরিআলী
ভলি	ভাগ	ম	মঅ
মঝ	মতিএঁ	মমু	মরাড়িইউ
মাঝে	মাঝেঁ	মাণই	মাদলা
মারমি	মারিঅ	মারী	মালী
মেলই	মোএ	মোড্ডিউ	মোরি
মোহিঅই	রাহঅ	রিসঅ	রুন্ধেলা
লবএ	লাইএ	লাগ	লাজা
লাঙ্গেঁ	লেমি	লেহুঁ	শাখি
শাসু	শুনমে	সড়ি	সমায়
সাজ	সাজে	সাদ	সাহা
সুণ	সুণত	সুত্তেলি	সো
সোধই	স্বপণ	হরিঅ	হাঁউ
হাঁউ	হেলেঁ	হো	হোহি

কুক্কুরী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গলা—	প্রচলিত বাঙ্গলা—
অন্ত	অইসন	অধরাতী	কুম্ভীরে
খ	এথু	অহিঁ	গেল
চর্য্যা	নিব	আঙ্গন	গো
ন	নিরাসী	উড়ি	ঘর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
ভব	বাসন	একুড়ি	চাহি
ভো	সেব	কহন	চোরে
মন	সো	কা	ডরে
মূল		কাড়ই	নাড়ি
		কাণেট	নাহি
		কামরু	নিল
		কোড়ি	পূরা
		খাঅ	বাপ
		গই	বিআণ
		গাইড়	মোর
			রাতি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
চৌরি	জা	জাঅ	জাই
জাগঅ	জান	জো	জোবন
তেন্তলি	থিরা	দিবসই	ঢুলি
ঢুহি	ধরণ	নথলি	পণ
পহিল	পিটা	পুড়	ফেটলিউ
ফিটলেসু	বাপুড়া	বাহাম	বহুড়ী
বিআতী	বিআরন্তে	বিগোআ	বীরা
বুঝএঁ	ভইলে	ভইলেসি	ভতারে
ভণথি	ভাঅ	মাএ	মাগঅ
মাঝঁ	মোহোর	রুখের	সংখারা
সনাইড়	সি	সুন	সুসুরা
হাঁউ			

কৌঙ্কণপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
তথা	অমুঅর	অচ্ছু	আণ
তথতা	পাদ	অণ	এ
মাসং	ধাম	আইলেসিঁ	চৌখন
সর্ব্ব	নিরোহ	উইয়া	জান
	বি	কলএল	থাকি
	বোহী	চাহন্তে	বিহাণ
	সঅল	জথাঁ	মাঝ
	সংবোহী		হুঁ

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বা
জবেঁ	পঠা	পহি	তবেঁ
পৈঠা	বিচ্ছুরিল	বিহু	ভণই
মিলিআ	সাদেঁ	সুন	সুনে

গুণ্ডরী বা ধামপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
অঙ্ক	গঅণ	অঙ্কে	উঠে
কমল	চান্দ	আগি	খর
কমলরস	চীরা	উভিল	গেল
কুলিশ	জালা	ওড়িআণে	ঘরে
চণ্ডালী	জীবমি	করহুঁ	চাপি
ডোম্বী	জোইনি	কুন্দুরে	চুম্বী
ন	জোএঁ	কোঞ্চা	জায়
ন	ণবগুণ	খণহিঁ	দে
নারী	ধুম	খেপহুঁ	পড়া
পঞ্চ	নউ	গাঅ	পাণী
বেণি	পীবমি	ঘাণ্ট	ভরা
মণিকুলে	বাহ্ম	ঘালি	লই
মেরু	মুহ	জলিঅ	হই
রে	সুজ	জানী	
লেপন	হিঁ	ডাহ	
শাসন		তাল	
শিখর		তুঁই	
স		তিয়ড্ডা	
সমতা		তো	
হর		দিসই	
হরি			

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
নরঅ	নালেঁ	পইসই	পখা
কাটই	ফাল	ফীটা	ফুড়
বহিআ	বালী	বিআলী	বিণু
বীন্না	ভইম	ভণই	মবেঁ

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
মাঝে	মিঅলী	লাগেলি	লেজ্
সগায়	সিঞ্চহুঁ	সহবলি	সাম্বু

চাটিল

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুত্তর	আদঅ	আস্তে	চড়িলে
গম্ভীর	জই	কোহিঅ	টাঙ্গী
গহণ	ধামার্থে	গটই	
দূর	নিবানে	চিথিল	
ম	নিভর	জাহী	
পারগামী	বোহি	জোড়িঅ	
বাম	ম	পই	
ভব	লোঅ	তরই	
মা		ভুঙ্কে	
মোহতরু		থাহী	
হে		ডাহিণ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
দিটি	হুআস্তে	নিরন্তী	পাটি
পুচ্ছতু	কাচ্ছিঅ	বাহী	বেগেঁ
মাঝেঁ	সাঙ্কম	সাঙ্কমত	সামী
হোইব	হোহী		

জয়নন্দী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
অন্তরালে	অদশ	অণ
তথাতা	কাঅ	অবণা গবণা
ন	চিঅ	ছিজই
বেণি	ছাঅ	তুটই
মোহ	জই	তবেঁ
মোহে	জইসা	তিমই
স্বভাবে	ণ	ফাটই
	জইসা	পাখেঁ

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ন	পেখ, পেখই
নো	পেখু
মাআ	ফুড়
সুঅনে	বলি বলি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বাৰুই	বিণা	বিমুক্কা	ভণই
মাণা	মোঅ	বোহিঅ	সমাণা
সোই	হোই		

ডোম্বী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
গঙ্গা	গঅণ	উছারা	চড়িলা
ন	চন্দ	কয়েই	জাইব
বাম	জউনা	কবড়ী	ছুই
রে	জো	কাচ্ছী	পানী
সংহার	জিন উরা	কুলেঁ কুল	পার
সদ্‌গুরু	সুজ্জ	কেড়ুআল	বাহ
		চকা	রথে
		ছন্দা	লেই
		জাই	লো

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা
তঁহি, তু	দাহিন	ছুখোলেঁ	নাই
পইসই	পড়ন্তে	পাঅপএ	পাঙ্ক
পিটত	পুণু	পুলিন্দা	পোইআ
বহই	বাহবাণ	বাটত	বাহ্মী
বাহতু	বুড়ই	বুড়িলী	বোড়ী
ভইল	মাতঙ্গি	মাগ	মাংগে
মাঝেঁ	লাগে	বেন্নই	সাঙ্কি
[illegible]	পিঠি	[illegible]	

ঢেণ্টণ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
গীত	গবিআ	আবেশী	এ
চৌর	বুধি	জাঅ	কি
সংসার	যম	জুঝঅ	ঘর
		জো	দুধু
		টালত	দুহিল
		তিনা	ধনি
		দুহিয়ে	নাহি
		নিতে	নিতি
		পড়বেষী	বলদ
		পিটা	বিরলে
		বড় হিল	ভাত
		বাঁঝে	মোর
		বিআএল	সাঁঝে
		বুঝঅ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বেঙ্গ	বেঁণ্টে	ষামায়	বিআলা
বিহে	বো	সাধী	সেহ
সোই	হাড়ীত		

তাড়কপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা —	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুভব	অপণে	অছিলে	গেলি
অবকাশ	কংখা	অচ্ছ	টুটি
বাক্‌পথাতীত	জইসনে	এথু	তা
মা	জইসো	কাহেরি	বাস
রে	জো	কাহিঁ	ভোল
শঙ্কা	জোই	গলপাস	
স	জোঁ	গলেঁ	
সহজ	তই	চৌকোটি	
	বিমুকা	জাণী	
	ভান্তি	তইছন	
	সো	তা	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
নাহিঁ	পিথক	বখানী	বাগুকুরু
বুঝই	ভণই	মহামুদেরি	সন্তারে
হোই	হো		

দারিক

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুত্তর	অপইঠান	ইন্দীজানী	তো
কিং	অবর	একু	বাধা
দ্বাদশ	অভিন	করিআ	
ন	অলক্খ	করুণরি	
পরম	কাঅ	কুলেঁ	
পরাপর	চিঅ	গঅণত	
বাক্	চিন্তা	চেবই	
মহাসুখ	ঝাল	তন্তে	
রে	নিবাণেঁ	দুঃখেঁ	
স্ব	মহাসুহ	দুলখ	
	মহাসুহে	পএ	
	সঅল	পাঅ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
পারিম	বখানে	বারেঁ	বিলসই
ভুঅণেঁ	ভুঞ্জই	মন্তে	মানী
মোহেরা	রাঅ	রাআ	লঅ
লধা	লানেঁ	সুখেঁ	সুন

ভাদেপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
কাল	কথু	অচ্ছিলে	এত
ন	গণ	অভাগে	দিল
পাপ	চিঅ	অহার	বুঝিল
মোহ	চিঅরাঅ	অহারিল	শূন
সদ্‌গুরু	দহ	এবেঁ	সর্ব্বই
	দিহ	কএলা	
	পুন্ন	গঅণত	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
টলিআ	পঠা	পইঠা	পনিআঁ
পেখনি	বাজুলে	বিহরে	বোহেঁ
ভণই	ভণিআ	মই	মকুঁ
লইআ	সমুদে	ষমোহেঁ	হাঁউ

ভুসুকুপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অজ	অজণা	অকট	আজি
আকাশ	অইস	অচ্ছসি	আনন্দে
কমল	অণুঅনাএ	অচ্ছহু	আরে
করুণ	অদঅ	অদভুআ	উঠি
কলা	অধ্যাত্তা	অন্ধারি	এ
কিং	অণুঅনা	অপণা	এত
কেলি	অধরাতি	অম্হেঁ	কর
ক্লেশ	অন্ধকারা	অবণা গবণা	করিহ
খ	অবধূই	অমিঅ	খুর
চঞ্চল	অমণধাণ	অহেই	জলে
চণ্ডালী	আই	আবই	দলিয়া
তম্	আইএ	উঞ্চল পাঞ্চল	দেখি
ন	আইস	উজলি	নাহি
নাশক	আহারা	উলাস	পরিবারে
নিরন্তর	ইদিবি	একুমণা	পাড়ী
পৃচ্ছতু	ইন্দিআল	এঁসো	পাণী
বিরমানন্দ	উইত্তা	এহ	পাথর
বিলক্ষণ	উহ	কট	বান্ধন
বিশেষ	উহ্লসিউ	করঅ	বিহাণ
বুধ	এথু	করই	বুঝি
ভব	কমলিনি	কলিআ	বৈরী
ভাবাভাব	কিম্পি	কাঁহি	ভয়
মন	কীস	কাহেই	মার
মরণ	গঅণ	কা	মাঁসে
মরু	গঅণহ	কাহি	মেলি

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
মহাতরু	গঅণে	কাহেরি	মোর
মা	গন্ধনইরী	কোএ	রাতি
মাংসে	চীঅ	কোড়ি	সাপ
রে	জই	খণঅ	সিংগে
সংজ্ঞা	জইসা	খণহ	সে
সদ্গুরু	জাম	খাই	হাক
সম	জোই	খালেঁ	হেরি
সমরসে	জোইআ	খেড়া	
সহজ	জোইণী	খেলই	
সহজানন্দ	ণ	গই	
হ	তরঙ্গন্তে	গউ	
হরিণী	তেলএ	গাতী	
	তৈলএ	ঘরিণী	
	থাতী	ঘিণি	
	দাপতি	চৌ	
	দিঠ	চমকিই	
	নিহুরে	চরঅ	
	পঁউআ	চা	
	পঞ্চজণা	চান্দে	
	পঞ্চধাউন	চারা	
	পবণা	চালিউঅ	
	পদ্মবণ	চৌদিশ	
	বণ	ছাড়অ	
	বহুবিহ	ছাড়ী	
	বাষণা	ছুপই	
	বি	জগ	
	বুঝি্ঝঅ	জগরে	
	মরিচী	জবেঁ	
	মহাসুহ	জাঅ	
	মহাসুহে	জাই	
	মাআজাল	জাইবেঁ	
	মাআহরিণী	জাণমে	
	মুঢ়া	জাণী	
	মেহ	জাসু	
	রঅণহু	জিম	
	রাজ	জীবন্তে	
	ষষহর	জেঁণ	
	ষহজে	টলিআ	

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—

সএলা
স্বভাবে
সহাব
সুসার
সেস

পুরাণ বাঙ্গালা—

ণহি
ণঅণি
ণঠা
ণার
ণাহি

পুরাণ বাঙ্গালা—

ণিঅ
তরুঅ
টুট
তেবেঁ
দিণিঁ
ধাণ
নিবাণে
পইসঙ্গ
পড়িহাই
পাব
ফিটঅ
বতিস
বাণত
বালুআ
বিন্দারঅ
বিসঅ
বেটিল
বোহেঁ
ভণঅ
ভাণ্ডী
মই
মারেঁ
মুসা
মুড়িউ
সসর
সারে
সুন
বারে
হরিণির
হেন্তই

পুরাণ বাঙ্গালা—

তংহি
তসু
টুটঅ
তো
দীসঅ
নলনীবন
নীলঅ
পইসন্তে
পঁণালে
পিবই
ফুলিলা
বহই
বাতাবন্তেঁ
বাহিউ
বিষু
বুঝিষ
বোড়ো
ভইআ
ভণই
ভাণ্ডো
মইলে
মারিহসি
মেলেঁ
লেলী
স্বভাবেঁ
সুধ
সুনন্তে
হণ
হরিণা
হেহিসি

পুরাণ বাঙ্গালা—

তবসে
তিণ
টুট্টই
তোরা
দে
নিঅ
নিশিঅ
পইঅহিনি
পসারিউ
পেথ
বঙ্গালী
বাজ
বাঁধেলি
বিকসিউ
বিশুদ্ধিঁ
বুঝিঅ
বোলঅ
ভইলি
ভণ্ডার
ভেড়
মএল
মুষা
রাউতু
লোলেঁ
সমঅ
সুআ
সোন
হআ
হরিণার
হোহ

পুরাণ বাঙ্গালা—

তবেঁ
তিম
তুক্ষে
থাকিউ
দন্দল
নিচ্চল
পইঠা
পড়অ
পাণিআ
ফরিঅ
বঙ্গালে
বাণ
বাঁদ্ধি
বিসু
বিসারা
বুঝঙ্গ
বোহে
ভথঅ
ভাণ্ডি
ভেলা
মাগে
মুষাএর
লইআ
লোহ্না
সরুআ
সুক
সপরেলা
হরিআ
হিঅহি

মহীধর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
কিরণ	কিম্পি	অণহ	তা
খর	কো	উএখী	পানে
ন	গঅন্দা	এঁ	লাগি
নিরন্তর	গঅণন্ত	এথু	
পঙ্ক	গঅণাঙ্গণ	কসণ	
পাপ	ঘণ	খন্তা	
পুণ্য	চিন্তা	গঅণ টাকলি	
বেণি	চৌঅ	গই	
ভয়ঙ্কর	ণিবানা	গাজই	
মণ্ডল	তিহুঅন	ঘোলই	
মহারস	বী	ঠানা	
মার	সঅ	তিড়িঅ	
রবি	সএল	তিলি এঁ	
রে		তুসেঁ	
		দিঠা	
		দেখী	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ধাবই	নায়করে	পইঠ	পইঠা
পাটে	বিপথ	বিষয়ারে	বুড়ন্তে
ভণন্তি	ভাজই	মই	মাতেল
মোড়িঅ	লাগিলি	সন্তাপেরে	সিঅল
মুনি			

লুই

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
আগম	অইস	অচ্ছম	আস
উদক	কইসে	আম্হে	আন
উহ	চমণ	এড়িএউ	জানি
করণক	চৌএ	করিঅ	ভাল
কাল	তিঅধাএ	করিঅই	পাটের
চঞ্চল	দিঠা	কাআ	পাস
চিহ্ন	দুলক্খ	কাহি	লাগে
তত্ত্ব	ধমন	কাহেরে	সুহ
ন	নিচিত্ত	কিষ	
পঞ্চ	পইঠো	কীষ	

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
পরিমাণ	পাস্তি	কো	
বর	পিরিচ্ছা	চান্দ	
বেণি	বি	ছান্দক	
ভাব	বিণানা	জা	
রে	বেঁএ	জাই	
সুখ	মই	জাহের	
	মহাসুহ	জিম	
	রূব	ণা	
	সঅল	তাহের	
	সংবোহেঁ		
	সমাহিঅ		
	সুহ		

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
দিট	দিবি	দিস্	দুঃখেতেঁ
পণ্ডিআই	পাথ	পুচ্ছিঅ	বইঠা
বখানী	বট	বান	বান্ধ
বিলসই	ভণই	ভণি	ভাইব
ভিতি	মরিআই	মিচ্ছা	লই
লাছ	সাচ	সাণে	সো
হই			

বিরুবা

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অজরামর	দশমি দুআরত	করী	আইল
এক	দিট	কান্ধ	করি
চিহ্ন		গরাহক	ঘরে
বারুণা		ঘড়িএ	চাল
স		চউশঠী	ডুলি
সহজে		চীঅন	থির
		জে	দুই ঘরে
		দেখইলা	নাল
		দেট	নাহি
		নিসারা	পসারা
		পইঠেল	সরুই
		বহিআ	সে

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বাকলঅ	বান্ধঅ	ভণন্তি	শুণ্ডিনি
সান্ধঅ	সান্ধে	হোই	

বীণাপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
অবধূতী	অনহা	করহকলে	আলো
আলি	গঅবর	করহা	জবে
কালি	ক্বণা	কিঅত	লাউ
দেবী	বিআপিউ	গান্তি	লাগেলি
নাটক	সহি	গুণিআ	সারি
বীণা		চাপিউ	
বুদ্ধ		তান্তি	
বেণি		দাণ্ডী	
সমরস		ধনি	
হেরুক		নাচন্তি	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বতিস	বাকি	বাজই	বাজিল
বিলসই	বিসমা	সএল	সসি
সান্ধি	সুজ	সুন	সুনেআ
হোই			

শান্তি

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
অন্ত	অট	অনাবাটা	আখি
উহ	অলক্খ	অপণা	আগে
এবা	গুমা	অহারিউ	গেলা
ন	ঘাটন	আঁসু	জাই
নো	ণ	উজু	জে
পুন	নিরবর	একু	তুলা
বহুল	তউষে	এহু	দুই
বাম	বাকু	কাজন কারণ	দো
বাল	বালাগ	কণ্ঢারা	ধুণি
মহাসিদ্ধি	ভণ্ডি	কিণ	বট
মা	ভাণ্ডি	কুলেঁ কুল	ভিণ
রাজপথ	মাআ	খড়তড়ি	ভেলা
রে	লক্খণ	চটারিউ	
	সঅ	ছাড়ী	
	সভাবি	জ	
	সমুদারে	জঅতি	
	সম্বেঅন	জাঅন্তে	

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
সক্কঅ	জাইউ
সঁএঁ	জাস্তে

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
থাহা	দাহিন	দিসঅ	দিসই
দীসঅ	নাব	নাহা	পইসথ
পাবিঅই	পান্তর	পুচ্ছসি	বাটা
বাটে	বাসসি	বিআরতে	বুজ্ঝিঅ
বুজসি	বুলথেউ	বোলথি	ভৈলি
ভইল	ভণই	ভুলহ	মার
মুঢ়া	মোহা	লইআঁ	সংকেলিউ
সংসারা	সঁবেঅন	সিমএ	শূণা
শূণে	সেসু	সোই	হোই

সরহ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অজরামর	অচিন্ত	অকট	অমিয়
অরে	অদভুঅ	অণা	ই
গুরু	কইসন	অণ	উপাএ
জায়া	কইসে	অপণে	এ
তে	কাঅ	অপণা, অপনা	করি
ন	কিম্পি	অপা	কাম
নাদ	চিঅ	অপ্যণা	কি
নৌকা	চিঅরাঅ	অবসরি	কুল
নৌবাহী	চীঅ	অবিদার	খর
পর	ছান্দ্র	অন্তে	খাইব
পার	জইসো	আচ্ছন্তে	গুণে
বাম	জলবিম্বকারে	আণেঁ	ছাড়ি
বিন্দু	জোই	উঁজায়	জাই
ভব	ণ	উজু	জীবন্তে
মরণ	তইসো	উলোলেঁ	জে
মা	তিঅশ	একেলে	তু
রবি	থির	কথা	থাকিব
রস	দাপণ	করউ	ধর
রে	দুজ্জন	কা	পরে
সচরাচর	দোসে	কিমো	বজ্রে
সদ্‌গুরু	ধাম	কুণ্ডবাঁ	বুঝ
হ	নিঅমন	কেড়ুআল	মেম

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
নির্ব্বাণা	খালবিখলা	মেলি
বর	খাণ্ট	রচি
বি	খাণ্টি	লই
বিনানা	গজিই	হাথে
বিসেসো	গঅণে	
বিস	গিলেসি	
বোহি	গোহালিব	
ভঅ	ঘারে	
মন	ঘুণ্ড	
রসানেরে	জগ	
লাক্ক	জা, জাউ	
লোঅ	জানহু	
শশীমণ্ডল	জাম	
সঙ্কা	জাহু	
সহাবে	জো	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গলা—
টাণ্ডঅ	নাবড়ি	ণাহি	তই
তোহোর	তোহোরেঁ	দাহিন	দিসই
দুট	দুঠ্য	ধহু	নাশিঅ
নাহী	নিঅহি	নিলেসি	পতবাল
পমাএঁ	পসর	পারউআরে	পারে
বঅণ	বঙ্ক	বন্ধাবএ	বপা
বলআ	বলন্দেঁ	বস	বাট, বাটঅ
বিরহঁঈ	বিহারে	বুঝি ঝলে	বোলিআ
ভণই	ভণতি	ভণন্তি	ভমন্তি
ভাইলা	ভাগেল	মঅণে	মইঁ
মরে	মিছেঁ	মোকল	মোহারো
লেহু	লোউ	যঅ	সহজে
সাঙ্গে	সুইলা	সুণ	সো, সোই
সোন্তে	হোই	হোন্তি	

সবরপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
কর্ণ	অণুদিন	অকাশ ফুলিআ	উচা
কুণ্ডল	এসেরে	অন্ধারি	উপাড়ী
খসমে	কইসে	উমত	এ
গিরিবর	কিম্পি	একেল	একে
গুরুবাক	ণাণা	কপাসু	কঙ্গুরি

সংস্কৃত —	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
তরুবর	ণামে	কান্দশ	কণ্ঠে
ন	ণিঅ	কাপুর	কব
পরম	দহদিহে	কুরাড়ী	খাই
বজ্রধারী	ধাউ	গঅণত	খাট
বালী	পাবত	গিবত	ঘরিণী
বিষমে	বণ	গরুআ	চারিবাসে
ভব	মণে	গুলী	ছাড়
ভুজঙ্গ	মহাসুহে	গুঞ্জরী	পড়িলা
মহাসুখে	মাআ	গুহাড়া	পাগল
মা	সিহর	চঞ্চলা	পোহাই
রসে	সবরী	চেরই	ফুটিলা
রে	হিঅ	ছাইলা	বাড়ির
রোষে		ছাড়,	বাড়ী
সগুণ		জাগন্তে	মারিল
সহজ		জোহ্না	রাতি
সমতুলা		ডালা	শিয়ালা
হ		ণইবমানি	শুন
হে		ণৈরামণি	সে
		তইলা	সেজি
		তহিঁ	হেরি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
তাঁবোলা	তাএলা	তিঅ	তোলি
তোহোরি	দারী	দিআঁ	দিধলি
দুন্দোলা	নিবাণেঁ	নিরামণি	নিরেসবন
পইসন্তি	পরহিণ	পাঁসের	পীচ্ছু
পুঞ্চআ	পাকেলা	পেঙ্খ	পোহাইলি
ফিটিলি	ফিটেলি	বসই	বলী
বাড়্হী	বাণে	বালি	বালী
বিন্ধ	বিন্ধহ	বিলসন্তি	ভাইলা
ভেলা	মত্তা	মহাসুহে	মাতেলা
মালী	মেরি	মেহেলি	মোরাঙ্গি
মোহা	মৌলিল	লইআ	লাগেলি
লোড়িব	শরসন্ধানে	ষবরালি	ষুকড়
ষে	সান্ধি	সুন	সুনমে
সুন্দরী	হকএলা	হিণ্ডই	হেঞ্চে
হেরল			

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—৫ই পৌষ ১৩২১, অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" বাণীনাথ নন্দী
" নিখিলনাথ মৈত্র
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" ডাঃ ললিতমোহন বসাক
" মন্মথনাথ রায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" বসন্তরঞ্জন রায়
" ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর
" শ্যামলাল গোস্বামী
" হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ সেন
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" কামাখ্যারাম ভট্টাচার্য্য
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" পঞ্চানন মিত্র
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" শ্রীপতিকুমার মুখোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এমএ, বি এল (সম্পাদক)

" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

} সহকারী সম্পাদকগণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু মৈসামুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযোগেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী ২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি ভড়	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী ভাদুড়ী বি এল্ উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত D. G. of Archeœlogy. Simla, East.
"	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এম্ এ ঐ ঐ
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত Department of Commerce of Industry, Govt. of India. Simla Hills.
"	"	শ্রীবিনোদবিহারী ভাদুড়ী Commuuioation to Delhi camp. Delhi.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায় বি এ ম্যানেজার কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্, কুমিল্লা।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম বি ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅতুলানন্দ রায় চৌধুরী রাজমাতা কালীবাড়ী, মিঠাপুকুর, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীললিতমোহন বসাক ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ ২৬।১ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ ঐ ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ ১১৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্ সি ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	"	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি শিক্ষক, কলিকাতা একাডেমি।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ৮ বাদুড়বাগান রো।

৩। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১। ভক্তি-রত্নহার
" যতীন্দ্রমোহন বসু	২। শিক্ষানবীশের পদ্য
" গিরিশচন্দ্র দত্ত	৩। সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা (১ম পাঠ)
	৪। আর্য্য-নীতি-বিজ্ঞান (ঐ)
	৫। ঐ ঐ (উচ্চ পাঠ)
	৬। চারুনীতি-শিক্ষা
" কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭। সরল সন্দর্ভ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮। স্বপ্ন-প্রয়াণ
	৯। ঐ
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। জাপান
" হরিপদ মুখোপাধ্যায়	১১। রাণী দুর্গাবতী
	১২। দধীচি
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৩। সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ
	১৪। হিন্দুস্থানী উপকথা:
	১৫। আরব্যোপন্যাস (২য় খণ্ড)
" বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	১৬। বৃহৎসারাবলী (৫ম খণ্ড, গৌরাঙ্গলীলা)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	১৭। বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধু-জীবনী
Officer In charge Bengal Sect. Book Depot.	১৮। Annual Report of the Bengal Veterinary College, for 1913-14.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Superintendent, Govt. Printing. India.	১৯।	General Catalogue of all Publications of Govt. of India and Local Govts.—No. 22, Part I.
	২০।	Do Do II.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২১।	Prayag or Allahabad.
Officer In charge, Bengal Sect. Book Depot.	২২।	Bengal Dist. Gazetteers, Murshidabad.
Director, Geological Survey of India.	২৩।	Records of the Geological Survey of India, Vol 44. Part. III. 1914.
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৪।	Bengal, past and present, Vol 8. part II. April to June, 1914.

৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "প্রাকৃত ভূগোল" পড়িয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার কৃত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্রের কথা পড়ি; কিন্তু তাহা আমি কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সেই হইতে তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমার বড় কৌতূহল ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভ্রাতা ৺উপেন্দ্রলাল মিত্রের পৌত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ আমার ছাত্র। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাঁহাকে আমিই মানচিত্র সংগ্রহের কথা বলি। বহু দিন পরে আজ কয়েক দিবস হইল, তিনি সেই মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পুর্ব্ববৎসর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়াছিলেন। তত পুর্ব্বকালের মানচিত্র কি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আপনারা দেখুন। বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রাকৃত ভূগোল-সংক্রান্ত মানচিত্র বোধ হয়, এই প্রথম; এগুলি এখন দুর্ল্লভ বস্তু। এগুলি সেই দুর্ল্লভ বস্তু বিবেচনায় এবং যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সম্পদে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতের কাজ বলিয়া আমি এগুলি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। শ্রীমান্ পঞ্চানন মিত্র আরও একখানি সুন্দর জিনিষ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এখানি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত একখানি খাতা। তিনি ১২৭৭ সালের ৬ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই খাতাখানিতে অধিকাংশ পশু-পক্ষীর এবং মৎস্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম অনুসারে সংস্কৃত বহু অভিধান এবং সংস্কৃত বহুবিধ সাহিত্য হইতে বিভিন্ন পশুর যত নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই খাতাখানি সাহিত্য-পরিষদের শব্দ-সমিতির এবং পরিভাষা-সমিতির বিশেষ উপকারে আসিবে। কেহ যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই খাতাখানি সাজাইয়া গুছাইয়া সুসম্পাদিত করিয়া ছাপাইবার ভার লয়েন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বহু প্রাণীর

সংস্কৃত নামমালার :একখানি সুন্দর সঙ্কলন-গ্রন্থ বাহির হইতে পারে। শ্রীমান্ পঞ্চানন এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে পারেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরে উক্ত বিজ্ঞানদ্বয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিলাতের সায়েন্স সোসাইটীর ফেলো নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ অমরকোষ, বিশ্বকোষ ও মেদিনী কোষের সাহায্যে রক্স্বর্গ এবং ব্লাণ্ডফোর্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অনুসরণে রামেন্দ্রবাবু যে নাম-মালা দেখাইলেন, সেই নামমালা সঙ্কলন করেন। পরে হুকারের গ্রন্থ দেখিয়া ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নামগুলির পরিশুদ্ধি প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে কোলব্রুকের আদর্শে সংস্কৃত মেদিনী ও বিশ্বকোষ-সম্পাদনে সবে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩১৪ সালের ১১ই বৈশাখ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে আমি আর একখানি খাতা সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। শুনিয়াছি, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নির্দ্দেশমত আমার পিতামহ এই খাতা লিখিতেন। খাতাখানিতে প্রথমতঃ ইংরাজী শব্দগুলি অক্ষরানুসারে তালিকা করা হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ তাহাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ লিখিত হইতেছিল। এই শেষোক্ত কার্য্যটি সম্পন্ন হয় নাই। যাহা হউক, এই খাতাখানি হইতে সাহিত্য-পরিষৎ কিছু উপকার পাইলে সুখী হইব। এই সঙ্গে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত (1) European Scientific Terms for vernacular Text Books, (2) Age of the Ajanta caves, (3) Report on the Sanskrit mss. (4) Sanskrit mss. treating of Ancient Hindu Veterinary Art, (5) ভূতত্ত্বদর্শন (মানচিত্র) এবং একখানি Life of Rajendra-Lall Mitra নামে পুস্তিকা উপহার দেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সকল দুর্লভ উপহারের জন্য পঞ্চানন বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, রাজার বৈজ্ঞানিক শব্দরচনা-প্রণালী পুস্তিকা-খানির মর্ম্মানুবাদ ইতিপূর্ব্বে সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জানাইলেন,—সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম নামে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উদয়পুরের মহারাণার অন্যতম সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব মহাশয় এই সুবৃহৎ সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যে সময় কলিকাতায় সার রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই ব্যাসদেবজীর সংগীত বিষয়ে রাগকল্পদ্রুম প্রকাশে ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং নানা স্থানের প্রধান প্রধান গায়কদিগের নিকট হইতে প্রচলিত নানা সুরের নানা ভাষায় প্রাচীন ও

অর্ব্বাচীন বহু প্রসিদ্ধ গান সংগ্রহ করেন। বহু দেশ হইতে এবং বহু রাজার সভা হইতে বহুতর সঙ্গীতশাস্ত্রও সংগ্রহ করেন। এই সকল উপাদান হইতে তিনি এই সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম সঙ্কলন করেন। তিনি শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমকেও সাত খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অবশেষে উহাকে তিন খণ্ডে ছাপাইতে বাধ্য হয়েন। ১৯০০ সম্বতে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থের ছাপা শেষ হয়। সে সময় তিনি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই ছাপাইয়াছিলেন। কাজেই বহু কাল হইতে এই অমূল্য গ্রন্থখান অতিমাত্র দুর্ল্লভ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ে এত বড় মুদ্রিত গ্রন্থ ভারতে কেন, জগতের অপর কোন ভাষায় আছে কি না, জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পুস্তকাগারে এই দুর্ল্লভ গ্রন্থের এক খণ্ড ছিল। তিনি সেই খণ্ডটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৭০৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাপাইতে রাজা বাহাদুরের পাঁচ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে ছাপান হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, আরবী, ফারসী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, ইংরেজী, পেশুয়ান ও রাজপুতানার নানা প্রদেশের ভাষায় গান সংগ্রহ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদিও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থের এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের গৌরব বিবেচনায় এই গ্রন্থের প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার-বহির্ভূত হয় নাই। অধিকন্তু এই গ্রন্থে বিস্তর প্রাচীন লুপ্তপ্রায় বাঙ্গালা গান সঙ্কলিত আছে; এই গ্রন্থপ্রকাশে অন্ততঃ সেই বাঙ্গালা গানগুলিও রক্ষা পাইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই গ্রন্থের প্রচার হওয়া আবশ্যক। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত হইল। আদর্শ পুস্তকে নানা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, বলিতে কি, তাহার একটি শ্লোকও বিশুদ্ধরূপে ছাপা হয় নাই। এ জন্য সে সকল শ্লোকের পাঠ ঠিক করিবার নিমিত্ত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নানা সঙ্গীতশাস্ত্র আমাকেও সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ গানের পদাবলী ঠিক করিবার নিমিত্ত বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইয়াছে। যে বদান্য রাজা বাহাদুরের দয়ায় এই বিপুলায়তন সুদুর্ল্লভ সঙ্গীত-গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইল, তিনি এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকেই দান করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ ছাপাইতে রাজা বাহাদুরের প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। সে দিন যে মহানুভবের কৃপায় সাহিত্য-পরিষৎ স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে তের হাজার টাকা দান পাইয়াছেন, আজ আবার তাঁহারই কৃপায় এত বড় বিরাট গ্রন্থ-স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বদান্য রাজা বাহাদুরের স্নেহ কেমন অকৃত্রিম এবং কতটা গভীর। আমি এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—এই গ্রন্থের বাঙ্গালা গানের অংশ পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তাহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেন। তাহার পর রাজা বাহাদুর সমগ্র গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎকে দেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থ ছাপিতে ১০।১২ হাজার টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া রাজা বাহাদুরের ন্যায় পরমহিতৈষীর অনুরোধও সাহিত্য-পরিষৎ অর্থাভাবে এত দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুবিবেচক রাজা বাহাদুর সে জন্য বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টচিত্তে আগ্রহ সহকারে কিছু দিন পরে আমাকে জানান,—"আমিই উহার সমস্ত ব্যয় দিব, আপনি ছাপার বন্দোবস্ত করুন।" নাগরী অক্ষরে ছাপা হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্র ভাবে নগেন্দ্র বাবুর সহিত উহার ছাপার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রতি রাজা বাহাদুরের স্নেহ এতই অধিক যে, পুস্তক ছাপা প্রায় শেষ হইলে একবার মাত্র প্রার্থনা করিতেই রাজা বাহাদুর এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দানের ফল হইয়াছে এই, যদি ভাগ্যবলে এই পুস্তকের সহস্র খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ বিক্রয় করিতে পারেন, তবে একেবারে ত্রিশ সহস্র টাকা পাইতে পারিবেন। রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতেও সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন এবং সে সকল গ্রন্থের স্বত্বও সাহিত্য-পরিষদেরই থাকিবে। রাজা বাহাদুরের এই মহৎ দানের জন্য নগেন্দ্র বাবু যে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিতেছেন, আমি তাহার সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এক সময় গ্রন্থখানি কিরূপ দুর্লভ হইয়াছিল, তাহার একটা ঘটনা এই সময় বলিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডাঃ গ্রিয়ারসন এই গ্রন্থখানির পরিচয় পাইয়া, ইহা দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেটকাফ হলে ইহার এক খণ্ড ছিল। তিনি জানিতে পারিয়া শুধু বহিখানি দেখিবার জন্যই মেট্‌কাফ্ হলের মেম্বর হন এবং বহিখানি আনিয়া তাহার বিবরণ লিখিবার ভার বেঙ্গল গভর্মেণ্টের হিন্দী অনুবাদক সোহনলালের উপর অর্পণ করেন। কার্য্যগতিকে রায় সোহনলাল পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। ডাঃ গ্রিয়ারসন কেবল বহিখানির জন্য এই পাঁচ বৎসর কাল মেট্‌কাফ্ হলে চাঁদা দিয়াছিলেন। অবশেষে ডাঃ গ্রিয়ারসনের অনুরোধে আমি মাঝে পড়িয়া কাজ শেষ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তিনিও অনর্থক চাঁদা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। সেই সময় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি কিনিতে গিয়া এক স্থানে আমি ইহার বাঙ্গালা গানের অংশ চারিখানি পাইয়াছিলাম। তাহারই একখানি সাহিত্য-পরিষদের জন্য রামেন্দ্র বাবুকে দিয়াছিলাম। যে সময় রাজা সার রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলন করেন, সেই সময়ে "কল্পদ্রুম" নাম দিয়া গ্রন্থ সঙ্কলনের একটা খেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। এই রাগ-

হউক, রামেন্দ্র বাবুর কৃপায় এই যজ্ঞপাত্রগুলির কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইলাম। এই বিষয়ে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। অতিমাত্র দুর্ব্বল হইয়াও আজ তিনি এই যজ্ঞপাত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইলেন, তাহার ফলে, তাঁহার কোন অনিষ্ট না হইলেই আমরা সুখী হইব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পরিদর্শন-বিবরণ

গত ১৯শে মাঘ (১৩২১) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪।৷০ টার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই মাননীয় পি, সি, লায়ন, মাননীয় মিঃ এফ্ জে, মোনাহান (প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার), সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ সোয়ান (আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় (তাজহাট), মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রাজা দামোদরদাস বর্ম্মন্ বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, মিঃ কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী (সেরপুর), শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি), মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও কুমার শরৎকুমার রায়, (সহকারী সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (সহকারী সম্পাদকগণ), শ্রীযুক্ত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ লরেন্স জেঙ্কিন্স, মাননীয় মিঃ কামিং (চীফ সেক্রেটারী), মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, লালগোলার রাজা বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ হরিধন দত্ত প্রভৃতি মান্যগণ্য কয়েক ব্যক্তি বিশেষ কারণে আসিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেল মিঃ গুরলে ও একজন এডিকংকে সঙ্গে লইয়া মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির নূতন মেরামত করিয়া ফুল-পাতা, কলাগাছ আর পূর্ণবট দিয়া সাজান হইয়াছিল, নহবৎ বসিয়াছিল। লাট সাহেবের গাড়ী দেখা যাইবামাত্র নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তাহার পর লাট সাহেব দরজায় নামিবামাত্র দুই দিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হয়। দরজায় সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়, সহকারী সভাপতি দেবপ্রসাদ বাবু ও কুমার শরৎকুমার, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা, সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক লাট সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাদরে মন্দিরে লইয়া আসিলেন। দরজার মধ্যে দরদালানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যান্য সভ্য অনেকেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে লাট সাহেবের নিকট সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর সকলে নিম্নতলে সাহিত্য-পরিষদের সুবৃহৎ ও কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তকালয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মধ্যস্থলে ২৪ ফুট লম্বা দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সযত্ন-সঞ্চিত প্রাচীন কালের ছাপা বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল। পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই সকল দুর্লভ গ্রন্থ দেখাইয়া তাহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাট সাহেব, মিঃ গুরলে, মাননীয় লায়ন প্রভৃতি বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম ছাপা বহি "হালহেডের" গ্রামার, প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ "বত্রিশ-সিংহাসন", প্রথম সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণের" প্রথম সংখ্যা, প্রথম মাসিক পত্র "দিগ্দর্শন", প্রথম আইন-পুস্তক "আদালত-তিমিরনাশক", প্রথম অভিধান "মিলার সাহেবের বাক্যকোষ" (Vocabulary), প্রথম বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ "কথোপকথন" (Colloquies), প্রথম পত্র

গ্রন্থ "কৃত্তিবাসের রামায়ণ" ইত্যাদি বহু গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসাগর-পুস্তকালয়ের বহুমূল্য সুন্দর বাঁধান পুস্তকগুলি এবং পুস্তকালয়ের অন্যান্য সমস্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তাহার পর সকলে দ্বিতলে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে কোলে সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার বহুবিধ প্রাচীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান ছিল। সভাবেদীর উপর সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চিত পুথির রাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর ও পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টক-শিল্প, প্রাচীন রঙ্-করা খেলিবার তাস, বৈদিক যজ্ঞের কাষ্ঠ-পাত্রাদি, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা, রূপা, সোনা, সীসা ও পিত্তলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন রসায়ন-যন্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাট সাহেব ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদের পরিচয়াদি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর লাট সাহেব পরিষদের পুথিশালায় প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন সহস্রাধিক সংগৃহীত পুথি পরিদর্শন করিলেন।

অতঃপর লাট সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা লাট সাহেবকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাষ্ঠের সুন্দর আধারে সাজাইয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহুবাজারের পীতাম্বর সরকার কোম্পানী এই সুন্দর কাষ্ঠাধারটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই আধারটির মাথায় একখানি রূপার পাতে "বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বঙ্গমণ্ডলেশ্বর মহামহিমান্বিত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার" এই কথা খুদিয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই রূপার পাতখানিও শিল্পের একটি নূতন নিদর্শন। ইহার অক্ষরগুলি গভীর করিয়া খুদিয়া দেওয়া নহে বা রূপার পাতখানি চাঁচিয়া অক্ষরগুলি উঁচু করিয়া কাটিয়া বাহির করা নহে বা ঢালাই করিয়া গড়িয়া দেওয়া নহে; কিন্তু নূতন এক প্রকার তক্ষণ-শিল্পের সাহায্যে অক্ষরগুলি উঁচু করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভবানীপুরের দত্ত ঘোষ কোম্পানী এই নূতন শিল্পের প্রথম নিদর্শনস্বরূপ এই পাতখানি এই প্রথম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং সাহিত্য-পরিষৎই এইরূপ পাত এই প্রথম সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার

করিলেন। পাতখানি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল, সোনালী জমীর উপর চক্‌চকে শাদা অক্ষরগুলির বড়ই খোলতাই হইয়াছিল।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লাট সাহেবকে মালা পরাইয়া দিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আতর গোলাপ দেওয়া হইল। ইতিপূর্ব্বে সকলকেই এক একটি 'বটন হোল' নামক ফুলের গুচ্ছ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর বঙ্গবাসি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত একটি "আবাহন" কবিতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় বিহারী বাবুকে লাট সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। লাট সাহেব স্মিতমুখে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত সজ্জন-বর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন,—

হে মহানুভব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ, আজ আপনারা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন এবং আসিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দুই হাজার সদস্যকে তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বয়স ২০ বৎসর মাত্র হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ধনিসম্প্রদায়ের বদান্যতায়, বিশেষতঃ কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে ইহার গৌরবোচিত এই আশ্রয়স্থান—এই সুদৃশ্য অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে; কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এই অট্টালিকার পার্শ্বে আর এক খণ্ড জমি দান করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে এবং সেই অট্টালিকা এই অট্টালিকার সহিত একত্র সংলগ্ন থাকিবে। সেখানে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ মিঃ আর, সি দত্ত সি আই ই মহোদয়ের নামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে চিত্রশালা স্থাপিত হইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুলেখক ছিলেন, সুবিদ্বান্ ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখক এবং সুকবি ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে ও পরিচালনে তাঁহার উৎকৃষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে প্রথম অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে, এখানে বঙ্গ-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নানারূপ স্মৃতি-নিদর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে। আপনারা দেখিয়াছেন যে, গত এক শত বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে চন্দ্রনাথ বসু পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বহু জনের ছবি ইহার প্রাচীরে প্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে। বঙ্গেশ্বর এবং আপনারা সকলে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিষৎ-মন্দিরে স্থানাভাবের জন্য বড়ই অসুবিধা হইতেছে; কিন্তু নূতন বাড়ীতে যখন চিত্রশালা এবং ছবিগুলি স্থানান্তরিত হইবে,

তখন পুস্তক এবং পুথির জন্য এ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে, এই কষ্ট দূর হইতে পারিবে। পরিষদের কার্য্যে পরিশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার এবং ধনিসম্প্রদায়েরও বদান্যতার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহী রাজপুরুষেরা সংপ্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশের জন্য বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাঁহাদিগের নিজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ, বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপস্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবে। আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ নূতন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নূতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপনের জন্য আবার, বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, আপনারা আজ এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি।

ইহার পর লাট সাহেব অল্প কথায়, সুললিত ভাষায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে লাট সাহেব সদলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের গত ২০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইয়া এই দিন অভ্যাগতবর্গকে দেওয়া হইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতূহলজনক বস্তু এই দিন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ করা হয়। ২০ বৎসরের কার্য্য-বিবরণের মধ্যে যেখানি লাট সাহেবকে দেওয়া হয়, তাহার মলাটখানি উৎকৃষ্ট মখমলের মত চামড়ায় বিবিধ রঙ্গে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কে, বি, সেন ব্রাদার্স বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কার্য্য বিবরণীর মলাটের উপর এবার পরিষৎ-মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল।

লাট সাহেব এবং তাঁহার শাসন-পরিষদের প্রধান সদস্য মাননীয় মিঃ লায়ন সাহিত্য-পরিষদের পরিদর্শন-পুস্তকে সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মূল এবং অনুবাদ শেষে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
১লা ফাল্গুন, ১৩২১। } শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বঙ্গমণ্ডলেশ্বর,

মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত লর্ড করমাইকেল

মহোদয়ের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে

অভিমত

I was delighted at being asked to visit the building of the Bangiya-Sahitya Parishad of which I had heard much praise; what I saw proved to me that the the praise, I had heard, was very well deserved. The Library is good and the Museum very interesting. I think the society is to be congratulated on the work it is doing. I am grateful for the books which the members have presented to me, and am looking forward to again visiting the Museum and seeing the collections at sometime when I can stay longer in the building. If I can anytime help the society, I shall be glad to do my best, for I think the society is helping Bengal.

(Sd.) Carmichael,
Governor of Bengal.
2nd February, 1915.

(অনুবাদ)

যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহু প্রশংসা আমি শুনিয়াছিলাম, সে দিন আহূত হইয়া সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে গিয়াছিলাম এবং দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি। যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উহার উপযোগী। উহার পুস্তকাগারটি চমৎকার এবং চিত্রশালাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল কাজ করিতেছে, আমার বিবেচনায় সে জন্য তাহাকে সমাদর করা কর্ত্তব্য। ইহার সদস্যগণ আমাকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আবার এই চিত্রশালা দেখিতে যাইব এবং আজকার অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিয়া সংগৃহীত দ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া আসিব। যদি কখন আমি এই সাহিত্য-পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারি, আমি সানন্দে তাহা যথাসাধ্য করিব; কারণ, আমার মনে হয়, এই সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতেছে।

(স্বাঃ) কারমাইকেল,
বাঙ্গালার গভর্ণর,
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫।

I am glad to have had an opportunity of visiting the home of the Bangiya-Sahitya Parishad. I am informed on high authority that its literary work is of the best quality and has earned for the society a notable reputation in European countries. At the present time such work is of very special value to the Bengali language and to Bengal.

(Sd) P. C, Lyon.
5.2.15.

অনুবাদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরটি দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বচন-প্রমাণে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই সভার সাহিত্য-সংক্রান্ত কাজগুলি অতি উচ্চাঙ্গেরই হইতেছে এবং তাহারই বলে ইয়োরোপেও এই সভার সুযশ রটিয়াছে। আজকালকার কালে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এইরূপ কাজের একটা বিশেষ উপকারিতা আছে।

(স্বাঃ) পি, সি, লায়ন।
৫।২।১৫

বিশেষ অধিবেশন

গত ৯ই ফাল্গুন (১৩২১), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেন হইয়াছিল।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই জানেন, আজ ভারতের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত আজ সকল জায়গায় সকল প্রকার সভা-সমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, আফিস, কুঠীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সাহিত্য-পরিষদেরও কার্য্য বন্ধ করা উচিত। কিন্তু একটি

কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইতেছে। আমাদিগের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ আমাদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবার কথা। এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আমাদের সারিয়া ফেলিতে হইবে। তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যে তিন বৎসর কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আদালতের কাজের অবসরে তিনি সর্ব্বদা সাহিত্য আলোচনা করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাসাটিই সাহিত্য আলোচনার একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, সকল সাহিত্যের আলোচনাই সেখানে হইত। এই সময়ে তিনি একটা শোক পাইয়াছিলেন; সেই শোকে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া আসেন। কৃষ্ণনগরেই রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ হয়। রঘুবংশের পর ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ অনুবাদ করেন এবং তাহার পর মাঘের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিশুপালবধের অনুবাদ শেষ হয় নাই, দুই সর্গ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত গ্রন্থের নবীন বাবুর এই সকল অনুবাদ অতি চমৎকার। স্থানে স্থানে এমন সুন্দর হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। তিনি মেঘদূতের কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করেন। তাঁহার রঘুবংশের অনুবাদের সমাদর কোন দিন ঘুচিবে না। তিনি যে কেবল সংস্কৃতেরই ভাল অনুবাদক ছিলেন, এমন নয়; Gray's Elegy আর Long-fellowর অনেক কবিতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ তাঁহার আছে এবং কিছু কিছু ছাপাও হইয়াছে। তিনি চট্টগ্রামের শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শাখা-পরিষদের উপর তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। তাঁহার যত্নে তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার একটি পুত্রবিয়োগ হওয়াতে এবং মামলা-মোকদ্দমায় বিব্রত হইয়া পড়ায়, তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি মানুষ হিসাবে দেবচরিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। লোককে অবিশ্বাস তিনি করিতে পারিতেন না। দোকানদারেরা বলিত, এত ভাল মানুষকে ঠকাইলে ভগবান্ সহিবেন না। কিন্তু তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র নরম হইতেন না। এ জন্য সারাজীবনে রাজসরকারে তিনি বেশী উন্নতি করিতে পারেন নাই।

মেদিনীপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমি আজ সাহিত্য-পরিষদে এই প্রথম আসিয়াছি। আসিয়াই আমার ভাগ্যে এই শোক-সভা মিলিয়াছে। নবীন বাবুর সঙ্গে আমার কখন পরিচয় ছিল না। আমি যখন হুগলীতে পড়ি, তখন নবীন বাবুর মহাভারতের অনুবাদ আমাদের পাঠ্য ছিল। তাঁহার মাঘের দুই সর্গের অনুবাদ আমি দেখিয়াছিলাম। নবীন বাবুর মত অনুবাদকের হস্তে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। নবীন বাবুর কাছে অনেক আশা ছিল। কিন্তু আজ কয় দিন হইল, তাঁহার মৃত্যুতে তাহা মিটিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন কাব্য-নাটকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ হওয়া

আমি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে করি। নবীন বাবু অনুবাদের যে ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতি হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই ধারা বজায় থাকে। আমি মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই শোক-প্রস্তাবে সহানুভূতি জানাইতেছি।

এই সময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া পৌছিলেন। কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর মহা-বিহারের মহাস্থবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,—নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের লোক, আমিও তাই। তিনি আমাদের চট্টল-মাতার সুসন্তান ও দেশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার গুণাবলীর কথা আমার অনেক জানা আছে, সে সকল আমি বর্ণনা করা অপেক্ষা আপনারা যে আজ তাঁহার মরণে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমাদের সহিত সমান শোক অনুভব করিতেছেন, ইহাই সুশোভন হইয়াছে। আমরা যে বিশেষ রত্নটি হারাইয়াছি, তাহার ক্ষতি আমাদের শীঘ্র মিটিবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মুখ্য সভা। এই সভা হইতে চট্টল-মাতার গুণবান্ পুত্রের বিয়োগে যে শোক প্রকাশ করা হইল, ইহাই আমাদের পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। আমিও চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—নবীন বাবু সুকবি ছিলেন ও সুলেখক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি কেবল যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ভাল লিখিতেন, তাহা নহে; তাঁহার ইংরাজী পুস্তক "Geography of Ancient India" খানিও বেশ ভাল বই। তিনি এ পুস্তক লিখিয়া কতটা সফল হইয়াছেন, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে তিনি এমন বিষয়ে বহি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাঁহার বইখানির আদর হইয়াছে, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তাঁহার কবিতার অনুবাদগুলি অতি মিষ্ট। সংস্কৃতের চারি চরণ কবিতার অনুবাদ বাঙ্গালায় তিনি অনেক স্থলে ঠিক চারি চরণেই করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, দুই ভাষাতেই তাঁহার সমান দখল ছিল। শেষ জীবনটায় তিনি নিজের দেশে বদলী হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি স্বদেশে বসিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবেন। তাঁহারই যত্নে চট্টগ্রামে শাখা-পরিষৎ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এমন লোকের স্মৃতি রক্ষা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—নবীনচন্দ্র দাসের শোকপ্রকাশ-সভায় দাঁড়াইয়া আজ আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে। শোকসভায় আনন্দ-প্রকাশ করাটা বিসদৃশ হইতে পারে, কিন্তু আমার আজ আনন্দ ধরিতেছে না। যে দেশের নবীন বাবু, আমিও সেই দেশের। আমাদের এই চাটগেঁয়েদের জন্য আপনারা একটা শোক অনুভব করিতেছেন, আমার আনন্দ সেই গৌরবে। আমার পূর্ব্ববক্তা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বিশেষ শোকসভার অনুষ্ঠানের জন্য মূল সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষরূপে

ধন্যবাদ জানাইতেছি। শাস্ত্রী মহাশয় যে স্মৃতিরক্ষার কথা বলিলেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। চট্টগ্রামে দেব-পাহাড়ে নবীন বাবু "আরাম-মন্দির" নামে একখানি বাড়ী করিয়া গিয়াছেন। সেই পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীতে তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার ভিত্তি গাঁথা হইয়া গিয়াছে। নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয়ই ইহাতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমি চট্টগ্রাম শাখা পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর সভাপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত শোকপ্রস্তাব পাঠ করিলেন ;—"চট্টগ্রাম শাখার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সুকবি, সুলেখক, নানা সংস্কৃত-কাব্যের ও ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদক ও নানা সদ্‌গুণশালী নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোকানুভব করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।" অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, এই শোকপ্রস্তাব কবিবর নবীনচন্দ্রের পুত্র নলিনচন্দ্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ বাবুকে ও চট্টগ্রাম শাখাপরিষদে পাঠান হউক।

সভাস্থ সকলে নবীন বাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, আমাদের শোকপ্রকাশের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সাহিত্য-পরিষদের আরও কয়েকজন হিতৈষী সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের মাসিক অধিবেশনের শেষে তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কথা। মাসিক অধিবেশনের কাজ আমরা আজ করিব না, কিন্তু একটি শোকের ঘটনার সঙ্গে আমরা আর পাঁচটা শোকের কথাই কহিয়া শেষ করিতে চাই।

(১) ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অল্প দিন হইল, সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই ইহাকে এত ভালবাসিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদাই এখানে আসিতেন, ইহার কাজে কর্ম্মে মিশিতেন। তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ও রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়া পরিশ্রম করিতেন এবং নানাবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও পরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে খুব বড় লাইব্রেরী ও লেবরেটরী আছে। তাঁহাকে হারাইয়া দেশের একজন পণ্ডিত লোক এবং পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুকে হারাইয়াছি।

(২) ত্রিপুরানিবাসী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দেশের ইতিহাস লইয়া বহু কাল হইতে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ আছে। বাঙ্গালায় কয়েকখানি বহিও লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা নামে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের একটি মস্ত অভাব দূর

করিয়া গিয়াছেন। শেষ দশায় তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর ইতিহাসসংক্রান্ত সমস্ত বইগুলি সাহিত্য পরিষৎকে দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সভ্য ছিলেন না, অথচ ইহাকে এতটা ভালবাসিতেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

(৩) প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ইনি সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সভ্য। ইঁহারই চেষ্টায় আমরা স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুরকে সাহিত্য-পরিষদের আজীবন-সদস্যরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহারই চেষ্টায় কুচবিহার হইতে সাহিত্য-পরিষদের এই মন্দির-গঠনে অর্থ-সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, ইঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন যথার্থ হিতৈষী সভ্য হারাইলাম।

(৪) দেহুড়নিবাসী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক সদস্য ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মূর্ত্তি পাইয়াছেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাদি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইত। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা একটি কর্ম্মী বন্ধু হারাইয়াছি। তিনি বহু দিন হইতে সাহিত্য লইয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার লেখা কয়খানি বহিও ছাপা হইয়াছে।

(৫) কিশোরীমোহন রায় পাবনায় সাহিত্য-পরিষদের শাখা হইবার জন্য যে সাহিত্য-সমিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি "সুরাজ" পত্রের সম্পাদক। কয়েকখানি বহিও ইনি লিখিয়া ছাপাইয়া গিয়াছেন। ইনিও সাহিত্য-পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য ও হিতৈষী ছিলেন।

(৬) মহেন্দ্রনাথ দাস বি এল্ মহাশয় চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল।

এই সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী, পরিষদের সভ্য ও বন্ধুগণের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

আর একটি কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে। সেটিও এক মৃত পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে। সুতরাং সে কার্য্যটিও আমরা আজ সারিয়া ফেলিব। পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার পুত্র সবজজ রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার একখানি সুন্দর চিত্র সাহিত্য-পরিষদে রাখিবার জন্য উপহার দিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে একটি বিবরণ পড়িবেন, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন;—

(৭) পণ্ডিত ৺হরিনাথ স্থায়রত্ন। জন্ম জানুয়ারী ১৮২৫। মৃত্যু, জুন (জ্যৈষ্ঠ) ১৮৮৭।

বিদ্বৎপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—"শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাহিত্যের এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত।" [পুরাতন প্রসঙ্গ, আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ, ১৩১৭]

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত অপর কয়েকজন মহাত্মার পরিচয় অল্পবিস্তর জানেন; কিন্তু শেষোক্ত হরিনাথ শর্ম্মা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বোধ হয়, একেবারেই নাই। ইঁহার পুরা নাম ৺হরিনাথ স্থায়রত্ন, বংশোপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত "বিরাটপর্ব্ব", "মুদ্রারাক্ষস", রামের "অরণ্য-যাত্রা" ও "রচনাবলী" এক সময়ে বহু বিদ্যালয়ে প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম তিনখানি সংস্কৃত হইতে ও শেষখানি ইংরাজী হইতে অনুবাদ। ৺হরিনাথের বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তিনি ছাত্র-জীবনে সংস্কৃত কলেজে কাদম্বরীপ্রণেতা ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৺দীনবন্ধু স্থায়রত্নের সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বীটুন কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন, পরে অল্পকাল স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করেন, পরে দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর আমলে তিনি সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিতেন। ৺ মহেশচন্দ্র স্থায়রত্নের অধ্যক্ষতার আরম্ভকালেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ও সেণ্ট্রাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হরিনাথের শ্যালক ও ভগ্নীপতি ছিলেন। হরিনাথের ৮টি পুত্র ও ৬ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে চারিজন এক্ষণে জীবিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা জজ ছিলেন; এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান চিত্র তাঁহারই প্রদত্ত। ৺হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্র দার্জ্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল, ৺মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. N. Banerji)। (বর্ত্তমান লেখক ৺হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র।)

তাঁহার আদিম নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রাম। হাবড়া শিবপুরে বিবাহ করিয়া তিনি পরে শিবপুরেই বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েন। বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যখন সামাজিক আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রবে ছিলেন বলিয়া, হরিনাথ ও তাঁহার স্বগ্রামবাসী তারাশঙ্কর

তর্করত্ন ও নিকটস্থ বিবগ্রামবাসী ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করে ও তজ্জন্ত বাধ্য হইয়া স্ব স্ব বাসগ্রাম ত্যাগ করেন।

তিনি হাবড়া শিবপুরের উন্নতির জন্ত হিতকর কার্য্যের বহু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন শিবপুরে প্রথম স্কুল, ডাক্তারখানা, ক্লাব ও সখের থিয়েটার তিনিই স্থাপনা করেন। হাবড় হিতকরী নামক সংবাদপত্র ও হাবড়া পীপল্‌স্ এসোসিয়েশন্ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তিনি এই সমস্ত সৎকীর্ত্তির জন্ত সরকার ও সাধারণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। সরকারের নিকট হইতে Certificate of Honour প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তৎকালে গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিলেও রাজনীতি-চর্চ্চার বাধা ছিল না।

প্রবন্ধ পড়া হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সংস্কৃতের অধ্যাপকেরা ইংরাজী জানিলেও ইংরাজী পড়াইতেন না। হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সে নিয়ম উঠাইয়া সবই পড়াইতেন। আমি তাঁহার ক্লাসে কখনও পড়ি নাই, অথচ তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতাম। তাঁহার স্বভাবগুণে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার একটি উপদেশ সে কালের অনেক ছাত্রের হৃদয়ে গাঁথা আছে। আজ সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার ছবি প্রতিষ্ঠা করিতে সকলের অপেক্ষা আমার বেশী আনন্দ বোধ হইতেছে, একটু পুণ্যও মনে করিতেছি। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ছবির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছবিদাতা গোপাল বাবুকে এবং অধ্যাপক ললিত বাবুকে এই ছবিদান ও ছবিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবার জন্ত ধন্তবাদ জানাইলেন। ইহার পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—আরও একটি কার্য্য আমাদের আজই করিবার আছে। সেটির সহিত কোন শোকের সম্পর্ক নাই বটে; কিন্তু দুঃখের সম্পর্ক আছে। শ্রীমান্ রিথাও কিমোরা জাপানবাসী ভদ্রলোক, তিনি এ দেশে সংস্কৃত শিখিতে আসিয়াছিলেন। সংস্কৃত ত তিনি শিখিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও শিখিয়াছেন। বাঙ্গালাও তিনি এমন শিখিয়াছেন যে, আজ তিনি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা বাঙ্গালাতেই বলিবেন। শ্রীমান্ কিমোরা আমার ছাত্র, তিনি আজ লেখাপড়া শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন, তাঁহাকে আজ আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিব। তাঁহার যাহা বলিবার আছে, তিনি আপনাদিগকে বলিতেছেন।

অতঃপর শ্রীমান্ কিমোরা মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আজ এই অভ্যর্থনা পাইয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আমার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহা আমি সব খুলিয়া বলিতে পারিব না। কারণ, বাঙ্গালায় সকল কথা তেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিবার মত আমি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। আমার বাঙ্গালা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা নয়—জাপানীর। আমি শুনিতে পারি, পড়িতে পারি, অনেকটা

বুঝিতে পারি, এই মাত্র। আমার ক্ষমতায় শিক্ষা হয় নাই; আপনাদের দয়ায় অনেকটা শিখিয়াছি। আপনারা আচার-ব্যবহারে আমাকে পরিবারস্থ একজনের মত পালন করিয়াছেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। মানব মাত্রকেই শিক্ষার জন্য কষ্ট করিতে হইবে; জাপানেও হইত। কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত হই নাই। কষ্ট করিয়া বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি,—দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহা শিখিয়াছি, তাহা জাপান-বাসীকে গিয়া দেখাইতে পারিব, এই আমার আনন্দ। আপনারা গুরু, আমি ছাত্র। গুরু-দক্ষিণা আমি দিতে পারিব না। কারণ, ধন-দ্রব্য আমার কিছু নাই। সেবা করিয়াও আমি দক্ষিণা দিতে পারিব না; কারণ, আমাকে দেশে যাইতে হইবে, যাহাদের জন্য শিখিয়াছি, তাহাদের কাছে ফিরিতে হইবে। ইহার জন্য আমি লজ্জিত নহি; কারণ, প্রাচীন জাপানের সভ্যতা, ধর্ম্ম, শিল্প, দর্শন—সব ভারতের দয়াতে। আমাদের দেশের কেহ কোন দিন দক্ষিণা দিতে পারে না। যদি বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া দক্ষিণা দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের দেশের লোক ভারতের সম্বন্ধে মরিয়া গিয়াছে। ভারতের স্বরূপ জাপান জানে না। আপনারাও জাপানকে জানেন না। দুই দেশে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা দুটি দেশই ভুলিয়া গিয়াছে। আমার প্রার্থনা, সে সম্বন্ধ হউক। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ভারতের রত্ন নয়, জগতের রত্ন। ভারতের শিক্ষা এখন বিদেশীর হাতে। হয় ত এক দিন জাপানীই আপনাদের অধ্যাপক হইয়া আসিয়া বসিবে। কিন্তু তাহা উচিত নয়। আপনারা নিজেরাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন। এখনকার পণ্ডিতের শিক্ষা-প্রণালী আমরা বিদেশী—ধরিতে পারি না। জার্ম্মাণী বিদেশীকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ভাব, শিক্ষার ভাব শিখাইতে পারে না। আমি জার্ম্মাণীতে যাই নাই। জীবন থাকিলে আমি আবার আপনাদের কাছে আসিব, শিখিব, আমায় পণ্ডিত করিয়া দিবেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া এখনকার ভারতের চিত্র কি বুঝিলাম, তাহা একটু বলিতে চাই। বর্ত্তমান ভারত, আর প্রাচীন ভারত এক নয়। বড় বড় বিল্‌ডিং, এত আদালত, এত মকদ্দমা, বাপ্‌ রে বাপ্‌! মন্দির নাই, বৌদ্ধ মঠ নাই, বকশিস্‌ ভিক্ষা কথায় কথায়। কৃষ্ণ নামে ভিক্ষা—"রাধে কৃষ্ণ একটি পয়সা দাও।"—ত্রিবিধ দুঃখ-ত্রাতা ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা করে। দেশ অত্যন্ত গরম, লোকে নানা রোগে মরে। এইটি বাহ্যিক ভারত। প্রাচীন ভারত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, আমি বুঝিতে চাই। যতটা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারত লোপ পায় নাই, গ্রামের মধ্যে আছে, আর বর্ত্তমান ভারত সহর জুড়িয়া আছে। গত ছয় মাসের মধ্যে আপনারা আমাকে বশ করিয়াছেন। আপনারা ধার্ম্মিক, প্রসন্নচিত্ত, শান্তস্বভাব ও দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ। আমরা বন্ধুকে বশীভূত করি, বন্ধুত্ব গেলে বশ্যতা যায়। আপনারা শান্তভাবে বশীভূত করেন। আপনারা ধর্ম্ম লইয়া সব করেন, অপরে টাকার জন্য সব করে। জাপানের পূর্ব্বপুরুষ মঙ্গলিয়া, সুমাত্রা বা পারস্যের লোক নয়। আমার মত স্বতন্ত্র। একটা আভাস দিব। জাপানের আদিম অধিবাসীরা বঙ্গ-মগধের লোক। আমাদের দেশে প্রাচীন পুস্তক না দেখিয়া তাহার সমস্ত প্রমাণ দিতে পারিব না, তবে কিছু কিছু দিতে পারি।

এই বলিয়া শ্রীমান্ কিমোরা মহাশয় ভারতের এবং জাপানের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত কত গুলি চিহ্নের নক্‌সা আঁকিয়া নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মত স্থাপন করিতে চে করিলেন এবং সর্ব্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যব জানাইয়া বসিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন,—শ্রীমান্ কিমোরা ছাত্ররূপে আসি অধ্যাপকের অনেক বিদ্যাই আহরণ করিয়াছেন। তিনি কলাপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, বাঙ্গালা যে এমন শিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। স্বাধীন জাতির একটা বিশেষ গু এই যে, তাঁহারা কেবল অপরের ভূমি অধিকার করেন না, জ্ঞানও অধিকার করেন। তি দেশে যাইতেছেন। শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই সহিত জাপান-ভ্রমণে যাইতেছেন এ সংযোগ ভালই হইয়াছে, উভয়ে উভয়ের বিশেষ সহায়তা পাইবেন। প্রার্থনা করি, নিরাপ দেশে যান এবং কুশলে থাকুন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীমান্ কিমোরা যখন প্রথম আমা কাছে আসেন, তখন আমি তাঁহাকে চিনিতাম না; আমি ইংরাজীতে কথা কহিতে গেলাম তিনি বাঙ্গালায় উত্তর দিলেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়ে ভরিয়া গেলাম। তাঁহার বাঙ্গালায় এ অনুরাগ যে, তিনি ৫।৬ মাসে এই বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া ছেন। আজ তাঁহাকে আমরা বিদায় দিতে আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তিনি ভাল থাকুন তিনি ছয় মাসে আমাদের ভাষা শিখিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার কাছে জাপানী শিখিয়া লইতে পারিলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিলে যদি বাঁচি ত শিখিব। স্বাধীন ও পরাধীন জাতির শিখিবার শক্তিতেও কত প্রভেদ, তাহা কিমোরাকে পাইয়া আমরা বুঝিলাম।

অতঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া শ্রীমান্ কিমোরাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিয়া বলিলেন,—তুমি সমস্ত শিখিয়াছ, দেশে গিয়া সব শিখাইয়া দিবে। তোমার সহিত আমার সকল কথাই হইয়াছে। ইঁহারাও যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে। এখন আশীর্ব্বাদ করি, নিরাপদে দেশে ফিরিয়া যাও।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গোখলে মহাশয়ের পরিবারবর্গকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া নিম্নলিখিত পত্র দেওয়া হইবে এবং Servant of India Societyকেও জানান হইবে এবং তাঁহার সম্মানার্থ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিল। সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই দিন জাপানী Consol ও আরও কতকগুলি জাপানি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কয়েক জন জাপানী উপস্থিত হইয়াছিলেন ও কয়েকজন আসিতে না পারায় পত্র দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

To the Secretary, Servants of India Society, Poona.

Sir.

I beg to inform you that on the 21th February at the 8th General meeting of the B. S. P. a resolution waa passed unanimously expressing the deep sorrow of the Parishad at the untimely death of the Hon'ble G. K. Gokhale and all further ordinary proceedings of the meeting were postponed while the office of Parishad was also closed on the 22nd ultimo as a tribute of respect to the memory of the late illustrious deceased.

I hope you will kindly communicate this news to the relatives of the Late Hon'ble Mr Gokhale.

Yours &c.

(Sd) Haraprasad Shastry, President.

অতঃপর যথারীতি ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম স্থগিত অধিবেশন

গত ১৪ই চৈত্র (১৩২১), ২৮শে মার্চ্চ (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত ৭ম মাসিক অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ (সভাপতি)
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অম্বিকাচরণ মিত্র
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ বাণীনাথ নন্দী
„ [illegible] মজুমদার

শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
„ অমৃতগোপাল বসু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ মন্মথনাথ রায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ কৃষ্ণদাস বসাক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভূপতিনাথ দাস
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" যাদবগোবিন্দ রায়
" নিত্যানন্দ রায়
" সতীশচন্দ্র গুহ
" মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু
" কানাইলাল মিত্র
" রামকমল সিংহ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীনবকৃষ্ণ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মীরাট কলেজের অধ্যাপক ও মিরাট-সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম সহকারী সভাপতি।
"	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-ভূষণ, তত্ত্বনিধি, বিদ্যারত্ন, মিরাট সাহিত্য-সম্মিলন-সম্পাদক, মিরাট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় Chamber practitioner of law, মিরাট, সিটি, ওয়েষ্টার্ণ কাছারী রোড।
"	"	ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার সেন এল্ এম এস, মিরাট, সিটি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীনবকৃষ্ণ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র এল, আর, সি, এস (এডিন), এল, আর, সি (এডিন), এল, আর, এফ পি ও এস (গ্লাসগো), মিরাট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, মোহনলাল মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদামোদরদাস বর্ম্মন্ ৫৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
শ্রীকালিদাস দত্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত বি এ, জে, এম্ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুচবিহারাধিপ হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীহিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, শিক্ষক, ঢেঙ্কানল হাই স্কুল, উড়িষ্যা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	রায় শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
„	„	ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীচরণ মিত্র ১৮, ঘোষের লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারিণীপ্রসাদ সুর ১৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রী	„	ডাঃ শ্রীযামিনীমোহন কর কাব্যবিনোদ, ২০২।১৪, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ দে এম্ এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
„	„	শ্রীচন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, অধ্যাপক পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী ও প্রবেশনরি ডেপুটী কলেক্টর, চুঁচুড়া।
কে, বি, ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সারসোল, ই,আই,আর।
"	"	শ্রীকৃষ্ণধন্বন্তরী বিশ্বরাজ চক্রবর্ত্তী এম ডি, জনক আশ্রম, বোধিখানা, যশোহর।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমুকুন্দনারায়ণ মুন্সী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	"	শ্রীসুসন্তোষকুমার দে ১৭, চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, বড়বাজার পোঃ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ ৬৭, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	কবিরাজ শ্রীনীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত কাব্যসাংখ্যতীর্থ, কবিরত্ন, ভগবান্ ঔষধালয়, ১০২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল ৪১, সিমলা রোড, হালসীবাগান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬১, শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীভোলানাথ দাস Coal Merchant, চন্দননগর।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মাননীয় নবাব আলি চৌধুরী খাঁ বাহাদুর ২৭, ওয়েষ্টন লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া শিবপুর।
বি, এল চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, শাঁকারীটোলা, ভবানীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, কিউরেটার, ঢাকা মিউজিয়ম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ভাইস্ চেয়ারম্যান, কলিকাতা কর্পোরেশন, ৩৩, ম্যাক্‌লিউড ষ্ট্রীট।
”	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি এল্, হাবড়ার উকীল, ১ লক্ষ্মণদাসের লেন, পঞ্চাননতলা, হাবড়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	”	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, বি এল্, ৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার
”	”	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৮৪, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীহেমাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ রুদ্র ২৩, গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	”	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার রায়, হাইকোর্টের উকীল, ৬, আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।
মুন্সী আবদুল করিম	”	শ্রীসারদাচরণ দত্ত, প্রধান শিক্ষক, বাবুরহাট এচ্‌ ই স্কুল, বাবুরহাট, চট্টগ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এফ আর এ এস্, পি আর এচ এস, এফ আর সি আই, ২ মধুসূদন চাটুর্য্যের লেন, টালা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, কণ্ট্রাক্টর, ৩৫।৬।২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া উত্তর বাউজান, মুন্‌সেফী আদালত।
”	”	শ্রীরমেশচন্দ্র নাগ ঢাকি, ময়মনসিংহ।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট বা ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূতনাথ দত্ত ২ বীডন ষ্ট্রীট।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী, বি এস্‌সি, বি এল্‌, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীবেণীমাধব দাসগুপ্ত মহাফেজ, প্রথম সবজজকোর্ট, চট্টগ্রাম।
শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, ৮১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু সেটেলমেণ্ট কানুনগো, কাঁথি, মেদিনীপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিসের অডিটার, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, আলিপুর, ২৩এ বেথুন রো।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শিক্ষক, ফেয়া রোড, রাণীগঞ্জ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন ৫৬।৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় দি প্রাসাদ, পাথুরিয়াঘাটা।

তৎপরে গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় যে সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন এবং গভর্ণর বাহাদুর পরিষৎ দেখিয়া গিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজীতে পড়িয়া শুনাইলেন। (এই বিবরণ ও ঐ সকল অভিমত কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।)

অতঃপর এই অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "ভাষার উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল।

অতঃপর সপ্তম মাসিক স্থগিত অধিবেশনের সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট কর্য্যাদি অষ্টম মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাহ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

গত ১৪ই চৈত্র, সন ১৩২১ সাল, ২৮শে মার্চ্চ (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল,—

১। প্রদর্শন—(ক) দিনাজপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়। (খ) দিনাজপুর বহলায় প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ এম্ এ। (গ) তিব্বতীয় কেঙ্গুর পুথি (১২ খণ্ড) প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (ঘ) পরিষৎ-কর্ত্তৃক ক্রীত তিনটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ২। প্রবন্ধপাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি।" (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এস্ সি, এল এম এস মহাশয়ের "উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।" (গ) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের "একখানি সত্যপীরের পাঁচালী" নামক প্রবন্ধ। ৩। শোকপ্রকাশ—(ক) মধুসূদন রায় বি এল্ ও (খ) সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৪। বিবিধ।

(সপ্তম স্থগিত অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই সভায় উপস্থিত ছিলেন।)

যথাসময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় একটি অষ্টভুজ গণেশ ও একটি মূর্ত্তির কেবল মস্তক দেখাইয়া বলিলেন,—এইগুলি দিনাজপুর জেলার বহলা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে এই ভাঙ্গা মাথাটি সৌন্দর্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন সুন্দর মনোরম মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি (বাসুদেব) দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—এই মূর্ত্তিটিও কিশোরীবাবু দিনাজপুরে পাইয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু এবং কিশোরী বাবুকে মূর্ত্তিগুলি উপহার দিবার জন্য যথারীতি ধন্যবাদ জানান হইল। তৎপরে একটি উপদেশ-মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি মহারাজ-লীলায় অবস্থিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি, আর একটি তারামূর্ত্তি দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—এই তিনটি মূর্ত্তি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের সংগৃহীত। এত দিন এগুলি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট ছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ এগুলি তাঁহার নিকট হইতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছেন। এক একটি পিঠে এক একটি লেখ আছে। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—গত মাসিক অধিবেশনে আমরা পরিষদের অনেক হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃপায় টেঙ্গুর নামক তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান পুথি-সংগ্রহ পাইয়াছি। উহাতে ২২৫ খণ্ড পুথি আছে। এই পুথিগুলি সম্পূর্ণ নহে। ইহার আর এক ভাগ আছে। তাহার নাম কেঙ্গুর। এই ভাগে ১০৮ খানি পুথি আছে। টেঙ্গুর পুথিগুলি সতীশ বাবু ৩৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়া

দিয়াছিলেন। উহা পাওয়া অবধি পরিষৎ কেঙ্গুর সংগ্রহ জন্য আগ্রহ করিতেছিলেন। বিধাতার কৃপায় এক জন তিব্বতীয় লামা কেঙ্গুরের এক অংশ বিক্রয় করিতে আসেন। পরিষদের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অংশ ৬০০৲ টাকা মূল্যে কিনিয়া দিয়াছেন। এই অংশে ১২ খানি পুথি আছে। লামা ইহার অবশিষ্ট পুথি ক্রমশঃ আনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। টেঙ্গুরের পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় কাঠের ব্লকে ছাপা, কিন্তু কেঙ্গুরের এই পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় তিব্বতীয় কাগজে হাতে লেখা। এই মহাগ্রন্থের কতকাংশ দানের জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি, রাখালবাবুকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হউক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—কয়েকটি স্থলে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত আমার মতভেদ আছে—

(১) বর্ত্তমান "কোশাম্বী" নামের উৎপত্তি কুসুমের বাগান হইতে।

(২) উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নহে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে তাঁহার জন্ম। বর্ত্তমান কোশাম্বী ও বৌদ্ধযুগের কোশাম্বী আমার মতে স্বতন্ত্র নহে। বর্ত্তমান কোশাম্বীতে যখন প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এখনও মেলা হইয়া থাকে, তখন উহা বৌদ্ধযুগের কোশাম্বী বটে। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব এই কোশাম্বীতে খুব ধুমধামেই হইত। সেই উৎসব ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান মেলার আকারে আজিও চলিয়া আসিতেছে। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।)

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী নামক প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। এই (প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের মৃত সদস্য (১) মধুসূদন রায় বি এল্ ও (২) সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তিনি মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার বাড়ী ময়মনসিংহ নবগ্রামে। ময়মনসিংহে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়, তখন সতীশ বাবু সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমে সেই সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এখানে আসা যাওয়া করিতেন এবং সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কয়েকখানি

পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতে চাহেন, তাঁহারা নাম-ঠিকানা সত্বর পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে বৈশাখ, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,—(স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত) স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৈলচিত্র। ৫। প্রদর্শন,—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের তাস, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয়দ্বয় প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী এম্ ডি মহাশয় প্রদত্ত হরগৌরীমূর্ত্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়-প্রদত্ত অট্টহাসের চামুণ্ডামূর্ত্তি, (ঙ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রদত্ত কূর্ম্ম ও বিষ্ণুমূর্ত্তি, (চ) শ্রীযুক্ত ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রদত্ত তিনটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (ছ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম"নামক প্রবন্ধ। ৭। শোক-প্রকাশ,—(ক) নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল ও (গ) চারুচন্দ্র মিত্র বি এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮ বিবিধ।

উপস্থিতি,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল গফুর
„ পুলিনবিহারী দত্ত	„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" প্রমথনাথ দত্ত (ব্যারিষ্টার)
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
" আশুতোষ মহলানবীশ
" কৃষ্ণদাস বসাক
" মন্মথনাথ রায়
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মন্মথনাথ মিত্র
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" গোবিন্দলাল দাস
" রামকমল সিংহ
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" অমৃতলাল দত্ত
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য
" প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅরুণ সেন বি এ (ক্যাণ্টার), বার-এট্-ল, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত তত্ত্বরত্ন, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ডিভিসন, বাকীপুর।
		শ্রীরামদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার, এল্ এম্ এস্, মোরাদপুর, পাটনা।
„	„	শ্রীচন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীগদাধরদাস এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীবদরীনাথ বর্ম্মা কাব্যতীর্থ, এম্এ, ইংরাজী অধ্যাপক, বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	রায় বাহাদুর শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার বিএ, বিএল্, পাবলিক প্রসীকিউটর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীমিহিরনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এল, উকীল, মোয়াদপুর, বাঁকীপুর, পাটনা।
„	„	শ্রীমন্মথনাথ দে বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সি আই ডি, বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী, সি আই ডি, বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, সবজিবাগ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, উকীল, ঐ।
„	„	শ্রীইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস বি এ, বি এল্, উকীল, ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীরামচন্দ্র ভাদুড়ী বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীকিরণচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীপুরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবগারী সাব ইন্স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন, এম্ এ, পাটনা কলেজের গণিতাধ্যাপক, মাথনিয়া কুয়া, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী কলেক্টর, হাল মোকাম, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্ এ, বি এন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীঅন্নদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, একৃজিকিউটার ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, ইষ্টারণ, সোন ডিভিশন, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এম্ এস্‌সি, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, পাটনা কলেজের লাবরেটরী, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	শ্রীরামবাহু ভট্টাচার্য্য বি এ, সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বোর্ড অফ রেভিনিউ বিহার এবং উড়িষ্যা, মোরাদপুর, পাটনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	রায়সাহেব শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীরামকালী গুপ্ত এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ওভারসিয়ার, কালনা, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, উকীল, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীমন্মথনাথ রায় বরাকর, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫২ ইণ্ডিয়ান্ মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বড় বেলুন, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়াদহ এসোসিয়েসন লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	„	শ্রীননীগোপাল রায় ৮৫ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীভূতনাথ দত্ত	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ৬ ডক্ ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীললিতমোহন রায় ১৮।১।৬ আপার সার্কুলার রোড।
„	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীললিতমোহন পাল ৮০ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	„	শ্রীকৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিন্দুবাসিনী রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত ৬৬ গৌরীবেড়িয়া লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীগিরিজাকুমার বসু বাজে শিবপুর, হাবড়া।
শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	এস্, এম্, মসাউদ, জমিদার, মারগ্রাম, বীরভূম।
শ্রীগুরুদাস সরকার	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেণ্ট অফ পঞ্চায়েত, মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ন, পোঃ অঃ মাঝের গ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নিয়োগী এম্ এ, ২৪ নীলরতন বাবুর ষ্ট্রীট, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ চৌধুরী ৬ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	"	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ৫১।৫ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
"	"	পণ্ডিত শ্রীকালীনারায়ণ ভক্তিবিনোদ ভক্তি-কার্য্যালয়, হাবড়া কোণ্ডরবাগান, হাবড়া।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এল্ সি পি এস্, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, নবাবপুর, ঢাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগুরাণদিও মেহরা বড়খণ্ড, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ ডিমনষ্ট্রেটর, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ, ৩০ পার্ক ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর কাশীপুর, কলিকাতা।
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে ১০ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
"	"	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১১ অবিনাশ মিত্রের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, বি এল্, ৩২।৩৩ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৬ সিমলা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ৪৪ রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড, হাওড়া।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ, ৬৫।১ হ্যারিসন রোড।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ৬ কলেজ স্কোয়ার।
শ্রীললিতমোহন পাল	"	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভারতী-লাইব্রেরীর ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, বিএ, রেভিনিউ সেক্রেটারী, বর্দ্ধমানরাজ-পুরাতন চক, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এ, বি এল্, গণেশতলা, দিনাজপুর।
মুন্সী আবদুল করিম	"	মৌলবী মোজাফ্ফর আহাম্মদ মৌলবীবাজার, সুলকবাহার, চক্‌বাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ১এ কয়লার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ ৭৩৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোলোকেন্দ্র নাথ দে ৬০ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ২২ রোজম্যারি লেন, হাবড়া।
"	"	শ্রীললিতমোহন দাস, বর্দ্ধমান মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ আয়ুর্ব্বেদিক সার্জ্জন, ৭ জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের লেন, বাগ্‌বাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅটলকুমার সেন ১০ রাজেন্দ্রসেনের লেন, কাঁসারিপাড়া।
"	"	শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট।
"	"	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল, হাইকোর্ট, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৭২ রসারোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ট্রানস্লেটর, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, রাজাবাগান জংশন রোড।
"	"	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু রাজাবাগান জংশন রোড।
"	"	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ১৩ পদ্মনাথের লেন।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুস্তফী রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল, ভবানীপুর, সেক্রেটারী, ভার্বিনিয়া ক্লাব।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	আবদুল মজিদ বসুনিয়া বনগ্রাম, বীণাপাণি লাইব্রেরী, বি ডি রেলওয়ে, জলপাইগুড়ী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় এসোসিয়েটেড প্রেসিডেন্ট, বোম্বাই।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় ৩২ বকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনলিনীমোহন সিংহ রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানান হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১। মন্দিরা
	২। খঞ্জনী
	৩। সপ্তস্বরা
„ বামাচরণ মজুমদার	৪। বাঙ্গালার জমিদার
„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। সরলা
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ)
„ হরিদাস গোস্বামী	৭। শ্রীগৌর-গীতিকা
	৮। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি
	৯। বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ
	১০। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত
„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১১। বালিকা-বিনোদিনী
„ বিপিনবিহারী নন্দী	১২। অর্ঘ্য
	১৩। চন্দ
	১৪। চন্দ্রধর
	১৫। নারী
	১৬। শিখ
	১৭। সপ্তকাণ্ড রাজস্থান
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৮। মালতী-মাধব
	১৯। বাঙ্গালীর প্রকৃতি (১ম ভাগ)
„ রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২০। সিদ্ধান্ত-রহস্য
„ আশুতোষ মহলানবীশ	২১। বিজন বিজয়া
„ আনন্দমোহন গুপ্ত	২২। পত্রাঙ্কুর
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত	২৩। হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়
	২৪। পরলোকের পত্র
„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	২৫। Prevention of Small Pox.
Officer-in-Charge, Bengal Secott. Book-Depot.	২৬। Report on the Administration of Bengal for 1913-14.
	২৭। The Reports on the working of Municipalities in Bengal 1913-14.

উপহার দাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book-Depot.	২৮।	Annual Progress Report on Forest Administration in Bengal for 1913-14.
	২৯।	Report on Survey & Settlement operations in Bengal for 1914.
Under Secretary to the Government of Bengal.	৩০।	Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments, Northern Circle—1914.
Superintendent, Government Printing, India.	৩১।	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mill's, 15.
	৩২।	Statistical Tables
	৩৩।	Statistical Tables relating to Banks of India.
	৩৪।	Report on the Progress of Agriculture in India for 1913-14.
	৩৫।	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills for Feb. 1915.
Director, Geological Survey of India.	৩৬।৩৭।	Records of the Geological Survey of India. Vol. 44. Pt. IV & Vol. 45. Pt. 1.
Registrar, Calcutta University	৩৮।	Calcutta University Minutes Pt. 6—1913.
	৩৯।	Do. Do Pt. 5—1914.
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৪০।	Hindu Almanac Reform.

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	১।	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড, হরিদাসনির্য্যাণ)
	২।	নাম-সংকীর্ত্তন
	৩।	গীতগোবিন্দ
	৪।	রুদ্রাধ্যায় (শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত)
	৫।	রাসপঞ্চাধ্যায়
	৬।	চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী
	৭।	চৈতন্যচরিতামৃত (আদিখণ্ডের উদ্ধৃত শ্লোক)
	৮।	ব্রহ্ম-সংহিতা (৫ম অধ্যায়)
	৯।	রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	১০। আশ্রয়নির্ণয়
	১১। সেবাপরা সখী (স্মরণীয়)
	১২. আশ্রয়-নির্ণয় (সিদ্ধান্তমঞ্জরী)
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	১৩। হংসদূত
	১৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
	১৫ কৃষ্ণকর্ণামৃত
	১৬ জ্ঞানচন্দ্রিকা
	১৭ রাগানুগা ভক্তিলক্ষণ
	১৮ সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনী (ষষ্ঠ পাদ)
	১৯ উদ্ধৃত শ্লোক (চৈ° চ°, অন্ত্য°)
	২০ ঐ ঐ (মধ্যখণ্ড)
	২১ ঐ ঐ (আদিখণ্ড)
	২২ পদ্যাবলী
	২৩ কাব্যপ্রকাশ
	২৪ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
	২৫। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)
	২৬। কাশীখণ্ড (স্কন্দপুরাণান্তর্গত)
	২৭। মহাভারত (বনপর্ব্ব)
„ কামিনীনাথ রায়	২৮। „ (আদিপর্ব্ব)
	২৯। „ (সভাপর্ব্ব)
	৩০। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম—৪র্থ স্কন্দ)
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩১। অদ্বৈতমঙ্গল
ডাঃ লাহা এণ্ড সন্স	৩২। অন্নদ রায়বার
	৩৩। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
	৩৪। „ (বনপর্ব্ব)
	৩৫। „ (দ্রোণপর্ব্ব)
	৩৬। „ (শল্যপর্ব্ব)
	৩৭। „ (ঐষিকপর্ব্ব)
	৩৮। „ (সৌপ্তিকপর্ব্ব)
	৩৯। „ (স্বর্গারোহণপর্ব্ব)

(১) অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রদত্ত বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অট্টহাস নামক তীর্থগ্রামে প্রাপ্ত একটি পাথরের দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন,—যদিও এটিকে আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি বলিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু এটি চামুণ্ডা, কি কোন্ মূর্ত্তি, তাহা স্থির হয় নাই। সে দিন এই মূর্ত্তিটি মিসেস হোমউডকে দেখাইয়াছিলাম, তাঁহারাও এই নূতন ধরণের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তবে তাঁহারা বলিলেন যে, গোবিন্দ রাও সম্প্রতি মাদ্রাজে এই প্রকার আসনে বসা একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি পাইয়াছেন, এই আসনের নাম উৎকুটিকাসন।

তবে সে মূর্ত্তিটির সঙ্গে ইহার হাতের অবস্থান কিছু স্বতন্ত্র। এটি দেখিলেই মনে হয় যে, এটি কোন দেবীমূর্ত্তিই নহে, কোন ভাস্কর একটি ভাল পুতুল তৈয়ারী করিয়াছে, যেন বোধ হয়, কোন বুড়ী পিসিমা মাটিতে ভর দিয়া বসিয়া কাঁপিতেছেন। শ্বাসরোগে তাঁহার হাড় সার হইয়াছে, যন্ত্রণায় কোমরে মাত্র একটু কৌপীনের মত বস্ত্র আছে, গলায় কেশো রোগীর মত একখানি কবচও আছে, কিন্তু তাহা নহে। এটি যে দেবীমূর্ত্তি, তাহা নিশ্চয়; কারণ, ইহার আসনের নীচে দুইটি যে লাঞ্ছন আছে, তাহা দ্বারাই দেবতা বলিয়া বুঝা যায়। ইহার এক দিকে একটি ঘোড়া বা গাধার ন্যায় পশুর মূর্ত্তি আছে, এটি যেন দেবতার বাহন; আর এক দিকে হাত যোড় করিয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে, এটি দেবতার উপাসক-মূর্ত্তি। ফলে এটি যে কি দেবতা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহার কোন ধ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই। জিনিষটির কারুকার্য্য বড় উৎকৃষ্ট। শিল্প হিসাবে এটি অমূল্য বস্তু। এমন জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহে এমন যে একটা সৌষ্ঠব, আর এই হাড়-সার মুখেও যে একটি প্রসন্ন ভাব ও একটু মৃদু হাসি দেখা যাইতেছে, তাহা বড় সামান্য কারিকরির পরিচয় নয়। এটি সকল দিক্ হইতেই দেখিবার জিনিষ, দেখাইবার জিনিষ, গবেষণা করিবার জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের এই ছোট যাদুঘরটিতে ইহার মধ্যেই কয়টি এমন মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা আর কোথাও নাই। এটিও সেইরূপ আর একটি মূর্ত্তি, এমন মূর্ত্তি আর কোথাও নাই। কাজেই নগেন্দ্র বাবু এটি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের গৌরব আরও বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একে একে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, এ বার বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়া অন্যান্য কাজের মধ্যে কিছু বিশেষ লাভ করিয়া আসা গিয়াছে।

(২) বর্দ্ধমানের পরিষৎ-শাখার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় সেখানকার প্রদর্শনীর জন্য কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্য হইতে এই বরাহ-মূর্ত্তিটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির মুখের দিক্‌টা ভাঙ্গা; কিন্তু অন্যান্য অংশ বেশ ভাল আছে। বরাহ অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্যকে বধ করেন, এই মূর্ত্তিতে হিরণ্যাক্ষ অর্দ্ধ-নাগ অর্দ্ধ-মনুষ্যাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মাথার উপরে সাপের ফণার আচ্ছাদন আছে। দেবতার বাম দিকের বাহুর উপর একটি মূর্ত্তি বসান আছে; সেটির মুখ-হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই চেনা গেল না। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—বরাহমূর্ত্তিতে বরাহের দন্তের উপর পৃথিবীর মূর্ত্তি থাকে, কোথাও বা স্বতন্ত্র স্থানে থাকে, এটি পৃথিবীর মূর্ত্তিও হইতে পারে। কোন্ গ্রামে কোথা হইতে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য রাখালরাজ বাবুকে পত্রাদি লেখা হইয়াছে।*

---

* সম্প্রতি রাখাল বাবু লিখিয়াছেন,—"২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান নগরের টিকরহাট পল্লীর দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু লোক বহু স্থানে অনেকগুলি লইয়া গিয়াছে। এটি পথিপার্শ্বে পড়িয়া ছিল, আমি সন্ধান করিয়া বাহির করি।"

(৩) ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই হরগৌরী-মূর্ত্তিটি দান করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব কিছু নাই, তবে মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। ইহার চালিখানির একটা কোণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মাত্র; নতুবা শ্রীমূর্ত্তির বড় বেশী ক্ষতি হয় নাই। ইহারও প্রাপ্তিস্থানাদি জানা যায় নাই।

(৪) বর্দ্ধমান সম্মিলনের প্রদর্শনী হইতে আরও কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কাটোয়া দেনুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতকগুলি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কূর্ম্ম-মূর্ত্তিটি ও একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দিয়াছেন। কূর্ম্মমূর্ত্তিটি কূর্ম্ম অবতারের মূর্ত্তি নহে, একখানি চৌকা পাথরে নক্সাকাটা চৌকোণা পাড়ের মধ্যে একটি কচ্ছপের আকৃতি খোদা। এখানি কূর্ম্মপীঠরূপে পূজা হইবার জন্য বা অন্য কোন্ হিসাবে তৈয়ারী, তাহা বুঝা যায় না।*

(৫) ডাক্তার ইউ, ডি ব্যানার্জ্জি যে বিষ্ণুমূর্ত্তিটি উপহার দিয়াছেন, ইহা নদীয়ার দেবগ্রাম বিক্রমপুরে দেবকুণ্ড নামে দীঘির মধ্যে প্রাপ্ত। অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটির বাম দিকের খানিকটা এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেহ কোন অস্ত্রের ঘায়ে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

(৬) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তির ভগ্নাংশ দিয়াছেন; এগুলিও বর্দ্ধমান-যাত্রার লাভ।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একটি স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন,—এ বার বর্দ্ধমান-যাত্রার বিশেষ লাভ এইটি। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল্ মহাশয় এই স্বর্ণমুদ্রাটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। এটির এখনও বিশেষ বিবরণ উদ্ধার করা হয় নাই, তবে শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি দেখিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এটি নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা। ইহারও প্রাপ্তি-স্থানাদির বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।†

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কূর্ম্মমূর্ত্তিটির পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজরূপে পূজা হইত। পরে তাহারা পূজা করিতে অপারক হওয়ায় বড় বেলুনের শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর যমুনা নামক গড়ের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কিছু দিন পরে পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় উহা পাওয়া যায়। উপস্থিত শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর বাটীতে পড়িয়া থাকিত। আর বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ও আরও দুই চারিটি মূর্ত্তি বড় বেলুনের পুস্পুল্ দীঘী নামক এক গ্রাম্য পুষ্করিণীতে পাওয়া যায়। কিন্তু পঙ্কোদ্ধার করিতে করিতে কোদালের আঘাতে এই মূর্ত্তিটি ব্যতীত অপর সমস্ত মূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।"

† সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে পাণ্ডুক গ্রাম নামে একটি জনপদ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনে ভেদিয়া নামে যে ষ্টেসন আছে, তথা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, পাণ্ডুক গ্রামের "রাজার পোতা ডাঙ্গা" নামক এক উচ্চ ভূভাগে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক এবং মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ডও সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। এই স্থানের ভূভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব দিকে

তাহার পর শ্রীযুক্ত সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুরের দেশী গোল তাস দেখাইয়া বলিলেন,—আমাদের দেশে বহু দিন হইতে এই গোল তাসের চলন আছে। গোল তাস এখনও দিল্লী, জয়পুর, উড়িষ্যা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। দিল্লী ও জয়পুরে এই তাস লইয়া জুয়া খেলা হয়। আমোদ করিয়াও লোকে এই তাস খেলে। উড়িষ্যায় ১২০ খানায় এক জোড়া হয়। মুসলমানী ভাষায় এই তাসের নাম গঞ্জিকা। উড়িষ্যায় গোঞ্জিকা বলে। উড়িষ্যায় তাসগুলিতে তারা, ফুল, ফল, চাঁদ প্রভৃতি প্রকৃতির জিনিষ লইয়া ফোঁটা আঁকা হয়।

বিষ্ণুপুরের এই তাসগুলিতে দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে ১২০ খানিতে এক জোড়া হয়। ইহাতে দশটি রঙ্ আর বারখানি করিয়া তাস থাকে। দশ অবতারের মূর্ত্তি ধরিয়া এই দশটি রঙ্ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই এই তাসের নাম দশ-অবতার তাস। এই দশ অবতারের গণনার পরম্পরা কিন্তু স্বতন্ত্র হিসাবের,—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বুদ্ধ, (৬) বামন, (৭) পরশুরাম, (৮) রাম, (৯) বলরাম, (১০) কল্কি। এই অবতারগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির অর্থাৎ বুদ্ধ পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ, বাকীগুলি সব দ্বিভুজ। এই তাসের রাজাগুলি অর্থাৎ অবতারের মূর্ত্তিগুলি মন্দিরমধ্যে দুইটি অনুচর মূর্ত্তির সহিত আঁকা, আর যেগুলিতে কেবল অবতার-মূর্ত্তি আঁকা, সেগুলির নাম মন্ত্রী। এই তাসে রাণী বা বিবি নাই। বাকী দশখানি ফোঁটার তাসে এক হইতে দশটি করিয়া ফোঁটা আছে। চতুর্ভুজ অবতারদিগের তাসে ছবি দুইখানির পরই দহলাখানিই বড় তাস, টেক্কাখানি এক ফোঁটা মাত্র, আর দ্বিভুজ অবতারদিগের তাসে ছবি দুখানির পরই টেক্কাখানি বড় তাস, দহলাখানি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। পাঁচ জনে এই তাস খেলিতে হয়। রাম সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ। খেলিবার সময় রামের তাস পড়িলে অপর খেলুড়িদের প্রত্যেককে একবারে দুখানি করিয়া তাস ফেলিয়া যাইতে হয়। মৎস্যাবতারের ফোঁটার তাসগুলিতে ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে মাছ, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বুদ্ধের পদ্ম, বামনের কমণ্ডলু, রামের তীর, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা ও কল্কির তলোয়ার-চিহ্ন থাকে। প্রথমে তাস তাসাইয়া লইতে হয়, যে তাস দিবে, তাহার ডাহিনের ব্যক্তি কাটাইয়া

এক পাষাণময়ী, দেবীমূর্ত্তি, দক্ষিণে সুদৃশ্য সরোবর, উত্তরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং তদুত্তরে পূর্ব্ব-বাহী কলনাদী অজয় নদ।

"রাজার পোতা" বহু প্রাচীন স্থান এবং ঐ স্থানে রাজার বাসস্থান ছিল; সেই রাজার নাম পাণ্ডু ছিল এবং তিনি দ্বাপর যুগে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, ইহাই জনশ্রুতি।

গত ১৩১৮ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠের অজয় নদের প্রবল বন্যায় উক্ত পাণ্ডুক গ্রামের উত্তর-পশ্চিমস্থিত "রাজার পোতা ডাঙ্গার" কোন কোন অংশ স্খলিত হইয়া যায়। উত্তর-পূর্ব্ব অংশের এক স্খলিত স্থানে পাণ্ডুক গ্রামনিবাসী রাখাল মেটে উক্ত সুবর্ণমুদ্রাটি ও অন্যান্য আরও কয়েকটি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। আমি সেই সুবর্ণমুদ্রাটি তাহার নিকট ২১৲ একুশ টাকা মূল্যে ক্রয় করি।"

দেয়। একবারে চারিখানি করিয়া তাস ভাগ করিয়া ডাহিনের দিক্ হইতে দিয়া যাইতে হয়। ভেস্তাইয়া না গেলে সকলেই ২৪ খানি করিয়া তাস পায়। ভেস্তাইয়া গেলে আবার নূতন করিয়া কাটাইয়া তাস দিতে হয়। যার হাতে রাম পড়ে, সেই প্রথমে খেলিবে। তাহাকে রাম ও আর একখানি ফোঁটার তাস খেলিতে হয়। রামের জন্য একবারে দশখানি তাসে এক পিঠ হয়। পিঠ লইয়া এই ব্যক্তিকেই আবার দেখিলে হয়; নতুবা সে অন্য কাহাকেও খেলিতে বলিলে সে খেলিতে পারে। যে যখন পিঠ পায়, সে নিজেই আবার খেলিতে পারে, না হয় অপর লোককে খেলিতে বলিতে পারে। আগে ছবিগুলি লইয়া খেলিতে হয়। হাতে ছবি থাকিতে ফোঁটার তাস খেলিতে নাই। ছবি ফুরাইলে ফোঁটার তাস খেলা যায়। খেলা হইলে প্রত্যেকের পিঠ গণা হয়। যাহার ২৪ খানার উপর পিঠ হয়, সেই প্রতি তাসে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা অর্থৎ যেমন বাজি ধরা হয়, সেই হিসাবে পায়। যাহার ২৪ খানার কম হয়, সেই পয়সা দেয়।

শুনা যায়, যখন বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা প্রতাপশালী ছিলেন, তখন তাঁহারা এই খেলা আবিষ্কার করেন। মল্ল রাজাদের একটা অব্দ ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মল্লাব্দ চলিয়াছিল, তখন ১২০১ মল্লাব্দ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ১১০০।১২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে এই খেলাটা বাহির হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করি। ইহার কয়েকটি কারণ দিতেছি,— (১) হিন্দুর অবতার-গণনায় প্রাচীন রীতিতে বুদ্ধের স্থান নবম, কিন্তু এই তাসের গণনায় তাঁহাকে পঞ্চম করা হইয়াছে এবং চতুর্ভুজ করিয়া তাঁহাকে প্রথম পাঁচ অবতারের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন অবতার-গণনার ধারাটি আমরা খৃষ্টীয় ১২ শতকের কবি জয়দেবে, আর ১১ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রে পাই। কাজেই বলিতে হয়, এই তাসের ধারাটি ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ হিন্দুদের অবতারপর্য্যায় ঠিক করিবার পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে তখন বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাসের মধ্যে বুদ্ধের যে ছবি আছে, তাহাতে বুদ্ধের আকৃতিতে কেবল মানুষের মত মুখ ও হাত দেওয়া হইয়াছে, আর কোন দেহের গঠন পরিষ্কার নহে। এই কারণে অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-নরাকার নৃসিংহমূর্ত্তি, আর সম্পূর্ণ নরাকার, কিন্তু অপূর্ণ মানবমূর্ত্তি বামন—এই উভয়ের মধ্যস্থানে বুদ্ধের এই অর্দ্ধ-মানব অন্ধ-পিণ্ডাকার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, মৎস্য হইতে মানব পর্য্যন্ত জীবদেহের অভিব্যক্তির একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া তাসে ইঁহাকে পঞ্চম স্থান দেওয়া হইয়াছে। আর সেই জন্যই ইঁহাকে চতুর্ভুজও করা হইয়াছে। (২) বুদ্ধের ফোঁটার তাসগুলির চিহ্ন পদ্ম; সুতরাং বুদ্ধ যখন পদ্মপাণি নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এই তাসের উৎপত্তি। মহাযান-মতে পদ্মই বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান চিহ্ন; সুতরাং বলিতে হয়, যখন বাঙ্গালায় মহাযান-মত খুব প্রবল, তখন এই তাসের উৎপত্তি। পাল-রাজাদিগের সময় খৃষ্টীয় ৮০০ হইতে ১২০০ শতের মধ্যে বাঙ্গালায় মহাযান-মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। বুদ্ধের ফোঁটার তাসগুলিতে যে পদ্ম-চিহ্ন কেন দেওয়া হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন তিন জন লোক পাওয়া কঠিন।

এই তাসের আর এক ভাগে ৪০ খানি তাস আছে। তাহার খেলার ধরণ অন্য রকম। সমস্ত বলিবার অবসর আজ আমাদের নাই। তাসগুলি এখানে আছে, আপনারা দেখিতে পারেন।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ শুনিয়া বলিলেন,—আমার মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য দুই জন ছিলেন; একজন মায়াবাদী, অপর একজন দেববাদী। যিনি মায়াবাদী, তিনি শাঙ্কর দর্শনের প্রচারক, আর যিনি দেববাদী, তিনিই দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি লিখিয়া গিয়াছেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্য দুই জন ছিলেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করই তিন ভাষ্য অর্থাৎ বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা-ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, অন্য জন গৌড়ীয় শঙ্কর, ইনি পরবর্ত্তী কালের লোক। প্রাচীন শঙ্কর গদ্য-রচনায় পটু ছিলেন। তবে মোহমুদ্গর-খানি নিশ্চয়ই তাঁহার। গৌড়ীয় শঙ্কর কয়েকখানি তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক-গুলি স্তোত্র ও স্তব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাঢ়ে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার এখনও বংশ আছে, খুঁজিলে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করের, তাহা রাঢ়ের পণ্ডিতেরা বলিয়া দিতে পারেন। চৈতন্তের পূর্ব্বে ৪০ বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় শঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার একটা অব্দ চলিত ছিল।

প্রাচীন শঙ্কর বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার যে দুইখানি জীবন-চরিত আছে, তাহাতে বাহ্লীক দেশ হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আসার কথা পড়িয়া এইরূপই সন্দেহ হয়। শঙ্করের বেদান্তভাষ্যে বলবর্ম্মা রাজার উল্লেখ আছে। নৃসিংহ চারিয়ারের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যকে দক্ষিণ দেশের লোক বলিয়া ধরা হয়, বলবর্ম্মা সেই দেশের রাজা। বলবর্ম্মার লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সময় ৮১৫ খৃষ্টাব্দ। শঙ্কর ৩৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতএব (৮১৫-৩৮)—৮৫৩ খৃষ্টাব্দ মোটামুটি শঙ্করের সময় ধরা যায়। কুমারিলের সময় লইয়া বিবাদ আছে। একখানি মালতী-মাধবের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পুষ্পিকায় জানা যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য। ষ্টাইনের রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতিকে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দের লোক বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ভবভূতি ও কুমারিল দুই জনই শঙ্করের কিছু আগে। প্রবন্ধ-লেখক যে দেখাইয়াছেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত রক্ষার জন্যই মায়াবাদ চালাইয়াছেন, এ কথা আর কেহ বলেন নাই। তবে বহু কাল হইতে একটা প্রবাদও আছে,—"মায়াবাদ-মশচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব হি" তাহার কারণ কি, তাহা জানি না। অতঃপর ৺নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺চারুচন্দ্র মিত্র নামে তিন জন সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্তজন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২।৹, সাধারণ পক্ষে—৩৲।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, কলিকাতা।

কেশরঞ্জনের মধুর স্মৃতি

কেশরঞ্জন কেন নিত্য-ব্যবহার্য্য ?

প্রথমতঃ—ইহা কেশের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি-কল্পে সহায়তা করে। কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও ঘন কৃষ্ণ করে। মস্তিষ্ক শীতল রাখে, মানসিক পরিশ্রমের অবসাদ বিদূরিত করিয়া মস্তিষ্ককে নববলে বলীয়ান্ করে।

দ্বিতীয়তঃ—ইহা পারিজাতগন্ধে নিত্য মন মাতাইয়া রাখে। স্নানের পরও সুগন্ধ সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে। মনের স্ফূর্ত্তি, কার্য্যে আসক্তি, চিন্তায় শক্তি প্রদান করে।

তৃতীয়তঃ—দেশের বড় বড় রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত ইহার গুণবৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ। ইহা রমণীর বিলাসভোগ, পুরুষের পরম পবিত্র প্রেমোপহার।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵৹ আনা। তিন শিশির মূল্য ২।৹ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৷৵৹ এগার আনা।

অর্শের যন্ত্রণা !

অর্শরোগে ভুক্তভোগীই অর্শের যন্ত্রণার পরিমাণ বুঝিতে পারেন। আর পারেন—যিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। এ দুর্ল্লভ মানব-জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দ নষ্ট করিবার জন্য যত প্রকার রোগ সৃষ্টি হইয়াছে, অর্শ যেন তাহাদের সকলকে পরাভব করিয়াছে। মলদ্বারে সর্ব্বদাই টনটনানি, মলত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা, মলত্যাগান্তে যাতনার অনিবৃত্তি, প্রচুর রক্তস্রাব, মলদ্বারে বিদারণবৎ দারুণ যাতনা—সেই সঙ্গে শরীর ও মনের অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হইয়া রোগীকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। আপনাকে একটী সদুপদেশ দিই। অর্শ হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইবেন না বা লক্ষ্যহীন চিকিৎসা এবং টোটকা-টুটকী দ্বারা তাহার উপশম চেষ্টা করিবেন না। পথ্যাপথ্য পুস্তকের নিয়মের সহিত আমাদের "অর্শোহর বটিকা" নিয়মিত ব্যবহার করুন। ইহা সেবনে, বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ যন্ত্রণাদায়ক অর্শ ও উল্লিখিত উপসর্গগুলি বিদূরিত হইবে।

১ এক কৌটা বটিকার মূল্য	...	১।৹ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুলাদি	...	।৹ চারি আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত শারদীয়া পূজা পর্য্যন্ত সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২।।০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ**।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

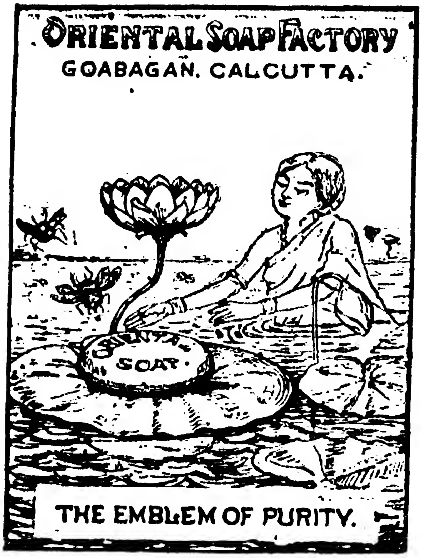

মূল্যে সুলভ

গুণে, সৌরভে

ও

স্থায়িত্বে

অতুলনীয়

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১॥৹
বকুল	"	"	...	॥৵৹
জেসমিন (যূঁই)	"	"	...	॥৵৹
খস	"	"	...	॥৵৹
গোলাপ	"	"	...	॥৴৹

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,
গোয়াবাগান, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম :—"কৌস্তভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwall's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwala's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from
Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.
TELEGRAPHIC ADDRESS:—**"Doctor Batliwalla Dadar."**

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩।০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1918)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,— * * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,— * * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থানঃ—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ম্যালেরিয়ার সদ্য ফলপ্রদ ঔষধ—

"ম্যালেরিল"

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ইহা সকলেরই ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের ম্যালেরিল ট্যাবলেট-আকারে প্রস্তুত, সুতরাং ডাকে পাঠান সুবিধাজনক ও খাইতেও কোনরূপ কষ্ট নাই। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণের ভয় থাকে না। মূল্য ২৫ ট্যাবলেট ৵০ আনা, ১০০ ট্যাবলেট ২৷৷০।

"গুলঞ্চের তরলসার"

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা অব্যর্থ ঔষধ। ইহা সেবনে শরীরে বল ও অগ্নির দীপ্তি হয়। আমাদের "ছাতিমের তরল সারের" সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। ইহা সেবনে অসংখ্য রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"যমানি জল সার"

আমাদের যমানি জলসারের গুণ সর্ব্বজনবিদিত। আমরাই ইহার আদি প্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, পেটফাঁপা ও অক্ষুধাজনিত যাবতীয় রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। পেট ফাঁপিলে বা অজীর্ণ হইলে একমাত্রা সেবনেই আশু প্রতিকার হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবহারে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা একবার আমাদের এই জলযমানিসার ব্যবহার করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করুন। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ কলিকাতা

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকা ও অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্ব্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মূল্য—১ম খণ্ড ২॥০, ২য় খণ্ড ৩।/০ ও ৩য় খণ্ড ৩৲, ৪র্থ খণ্ড ২॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

পত্রিকার মলাটে তৃতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলিও সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২ ; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৪৲ চারি টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগবন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী

বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৪। **বাঙ্গালা শব্দকোষ**—(৪র্থ খণ্ড)। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে—৸৵০ আনা, সাধারণ পক্ষে—১৲ এক টাকা।

৫। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা, সদস্যপক্ষে ৵০ দুই আনা।

৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, সি আই ই কর্ত্তৃক অনুদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ৷৷০ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা।

৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ১০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৮। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।৵০ পাঁচ আনা ও ।০ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ৸৵০ আনা ও ৷৷০ আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইল, শীঘ্রই বাহির হইবে।

৯। **সত্যনারায়ণের পুথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত।

১০। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ৪র্থ খণ্ড।**

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে যাঁহারা পুথি-বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি বা অন্যান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

শুভ সংবাদ।

নূতন আমদানী সবজী ও ফুলবীজ!!!

প্রতি তোলা বীজের মূল্য:—পাঁচসেরী বেগুন বীজ ৫০ প্যাকেট ।০, বাঁধাকপি ওয়েকফিল্ড নারিকেলী ১।০, রিডলণ্ড জলদি ড্রমহেড ১।০, নাবি ড্রমহেড ১।০, নাবি লার্জ ফ্ল্যাট ডচ ১।০, কাফ্রি ১৲, লাল বাঁধাকপি ১৲, ফুলকপি, ইক্লিপ্স ৩৲, ডবিস এক্সেলসার ২৲, একষ্ট্রা আলি ১॥০, লিনরমাণ্ডি ১॥০, অটম জায়ন্ট ১।০, ব্রকোলী ৫০, পাটনাই জলদি ।৵০, ঐ নাবি ।৵০, ওলকপি সাদা ৫০, লাল ৫০, বীট ইজিপ্সন।০, ক্যাম্পেথের উৎকৃষ্ট ।০, লং ব্লড রেড, লম্বা লাল ।০, গাজর অকসার্ট ।০, লম্বা অরেঞ্জ ।০, সালগম স্নোহোয়াইট সাদা ।০, আম্বার ।০, লাল ।০, পিয়াজ সাদা ৫০, লাল ৫০, লীক—ছোট পিয়াজ ।০, লেটুস মিশ্রিত ৫০, সেলেরী ৫০, ক্রেশ শাক ।০, মূলা, লম্বা সাদা ।০, লম্বা কাল ।০, লম্বা লাল ।০, লাল ডিম্বাকার ।০, কাঁথির ৵০, সের ৫৲, টমাটো রেড রক ৫০, টেনটন ৫০, রাক্ষসেকুমড়া ৫০, রাক্ষুসে লাউ ৫০, তামাক বীজ ॥০, রাক্ষুসে লঙ্কা ।০, প্যাকেট, তরমুজ আমেরিকার ॥০, প্রতি পাউণ্ড বীজের মূল্য:—মটর, ম্যামথ পড ১৲, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ ২৲, বীণ, লাল, সাদা, কেণ্টকী ১৲, আউন্স ৵০, ফুলবীজ, শীতের মরশুমী ৮ রকম ১॥০, ১২ রকম ২॥০, পটলের মূল্য ৫০ পাউণ্ড, হাড়ের গুড়া ১০৲ হন্দর। বীজআলু উৎকৃষ্ট নাইনিতাল ৮৲ মণ।

জাপানিজ সবজী বীজ!

সয়বীন Soy beans শতকরা প্রটিন ৪৫ ভাগ ও চর্ব্বি ১৭ ভাগ থাকায় অতিশয় পুষ্টিকর, পাঃ ১৲, রাক্ষুসে শালগম—মুর্গীর ডিমের বিশগুণ বড়, তোলা ৫০।

জাপানীজ শশা—দেখিবার জিনিষ, প্রতিতোলা ॥০, চাইনীজ বোতল আকার লাউ—নয়নরঞ্জন, তোলা ৫০ আনা।

ম্যানেজার—দি: হাওড়া প্ল্যাণ্ট এণ্ড সিড ষ্টোরস,
১১৪নং খুরুট রোড, হাওড়া।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	[illegible]
২।	প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন	শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এম্ এ	[illegible]
৩।	জ্ঞানদাসের পদাবলী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	[illegible]
৪।	ফরিদপুরের গ্রাম্য শব্দ	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ	[illegible]
৫।	কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	[illegible]

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২২

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bágbazar, Calcutta.

[illegible] বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা]

ডাকমাশুলে [illegible] তিন টাকা [illegible] আনা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

প্রথম খণ্ড

(১ম ও ২য় শাখা)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ-সম্পাদিত

প্রকাশিত হইয়াছে।

পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচার সহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগসহ পদাবলি-শব্দ-কোষ, পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণটিকে পদাবলির বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে সার্দ্ধশতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ আকারের ৪০৮ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

মূল্য—সাধারণ পক্ষে	১॥০
সদস্য পক্ষে	১৲
শাখা-সভার সদস্য পক্ষে	১।০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

কৃষ্ণকী[redacted]ল-নির্ণয়*

অনুসন্ধিৎসুগণের ঔৎসুক্যাতিশয্য এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ বাঙ্গালা বর্ণমালার অল্প কয়েকটি অক্ষরের পরিবৃত্তি-অনুক্রমে পূর্ণতা লাভ লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাস-বিরচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত-ঋতুতে আমরা পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয়। পুথিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহার বয়স কত, নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। তবে যে কেহ দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে, পুথি সুপ্রাচীন। যাঁহারা ২।১০ খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্ত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তাঁহারা সকলেই পুথির লেখা সার্দ্ধ তিন শত বর্ষেরও পূর্ব্বের অনুমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করেন, উহা কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা লেখতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। অবশ্য গঠনকার্য্য যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল দুই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে আধুনিক বর্ণমালা সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে[১] আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বলা চলে। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে উহার অক্ষরমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ই—ইকারে বৃত্তদ্বয় মিলিত।

উ—উকারের ঊর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ বক্র।

ক—ক'তে সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

গ—গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সরলরেখা মিলিত হইয়া এক সমকোণের সৃষ্টি করিয়াছে।

চ—চ'র আকৃতি নাগরী এবং অধোদেশে শূন্যগর্ভ ত্রিভুজটি বামভাগে।

জ—জ কতকটা ইংরাজি ৫এর মত।

ড—ড উকারের অনুরূপ।

ণ—ণ মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Epigraphia Indica, Vol. I, p. 307.

দ—দ'র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ।

ধ—ধ'র স্কন্ধে বাড়িটি নাই।

ন—ন'র পুঁটুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

প—প'র গঠন অসম্পূর্ণ।

ল—ল কতকটা আধুনিক দেবনাগর ত'র সদৃশ।

হ—হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্দ্ধভাগে একটি গ্রন্থি এব মাত্রার অভাব।

নিম্নলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট।

অ—অ'র কাকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখা মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

ও—ওকারের গঠন সম্পূর্ণ।

খ—খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ঘ, ছ—ঘ ও ছ'র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ।

ঝ—ঝ'র বামোর্দ্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহার আধুনিক আকার পাওয়া যায়।

ঞ—ঞ'র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ট—ট কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের খোদিত লিপির অনুরূপ।

ত, থ—ত, থ'র আকার অনেকটা সম্পূর্ণ।

ফ—ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভ—ভও প্রায় সম্পূর্ণ।

য—য'র অধোদেশে কেবল একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ব—ব'তে একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত।

শ—শ'র বামাঙ্গ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে; দুইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি খাঁজ অধিক।

ষ—ষ'র আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

স—দেওপাড়া প্রশস্তিতে স'র চরম পরিণতি।

অতঃপর 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এক একটি অক্ষর লইয়া প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রশস্তির অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

অ—অকারের দুইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি আধুনিক রূপ,[১] অপরটি বিনায়কপালের লিপির[২] অনুরূপ; তুল°—'অনেক', কৃষ্ণকীর্ত্তন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬; 'অনুমতী' ২০৪।২।৫; 'অসম্মতী' ২০৫।২।১।

---

১ আধুনিক রূপের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে উদ্ধার করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন।

২ Indian Antiquary, Vol. xxvi, p. 140.

ই—তর্পণদীঘির তাম্রশাসনে[১] ইকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়; তুল°—'ইব' পং ১৩ এবং "ইহ" পংক্তি ৫৫।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশস্তিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখা যায়।

বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে[২] ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উ—কমৌলি শাসনে[৩] উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

তর্পণদীঘির তাম্রশাসন ও কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ।

শান্তিদেবকৃত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর হস্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রূপ সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খৃ° অ° ১৪৩৫)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সর্ব্বত্রই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিদৃষ্ট হয়; তুল°—'উন্নাসিত' ১১৬।২।২; 'উপাএ' ১৭৬।২।৬; এটি অনেকটা গুজরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের (রাধানপুরের) তাম্রশাসনের[৪] অক্ষরানুরূপ।

ক—ক'র দ্বিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ, তুল°—'করিল' ৯৯।১।৫; 'করে' ৯৯।১।৬; ইহার সহিত দেওপাড়া প্রশস্তির ক'র কতকটা সাদৃশ্য আছে। অপর আধুনিক রূপ বা আধুনিক রূপেরই পূর্ব্বাবস্থা। আকৃতি এইরূপ, তুল°—'কাহাঞি' ৯৯।১।৫, 'বিকল' ৯৯।১।৬।

গ—অনেকটা দেওপাড়া প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

ঘ—উদয় বর্ম্মার লিপির অক্ষরানুরূপ।

চ—দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, কমৌলি তাম্রশাসন, তর্পণদীঘিশাসন, দিনাজপুরের স্তম্ভলিপি[৫] প্রভৃতিতে আমরা চ'র প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই।

ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে[৬] চ'র মধ্যবর্ত্তী রূপগুলি পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না।

'বোধিচর্য্যাবতার'এ তৎপরবর্ত্তী রূপ পাওয়া যায়।

১ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV, part I, p, 11; E. I., Vol. XII, p. 6.

২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ।

৩ E. I., Vol. II, p. 350.

৪ E. I. Vol. VI, p. 242.

৫ J. & P. A. S. B., New series, Vol. VI, p. 619.

৬ Mem. A. S. B., Vol. V, p. 78.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিতে তাহারও পরবর্ত্তী রূপ পাই, তুল°—'চাহে', 'চারি' ও 'চমকিত' ১৭৭।২।১ ; প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপও বিরল নহে। প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত, 'যাচিআঁ' ৯৩।১।২, 'চিহ্নি' ৯৪।১।৩ ; মধ্যবর্ত্তী রূপের 'চিন্তিআঁ' ৯৫।১।১, 'উচিত' ১০০।২।১।

চকারের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তভাগে বলা যাইতে পারে।

ছ—ছকার অনেকটা পরমার মহাকুমার উদয়বর্ম্মার লিপির[১] অক্ষরানুরূপ। আর এই রূপের ছ'রই ব্যবহার 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অধিক, তুল° 'মিছাই' ১০১।২।৩, 'ছাড়ায়িল' ১০১।২।৬ ; ৮৫৫ শকের সুবর্ণবর্ষের লিপির[২] অক্ষরানুরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তুল°—'কিছ' ১৭৬।২।৭, 'পুছিঞাঁ' ২০৪।২।৩ ; ছ'র আধুনিক রূপ ৬৬।২।১।

জ—জ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

ট—ট অনেকটা মূলরাজের লিপির[৩] অক্ষরানুরূপ, কেবল মাথার আঁকুড়িটি বেশী। অন্য প্রকার ট, তুল° 'কপাট', 'বাট' ২০৫।১।২।

ড—ড অনেকটা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবের লিপির[৪] অক্ষরানুরূপ, তুল°—'ডালত' ১৭৬।২।২ ; অধিকাংশ স্থলেই ড'র আধুনিক রূপ।

ঢ—ঢ ৪৩৫ সম্বতের নেপাল-লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে।

ণ—ণকারের প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ পাওয়া যায়। ণ'র প্রাচীন রূপ আধুনিক ল ; তুল°—'সুণী' ১৭৬।২।১, 'প্রাণ' ১৭৬।২।২ ; মধ্যবর্ত্তী রূপ (পেটকাটা) তুল°—'পরাণে' ৯২।১।৩, 'সখিগণ' ৯২।২।৪ ; আধুনিক রূপে কেবল শিখার অভাব।

ত—ত বোধগয়ায় শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

থ—থ অনেকটা দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

দ—দকারের মধ্যবর্ত্তী রূপের নিদর্শন বর্ত্তমান।

ধ—ধ'র প্রাচীন রূপ, তুল°—'ধর' ১৭৬।২।৭, 'মধুকর' ২০৪।১।৭।

প—প'র ত্রিবিধ আকার পাওয়া যায়। যথা,— 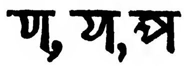

য—য'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে।

র—মান্দা খোদিতলিপিতে র'র প্রাচীন রূপ। কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসন, ঢাকায় লক্ষ্মণসেনের খোদিতলিপি, বোধগয়ায় অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক ত্রিভুজাকার রূপ। কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে বিন্দুহীন আধুনিক রূপ।

১ I. A., Vol. XVI, p. 254.
২ Sangli plates, I. A., Vol. XII, p. 249.
৩ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 191.
৪ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 194.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অসমীয়া র'র সদৃশ ব'র পেটকাটা রূপ। ইহাই আধুনিক র'র অব্যবহি পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ।

ল—মান্দা খোদিতলিপিতে ল'র প্রাচীন ও আধুনিক দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়।

কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাব্দীর রূপ। উহা কতকটা নাগরী তকারের ন্যায় ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদি লিপির সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনেরা এখনও ঐরূপ ল' ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহার নিম্নে একটি বিন্দু থাকে।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ল'র দুইরূপ আকারই পাওয়া যায়। এক ণকারের অনুরূপ; আ এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬।২।১,২,৩,৪ ; ২০৪।২।৭।

শ—কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ'র প্রাচীন রূপ।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ উহার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

হ—কমৌলি ও তর্পণদীঘি শাসনে হ'র প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

মধ্যবর্ত্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লে লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে।

পরবর্ত্তী রূপ বোধিচর্য্যাবতার পুথিতে দেখিতে পাই। তখন হ'র গঠন সম্পূ হয় নাই।

ইহার অনতিকাল পরেই হ'র চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয় হ আমরা প্রথম 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেখি।

ঋ-ফলার ন্যায় উকারের চিহ্নও পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন।

সংখ্যাবাচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিদ্যমান।

নীচের তালিকায় দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ এক একটি যুক্তাক্ষর দুই বা ততোধিক অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

অক্ষর-সাদৃশ্য

ঊ, ক্থ, গ্‌গ, ন্দ, জ্ঞ, দ্দ, দ্ধ	প্রায় একরূপ।
উ, ড, ড়	একরূপ।
ও, ত্তু, ত্ত	একরূপ।
ক্, হ্	অনেকটা একরূপ।
খ, ম্ব	অনেকটা একরূপ।
ক্ব, ষ্ব	অনেকটা একরূপ।

ক্র, হ্র	একরূপ।
চ, ঠ	একরূপ।
ণ, ল	একরূপ।
ষ্ম, হু, ক্ষ, ম, ষ	অনেকটা একরূপ।
ষ, হু, ষ	একরূপ।
দৃ, ভৃ	প্রায় একরূপ ১৭।৮।২।২০।১।১
ন্দ, ম্র	একরূপ।
মু, ষ, যু, স্থ	প্রায় একরূপ।
ষ, য	একরূপ।
স্থ, স্ব, স্ম	প্রায় একরূপ।

১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর পুথিতে আমরা চকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ, াকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখিতে পাই। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ঃ ও প'র প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী এবং আধুনিক এই ত্রিবিধ রূপ, ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ এবং হ'র আধুনিক রূপ দেখিয়া, প্রথমোল্লিখিত পুথি লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে কৃষ্ণকীর্ত্তন' লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইখানি পুথির নপিকালের ব্যবধান ২৫।৩০ বর্ষের অধিক মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ চরিয়াছি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ য়। আলোচ্য পুথিতে উ, জ, চ ও ধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপ, গ, খ, ছ, ট, থ, ও ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ড'র প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হ াভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া উহার লিখন ১৫শ তাব্দীর অন্তে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্ধারিত হইতে ারে। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ র্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা হইলে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এই পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত া হইলেও উহা তাঁহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই বং এই পুথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্যতম। ইহার প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ অমুদ্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর প্রদেশেই একপ্রকার আবদ্ধ; এ জন্য ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহে। বসুগুপ্ত, কল্লট প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা; ভট্টোৎপল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহার প্রথয়িতা। এই দর্শনশাস্ত্র বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিলেও বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইঁহারা কতকগুলি বিশেষ তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদিত করিয়া ইহার শাস্ত্রীয়তা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মূল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাশুপত মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ইহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমস্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্ত্বসংখ্যা প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রচার করিয়াছেন। অতএব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল পাশুপত দর্শন।

পাশুপতদর্শন অতি প্রাচীন। মহাভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া আদৃত হইত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বের একটি শ্লোক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই শ্লোকটি এই,—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥(১)

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত—এই সকল স্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পাশুপত মতের সে সময় কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রানুসারে তাঁহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল

---

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

(১) অধুনা প্রচলিত মহাভারতে এই শ্লোকের শেষ দুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।

যাহা হউক, এ পাঠেও পাশুপত মতের গৌরবের ন্যূনতা হয় না। কেন না, ইহাতেও পাশুপত শাস্ত্রকে বেদাদির সহিত সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলা হইতেছে।

মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্ত্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাশুপতদর্শনের অপ্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হন। কেহই পাশুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। এ জন্য পাশুপতদর্শন অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাকবি বাণভট্টাদির সময়েও যে এই মত সুপ্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এক্ষণে মাধবাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণই ঐ মত জানিবার একমাত্র উপায়।

পাশুপত-মতাবলম্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাঁহারা জীবকে "পশু" শব্দে অভিহিত করেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি আখ্যায় আখ্যাত করেন। ইহাঁদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব দার্শনিকগণ পাশুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষকর্ত্তা। তাঁহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, দেখ, যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত সম্পন্ন হইত, তবে তিনি আমাদের আহার-বিহারাদির উপায়স্বরূপ হস্ত-পদাদির সৃষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিবারই বা আবশ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি সকল কর্ম্মই অনায়াসে সুনিষ্পন্ন হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় নিদ্রা যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে তৃণশয্যাও দুর্লভ। কেহ অমৃততুল্য সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া অতিতৃপ্তিবশতঃ তাহাও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্য্য অন্নও দুর্লভ। কেহ নৃত্য-গীতাদি প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিদ্র্য, শোক, পীড়া প্রভৃতির জন্য ক্ষণকাল যাপন করাও দুঃসহ। এই সকল দেখিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্ব্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতই তাহাদের বিসদৃশ ফলভোগের কারণ, অন্যথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই পিতৃস্বরূপ ও হিতৈষী। তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা বা আধিক্য নাই এবং এক জনের সুখ ও আর এক জনের দুঃখ হউক, ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যদি কেবল তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী হইত—কেহই দুঃখী থাকিত না। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বলিয়াই, আমরা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করি। অতএব যাহার যেরূপ কর্ম্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর যে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ-কর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার করিলে, তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দুই দোষ আরোপিত করা হয়।

কিন্তু ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহায্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। অন্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যাহা সম্পন্ন করেন, তাঁহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত আছে।

ইহাঁরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। ইহাঁরা নৈয়ায়িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন মাত্র। জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ। জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও জগদুপাদানের ঈশ্বরভিন্নতা স্বীকার করেন না। এই প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্তু অপরাপর অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা শৈবদর্শনোক্ত জীবের ত্রৈবিধ্য, ত্রিবিধ মল, ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব ও সমস্ত পরিভাষা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা শৈবগণের ন্যায় ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত জগদুপাদানরূপে অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং স্ত্রী-সংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া জীবের অদৃষ্ট অনুসারে জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অট্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বা কেন উপাদাননিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? এই জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন-প্রতিষ্ঠাতা বসুগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন;—

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥

বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্ভার ব্যতিরেকেই যিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর শূলপাণিকে নমস্কার।

এই জগন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে জগদীশ্বর অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং অন্য কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। তিনি নানাবিধ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। আত্মচৈতন্য,

যুক্তি ও শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা প্রমাণীকৃত জীবাত্মা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে সমগ্র জগৎ প্রতিবিম্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন। বহুরূপী নট যেরূপ কখনও রাজা, কখনও বা ভিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মূর্খ—এই প্রকার নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ জগন্নাট্যপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর নানা জীবরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তর পূজা ও প্রাণায়ামাদিপ্রয়াস সমস্তই নিষ্প্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শাস্ত্র পাঁচখানি—সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সূত্র এই,—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥

কোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্ত হইবার হেতুস্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার (অর্থাৎ আপনাকে মহেশ্বর বলিয়া চিনিবার) উপায় বলিতেছি। "কোন প্রকারে" অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত তাঁহা হইতে অভিন্ন গুরুচরণারবিন্দের আরাধনা করিয়া। "লাভ করিয়া" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বাধভাবে [মহেশ্বরের দাস্যের] ফল লাভ করিয়া। ইহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা ও শাস্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা প্রতারণার অবতারণা হইবে। মায়া উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধীন বিষ্ণু, বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনন্ত-প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রয় ভগবান্ "মহেশ্বর"। প্রভু যাঁহাকে স্বেচ্ছানুসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [দীয়তে অস্মৈ ইতি দাসঃ]। যিনি মহেশ্বরের ন্যায় সকল স্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। কারিকায় নির্ব্বিশেষ জনশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শাস্ত্রে অধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তদ্দ্বারা মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। এ জন্য ভট্টোৎপল বলিয়াছেন,—যাঁহারা ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের আর কি প্রার্থনীয় আছে ? যাঁহারা ভক্তিদরিদ্র (ভক্তিশূন্য), তাঁহাদের অন্য প্রার্থনায় কি ফল ?

উক্ত কারিকায় বহুব্রীহি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎ-সমবাপ্তিই তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু—এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। আমরা যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, সে অংশে আমরা ঈশ্বর; আমাদের শক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন আমরা সমস্ত জানিতে ও করিতে

পারিব, তখন আমরা পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার হেতু। এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞারই বা কি প্রয়োজন? আমার জানা না থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পাইলেই অঙ্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর", এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বহ্নি কি বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য বস্তু অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, কিন্তু মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধা দেয়, এরূপ স্থলে প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমি তাঁহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পারি। অদৃষ্ট নায়কে বদ্ধানুরাগা বিরহিণী কামিনীর কান্ত অন্তিকস্থিত হইলেও, তাঁহার বিরহ-দুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ না তিনি সমীপস্থ পুরুষকে স্বীয় বল্লভ বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেশ্বরই আমাদের আত্মা, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে না, যতক্ষণ না আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছি।

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা আবশ্যক। কিন্তু মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করিতে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি সূত্রে সমস্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি সূত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

চৈতন্য সর্ব্ব বস্তুর নিয়ামক, কিন্তু নিজে অন্য কোন বস্তু দ্বারা নিয়মিত হয় না, ইহা হইতেই সমস্ত জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, স্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন্য জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ বলা ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু আপনাতে নানা বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জগৎ প্রকাশিত করে। আবার দর্পণ যেরূপ মৃত্তিকা-বীজাদি কোন উপাদান না লইয়া, উদ্যানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নানা বৈচিত্র্যময়, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নানা প্রকার। জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার হয়। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য জীবগণ পরস্পর অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না, কেন না, এ স্থলে পরস্পরাশ্রয়ে

বৈচিত্র্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অন্ধ ও পঙ্গু পরস্পরের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্য্য অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। যেরূপ দুইখানি পাতলা তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহাদের ঊর্দ্ধস্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ দুইখানি কাষ্ঠের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, ঐরূপ অগ্নির উৎপত্তি পরস্পরাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরস্পরপ্রভাবে নানাবিধ হওয়ায় বিশ্বও নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ নাই, তবে শিবের মায়াশক্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজে সুমহৎ বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই অতিক্ষুদ্র বীজ যেরূপ মহামহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা অনভিব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। আরও যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শরীরও সঙ্কুচিত বিশ্বাত্মক। মানব-শরীরের কোন্ অংশ বিশ্বের কোন্ অংশের অনুরূপ, তাহা নানা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্য তাহা উল্লিখিত হইল না। বস্তুতঃ জীব ও শিবের অভেদ-তত্ত্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথা। এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই মুক্তি হয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়।

যখন চিদাত্মা পরমেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আপনাকে নানা রূপে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাদিশক্তি বস্তুতঃ অসঙ্কুচিত থাকিলেও সঙ্কুচিতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তখনই ইনি সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাঁহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবেন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত হওয়াতে তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন। তাঁহার অন্যান্য শক্তিও সঙ্কুচিতবৎ হইয়া যায়। এইরূপে তিনি শক্তি-দরিদ্র হইয়া সংসারী আখ্যা লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ হইলে, আবার শিব হন।

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্দ লাভ হইলে অর্থাৎ স্বরূপাবস্থানের আনন্দ অনুভবের সামর্থ্য হইলে, "আমি চিন্মাত্র, দেহাদিভিন্ন", এইরূপ দৃঢ় প্রতিপত্তি জন্মে। এই সময় দেহাদির অনুভব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তখন "আমি দেহাদিভিন্ন চিন্মাত্র" এইরূপ প্রবলতর জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, দেহাদিজ্ঞান জীবকে বিপথচালিত করিতে

পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। চিদানন্দলাভ হইলে আত্মজ্ঞান জীবন্মুক্তি হয়। চিদানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাশ হইলে চিদানন্দলাভ হয়। ম বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা বলা হইতেছে। সকলের অন্তরতমরূপে বর্ত্তমান ও সকল ব স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া সংবিৎ (চৈতন্য)কেই মধ্য বলা হয়। এই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবদেহকে আশ্রয় করে। এ জন্য জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলা করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথা প্রধানতঃ ইহা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মূল পর্য্যন্ত মধ্যমনাড়ী বা ব্রহ্মনা আশ্রয়ে অবস্থিত। কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতে সকল বৃত্তির লয় হয়। এরূপ হইলেও বদ্ধ জীবগণের সংবিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে যখন এই সংবিতের সঙ্কোচভাব দূরীভূত হইয়া ইহা বিকশিত হয় অথবা মধ্যভূত ব্রহ্মনাড় বিকশিত হয়, তখন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়।

উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হয়। (১) বিকল্পক্ষয়ের দ্বারা মধ্য বিকাশ হয়। এই উপায় সুখকর; কারণ, ইহাতে প্রাণায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রণাময় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মস্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের সঙ্কল্প-বিকল্প। আমরা যদি কিছুই চিন্তা না করি, তাহা হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমরা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি এবং তাহা হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই কোন না কোন বাহ্য বিষয় রহিয়াছে। এই বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্য-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে স্বরূপে অবস্থান বলে। তাহা হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হইলে সমস্ত বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয় বা অকিঞ্চিচ্চিন্তক হইতে হয়। তাহা হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাম্ভব উপায় বলা হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেবও শূন্য ভাবনা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় উপায় শক্তি-সঙ্কোচ। এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর (বা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম বল্লীর) প্রথম মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্‌ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-সকল বহির্ম্মুখ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্য তাহারা বাহিরের বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্যমশালী পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত বা সঙ্কুচিত করিয়া চিদানন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রত্যগাত্মাকে

দেখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তির বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ফারণ। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আমরা সেই বস্তুকে জানিতে পারি এবং নিজকেও আংশিক ভাবে (অর্থাৎ সেই বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে) জানিতে পারি। অন্য বস্তু দেখিলে, নিজেকে সেই অন্য বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্দ শুনি, তখন আমরা সেই শব্দকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শব্দের শ্রোতৃরূপে) জানিতে পারি। এইরূপ আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্তু তাহা আংশিকভাবে মাত্র। কিন্তু যদি চেষ্টা দ্বারা আমাদের সমস্ত গূঢ় শক্তির প্রয়োগ করিয়া আমরা নিজেকে সর্ব্বভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হয় ও তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্য আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে পারি। এই অপূর্ণতা দূর হইয়া সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হইয়াছে। (৪) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যোগসূত্রে ইহাকে সমাধিলাভের উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভে উক্ত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণাপানের গতি বিচ্ছেদ করে ও হৃৎপঙ্কজমধ্যে চিত্ত নিহিত করে, তাহার হৃদয়ান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাদৃশ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অঙ্কুর উদিত হয়, যাহা পশুরও পরমমাহেশ্বর্য্য জন্মাইতে সমর্থ। আদ্যন্ত-কোটিনিভালন, আনন্দপূর্ণস্বাত্মভাবনা প্রভৃতি আরও নানা উপায়ে চিদানন্দ লাভ হইতে পারে।

উক্ত উপায়-সকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা হইলেই নিজের পূর্ণস্বরূপে অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাপ্রাপ্তি হয়। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানির রচনা সরল হইলেও, অপরিচিত পারিভাষিক শব্দসঙ্কুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝা যায় না। যাহা বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উপরে বর্ণিত হইল।

শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

জ্ঞানদাসের পদাবলী*

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বহু মনীষী সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী সার্দ্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীন-বাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জন কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত কবিদিগের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব,—তাঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হয়; উহা মীমাংসিত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সমসাময়িক কবি ছিলেন; নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা উভয়কেই তদানীন্তন অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে পদ-রচনা করিয়াছেন; তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির—বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে; তাঁহার পদ-সমূহে নায়কের স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাবই সুপরিস্ফুট। গোবিন্দদাস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব্ব অনুকরণে সুললিত অনুপ্রাস-যোজনা, পদ-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও প্রীতির উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপূর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ন্যায় অমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গালা পদ দুই চারিটি পাওয়া গেলেও, সেইগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের—

"দেখ রি সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥

---

* রাজসাহী, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী॥

প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের—

"দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥"

"সই কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দারিদ্রের হেম॥"

"হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥"

ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রজ-বুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদ-লালিত্য ও অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি—উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ-রচনার জন্য বাঙ্গালা ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না।

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্য্যে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। রমণীবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসদ্ভাব কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, রমণীবাবুর চণ্ডীদাসের সংস্করণের ন্যায় জ্ঞানদাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রমণী বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে অল্প-বিস্তর অনেকেই

করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদাবলীর পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না; সুতরাং অদ্য সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা না করিয়া যদি তাঁহার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ যে সকল কারণে জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিকৃতি। 'স' ও 'শ', 'ব' ও 'র', 'ল' ও 'ন', 'জ' ও 'য' এবং 'ও' ও 'ভু' অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল।

২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপ-ব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগে পাঠ-বিকৃতি।

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি।

পাঠ-বিকৃতি ঘটিলে অর্থ-বিকৃতিও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পাঠ-বিকৃতির উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে; পাঠ-বিকৃতি না থাকিলেও শব্দার্থের বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত অর্থ-বোধ না হইয়া অসদ্ব্যাখ্যার কারণ হইতে পারে; এই জাতীয় অর্থের অসঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টান্তও আমরা প্রদর্শন করিব।

আমরা যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পাঠ-বিকৃতি

১ম। অক্ষর-বিনিময়

(১) 'স' ও 'শ'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'শ'কারের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্রই স-কারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন কোন স্থলে 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দী ও মৈথিলভাষায় 'শ'কার প্রায় সর্ব্বত্রই 'স'কার অর্থাৎ ইংরেজি (S) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'শ্যাম', 'শাঙন', 'শিঙ্গার' প্রভৃতি শব্দ 'স্যাম', 'সাঙন', 'সিঙ্গার' লিখিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদাবলীতে পর্য্যন্ত 'স' ও 'শ' ইংরেজি (sh) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া 'শ'কারের পরিবর্ত্তে 'স'কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত

বিবেচনায় বঙ্গীয় পদাবলীর সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতি অনুসারেই 'স' ও 'শ'কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'স'-কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা বিস্মৃত হওয়ায় পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—রমণী বাবুর সংস্করণে—

"শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥"
১ম পৃষ্ঠা।

"এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥"
৫ম পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'শমতি না দেই' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি—শমতা।" প্রথম উদাহরণে 'শান্তি' অর্থ কথঞ্চিৎ সংলগ্ন হইলেও 'ডাকিলে শমতি না দেয়' বাক্যে কোনরূপেই শান্তি বা 'শমতা' অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে 'শমতি' শব্দের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক; সেইরূপ কোন অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে 'শমতি' শব্দের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'শান্তি' বা 'শমতা' অর্থ প্রথম উদাহরণেও সঙ্গত হইতে পারে না; 'শান্তি বা শমতা পাওয়া' অর্থে 'শান্তি বা শমতা দেওয়া' বাক্যের প্রয়োগ নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃষ্ট পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতেই 'শমতি' স্থলে 'সমতি' পাঠ আছে। 'সমতি' শব্দটি সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত; হিন্দী ভাষায় 'সম্মতি' অর্থে 'সুমৃতী' শব্দের ব্যবহার আছে*; সম্মতি অর্থে পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'সমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা,—

"সরস-বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতি
অসমতি সমতি বুঝাব।"
—রাধামোহন; পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ।

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটিতে 'সমতি' পাঠ ও উহার 'সম্মতি' বা সাড়া দেওয়া অর্থই সুসঙ্গত; সুতরাং এ স্থলে যে 'স'কার ও 'শ'কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতি ও তজ্জন্য অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'সাড়া দেওয়া' অর্থে 'সুমৈড় দেওয়া' বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, 'সম্মতি' শব্দ হইতেই এই 'সুমত্তি' বা

* ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে 'সুম্‌তী' শব্দ দেখুন।

'মুমৈড়' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে ; কারণ, অন্ত্য 'ত' অক্ষর অপভ্রংশে 'ড়' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। যথা—(সংস্কৃত) 'পতন'—(বাঙ্গালা) পড়ন ; (সংস্কৃত) 'উদ্ধৃত'—(বাঙ্গালা) 'উদড়া', (হিন্দী) 'উধেড়া' ; (সংস্কৃত) অর্দ্ধাবৃত—(বাঙ্গালা) 'আউদড়', 'আছড়' ; (সংস্কৃত) 'নিগ্রিত'—(বাঙ্গালা) 'নিঙ্গড়া'। 'সাড়া' শব্দটির সহিত 'মুমৈড়' শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়।

(২) 'ব'-কার ও 'র'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'ব' ও 'র' অক্ষর দুইটি সর্ব্বত্র বিভিন্নরূপে লিখিত হয় নাই। কোন কোন পুথিতে 'র' অক্ষর 'ব'-কারের ন্যায় এবং 'ব' অক্ষরটি 'ব্' অর্থাৎ হসন্ত 'ব'-কারের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; হসন্ত চিহ্নটি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়া 'ব' ও 'র' অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ স্থলে শব্দের অর্থ দ্বারা 'ব' ও 'র' স্থির করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই ; সুতরাং বিচার্য্য শব্দটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগের দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় ; আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥"—২০ পৃষ্ঠা
"তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥"—২১ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'রমিয়া' পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না ; উভয় স্থলেই 'রমিয়া' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বমিয়া' পাঠ হইবে। 'বান্ত্বা' এই অসমাপিকা ক্রিয়া-পদ ও 'বমিত' এই ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ উভয়ের অপভ্রংশ হইতেই 'বমিয়া' শব্দ হইতে পারে ; দ্বিতীয় উদাহরণে 'বমন করিয়া' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা 'বমিয়া' শব্দের 'বমিত' অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন ; বস্তুতঃ 'বমিত' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না,—সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উদাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়া সমর্থন করাই সমীচীন পন্থা।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতী রসিকা-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ॥"—২৬ পৃষ্ঠা।

"দেখবি সখি শ্যাম চন্দ
ইন্দুবদনী রাধিকা।" —১২১ পৃষ্ঠা

'দেখিবে' অর্থ এ স্থলে সুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'দেখ রি' পাঠ আছে। 'রি' ও বাঙ্গালা 'রে' সমার্থক; প্রভেদ এই যে, হিন্দীতে স্ত্রীলোকের সম্বোধনেই 'রি' ব্যবহৃত হয়; যথা,—

"ঐসে বরখা রিতুমে কৈসে রহুঁ একলি
বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি
এ রি সখি রি।"—হিন্দী গীত।

পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'রি' দৃষ্ট হয়; যথা,—

"আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শতগুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে॥"
—বিন্দু; প-ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ যথা,—

"গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনাতট
চঞ্চল ধার গোপাল॥"—৩৮ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'ধার' পাঠে কোনই অর্থ হয় না; আমাদিগের দৃষ্ট সকলগুলি পুথিতেই 'ধাব' পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হইবে—"নূতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেনুর পাল (শ্রীকৃষ্ণ নহে) চঞ্চল-ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে।"

পুনশ্চ যথা—

"তোমার অধর-রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস॥"—২২০ পৃষ্ঠা।

"এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া লেহয়ে আমার
দাস করি অভিমান॥"—২২১ পৃষ্ঠা।

'করজ' শব্দটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত স্থলে কর্জ্জপত্র (Bond) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না; দাস-পত্র অর্থাৎ দাসরূপে আত্ম-বিক্রয়ই পদকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কবজ' পাঠ আছে; আরবী 'কবজ' শব্দের অর্থ 'রসিদ'; শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের

দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা 'কবজ' লিখিত হইত; তাহাতে কবালার লিখিত মূল্যের টাকা প্রাপ্ত হইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন—এইরূপ 'এবারত' লিখা থাকিত; উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং এ স্থলে 'কবজ'ই প্রকৃত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন'-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত 'স্নেহ' শব্দের অপভ্রংশ হইতে 'সিনেহ' ও 'নেহ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। 'করিলুঁ', 'গেলুঁ' ইত্যাদি রূপ 'করিনু', 'গেনু' ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হইলেও 'করিনু', 'গেনু' শব্দগুলিকে এখন অশুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটিকেও পাঠ-বিকৃতির উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; যথা,—

"অলখিতে হৃদয়ক অন্তর অপহর
পাশরিণ না হয় স্বপনে।"—২২ পৃষ্ঠা।

"পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ-নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥"—২৪ পৃষ্ঠা।

"জ্ঞানদাস কহে কানুাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥"—১০০ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'পাশরিণ' পাঠ অর্থ-শূন্য; উহার স্থলে 'পাসরিল' পাঠ হইবে;

'পাসরিল' শব্দের অর্থ 'পাসরণ' অর্থাৎ বিস্মরণের যোগ্য। যোগ্য অর্থে ও অতীত কালের 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে কৃদন্ত-বিভক্তি 'ইল'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে অনেক আছে; যথা,—

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥"—জ্ঞানদাস, ১১৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে।

দ্বিতীয় উদাহরণের 'পূজন' স্থলে 'পূজল' পাঠই সমীচীন বটে; 'পূজল' শব্দের কর্তৃ-পদ 'তনু'; পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,—"(শ্রীরাধার) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃপ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া রহিল; (ঐ তনু) কদম্ব-সমূহ দ্বারা কি (প্রেম-দেবতা) কন্দর্পকে (সন্তুষ্ট করার জন্য) পূজা করিল?"

তৃতীয় উদাহরণের পংক্তি-দ্বয়,—

"প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥ ধ্রু॥
তোমার পীত ধটী আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥"

ইত্যাদি পদটির ভণিতা। শ্রীরাধার সখী-স্থানীয় পদ-কর্তা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (শ্রীরাধার) পাশুনি (?) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নূপুর পরিধান করাও।" রমণী বাবু 'পাশুনি' শব্দটি 'পিশুন' বা 'পৈশুন্য' শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় লিখিয়াছেন—"পাশুনি—পাপ"। 'পাশুনি' শব্দের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতান্ত হাস্য-জনক অর্থ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ 'পাশুনি' শব্দই নাই; 'পাশুলি' শব্দই 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু 'পাশুনি' লিখিত হইয়াছে। 'পাশুলি' স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-ঝাঁপ কিংবা ঐ জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে; জ্ঞানদাস শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুষীকরণ উদ্দেশ্যে তাঁহার 'পাশুলী' খসাইয়া উহার পরিবর্ত্তে পুরুষ-অলঙ্কার নূপুর পরিধান করাইবার জন্য সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়া লইয়াছেন; কেন না, নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার চরণ ধারণ নিতান্তই হাস্যকর ও সখীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই।

(৪) 'জ' ও 'য'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুথিতে 'য' অক্ষরের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে 'জ' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন স্থলে 'য়' অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'য়' অক্ষরটি প্রথমে 'য' অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। সেইরূপ অনেক স্থলে 'অ' ও 'আ' অক্ষরের পরিবর্ত্তে

'য়' ও 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায়, 'য়' ও 'য়া' অক্ষরের পুটুলি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়া আগে 'য' ও 'যা' অক্ষরে এবং পরে উহাই 'জ' ও 'জা' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ইহার দুইটি হাস্যজনক উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ;—

"হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঙ্গে করু আন খেলি॥"—২৮ পৃষ্ঠা।

"উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা   ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে   আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কেমন ঠাকুরাণ॥"—৩২ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'সুজান' পাঠ-স্থলে 'সো আন' পাঠ হইবে। 'সো আন' শব্দদ্বয় কোন পুথিতে 'সো য়ান' লিখিত হওয়ায় ও 'য়' অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'সো যান' শব্দই পরে কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'সুজান' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'রাখ জান' কিংবা 'রাখজান' কোন পাঠেই অর্থ হয় না ; 'রাখয়াল' শব্দটির 'য়' অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে 'য' অক্ষর 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই আপাত-দুর্ব্বোধ্য পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাখয়াল' ও 'ঠাকুয়াল' শব্দের অন্ত্য 'ল' অক্ষর 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগে 'ন' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'ঠাকুরাণী' শব্দের অপভ্রংশ 'ঠাকুরাণ' শব্দ থাকিলেও, এ স্থলে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না ; এ স্থলের 'ঠাকুরাল' শব্দ 'ঠাকুরালি' শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ 'বড়মানষি'।

(৫) 'ও' ও 'তু' অক্ষরের গোলযোগ

অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'ও' অক্ষর ও 'তু' অক্ষর দেখিতে একই প্রকার। সুতরাং উহাদিগের গোলযোগে যে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব।"—৫৫ পৃষ্ঠা।

'তুই' পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্মক 'ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী' ইত্যাদি পদের ভণিতা। জ্ঞানদাস অপূর্ব্ব রসিকতার সহিত বলিতেছেন,—"(শ্রীরাধার) উরু উল্‌টা কদলী-তরু (স্বরূপ) ও নিতম্ব বিশাল (অর্থাৎ ঘটের স্বরূপ) ; জ্ঞানদাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ (জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায়) উহা আশ্রয় করিয়া (ভব-সাগরে) বাঁচিয়া আছেন।" এ স্থলে 'ওই' শব্দ প্রাচীন পুথিতে 'তুই' শব্দের সমানাকার বলিয়া পরবর্ত্তী লিপিকর কর্ত্তৃক ভ্রমবশতঃ 'তুই' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি

অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস-বশতঃও অনেক স্থলে পাঠ-বিকৃতি দৃষ্ট হয়; আমরা নিম্নে উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

'নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল'—এরূপ অর্থ যে নিতান্তই অসংলগ্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত "পদরত্নাকর" গ্রন্থে—"হেরইতে হরখে" ইত্যাদি স্থলে "হেরইতে হরখ রহল যুগ চারি॥" পাঠ আছে;—উহার অর্থ এই যে, "(নায়িকাকে) দেখিলে (সেই) হর্ষ যুগ-চতুষ্টয়-পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।" (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার দ্বারা হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞ্জিত হইতেছে)।

পুনশ্চ সেই পদে—

"পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহব রসিক সুজান॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে 'পরসে' শব্দের 'স্পর্শ করিয়া' অর্থ কোন রূপেই সংলগ্ন হয় না; 'পর সেঁ' পাঠ কল্পনা করিয়া 'অন্যের নিকট হইতে' অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীতে 'পর সেঁ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; সেইরূপ অর্থ পদ-কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি 'পর সঞে' লিখিতেন। 'পর সঞে' পাঠ কোন পুথিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা ছন্দোভঙ্গ ঘটে; সুতরাং 'পরসে' পাঠের পরিবর্ত্তে পদরত্নাকর গ্রন্থের 'পরখে' পাঠই সমীচীন বোধ হয়। 'পরখে' অর্থাৎ পরোক্ষে, কি না শ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাঁহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাই ঐ পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট তাঁহার নাম-জিজ্ঞাসা—ইহার কোনটিই ভদ্রোচিত নহে; সে জন্যই—

"জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥"

অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহা দেখিয়া কহিতেছেন, (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন বটে। পদ-রত্নাকরের 'জ্ঞানদাস কহ' পাঠই শুদ্ধ; কারণ, 'কহব' পাঠে ছন্দঃপতন ঘটে ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

পুনশ্চ——

"ভুলিল চকোর চাঁদ অনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি।"—৩৯ পৃষ্ঠা।

'ভুলিল' পাঠে ভাল অর্থ হয় না ; 'ভুখিল' অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চন্দ্রকে প্রাপ্ত ইহল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে।

পুনশ্চ—

"সজনি ও কথা কথন নয়।
শ্যাম সুনাগর　　　গুণের সাগর
পড়িনু কোলে ঘুমায় ॥ ধ্রু ॥—৮২ পৃষ্ঠা।

পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কথন' স্থলে 'কহিল' এবং পদরত্নাকরে 'কথন' পাঠ আছে। 'কহিল নয়' অর্থাৎ 'কহিবার যেগ্যে নয়'। পদরত্নাকরের 'কথন' পাঠ অপেক্ষা 'কহিল' পাঠই সমীচীন। 'কথন' শব্দের 'থ' অক্ষরটি সাদৃশ্যবশতঃ 'থ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াই যে এই পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুনশ্চ —

"বয়স কিশোর　　মোহন ঠাম
নিরখি মূরছি　　পতত কাম
সজল জলদ　　শ্যাম ধাম
পিঙল বসন দামিনী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'পতত' স্থলে 'পড়ত' পাঠ আছে ; উহাই সঙ্গত পাঠ। কারণ, হিন্দী, মৈথিল কিম্বা বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে 'পত' ধাতুর অপভ্রংশ-জাত 'পড়ই', 'পড়ত', 'পড়ল' ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'পতই', 'পতত', 'পতল' ইত্যাদি প্রয়োগ কোথাও পাওয়া যায় না।

'পিঙল বসন দামিনী' বাক্যের 'পিঙল' পাঠ বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ পুথিতে পাওয়া গেলেও উহা সমর্থনযোগ্য নহে। 'পিঙল' শব্দে পীত-বর্ণ বুঝায় না, সুতরাং উহা শ্রীকৃষ্ণের তড়িদ্বর্ণ পীত বসনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। চণ্ডী-দাসের 'পরাণনাথকে সপনে দেখিনু' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের—

'পিয়ল বরণ　　　বসনখানিতে
মুখানি আমার মোছে।'

বাক্যের ন্যায় এ স্থলেও তিনখানা প্রাচীন পুথিতেই 'পিয়ল' পাঠ আছে ; 'পীত' শব্দ হইতেই অপভ্রংশ 'পিয়ল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহার অন্ত্য 'ল' অক্ষরটি 'শ্যামল', 'পিঙ্গল' প্রভৃতি লকারান্ত শব্দের ভ্রান্ত-সাদৃশ্য হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা হয়।

পুনশ্চ—

"যে মোর করমে　　　লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী　　　দেখিনু চুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥"—১৭৩ পৃষ্ঠা।

'দেখিনু চুকতি' বাক্যের 'চুকতি' পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না; বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে 'দেখিনু মুকতি', "পদরসসার" পুথিতে 'দেখিলে মুকতি' পদরত্নাকর ও পদকল্পতরুর অন্যতম পুথিতে 'দেখিলে মুরতি' এবং অন্য দুইখানা পুথিতে 'দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ—'কুলবতী তোমরা আমার কুবুদ্ধি দেখিলে; (সুতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক।' 'তোমরা কুলবতী, তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়', এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পায়,—প্রিয়-সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রূপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় না।

পুনশ্চ—

"রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি॥"—২১৭ পৃষ্ঠা।

'ছোড়ি' পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক। 'ছোড়ি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'চোরি' হইবে। ইহার প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়; যথা,—

"হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥"
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ—

"হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উগ' একটি পৃথক্ শব্দ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন 'উগ্র'। বস্তুতঃ 'উগ্র' অর্থে 'উগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; ঐরূপ শব্দ বা অর্থ থাকিলেও 'হতে' শব্দটিকে 'হৈতে' কল্পনা করিয়া 'হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র' এরূপ দুরান্বয় ও দুরন্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'উগইতে' পাঠ আছে; 'উগইতে' শব্দের অর্থ এখানে 'উদিত হইলে'; সুতরাং 'হিমকর উগইতে' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—'চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ-জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চন্দ্রও উষ্ণ-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় অসহ্য বোধ হয়।'

এইরূপ অক্ষর-বিপর্য্যাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরও কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি;—বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে; একই অক্ষর কোন শব্দে পাশাপাশি ভাবে একাধিক বার প্রযুক্ত হইলে, লিপিকর-ভ্রমে দুই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বটে। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি;—

"অপরূপ পবনে সঘন তনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ ।
চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর
শবদ মঙ্গল পুর ॥"—৭৩ পৃষ্ঠা ।

পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই 'শবদ' স্থলে 'সশবদ' পাঠ আছে; তবে কোন কোন পুথিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে উহা 'সসবদ' লিখিত হইয়াছে। এই 'সসবদ' শব্দে 'স' অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহা ভ্রম-জনিত বিবেচনা করিয়া নিরক্ষর ছন্দোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতম্মন্য কোন লিপিকর কর্তৃক 'সবদ' 'শবদ'রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং অর্থ-বিচার ও ছন্দোবিজ্ঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপায়। অর্থ ও ছন্দোবিচার দ্বারা বর্ণ-চ্যুতি অনুমিত হইলে যদি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের দ্বারা অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি বিদূরিত হয়, তাহা হইলে উহাই যে প্রকৃত পাঠ, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে 'সশবদ' পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"একসরি যাইতে যমুনা-তীর ।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর ॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস ।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস ॥"---৯২ পৃষ্ঠা ।

এ স্থলে 'অম্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'—এই বাক্যটি বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচনা হয়; পদকল্পতরুর দুইখানা পুথিতে 'অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস' পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বের অক্ষর বিবক্ষা (Option) বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, সুতরাং এ স্থলে 'অম্বরে' ও 'অসম্বরে' উভয় পাঠেই ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অম্বরে পাঠের পরিবর্ত্তে 'অসম্বরে' পাঠ স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বর্ণ-বিপর্য্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ-জনিত পাঠ-বিকৃতির দৃষ্টান্ত বটে।

পুনশ্চ—

"বীণ রবাব মুরজ পিনাস ।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥"—১১৫ পৃষ্ঠা ।

'পিনাস' শব্দটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগ্‌যুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবুর কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু—ইহাঁদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক স্মরণ নাই, বিদ্যাপতির "ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।" ইত্যাদি সানুপ্রাস পদের—

"রটতি রবাব মহতী কপিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥"

পংক্তি-দ্বয়ের টীকা করিতে যাইয়া 'মহতী' ও 'কপিনাশ' পৃথক্ শব্দ স্থির করিয়া 'কপিনাশ' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র' লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কপিনাশ নামে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে, ইহা কেবল আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!" কাব্যবিশারদ মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না; বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সুমীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত—"রটতি রবাব মহতীক পিনাশ" পাঠ এবং তাঁহার প্রতিপাদিত 'মহতীক', 'পিনাশ' বা 'পিনাক' শব্দের বাদ্যযন্ত্র অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে 'মহতীক' পাঠে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য বলিয়া তিনি 'মহতীক' স্থলে 'মহতিক' পাঠ গ্রহণ করিয়া 'মহতিক'—'মহতী (নারদ-বীণা) বৃহৎ বীণা' অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতায় জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-দুষ্ট "বীণ রবাব মুরজ পিনাস" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বীণ রবাব মুরজ পিনাস" পংক্তিতে যে একমাত্রাত্মক একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হয়, উহা ছন্দোবিৎ পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না; আমরা ছন্দোভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি ব্যতীত আর সকল পুথিতেই 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাস' পাঠ আছে; এই পাঠে ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস' বলিয়া যে শব্দ নাই, 'কপিনাশ'ই প্রকৃত শব্দ, তাহাও প্রমাণিত করে; কেন না, 'মহতী' শব্দের স্থলে গায়ের জোরে 'মহতীক' পাঠ কল্পনা করিলেও 'মুরজ' এই সুপ্রচলিত শব্দের স্থলে 'মুরজক' শব্দ কল্পনা করা বাতুলের পক্ষেও অসম্ভব; সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহতি কপিনাশ' এবং 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,—ইহা বলাই বাহুল্য। 'পিনাক' বা 'পিনাস' (?) বাদ্যযন্ত্র যেরূপ অপ্রচলিত,—'কপিনাস'ও সেরূপ অপ্রচলিত বটে,—সুতরাং এরূপ বাদ্যযন্ত্রের নাম শুনি নাই—এইরূপ আপত্তি উভয় পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। জ্ঞানদাসের পদেই 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যন্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে; যথা,—

"বিণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত স্বর বাজত তাল
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহু গায়নী।"—প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যে পৃথক্ বাদ্যযন্ত্র—তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক' ও 'মুরজক' শব্দের ন্যায় যদি 'বিণাক' শব্দেও 'বীণা' বুঝেন, তাহা হইলে 'পিনাস' ও 'পিনাক' একই বাদ্যযন্ত্রের কি জন্য যে পুনরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্য আরও যে কত সূক্ষ্ম কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"বিশাল পিনাক ভাল
সপ্ত স্বর বাজত তাল
এ সব রস-মণ্ডল
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

এই পাঠে অক্ষর-বিপর্য্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শব্দচ্যুতি-জনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি অনিবার্য্য; সুতরাং পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাক' নামক যন্ত্রেরই প্রয়োগ আছে; 'পিনাস' বা 'পিনাশ' বলিয়া কোন শব্দ নাই।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে॥"—১৬৪ পৃষ্ঠা।

'পরবশ জীউ না' ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শূন্য। পদকল্পতরুর তিনখানা পুথিতে 'পরবশ জিউ না উবরে পুন ভাগে' ও একখানা পুথিতে 'উবরে' স্থলে 'উরবে' পাঠ আছে; 'উরবে' পাঠের 'উ' অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই 'পরবশ জীউ না রবে' ইত্যাদি পাঠ-বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুথিগুলিতে 'জীউ' পাঠই আছে, কিন্তু 'পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে' লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হয় বলিয়া 'জীউ' স্থলে 'জিউ' পাঠ কল্পিত হইয়াছে। 'উবর' ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষে—"উবর... ধাতু, (সং উদ্‌বৃত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি—উদ্‌বৃত্ত হই; প্রঃ—প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন (চৈঃ চঃ)। (অপ্রচঃ)" লিখিত হইয়াছে। 'না উবরে' বাক্যের অর্থ 'উদ্‌বৃত্ত হয় না' অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন না হইয়া, কণ্ঠায় কণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া থাকে'—এই-রূপ অর্থ করিলে 'পরবশ জিউ না উবরে পুনভাগে' এই দুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, নব অনুরাগ হেতু কৃষ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাঁহার প্রাণ পুণ্য-ভাগ্য হেতু (কৃষ্ণ-প্রেম হইতে) বিচ্ছিন্ন না হইয়া (উহাতেই) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আঁখে

রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে। সে-রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥' ইত্যাদি পরবর্ত্তী কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই শব্দ-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শব্দের পাশাপাশি স্থলে পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্দটি বারংবার না লিখিয়া, পুনরুক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর ব্যবহৃত হইত। এরূপ স্থলে সেই সাঙ্কেতিক অঙ্ক-চিহ্নটি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হইলে যে শব্দচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এইরূপ বিকৃতি দ্বারা ছন্দের মধ্যে একটা ফাঁক পড়িয়া যায় বলিয়া শব্দচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত যথা—

"গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে রহু আরতি অনেক॥"—৭০ পৃষ্ঠা।

এখানে যে 'বয়ান' শব্দের পূর্ব্বে বা পরে একটি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মাত্রেই প্রতীত হয়; 'গলে গলে', 'হিয়ে হিয়ে' বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে 'বয়ানে' স্থলেও যে 'বয়ানে বয়ানে' প্রকৃত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হস্তলিখিত পুথিতেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শব্দ-চ্যুতির দৃষ্টান্ত খুব বিরল। জমা-খরচ-লিখক মুহুরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য "হাজারে বেজার নহি শতে করি ভয়। ঈশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়॥" (অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক ভুল হইলে ভয় করি না—শতের অঙ্ক ভুল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিম্বা এককের অঙ্ক ভুল না হয়—কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন)। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িয়া গেলে তাহা সহজেই ধরা যায়,—একটি শব্দ পড়িলে তাহা ধরা তদপেক্ষা অনেক কঠিন; একটি অক্ষর পড়িয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই কঠিন কার্য্য, সুতরাং এ অবস্থায় শব্দচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত যে অনেক বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ স্থলে প্রায়শঃই লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একই শব্দের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়; ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি দর্শনে সহজেই এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতি নির্ণীত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা,—

"রাধা মাধব রতি-রস কেলি।
বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি॥"—৭৪ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি 'নাগর' শব্দ পুনরুক্ত হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়ো[illegible] আর [illegible]টি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত [illegible]

। রস ম[illegible]

মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।”

পংক্তিদ্বয়ে দৃষ্ট হইবে; উহাতে ‘রস’ শব্দটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে; উহার ‘সব’ শব্দটি ‘ব’ ও ‘র’ অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে; শুদ্ধ পাঠ যে ‘এ সর মণ্ডল’ হইবে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৫গ। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি

পাঠ-বিকৃতির কারণ-সমূহের মধ্যে এই কারণটি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের মধ্যেও ফাঁক দেওয়া হইত না; অনেক হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়; এরূপ স্থলে পরবর্ত্তী লিপিকর সদিচ্ছা হেতু শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্দগুলিকে মিশাইয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে অনেক অশ্রুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

শ্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীর্ত্তিদা বালিকা রাধাকে বলিতেছেন,—

“বিহান হইতে　　কাহার বাটীতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক　　চিনীক দলক
কে তোরে আঁচরে দেল॥”—৫৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,—এক অপরিচিতা গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, নানারূপ আদর-যত্ন করিয়া—

“তবে মোর গোরা　　গাখানি মাজিয়া
নাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে　　পাঠাইয়া দেল
এ সব আঁচরে দিয়া॥”—৬১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু ‘এ সব’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“চিনীর দলক ইত্যাদি।” সংস্কৃত ‘দলি’ শব্দ হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত ‘দলা’ ও পশ্চিম-বাঙ্গালার ‘ডেলা’ শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; এই অর্থে সংস্কৃত কিংবা ভাষা-সাহিত্যে ‘দলক’ শব্দের ব্যবহার নাই; কিন্তু রমণী বাবু কিংবা তাঁহার আদর্শ পুথির লিপিকর ‘কদলক’ (কলা) শব্দের আদ্য ‘ক’ অক্ষরটিকে ষষ্ঠী বিভক্তির

চিহ্ন মনে করিয়া, 'চিনী কদলক' অর্থাৎ চিনী ও কলা না বুঝিয়া "চিনীর দলক" বুঝিয়াছেন। জ্ঞানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও ষষ্ঠী বিভক্তি-সূচক 'ক' দেখা যায় না; তার পরে 'ডেলা' অর্থে 'দলক' শব্দই নাই; সুতরাং 'চিনি কদলক'ই যে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক বর্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত
যৈছন কি রস মানে॥"—২০৬ পৃষ্ঠা।

এটি মানিনী শ্রীরাধার সখীর প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির কোনই অর্থ হয় না; তিনি অর্থ করার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হস্তলিখিত পুথিতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ আছে; যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমানে॥"

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণের রীতি দেখিয়া আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে; না জানি, পরিণামে কি হয়! এইরূপ (লোক) প্রেমের বশ হয় না—যেমন টিয়া পাখীর ন্যায়। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে 'বশ' স্থলে 'বস' লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 'ব' ও 'র' অক্ষরের গোলযোগে উহা 'রস' পঠিত হওয়া বিচিত্র নহে—কিন্তু 'যৈছন কীর সমানে' পংক্তিটির দুইটি শব্দ ভাঙ্গিয়া তিনটি করিয়া 'যৈছন কি রস মানে' বাক্যের ন্যায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করা যে নিতান্ত কৌতুকজনক, তাহা বলা বাহুল্য।

পুনশ্চ—

"জীবন যৌবন সফল করি মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতি কহই নিরবাহ॥"—২০৪ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত পাঠে 'পিরিতি নির্ব্বাহ কহিতেছে' এইরূপ অদ্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্তির কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ,—

"জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতিক ইহ নিরবাহ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—পিরিতির এই নির্ব্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও শুনি

নাই। পদকল্পতরুর চারিখানা পুথি ও পদ-রত্নাকর পুথিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে; সুতরাং 'পিরিতি কহই নিরবাহ' পাঠ যে অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের সম্মিলিত উদাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না!

পূর্ব্বোদ্ধৃত 'হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ' পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের উদাহরণ বটে।

আমরা বাহুল্য ভয়ে ভ্রান্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥"—২২৪ পৃষ্ঠা।

'ভ্রমরতি আশ' যে কীদৃশ পদার্থ, তাহা রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগম্য হয় নাই। পদকল্পতরুর একখানা প্রাচীন পুথিতে আমরা 'ভ্রমরতি আশ' অংশের পরিবর্ত্তে 'ভ্রমর তিয়াস' ও অন্য একখানা পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস' পাঠ পাইয়াছি। 'ভ্রম তিয়াস' পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অনুমিত হয়; সুতরাং 'ভ্রমর তিয়াষ' বা 'ভ্রমর তিয়াস'ই যে শব্দ, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' যে স্থলে 'খ' লিখিত না হয়, সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'স' ব্যবহৃত দেখা যায়; সুতরাং 'তিয়াষ' ও 'তিয়াস' যে একই 'তৃষা' শব্দের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রমরের ন্যায় তৃষ্ণা যার—এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'ভ্রমর-তৃষ্ণ' ও তাহার অপভ্রংশ 'ভ্রমর-তিয়াষ' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ' পাঠটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও 'শ' ও 'স'-কারের গোলযোগজনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ বলিয়াই বিবেচনা করি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

ভণিতা-পরিবর্ত্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত কিংবা অন্য কোন কবির রচিত, তাহা স্থির করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

ইত্যাদি জ্ঞানদাসের সুবিখ্যাত পদে কোন কোন প্রাচীন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; সুতরাং এরূপ স্থলে ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দ্ধারণের অন্য উপায় নাই। জ্ঞানদাসের আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা রমণী বাবুর জ্ঞান-দাস হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত 'করে কর মোড়ি মিনতি করু মো সঞে' ইত্যাদি (২০৮ পৃষ্ঠার) ব্রজ-বুলি পদটি পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে ঘনশ্যামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্দ্ধারণ সুসাধ্য নহে। রমণী বাবুর ২০৯ পৃষ্ঠার "মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি" ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই; পদ-রত্নাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভণিতাটি যে ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না; এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীরাধা অকারণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাঁহাকে নানা-রূপ প্রবোধ দিতেছেন,—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে; পদকল্পতরুর অন্তিম কলিটি এই—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"—৫২০ সংখ্যক পদ।

এখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্ম্মিলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই যে পদ-কর্ত্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক বোধ হয় না; রমণী বাবুর জ্ঞানদাস কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন,—

"জ্ঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর সফল কর তুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥"

এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষা যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্নাকরের ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপূর্ণ দেখুন,—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
ঐছন বলরাম-ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"

পদকর্ত্তারা সখী-ভাবেই লীলা দর্শন ও লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সখীর

মুখের শেষ কথাটি কাড়িয়া লইয়া পদ-কর্ত্তা নিজের নাম দিয়া উহা বলায় দোষের কারণ না হইয়া সুকৌশলে কবির লীলা-তন্ময়তাই প্রকাশ করিতেছে। এই পদটির অন্য কোন রচয়িতা ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত কারণে আমরা উহা বলরাম-দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার "শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান" ইত্যাদি পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর পুথিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্ত্তে গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মূল কি, প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্নাকরের প্রমাণ অনুসারে এই পদটি গোবিন্দদাসের রচিত বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত বিবেচনা করি।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার "ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর গ্রন্থে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে; বিদ্যাপতির সকল সংস্করণেই উহা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিদ্যাপতির রচনার যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরূপ সাদৃশ্য নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি

একই স্থলে একাধিক কারণ কার্য্যকর হইয়া কিরূপে পাঠ-বিকৃতির জটিলতা সম্পাদন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত—"এ সব রস-মণ্ডল", "পরবশ জীউ না রবে", "হিমকর উগ হতে", "পিরিতি কহই নিরবাহ", "যৈছন কি রস মানে" পাঠ-বিকৃতির উদাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,—এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিকৃতি নাই, কিন্তু টীকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু জ্ঞানদাসের দুরূহ বাক্যাবলীর প্রায়শঃ টীকা করেন নাই; কিন্তু স্থানে স্থানে কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংস্করণে এইরূপ অসদ্ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় নাই; পাঠ-বিকৃতি-জনিত অর্থের অসঙ্গতির বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত "কহইতে সো ধনী বচন না শুন।" ইত্যাদি বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার পদের—

"কুবলয় কর চীর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥"

এই দুর্ব্বোধ্য পংক্তিদ্বয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্য কোন প্রয়াস না পাইয়া, রমণী বাবু কেবল 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'চিয়াব' শব্দের এরূপ অর্থ তিনি

কিরূপে পাইলেন, বুঝা যায় না। পূর্ব্বে 'চিকুর' আছে বলিয়াই কি 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কেবল জাগরণার্থক 'চি' ধাতুর পদ পাইয়াছি ; যথা,—

"কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়।"—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

'চিয়াইল' অর্থাৎ 'জাগাইল'। পুনশ্চ -

"বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ॥"—প-ক-ত, ১১৭৭ পদ।

'চিয়াইয়া' অর্থাৎ 'জাগাইয়া'। 'চিয়াব' এই 'চি' ধাতুর তিঙন্ত পদ হইলে উহার অর্থ 'জাগাইব' হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণানুসারে করা, দেখা ইত্যাদি অর্থে 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ন্যায় 'জাগা' অর্থে 'চিয়াব' বিশেষ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'জাগরণ' (awakening) হইবে ; কিন্তু বলা আবশ্যক যে, মৈথিল ব্যাকরণানুযায়ী 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার আমরা বঙ্গীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথায়ও পাই নাই। বস্তুতঃ ইহার কোন অর্থই এখানে সংলগ্ন হয় না। বিশেষজ্ঞগণ 'চিয়াব' শব্দের এবং উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীর মীমাংসা হইতে পারিবে।

(২) "কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া ॥"—৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোড়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মূল'। মূল অর্থে 'কোড়া' শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দকোষে 'কোড়া' বা 'কোঁড়া' শব্দ নাই,—'কোঁড়' ও 'কুঁড়ী' শব্দ আছে। তিনি 'কোঁড়' শব্দের অর্থ—"শাখার অগ্র" ও 'কুঁড়ী' শব্দের অর্থ 'পুষ্পের মুকুল' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে 'কোড়া' শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র 'কোঁড়া' পাঠই পাইয়াছি। যথা,—

"কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।"—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

'কুল-কলঙ্কের কোঁড়া' ও 'কামের কোঁড়া' উভয় স্থলেই 'কুট্মল' বা 'কুঁড়ী' অর্থই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ ও সুসঙ্গত। 'বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে কুল-কলঙ্কের কুঁড়ীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন' এবং 'গোরা নব-জাত কামের কুঁড়ী স্বরূপ' বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্দর্প যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে ; ইহার পরে যখন উহা ফুল ও ফলরূপে বিকসিত ও পরিণত হইবে, তখন না জানি কি হইবে !—'কোঁড়া' শব্দের ধ্বনি দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

(৩) "সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গো-ক্ষুরের ধূলা।
উরু পর দুলিছে বনফুলমালা ॥"—৪২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উরু' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'বক্ষঃস্থল'। জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের রূপ-বর্ণনায় আরও দুই স্থলে 'উরু' বা 'উর' শব্দের প্রয়োগ আছে; যথা,—

"উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম ॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।
"উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা-মাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ এখানে 'উর' কিংবা 'উরু'—যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, 'উরু' শব্দের এরূপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। বনফুল-মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেও তাহা উরু পর্য্যন্ত দোদুল্যমান হওয়া অস্বাভাবিক নহে; আমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বেশের যে চিত্র সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার বন-মালা জানু-বিলম্বীই দৃষ্ট হয়; সুতরাং 'উরু পর দুলিছে বন-ফুল-মালা' বলিলে, কোনরূপেই উহা অসঙ্গত হয় না। তথাপি পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদাহরণে 'উর' এবং প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণে 'উরু' পাঠই সঙ্গত বিবেচনা হয়। জ্ঞানদাসের ন্যায় ভক্ত পদ-কর্ত্তা যে তুলসীর মাল্য সুবল-নামক গোপালের নিম্ন-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সম্মত হইবেন,—এরূপ বিশ্বাস হয় না; পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা ও প্রবালের হার কণ্ঠ-তট ছাড়িয়া বড় নিম্নে যাইতে দেখা যায় না—সুতরাং উহার সহিত বৈষম্য (contrast) দেখাইবার জন্য বন-মালার ন্যায় সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলম্বিরূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়।

(৪) "মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥"—১১১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'মিত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'অনুমিত'। এটি বসন্ত-বর্ণনার পদ; 'পরিমিত' ব্যতীত 'অনুমিত' অর্থে 'মিত' শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে 'মিত' শব্দের অর্থ 'মিত্রতা'; অর্থাৎ চন্দ্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়া, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার জন্য) মলয়জ পবনের সহিত বসন্তের মিত্রতা হইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসন্তও চন্দ্রের ন্যায় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

(৫) "বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায় ॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার ॥"—১১৬ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পণ্ডার' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণালী'। 'পণ্ডার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ

আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও এ স্থলে যে তদ্দ্বারা কোন সদর্থ হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ এখানে 'পণ্ডার' শব্দের সর্ব্ব-বাদি-সম্মত প্রসিদ্ধ 'প্রবাল' অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রম-জল-বিন্দুগুলি আলোহিত প্রবালের ন্যায় লক্ষিত হওয়ায়, স্বর্ণ ও মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে। 'পণ্ডার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৬) "কি যশ অপযশ না ভায় গৃহ-বাস
হইলোঁ কুলের খাঁখার।"—১৬৭ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু "খাঁখার' স্থলে 'অঙ্গার' গীতাচিন্তামণি এবং লীলাসমুদ্র।" এইরূপ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; 'খাঁখার' শব্দের অর্থ-নিরূপণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি ফারসী 'খাক' শব্দ হইতে স্থির করিয়া উহার অর্থ 'অঙ্গার, পাংশু' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কুলের খাকার' বাক্যটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে 'খাঁকারি' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, 'হাঁকারি ও খাঁকারি দুইটি শব্দ প্রায় তুল্যার্থক। হাঁকারি (হুঙ্কার) করিয়া অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, খাঁকারিও তাই। গলার উচ্চ শব্দ করাকে রাঢ়দেশে "গলা খাঁকারা" বলে; থুথু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের সময় গলায় যে শব্দ হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্ম্যপ্রকাশে বলিয়াছেন,—

"হ"কার কহরিতে খাঁকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়।
'রি'কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনথ হোই যায়॥"

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,—"শ্রীহট্ট অঞ্চলে খাঁকারি শব্দে লজ্জা বুঝায়।" বস্তুতঃ 'খাঁখার' শব্দের উৎপত্তি আজ পর্য্যন্তও সন্দিগ্ধ বটে। 'খাঁখার', 'খাঁকার' বা 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি যে শব্দ হইতেই হউক না কেন, 'খাঁখার' ও 'খাঁখারি' শব্দ দুইটি যে ভাবে পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অর্থ 'অঙ্গার' না হইয়া 'লজ্জা' কিংবা 'কলঙ্ক' অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন—

"কেমন কানাই সেই   কেমন মুরতি সই
কেমন বা তাহার বেভার।
রাধার বন্ধুয়া বলি   সব লোক ডাকে তারে
সেই মোর কুলের খাঁখার॥"—প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে যে 'কলঙ্ক' অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। এই অর্থ 'হইলোঁ কুলের খাঁখার' ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না; সুতরাং এক স্থলে 'অঙ্গার' ও অন্য স্থলে 'কলঙ্ক' এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রচলিত সর্ব্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই সুবিধাজনক বোধ করি।

(৭) "সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা ॥"—১৯১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পেলা' শব্দটির অর্থ লিখিয়াছেন—'পলায়ন কর'। 'পেলা' শব্দের এরূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। 'পলায়ন কর' অর্থ এখানে একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুথিতে 'ফেল' ধাতুর 'ফেলে', 'ফেলিল', 'ফেলা' ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র 'পেলে', 'পেলিল', 'পেলা' ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়; আধুনিক লিপিকরগণ কিম্বা প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই উহা সংশোধিত (?) করিয়া 'ফেলে', 'ফেলিল' ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে যেরূপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়াছে। আমরা 'পেল' ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"গোরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি
গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।"
"স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে
সঘনে পেলায় গোরা গায়।"— প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ।
"কারো অঙ্গে কেহো কেহো জল পেলি মারে।
গৌরাঙ্গ পেলিয়া জল মারে গদাধরে॥"—প-ক-ত, ১১০৮ পদ।

(৮) "তাম্বুল কর্পূর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥"—১৯৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'খপুর' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'ঘটে'। সংস্কৃত 'খর্পর' (অপভ্রংশ 'খাপরা') শব্দের সহিত 'খপুর' শব্দের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ও 'খপুরে' শব্দের পরে 'রাখয়ে' ক্রিয়া-পদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর্পূর তাম্বূল রাখা যাইতে পারে,—বোধ হয়, উভয়বিধ কারণেই রমণী বাবু ঐরূপ অর্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু 'খপুর' শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কৃত 'খপুর' শব্দের অর্থ 'গুবাক' অর্থাৎ 'সুপারি'। এই গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের—

"সাজল কুসুম- সেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুর কপুরে পুন বাসই
ভৈ গেল মদন-ভরাঁতি॥"

শ্লোকটির 'খপুর' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"খপুরো গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর" ইত্যমরশাসনাৎ।" সুতরাং 'খপুরে' শব্দের অন্ত্য 'এ'কার অধিকরণ-কারকের বিভক্তি

নহে—ইহা কর্ম্মকারকের বিভক্তি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত শব্দের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়ম্বিত হইতে হয়, ইহা তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ বটে।

(৯) "ঐছন পুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥—২১২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'আপন দিব তোহে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"তোমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না"। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,—সুচতুরা শ্রীরাধা নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে 'ননদীর মাথা খাই' বলিয়া দিব করিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে অসঙ্গত হইত না; কিন্তু বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী না হইয়া প্রিয়-সখী হওয়ায় কথাটা কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে। তার পর 'তোহে' শব্দের অর্থ 'তোমাকে' কিম্বা 'তোমার নিকটে' না করিয়া কোনমতেই 'তুমি' করা যায় না—সুতরাং 'আপন দিব তোহে' বাক্যের অর্থ হয় যে,—"তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না।" 'নিজের দিব্য' বলিলে দিব্যকারিণী সখীর দিব্য না বুঝাইয়া উহা শ্রীরাধার দিব্য বুঝাইতে পারে না; সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সখী বলিতেছেন,—"আমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আজিকার বক্তব্য শেষ হইবে।

(১০) "চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখিকোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥"—৭১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোক' শব্দের অর্থ 'চক্রবাক' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে যমুনা-জল ও চক্রবাক শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'কোক' শব্দের অর্থ 'বন্য কুকুর; নেকড়া বাঘ' লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থলস্বরূপ জ্ঞানদাসের "যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-যাত্রার বিদ্রূপাত্মক একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম,—

"কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাঁতার।
কেউ বলে কালিয়া কুত্তা কেউ বলে দাঁতাল॥"

পূর্ব্ববঙ্গে বৃহৎ দন্তযুক্ত শূকরকে গ্রাম্য ভাষায় 'দাঁতাল' বলে। বস্তুতঃ বিদ্রূপ (parody) ব্যতীত যে 'বন্য কুকুর' বা 'নেকড়া' বাঘের মত অর্থ এখানে আসিতে পারে, ইহা মনে করিতে

আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর ন্যায় বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতে এবং বাঙ্গালা-শব্দ-কোষের ন্যায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও বিদ্রূপের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; সুতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়া থাকিলেও 'কোক' শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা বুঝিতে না পারায়, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপ্রণিধানবশতঃই ঐরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমরা ভাষাতত্ত্ব-বিৎ, সুপণ্ডিত, সাহিত্যসেবী বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করি,—তাঁহার এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করা কিংবা নিজে বাহাদুরি লওয়ার ইচ্ছা আমাদিগের নাই,—উহার স্থলও ইহা নহে; কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস, সংস্কৃত-সাহিত্যে কিম্বা পদাবলি-সহিত্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তাঁহারা সকলেই এ স্থলে 'কোক' বা 'চক্রবাক' শব্দের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক ভাবিয়া হাস্য করিতেছেন,—সুতরাং এই কৌতুকাবহ ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য বাহাদুরী নহে,—বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংবা সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক, সামান্য অপ্রণিধানে কিরূপ হাস্যজনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য দৃষ্টান্ত না পাওয়াতেই আমরা এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গভীর-ভাবে উহার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হইবে; কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়া বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত-নামা পণ্ডিতও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়াও যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে সেইরূপ বিড়ম্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই পরিচয় দিয়া থাকেন; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও মৈথিল ভাষা ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনন্ত আধার; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গভীর-ভাবে উহাতে নিমগ্ন হইলে, উহা হইতেই আমরা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইব;—অনশন-ক্লিষ্ট আমাদিগকে আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে না,—আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া নিরানন্দ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইবে না। ভগবান্ করুন, সেই দিন আবার আসুক,

রোগ-শোক-ক্লিষ্ট এই বঙ্গে আবার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত হইয়া, নব বসন্তের সহিত নব জীবনের সঞ্চার করুক, আবার অবিরল কোকিল-কূজিতের ন্যায় অসংখ্য কবি-কণ্ঠে সুললিত কবিতার ঝঙ্কার উঠিয়া বঙ্গের গগন-প্রান্তর প্লাবিত করুক; আবার বাঙ্গালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া ধন্য হউক।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের ৫ম তরঙ্গে সঙ্গীত-দামোদরের নিম্নলিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণা-যন্ত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'পিণাকী' ও 'কবিলাস' নামক বীণার উল্লেখ পাইয়াছি, যথা,—'ঔড়ম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা ॥' 'কবিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ ॥' 'কবিলাস' ও 'পিণাকী' শব্দের অপভ্রংশ হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের 'কপিনাস' ও 'পিণাক' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ

কোন জেলার সর্ব্বত্র গ্রাম্য শব্দ একরূপ হইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সদর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের বহু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু কাঁদি মহকুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সাদৃশ্য বড় অল্প। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ জেলা। মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহকুমা অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে হিন্দীর প্রাধান্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্পষ্ট বোঝা যায়। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগ্‌দি, কুড়োল, চাঁড়াল, পুঁড়ো, কৈবর্ত্ত, ডোম; পরে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর প্রভৃতি। ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীয় যুগের অধিবাসী ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিম্নে লিখিতেছি। যেখানে দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক আকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ লোক বক্র একার অর্থাৎ য-ফলা আকার উচ্চারণ করিবে। যেমন, জুতা—দক্ষিণে জুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে জুতা ও জুত্যা (য-ফলা আকার আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান) বেটা, ফেল্, দেখ্ প্রভৃতি শব্দের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে তদতিরিক্ত শব্দেও একার বক্র হয়; যেমন—তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল, ম্যালা উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্দ্রবিন্দু-যোগ কোথাও কোথাও হইয়া থাকে; যেমন—ঘোঁড়া, পোঁকা, সাঁপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাঁচ, জোঁক, হাঁসি শুনিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে র-কার ও ড়-কারের প্রভেদ বড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হয়—"ডয়ে বিন্দু র।" অনেকেই র ও ড় উচ্চারণ করিতে পারে না, যাহা পারে, তাহা উভয়ের মাঝামাঝি। তবে ঢ়-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কৃত "বৃদ্ধ" হইতে প্রাকৃত বুড্ঢ। ইহা হইতে গ্রাম্য বুঢ়া, এ দেশে বুঢ়্যা। দক্ষিণাঞ্চলে গ্রাম্য শব্দে পদের আদিস্থিত হকার বা বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্য স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চলবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না, বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণস্থানে যথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। পূর্ব্ববঙ্গে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও যথাযথ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও তেমনি সমস্ত বর্ণই পূর্ণ উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। হিন্দীতে রাখ্ দে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা-

ঞ্চলবাসী এইরূপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহা শরীর ও জিহ্বার দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়।

ফির, শুন, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। এ দিকে এখনও সর্ব্বত্রই যথাযথ বিনা গুণে উচ্চারিত হয়। যথা,—সে শুনে না, উঠে, ফিরে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল।

কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে—আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, আছিল হয়। দক্ষিণে 'যাইতেছ', 'খাইতেছ', গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, খেছো। দক্ষিণে 'হইয়া+আছে' হইতে 'হইয়াছে', 'হয়েছে' রূপ। এ দিকে হইল+আছে, হইতে হ'লছে; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে)। দক্ষিণাঞ্চলে 'কাজটা করিও' স্থলে সংক্ষেপে 'ক'রো' হইয়াছে, এ দিকে এখনও 'করিও' আছে। নদীয়ার ন্যায় এ দিকেও মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে "খাবা", "যাবা", কলিকাতা ও হুগলীতে "খাবে", "যাবে"।

সম্বোধনে হে, টে, রে প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। দক্ষিণে 'ওহে রাম শুন্‌চো'; এ দিকে ওরূপ প্রয়োগ ভিন্ন আরও দুই প্রকারে 'হে' ব্যবহৃত হয়। 'রাম হে শুনছো? ও রাম শুনছো হে?' অনাদরে 'রে'র প্রয়োগ 'হে'র ন্যায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সম্বোধনে অনাদরে 'ওলো', 'লো'র যেখানে প্রয়োগ হয়, এ দেশে সে স্থানে 'ওটে', 'টে'র প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের মুসলমান এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে সম্বোধনে অনাদরে 'রে' স্থানে 'বে' ব্যবহার হয়। যথা—'শুন্‌ছিস বে'।

'তাহাই হউক' এই অর্থে দক্ষিণে 'আচ্ছা' কথার প্রয়োগ আছে। এ দিকে 'আচ্ছা' এবং 'হোক' উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা—'যেও, আচ্ছা', কিম্বা 'যেও, হোক'।

দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যাদি' অর্থে সহচর শব্দ প্রয়োগের সময় প্রায়ই একার্থের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা,—ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারী, কাপড়-চোপড়; কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শব্দটি 'ট' দিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, যেমন—ঘর-টর, তরকারী-টরকারী, কাপড়-টাপড়।

অদস্ শব্দজাত সর্ব্বনামের সম্ভ্রমের প্রয়োগে এ অঞ্চলে উনি, উনারে, উনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে উনি, ওঁকে, ওঁর হয়। সেইরূপ ইদম্ শব্দজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, এঁকে, এঁর হইয়া থাকে।

প্রাকৃতে যেমন আদিস্থিত র-স্থানে স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে প্রাকৃত জনের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ প্রয়োগ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ইহারা চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। যে 'রাম বাবু' স্থানে 'আম বাবু' বলে এবং 'আম' স্থানে 'রাম' বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পারে।

মুসলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা হিন্দু-

দিগের মধ্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন ভো'র (পা), পোঁহাৎ (প্রভাত), বোর (বদর, কুল), বোরভ্যান্ (প্রাতঃকাল), হামি (আমি), সুঁই (সুঁচ), ধাগা (মোটা সূতা), পুছ কর (প্রশ্ন কর), ত্যাপ্‌পহোর (তৃতীয় প্রহর), ঘাটা (পথ), হামারখের (আমাদিগের), শুৎ (শো, শয়ন কর)। সম্বোধনে হিন্দীর ন্যায় 'গে'র ব্যবহার আছে; যথা—হাঁগে মা, দক্ষিণে হ্যাঁগো মা। এ দিকের প্রাকৃত জন বলে—শুন্যাছিলাম, বহু মুসলমানে বলে—শুন্যাছিনু। আশ্চর্য্যের কথা, মুরশিদাবাদের দক্ষিণে বা বীরভূম, বৰ্দ্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই 'নু'র প্রয়োগ দেখি নাই। এমন কি, হুগলী জেলার উত্তরাংশেও এরূপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে চাঁই নামক একপ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে; ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া হাটে বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে সাধারণে মোল্লান (মণ্ডলানী) বলে। পুরুষের উপাধি মণ্ডল। এই জাতি ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত হিন্দীতে কথোপকথন করিয়া থাকে।

জঙ্গিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এঁটেল মাটি দেখা যায়, সেই স্থান হইতে রাঢ় আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাঢ়ের ভাষার বিশেষত্বও আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের অজ্ঞ লোকে বলিবে—ঘরখানা পড়ে গেল, জঙ্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে—ঘরখানা পড়ি গেল; আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে বলিবে—পড়িং গেল। বীরভূমের দক্ষিণে ও বাঁকুড়ায় 'ং' চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইবে; যেমন—খেঁয়ে।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বহু রেশম-সূত্র ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী সূতা ও কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেশম-শিল্পের বহু পারিভাষিক শব্দের প্রচলন আছে। সঙ্ক (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়া যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে 'চোথ্‌রি' বলে। চোথ্‌রি ডিম পাড়িয়া মরিয়া গেলে কিয়দ্দিবস পরে ডিম হইতে 'পোলু' বাহির হয়। তখন চতুর্দ্দিকে বাখারি-বাঁধা মাটি, গোবর-লেপা দরমা বা চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে ডালা বলে। পোলু 'পাত' অর্থাৎ তুঁতপাতা খাইয়া বড় হইয়া পাকিলে অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে "চন্দ্রকীতে" রাখা হয়, তখন পোলু 'কোআ' (কোষ) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। এই কোআ হইতে সূতা বাহির করিতে বিলম্ব হইলে কোআ কাটিয়া চোথ্‌রি বাহির হয়, তজ্জন্য "কুপী"তে (দরমা-নির্ম্মিত প্রায় ২।২॥০ হাত উচ্চ গোলাকার আধার) ভরিয়া উত্তপ্ত তন্দুরে রাখিয়া কোআর মধ্যস্থ কীট নষ্ট করা হয়। ইহার পরে যে সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কোআ হইতে সূতা বাহির করা হয়। এই সূতায় গরদকাপড় হয়। আর "মুহকাটা" (চোথারি বাহির হইয়া গেলে) কোআ হইতে যে মোটা সূতা বাহির হয়, তাহা হইতে মটকা কাপড় হয়। যেখানে সূতা বাহির করা হয়, তাহাকে 'ঘাই" বলে, যাহাতে সূতা জড়ান হয়, তাহার নাম "ভোহোবিল"। অনেকগুলি "ঘাই"

একত্রে থাকিলে সেরূপ কারখানাকে "বানোক" বলে। যে ব্যক্তি কোআ গরম জলে ফেলিয়া সুতা বাহির করে, সে "কাটানি"। যে তোহোবিল ঘুরাইয়া সুতা জড়ায়, সে "পাকদার"। বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোআ জন্মে। এই সময়কে "বন্দো" বলে।

নিম্নে বর্ণানুক্রমে কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ দিলাম। at এ a র ন্যায় একারের বক্র উচ্চারণ বুঝাইতে উল্টা একার ও গ্রস্ত ইকারের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ভাবিত শৃঙ্গ-চিহ্ন দিলে ভাল হইত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে সেরূপ ছাপা হইতে পারে না বলিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। কোন বর্ণে য-ফলা আকার দিলে বঙ্গদেশে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই শব্দগুলিতে কোথাও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইলে দুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুবা সর্ব্বত্র হিন্দীর ন্যায় একটি বর্ণের উচ্চারণ হইবে। যেখানে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিয়াছি, বন্ধনীর মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্দটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাং (প্রাকৃত), হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফার্সী), সং (সংস্কৃত) প্রভৃতি সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহার করিয়াছি।

অ

অদের—উহাদের। অনুপাম (কলা)—মর্ত্তমান। অন্না—পুং মহিষ। অরা—উহারা। অদের, অরা, সং অদস্‌শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওরা।

আ

আইটা—বড় চিংড়ী। আউস্—আশুধান্য। আওটান—(দুগ্ধ) গরম করা (সং আবর্ত্তন), আক—ইক্ষু, আকাল—দুর্ভিক্ষ। আকাবাকি—তাড়াতাড়ি। আকর্ষী—আঁকৃসী(দ)। আক্রা—অক্রেয়। আখা—চুল্লী।

আগা'ল, আগ্‌ডুহি—বাঁশের বা গাছের সর্ব্বোচ্চ অংশ।

আগল্যা—আগড়া (দ)।

আগ্‌বোল—দৈব কার্য্যের জন্য আগে তুলিয়া রাখা মিষ্টান্নাদি।

আঙ্গারখা (হিং)—জামা (দ)। আঙ্গন্যা—আঙ্গিনা। আঘুন—অগ্রহায়ণ।

আছিল—ছিল। আছিল্যা—যাহা ছিলা হয় নাই। আজাই—মাতামহ।

আজার—খালি। আজরে—খালি করে। আতোষবাজি—বর্দ্ধমান অঞ্চলে, কারখানা। বাজি (দ)।

আথ্‌লা—কুম্ভকারের মৃণ্ময় যন্ত্রবিশেষ, উহার উপর হাঁড়ী কলসীর তলদেশ রাখিয়া পিটে। অনেকে ইহাতে পোষা পায়রাকে পানীয় জল দেয়।

আদাবাদি, আনাআনি—বিবাদ, মনোবিবাদ। আনখা (হিং)—আশ্চর্য্য।

আনাজ—চৈতালী, রবিখন্দ। আদোখি—গুড়চিনির পাটালি (দ)।

আবাস্তা—দুরবস্থা। আমচুর—আমসী (দ)। আমতা, আমট—আমসত্ত্ব (দ)।

আমসোপরি—[illegible] হইতে আমের [illegible]তা বুঝাইতে আমকে "জাৎ"-আম বলে।

আম্বোল—অম্ল। দক্ষিণাঞ্চলে অম্লব্যঞ্জনকে "অম্বোল", বিশেষণে "টক্" বলে। এ দিকে উভয় অর্থেই "আম্বোল"।

আরি—ছোট করাত। আড়ি—বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার। আড়ি(দ), আর্ষী—দর্পণ।

আলকাপ, কাপ, কাটাকাপ—অদ্ভুত কার্য্য বা যে লোক অদ্ভুত কার্য্য করে। কয়েক বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাত্রার দলের ন্যায় গানের দল হইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ বলে।

আল্গিনি—সং আলগ্নী-শব্দজাত। যাহাতে বস্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকায় লগ্ন হইবে না। আল্না (দং)।

আল্গা—অলগ্ন। আল্গোছে—না ছুঁইয়া। আলাঙ্গা (হিঃ) পৃথক্।

আলোগ্লতা—এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণলতা বলে।

আলো চাল—আতপ চাউল। আশোজ—অশৌচ। ওশুদ্ (দ)। আসান (হি)—কিঞ্চিৎ সুস্থ।

আঁশর‍্যাল—আরশোলা, তেলে পোকা। আঁটবে—ধরিবে (দ)।

আঁকুরি—ভিজান ছোলা মটর আদি। আঁছোই (পড়া)—পোকা (পড়া। আঁধার্ সা (হি)—তণ্ডুলচূর্ণজাত মিষ্টান্নবিশেষ। ইস্যারা (হি)—ইঙ্গিত।

উকুন—উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুন্যা—চোর কাঁটা (দ) নামক তৃণ।

উখ্র‍্যা—বর্দ্ধমানাধিপতি ৺মহারাজ মহাতাপচাঁদের জনক ৺প্রাণকৃষ্ণ কপূর-প্রণীত "হরিহরমঙ্গল" পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড়্কী (দ)।

উচ্যা—(হিং) উচা। উচ্চ। উছোট—হোঁচোট (দ)।

উচ্ছুগ্গু—উৎসর্গ। উজ্যান—উজান, স্রোতের বিপরীত দিক্।

উজ্যার—শেষ। অসন্তোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়।

উঠ্না—মুদিখানা হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন।

উব্ক্যার—উপকার।

উব্টন—অঙ্গরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে শুধু হরিদ্রার পরিবর্ত্তে বর-কন্যার জন্য এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে,—"উবটন হরিদ্রা মাথায় বেহুল্যার অঙ্গে"।

উর্ব্বন—বমি। উল্যা—উলু (খড়)। উল্ক্যাপাত—অদ্ভুত লোক (অবজ্ঞায়, উপহাসে)।

উড়োল—মৎস্যবিশেষ, সর্ব্বদাই জলের উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।

উস্নো (চাল)—উষ্ণ শব্দজাত। সেদ্ধো চাল (দ)।

এ, ও

এও—মাতামহী। এল্‌পোন্‌—আলিপনা। এস্‌ক্যা—তণ্ডুল-চূর্ণে প্রস্তুত রুটির ন্যায় খাদ্যবিশেষ। আ'স্‌কে (দ)।

এঁঠো, জুঠ্যা—উচ্ছিষ্ট ও সোকৃরি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়।

এঁঠ্যাল—এঁটেল (দ)। এঁঠ্যাতল—যেখানে উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়।

ওকি—বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্টা অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়।

ওখো'ল—(সং) উদূখল, (প্রাং) ওকৃখল।

ওত—আড়াল। (সং) একান্ত, (প্রাং) ওঁত।

ওর—শেষ। ওল্‌হান—গোরুর বাঁটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ।

ওসার—(হি) বিস্তার।

ক

কচাল—তর্ক, বিবাদ। কদ্‌ব্যাল—কপিত্থ।

কর্ত্তাবাবা, কর্ত্তামা—মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী।

কল্লা—(১) ভাণ, ছল। (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে "কর্ল্লা"রূপেও উচ্চারিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও কর্ল্লা এ দিকে পুঁটুল্যা কল্লা ও চৈঁয়া (চাঁই শব্দজাত) কল্লা।

কাকা—খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দ) "খুড়া জ্যেঠা" অপেক্ষা "কাকা" কথা সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিশু প্রায়ই নিকটে দেখে, তাহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত; যেমন মামা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি।

কাগজা, কাগ্‌জী (লেবু)—(দ) কাগ্‌জী, পাতি।

কান্‌ণী—কঙ্কণ। কাজিয়া—বিবাদ।

কা'ট—(তেলের) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়লা জমে।

কাঠা—(১) বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্ব্বে কাষ্ঠের হইত। (দ) খুঁচি কুনকে। (২) জমীর মাপ ৩২০ বর্গ হাত।

কাঢ়া—(১) সং ক্বাথ, প্রাং কাঢ়। (দ) পাচন। (২) ব্যবহার করা; যেমন—হাঁড়ি কাঢ়া, রা কাঢ়া (কথা কহা)।

কাঢ়াই—সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়া। ইহা লৌহ, পিত্তল, কিম্বা মৃত্তিকার হইতে পারে।

কাতারি—মৃণ্ময় ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, অম্ল দই জমাইবার জন্য বেশী ব্যবহার হয়।

কাতি—কাটারি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লৌহাস্ত্র।

কাস্তি—কটাহ (লৌহের)।

কান্‌টা—কানাচ (দ)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্‌।

কানি—পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

কাদা মাছ—বা'ন মাছ (দ)।

কাবারি—বাখারি (দ)।

কাম (হি)—কর্ম্ম।

কাম্‌হাই—অনুপস্থিতি।

কাম্‌রা—ধনীর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ (বৈঠকখানা)। ইং chamber বা camera হইতে।

কালাই—মাষ কলাই (দ)। এই "মাষ কলাই"এর "কলাই" দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও "কড়াই" হয়। কলাই শব্দে ছোলা, মটর, মসুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু কালাই কথার সেরূপ প্রয়োগ নাই।

কাহানী—কাহিনী। উপকথা (দ)।

কাহিল—পীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও 'দুর্ব্বল' অর্থে প্রয়োগ আছে।

কাহট্যাল—বিবাদ।

কিপ্পোন—কৃপণ।

কিফ্যাৎ—লাভ, সুলভ।

কিয়ারি—(১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ঘা হইলে আরোগ্য জন্য মন্ত্র প্রয়োগ। মন্ত্র-প্রয়োগকর্ত্তাকে পীড়িত পশুর নিকট যাইতে হয় না। (২) পুষ্পোদ্যানের আলবাল।

কির‍্যা—শপথ। হিং কিরিআ।

কিষ্‌ব্যাণ—কৃষাণ।

কুঠি—(১) বড় কারখানা, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হয়। (৩) কাঁচা মাটির তৈয়ারী শস্য রাখিবার আধার।

কুঢ্যা—অলস। (দ) কুড়ে, কুঁড়ে।

কুঢোল—কুঠার।

কুণ্ঠৈ—কোন স্থানে, কোন ঠাঁই।

কুদা (হিং)—লাফান।

কুমঢ্যা—(১) হিং কোঁহোরা, সং কুষ্মাণ্ড। ভত্যা (হিং ভতুয়া) ও সুক্ষ্মভেদে দুই প্রকার; দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম প্রকার দেশী, ছাঁচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিতি কুমড়ো। (২) নৌকার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত উপরের লম্বা কাষ্ঠখণ্ড।

কুহর‍্যা—ভাপ।

কুশো'র—ইক্ষু।

কেস্তা—কা'স্তে (দ)।

কোআ—রেশম-কীটের কোষ।

কোঠা—খড়ের ঘরের মাটির ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র রাখা চলে।

কোত্তি—কোথায়।

কোথু—কোথাও।

কোদা—(১) তৃণজাতীয় শস্যবিশেষ। (হিং) কোদো। (২) হাম ব্যাধি।

কোদোল—সং কুদ্দাল।

কোপ্ট্যা—ছোট সরা। দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কার্য্যে মাটির "খুরি" ব্যবহৃত হয়, এ দিকে সেই কার্য্যে "কপ্ট্যা"য় কাজ হয়।

কোপ্রা—নদী গ্রীষ্মকালে দূরে চলিয়া গেলে যে গর্ত্তে জল সঞ্চিত থাকে।

কোপা—ছাদ পিটিবার 'পিটুনে' (দ)।

কোবিত্তর, কোইতর—(হিং) কবুতর। (দ) পায়রা।

কোয়্যা, কোয়া—কাক।

কোরমী—দেধানের গাছ, দেখিতে ভুট্টা বা মকাই গাছের ন্যায়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উৎপাদিত হয়।

কোলবর—নীত-বর (দ)।

কোলগ্যা—কলিকা (ধুম পানের)। (দ) কোলকে।

কোহিন্যা—কনুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কহোণি সম্ভব।

কঁচ্যা—(১) ছোট থলি। (২) কেঁচো (দ)।

কাঁক্যাল—কটি।

কাঁকিল্যা—সরু লম্বা আকারের মৎস্যবিশেষ।

কাঁকোই—চিরুণী। সং কঙ্কতিকা, হিং কাঙ্ঘোই।

কাঁঠাল—কাঁটাল (দ)।

কাঁথি—খোলা চালার মধ্যে রান্না-ঘর হইলে গৃহস্থেরা প্রায়ই ২।৩ দিকে ২॥০ হাত আন্দাজ উচ্চ মাটির প্রাচীর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে। ইহাই কাঁথি।

কাঁড়ি—কোঠা অর্থাৎ মাটির ছাদের নিম্নস্থ বাঁশ, কিম্বা কাঠের কড়ি।

কুঁজ্র্যা—খুচরা তরকারী-বিক্রেতা। ফ'রে (দ)।

কুঁড়্যা—কুটীর, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌকা বা গো-গাড়ীর ছইএর ন্যায়। দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে।

কুঁহা—কোয়াসা (দ) কুজ্ঝটিকা।

কুঁহা—কূপ। পাতকো (কলিকাতার)।

কেঁল্যাই, কেউরী—কেয়্যাই (দ)।

কোঁথা—কক্ষ। সং কুক্ষা শব্দজাত।

খ

খঞ্চা—কাঠের থালা। বারকোষ (দ)।

খন্তা—মৃত্তিকা খননের শস্ত্র। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতল থাকে।

খরা—গ্রীষ্মকাল।

খর—খদির (সং)। প্রাঃ খইর।

খরচা (মাছ)—চুণো মাছ (দ)।

খাচ্‌রা—দুষ্ট। সং খচ্চর শব্দজাত।

খাজুর—খর্জ্জুর (সং)। পূর্ব্বে সাধু ভাষায় রাঢ়ে খাজুর ছিল, এখন খেজুর হইয়াছে। প্রাঃ খজ্জুর হইতে খাজুর হইবার কথা। আদিতে একার আসিতে পারে না।

খাট—সং খট্বা। দড়ির খাট।

খাপ্‌রা (হিং)—খোলা (দ)। যথা—খাপ্‌রার ঘর।

খাবোল—গ্রাস।

খাম্বা—সং স্তম্ভ, প্রাঃ খম্ভো। থাম (দ)।

খান্‌গী—বেশ্যা।

খানোথা—অনর্থক।

খ্যার—ঘর ছাইবার খড়, পশ্বাদির খাদ্যকে এ দেশে খ্যার বলে না।

খাস্‌তান—শ্রান্ত হওয়া। ফাং ভাষায় খাস্ত্‌ অর্থে আহত হওয়া।

খিটক্যাল—ময়লা।

খীর—পায়স।

খীরস্যা—ঘনাবর্ত্তিত দুগ্ধ, খীর (দ)।

খিয়্যা (হিং)—শশা।

খুয়্যা—(১) গরুর পায়ের ঘা। (২) খাট বা তক্তাপোষের পায়া।

খুয়ি—ধাতুর ছোট বাটি।

খুসি—টুল।

খেন্তাল—কলহপ্রিয়। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

খোরা—ধাতুর বড় বাটি।

খোরি (মাছ)—খয়রা মাছ (দ)।

খোয়োটি—মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া মসৃণ করা।

খোস্‌কা—ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের যজ্ঞডুমুর, এ দেশে ডোমো'র।

খাঁকার (হিং)—গয়ের (দ)।

খিঁচরী (হিং)—খেচরান্ন।

খুঁট্যা—খোঁটা (দ)।

খুঁতি—ছোট থলি।

খোঁটা—নিন্দা। ভারতচন্দ্রে প্রয়োগ আছে।

গ

গঢ়া—সং গর্ত্ত, প্রা° গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা (দ)।

গঢ়োন—গঠন। প্রাকৃত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে ঢ হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ঢ়-কারের উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়।

গন্ধভাজিল্যা—গাঁদাল পাতা (দ) (?)।

গল্‌হোই—নৌকার অগ্রভাগ।

গলাসী—গরুর গলার দড়ি।

গস্ত—দোকানের দ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয়। বাসনের দোকানদারে এ কথা বেশী ব্যবহার করে। কলিকাতায় ছোট দোকানদারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গস্ত করা বলে।

গহম্—গোধুম। হিং গেহুঁ।

গহমা—বিষধর সর্পবিশেষ, খ'য়ে গোখ্‌রো (দ)।

গহান্—পথ, মুসলমানেরাই ব্যবহার করে।

গহ্না—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গা—গিয়ে, গে (দ)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার করা হয়; যথা—করগা = কর গিয়ে, করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ বা অবজ্ঞায় ব্যবহার হয়।

গাওনা—দ্বিরাগমন, (দ) ঘর বসত।

গাছষষ্ঠী—অরণ্যষষ্ঠী।

গাঙ্গোল—বাদল।

গাঁজ্‌ল্যা—গেঁজে (দ)। মোটা সূতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাকা পয়সা রাখিয়া কোমরে বাঁধা হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে।

গাঁজিল্যা—শিয়ালকাঁটা।

গাধা পুয়্যা—পুনর্নবা।

গাত্‌রা—পুং বিড়াল।

গায়া—ইটকালয়ের গাঁথনী করিবার কর্দ্দম।

গাড়া—পোঁতা (দ)।

গাড়া—গর্ত্ত।

গায়োরি—মেষপালক জাতি।

গায়োল—বৃহৎজাতীয় মেষ।

গালা, গালান্—(দ) গুলি, গুলো, গুলিন্।

গিধ্যান্—গৃহিণী।

গিভার—অহঙ্কার।

গিধ্‌নী—গৃধিণী।

গিরস্তালী—গৃহস্থালী।

গিঢ়োন—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গুচ্চের—অনেকগুলি। সংখ্যাধিক্যে অসন্তুষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়।

গুচ্ছি—ডাংগুলি, ভঁাটা আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ত্ত।

গুজ্যার—খেয়াঘাট, ফাং গুজারা।

গুঠি—(১) আঁঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)।

গুঠিং—ক্ষুদ্রাকারের গোল পাথর, ইহা রাস্তায় দেওয়া হয় ও ইহা পোড়াইলে চুণ হয়। ঘুটিং (দ)।

গুড্ডি (হি)—ঘুরি (দ)।

গুদ্যা—শাঁস (দ)। ফলের মধ্যস্থ শস্য।

গুধ্যা, গুধি—খোকা, খুকি (দ)।

গুল্ল্যা—গুল্‌ফ।

গুলি—ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ। (১) আফিমের গুলি। এই অর্থে "মদক" (হিং) শব্দেরও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবার গুলি, পূর্ব্বে গালার হইত, (৩) বন্দুকের গুলি। গোলা শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়। হিন্দিতে এখনও "গোলি" বলে।

গুড়—তিন প্রকারের গুড় ব্যবহৃত হয়। (১) চাকী—পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পাত্রে ঢালা হয়। জমাট বাঁধিয়া গেলে বিক্রয় হয়। (২) ভেলি—বড়ই অপরিষ্কার, আকের পাতা ও ডাটা গুড়ে মিশ্রিত থাকে। চাকীর ন্যায় জমাট, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র ও গোল। (৩) সায়ো—দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়।

গুষ্টি—পিতা; পূর্ব্বপুরুষ। বংশ।

গুহ্যা—স্বপক্ষের খেলোয়াড়।

গোকুল (ফুল)—বকপুষ্প।

গোটকুন—গড়াই মাছ (দ)।

গোরো—গৌরবর্ণ।

গোলা—(১) গৃহস্থের শস্য রাখিবার স্থান। ইহা দরমা বা চাটাই দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকে। (২) আড়ত।

গোসা, গোঁসা—ক্রোধ। এ দেশের উপকথায় রাজপুত্র "গোঁসা-ঘরে" শয়ন করিত।

গোহিল—গোশালা, গোয়াল (দ)।

গাঁধি পোকা—পেদো পোকা (দ)।

গিঁট, গিঁট্যা—গ্রন্থি।

গিঁট বন্ধন—বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন। গাঁটছড়া (দ)।

গুঁড়্যা—গবাদি পশুর খাদ্যরূপে চৈতালির শুষ্ক গাছের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভুষি (দ)।

ঘ

ঘরামু—ঘরামি (দ)।

ঘিষ্ট্যান—ঘর্ষণ।

ঘিস্‌ক্যাপ—সূত্রধরের যে অস্ত্রে কাষ্ঠের পৃষ্ঠ সমতল করা হয়।

ঘোরাচি—ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালিবার জন্য সিঁড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ মঞ্চ।

ঘোর্‌য়া—বোআল জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইতর লোকে খায়।

ঘোর্‌য়াল—মেছো কুমীর (দ)। ঘরিআল (হিং)।

ঘোসি—ঘুঁটে (দ)।

চ

চঠোই—চড়ুই পাখী।

চাকৃতি—রুটি লুচি বেলিবার গোল কাষ্ঠখণ্ড। চাকা (দ)।

চাকিয়া—জলপান করিবার কাংস্য পাত্রবিশেষ।

চাকু—ছুরি।

চাখা, চাখ্‌ণী—আস্বাদন।

চাট—(১) পশ্বাদির পদাঘাত। (২) নেশাখোর (মাতাল, গুলিখোর) নেশা করিয়া যে আহার্য্য খায়।

চাটাই—দরমা। বাঁশ, নল ছেঁচা, তালপত্র বা খর্জ্জুরপত্রের চাটাই হয়।

চাপোর—করতল দ্বারা প্রহার।

চাব্‌কি—ঘুন্‌সি (দ)।

চাভাল—চোআল (দ)।

চাভুক্—চাবুক্ (দ)।

চাভি—(১) জালবিশেষ। (২) তালা খুলিবার চাবি (দ)। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি বা খাটি বলে।

চামচিক্যা—চর্ম্মচটিকা।

চালা—(১) সাধারণতঃ প্রাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইহার এক দিকে প্রাচীর থাকিতে পারে। (২) শব্দ ; যেমন—চালা কর=শব্দ কর=ডাক।

চালি—(১) প্রতিমার চালচিত্তির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ নৌকার সহিত বাঁধিয়া ভাসাইয়া লইয়া আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে।

চালোন—চালুনী (দ)।

চিথো'ল—মৎস্যবিশেষ।

চিন্‌হ্যার—পরিচয়।

চিন্‌হো—চিনিয়া লও।

চিহ্নোৎ—চিহ্ন।

চিপো—নিঙরাও (দ)।

চিমর‍্যা—যাহা সহজে ভাঙ্গা যায় না। যেমন চিম্‌র‍্যা কাঠ, চিম্‌র‍্যা মুড়ি (দঃ মিওনো মুড়ি)।

চিম্মু—খেলিবার সময় যে প্রবঞ্চনা করে।

চিয়ান—জাগান।

চিয়ারি—বাঁশের ধারাল ত্বক্‌।

চির‍্যা—চিঁড়ে (দ)।

চুক্যা—অম্ল শাকবিশেষ।

চুকোই—বাসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলানা।

চুনকাম—কোলি ফিরান (দ)।

চুন্‌হারি—চুন প্রস্তুতকারক।

চুমুক—পিতলের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

চোআ—তামাক মাখিবার আকের গুড়ের মাৎ।

চোকোর—গমের জাঁতা-ভাঙ্গা আটা চালিয়া লইলে যে ভুষি (দ) হয়।

চোঙ্গা—এক পাব্‌ বাঁশের এক দিকের গাঁট কাটিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল বিক্রয়ের সময় মাপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের চোঙ্গা গোআলারা ব্যবহার করে।

চোটকি—চর্ম্মপাদুকাবিশেষ। পদতলের আকারের এক খণ্ড মোটা চামড়ার কয়েক স্থানে চামড়ার ফিতা লাগাইলে ইহা প্রস্তুত হয়।

চোত্যালি—চৈত্র মাসের ফসল; যেমন—ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি।

চোপা—চেহারা। দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তির চেহারাতেই বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়।

চোপোর (রাত)—চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি।

চৌকী—(১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহারা দেওয়া।

চ্যাওরা—বিস্তৃত।

চ্যাঙ্‌রা—ছেলে মানুষ।

চ্যাঙ্‌রামু—ছেলে-মান্‌সি (দ)।

চ্যালা—(১) ক্ষুদ্র মাছবিশেষ। (২) জ্বালানি কাঠের লম্বা টুক্‌রা।

চ্যাল্‌হা—সন্ন্যাসীর শিষ্য।

চঁদোণী—রাঁধুনী (দ) মশলা।

চাঁঙারি—বাঁশের বেতির প্রস্তুত ঝুরি।

চাঁছি—(১) ঘন বা শুষ্কপ্রায় ক্ষীর। (২) দুধ আওটানর পরে কড়াইয়ের গায়ে যাহা লাগিয়া থাকে।

চোঁকা—ফলের ত্বক্।

ছ

ছরোৎ—খাটিবার শক্তি।

ছাৎ—ছাদ।

ছাতা—ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের "ব্যাংএর ছাতা" বর্দ্ধমানে "ছাতু"। এই ছাতু বর্দ্ধমানে রাঁধিয়া খায়। বিহারেও লোকে খায়। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়া দূরের কথা, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে।

ছাহা—ছাওয়া (দ)। যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহা।

ছাপ্পোর (খাট)—পালঙ্ক।

ছিট্যাস্ লাগা—খাল ধরা (দ)।

ছিণ্ডার—নষ্টা স্ত্রীলোক।

ছিপি—ছোট থালা।

ছিম্‌রি, ছিমি—শুঁটি (দ)।

ছিল্‌ক্যা—ফলাদির সরু ত্বক্।

ছুটি (সজিনার)—খাড়া (দ)। ডাঁটা (বর্দ্ধমানে)।

ছুআছুৎ—অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অস্পৃশ্য।

ছুল্লু—যে ছেলেমান্‌সি করে।

ছেঞ্চ্যা—ছাঁচতলা (দ)।

ছেয়তন্—সপ্তপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)।

ছোটি—প্রসূতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্‌ঠি।

ছ্যাওআ—উদুখল।

ছ্যানা—দুধের ছানা (দ)।

ছঁওকান—সাঁৎলান (দ)।

ছ্যাচা—সত্য।

ছিঁক—হাঁচি।

ছেঁচ্‌কি—খুন্তি (দ)।

ছেঁক্র্যা—ছায়া।

জঞ্জাল—বিপদ্।

জল-কাঁথি—জলের কলসীর জন্য উচ্চ মৃন্ময় বেদী।

জল্‌হোই—নৌকার তক্তা আঁটিবার পেরেক।

জাওন—মাটির দেওয়াল বা প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কর্দ্দম।

জাগ—(১) কাল রঙ্গের পায়রা। (২) গাছে ২।৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাঁচা আম পাকিবার জন্য ঘরে পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা।

জাগা—স্থান। জায়গা (দ)।

জাফ্‌রি—ক্ষুদ্র চারা গাছকে পশ্বাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাখারি বা কঞ্চির ঘেরা।

জামা—ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা। ইহার নিম্নভাগ ঘাগ্‌রার ন্যায়, উপরিভাগ চাপ্‌কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজাদিগের গাত্রাবরণ এইরূপ দেখা যায়।

জামাল গোঠা—এক প্রকার গুল্ম, বেড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে "ভ্যারাণ্ডা" বলে। নদীয়ায় "কচা"। এ অঞ্চলে "এরণ্ড"কে "ভ্যারাণ্ডা" বলে।

জাল মাছ—চিংড়ী।

জাংহ্‌—(জঙ্ঘা শব্দজাত) উরু।

জিআলা—জিউলী (দ)। চালার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। ডাল কাটিয়া লাগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে না বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়া থাকিবে।

জিওল—শিঙ্গী মাছ।

জিজ্যা—ভগিনীপতি। কেবল ছত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণাঞ্চলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচক শব্দের ব্যবহার হয় না। উপাধির পরে "মহাশয়" বা "মশায়" শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"উনি তোমার কে ?" দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,—"উনি আমার মিত্তির মোশায়"।

জিতুয়া—জিতাষ্টমীব্রত।

জিদ্দি—(ফাং) জিদ্দ্। আবদার (দ)।

জিম্ম্যা—কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা।

জিল্‌পী—মিষ্টান্নবিশেষ। জিলিপি (দ)।

জুয়ায় না—করা উচিত নহে।

জো—উপায়।

জোখা—মাপ।

জোল্যা—আম আনিবার জন্য দড়ির ঝোলা।

জুঁহি—(সং) যূথী, (প্রাং) জুহী, (দ) জুঁই ফুল।

ঝ

ঝারি—গাড়ু।

ঝাম্পা—ছাঁকনা (দ)।

ঝাল—(১) ঝাল আস্বাদ। (২) ডাল্‌নার ন্যায় তরকারী।

ঝালপাত—তেজপাত।

ঝাল-ঝোপ্‌পা—যে গাছের ডাল উচ্চে নাই, তাহার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেলা।

ঝুন্‌ক্যা—মালসার ন্যায় ক্ষুদ্র হাঁড়ি।

ঝুরি—তেলে-ভাজা গুড়ে পাক করা বেশনের মিষ্টান্ন। (বর্দ্ধমানে) সিঁড়ি।

ঝাঁপ—আগর (দ)।

ঝাঁজ্‌রি—ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হাঁড়ি। মুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয়।

ঝিঁক্‌রান—নাড়া দেওয়া।

ঝুঁটি—খোঁপা (দ)।

ঝেঁট্যান—ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা।

ট

টাট—দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান।

টাটি—দরমার প্রস্তুত বেড়া।

টাপ্পোর, টপ্পোর—ছোই (দ) (গাড়ী বা নৌকার)।

টিক্‌লি—(হিং) টিকুলী। টিপ ? (দ)।

টুসি—ডগা (দ)।

টোকা—ধুচুনী (দ) ।

টোক্‌রা—বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাড়ীর গাড়োয়ানেরা বড় চাঙারির ন্যায় এক প্রকার আধার ব্যবহার করে। ইহাকেই টোক্‌রা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না।

টোস্যা—শুক্‌নো (আম)।

ট্যাংরা—মৎস্যবিশেষ।

ট্যাঢ়া—বক্র।

ট্যারা—যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে।

ঠ

ঠসা—বধির।

ঠাট—রঙ্গ, কৌতুক।

ঠায়ো—দণ্ডায়মান। (হিং) ঠহর।

ঠাওরাও—থামো।

ঠিলি—পিতলের ক্ষুদ্র কলসী।

ঠুসি—আম পাড়িবার জালি।

ঠোঙা—পাতার আধার। দোনা (দ)।

ঠাঁই—স্থান।

ড

ডর—ভয়। ডরফুক্‌ন্যা—ভীরু, ভয়-তরাসে (দ)।

ডণ্ডোবৎ—প্রণাম।

ডহরা—নৌকার খোল

ডহোর—তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ।

ডাঠাফুতি—ডাংগুলি (দ) খেলা।

ডাহুক—ডাক (পাখী)।

ডাঙ্গা—স্থল। (দ) ড্যাঙ্গা।

ডানকুনি—স্রোতের মুখে নাতিবিস্তৃত জলধারা আটকাইয়া মৎস্য ধরিবার ফাঁদ।

ডাব্‌ঠি—তালি (দ) (বস্ত্রের)।

ডাবোর—পাথরের বড় বাটী।

ডাব্‌রি—ঐ ছোট, ক্ষুদ্রার্থে "ই" প্রয়োগ।

ডাহিন—(১) ডাইনী (দ), সং ডাকিনী। (২) দক্ষিণ (সং)। দাহিণ (প্রাং)।

ডুম্‌নি—পগারের পাশের প্রণালী।

ডিহি—(১) এক তৌজিভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত উচ্চ বাস্তুভূমি। ভিটা (দ)।

ডিব্যা—কৌটা (দ)। (হিং) ডিবিআ।

ডেহোল—দয়েল পাখী (দ)।

ডেল্‌হারি—যাহারা দাইল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিমের মাল লইয়া নৌকা যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝিরা এইখানে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্‌হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেহুরী—ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার।

ডোরা—লাল রঙ্গীন রেশমের মোটা সূতা। এই ডোরা হাতে বাঁধা হয় বলিয়া সূর্য্যের ব্রতকে "ডোরা খোলা" ও "ডোরা বাঁধা" বলে।

ডোমোর—যজ্ঞডুমুর।

ডোল—কূপ হইতে জল তুলিবার লৌহ পাত্র।

ড্যাহোর—ক্রমশঃ, পর পর।

ড্যাঙ্গারো—কলহ।

ডাঁরা—গঙ্গার পার্শ্বস্থ স্বাভাবিক খাল।

ডাঁরি—ভেঙ্গো ডাঁটা (দ)।

ডাঁ'রঘরা—বাড়ীর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর।

ড্যাকা—সাপের ছানা। হুগলীতে সোলুই।

ঢ

ঢাকি—বৃহদাকার ঝুরি।

ঢেরি—স্তূপ।

ঢোলাই—ঢোলের বাদ্য সহযোগে ঘোষণা। ঢ্যাঁরা (দ)।

ঢোক্—তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা যায়।

ঢেম্‌নী—উপপত্নী।

ঢিঁস্‌ক্যাল—ঢেঁকিশালা।

ঢূঁরা (হি)—অনুসন্ধান করা।

ঢ্যাকা—ধাক্কা।

ঢ্যাকার—উদ্‌গার। চোঁঅা ঢেকুর (দ)=এ দিকে "থয়া ঢ্যাকার"।

ত

তক্ (হি)—পর্য্যন্ত।

তক্‌রার (হি)—তর্ক। বর্দ্ধমানে "তক্‌রাজ"।

তরা—যখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, তখন লোকে বলে,—নদীতে "তরা" পড়িয়াছে।

তহো—ভাঁজ। (সং) স্তবক।

তাই—মাটির কড়া। তিজেল (দ)।

তাক্—কোলোঙ্গা (দ)।

তাকা—দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

তালবীচি—তাল-শাঁস (দ)।

তাহোই—ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর।

তারাজু (হি)—দাঁড়ীপাল্লা।

তারোআল—তরবারি।

তালাই—তালপত্রের চাটাই।

তীর-বর্‌গা (হি)—কোড়ি বরোগা (দ)।

তিষ্‌ষ্যা—তৃষা।

তুমার, তুমাকে—তোমার, তোমাকে।

তুম্‌রি—তুব্‌ড়ি (দ)।

তোস্‌বীর (হি)—বাঁধান ছবি।

ত্যানা—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

থ

থয়লা—বস্তা।

থাও—থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে "থাও" পাওয়া বলে।

থুক—থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই "থুক্", আর দক্ষিণাঞ্চলে দুই বারে ফেলে তাই "থুথু" কি?

থুৎনী—চিবুক।

থুব্র্যা—অব্যূঢ়।

থোকা—গুচ্ছ।

থোআ—রাখা।

দ

দঢ়ো—(সং) দৃঢ়, (প্রাং) দঢ়। দড়ো (দ)।

দরোদ (হি)—ব্যথা।

দরমাহা (হি)—বেতন।

দাই—ধাত্রী।

দর্পোণ—পিতলের দর্পণ। বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়া যায়। ইহা নাপিতেরা রাখে। কাচ আবিষ্কারের পূর্ব্বে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার জন্য সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা প্রথা মাত্র দাঁড়াইয়াছে।

দা, দাও—কাটারি।

দাউলী—ছোট কাটারি।

দাগ (হি)—চিহ্ন।

দাল—ডা'ল (দ)। দিক্ (হি)—বিরক্তি। দিঘল—দীর্ঘ।

দিলোই, দিল্লি—দিউলী (দ), মৃণ্ময় ক্ষুদ্র দীপ।

দিপগাছা—দে'লকো (দ)।

দিয়ার—নদীর চড়া (দ্বীপচর হইতে?)।

দিস্তা—ঠিকানা।

দুপ্পহোর—দ্বিপ্রহর।

দুমুঠি—দোপাটি (ফুল)।

দুআর—দ্বার।

দুব্র্যা—দূর্ব্বা।

দোম্রান—দু-ভাঁজ করা।

দোর্বুন—পলা (তেলের)।

দোহিল—দয়েল (পাখী)।

দোহোর—দুখানি মোটা সূতি চাদর (এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।

দোহোরা—দুফেরা।

ধ

ধলো—ধবল। শাদা।

ধান্দা—কাজ কর্ম্ম।

ধুপ—ধুনো (দ)।

ধুপ্‌চি—ধুনোচি (দ)।

ধুম্যা—(১) ধুম। (২) ধুঁদুল (দ)।

ধুলোট—দোলের কিম্বা ২৪ প্রহরের পর দিন যে কীর্ত্তনের বা গানের দল বাহির হয়, তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরস্পরের গায়ে ধুলা নিক্ষেপ করে। এইরূপে নগর প্রদক্ষিণ করার নাম ধুলোট।

ধোকোর—চটের বস্তা।

ন

নবান—নবান্ন।

নর মাদি—মদ্দা মেদি (দ)। পশু-পক্ষীর পুং স্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়।

নয়ানজুলি—নর্দ্দমা (দ)। পয়োনালী।

নাতিপোতা—দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থেই "নাতি" শব্দের ব্যবহার হয়।

নাথ—দুষ্ট গরু কিম্বা মহিষের নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়।

নাপা—ওজন ও মাপ করা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

নামানি—ওলাউঠা।

নাহা—স্নান করা। (প্রাঃ) ণ্হান।

নাং—উপপতি।

নাড়া—মুণ্ডিত মস্তক। নিছনি—বরের বা দেবমূর্ত্তির পান দিয়া গাল সেঁকা। নিভ্যান—নির্ব্বাণ করা।

নিশান—পতাকা।

নিশানা—লক্ষ্য করা।

নিমকি—লেবুর আচার।

নিয়ান—বাটালি।

নিরান—শস্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন।

নিষুতি—নিশীথ।

নুক্যাচুরি—লুকোচুরি, (দ) খেলা।

নেপুর (প্রাং)—নূপুর।

নেঢ়্যা—পাছা (দ)।

প

পচ্‌রা—খোস-পাচড়া (দ)।

পচ্‌কা—মাছ-মারা বরশা।

পটোল্লতি—পল্‌তা (দ)।

পঢ়ে—(সং) পঠতি, (প্রাং) পঢ়ই, (দ) পড়ে।

পদ্মচাকা—পদ্মের টাটি (দ)।

পরখ্‌—পরীক্ষা। বর্দ্ধমানে "পরফ্‌"।

পল্‌হোই—পীরামিডের ন্যায় মাছ ধরিবার যন্ত্র।

পলোয়ারি—কিনারা উঁচু থালা।

পাউলি—কাঁসার জলপাত্রবিশেষ।

পাগার—ক্ষেত্রের উচ্চ আলি।

পাঘা—গরুর দড়ি।

পা'ট—মজুর।

পাটা—শিল (দ)।

পাটি—খেজুরের চাটাই।

পাত—তুঁতপাতা।

পাতনা—মাটির ডাবা (দ)।

পাতান—ধানের আগরা (দ)।

পাতকাঠি—প্যাকাটি (দ)।

পাথ্‌রা—পাথরের থালা।

পাথ্‌রি—পাথর বাটি।

পাথাল—আড়ভাবে (দ)।

পান মিঠাই—পানের আকারের গজার ন্যায় মিষ্টান্ন।

পান্‌সী—দীর্ঘ আরোহীর নৌকা। প্রায় ১২।১৪ খানি দাঁড় থাকে।

পানিতাওয়া—পান্তুয়া (দ)।

পাব্‌তা—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

পাভ্‌রা—ডালের বা বাঁশের ছোট টুক্‌রা। আমের ন্যায় ফল, নীচে হইতে পাভ্‌রা ছুড়িয়া পাড়া যায়।

পায়না—কৃষকের যষ্টি।

পায়জোব—পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ) ?।

পারা—পুং মহিষ।

পারোস—পরিবেশন।

পাল্‌হান—গরুর বাঁটের উপরিভাগ।

পাশা—(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা।

পাসানো (মাঁড়)—গড়ান (ফেন) (দ)।

পাহাড়—যথা—ঢেঁকিতে পাহাড় দেওয়া।

পাংখা (হি)—তালের পাখা।

পিঠ্যা—পিষ্টক (সং), পীট্‌ঠ (প্রাং)।

পিঠ্যালী—আঁস্‌সেওড়া (দ) ও কাষ্ঠে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়।

পিদিম—প্রদীপ।

পিরান—(১) পীর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। (২) জামা (দ)।

পিল্‌হোই—প্লীহা।

পিস্‌রি—৫ সের। পসুরি (দ)।

পিহুনি—জাঁতার নিকট মোড়ার মত বসিবার মাটির বেদী।

পিহান—মাটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা।

পিঁর‍্যা—পীঠ (সং), পীঢ় (প্রাং), পিঁড়ি (দ)।

পিঁর‍্যা—মাটির ঘরের সম্মুখের বারান্দা।

পুআল—আউশ ধান্সের শুষ্ক খড়।

পুআলি পুআলো—বেগুণ, কপি প্রভৃতির চারা গাছ।

পুট্‌কি—মলদ্বার।

পুঢ়োৎ—পুরোহিত।

পুরি (হি)—লুচি (দ)।

পুল—চারাগাছ।

পুস্ত্যা—মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্শ্বে মাটি দিয়া বাঁধান হয়, ইহাই "পুস্ত্যা"।

পুস্তোক্—ঘোড়ার লাথি।

পুনহ্যা—পুণ্যাহ।

পেকোর—অশ্বত্থ।

পেক্যার—পাইকার।

পেছ্যা—ঝুরি (দ)।

পেন্‌স্যা—পান্‌সে (দ)। স্বাদহীন।

পেল্যা—(১) পাইলা (ক্রিয়া), (২) বড় হাঁড়ি।

পেহ্যা—গাড়ীর চাকা। (হিং) পাহিয়া।

পোক্তো—মজবুৎ, দৃঢ়।

পোখো'র—(সং) পুষ্কর, (প্রাং) পোক্‌খোর, পুকুর (দ)।

পোচ্ছিম—(সং) পশ্চিম, (প্রাং) পচ্ছিম।

পোহা—(১) শেষ হওয়া, যথা—রা'ত পোহাল। (২) তাপ গ্রহণ করা—যেমন আগুন পাহান।

পোলু—রেশম-কীট।

পঁহুচি—হস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈঁছে (দ ?)।

পাঁজর—(সং পঞ্জর শব্দজাত)। পার্শ্ব (শরীরের ও স্থানের) ; যেমন ঘরের পাঁজরে।

পাঁহুটি—পৈঠে (দ)।

পাঁহুটা—পদচিহ্ন।

পিঁজ্‌র্যা—পিঞ্জর।

পিঁধ্‌—পরিধান কর।

পিঁধনে—পরিধানে।

পিঁপিআ—পেঁপে (দ)।

পুঁকুর্যা—পোকা লাগা।

পুঁড়্যা—কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। পৌণ্ডবর্দ্ধনের পুণ্ড্র। ইহারা এখন পুণ্ডরীক বলিয়া [প]রিচয় দেয়।

পুঁথোল—পুঁতুল (দ)।

পোঁটা—সিক্‌নি (দ)।

পোঁদেরো—১৫।

প্যাট্‌র্যা—সে কালের বেতের বাক্‌স। প্যাড়া (দ)।

প্যাটারি—(হিং) পেটারি। ফানুষ (দ)।

প্যাকাম্—সঙ্‌ (দ)।

প্যাখ্‌না—ন্যাকামি (দ)।

প্যারাই—মুষ্কচ্ছেদন (গবাদির)।

ফ

ফাটক—কয়েদ (দ)।

ফাতা—মাছ ধরিবার ফাত্‌না (দ)।

ফানুষ—আকাশ-প্রদীপের নিমিত্ত অভ্রনির্ম্মিত আলোকাধার।

ফির্‌কি—একহারা। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়।

ফুট্যা—ছিদ্রযুক্ত।

ফুট্যানি—অহঙ্কার।

ফেরুয়া—জলপাত্রবিশেষ।

ফোৎ—মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ফোতা—উড়্‌নী (দ)।

ফোচ্‌ক্যা—ফাজিল (দ)।

ফেঁস্তার—ঘর ছাইবার ঘাসবিশেষ।

ফেঁচু—ফিঙ্গে পাখী (দ)।

ফ্যার—দাঁড়ী-পাল্লার পাষাণ (দ)।

ব

বছোর—বৎসর (সং), বচ্ছর (প্রাং)।

বজ্জাৎ (হি)—দুষ্ট।

বৎ—ব্রত।

বত্তোর—শস্যের বীজ বপনের সময়।

ব'ত্তে—বেঁচে। দক্ষিণে "বেঁচে-বত্তে"র সহচর শব্দরূপে ব্যবহার আছে, পৃথক্ ব্যবহার নাই।

বরাৎ—অদৃষ্ট।

বড়্‌—বট বৃক্ষ। প্রাকৃতে অনাদিস্থিত ট স্থানে ড হয়।

বড়া—ফুলুরি (দ)।

বাউলি—রন্ধনের বেড়ী (দ)।

বাগুন—বেগুন (দ)।

বাচ্চা—ছানা (দ)।

বাজু—তাবিজ (দ) অলঙ্কার।

বাট্‌খারা—যাহা দ্বারা ওজন হয়।

বাট্‌পার—জুয়াচোর।

বাটা—তাম্বুল রাখিবার পাত্র।

বাড্ডা—বড়, অতিশয়।

বাৎসা—বাতাসা।

বাতাচিতি—চিতিসাপ।

বাত্তি—বাখারি

বাতি—প্রদীপ।

বাথান—গো-মহিষাদির থাকিবার উন্মুক্ত স্থান।

বাদাবাদি—বিবাদ।

বাদাম—(১) বুট, ছোলা। (২) ফল।

বান—বন্যা। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত।

বানানো—প্রস্তুত করা।

বানোক—রেশম প্রস্তুতের স্থান।

বাবু—(১) পিতা, (২) বড় লোক।

বাব্‌রি—লম্বা চুল (পুরুষের)।

বালুন—মুড়ি দুই প্রকারে ভাজে। ১ম প্রকার—গরম বালিতে চাউল দিয়া কুঁচি দিয়া মুড়ি-লি তুলিয়া লওয়া হয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া য়। এই হাঁড়িটি নাড়িলে বালি নীচে পড়িয়া যায়, মুড়ি পৃথক্ হয়। এই প্রকারে মুড়ি াকে বালুনে ভাজা বলে। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িটির নাম "বালুন"।

বাস্তোকি—বেতো(দ)শাক।

বাঢ়া (ক্রি)—(সং বর্দ্ধতে, প্রাং বড্‌ঢই) এ অঞ্চলে "গাছ বাঢ়ে", দক্ষিণে "বাড়ে"।

বাঢ়ুন—ঝাঁটা। পশ্চিমে ঝাঁট দেওয়াকে "বাহরনা" বলে।

বাহাল—স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল=নিযুক্ত।

বাহান—মাচা (দ)। লাউ, শশা প্রভৃতি গাছের আশ্রয়-মঞ্চ।

বাহনা—(১) ছল, ভান, (২) ধান ভানা (দ)।

বাংলা—বৈঠকখানা।

বিউনী—(১) বিনুনি (দ)। (২) বেণী।

বিকুলি—ব্যাকুলতা।

বিচোন—বীজ।

বিজ্‌লি—(সং) বিদ্যুৎ, (প্রাং) বিজ্জুলা।

বিজি—নকুল (প্রাণী)।

বিজোটা—বাজু (দ) অলঙ্কার।

বিটি—কন্যা।

বিয়াল—বিড়াল।

বিহা—বিবাহ।

বিহাই—বৈবাহিক। বিহান্—ঐ পত্নী।

বু'লতে—বলিতে।

বেকুব—(ফাং) বেওয়াকুফ। অশিক্ষিত, অজ্ঞান।

বেগ্‌চ্যা—(ফাং) বাগ্‌চা। বাগান।

বেয়্যাল—বাগানের ফলের ক্রেতা।

বেলি—হিং বেলা। (দং) বেলফুল।

বেহুদ্দ্যা—(ফাং) বেহুদা। নির্ব্বোধ।

বেশ্যা, বেস্যা—(১) বাসি, যাহা টাট্‌কা নহে, (২) ২২ সংখ্যা জ্ঞাপক; যেমন ধোবাকে ২২ খানা কাপড় দিলে ১ বেশ্যা হয়; মাটির প্রাচীর নির্ম্মাণের সময় একেবারে যতটা উচ্চ হয়, তাহাকে ১ রদা বলে, ইহা দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ১ বেশ্যা বলে।

বো—বধূ (সং), বহু (প্রাং)।

বোক্‌রি (হিং)—ছাগল।

বোগ্‌ল্লা—বাসনের দোকানদার লেখে "বহুগুণা", বহু গুণ আছে বলিয়া কি? (দ) বো'গ্‌লো।

বোগ্যা—কলা গাছের পাতার নিম্নের অংশ, যাহা গাছের উপরে থাকে। পেটো (দ)।

বোঠ্যা—হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাঁড়। ব'ঠে (দ)।

বোঠি—বোঁটি (দ)।

বোন্‌শী—বোঁড়শী (দ) মাছ ধরিবার।

বোম্—বোমা (দ)।

বোয়া—(১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান।

বোয়্যাগী—বৈষ্ণব বৈরাগী।

বোর্যা—আগুন রাখিবার জন্য কাঁচা মাটির পাত্র।

বোর্ষুন—বৃষ্টির জল।

বোল্‌ (কথা)—বল্‌ (দ), বোল্‌ (হিং)। ক্রিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল্‌ হয়, যেমন এ দিকে "বুল্‌ছিস্‌, বুলবি না", দক্ষিণে "বোলছিস, বোল্‌বি না"।

বো'ল—বকুল।

বোল্লা—বোল্‌তা (দ)।

বোল্যা—(খড়মের) বোলো, বোগ্‌লো (দ)।

বোহিন—(হিং) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন (দ)।

বোহির‍্যা—(সং) বধির, (প্রাং) বহির।

বোহোনি—বোউনি (দ), দোকানদারের প্রথম বিক্রয়।

বোহোয়্—ভগিনীপতি।

ব্যাওয়া—(হিং) বেওয়া, বিধবা।

ব্যাগাত্তা—মিনতি।

ব্যামো—রোগ।

ব্যায়হা—বেহায়া (ফাং), নির্লজ্জ।

ব্যাচ়া—বেষ্টন।

বাঁশরা—বাঁশবন।

বাঁশী—(১) বংশী, (২) সানাই।

বাঁহিচ—(১) নৌকার বাচ (race), (২) নৌকায় বেড়ান (অল্পক্ষণের জন্য)।

বাঁহিচ্যা—ধান ছাঁটিতে দেওয়া।

বাঁহুক—বাঁক (দ)।

বুঁদি—প্রতিমা নির্মাণের প্রথমাবস্থায় খড় দিয়া একটা আকার গড়ে। ইহাকে বুঁদি বাঁধা বলে। এক গোছা খড় একত্রে বাঁধিলেই বুঁদি হয়।

বুঁদিয়া—(হিং) ক্ষুদ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুঁদ ; ইহা হইতে দিয়া, দক্ষিণে বোঁদে।

বেঁঠ্যা—বেঁটে (দ)। খর্ব্বাকার।

বোঁড়্যা—(১) বিঁড়ে (দ)। (২) দাবা খেলার বোড়ে।

ব্যাঁক্—(প্রায়ই) নদীর বক্রাংশ।

ব্যাঁতাঝার—ঢ্যামনা (দ) সাপ।

ভ

ভ'র—সমস্ত, যেমন দিন ভ'র—সমস্ত দিন।

ভাও—দর।

ভাঁজ—ভ্রাতৃজায়া।

ভাজা—মুড়ি (চাউলের)।

ভাজি—ভাজা তরকারী।

ভাটা—ইটের পাঁজা (দ)।

ভাতখাওনী—অন্নপ্রাশন।

ভাতিজ্যা—ভ্রাতুষ্পুত্র। (ভ্রাতৃজ শব্দজাত ?)

ভাপ—বাষ্পের উত্তাপ। (প্রাং) বপ্ফ।

ভার্‌বোল—পৌষ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একরূপ গান গাহিয়া বেড়ায়, মাসের শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি "তোরা ভার বোল ভার বোল" ইত্যাদি।

ভিনো—ভিন্ন।

ভুক্যান—শোধ (হিসাবে)।

ভুনি—কাপড়ের কোঁচা।

ভুজ্যারি—একরূপ পশ্চিমের জাতি। ইহারা সর্ব্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাজিয়া দেয়।

ভুম্‌কুরি—বুদ্‌বুদ।

ভেক লওয়া—বৈষ্ণব হওয়া।

ভেট্যাল—স্রোতের দিক্।

ভেস্তিয়ে—গোলমাল ক'রে (তাস খেলায়)।

ভোগা—ফাঁকি।

ভোজ—যগ্‌ড়্গি (দ)।

ভোজী—বহুজী, ভ্রাতৃজায়া। এ কথাটি হিন্দুস্থানী ঔপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে।

ভ্যাল্‌সান—মুখ ভ্যাংচানো (দ)।

ভ্যাঁড়াপোড়া—বহ্নি উৎসব (দোলে)।

ম

মট্‌কা, মোট্‌কি—মাটির বৃহৎ জলাধার, জালা (দ)।

ময়া—মৌরুলা মাছ।

মস্তো—বৃহৎ।

মহোচ্ছব—বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব।

মাওরা—মা-মরা, মাতৃহীন।

মাকুন্দ্যা—গুম্ফবিহীন।

মা'গ—স্ত্রী।

মাচান—মঞ্চ।

মাথা'ল, মাথোল—টোকা (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাবরণ।

মাত্‌য়ান—মাদি ঘোড়া, অশ্বী।

মারিক্‌মারা—মারামারি।

মাড়—মণ্ড (ভাতের), ফেণ (দ)।

মালকোঁচা—মল্লকচ্ছ (?), কোঁচা পশ্চাৎ দিকে গুঁজিলে "মালকোঁচা" হয়।

মালী—মালাকর।

মালোই—নারিকেলের মালা (দ)।

মাহাতাব্—রং-মশাল (দ)।

মাহোই—ভাই-ভগিনীর শাশুড়ী। সং মাতৃক (?), (প্রাং) মাউও।

মিত্যা—মিত্র। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বঁধু বা বন্ধু পাতায়।

মিরক্যা—মীরগেল মাছ (দ)।

মিহোনোৎ (হি)—পরিশ্রম।

মুগ শাঁওলী—মুগের পিষ্টক।

মুচি – কাঁসা, পিতল ও সোনা গলাইবার মাটির পাত্র।

মুনোফা—(হি) লাভ।

মুরি—নর্দ্দমা।

মুঢ়্যা—কাটা গাছের গুঁড়ি (যাহা মাটির মধ্যে থাকে)

মেছ্যা আল্লাদ—কেউটে (দ)।

মেতোর—মধ্যম। যেমন—মেতোর-বৌ।

মেয়া—স্ত্রী।

মেল্‌তে—ছড়াইতে।

মোছ (হিং)—গোঁপ (দ)।

মোধুচুক্কি—টুনটুনি পাখী (দ)।

মোর (বরের)—মুকুট (সং), মউড় (প্রাং)।

মোরিচ—লঙ্কা।

মো'ল—মুকুল (সং), মউল (প্রাং)।

মোস্‌রি—মসুরি।

মোহোজিদ্—মস্‌জিদ।

মোহোনা—কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্য নদী বহির্গত হয়।

মোহোবিল—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিলন।

মোহোরি—মৌরী।

ম্যার—কলার ভেলা।

ম্যালা—(১) মেলা, (২) বহু।

য

যও—যব।

যোগানো—রক্ষা করা, আগ্‌লানো (দ)।

যোগানদার—সাময়িক রক্ষক, আগল্‌দার (দ)।

র

রগ—শিরা।

রহোর (হি)—অড়হর।

রাম পটোল—ভিণ্ডি, ঢেঁরস (দ), রামতরোই (বিহারে), রামঝিঙে (বাঁকুড়ায়)।

রা—কথা, শব্দ।

রাল—ধুনা গলাইয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠা।

রিক্যাবী—রেকাব (দ), রকাবী (ফাং)।

রুখু—রূক্ষ, তৈলবিহীন।

রুহি—রুই (দ)।

রোজ—প্রত্যহ, ফাং রোজ = দিন।

রোজকার—উপার্জ্জন। (ফাং) রোজগার।

র‍্যাজা—রেজা (দ), রাজমিস্ত্রীর মজুর।

ল

লগ্ ঘা—লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুক্‌রা বাখারি বাঁধিয়া প্রস্তুত হয়। ছোট হইলে আকর্ষী।

লগোন ধরা—বিবাহে আশীর্ব্বাদ করা।

লঙ্ঘোন—জ্বরাদি রোগে উপবাস।

লট্‌কানো—টাঙ্গানো।

লট্‌কোন—একরূপ ফলের পীত বর্ণের বীজ। ইহা হইতে রং হয়। লট্‌কনা।

লবোডঙ্ক—লাউডগা (দ) সাপ।

লয়া—নব, নূতন।

লহলা—রুইজাতীয় মৎস্যবিশেষ।

লা—নৌকা।

লাওয়া—লাজ (সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে খৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লাগা (ক্রি)—(১) ব্যথা পাওয়া, (২) বোধ হওয়া, যেমন—জিনিষটা কেমন লাগ্‌ছে।

লাজোল্যা—বিদে (দ)।

লাট্টু—লাটিম (দ)।

লালোচ্ (হি)—লোভ।

লাহা—(১) লাক্ষা, (২) স্নান (সং), ণহান (প্রাং), ণ্হানা (হিং), নাওয়া (দ)।

লাহারি—(১) কৃষকের জল-খাবার, (২) গালার দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ।

লিখি—উকুনের ছানা।

লিভ্যাও (ক্রি)—নির্ব্বাণ কর।

লুটিআ—ঘটির আকারের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

লেগে—(১) জন্য, (২) লাগিআ।

লেল্‌ছ্যা—লোভী, (হিং) লাল্‌চি।

লোক্—চুপ।

লোক্‌রি (হি)—জ্বালানি কাঠ।

লোগ্‌ঘি—প্রস্রাব।

লোটা (হি)—ঘটি।

লোট্যা—নটে শাক (দ)।

লোড়ি—লাঠি।

লৌকিত্যা—লৌকিকতা, নৌকতা (দ)।

ল্যাচা—ফুল ঝাঁটা (দ)।

ল্যাল্‌হা—যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্ব্বলতার জন্য সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না, ছোট ছেলের ন্যায় আধ আধ কথা বলে।

শ

শানা—(১) মাথা, যেমন—আটা শানা। (২) বস্ত্রের তানা, টানা সূতা।

শানি—গবাদির ছানি, জাব (দ)।

শামাদান (আং)—মোমবাতির আলোকাধার।

শিয়াল—শৃগাল (সং), (প্রাং) সিআল।

শিওর—শায়িত অবস্থায় মস্তকের দিক্।

শিক—সরু লোহার দণ্ড। এ অঞ্চলের "হুঁক্যার শিক", দক্ষিণে "হুঁকোর গজ"।

শিকৃলি—শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)।

শিকোর—মূল (গাছের)।

শিত্যান—বিছানার মাথার দিক্।

শিশ্‌কি—ক্ষুদ্র ছিদ্র।

শিস্যা—(১) সীসা, (২) শিশু কাঠ।

শুকৃটা—শুষ্ক।

শুঝা—দেখা। দক্ষিণে "বোঝা সোঝা"র ব্যবহার আছে, পৃথক্ প্রয়োগ নাই।

শুবচনী—"শুভচণ্ডী"র পূজা।

শো—(১) (ক্রি) শয়ন কর্, (২) জাতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের শৌদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না।

শোধা—জিজ্ঞাসা কর্।

শাকোরকন্দ—(হিং) শকরকন্দ, যাহার কন্দ শকর অর্থাৎ চিনির ন্যায় মিষ্ট। দুই প্রকারের হয়—লাল ও শাদা। লালগুলি দক্ষিণে "রাঙ্গা আলু" নামে কথিত।

শিঁক্যা—শিকে (দ)।

শাঁআস—শশা।

স

সৎমা—বিমাতা।

সন্‌বাবা, সনমা—ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী।

সন্দেশ—মিষ্টান্ন। দক্ষিণে কাঁচাগোল্লা "সন্দেশ" নাম পাইয়াছে।

সন্ধ্যামুনি—কৃষ্ণকলি (দ) ফুল।

সপ্—দক্ষিণে সপ লম্বা, মাদুর ছোট। এ দিকে উভয় অর্থেই সপ।

সভাই, সব্‌ভাই—সকলে। (দ) সবাই।

সম্বোরা—পাঁচ ফোড়ন (দ)।

সরান্, সরোক—সদর রাস্তা।

সল্লা—(আং) সলা, পরামর্শ।

সহোবোৎ—সৎ লোকের সঙ্গ। (ফাং)

সং—প্রহসন (যাত্রার)। জঙ্গিপুরে দোলের সময় গীত-বাদ্য সহকারে লোকে নানারূপ সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে।

সঁৎ—সঙ্গ।

সহাত্তর—৭০। সাগ্‌রিত—শিষ্য। সাক্‌রেত (দ), শাগীর্দ্দ (ফাং)।

সাজ্‌ন্না—সোজ্‌নে (দ)।

সা'ৎ—(আং) সাঅৎ=মুহূর্ত্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত্ত, দোকানদারের প্রথম বিক্রয়। বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারূপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয়া পয়সা ও মুড়ি পায়। পুরোহিত আসিয়া ঘট-স্থাপনা করিয়া কিঞ্চিৎ পূজা-অর্চ্চনাও করে, ইহাকেও সা'ৎ করা বলে।

সাতভেয়া—ছাতার (দ) পাখী যেখানে থাকে। ৫।৭টি একত্রে দেখা যায়।

সাতাশী—(১) ৮৭, (২) রাজপুত জাতির বিবাহে ছায়ামণ্ডপে কলসের উপর সরাতে সরিষার পুঁটুলি বাঁধিয়া সরিষার তৈল জ্বালান হয়। এই আলোকাধারের নাম সাতাশী।

সাবেক—পূর্ব্বের। (আং) সাবিক।

সামাট—উদুখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে "সামি" অর্থাৎ লোহার বেড় আঁটা থাকে। তাই সামি+আঁটা হইতে "সামাট" বোধ হয়।

সামি—কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আঁটা লোহার বেড়।

সাম্‌নাসাম্‌নি—মুমুক-মুমুকী (দ)।

সারা—মাটির সরা (দ)।

সারোক—শালিক (দ) পাখী।

সাহান—সান (দ), ইঁট, চুন-সুরকী দিয়া বাঁধান স্থান।

সাহানি—শানাই (দ)।

সাহার—সার (জমীর)। সাঁওই—(হিং) সেওই। মাখা ময়দা চাউলের ন্যায় ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া শুকান হয়। ইহার পায়স করিয়া লোকে খায়।

সাহুক্যার—(হিং)—ধন ।

সাঁকো—পুল।

সাঁজাল—সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপাদন।

সাঁজো—দধিবীজ।

সাঁকালো—শীঘ্র।

সেঁহুর—(সং) সিন্দূর, (প্রাং) সেন্দুর।

সোঁৎ—স্রোত।

সিঝ্যানো—সিদ্ধ করা।

সিদ্দোপোড়া—ভাতে ভাত (দ)।

সিধ্যা—(১) সিদে (দ), সরল। (২) রন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন- চাউল, দাইল প্রদান।

সিয়ান, সিয়ানা—চালাক, চতুর।

সিংর‍্যা—সিঙ্গারা (হি), পানফল।

সুবর‍্যা—খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য।

সুরকি—(১) দৌড়, (২) ইষ্টকচূর্ণ।

সুরুক—(ফাং) সুর্খ্=রক্ত। এ অঞ্চলে বলে "লাল সুরুক", অতিশয় লাল।

সুস্তার—সুবিধা, উপকার।

সোআরি—যান, পাল্‌কি।

সোনাগুধি—স্বর্ণগোধিকা, গোসাপ।

সোরকি—বর্‌সা।

সোরুচুকুলি—চাউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। সোঁখা—ঘ্রান লওয়া।

সোঁটা—বড় মোটা লাঠি। সোঁথ্যা—তীর্থযাত্রার সাথী।

সোঁধা—(সং) সুগন্ধ, (প্রাং) সুঅন্ধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে এক প্রকার যে গন্ধ বাহির হয়।

স্যাঁকারো—স্বর্ণকার।

হ

হয়রান—শ্রান্ত। (আং) হয়রান=বিস্মিত।

হল্‌হোল্যা—হেলে (দ) সাপ।

হলো'দ্—(সং) হরিদ্রা, (প্রাং) হলদ্দা, (দ) হোলুদ্।

হাওলে—ধীরে।

হাওলোৎ—বিনা লেখা-পড়ায় অল্প দিনের জন্য ধার দেওয়া। (আং) হাওয়ালাৎ—কাহারও জিম্মায় রাখা।

হাডুগুডু (খেলা)—কবাটি খেলা (দ)।

হাল—(১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, দুরবস্থা (আং)।

হিল্‌সা, ইল্‌সা—ইলিস্ মাছ (দ)।

হিব্—সাহস। (আং) হুব্ব্=প্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা।

হুব্যাহুব—অবিকল। (হিং) হুবহু।

হুর‍্যাহুরি—গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি।

হুলিয়ে—(কুকুর) লেলিয়ে (দ)।

হেঠ্যা, হোঠ্যা—অবিবেচক।

হেত্যার—অস্ত্র। (হিং) হাথিআর।

হেল্ক্যা—হাল্‌কা (দ)।

হে'লতে—সাঁতরাইতে।

হোক—"হউক" শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় "আচ্ছা" প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় "হোক" কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে "রাম যেও বাবা আচ্ছা", এ দিকে "রাম যেও বাবা হোক"।

হোঁট্যা—হাঁটু (দ)।

হোঁস্যা—(হি) হাঁসুয়া, পাতলা ফলকবিশিষ্ট কাটারির ন্যায় অস্ত্র ; ইহা শস্যাদি কাটিতে ব্যবহৃত হয়। (দ) কা'স্তে।

হ্যাদে—আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সম্বোধন-পদ। অর্থ—এ দিকে দেখ।

হ্যারে—এখানে।

হ্যালান—(১) (দ) হেলান, ঠেস্। (২) সন্তরণযোগ্য, যথা—হ্যালান জল=সাঁতারজল।

শ্রীরাখালরাজ রায়

'জ্ঞানদাসের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধের

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৪	১০	বত্নাকর	রত্নাকর
১৯৫	২৩	অব্দের	শব্দের
২০০	৮	দিব	দিব্য
২০২	৩	সুলললিত	সুললিত

৫—৯ পংক্তিগুলি প্রবন্ধের উপসংহার না হইয়া ১৮৮ পৃষ্ঠার ২৯ পংক্তি-স্থিত 'পিনাক' ও 'কপিনাশ' শব্দের পাদ-টীকা হইবে।

কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত

বিগত পূর্ব্ববৎসর "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে" যোগ দিবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র স্বনামধন্য সভাপতি পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এত কাল নানা কার্য্য-ব্যস্ততায় তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সঙ্কলন করিয়া এবং জনৈক পল্লীবৃদ্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামের প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

সঙ্গীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীরামরত্ন দাসদাসস্য কর্ত্তৃক ১২০৭ মঘী সনে বিরচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে। সুতরাং এই পুথিখানির বয়স সত্তর বৎসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে আরও পুরাতন বলিয়া স্বভাবতই মনে হয়। লেখকদ্বয়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ন দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন।

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাখানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা জানি, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্যাম ও শ্যামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলঙ্কৃত। কিন্তু এ পুস্তকখানির সমস্ত সঙ্গীতই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখকগণের মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি।

আমি প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলির বর্ণবিন্যাসাদি অধুনা-প্রচলিত রীতির অনুসারে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া লইব না। সে অধিকার আমার নাই; কেন না, প্রাচীনতার হিসাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান্, তেমনি আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবে যে সকল শব্দ বুঝিতে পাঠকগণের একান্ত অসুবিধা হইবে, পাদটীকায় সে সকল শব্দ সংশোধন করিয়া লিখিলাম।

১ম সঙ্গীত

ও ভাই সত্য বল না কৈর না ছলনা : প্রাণের ভাই লক্ষন গুনমনি রে ॥ শুন্য রথ লইয়ে আলি রে আলয়ে কোন বনে রেখে চন্দ্রাননিরে ॥ মম মন্দ মতি : পতি হয়ে সতি বিনা দোসে দিলাম বনবাস : না ভাবিলাম ত্রাস :। গর্ত্ত পঞ্চ মাস :। করি গত্তনাস হইল সর্ব্বনাস :। সনিআ কুজনার কুবচন :। হিতাহিত চিথে[১] না করিলাম সোচনা[২] :। তেজিলাম জনকনন্দিনিরে ॥ সিতা নিরক্ষন না করে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন :। ইচ্ছা হএ মন গরল ভক্ষন করি মরি বিলক্ষন :। পুন না করিব ঐ মুখ ত্রসন[৩] বিনা দোসে করিলাম উপক্ষন[৪] বনে দিলাম একাকিনিরে ॥

১। চিত্তে। ২। বিবেচনা। ৩। দর্শন। ৪। উপেক্ষা।

২য় সঙ্গীত

মা তোমার কি চিন্তে কর কি চিন্তে চিন্ত চিন্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে চিন্তে :। তাহার হরে চিন্তে :। সেই ধরে চিন্তামনি নাম : ॥ সদায় ঐ রাম জার ভাবনা :। জে ভাবে ভাবে তাহারে •। সে ভাবে উহারে •। তাহার সে ভাব জান না ০ ॥ বিপদে নাহি জার ঐ পদ মনে •। অঘোর কাননে ভুবন বনে ০। রাষ্ট বেদাগমে •। বিসম দুর্গমে ০। *তারে তারে দয়াময় রাম :* ॥

৩য় সঙ্গীত

মম প্রতি রাম : কেন হলে বাম : অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে ০। তব দাসি রহি : কোন দুসী নহি•। বনবাস হই কি অপরাধে০ ॥ অদ্যাপী ঐ পদে নাহি হই দুসী : জদ্যপী হইএ থাকি দাসি দুসী : ॥ রাম হে :। জারে স্থান দিলে পাএ : তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ হাএ মরি হে খেদে ০। রাম তুমি গুরু গুনান্বিত দিনদয়াম্বিত : বিচারে পণ্ডিত : ভুবনে কহে : ॥ আমার কিবা কুআচার : হয়েছে প্রচার : কৈরে কি বিচার : বনে দিলে ছলে০ ॥ সুখে থাকি কিবা মরিগো দুখে : রাম নাম কভু না ছোরিব মুখে : রাম হে ॥ সুন কৃপাধাম[1] দুর্ব্বাদলের স্যাম : নৈলে কি রামনাম : সে পরে বিপদে •। বিনা দোসে ভার্জ্যে : বন মাজে তের্জ্যে : সুখে যদি রার্জ্যে থাক হে তুমি। সতিবতি যতি : গর্ব্ভেতে সন্ততি : বিনা দোসে বনে দিলে হে শ্যামি ০ ॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ : কিন্তু এখন তাহা না হএ বিস্বাষ• ॥ রাম হে০ ॥ আমার গর্ভ পঞ্চ মাস : দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিবধে ০।

৪র্থ সঙ্গীত

গর্ব্ব কর না খর্ব্ব হইবে নিশ্চয় :। সত্রুঘন জদি আমাকে না চিন ॥ আগে কর রন ॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমরা বোন্দাহি[2] তোমার বির্দ্ধ[3] রামের জজ্ঞ হয়০। ধনুদ্ধর নাম ধর :। জদি থাকে সাধ্য ॥ তবে কর জুদ্ধ০। এথায় গালবাদা কর :। তুমি ত রামের ভাই ॥ কর রামের বড়াই। আমরা তোর রামের রাখি কি ভয় ॥ অভিপ্রায় বুঝা জায় ॥ সিসু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয় ॥ আমরা লব কুশ নাম ধরি ॥ না মরি সমরে গতি কি তোমারে ত্রিন[4] হেন জ্ঞান করি :। আজুকার সমরে বাচিবে না মরিবে এককালে পাটাইব জমায়[5] ॥

৫ম সঙ্গীত

কোথা য়সময়[6] হরি কর (?) করুনানিদান০। ঔরিগন[7] আইল দেখি হরিতে জানকির প্রান০ ॥ সিংহ য়রি ব্যাঘ্র য়রি : বিসম ভুজঙ্গ অরি : সব য়রি ভয়ঙ্করি কর হরি পরিত্রান ॥ আরিগন হেরি হরি : কর কৃপাময় হরি : সব য়রি হর হরি কর করুনা প্রদান ॥

৬ষ্ঠ সঙ্গীত

দেবর ডারাও ওহে বারেক ডারাও০। সুন লক্ষন ধানুকী আমি শ্রীরামের জানকী• ॥ কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও• ॥ ডারাও ডারাও দেবর ডাকিলে সুন না ভএ কিহে আমি তোমার সঙ্গে জাবো না •। বারেক ডারায়ে সুন গুটী দুই কথা০। অহে

১। কৃপাধাম—কৃপাময়। ২। বেঁধেছি। ৩। বৃদ্ধ। ৪। তৃণ। ৫। যমালয়।
৬। এ সময়। ৭। অরিগণ।

সিতানাথের সিতা তুমি ফেলে জাও হে কোথা॰। অহে লক্ষন রামের ভয়ে কঠিন হৃদয়। ভায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ॰। বনে দিলে তব ভায়া॰। গর্ব্ববতি আপন জায়া॰। তুমি ত তাহান ভায়া॰। নাহি দয়ামায়া॰। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি নাই : লক্ষন আমি বলি তাই॰। কাহার আশ্রমে রভো ভয় পাই॰। ভালো হয় শুববন২ করাইলে দরসন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাও॰। তুমি মনেতে ভাইব না সঙ্গেতে জাব না॰। তোমার রামের কিরায়৩ একবার ফিরে চাও॥

৭ম সঙ্গীত

এ কি ধন্যে কার কন্যে কি লাবন্যে মরি হাএ হাএ॥ একা কি জন্যে এ ঘোর অরন্যে রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপ॰। সসোধরাধরে সুধার কুপ:। আসিয়া পসিল মৃগসী লুপ্ত ত্রত গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএ:॥ সিন্দুরবিন্দু অধর ভালে॰। কেসর বেসর নাসাএ দোলে॰। তাহে কন্যমূলে। সোভে কর্ণ্যফুলে। সোভে লোভে কত কামে মোহ জাএ॥ করিকুম্ভ জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঝা জিনি কটী সোভনি। রামরম্ভাতরু জিনি উরু গুরু চরন সরনে কি বনের প্রাএ॥

৮ম সঙ্গীত

কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমনে দু নয়ানে বহিছে বারি॰। কিবা ভাইবে মনে॰। কান্দেছ আপনে॰। রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরি॰॥ পতিত ভুসন গলিত কেস বসনাভরন কিছু নাই লেস॰। বনে বনভেষ দেখি গো বিসেষ॰। রাম হাসিকেস(?) তব কিঅ দেবি॰॥ রাজার নন্দিনি॰। মনে হেন গনি॰। কেনে একাকিনি॰। হইএ দুক্ষিনি। গলিতনয়নি এ বিন্দুবরনি॰। কান্দে কেনে বলি হরি হরি॰॥

৯ম সঙ্গীত

আমাকে বোল রে বাছা হনুমান। বল রে স্বরূপে হইল রন কিরূপে॥ দেখ তেনেয়(?) আমা সেই বল স্বন (?) আমাঅ অনাথি করিলে॥ পাথারে ভাসাইলে॥ আমার কুলের সত্রু হইল দুইটী কুসন্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাহি বল বাছা পবন-নন্দন॥ কিরূপে মৌল ভরত সত্রুঘন॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন॥ কিরূপে সমরে সত্রুঘন মরে॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান॥

১০ম সঙ্গীত

চল ঘরে জাই॥ আর কেহ নাই:॥ তুমি আমি দুটী ভাই বিনে॥ মনে হেন জ্ঞান॥ বুঝি জাবে প্রান॥ ধানুকি লক্ষনের ধনুর্ব্বান॥ কাল জম প্রায়॥ ঐ দেখা জায়॥ এ কি হোল দায়॥ না দেখি উপায়॥ হাএ প্রান জায়॥ কি বিধি ঘটায়॥ না সেবিলাম মাএর চরনে একেতে দুঃখিনি॥ জানকি জননি॥ লবকুস বলে সদায় পাগলিনি॥ তাতে জদি তুমি আমি প্রানে মরি॥ দুঃখিনিকে কে মা বলিবে বলে॥

১১শ সঙ্গীত

সুন গুনধাম রাম বাম সিতা প্রতি হইয় না॰। তোমার দয়া হএ না॰। বিনা দোসে বনবাসে দিবে অঙ্গনা॰। সুন: শ্রীরাম ধানুকী॰। বিবচনা হইলো এ কী॰। ঐ পদ

১। ভ্রাতৃজায়া। ২। তপোবন। ৩। দিব্যে, শপথে।

বহি মা জানকী অন্য জানে না • ॥ ক্ষে সীতার কারনে তবো • । নাম হইল রাম রাঘব • । সে সিতাকে ভিন্য ভাব • । কি বিবেচনা • । সিতা জদি অপরাধি হইএ থাকে গুনিনিধি • । বনে দেওা১ নহে বিধি॥ সুন মন্ত্রনা • ॥ তব কানন গহিরে জাইতে বৈল না • । একে সিতা কুলবতি • । পঞ্চ মাসের গর্ব্ভবতি • । হেন সিতা তেজে পতি • । প্রানে সহে না • ॥ পাএ ধরি গলবাসে • । এই ভিক্ষা দেও দাসে • । সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল না • ॥

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান গৃহস্থ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সেই দিগন্তপসারিত বেলাভূমির উপরে বসিয়া অনন্ত আকাশ ও সাগর প্রতিধ্বনিত করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে লাগিলেন ;—

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কিরে ভাই সদাগর,—অসমের২ সারথী কেও নাই। নওয়া নুকাখানি৩ লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম দাইয়া, ঘাটেতে পুরানা হৈয়া যায় রে ভাই সদাগর। ভবে আসিয়াছ মন, কামাইলা কিবা ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কি। (রে ভাই সদাগর)। নির্ব্বোধ জল্লালে বলে, নুকাটী আন্যা দি পালে, ঠেকিল নুকা ঠান্ডা বালুর চড়ে। (রে ভাই সদাগর।)

২। শ্যাম ও পরবাসী রে। (ঘোষা) কারে কইয়ম দুঃখের কথা কেবা শুনে কানে। দরেয়াতে ধুল গুঁজরে ভিগু মারে বানে। উজান ঘাঁড়ায় ধুল গুঁজরে পিড়া লই যায় হোতে। গঙ্গা মরে জল তিয়াসে, বরমা মরে শীতে। লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা, পাথর ভাসিয়া উড়ে, তল পড়ি যায় সোলা। লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খায়, পাথর ছেদিল ঘুণে কেবা প্রত্যয় যায়॥

৩। আগমের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। বারুইগিয়ে গাছ কোঁদাতে বারুইরে কোঁদায় গাছে। দাঁয়বা৪ ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে দৌড়ায় মাছে॥

জোম পহরে৫ ধান হুয়াত৬ দিল, পাতিলাত দিল বাড়া৭ মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠ্যা কলার ছড়া আঁআঁসত৮ পাঁআস (?) নিল পাঁআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় হাল চয়, ছিবায়৯ মানুষ গিলে।

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে। এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম্ম তোমার জানাব কাহারে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমার, মহাজ্ঞান ধন করিলি অধিকার, শেষে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, এ দেহ-ভাণ্ডার অর্পিলি শত্রুরে। জ্ঞান-মাজষ্ট্রের দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মময়ীর পাশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব, তারিণীর শ্রীচরণ-কারাগারে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১। দেওয়া। ২। অসময়ের। ৩। নূতন নৌকাখানি। ৪। গাভী।
৫। জুমিয়াদের পাহাড়, যেখানে জুমিয়ারা শস্য বপন করে। ৬। শুকাইতে।
৭। ধানভানা। ৮। আকাশেতে। ৯। বর্শার ছিপ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী-সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স-জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২॥০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ**।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে ?—যিনি স্বীয় আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য কেশরঞ্জন-পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন। ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে, এরূপ নহে—মুখের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। "কেশরঞ্জন" শুধু বিলাসভোগের উপকরণ নহে,—মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৷৵০ এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি। যখন ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখর বেগ দমন করিতে না পারিয়া, আপনি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশে দুশ্চিকিৎস্য উপদংশ-বিষ আপনার সুস্থ দেহে সঞ্চারিত করেন, তখনই আপনার প্রথম ভ্রম ঘটে। তার পর যখন আপনি লজ্জাবশে রোগটী চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কিম্বা বিরুদ্ধ-চিকিৎসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তখন আপনি দ্বিতীয় ভ্রমে পতিত হন। উপদংশ রোগ অতি ভীষণ। অনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসায় ইহা কখনও আরাম হয় না। শরীরমধ্যস্থ বিষ উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে বিদূরিত করিতে হয়। বাজারের অনেক ঔষধে পারদ-ঘটিত উপাদান থাকে। এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা অতি বিপজ্জনক। ইহাতে আবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়া, স্ফোটক, সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক দুর্ব্বলতা, মৃদু-জ্বর, অনিদ্রা, অক্ষুধা, মনের বিমর্ষভাব প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ আনয়ন করে। যদি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্রতিকারক ঔষধ **"অমৃতবল্লী-কষায়"** সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই ভীষণ উপদংশের কবল হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

মূল্য প্রতি শিশি—১৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি—৷৵০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

ঢাকার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাব্বিশখানি মনোরম চিত্র-সম্বলিত

এবং

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। "সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" ও "প্রাচীন বঙ্গের শাসন-তন্ত্র" এহ দুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড অতি অল্প সংখ্যক মাত্র

অবশিষ্ট আছে।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

অশ্বান

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবুদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১॥০ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্সার পেপেয়িন্"

যাঁহাদের পেপ্‌সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা**

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

ORIENTAL SOAP FACTORY
GOABAGAN, CALCUTTA.

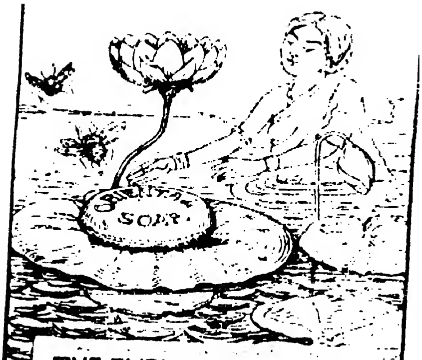

THE EMBLEM OF PURITY.

মূল্যে সুলভ,
গুণে, সৌরভে
ও
স্থায়িত্বে
অতুলনীয়

অটো কহিনুর	১ বাক্স (৩ খানা)		...	১॥০
বকুল	"	"	...	॥৵০
জেসমিন (যুঁই)	"	"	...	॥৵০
খস	"	"	...	॥৵০
গোলাপ	"	"	...	॥/০

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"কৌস্তুভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য অধিকাংশ স্থলে 'অর্দ্ধেক' ও 'সিকি' করিয়া দেওয়া হইল।

		সাধারণপক্ষে পূর্ব্বমূল্য	সাধারণপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য	সদস্যপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১৲	||০	|০
২।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	১||০	৸০	|৶
৩।	ছুটিখানের মহাভারত	১৲	||০	|০
৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	|৵০	৶০	৴১০
৫।	কাশীপরিক্রমা	৸০	|৵০	৶০
৬।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৶০	৵০	৴০
৭।	রামায়ণ-তত্ত্ব (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)	১||০	৸০	|৵০
৮।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	|০	৵০	৴০
৯।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৵০	৴০	৫০
১০।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৲	||০	|০
১১।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৵০	৴০	৫০
১২।	শূন্যপুরাণ	৸০	|৵০	৶০
১৩।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৲	৩৲	১||০
১৪।	শতপথ-ব্রাহ্মণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৫||০	২৸০	১|৵০
১৫।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	|০	৵০	৴০
১৬।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	|০	৵০	৴০
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)	|৴০	৶০	৴১০
১৮।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	২||০	১|০	||৵০
১৯।	বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)	১|০	||৵০	|৴০
২০।	বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩ খণ্ড) শব্দকোষ	৪||০	২|০	১৵০
২১।	মহিলা-ব্রতকথা	|৵০	৶০	৵০
২২।	কল্কিপুরাণ	১|০	||৵০	|৴০
২৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৲	|০	|০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

"শ্রী" রাজার ঘৃত।
ঘৃতের রাজা।

সর্ব্বদা ব্যবহার করিবেন। ট্রেড শ্রী মার্ক

দুর্গাচরণ রক্ষিত
৫০ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ চারি টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৪। **বাঙ্গালা শব্দকোষ**—(৪র্থ খণ্ড)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে—৸৵০ আনা, সাধারণ পক্ষে—১৲ এক টাকা।

৫। **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা, সদস্যপক্ষে ৵০ দুই আনা।

৬। **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৩য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, সি আই ই কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ।০ আনা ও সাধারণের পক্ষে ১৲ টাকা। **ঐ ৪র্থ খণ্ড**। মূল্য—সদস্য পক্ষে ।৵০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৷৷৵০ আনা।

৭। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম**—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৮। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ**—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।/০ পাঁচ আনা ও ।০ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ৷৷৵০ আনা ও ৷৷০ আনা।

৯। **সত্যনারায়ণের পুথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৵০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৵১০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

১০। **মৃগ-লুব্ধ**—দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম-সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৶০, শাখা সভার সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।/০ আনা।

১১। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—শ্রীহট্ট, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বিএ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০ আনা।

১২। **দুর্গামঙ্গল**—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷৷০ শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৷৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲ টাকা।

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকা ও অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্ব্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মূল্য—১ম খণ্ড ২৷৷০, ২য় খণ্ড ৩।/০, ৩য় খণ্ড ৩৲, ৪র্থ খণ্ড ২৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	[illegible]
১।	আসামে শ্রীচৈতন্য	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী	[illegible]
২।	মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	[illegible]
৩।	One Per cent এর প্রতিশব্দ	শ্রীতারকনাথ দেব	২৫৫
৪	শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য	শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট	[illegible]
৫।	নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্ট চার্য্য	[illegible]
৬।	সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব	কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ কা তীর্থ, কবিচিন্তামণি	[illegible]
৭।	বাঁশে লিখিত ঠিকুজী	শ্রীরঞ্জনবিলাস রা: চৌধুরী	[illegible]

কলিকাতা

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২২

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

WORKS BY

KUMAR NARENDRA NATH LAW, M. A., B. L.

PREMCHAND ROYCHAND SCHOLAR

Studies in Ancient Hindu Polity.

VOL. I.

(BASED ON THE ARTHASASTRA OF KAUTILYA)

With an Introductory Essay on the age and authenticity of the Arthasāstra

BY

Dr. RADHAKUMUD MOOKERJI, M. A., Ph. D. P. R. S.

Author of "A History of Indian Shipping"

Crown 8vo. **3s. 6d.** *net.*

The India—". . . Mr. Law may be said to have accomplished his task . . . with great skill and learning. . . ."

The Pioneer.—"An excellent little book . . Mr. Law is a century in advance of his countrymen in accuracy and sobriety of statement . ."

Promotion of Learning in India

By Early European Settlers up to about 1800 A. D.

With an introduction by the

VENERABLE WALTER K. FIRMINGER, M.A., B. D.,

Archdeacon of Calcutta.

Crown 8vo. With 2 Illustrations. **4s. 6d.** *net.*

A connected history of the efforts of the East India Companies as well as of the European missionaries and private individuals for the diffusion of education, not only among the Europeans in the Companies' settlements but also among the Indians.

Promotion of Learning in India

During Muhammadan Rule by Muhammadans

With a Foreward by

Mr. H. BEVERIDGE, I. C. S., F. A. S. B.

Quarto. With 25 Illustrations. **14s.** *net.*

The work deals with one of the most interesting but generally forgotten chapters of Indian history. It gives a connected account of the efforts for the promotion of learning made by the Muhammadan Emperors, invaders, chiefs, and private citizens from the time of Mahmud up to the end of the nineteenth century. The activities in aid of learning in the small kingdoms like those of the Bahmani, Bengal, Golconda, etc., have also been noticed. The various educational institutions—schools, colleges, and libraries—come within its purview, illustrations of which are brought together in the book for the first time.

OF ALL BOOKSELLERS AND

LONGMANS, GREEN & CO.

BOMBAY, CALCUTTA, MADRAS

LONDON, NEW YORK AND CHICAGO

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

Printed by
R. C. Mitra, at the Visvakosha-Press
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.

দ্বাবিংশ ভাগের সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আসামে শ্রীচৈতন্য	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী	২৪১
২।	একখানি সত্যপীরের পুঁথি	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	৭৭
৩।	One per cent এর প্রতিশব্দ	শ্রীতারকনাথ দেব	২৫৫
৪।	কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৩৭
৫।	কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল নির্ণয়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	১৬১
৬।	গুপ্তবলভী-সংবৎ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	১০৭
৭।	জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ	শ্রীরাখালরাজ রায় বিএ	২০৩
৮।	জ্ঞানদাসের পদাবলী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৭৫
৯।	নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৮৭
১০।	প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন	শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্ এ	১৬৭
১১।	বর্দ্ধমানের কথা, বর্দ্ধমানের পুরাকথা বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ও স্থান-পরিচয়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ	১
১২।	বাঁশে লিখিত ঠিকুজী	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	৩০৯
১৩।	বৌদ্ধভাব	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি	৪৩
১৪।	মানভূম জেলার গ্রাম্যসঙ্গীত	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	২৪৯
১৫।	রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটি-মাহাত্ম্য	শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট	২৫৭
১৬।	লখ্নৌ সহরের নামের উৎপত্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৯৫
১৭।	শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	৮১
১৮।	শ্রীবিক্রমপুর	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	৬৩
১৯।	শ্রীবিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৭৩
২০।	সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই	১২১
২১।	সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব	কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি	২৯৩

শোক-সংবাদ

বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার প্রাতঃকালে ৫টার সময় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ৪৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ ঘটনায় আমরা যে কি প্রকার মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ৺ব্যোমকেশ বাবুর ন্যায় পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাংসারিক নানা জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এবং নিজের সর্ব্ববিধ কাজের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরিষদের জন্য একাগ্রচিত্তে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত খাটিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুপরিচিত। পরিষৎ স্থাপনা অবধি পরিষদের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার আন্তরিক যত্ন এবং তাঁহার কার্য্য-কুশলতার ফল সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। পরিষদের পূজায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; পরিষৎকেই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ দেখিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমানে যে উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। নানা শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে আজ একটি প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় কতিপয় মহাশয়ের অসাধারণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ সেবা। এই একনিষ্ঠ মিত্রকে হারাইয়া পরিষৎ নিতান্ত দীন হইয়াছেন, সন্দেহ মাত্র নাই; বিশেষতঃ যাঁহারা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও যাঁহারা ইহার শৈশবে ইহার পুষ্টি সাধনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যু অতীব শোকাবহ ঘটনা। নিজের সাংসারিক কাজ, এমন কি, নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া ৺ব্যোমকেশ বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি যে প্রকার একনিষ্ঠ সেবার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি বহু দিন রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু-শয্যাতেও পরিষদের বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় ভাবিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যত দিন থাকিবে, তত দিন উহার সহিত ৺ব্যোমকেশ বাবুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত থাকিবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে ৺ব্যোমকেশ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কথা মনে হইয়া আমাদের মনে আরও অশান্তি উপস্থিত হইতেছে। ৺ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার জীবিত সময়ে নিজের স্বার্থের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করেন নাই; পরিষদের জন্যই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান্ সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। এখন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাংসারিক ক্লেশাপনোদন জন্য আমরা যত্নবান্ হই। তিনি পরিষদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের উচিত যে, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করি। ভরসা করি, পরিষদের সদস্য সকলেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। পরিশেষে আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার চির-শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

আসামে শ্রীচৈতন্য *

প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তান্ত্রিক উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তন্ত্রশাস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন এবং জাপান দেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তন্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রধান মহাপীঠ ৺কামাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই; কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশের অধিবাসিগণের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, একদা বিষ্ণু গরুড়-বাহনে ৺কামাখ্যা পীঠের উপর দিয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছিলেন। ৺কামাখ্যার অনুচর বটুকভৈরবের তাহা সহ্য হইল না; তিনি বিষ্ণুকে গরুড়ের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া পীঠ-লঙ্ঘন-স্পর্দ্ধার প্রতিশোধস্বরূপ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক বিষ্ণু এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার কথা শ্রবণ করিয়া, কামাখ্যা ঠাকুরাণী শশব্যস্তে আসিয়া নিজ হস্তে বিষ্ণুর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং বটুকভৈরবকেও তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষ্ণু কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, কামাখ্যাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবাসী লোকগণ কামাখ্যার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হইবে। কামাখ্যা বিষ্ণুর অভিসম্পাত শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বলিলেন,—আমার অনুচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয় নাই। সে যাহা হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীরা বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিলেও চিরকালই মৎস্য-মাংসাশী হইয়া শাক্তাচার-পরায়ণ থাকিবে। এই দেশবাসী বৈষ্ণবেরা অনেকেই যে মৎস্য-মাংস আহার করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক। এই প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তন্ত্রপ্রধান দেশে বৈষ্ণব-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই দেশের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,—দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরা এই দেশবাসী লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্যপন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখার অধিবেশনে পঠিত।

আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ডের অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে "চৈতন্যঘোপা" বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যেখানে চৈতন্যদেব বসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকেরা আজ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাজো অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই জনশ্রুতি জানা থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রুতি আমার বহু কাল হইতে জানা থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; বরং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সব পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া, এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত দয়ারাম চৌধুরী মহাশয় "সৎসম্প্রদায় কথা" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আরও কতক দিন হাজোর ঘোপাতে থাকিয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাঁহার বিরচিত "সৎসম্প্রদায়কথা"তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেথন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেথনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা আরু যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন কর্ম্মকো মাধবর দ্বারত প্রবর্ত্তাইলা। পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। পাচে মাণ্ডরীর কণ্ঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠাহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠ দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকূটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে—হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্যে বোলে—কেন মতে তুমি দরিদ্র ভৈলা। দামোদরে বোলে—স্বদেশর পরা নামি আহন্তে তাঁতীমরাত নৌকা বুরি সর্ব্বস্ব উটিল। তিনটি প্রাণী ঝাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে। পাচে চৈতন্যে বোলে,—হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ নকরা। তুমি ঈশ্বরর পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুনু তান বরে তিনি পীঠত পূজ্য হই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েবাক গৈলা।" সৎসম্প্রদায়কথা—৩০ পৃষ্ঠা।

সৎসম্প্রদায়কথা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রথম চৈতন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজপাটে বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত দেবদামোদরের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব।

নরনারায়ণ রাজার রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার গেইট তাঁহার Koch kings of Kamrup প্রবন্ধে* নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ স্থির করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

Three different dates are assigned for the time when he (Naranarayan) ascended the throne in succession to his father Visva Singha viz, 1528 A.D. by Gunabhiram, 1534 in Prasiddhanarayan's Vamsabali and 1555 by Ramchandra Ghosh. His death is said to have occured in 1584 A.D. and Prasiddhanarayan's Vamsavali and Gunabhiram's Assam Burauji agree in fixing 1581 as the date of Raghu's accession to power in the Eastern part of the old Koch kingdom, while the inscription in the Hayagriva temple at Hajo, which was built during his reign and bears the date 1583 A.D. helps to confirm this as the date of the division of the kingdom.

মিষ্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৫৩৪—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ স্থির করিতে গিয়া নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ছিল, মিষ্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজত্বের আরম্ভ-কাল স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, It is less easy to come to a definite conclusion regarding the date of his accession. বাস্তবিক কথাও তাই। আমরা নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অনুবর্ত্তী হইয়া ১৫৮৪ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাঁহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া মনে করি; কেননা স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া-বাহাদুর এবং আসামের ইতিহাস-লেখক মিষ্টার রবিন্সন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদি কাল বলিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্যদেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হয় না। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিত পুস্তকের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে

* *vide* Journal, Asiatic Society of Bengal, Vol. *LXII*, part I. no 4, 1893.

বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। * * * তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন করেন। প্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গমন করিয়া পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-সদনে উপস্থিত হন। * * ঢাকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে জনশ্রুতির কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্ট অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ বাবুর মতেও "এই সকল স্থান দর্শনান্তে তিনি পুনঃ শান্তিপুরে উপস্থিত হন এবং সেই মুহূর্ত্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন।" চৈতন্যদেব দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর; কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহার কোনও সময় নির্ণয় করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর এবং মিষ্টার রবিন্সনের নির্দ্ধারিত ১৫২৮ খৃষ্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ধরিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কতকটা ঐতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম।

এখন আমরা চৈতন্যদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ বিষয়ে আলোচনা করিব। ভট্টদেব তাঁহার 'সৎসম্প্রদায়কথা' তিনখানা পুথি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন ;—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্॥

তিনি এখানে কোন্ চৈতন্যসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণভারতীর সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানিই অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুথি। প্রথমখানা অসমীয়া গদ্যভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা পদ্যময়। ভট্টদেব এই দুইখানা পুথির উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইখানা পুথি ভট্টদেবের পূর্ব্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই। আশা করা যায় এক দিন তাঁহাদের বিষয়েও কিছু জানা যাইবে। কৃষ্ণভারতী তাঁহার পুথিতে লিখিয়াছেন ;—

"পাচে প্রভু মাধবক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাত রহিয়া রত্নেশ্বরক শরণ করায়া মাধবর দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল। পাচে তান নাম বত্রপাঠক হৈল। আরো মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ্ঞা দিলা। আরো

কণ্ঠাহার কন্দলীকো কৃপা করি, আরো কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম্ম দিলা। পাচে মহাপ্রভু জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকো দেখা নেদিলা।”

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব-মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি হাজো হইতে নীলাচলে চলিয়া যান।

নৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

“তৈব হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকুট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাঁত
চৈতন্য প্রভু রহিলা॥
রত্ন পাঠকক শবণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা॥ ৯৪
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক
কণ্ঠাহার কন্দলীক।
কবিন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক
চৈতন্যে নাম দিলেক॥
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম
মণিকুটে প্রবর্ত্তাই।
তৈর পন্না আসি মৌন হয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই॥” ৯৫

এই পুথি দুইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টদেব, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

এইখানে নৃসিংহকৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আমরা নৃসিংহের কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ আচার্য্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি ‘সন্তবংশাবলী’ নাম দিয়া নৃসিংহের কৃত পুথিকে অসমীয়া পদ্য ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলী যে নৃসিংহের পুথির পদ্য সংস্করণ, সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার পুথির এক যায়গায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

“শুনা নরনারী ইতো সন্তবংশাবলী।
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ;
নৃসিংহর কথা ইতো সন্তবে সে পদ।
ইহার শ্রবণে করে পাতক উচ্ছেদ॥” ৫৩

এইখানে একটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যদিও এই দুইখানা পুথিতে চৈতন্যদেবের হাজোর গোফাঁতে বাসের এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে পাইলেন? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্ব্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর কাহারও হয় ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দামোদরদেবের চরিত্রপুথিও স্বীকার করে এবং দামোদর-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৺নীলকণ্ঠদাসের রচিত দামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে ;—

"দামোদর পাচে কামরূপক আসিলা ॥
বত্নেশ্বর গ্রামে কতো দিন আছিলন্ত।
তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যান্ত ।৮২
আসিলন্ত চৈতন্য নারদ বেশ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তিভাব করি ॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিয়ে দেখিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্বজ্ঞান দিলা ॥৮৩
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়্বোক গৈলা ॥"

এই প্রবন্ধে যে কয়খানা পুথির উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর "সৎসম্প্রদায় কথা" ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রকাশিত হইলে বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে। এতগুলি পুথির এবং জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে।

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রা। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী কিম্বা নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেবল ভট্টদেব তাঁহার সৎসম্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে,আমরা একমাত্র ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমরা বলি—পারি; কেন না, ভট্টদেব একজন যে-সে লোক

ছিলেন না। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইলেও, তাঁহাদের এক জনও ভট্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না। সৎসম্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের লিখার সঙ্গে তুলনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভট্টদেব ইহাঁদের দুই জন হইতে কত উচ্চে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভট্টদেব দামোদরদেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদরদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ভট্টদেব সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে অসমীয়া গদ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সৎসম্প্রদায়কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই কয়খানি পুস্তক দেশীয় ভাষায় রচিত। তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভগবদ্ভক্তিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার উপর দামোদরদেবের এত দূর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার মঠের ভার তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপর না রাখিয়া তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। তাঁহার উপাধি কবিরত্ন ছিল এবং তিনি "কবিরত্ন" নামেই আসামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। দামোদরদেব যখন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন ;—

"শুনা কবিরত্ন তুমি ব্যাস সমসর।
তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥
* * * *
আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা।
কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগবত করা ॥" রামরায় দাস।

ঈদৃশ এক জন মহৎ ব্যক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয়া না শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অলীক বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তাঁহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ পরশুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি কামরূপে কেদার-মাধব পর্য্যন্ত আসিয়া পরশুরামকুণ্ডে না গিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। হয় ত তিনি পরশুরামকুণ্ডে যাইবার জন্যই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া থাকিবেন।

উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্যদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই কথাকে ঐতিহাসিক সত্য নয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নয়

অল্প কাল মাত্র হইল, বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী—যাহা এত দিন ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ভ্রান্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? আসামের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। বঙ্গ এবং আসাম, এই দুই দেশ এত সন্নিকটবর্ত্তী এবং দুই দেশের অধিবাসীদিগের ভিতর ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এত সৌসাদৃশ্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নানা ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের লোক আসাম দেশে এবং আসাম দেশের লোক বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়া সেই সেই দেশের লোক বলিয়া পরিগণিত হওয়ার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্ব্বে কামরূপ বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল। আজ কাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরস্পরকে যতটা দূর বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, পূর্ব্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। সেই জন্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বন্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী
(আসাম)

মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্য কোলবংশীয়। মোট জেলার লোকসংখ্যা ১৫৪৮০০০। কুর্ম্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ ও বাউরিজাতীয় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্ম্মির সংখ্যা—২২২০০০, সাঁওতালের সংখ্যা—২৩২০০০, ভূমিজের সংখ্যা—১১৬০০০, বাউরির সংখ্যা—১০৬০০০।

কোলবংশীয় অনার্য্যগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত। পূজা-পার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসবে কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। সারা দিন মজুরি করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমণীগণ হাট-মাঠ, পথ-ঘাট সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সময়ও তাহাদের গানের বিরাম নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন প্রাণ খুলিয়া গান ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্টে সদা চিন্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা হইবার কথা।

কুর্ম্মিগণ আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদেরও হৃদয়পটে সমাজ-সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে। এখনকার কুর্ম্মি-সমাজে রমণীগণের নৃত্য ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। হয় ত পূর্ব্বদেশাগত বাঙ্গালীর অনুকরণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়া যাইবে।

কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষায় অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্খল বা ছন্দালঙ্কারের কিম্বা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকার গান গাহিয়া কোলগণ যে প্রকার আনন্দ অনুভব করে, মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধ্রুপদ ও চৌতালে অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না।

কোলগণের সঙ্গীতের সাহচর্য্য করিবার জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না। নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। সাঁওতালগণ বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহারা সাঁওতালি ভাষায় রচিত গানও গাহে। অপর জাতিরা কেবল বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। কয়েকটি বাঙ্গালা গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

নাগর[১] যাছন্[২] গো
ভাত হাতে[৩] টাক্রিয়া[৪] ঝলকায়ে[৫]
বাইরালেন[৬] কুঁকড়ি ডাকে[৭]
সোঝো গ্যালেন্ কুলিবাটে[৮]
চুটিয়া[৯] ফুঁকিয়া[১০]।
ভাত খাবার বেলা হ'ল
এখ্‌নো নাগর না আইল
(কোন বাটে) কেঁদ[১১] খাছন্ মহুল বনে।

(২)

জামপাটা[১২] চিরি চিরি নৌকা বনাব[১৩]
নৌকায় নহর[১৪] চলি যাব
বাপ্ ঘরে তেল্‌পালে তড়্‌কা[১৫] ঝল্‌মল্ করে।
আম্‌পাতে তড়্‌কা মাঝ্‌লে
তড়্‌কা ঝল্‌মল্ করে।

(৩)

তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো
পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায়।

---

(১) নাগর—রসিক পুরুষ।
(২) যাছন্—গিয়াছেন।
(৩) ভাত হাতে—ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে।
(৪) টাক্রিয়া—টাঙ্গি, এতদ্দেশীয় এক প্রকার অস্ত্র।
(৫) ঝল্‌কায়ে—নাড়িতে নাড়িতে।
(৬) বাইরালেন—বাহিরে গিয়াছেন।
(৭) কুঁকড়ি ডাকে—কুক্কুট ডাকিবার সময়, অতি প্রত্যুষে।
(৮) কুলিবাটে—গ্রাম্য রাস্তার দিকে।
(৯) চুটিয়া—চুটি, এক প্রকার বিড়ি বা চুরুট।
(১০) ফুঁকিয়া—টানিতে টানিতে।
(১১) কেঁদ—এতদ্দেশীয় এক প্রকার বন্য ফল।
(১২) জামপাট—জাম গাছের পাটা বা তক্তা।
(১৩) বনাব—তৈয়ার করিব।
(১৪) নহর—বাপের বাড়ী।
(১৫) তড়্‌কা—কাণের ফুল।

ভাল রে পায়রা তোরে দেখিব রে
তোরি পাখায় সিপাহী সাজাব।

(৪)

ডেহিরির[১] উপর ডেহিরি দাদা
　　ডেহিরি কত দুর রে,
　　লোয়াগড় চাঁদড়া[২]
　　দেশ কত দূর রে।

(৫)

কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি,
যুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি !

অনেক গানে প্রশ্নোত্তর থাকে। গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর থাকে। এই প্রকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। এই প্রকার কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(৬)

(প্রশ্ন) কোন্ সয়[৩] বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি[৪]
　　কোন্ সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
　　কোন্ সঁয় বাইরায় সাগুকা বিটিয়া[৫]
　　দুয়ো থোড়ে[৬] আর্‌তা লাগায়ে ?
(উত্তর) টিলা[৭] সঁয় বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি
　　বাথান[৮] সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
　　ঘর সঁয় বাইরায় শাগুকা বিটিয়া
　　দুয়ো থোড়ে আর্‌তা লাগায়ে।

(১) ডেহিরি—চৌকাঠ।
(২) গ্রামের নাম।
(৩) কোন্ সঁয়—কোন্ স্থান হইতে।
(৪) খড়ি পিঁপড়ি—শ্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই।
(৫) সাঁগুকা বিটিয়া—শাশুড়ীর কন্যা, স্ত্রী।
(৬) দুয়ো থোড়ে—দুই পায়ে।
(৭) টিলা—উই-ঢিবি।
(৮) বাথান—গোঠ।

(৭)

(প্রশ্ন) কেতি[১] জানল[২] বরদা[৩] চৈত বৈশাক্
কৈসে[৪] জানল আষাঢ় মাস।
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাদর্
কৈসে জানল বরদা কাতিক মাস্॥
(উত্তর) ধুলায় জানল বরদা চৈত বৈশাক্
কাদায় জানল আষাঢ় মাস।
আসে জানল বরদা আশিন ভাদর
শিঞারে[৫] জানল বরদা কাতিক মাস॥

(৮)

কোন্ ঠাঞে[৬] ফোটে হর্দিরে[৭] ঝিঙা ফুল,
ঝাঁটি গাঁধায়[৮] ফোটে হর্দিরে ঝিঙা ফুল।
কোন্ ঠাঞে ফোটে লাল সালুকের ফুল,
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল।

প্রশ্নোত্তরের গান ব্যতীত অন্য প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

(৯)

ও বাছা ফুচুর্যা[৯]
তুই নাকি পুরবাসে[১০] যাবি?
পুরবাসে গেলে বাছা
মাড়[১১] কুথা পাবি?

---

(১) কেতি—কিরূপে।
(২) জানল—জানিতে পারিল।
(৩) বরদা—গাভী।
(৪) কৈসে—কিসের দ্বারা।
(৫) শিঞারে—সাজ-সজ্জায়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় এ দেশে গরুর গা চিত্রিত করিতে হয়।
(৬) ঠাঞে—স্থানে।
(৭) হর্দিরে—হরিদ্রা রঙের।
(৮) ঝাঁটি গাঁধায়—বন্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত মাচার উপর।
(৯) ফুচু—লোকের নাম।
(১০) পুরবাস—প্রবাস।
(১১) মাড়—ভাতের ফেন।

(১০)

বাপ্ হঁয়ে আনেছে বর
সই, দোষ দিব কি পরকে ?
কিবা শিবের রূপের ছটা
গায়ে ভসম্ মাথায় জটা
ঢাকের মতন মোটা সোটা
যম লেরেছে বল্‌কে।

(১১)

কোনহ ডালে কুইলিনী[১] কুড়ুরছে[২]
শ্যামবঁধু, কোন ডালে তার বাসা ?
আগহি[৩] ডালে কুইলিনী কুড়ুরছে
শ্যাম বঁধু, মাঝ্ ডালে তার বাসা।
ছাঁওকে[৪] পাড়ব মাটিকে মারব
বাঁসাটি বাণে ভাসাব।
বহুত যতনে সাগর বাঁধব।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর কপালের দোষে।

দশম ও একাদশ সংখ্যক গান দুইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশীয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া এই গান রচিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষ্ণব পদ আমদানি করিয়াছেন। দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাদ্য সহকারে স্থানে স্থানে অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ গীত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী করিবার জন্য গানের স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। আবার স্থানে স্থানে অক্ষুণ্ণ বৈষ্ণব গানও শ্রুত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোনা গিয়াছে।

গগনে উদিতে ভানু ছল করে বলে কানু
শোন্ সখি, শোন্।

(১) কুইলিনী—কোকিলবধূ।
(২) কুড়ুরছে—গান করিতেছে।
(৩) আগহি—উপরের।
(৪) ছাঁওকে—ছানাকে।

আমরা গোয়ালা জাতি দেবি ভগবতী

(ও তাই গেল আজ্ রাতি)

রাখাল সনে বিদ্যমান কপিলাকে দিব দান

শোন্ সখি, শোন্। ইত্যাদি

এই প্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্য কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্যম ও আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

1 Percentএর প্রতিশব্দ

One Percent, Two perce t প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা কি ? আমি যত দূর জানি, সহজ কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব্দ আমাদের নাই। ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে "ওয়ান্ পারসেণ্ট', "টু পারসেণ্ট" লিখিয়া গোলমাল এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাটী বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া "শতকরা এক ভাগ দ্রব, শতকরা দুই ভাগ দ্রব" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার না থাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে "One percent, Two percent" প্রভৃতির একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাকা মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ষিক আয় ৫৲ টাকা হইলে ঐ ক্রয়কে "পাঁচোত্তরা" ক্রয় বলে। এইরূপে "চারোত্তরা, আটোত্তরা, সাড়ে সাতোত্তরা" প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি কোন জমীর আয় চারি টাকা হয় ও মূল্য ৯০৲ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় "সাড়ে চারোত্তরা" হইল। "এই জমী কি দরে কেনা হইয়াছে", এই প্রশ্নের উত্তরে "পাঁচোত্তরা কিনিয়াছি" কিংবা "ছয়োত্তরা কিনিয়াছি", এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতা কাহারও বুঝিবার বাকী থাকে না।

কমিশন কষিবার সময়ও ঐরূপ। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমা বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মধ্যবর্ত্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহা তায়দাদের উপর "আধোত্তরা, একোত্তরা" বা ততোধিক হিসাবে কষা হইয়া থাকে অর্থাৎ মোকদ্দমা বা বেচা-কেনার Value (তায়দাদ)এর উপর একটা শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন।

"উত্তর" শব্দের গ্রাম্য ব্যবহারে 'উত্তরা" শব্দের উৎপত্তি। "একোত্তর, দুয়োত্তর" লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করিলে ভাষার একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ যত্নশীল আছেন। সম্প্রতি যাহাতে মেডিকেল স্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষৎ অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সুন্দর শব্দটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্দ্র যোগ।

নিম্নে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল;—

½ percent Commission—আধোত্তর (বা কথোপকথনে আধোত্তরা) কমিশন।

1 Percent solution—একোত্তর দ্রব।

3 Percent solution of Carbolic acid—কার্ব্বলিক এসিডের তিনোত্তর দ্রব।

4 *Percent* alcoholic solution—চারোত্তর এলকোহলীয় দ্রব, এলকোহলের চারোত্তর দ্রব।

6 Percent watery solution—ছয়োত্তর বা ষড়োত্তর জলীয় দ্রব।

"Percent" এই শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালাতে অবিকল তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রীতারকনাথ দেব

শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য

স্থান-মাহাত্ম্য

"পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ"—(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাট পানিহাটী যাঁহার পুণ্যময় আভায় শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটীর সহিত বৈষ্ণব-জগতের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা লীলাস্থল। বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটী চিন্ময় ভূমি। ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীলা হইয়াছিল: পানিহাটী সর্ব্ব আদি প্রচারক্ষেত্র; 'মালসা ভোগ' প্রথার ইহাই প্রথম উদ্ভবস্থান। "জম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল" এই অনৈসর্গিক ঘটনা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সন্নিধানে 'বোধিদ্রুম'-তলে উপস্থিত হইয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়া সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া পানিহাটীর শ্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে 'স্মরণ উৎসব' হইয়া থাকে, উহারই নাম 'দণ্ড-মহোৎসব'। এই কৃপাদণ্ডের চিড়া মহোৎসব হইতেই সর্ব্বদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন;—

যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় সদা অতি পুণ্যময়॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

গৌড় মণ্ডলমধ্যে যতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটীই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল শ্রীপাট। অন্যান্য শ্রীধামাদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি সত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে;—

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।—(অন্ত্য—২য় পরি)

অপিচ অন্যত্রে,—

এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ২ পরিঃ)

বর্ত্তমান কালে প্রভুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার মত অভক্তের পাপ-চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা সুরধুনী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, কণামাত্র রাখেন নই। কারণ, নবদ্বীপের উক্ত অংশ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। শচী আয়ির পবিত্র রন্ধন এবং প্রভুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহা কি করিয়াই বা জানিব? আর মূর্ত্তিমন্ত প্রেম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "কোথায় যে নাচিছে", তাহাও আমার মত বহির্ম্মুখ কেমন করিয়া দেখিবে? ভক্ত বলেন ;—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এখানেও প্রভেদ ; অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহাদেরই নিত্য-লীলা দেখিবার অধিকার।

আসল কথা, প্রভু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাঁহার নিরন্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাঘব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের জন্য একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখের বাণীতে এই "রাঘব-ভবনে"ই তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থ-মধ্যে পানিহাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই।

শুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে ঐতিহাসিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে ; পুরাতত্ত্ব-বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে ; সৌন্দর্য্যলিপ্সুর উপভোগের দৃশ্যাদিও অতুলনীয়। ১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্য যাঁহারা সাগ্রহে "বোটানিক্যাল গার্ডেনে" গমন করেন, তাঁহারা একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্ত্তমান।

ঐতিহাসিক তথ্য

পানিহাটীর উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর। এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের 'রাঘব-ভবন'।

মুসলমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এ জন্য এক জন কাজী (বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ) সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—"হোসেন খাঁ, 'সাহা' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজী রাখিলেন ; ঐ সকল কাজী সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। * * নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াতে 'চাঁদ খাঁ' নামে একজন কাজী, * * শান্তিপুরে 'মলুক' নামে একজন কাজী * * এইরূপ পানিহাটী গ্রামে একজন কাজী বাস করিতেন।"—(অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ⁄০ পৃঃ)

কাজীর আবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইয়াছে। তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গা, খাজনাখানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও নাম এখনও রহিয়াছে। আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসডিম্বাকৃতি পরিখার পয়ঃপ্রণালী গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ দুরে অন্য ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে গড়, ঝিল, পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভবানী দেবীর মূর্ত্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুসলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমূর্ত্তির অবস্থান তাঁহারা ভাল বিবেচনা করেন নাই।

৺গঙ্গার গতি

অতি অল্প দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পানিহাটীতে সেরূপ কোনই উপদ্রব এ পর্য্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং সেই স্থান পূর্ব্ববৎ বিরাজমান।

(রেণেল্ড সাহেবের ১৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রচারিত ১৫১৭ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত "গাসটলডিসের গালফো দি বাঙ্গলা" নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটীর নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পানিহাটীর এক মাইল উত্তর দিকে সুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে।)

পানিহাটী কত দিনের গ্রাম

পানিহাটী যে বহু প্রাচীন গ্রাম, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধান'। কৃষকগণ তাহাদের পিতৃপিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, বহু পূর্ব্বকালে এই ধান্য গঙ্গার ধারে পেনিটি বা পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, সারা বাঙ্গলায় ইহা ছাড়া পানিহাটী নামে আর কোন গ্রাম নাই।

প্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৪৩৮ শকে (ইং ১৫১৬ খৃঃ) পানিহাটিতে শুভাগমন করিয়া তৎকালে ইহাকে বিশেষ সৌষ্ঠবশালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাসভূমি অর্থাৎ সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।—(বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ)

আরও বহু পূর্ব্বের কথা, রাজা বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটী যে জনবহুল গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেলগ্রন্থে পানিহাটীর 'করবংশ' প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক 'কর' উপাধিধারী কায়স্থের বাস ছিল। কর কায়স্থগণ পরিচয়স্থলে 'পানিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। কিন্তু অধুনা পানিহাটীতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই।

অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্যতম প্রমাণ 'বন-দেবীর আস্তানা'। (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে।) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্য বন-দেবীর পূজা দিয়া থাকেন।

এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটী সভ্য জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান

বর্ত্তমানে পানিহাটী একটি বড় গণ্ডগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার থানা খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত; স্বনাম 'পানিহাটী মিউনি-সিপ্যালিটী'র অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভূমির উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৺গঙ্গাদেবী, উত্তরে সুখচর ও পূর্ব্বে সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খৃঃ অব্দের লোক-গণনায় লোকসংখ্যা ৪ হাজার। এই গ্রাম কালেক্টরী ১৫৫, ১৮০, ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। পানিহাটীর উপর দিয়া তিনটি সুবৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড'। ইহা অতিশয় প্রসর এবং দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। ইহা এমন সুন্দর দৃশ্যময় ও সুশীতল যে, শুনা যায়, এরূপ রাজবর্ত্ম ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা; পানিহাটীর পূর্ব্ব ধার দিয়া বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈন্যাদি স্থলপথে কলি-কাতায় আসিতে হইলে এই পথেই যাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজা রামচাঁদের ঘাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বারাসত, বাদু, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাকি ও প্রতাপাদিত্যের পুরাতন যশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে। রেল হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত জন-

পদবাসী এই রাস্তা দিয়াই ৺গঙ্গাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাট পানিহাটীর অতীত এবং বর্ত্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ

"রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর।"—(চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তিন জন রাঘবনামা ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, "ভক্তি-রত্নপ্রকাশ" গ্রন্থ-প্রণেতা; পূর্ব্বলীলায় ইঁহার 'চম্পকলতা' আখ্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইঁহার সমাধি বর্ত্তমান।

রাঘবপুরী—ইঁহার বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না,—

"গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।"—(বৈষ্ণব অভিধান)

এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহারাজের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে রাঘব পণ্ডিত অসামান্য ভক্তিবলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার গৃহই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্দ্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপূর্ব্ব প্রেমবলে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্য "রাঘবের ঝালি" হইতে সুস্বাদু আচারাদি খাদ্য দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়া স্বেচ্ছায় যতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু যাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পানিহাটীকে বাসভূমে পরিণত করিয়াছিলেন—সেই মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক-জননীর নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। বৈষ্ণব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইঁহার বিষয় বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইঁহার মহিমার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীপাট পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট পরম তীর্থরূপে প্রণম্য।

"যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থান হইয়া ভক্ত করেন প্রয়াণ।
পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান॥
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অপার।
* * * *॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

রাঘবকে বক্ষে ধারণের জন্যই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটী মহিমান্বিত হইয়াছে! পানিহাটীর নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের জন্যই। নতুবা বাঙ্গালার বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্যমধ্যে আসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব্ব-গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চ নেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়া এতাবৎ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের! হায়, ভেক যেমন পদ্মের নিকটে বাস করিয়াও মধুর আস্বাদ পায় না, দূরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা লভ্য হয়, আমাদেরও তদ্রূপ অবস্থা।

নিম্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহারাজের বন্দনা পাওয়া যায়, যথা;—

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—'রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ম)—'রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।'

দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় (১৯ পৃঃ)—

'মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥'

বৃন্দাবনদাসকৃত ঐ (৩৭ পৃঃ)—

"বন্দিব রাঘবানন্দ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভব করিল বিদিত।
বাড়ীর জম্বির গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে
সর্ব্ব লোক দেখিতে বিস্মিত॥"

বৃন্দাবন ঠাকুরের ঐ (১০ পৃঃ)—

"চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঘব উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হইল চৈতন্য-বিহার॥"

বৈষ্ণব অভিধানে (৪৯ পৃঃ)—'রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ।'

শ্রীবৃন্দাবনলীলার ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা ;—

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্।
সৈব সংপ্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥" ১৬৬॥
—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

"ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্যের শাখা পানিহাটীতে [illegible] দত॥"—(বৈষ্ণব আচারদর্পণ)

নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পণ্ডিত মহারাজের প্রেমভক্তি এবং পানিহাটীর মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে। যথা ;—

অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয়॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥"

*　*　*　*

"পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥"—(অন্ত্য,—৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা) ;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে ;—

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥"

ভক্তিরত্নাকরে ;—

"ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্ জন॥"

এই পানিহাটীই যে রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে (৮ম তরঙ্গ, ৫৩৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা ;—

"রামদাস গদাধর দাসাদি সহিত।
পানিহাটী গ্রামে প্রভু হইলা উপনীত॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই॥"

রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা কথনও অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রভুর ইহাঁর হস্তে ভোজন দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীরাঘব পণ্ডিত 'বিপ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—"আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥
রাঘব প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ)

কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের কোন্ বংশ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকন্তু রাঘবের বংশধর বলিয়া পানিহাটী বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদিতেও ইহাঁর স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইনি যে চিরকাল কুমার ছিলেন, তাহা সহজানুমেয়। পরিজনমধ্যে ইহাঁর এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। তিনিও বিধবা; নাম শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অনুরক্তা দাসী ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় তাঁহার গুণমালা আখ্যা। "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের পরেই লিখিত আছে ;—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥"১৬৭॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ পৃঃ)—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।"

* * *

"তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।"

এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিত্রভাবে স্বহস্তে সারা বৎসর ধরিয়া নানা-বিধ আচারাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট সাজাইয়া রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্নে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। ঐ সব দ্রব্যের মোট 'রাঘবের ঝালি' নামে খ্যাত।

শ্রীচরিতামৃতে ;—

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥"—(অন্ত্য, ১০ পরিঃ)
"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥"—(অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

ঐ অন্যত্রে (অন্ত্য ১০ম) ;—

"তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী সে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার॥
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥"

ইহা ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মকরধ্বজ কর নামক জনৈক মৌলিক কর উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহা-প্রভু ইঁহার সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইঁহাদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীচরিতামৃতে (আদি, ১০ম পরিঃ) ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর॥"

কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় ইঁহার সুকেশী সখী আখ্যা।

"পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ॥"১৬৮॥—(গণোদ্দেশদীপিকা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ গুণের নিদান।
প্রভু স্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যাঁর গান॥"—(বৃন্দাবন, বৈষ্ণববন্দনা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥"—(দৈবকিনন্দন, বৈষ্ণববন্দনা)

এই কর মহাশয়ের উপর 'ঝালি' রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদিগের সহিত পুরুষোত্তমে 'ঝালি' পৌছাইয়া দিতেন।

"ঝালির উপর মৌসীন (মুন্‌সিব) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥"

—(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পঃ)

এই মহাভাগ্যবান্ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"মকরধ্বজ প্রতি গৌরচন্দ্র।
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥"—(চরিতামৃত)

রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দিয়া একে একে সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১ম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্য পানিহাটী আগমন এবং অভিষেক-লীলা।
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব।
৩য়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমন।
৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ।
৫ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘব-ভবনে আগমন ও অভিষেক-লীলা

"সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে ?"

পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্য বহির্গত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পানিহাটীতে রাঘব-ভবনে আসিয়া উহাকেই আদি প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বসাইয়া
মধু-ভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হ'য়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা ক'রে লওয়াবে নাম ॥
কৃতপাপ দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
কুমতি তার্কিক জন অধম পড়ুয়াগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইও সবাকার দুখ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন ;—

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহরে কুতূহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥
সকল ভকত লৈয়া গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি হইয়া করুণ আঁখি
প্রেম-রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম-চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে অভিরাম (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস (এড়িয়াদহ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই (মাহেশ), সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত (অম্বিকা), উদ্ধারণ দত্ত (সপ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঘব-ভবনে গমন করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 'করগোষ্ঠীর' সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

"আজি পরাণনাথ আইল মম ঘরে।"

এই বার দয়াল নিতাই কীর্ত্তন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। (অন্ত্য, ৫ম পরিঃ),—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকলে আসি মিলিলা সত্বরে॥

* * * *

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥" (ইত্যাদি)

এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব-জগতের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক কীর্ত্তন দেখিতে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল।

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন॥"—(বংশবিস্তার গ্রন্থ)

এক দিবস এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘবের বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—"আজ আমার অভিষেক কর"।

ভক্তবৃন্দ এই মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে

উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাঘব পণ্ডিত সহস্র সহস্র মৃৎকলসী আনাইয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পূত গঙ্গাবারিতে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে লাগিল।

স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বসন পরিধান করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চুয়া চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুন্দর খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিয়া তদুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান্ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর অগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক। কেহ কি স্থির থাকিতে পারে?

"জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ-ক্রন্দন॥
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায়॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

পানিহাটীতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

গীত—আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে॥
—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)

প্রভু খট্টার উপর উপবেশন করিয়া রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন,—"রাঘব, কদম্বফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।"

রাঘব করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, এ সময় ত কদম্বফুল ফোটে না। কি করিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিব ?"

প্রভু। বাটীর মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্যান দেখ দেখি; পাইলেও পাইতে পারিবে।

রাঘব বাটীর মধ্যে গমন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যথা ;—

"আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করি রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে॥
প্রভু বোলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম পরিঃ)

টাবা নেবুর গাছে কদম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ্য-হারা হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব্ব কদম্বপুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে কোথা হইতে অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহাসুগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"কোন সুগন্ধ তোমরা কি নাসিকায় অনুভব করিতেছ ?"

ভক্তগণ। হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।

প্রভু। ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?

ভক্তগণ। আজ্ঞা না।

প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে

আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার গন্ধই তোমরা পাইয়াছ। অতএব সর্ব্বকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। এই বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জনে সর্ব্বলোকের উপর প্রেম-দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি ?—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥

*   *   *

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?—

"কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চঢ়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে॥
কেহো কেহো প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥

*   *   *

কেহো বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল॥"—(ঐ)

আরও কি হইল ?—

"অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহ-সার॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।"—(ঐ)

তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পারিষদগণকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর।

"যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাতে হইল সর্ব্ব-শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট পানিহাটী ধন্য করিয়াছিলেন।

"এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥
* * *
পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব

"ইনি (রঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগস্বীকারে জগদ্বিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্নিধানে বসিবার যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে ঋষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল।"—(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

এক দিবস ঐরূপ ভাব তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়া নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীর গঙ্গা-তীরে বটবৃক্ষের চবুতরা উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই ভক্তগণের আনন্দকোলাহল এবং হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিণ্ডার (বেদীর) নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্তু যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যে,—

"গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই সেই স্থানেই প্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুণ্ঠিত করিলেন। এই যে এত ক্ষণ একটি যুবক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ষদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন, রঘুনাথ দাস আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" প্রভুর দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাথকে দেখিয়া শ্রীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রহস্য করিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্ব-

স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আর—"আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিল চরণ।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

যে পদরজঃ পাইবার জন্য কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আজ নিতাইচাঁদ আমাদের জোর করিয়া রঘুনাথের মস্তকে অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস! ধন্য তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল?

"কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দণ্ডিমু তোমারে॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, "চিড়া দধি আনিয়া আমার ভক্তগণকে ভোজন করাও।" অপরূপ দণ্ডবার্ত্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। একা বিংশতি লক্ষ মুদ্রার অধিকারী। তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। মহোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল বিষয়-বৈভবাদি পরিত্যাগ করণান্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাদে উহাঁকে দর্শন করিবার জন্য লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহস্র সহস্র মনুষ্যে পূর্ণ হইল।

এ দিকে অন্যান্য গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রব্য-সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। বহুসংখ্যক হোলপা (মালসা) এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (গামলা) আনা হইল। দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, চাঁপাকলা, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি উপকরণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় মাটীর গামলার কতকগুলিতে উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি দিয়া ভোগের যোগ্য করা হইল। অপর গামলাগুলিতে উক্ত গরম দুগ্ধের চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি মিশাইয়া সজ্জিত করা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজনাদি শেষ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া পিণ্ডার উপরে বসিলেন। একজন ব্রাহ্মণ শতটি সুসজ্জিত মালসা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দের পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাদেরও মান্য দিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। এইরূপে বেদীর উপরের স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুতর লোক উপবেশন করিলেন। ক্রমে এমন ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে ;—

"তীরে স্থান না পাইয়া আর কথো জন।
জলে নাম্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত)

শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে দুইটি করিয়া মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। দুইটি দিবার কারণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্য। বিংশতি জন পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রভু ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে করিতে প্রভুকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছেন?" প্রভু হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"প্রসাদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ; এখন থাকুক, রাত্রে তোমার বাটীতে গিয়া তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া যাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়াল গোপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।" এই বলিয়া রাঘবকে দুইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে প্রভু ভাবাবেশে এক লীলা করিলেন, তাহা ভগ্যবান্ অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;—

"সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥"—(ঐ)

গৌরাঙ্গদেবও হাসিয়া হাসিয়া নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

"তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥"—(ঐ)

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সুরধুনীকে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত আজ পুলিন-ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলেই এই ভাবে বিভোর হইলেন। পানিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ-যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিবরণ শুনুন ;—

"মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বূলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে প্রভু আহ্বান করিয়া দেবদুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অদ্যাবধি উক্ত মাসের উক্ত তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন প্রেমবন্যায় পানিহাটী গ্রাম ভাসিয়া যায়।

দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন করিলেন ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥

* * * *

নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্য রাখিয়াছিলেন এবং প্রভু সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্ত্তন-শেষে পণ্ডিত মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া সেই সমস্ত আনিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে পাইলেন ;—

"মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য ৬)

তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে দুই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥

* * *

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেশণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্য তাঁহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে, রাঘব তাঁহাদের নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পদসেবা দ্বারা তাঁহার নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া—

"কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

এই বলিয়া প্রভুদ্বয়ের ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্য রঘুনাথকে ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঘব-ভবনে অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপারিষদে বসিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনা রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥"—(ঐ)

রঘুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া প্রভু ভক্তগণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"হাসিয়া কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রসুখ সমে॥

চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥"—(ঐ)

সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা এবং ৭ তোলা সুবর্ণ মহান্তগণের দক্ষিণাস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পারেন, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া সজল-নয়নে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঘবের চরণধূলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ;—

"তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা ॥"—(ঐ)

রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান ॥"—(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

এই সেই পানিহাটী! ঐ সেই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান রাঘব-মন্দির! ঐ সেই ভাগীরথীতীরে প্রাচীন ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ! উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঐ ভগ্ন

ঘাট! এই ঘাটেই দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রের সাধনার ধন প্রভুর শ্রীচরণ-ধূলি পতিত হইয়াছিল। ধন্য পানিহাটী তোমার তপস্যা-বলকে! আর আমরাও ধন্য তোমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্শ্বে আসিয়াছিলেন, এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই।

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে যে পথ দিয়া প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ সুসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার যাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। এইবার মুসলমান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতাপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা। এই মুসলমান-অধিকার পার না হইলে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা-ময় প্রভু এ স্থলে এক লীলা প্রকাশ করিলেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত যবন রাজকর্ম্মচারী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভুকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদস্যুর ভয়ে অপর কতকগুলি নৌকাতে সৈন্য-সামন্ত পুরিয়া স্বয়ং প্রহরিস্বরূপ থাকিয়া প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি-লেন। মহাপ্রভু পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈন্য-সামন্ত সহ বিদায় দিলেন। যবন-রাজকর্ম্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,—

"উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈলা প্রভু-কৃপা পাঞা॥
ছাড়িয়া না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিল।
বহু যত্নে প্রভু তারে বিদায় করিল॥"—(ঐ)

পিছলদা হইতে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রভুকে দেখিবার জন্য সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। লোকের হুড়াহুড়িতে এবং প্রত্যেকের মুখে "জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি" শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। প্রভু লোক-সংঘট্টে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহানুভব প্রেমদাসকৃত অনুবাদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান্॥

রাজা কহে সার্ব্বভৌম সে গ্রামে কে হয় ।
কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয় ॥
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত ।
পরম মহান্ত তিঁহো জগতে বিদিত ॥
বার্ত্তাহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য ।
সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহা বল ।
লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল ॥
গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা ।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈলা ॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি ।
এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি ॥
ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল ।
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ ।
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন ॥
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দ্দিকে ধায় ।
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায় ॥
বহু কষ্টে আইলা রাঘবের ঘরে ।
রাঘব ডুবিলা মহা আনন্দসাগরে ॥
সে রাত্রি রহিলা প্রভু তাঁহার মন্দিরে ।
নানা যত্নে নানা সেবা করিল প্রভুরে ॥"

রাঘব শশব্যস্তে গললগ্নীকৃতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু ভাগ্যবান্ নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমূহ নদীয়া অবতারের সংবাদ কেবল লোকমুখে শুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাঁহারা স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সকরুণ দৃষ্টিপাতে সকলেই প্রেম লাভ করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সানুচরে প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে অবস্থিতি করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাস-সমীপে গমন করিলেন।

এ স্থানে একটি আপাত বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন শ্রীপাট পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার সময় পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন. লিখা আছে। এই অসামঞ্জস্য ঘটনার মীমাংসা কি ?

মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নীলাচল হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই প্রভু পানিহাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাটীতে প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,—

"তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥

*   *   *

নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড়-ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥"—(চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরিচ্ছেদ)

এ জন্য চরিতামৃতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পানিহাটীতে অবস্থিতি-কাহিনী আদৌ উল্লেখ নাই।

আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাটীর বিবরণ চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন-কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা,—

"ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে।
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে ॥"—(চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য, ৩ অঃ)

তাহা হইলে উক্ত দুই সময়েই প্রভুর পানিহাটীতে আগমন-কাহিনী দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পানিহাটীতে অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক কথা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই সব মহাশক্তিসম্পন্ন পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞ্জন জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথো দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেথানে যত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া আসিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই শুভাশীর্ব্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"—(ঐ)

পরে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥

* *

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান ॥"—(ঐ)

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু বলিলেন—"মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্, কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয় আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিও।"

"হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথো দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া"

--(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, তাহারই নাম "রাঘবের ঝালি।" পণ্ডিত মহারাজ এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ স্থায়ী লাড়ু, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তুত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। সেই অপূর্ব্ব ঝালির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব।

ঝালির মধ্যে আমের কাসুন্দি, আমসি, আম্রখণ্ড, আম্রতৈল, আম্রকলির আচার, ঝাল আদা, নেবু আদা ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আচার। এইরূপ;—

"ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড লাড়ু আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাঁচুটি ধান্যের আতব চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

* *

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভিজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া লাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥

রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
তুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥—(ঐ)

পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন জন্য উদরে আম হয়, এ জন্য ভক্তিমতী দময়ন্তী দেবী—

"যত্ন করি শুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুকুতা পাতা কাসুন্দীতে মহা সুখ পায়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥"

এই সব দ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিন জন বাহক লইয়া কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুষোত্তমে ঝালি পৌছাইয়া দিতেন। প্রভুর সন্নিধানে ঝালি পৌছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ লইয়া গোবিন্দকে অতি যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব সামগ্রী বৎসরাবধি প্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হইবে।

"রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।—(ঐ)

সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই আদর্শ-প্রভু রাঘবের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হইয়া গৃহীর ন্যায় সমুদয় খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি এতই উচ্চ!

শ্রীশ্রীমদনমোহন-সেবা

এই বার শ্রীরাঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজিত। এমন মনোহর মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রকৃতই মদনমোহন। রাঘবের উদ্যানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও এবং চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও সেই নারিকেল ক্রয় করিয়া আনাইয়া ঠাকুরকে অর্পণ করিতেন।

প্রতি দিন ৫।৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। ভোগের সময় তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইত। রাঘবের অচলা ভক্তিতে;—

> কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
> কভু শূন্য রাখেন কভু জল ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বহুতর পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্ পুনরায় শস্যগুলি ভোজন করিতেন।

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ দরজার উপরের ভিতে তাঁহার হাত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেলগুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজা দিয়া লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধূলা বায়ুতে উড়িয়া উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিকেলে হস্ত দেওয়াতে তাহাতেও পদধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা কৃষ্ণ-সেবার অযোগ্য হইল। পুনরায় অন্য নারিকেল আনাইয়া অতি পবিত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত হইলেন।

কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাইয়া ভোগ দিতেন, তাহা নহে ; কলা, আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিম্বা রন্ধনের উপযোগী ফল-মূল, শাক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দ্দি, আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন।

রাঘবের এইরূপ সেবা-পারিপাট্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, ঐরূপ পৃথক্ পাত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্যও একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের ঐকান্তিক ভক্তিতে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া যাইতেন।

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্য ডাকিতেন, তিনি তখন নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঘব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন। প্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্য ধন্য শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পণ্ডিতের পরিচয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে কারণ তাঁহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না অন্ধকারে রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। তদুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী ফুলে এবং তাহার সুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অদ্যাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত করিতেছেন।

শ্রীঅমূল্যধন রায়

নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি*

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে "নেহ" ও "লেহ" শব্দের প্রয়োগ কত অধিক। নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্ ভাষা হইতে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনায়াসে স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা প্রাকৃত ভাষা হইতে নিম্নে নেহ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম,—

সব্ভাবণেহভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই ত্তি জুত্তমিণম্।
সদ্ভাবস্নেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্॥

—গাথাসপ্তশতী, ১।৪১।

বন্ধবণেহব্ভহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্জন্তো।
বান্ধবস্নেহাভ্যধিকো ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ॥

—সেতুবন্ধ, ৩।২৮।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্দটি খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; সুতরাং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাকৃতে ণেহ শব্দ লিখিতে ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহা ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া পড়িবে।

দুই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া যাঁহারা একটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্ত্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অনুরূপ নহে। প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শূন্য, শুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, সীস, সেস, সুন, সুন (ধাতু), সেজ লিখিত দেখা যায়। অনেকে ইহা লিপিকরের ভ্রম বলিয়া সহজেই ইহার একটা সুমীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে নহে। কেন না, অদ্যাবধি যেখানে যত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন পুথির সহিতই যখন বর্ত্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

না করিয়া, সকল লিপিকরকেই মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করা আমাদের ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া অনুমান করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেই পুথিতেও যখন আমরা এইরূপ বানান পাইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। অবশ্য লিপিকরগণ যে অভ্রান্ত বা মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভূরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে স্থানে এরূপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমরা প্রাচীন পুথির সমস্ত বানানই পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না।

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন*। এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা—	প্রাকৃত—
সঅল	সঅল
গঅণ	গঅণ
তিহুবণ	তিহুঅণ
ণিঅড়	ণিঅড়
নেউর	ণেউর
রঅণ	রঅণ
লোঅ	লোঅ
সীস	সীস
সুহে	সুহ
মুহ	মুহ
ণই	ণই
জউনা	জউণা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক পুথিতেও আমরা প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন বঙ্গভাষার বানান-প্রণালী প্রাকৃতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া বর্ত্তমান রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে যাইয়াই প্রাকৃত "ণেহ" শব্দের ণ-কার ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।*

"লেহ" শব্দটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলেও আমরা তাহা অবগত নহি। সংপ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, পদাবলী-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সতীশ বাবুর আলোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রণিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত স্নেহ শব্দের অপভ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ল ও ন অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেহ ও সুলেহ শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব।" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর এই কথা যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক লিপিকর যে 'নেহ' শব্দের স্থলে ল ও নএর সাদৃশ্যবশতঃ 'লেহ' লিখিয়া থাকিবেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে এই শব্দটির অতিশয় বাহুল্য

---

* সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।২।৭৭, ৮।২।১০২ সূত্রের টীকায় "ণেহ" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত ভাষাসমূহে "ণ" স্থানে "ন"এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দেখিয়া স্বতই মনে হয়, ইহার কোনও মূল থাকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি একটি শব্দ সম্বন্ধে এতই ভুল করিয়াছেন? আর যে যে স্থলে লেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তথায় যেন লেহ শব্দই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিম্নে "লেহ" শব্দের গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

"সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণরূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে **লেহা**॥"

— চণ্ডীদাসের পদাবলী, সা-প সংস্করণ, ৩৯ পদ।

"সুন্দরি, বেকত গোপত **লেহা**।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়ল তুয়া দেহা॥ ধ্রু॥"—প-ক-ত, ২৩২ পদ।

"তবহুঁ জগত ভরি আঁকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল-**লেহ**॥"—প-ক-ত, ২৩৩ পদ।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে "লেহ" শব্দের বেশ সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় এবং আরও অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথা এই যে এইরূপ একটা বহুবিস্তৃত শব্দকে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাত বলিয়া স্বীকার না করিয়া, উহার কোন মূল অনুসন্ধান করা যায় কি না, তাহাই বিবেচনীয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যে সব স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই পরিবর্ত্তন করিয়া 'নেহ' করিয়া দিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি নেহ ও লেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না, তিনি লেহ শব্দটিকে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার এইরূপ আলোচনা হইতেই আমরা আজ এই শব্দটির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইলাম। এ জন্য সতীশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের বোধ হয়, "লেহ" শব্দের মূলানুসন্ধান ঐ প্রকারে না করিলেও চলিতে পারে। সাতবাহন-বিরচিত "গাথাসপ্তশতী" নামক গ্রন্থ প্রাকৃত-সাহিত্যের একখানি অতি চমৎকার বই। ঐ গ্রন্থে এবং প্রাকৃত অপরাপর গ্রন্থে আমরা "লেহলা" বলিয়া একটি শব্দ পাইয়াছি। উহার অর্থ—"লালসা"।

কহ তংপি তুই ণ ণাঅং জহ সা আসন্দিআণঁ বহুআণম্।
কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণ**লেহলা** পড়িআ॥
কথং তদপি ত্বয়া ন জ্ঞাতং যথা সা আসন্দিকানাং বহূনাম্।
কৃত্বা উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালসা পতিতা॥

—গাথাসপ্তশতী, ৭।৯৭।

অমরসিংহ তাঁহার কোষে লিখিয়াছেন,—"কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ স মহাল্লালসা।" লালসা অর্থে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। মেদিনীকোষে লালসা শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—ঔৎসুক্য। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা।" সুতরাং এই লেহলা শব্দের লা-লোপে 'লেহ' বা ল-লোপে 'লেহা' উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিত্যের লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক স্থলে আছে,—

সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ দুর্ল্লভ লেহা।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী
কেন বাড়াইলি লেহা॥"

উপরিলিখিত পদাংশের যে দুই স্থলে লেহ শব্দ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, লালসা শব্দের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,—সেই গুণের সাগর নাগর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করা জগতের (জগদ্বাসীর) পক্ষে দুর্ল্লভ, তুমি প্রেমিকার অগ্রগণ্যা নাগরী হইয়া কেন তাঁহাতে অভিলাষ বাড়াইলে? এই ঔৎসুক্য, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রদ্ধা অর্থ হইতেই পরে পদাবলী-সাহিত্যে স্নেহ, প্রীতি ও প্রেম অর্থে "লেহ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকিবে, এরূপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব*

আয়ুর্ব্বেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম্মাচরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইরূপ প্রশ্নে সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বনকারী কোন ব্যক্তিরই আস্থা থাকিতে পারে না। কারণ, ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে ও আস্তিকতা অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই জন্যই "দৈব" ও "মানুষ" এই উভয় প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ প্রতীকার করা হইয়া থাকে, তাহাই "মানুষ" চিকিৎসা; আর রোগের প্রতীকারের জন্য যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাই "দৈব" চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতাতে যেরূপ ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমানের এই নিবিড় অধর্ম্মসঙ্কট যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই ধর্ম্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

১। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাগ্রে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবান্ ধন্বন্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য সুশ্রুতকে বলিতেছেন,—

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।"

(১অ° সূত্র)

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিসংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহস্র অধ্যায় বর্ত্তমান ছিল। তাহার পরে মনুষ্যের অল্পায়ু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় ঐ সুবৃহৎ সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, বিষতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ, ইন্দ্রাদহম্।"—(১অ° সূত্র)

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ উপদিষ্ট হয়। ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাপতি দক্ষ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধন্বন্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

২। আয়ুর্ব্বেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি

"স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকাশিতম্।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ॥"—(১অ° সূত্র°)

সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রকাশ করেন। কাশীপতি ধন্বন্তরি পরম্পরাক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, সেই ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে; তিনি রাজগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইবেন এবং নিজের দেহাবসানে পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন।

অন্যত্র দেখা যায়,—

"সহোত্তরং হ্যেতদধীত্য সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যবিধানেন যথোদিতেন।
ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপেতাদেতদ্বচো ব্রাহ্ম্যমতীব সত্যম্॥" (৬৬ অ° উত্তর°)

ব্রহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্‌রূপে পরিপালন-পূর্ব্বক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র সুশ্রুত-সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রভাব অনুসারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে;—কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অভ্রান্ত সত্য ব্রহ্মার বাক্যসমূহই উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। দীক্ষাবিধি

অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও সুশ্রুত সনাতন বেদোক্ত অনুশাসনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা;—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমং × × × ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। … … … উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈর্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রহ্মাণং স্থাপয়িত্বাগ্নিমুপসমাধায় … … … হৌমিকেন বিধিনা শ্রুবেনাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। সপ্রণবাভির্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতিদৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্য্যাৎ।" (২য় অ° সূত্র°)

ভিষক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলসম্ভূত যথোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না;—অধ্যয়ন-বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র ও দিক্ প্রশস্ত হওয়া চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান অনুসারে যথাবিহিত স্থণ্ডিল, গোময়, দর্ভ, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ন প্রভৃতি দ্বারা দেবতা,

ব্রাহ্মণ ও ভিষগ্‌গণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণে বেদবিহিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন; দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী ও শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ঔষধ দ্বারা নীরোগ করিবেন; কিন্তু পাপকার্য্যে সমাসক্ত লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া এ জগতে পাপ অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হইবেন না।

৪। অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ

"কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেঽপ্যেবমহর্দ্বিসন্ধ্যাম্।
অকালবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু॥
শ্মশানযানায়তনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥"

(২ অ° সূত্রঃ)

কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদশী (অমাবাস্যা ও পূর্ণিমা), ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাল-বিদ্যুৎ উন্মেষে, অসাময়িক মেঘগর্জ্জনে, পারিবারিক বিপত্তিতে, রাজ্যের বা রাজার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনরূপ যান আরোহণে, বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উল্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইলে এবং সর্ব্বথা অশুচি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল দিনে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

৫। রক্ষাকর্ম্ম

সুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্য যে শ্লোকগুলি উপনিবদ্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার দৃঢ় প্রতীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্ম্মই ধর্ম্মের ছায়া-বিবর্জ্জিত করিয়া কৃত হইত না। আর্য্যগণ প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্ম্মের সংশ্রব রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক ব্রহ্ম দ্বারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা-বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন; বাস্তবিক কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তিসমূহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পূর্ণ সত্তার স্ফুরণ তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

সুশ্রুতের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই;—

"কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্॥

নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাস্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতির্মনুর্মন্যে মতিং তথা॥
কামাংস্তে পান্তু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্॥
চক্ষুঃ সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ।
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্যাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা॥
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্।
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রুবৌ।
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ।
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাম্।
স্বস্তি তে চন্দ্রসূর্য্যৌ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ॥
স্বস্ত্যগ্নিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ॥
পিতামহকৃতা রক্ষা স্বস্ত্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতাং তব।
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভব গতব্যথঃ॥
ইতি স্বাহা॥" (৫ অ° সূত্র°)

প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সাধারণ—নিতান্ত ব্যবসায় মাত্র ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্যমান ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার ন্যায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের দুর্ব্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদূরিত করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। চিকিৎসক কেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, এইরূপ ভাবিতেন না; যাঁহার সহিত সকলের অস্তিত্ব, সেই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যেক সত্তার প্রতি রোগীর প্রকৃত শ্রদ্ধার উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের

পরিবর্দ্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্য বিধানের অমোঘ ফলে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ-পরিক্লিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন;—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্ত্ব সত্ত্বই তাঁহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই বৈদিক রক্ষামন্ত্র দ্বারা পীড়িতের ব্যাধিনিবারণে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্ম্মের সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ঐহিক তামসিক স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মপথ সুদূরে অপসারিত হইতেছে।

লোক-চক্ষুর অগোচরেও কত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্ব স্ব প্রকৃতি-বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেব-প্রকৃতি ক্রূর আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচ প্রভৃতি ক্রূর ও হিংসা-প্রকৃতিপরায়ণ, সুতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বারা জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই সকল নিবারণের জন্য প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষা বিধানের অনুষ্ঠান।

রক্ষা-মন্ত্রগুলির মর্ম্ম এই;—আভিচারিক প্রতিঘাত বা রাক্ষস প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার রক্ষা-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেই রক্ষাকর্ম্ম অনুমোদিত হউক।

নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাক্ষসগণ—যাঁহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপৎ বিনাশ করুন।

পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দিক্‌সকলে বা বাস্তগৃহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাঁহা-দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ, দিব্যর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পর্ব্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নি জিহ্বা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জ্জন্য অপান, বিদ্যুৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি ইন্দ্র বল ও সত্ত্ব, মনু মন্যাবয় এবং মতি, গন্ধর্ব্বগণ কাম, রাজা বরুণ প্রজ্ঞা, সমুদ্র নাভিমণ্ডল, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ, ওষধিসকল রোমাবলি, আকাশ ছিদ্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শির, বিষ্ণু পরাক্রম, পুরুষশ্রেষ্ঠ (নারায়ণ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং ধ্রুব ভ্রূদ্বয় রক্ষা করুন।

যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান* করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।

---

* বিশ্বরূপ বিষ্ণুর অবয়বীভূত কোন্ দেবতা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহা সুশ্রুতে এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—"অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথ্বী ঘ্রাণস্য। বচোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্ব্বিষ্ণুঃ। পায়োর্ম্মিত্রঃ। প্রজাপতিরুপস্থস্য।"
(১ অঃ শারীর)

যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে?—

"যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষ্বেতেষু সাধনে।
শস্বিতা তত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

যেখানে যোগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্ব্বত্রই "ত্রিপদী গায়ত্রী" দ্বারা ঔষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। গ্রহোৎপত্তি

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিরূপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে;—

"এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ।
সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

প্রসিদ্ধি আছে, কার্ত্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, উমা ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলেই স্নেহবশতঃ তাঁহার রক্ষার জন্য স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর কুমারের রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাঁহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন;—

"কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোঽতিথয়স্তথা॥
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্নীধ্বমশঙ্কিতাঃ।
তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

হে গ্রহগণ, যাহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাধু ব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্গের সমুচিত সৎকারে পরাঙ্মুখ, তাহাদের সন্তানগণ তোমাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং তন্নিবন্ধন সেই ব্যক্তিগণের পূজা লাভ করিয়া তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইবে।

৯। সৎপুত্র

ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও "সৎপুত্র" উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহার যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন;—

পুংসবন "ততো বিধানং পুত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ॥"—(২অ° শারীর°)

শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্য স্ত্রীর ঋতু দর্শনের পরে আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত পুংসবন-বিধান যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করাইবেন।

* ইহাকেই পেঁচোয় পাওয়া কহে।

পুংসন ক্রিয়াতে যেরূপ শাস্ত্র-অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদনুরূপ সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষণা প্রভৃতি ঔষধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আয়ুর্ব্বেদে আছে। গর্ভাধানের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাস কাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে, ইহাই সুশ্রুত আচার্য্যের উপদেশ।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপরিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে?—

সৎপুত্র "এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ।
ভবন্তি ঋণমোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ॥"—(২ অ° শারীর°)

বিধিপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন-ফলে সন্তান প্রীতিকর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ-বিরহিত, শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আয়ুযুক্ত ও পিতৃপুরুষগণের ঋণমোক্তা, সুতরাং প্রকৃত সৎ-পুত্র-পদবাচ্য হয়। সংসারে এইরূপ পুত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ-বিধায়ক হইয়া থাকে।

পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শান্ত-স্বভাব দম্পতির পুত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন?

"আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥"—(২অ° শারীর°)

গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই জন্যই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনুশাসন। তাই এ বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিতেছেন;—

কুপুত্র "দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥"—(৩অ° শারীর°)

যাঁহাদের দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে এবং যাঁহারা কায়শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, সদাচার ও পরহিতে অনুরক্ত, তাঁহাদের সন্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে; আর ইহার অন্যথা ঘটিলেই নির্গুণ, দুঃশীল পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে;—

জন্মান্তর "কর্ম্মণা নোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥"—(২ অ° শারীর°)

জীব স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান অনুসারে পুনর্জ্জন্মে অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, মূক, পণ্ডিত, মূর্খ বা জাতিস্মর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মে প্রাণী যে যে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে।

এই জন্যই মনুষ্যের প্রতি সদনুষ্ঠান করিতে ও সদা সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আর্য্যশাস্ত্রের এত উপদেশ।

দৌহৃদকে প্রচলিত কথায় দোহদ বা সাধ বলে। যখন গর্ভের চারি মাস বয়ঃক্রম হয়, তখনই তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাই দৌহৃদ বা দোহদ। দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে কি হয়?—

দৌহৃদ "সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হইলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার অন্যথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথবা গর্ভিণীর নিজেরও ঐরূপ বিকার-বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার বিধান বিহিত হইয়াছে।

যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সদৃশ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রালঙ্কারে ইচ্ছা হইলে বস্ত্র ও অলঙ্কার-প্রিয়, তাপসাশ্রম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্ম্মশীল ও শান্তস্বভাব এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দর্শনে ইচ্ছা হইলে হিংসা ও ক্রূরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

গর্ভিণীকে কখন্ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে?—

সূতিকাগৃহে প্রবেশ "নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ॥"
—(১০ম অ° শারীর°)

তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইবে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ-বিধানে সুশ্রুত বলেন,—

নামকরণ "ততো দশমেঽহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা॥"—(১০ অ° শারীর°)

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশানুক্রম বিধান অনুসারে যথাবিধ মঙ্গল আচারের অনুষ্ঠান করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক নিজেদের অভিলাষ অনুসারে বা জন্মনক্ষত্রের নির্দ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন?—

বিদ্যাশিক্ষা "শক্তিমন্তঞ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ॥"
—(১০ অ° শারীর°)

বালক যখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ জন্ম সময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধানে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবেন।

বিদ্যাভ্যাস সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হইবে, তখন ;—

বিবাহ "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপস্যতীতি।"—(১০অ' শারীর°)

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবেন ; কারণ, এই বয়সেই সন্তানগণ স্বীয় পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থ উপার্জ্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী সন্তানের উৎপাদনের সমর্থতা জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রুত তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন ; অধিকন্তু আরও বলিয়াছেন ;—

* "উনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

—(১০ম অ° শারীর°)

অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই থাকে।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রুত আরও বলেন ;—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(১৪অ° সূত্র°)

আরও,—

"তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

* তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত গ্রন্থে আমরা "উনদ্বাদশ" এই পাঠই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুশ্রুতের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে, তাহার তিনখানিতেই মূলে ও ডল্লনের টীকায় এই পাঠই আছে। এ পর্য্যন্ত সুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহাতে "উনষোড়শ" পাঠ দেখা যায়। কোন কোন হস্তলিপিতেও "উনষোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের সর্ব্বত্রই যখন দেখা যায়, "দ্বাদশবর্ষীয় স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া বিধেয়"—তখন এই স্থলে "উনদ্বাদশ" পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক রজঃপ্রবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভ-ধারণকাল অবধারিত করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে; তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দ্দেশে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রমাণেও কন্যার বিবাহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; তবে পুত্রের বয়সের পরিমাণ আরও একটু বাড়িয়া গেল।

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের নীরোগতা ও মানসিক প্রসন্নতা যে সর্ব্বথা সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা সুশ্রুতে সবিশেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

১০। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন?

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্ম্মভাবের যে বিকাশ আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দূর সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সুশ্রুত-প্রণেতা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?—বর্ত্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নাগার্জ্জুনই * বর্ত্তমান সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা। সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য সন্দেহপ্রায় বলিয়া গিয়াছেন—নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। তাহাতেই এই অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। ও দিকে কিন্তু সুশ্রুতের যে অন্য প্রতিসংস্কর্ত্তা ছিলেন না, প্রাচীন টীকাকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্বগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতসংহিতার অন্যতম টীকাকার। তিনিও সুশ্রুতের বাস্তবিক প্রতিসংস্কর্ত্তা কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে চারি প্রকার সূত্রের মধ্যে প্রতিসংস্কর্ত্তার সূত্র অন্যতম, ডল্লনের আত্মমত পোষণের ইহাই প্রমাণ যাঁহারা মনে করেন,—চক্রপাণি, জতূকর্ণের ও গ্রন্থান্তরের

* আয়ুর্ব্বেদের উত্তরকালীন সংগ্রহকারবৃন্দ ও চক্রপাণি প্রভৃতি আচার্য্য নাগার্জ্জুন রসায়নবেত্তা ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" আখ্যায়ও সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন এক ব্যক্তি কি না—তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ কি? যদি এক নাগার্জ্জুন হয়েন, তাহাতে আপত্তিই বা কি? যাহা হউক, আমরা নাগার্জ্জুন নামধেয় গ্রন্থকার-প্রণীত "যোগসার" নামক গ্রন্থে মাধবকর, চক্রপাণি (চক্র) ও বঙ্গসেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি। ইনি আবার কোন্ নাগার্জ্জুন?

প্রমাণ নিবদ্ধ করিয়া কেবল ঐ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজ্ঞাপক নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি, জতুকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে দুর্ল্লভপ্রায় ভেলসংহিতা * দেখিবার সুবিধা পাইয়া তাহাতেও আমরা চক্রপাণির পরিপোষক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতুকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে প্রতিসংস্কৃত হয় নাই, প্রত্যুত বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম গ্রন্থমধ্যে থাকিলেই তাহা প্রতিসংস্কৃত বা অন্যের কৃত, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। † তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুল্লেখ দেখিয়াও গ্রন্থের অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয় না। ‡ অধিকন্তু অগ্নিবেশকৃত সংহিতার, "চরক" ও চরকসংহিতার অংশবিশেষের "দৃঢ়বল" প্রতিসংস্কর্ত্তা, চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুশ্রুতের ঐরূপ কোন প্রতিসংস্কর্ত্তা থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে চরকের ন্যায় তাহারও সমুল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত।

আয়ুর্ব্বেদে ব্রহ্মসংহিতা ও অশ্বিনীকুমারসংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহাঁরা যখন নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তখন যে তাঁহাদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম সংহিতার শ্লোকপরম্পরাও উত্তরকালীন সুশ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রভৃতি

* "অথাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।
তত্র ভেল আত্রেয়মিদমুবাচ। * *
অত্রোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।" * * (শারীরে ভেলসংহিতা)

† "তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।" (চিকিৎসা, চরকে)
"ধান্বন্তরং পিবেৎ সর্পিঃ প্রাজাপত্যমথাপি বা।"
"সুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব বা।
ধান্বন্তরং চাপি ঘৃতং পায়য়েদ্বাতশোণিতম্।" * *
"কিং জন্তস্য গর্ভস্য প্রথমং সংভবতি হস্তং পাদাবিতি * -
ইতি শৌনকঃ।"
"কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি শৌনকঃ।"—(ভেলসংহিতা)

‡ "যস্মিন্ যস্মিন্ বিকারে তু যোগোঽয়ং সংপ্রযুজ্যতে।
তং তং নিহন্তি বৈ রোগং দেবারীন্ কেশবো যথা।"—(ভেলসংহিতা)

প্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতার ইংরাজি অনুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষগ্‌রত্ন মহোদয় সবিচ্ছা-গাদিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে সুদূর তাঞ্জোর রাজকীয় লাইব্রেরীর আদর্শ গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ভেল-হিতার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ভেলসংহিতা দেখিতে পাইয়াছি। এই জন্য বাবুর নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

স্ব স্ব গ্রন্থে সমুদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক এ স্থলে দেখাইতেছি ;—

সুশ্রুতে আছে,—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"—(১৪ অ° সূত্র°)

ভেলসংহিতায়ও দেখিতে পাই ;—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্না মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্‌গর্ভস্য সম্ভবঃ॥"
(১১ অ° সূত্র°)

ভেল ও চরকের পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য্য আছে যে, তাহার সমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর সঙ্কলিত হইয়া পড়ে। এইরূপ ঐক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতার অস্তিত্বই অনুমিত হয়।

"সুভূতি গৌতম" নাম দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি? এইরূপ বলাকে অনুমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই উহা বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান্ অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ন্যায় মহর্ষি ভরদ্বাজেরই অন্যতম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণান্তরে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ;—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ সভিষগ্‌জিতম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"—(২৯ অ° হরিবংশে)

কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান্ ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহা শল্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

এই প্রমাণ দ্বারা আত্রেয়-সংপ্রদায় ও ধন্বন্তরি-সংপ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, চরক, সুশ্রুত বা ভেলে তাহা দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ অনবধানপ্রসূত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে। বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে, সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। আমরা সুশ্রুতের এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তনের দিঙ্‌মাত্র "সুশ্রুতের আদর্শ" * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি।

* সাহিত্যসংহিতা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।

যাহা হউক, ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন কি ?

অষ্টাঙ্গহৃদয়-প্রণেতা বাগ্‌ভট আচার্য্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদে আর্ষ গ্রন্থ ও ঋষিরহস্য" * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না।

বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষির পুত্র ছিলেন। তিনি জননির্ব্বিশেষে সকলকেই নির্ব্বাণ কামনায় বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দ্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি-পথে উপনীত হইয়া পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সংসারের সকল লোকই কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের ন্যায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্ব্বার কালস্রোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের উচ্চতম আদর্শ নির্ম্মল ধর্ম্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুশ্রুত-সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইতেছি, এই প্রবন্ধেও তাহা সম্যক্ সমর্থিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কোথায়ও ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের গন্ধও অনুভূত হয় না ; সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতা যে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রুতর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈদ্য অভিজ্ঞানের অন্যথা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে ? অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার

* প্রভাত, ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২০ সাল।

বাঁশে লিখিত ঠিকুজী*

চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই। তন্ত্র-মতের যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তন্ত্রের এক অঙ্গ-মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষের গণনায় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়। হস্ত-রেখা, কপাল এবং নখ দেখিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে পণ্ডিতগণও বিস্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র দ্বারা গণনা করিয়া তাহার ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুষ্ঠী ও ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া তাহা পারেন নাই। এখনও এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেষ্ট সম্ভ্রম আছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যাকরণ, স্থায় ও স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিকুজী ও কুষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন। ইহা ছাড়া কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হইলে, ঠিকুজী বা কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবার জন্ম যখন লগ্নাচার্য্যকে আহ্বান করা হয়, সেই সঙ্গে দুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্যের গণনার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ভার তাঁহাদের। সুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। ভদ্র লোকদিগের যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্ব্বত্য মগগণও সেই জন্ম আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিদ্রদিগের বাক্স-পেটেরা নাই। তাহারা বংশ-নির্ম্মিত ঘরে বাস করে। সুতরাং সে নিমিত্ত তাহাদের জন্ম বংশে খোদিত ঠিকুজীর প্রথা হইয়াছিল। চারি অঙ্গুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুজী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি হইল। বংশ-খণ্ডখানি হাঁড়ী বা কলসীর মধ্যে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে; আবার গৃহদাহের সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। বংশনির্ম্মিত গৃহে অগ্নিদাহের ভয় অধিক; আবার এক সময়ে ঐ জেলায় গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা এত সুন্দর যে, প্রথমে উহা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে ঠিকুজী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, উহা দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও, না বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্ম্মিত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বলিয়া কাহারও উপলব্ধি হইবে না। এই ঠিকুজীতে জাতকের নাম, তাহার পিতা-মাতার নাম, যে আচার্য্য ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এবং জাতক কোন্ মানে, মাসে, বারে ও লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই ঠিকুজীখানি একটি ধুপী কন্যার এবং ৭১ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহা নিম্নে দিলাম। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোষ্ঠী বা ঠিকুজীতে অঙ্ক দ্বারা তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা হয় না। এই অঙ্ক সঙ্কেত দ্বারা লগ্নাচার্য্য অল্প স্থানে অনেক কথা লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটি লৌহশলাকা দ্বারা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদা হইয়াছে। প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র ১৯শ দণ্ড ১০পল গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন্ ধুপীর কন্যা শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা চন্দ্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দস্তখত ২নং শান্তিরাম আচার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেখানে একাধিক শান্তিরাম আচার্য্য ছিলেন এবং শান্তিরাম ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাঁশের উপর খোদেন নাই। বং দং অর্থে বকলম দস্তখত।

"শ্রীহরি স্মরণম্

শকে ১৭৭২ শ্রাবণস্য ২৪ দিবসে ৩ বাসরে কৃষ্ণপক্ষে ১/৪ যস্তিথৌ রাত্র ১৯।১০ গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধোবীর কন্যা ২৬^{২} মিনরাশি মাতা চন্দ্রার গর্ভে শ্রীরাজেশ্বরীর জং পীং ব দা ২ শান্তিরাম।

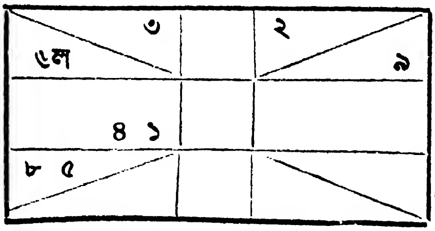

৩	২৫
১৮	৩৪
১২	১৪
৪৭	২৪

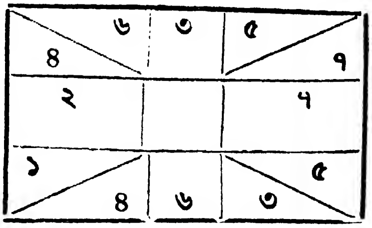

প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন রাশিতে শুক্র (৬) ছিল ; কর্কট রাশিতে বুধ ও রবি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহু ও বৃহস্পতি (৮, ৫), কুম্ভরাশিতে কেতু (৯) এবং মীন রাশিতে চন্দ্র (২) ছিল।

দ্বিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ ন্যায়ভূষণ মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। জাতকের মঙ্গল বারে (৩) জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি কৃষ্ণা তৃতীয়া (১৮) ছিল। ঐ দিবস কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ১২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। ঐ দিনের নক্ষত্র ছিল পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৫) এবং ঐ নক্ষত্রের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জন্ম মাসের ২৪শ তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও একটি ক্ষেত্র ; উহার অর্থ নিম্নে দেওয়া গেল।

মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক্র (৬), মিথুনের অধিপতি বুধ (৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্যার অধিপতি বুধ (৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি (৫), মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)।

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখান হইতেও চারি জন পার্ষদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা (১) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (২) শ্রীল বাসুদেব দত্ত, (৩) শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র। এই মহাত্মগণের সম্বন্ধে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় লিখিয়াছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য শ্রীল বিদ্যানিধির বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসস্থান ছনহরায় গিয়াছিলাম। বিদ্যানিধিবংশীয়গণ সকলেই বিদ্বান্। তাঁহা হইতে বর্ত্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থভাণ্ডারে অনেক হাতে লেখা পুথি, তালপাতায়, শোলায় ও কাগজে লেখা আছে। ঐ সকল দেখিতে দেখিতে একখানা তালপাতায় পুথি পাইয়াছিলাম। পুথিখানি বহু কাল পূর্ব্বে কেহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু লিখেন নাই। ইহা দেখিলে কি প্রণালীতে পূর্ব্বে তালপাতায় পুথি প্রস্তুত হইত, তাহা বুঝা যাইবে; সেই জন্য বিদ্যানিধিবংশীয় পূজনীয় শ্রীল হরকুমার স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে লইয়া ইহা পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতায় পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, পাতাগুলি প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর মহিষের রক্তদ্বারা এক প্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া উহা লেখা হইত।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন বিগ্রহ

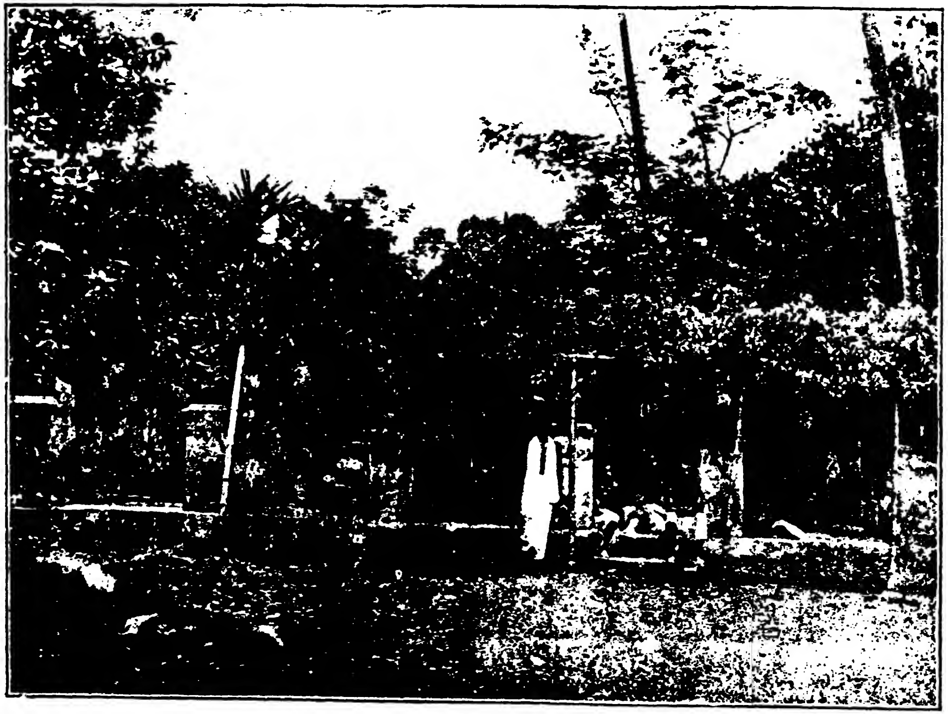

পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের সমাধি-বেদী ও মাধবী-কুঞ্জ

পানিহাটী—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব ক্ষেত্র

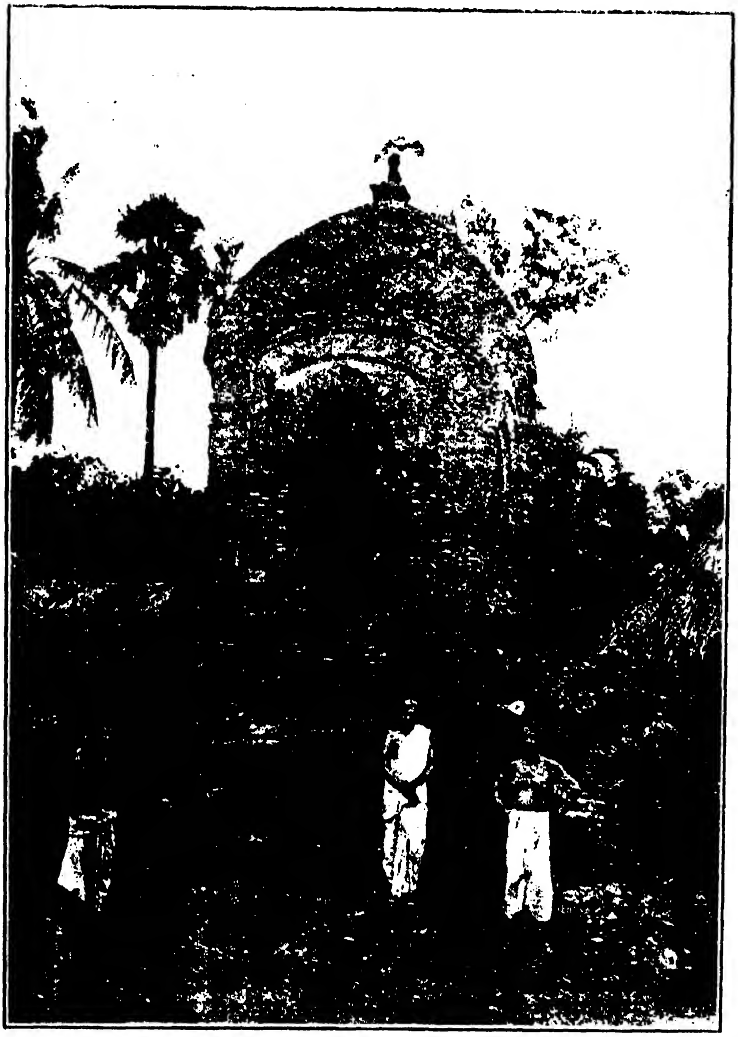

পানিহাটী—মদনমোহনের দোলমঞ্চ

দশম মাসিক অধিবেশন

৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, অপরাহ্ণ ৬।০টা

আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি,—(ক) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (খ) কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, (গ) সদস্য-নির্ব্বাচন। ২। মেদিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) বীরভূম চাঁদপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার-প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (খ) মুর্শিদাবাদ ঝিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-প্রমুখ ব্যক্তি-গণের প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (গ) বীরভূম সোণারকুণ্ডুনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস-প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত হস্তিমূর্ত্তি। ৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "গুপ্তবলভী-সংবৎ"। ৫। শোকপ্রকাশ,—অমুজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
" নবকৃষ্ণ রায় মীরাট)
" নিবারণ চন্দ্র ঘ
" শশধর বিদ্যাভূষণ (যশোহর)
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
" মিঃ; পি এন্ দত্ত
" মধুসূদন দাস মোহান্ত (বর্দ্ধমান)
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" বলাইচাঁদ মল্লিক
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত
" আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
" কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
" জানকীনাথ গুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" সত্যেন্দ্রনাথ রায়
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" সুরেন্দ্রনাথ সরকার
" কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত
" মন্মথনাথ রায়
" ননীগোপাল রায়
" বামাচরণ মজুমদার
" বসন্তরঞ্জন রায়
" অমৃতলাল দত্ত
" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
" সুরেন্দ্রনাথ রায়
" খগেন্দ্রনাথ বসু
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" গিরিজাকুমার বসু
" কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (হেতমপুর)
" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ প্রভাসনাথ পাল
" জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" কামিনীকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
" তারকনাথ ভট্টাচার্য্য
" অমৃতগোপাল বসু
" বিধুভূষণ দত্ত
" বিধুভূষণ সেন
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভুবনমোহন রায়
" মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
" ললিতমোহন দাশগুপ্ত
" অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
} সহকারী সম্পাদক।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচন্দ্রনাথ কবিরত্ন সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাশীনগর, যশোহর।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, কাশীনগর, যশোহর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৬৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅবনীকুমার সেন এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, চিকান্দী, ফরিদপুর।
,,	,,	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ৩ ভালুকপাড়া লেন।
,,	,,	ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সাহা পাবনা।
শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	মৌলবী নসরৎ আলী সব্‌ ডেপুটী কালেক্টর, ফরিদপুর।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	,,	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী ৩৩ ঘোষের লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত কলিকাতা বজেট আফিস, ১০ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান।
,,	,,	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া।
,,	,,	রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ২৬ প্যাসিফ ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	,,	শ্রীভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস সোনারকুণ্ড, বীরভূম।
,,	,,	শ্রীকন্দর্পনারায়ণ মজুমদার চাঁদপাড়া, বীরভূম।
,,	,,	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী খুলনাবাজার, খুলনা।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ সেন ৩এ হরিমোহন বসুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	কবিরাজ শ্রীহরপ্রসাদ মজুমদার ১১ হরিমোহন বসুর লেন।
"	"	কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রলাল সেন কবিরত্ন ১৫৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহারাণচন্দ্র দে রসিকপুর, দুমকা।
"	"	শ্রীযদুনাথ দে বরহি, রাজনগর পোঃ, দ্বারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক হেডমাষ্টার, যুগবাড়িয়া ডে নাইট স্কুল। সোদপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সাতক্ষীরা, খুলনা।
"	"	শ্রীঅমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় Dyer's Solan Brewery, P. O. (K. S. Ry.)
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম্ এস্ সি, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড, বালীগঞ্জ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	ডাঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার এল্ এম্ এস্ ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার শর্ম্মা	ঈশ্বরের স্বরূপ।
" কুলদাচরণ সরকার	নবীনা।
" কিরণচাঁদ দরবেশ	সঙ্গীত-সুধা।
" মোহিনীমোহন বসু	মায়ের আহ্বান।
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ধূলিকণা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	চন্দ্রকলা নাটক, দ্রৌপদী হরণ, পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ-সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুসুম, জুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, শান্তিকানন, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের জীবনচরিত।
" অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আহুতি।
" সতীশচন্দ্র সরকার	শান্তি।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতাপাঠ,
	রেখাক্ষরবর্ণমালা (১ম খণ্ড)
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ
Supdt. Govt Printing India,	(1) Publication of the Department of Education 1911—14.
" Govt Press, Madras,	(2) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Oriental M S Library Madras, Vol. 18.
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot	(3) Annual Report of the Expert Officers of the Department of Agriculture, Bengal. For the year ending June 1914.
Asst. Secy, Marine Depot.	(4) Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta & Chittagong.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Resolution on the Working of the District Boards in Bengal, during 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	(6) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, for March 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	(7) Brahma Dharma.
	(8) Arther Blanc.
	(9) Popular Mineralogy.
	(10) Rudiments of Vegetable Physiology.
	(11) Stray Thoughts of Spiritualism.

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বীরভূমে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি ও হস্তিমূর্ত্তি, মুরশিদাবাদে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—মূর্ত্তিগুলি শিল্পকার্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। বরাহ-মূর্ত্তির হিরণ্যাখ্য দৈত্য অর্দ্ধনাগ-মূর্ত্তিতে প্রস্তুত। যাঁহারা এই সকল মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ জানান হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গুপ্তবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবু গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানতা সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার সমালোচনা করা যায় না। তবে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহাতে যেরূপ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—এত সংগ্রহ যে প্রবন্ধে আছে, তাহা না পড়িয়া কিছু বলা যায় না। অতএব আমিও অমূল্য বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে যথাক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মীরাট-শাখা, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখা বলিয়া গণ্য করা হইল। এই তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি শাখা স্থাপিত হইল।

মীরাটের শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—মীরাট-শাখার সহকারী সভাপতিরূপে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা সেখানে যে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী আছি, সকলে মিলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সাহায্যে সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব ও দোল করিয়া থাকি। বীণা লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ আহ্লাদের জন্য সেইখানে একটি থিয়েটারও করিয়াছি। এখন আমরা সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারিব। আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন এবং তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে অম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসের ৬ই তারিখে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরে 'নন্দিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে তাঁহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য সেখানকার গ্রামবাসীরা একটি স্মৃতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় স্মৃতিসমিতি শেষে একপরামর্শ হইয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবির স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেন, কলিকাতা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

এই দিন সভাগৃহে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সেনহাটীনিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। (দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া হইল)।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে এখানকার ও সেনহাটীর স্মৃতিসমিতির যে কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর সেনহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন, মুন্সী শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্নে গ্রামে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনহাটী-বাসিগণের নিকট সাহায্য লইয়া ভৈরবের কূলে মজুমদার-কবির বসতবাটীর সীমানায় একটি

স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে—১০´×১০´×১½´ খোয়া ইত্যাদি ও ১০´×১০´×১´ গাঁথনি=১০ ফিট্ দীর্ঘ, ১০ ফিট্ প্রস্থ ও ২½ ফিট্ উচ্চ ভিত্তির উপর ৭½´×৭½´×১´ পরিমিত একটি ও তাহার উপর ৫´×৫´×১´ পরিমিত একটি ইষ্টক-বেদিকা প্রস্তুত করা হয়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্য্যেই খরচ হইয়া যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ সনের ৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়;—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া)
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।
৪। ,, ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ।
৫। ,, ,, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। ,, ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।
৭। ,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক, বঙ্গদর্শন)।
৮। কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—সম্পাদক।
৯। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্।
১০। মৌলবী মঞ্জুরান হাফেজ সাহেব (নড়াইল)।
১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।
১২। ডাক্তার ,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি।
১৩। কবিরাজ ,, যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি।
১৪। ,, ,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন।
১৫। ,, চিত্তসুখ সান্ন্যাল বি ই।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ তারিখে স্মৃতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাটী-বাসিগণের সহিত একযোগে (১) পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটী গ্রামে স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন—এই দুই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। স্বর্গগত ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৈল-চিত্রের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সমিতি সেনহাটীবাসিগণ কর্ত্তৃক আরব্ধ ভিত্তির উপর মর্ম্মর-মণ্ডিত স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন। এই ভাবে ১৩২১ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। অতঃপর ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করেন।

আমি ১৩২১ সনের আশ্বিন মাসে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিবার আশায় সেনহাটী গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হই। পরিষৎকে কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে না দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্ এ প্রমুখ সেনহাটীর কয়েকটি যুবক নিজেরাই যে কোনও প্রকারে স্তম্ভ শেষ করিবার মতলব করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়া যাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া ফেলিলে ভাল হইবে—ইহা লইয়া গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু চারি দিক্ হইতেই উদ্যোগী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দেশের দুরবস্থায় আমাদিগকে কিছু দিনের জন্য বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও ঐ প্রকার অনুরোধ কার্য্যতঃ সঙ্গত বিবেচনা করি, অথচ ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কার্য্য করিতে থাকি। এই ভাবে এই আট মাস কাটিয়া গেল। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন। আমার কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া যেরূপেই হউক, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ আমরা এই পরিষৎ মন্দিরে কবিবরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়া স্মৃতিস্থাপনা-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি। যাঁহার প্রদত্ত অর্থে এই তৈলচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া আজ সেই শৈলেশচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখনও স্তম্ভ নির্ম্মাণ-কার্য্য বাকী রহিয়াছে। আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্দ্ধমূর্ত্তি সংস্করণ ও তাঁহার নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তি ও স্তম্ভের যে নক্সা ও জায় পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০৬৲ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধু স্তম্ভে সর্ব্ব সমেত ৬০০৲ টাকা খরচ হইবে। কাজেই এই কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ২০০০৲ দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটী গ্রাম হইতে এ পর্য্যন্ত ১২২৲ টাকা আদায় হইয়াছে; তাহার ১০৮৲ ব্যয় হইয়াছে ও ১৪৲ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২॥ পাইয়াছি, উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপার খরচ, কাগজ, খাতার খরচ ইত্যাদিতে ২৬।/১০ আজ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬৵১০ আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই কার্য্যে তাঁহারাই সাহায্য করিবেন; আমি তাঁহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহায়তা ব্যতীত আমাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমরা চাঁদা আদায়ের নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে হইবে। এই সাত কোটী নরনারীর বঙ্গদেশে কবির স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ২০০০৲ টাকা

সংগ্রহ করা একটা বেশী কিছুই নয়। আশা ও প্রার্থনা করি, মহাশয়গণ মুক্তহস্ত হইয়া এই প্রার্থিত কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিবেন না।

অতঃপর আশুবাবু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

আজ আমরা সকলে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি; কিন্তু যিনি নিজে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে এই তৈলচিত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ দুঃখ—এ অভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। অগ্রজপ্রতিম শৈলেশচন্দ্র কবিবরের স্মৃতিস্থাপন-কার্য্যে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার স্বর্গগত শান্ত আত্মা আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করতঃ আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি। তার পর যিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্মৃতি-সমিতির অন্যতম উদ্যোগী সদস্য সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতির নিমিত্তও আমার মনে একটা অভাব বোধ হইতেছে। তিনি আমেরিকায় আছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে "সদ্ভাবশতক" প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে সদ্ভাবশতক পাঠ করেন। আজিও ঐ গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে—এ কথা তিনি অস্বীকার করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোক নাই, যিনি সদ্ভাবশতকের নীতি দ্বারা নৈতিক বল লাভ না করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহায্য না পাইয়াছেন। আজিও অর্দ্ধাধিক বঙ্গবাসী কথায় কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা আদর্শস্বরূপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। স্মৃতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা মনে জাগে, তাঁহার বড় দুঃখের উক্তি—"সত্যই আমরা সেই জাতি, যাহারা চিতায় দেয় মঠ"—"থাকিতে দিলাম না এক কই, মরিলে দিব সাত কই"—"থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে কবির দানসাগর"; কথাগুলি বড়ই মূল্যবান্। মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় অপূর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এ সকল স্মৃতির দাহন সহস্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয়া রাখা যায় না। তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার জন্য এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একটা মহৎ আদর্শের ও দেশমাহাত্ম্যের গৌরব-স্মৃতি রক্ষণের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের মহাত্মাগণের স্মৃতি রক্ষা

করিতেই হয়। বর্ত্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মূল্য বহন করে। তাই আমরা স্মৃতিস্থাপনের পক্ষপাতী। নতুবা কবির স্মৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়া যান, তাহার নিমিত্ত অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক কবিবরের জীবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। তিনি নিজেও "রা সের ইতিবৃত্ত" অর্থাৎ রামচন্দ্র দাসের (কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম) জীবনচরিত নাম দিয়া প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত আপন জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সময় অভাবে আজ তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ আলোচনা না করিলেও বিশেষ কোনও দোষ হইবে না। যাঁহারা কবিবরকে না জানেন, তাঁহারা উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। ১২৪৪।৪৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে তদানীন্তন যশোহর (বর্ত্তমান খুলনা) জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ২৯শে পৌষ তারিখে উনসপ্ততিবর্ষ বয়সে জ্বর রোগে সেনহাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে যশোহর জেলা মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মস্থান, সেই যশোহর জেলা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে পবিত্রিত। যশোহর প্রাচীনকাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত। আজিও কবি মানকুমারী যশোহরের কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন। সেনহাটী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভার উর্ব্বর ক্ষেত্র বলিতে পারা যায়। কাব্যকুঞ্জ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এই গ্রামের "বালকবন্ধু" ও "সখা"-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণকে মনে পড়ে। প্রমদাচরণের প্রতিভা ও সাহিত্য-সাধনার বলে "সখা" বঙ্গের বালক-জীবনে কত কার্য্য করিয়াছে, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। "সখা" মরিয়া যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বালকদের ভাগ্যে আর তেমন "সখা" আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই। অল্প বয়সে লোকান্তরিত না হইলে প্রমদাচরণের দ্বারা বঙ্গভাষা অনেক রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য ৺ত্রিগুণাচরণ সেন, স্বর্গীয় পণ্ডিতরত্ন হরিনাথ বেদান্তবাগীশ ও পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু এই সেনহাটী গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের কবি-প্রতিভা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের গভীর গবেষণাপূর্ণ কঠোর সাহিত্য-সাধনার কথা মনে পড়ে। ইহাঁদেরই সহিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। "সখা"র পরে "সাথী" তাহার স্থান অধিকার করে। এই "সাথী" বর্ত্তমান সভায় উপস্থিত ভুবনমোহনের সম্পত্তি। "সখা ও সাথী" কিছু দিন একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর উহাদের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্মৃতস্বরূপ "সখাপ্রেস" ও ভুবনমোহন সাথীর স্মৃতস্বরূপ "সাথীপ্রেস" সংরক্ষিত করেন। এখনও ঐ দুইটি প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা সখা ও সাথীর এবং তৎসহ সেনহাটীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাঁদের পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদের বাল্যকালেও আমরা কয়েক জন সাহিত্য-রসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আমরা পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষার নিমিত্ত হাতে লিখিয়া ভাই-বোন, একতা, স্রোত প্রভৃতি নামের মাসিক পত্রিকা চালাইতাম। ভাই-বোন্ ও একতা ছাপাও হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়া উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু ৺সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই "মুকুল" নামে একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরবর্ত্তিগণের মধ্যেও কয়েক জনকে আবার এই রসাস্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত "নন্দিনী"তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজিৎকুমার, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মুন্সী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্পাদি লিখিয়া থাকে।

এই কবিত্বস্মৃতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটীতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুসুম তরুতলের অদূরে আমরা বাঙ্গালী জাতির প্রাণস্বরূপ বঙ্গের দ্বিতীয় স্বভাব-কবি (প্রথম ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসক্ত, আজীবন সতত ধ্যানামগ্নমনা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা তাহারই আনুসঙ্গিক কার্য্যমাত্র।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীতে আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমার আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাবান্ উপস্থিত সুধীগণ তদ্বিষয়ে সমালোচনা করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না—আমাদের বর্ত্তমান সমস্যায় জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মূল্যবান্ অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের পর্ণ-কুটীরের খাঁটী স্বদেশী কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্যান্য সুফী কবিগণের অনুকরণ অনুসরণে বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যানীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন; তাই সাধারণ অনভিজ্ঞগণ তাঁহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। বাহিরেও তিনি সর্ব্বপ্রকার অপ্রার্থিতের অত্যাচার হইতে স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা-বর্জ্জিত ছিলেন—তাঁহার লেখনীও জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—

"হে বিলাসী ভোগসুখ-অভিলাষী নর,
ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর?
পরিণাম ভস্ম অঙ্গে কেন বিলেপন,
কেন বেশ-ভূষা তার সৌষ্ঠব সাধন?

কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহুগ্রস্ত হয়।"

বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জ্জন না করিলে আমরা কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়া দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

তার পর কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। যাতনার নিষ্পেষণে ধৈর্য্যচুতি হইবার সম্ভাবনা। কর্ম্মী! ঐ শুন, তোমার উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

তার পর স্বকার্য্য সাধিতে যদি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। কর্ম্মী! তাই তোমার জাতীয় জীবনের স্বভাব-কবি উন্মত্ত আবেগে বলিতেছেন,—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
*　　*　　*　　*
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে তোমায় করিব আলিঙ্গন।"

এইরূপ কত কি বলিব? সদ্ভাবশতকের প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে পরিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অল্প দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একাধারে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনতা, অনাড়ম্বর, পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহ্য বাহ্যিক যাতনায় চিত্তের প্রসন্নতা ও ঈশ্বরাসক্তি, সর্ব্বজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, সময়ের মূল্যজ্ঞান বোধ হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ মহাপুরুষ যে দেশে জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন্য হয়। দুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সকলে পাগল জ্ঞান করিয়া যে জ্ঞানে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। এখন তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইতেছে। পল্লীগ্রামে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় অনাদরে অনশনে অজ্ঞাতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবস্থান্তরের মধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মপ্রকাশ করিবার বাসনা তাঁহার থাকিলে, তিনি বোধ হয়, অনেকের উপরে আসন পাইতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সদ্ভাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈবল্যতত্ত্ব—এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তদ্ব্যতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, (৬) রাবণবধ নাটক, (৭) সৎপ্রেক্ষণ (দৃশ্যকাব্য), (৮) সংস্কৃত গদ্য-পদ্য স্থাপনাবিধি, (৯) অনুবাদিত স্তোত্র, (১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, (১৩) সংস্কৃতে রচিত চম্পুকাব্যম্, (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিকা প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়; নতুবা উহার বিনাশের সহিত বঙ্গের অনেক রত্ন বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী নামক পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমি তাঁহার দ্বৈভাষিকী কয়েক খণ্ড, রা-সের ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ত্ব—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অদ্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা যে কেহ ঐ সকল গ্রন্থ না পড়িয়াছেন, তাঁহারা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই বার ইন্দুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়াই অদ্যকার সংক্ষিপ্ত সভায় আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। আমা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন; তাঁহারা কবিবরের বিষয়ে অনেক নূতন কথা বলিবেন।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেনহাটী আসেন। আমিও ঐ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই। তদবধি সাত বৎসর আমি কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছি। তিনি একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর ন্যায় সরল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত মদ্য পান করিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—কিন্তু সুরা কোনও দিন তাঁহার অন্তর্জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই। তিনি কালীবাড়ী পড়িয়া থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়—মুখে হাসি ও শ্যামাবিষয়ক গান, এই ভাবে দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাঁহাকে ধ্যানস্থ বলিয়া বোধ হইত। আমরা তদবস্থায় কালী-মাতাকে প্রণাম করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। তিনি নিজে রচনা করিয়া প্রায় সময়ই নূতন নূতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়া তাহা লক্ষ্য করিত না। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল গান লুপ্ত হইয়া যাইত। মজুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল না। তখন ঐ সকল গানের মূল্য বুঝিতাম না—বুঝিলে লিখিয়া রাখিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত্ত মজুমদার মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পড়িতাম। তিনি তখন চক্ষে দেখিতেন না। টীকা টীপ্পনী সমেত মুগ্ধবোধ মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-খানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মূল ও টীকা সম্পূর্ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষায়, তেমনি সংস্কৃতে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। ইংরাজী ভাষা তিনি অতি সামান্যই শিখিয়া-

ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগজের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন; কেহই তাহা সংগ্রহ বা গ্রাহ্য করিত না। কলম মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া (মুটকলমা) কাগজখানি একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুঝিতাম না। বুঝিলে ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। শুনিয়াছিলাম, ঐ সময়ে তিনি "নীতিশতক" নামে এক-খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাঁহার ঘর হইতে উহার পাণ্ডুলিপি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তার পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় আদর করিতেন। হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটীর পূর্ব্বে মেঠাই কিনিয়া লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন ও ছাত্রগণকে উহা বিতরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। কন্যার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। বিবাহের চেষ্টার বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি বলিলেন,—"যিনি কন্যা দিয়াছেন—তিনি বিবাহ দিবেন। আমার মাথাব্যথা নাই।" এরূপ লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্তু এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। যে দিন তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ কথা বাহির হইল, তাহার অল্প দিন পরেই একজন আশাতীত সুপাত্র উপযাচক ভাবে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে জীবিত মৎস্য বাড়ী আনা হইয়াছিল। অহিংসা পরমো ধর্ম্মের সাধক তাহা টের পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাকরেরা সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়া বলিল,—নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চৈত্র মাস—ধান দুর্ম্মূল্য। একজন আত্মীয় আসিয়া বলিলেন—"মজুমদার মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, আপনার গোলা হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান পাইলে শোধ দিব।" নিরাপত্তিতে মজুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোলা হইতে যাহা দরকার, নেও। আত্মীয় ইচ্ছামত ধান লইয়া চলিয়া গেলেন। মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—কি খাবেন? যে ধান আছে, তাহাতে কুলাইবে না। দুর্ম্মূল্যের সময় টাকা দিয়া কিনিতে হইবে, পরে সস্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন। বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহারা কাঁঠালের দর বলিল ৵১০; মজুমদার মহাশয় ৵১০ দিলেন। গোপাল ১০ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ইহার উচিত দাম ৵০।' মজুমদার কবি গালাগালি দিয়া বলিলেন,—"তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তোর জিনিষ নিব না।" আর কোনও দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন না। এইরূপ কত কি বলিব? আমাদের কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। তদ্ভিন্ন তিনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। যদি তিনি গুপ্ত না থাকিয়া প্রকাশিত হইতেন—তাহা হইলে জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত একাসনে তাঁহার স্থান হইত। এখন আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।"

এই প্রবন্ধ পাঠের পর আশু বাবু কবির রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পাদিত সংস্কৃত-বাঙ্গালায় দোভাষী মাসিকপত্রের কয়েকখানি সংখ্যা এবং রা-সের ইতিবৃত্ত নামে কবির

স্বলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। কবি রামচন্দ্র দাস—এই গুপ্ত নামে এই জীবন-চরিতখানি লিখিয়া নামের আরও সংক্ষেপ করিয়া রা-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কবির প্রৌঢ়-জীবনের ঘটনা পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

বহু ধন্যবাদ জানাইয়া আশু বাবুর এই সকল দুষ্প্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সভাস্থ অন্য সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

"মালঞ্চ"-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায় তাঁহার সেই সমস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা, খাঁটী বাঙ্গালীর কবিতা। আমার অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব বুঝেন, তাঁহার কবিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন, এমন বহু ব্যক্তি আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বময় জীবনের কথা তাঁহার গ্রামের বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহা কেউ জানে না। কৃষ্ণচন্দ্রের হাব-ভাবে, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকটা পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্দ্রিয় ভাবে বিভোর থাকেন, কাজেই তাঁহাদের পাগল বলা চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাগলামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বদাই তাঁহাকে একটা কোন ভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমরা দূর হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাঁহার কথায় বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবটা বেশ অনুভব করা যাইত। তাঁহার এই পাগল ভাবের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোষ-গুণেরই একটা বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত বুদ্ধিমানেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের ধাতের লোকেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন না বা পারেন না। তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, সাধুতা, দৃঢ়তা এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়া সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত,—তিনি মলিন বস্ত্রে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ঐ বেশে কোথাও যাইতে বিরক্ত হইতেন না। তাঁহাকে পরিস্কার কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পরে না।

২। যশোহর স্কুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। স্কুলের কাছেই বাসা ছিল। খাইতে খাইতে স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিতেছে শুনিয়া সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে পড়াইতে বসিতেন।

৩। তাঁহার মত ছিল, ষোল বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধ্যে পাত্র

পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিতে পারিল না। শেষে অন্য বাড়ীতে গোপনে আয়োজন করিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ করেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই দেখিয়া বিবাহ দিতে বাধ্য হন।

৪। বাজারে গিয়া দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয়া দ্রব্যাদি দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহা লইয়া গিয়া ফেরত দিয়া আসিতেন।

৫। তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, টাকা নাই, দিব না। শিশুর মাতামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই। আমার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের খরচ তারা দিবে কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ যখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা আমার বাড়ীর ভাড়া দিক। এ ভাড়া আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু এমনই তাঁহার সততা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা। আর সেগুলা এইরূপ উৎকট ছিল বলিয়াই লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট অনুভব করিতেন না। তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীটা সর্ব্বপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না।

ভূতপূর্ব্ব সখা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। আমরা যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই পল্লী-কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি এ (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্) মহাশয় বলিলেন,—আমিও তাঁহার জ্ঞাতি, স্বগ্রামবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সকলি বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমরা তাঁহার জ্ঞাতি হইলেও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাটিতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দাঁড়াইলে সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবার তেমনি অতি সহজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। তাঁহার সততায় এবং ধর্ম্মভীরুতায় বাজারে কেহ তাঁহাকে ঠকাইত না। বেশ-ভূষার অভাব তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বের বক্তারা তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও ছাত্র; আমি তাঁহার স্বদেশবাসী। এ জন্য গৌরব অনুভব করি। তাঁহার গ্রামের

৬।৭ মাইল দূরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আসিতেছি। গল্প-প্রবাদের মত তাঁহার চরিত্র-মহিমা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অঞ্চলে তাঁহার কথা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া শুনিতে হয় না। আমরা যখন পড়িতাম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য শিক্ষকেরা তাঁহার কবিতা সজীব করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কবিত্ব খাঁটী বাঙ্গালী পণ্ডিতের কবিত্ব; তিনি সভাপণ্ডিত, দ্বার-পণ্ডিত বা বৈঠকখানার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাঁহার জীবন তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন কবি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সদ্ভাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে ইহাঁর কবিতা পড়িতে ভাল লাগিত। আমরা পড়িতাম, আর আমাদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরা এবং বৃদ্ধেরা অত্যন্ত আদরের সহিত শুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের মুখস্থ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ কবির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কিছুও করা ভাল। এই তৈল-চিত্রখানি আমাদের পরম আদরের বস্তু হইবে। এখন এই পর্য্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বলিলেন,—কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগ বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অভীষ্ট দান করে। আমার বিশ্বাস, কবিবরের কবিতা দ্বারা অনেকে মানুষ হইয়াছেন। এই বৈদ্য কবির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, তাহা নহে, বৈদ্য জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, দেবতার মত মানুষ ছিলেন। এক দিন ট্রেণে তাঁহার সহিত আসিতেছিলাম। গাড়ীতেই জ্বরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। সারা রাস্তা তিনি আমার সেবা করিয়াছিলেন। শেষে আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয়া দুই দিন থাকিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সে যাত্রা আমাকে রোগমুক্ত করেন। সদ্ভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যখন ঢাকায় ছিলেন, সেখানে তাঁহার কথা শুনিয়াছি। আমি তাঁহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্মৃতি কাব্যে আদর। একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবির স্মৃতি রক্ষার্থ আজ আমরা যে এই বিদেশী ভাবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা আমাদের বিদেশী সংস্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই সে চেষ্টা যেন লোপ হইয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলিতে বঙ্গভাষা ধন্য ও গৌরবান্বিত।

মিরাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে—বিশেষতঃ একজন মহাকবির স্মৃতিরক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের—সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্দ্র বাবু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আমারও বাল্য-জীবনে সদ্ভাবশতকের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে মাতৃভূমি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তাঁহাকে কবি বলিয়া পূজা করি। তিনি বৈদ্য কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালার কবি, তিনি সেনহাটীর কবি নহেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ করা উচিত। বহু দূরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদিগকে জানাইতেছি। আমার এ দেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য পরিষৎ দেখা ঘটে না। আমি আজ কৃতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্থযাত্রায় আসিয়া অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। আমরা প্রবাসে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গালী মাতৃভাষার আলোচনার একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। মিরাট সেই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সম্মিলনকে আপনারা সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। আমরা ধন্য হইয়াছি। মিরাটবাসীর পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কয়েকটিমাত্র বাঙ্গালী জীবন ভ্রাতৃস্নেহ হারাইয়া বহু দূরে পড়িয়া আছে, আপনারা আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না। আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা ভুলিয়া থাকিব না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আমাদের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছে। প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার আলোচনা করিতেছেন, কাজেই আর তাঁহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিসভার নিমিত্ত আধ ঘণ্টামাত্র সময় ছিল। তাঁহার ন্যায় কবির কথা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। বালককাল হইতে তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাঁহাকে এমন করিয়া খাটো করিতে পারি না। এখনও যদি কবির সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পারেন। আমি আজ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। সদ্ভাবশতকের কবিকে আমি গুরুর ন্যায় পূজা করি এবং এখনও পূজা করিতেছি। তাঁহার অনেক কবিতা এখনও আমার মুখস্থ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট আরও অনেক কথাই শুনা গেল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন। সেনহাটীরও দুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল হইবেন। ইহার জন্য ঢাক-ঢোল লইয়া ছুটিতে হইবে না। স্মৃতি স্থাপনের এষ্টিমেট মাত্র

দুই হাজার টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার করুণাবাবু এবং কবির এতগুলি কৃতবিদ্য আত্মীয় একত্র চেষ্টা করিলে এই সামান্য টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না। শীঘ্র না হউক, লজ্জার কথা নয়; ধীরে ধীরে উঠাইবার চেষ্টা করা হউক।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—যাঁহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্দ্র আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্যবাদের অতীত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে

বিশেষ অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ, ১৩২১

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার শততম জন্মের দিনে সভা হইতেছে, তাঁহার প্রতি আমার প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হইত। সেরূপ কেহই উপস্থিত না থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

তৎপরে সুকবি, হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়া হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তারিখের পত্র একত্রে প্রাপ্ত হইলাম। টেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একজন বিশেষ

ভাবে অগ্রণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাঁহার শততম জন্মদিনের স্মৃতি সমারোহে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠেয়। এ সভায় যোগদান করা আমি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণনা করি। বঙ্গসাহিত্য টেকচাঁদ ঠাকুরের নিকট যে প্রকার বিশেষভাবে ঋণী, তাহার জন্য ত বটেই, অধিকন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ও সেই সূত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি একটি পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগ্রস্ত। বহু বর্ষ পূর্ব্বে, টেকচাঁদ ঠাকুরের জীবিতকালে, আর একবার অন্য প্রকারের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তখন যে প্রকার স্নেহের সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকচাঁদ ঠাকুর কায়মনোবাক্যে যত্ন ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সুকোমল করস্পর্শে রোগের যন্ত্রণা অপনোদনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা স্মরণ করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্যান্য পথও তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির দ্বারা আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবে দয়া তাঁহার মানসিক বৃত্তির মধ্যে একটি অতি সুকোমল ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা-দোষ-পরিশূন্য হাস্যরস, যাহা প্রাতঃসূর্য্য-চুম্বিত সরসী-লহরীর ন্যায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক হিল্লোলে তরঙ্গায়িত মুক্তাহার গড়াইয়া যায়, এবম্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাঁহার পূর্ব্বে কেহ অবতারণা করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তাঁহার লিখিত পুস্তকে তাহার কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাঁহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে বিশেষভাবে সমর্থ হইত। সামাজিক সভাস্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ সময়োপযোগী হাস্য-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সম্রাট্‌রূপে অধিরাজমান হইতেন। এ সব কথা কিছু বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অনুতাপের বিষয়। সভাক্ষেত্রে আমার অনুপস্থিতি মার্জ্জনা করিবেন ও সেই অনুপস্থিতির কারণ জানিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রদান করিবেন।

বশংবদ

শ্রীবরদাচরণ মিত্র

পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—যাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যের ভাষা গড়িয়া গিয়াছেন, ৺প্যারীচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম লইয়া তিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে স্থিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার শততম জন্মদিন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম জন্মদিনে উৎসব বোধ হয় এই প্রথম। বন্ধুবর হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র

রায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা অদ্য আহূত হইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে সে কালের সাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এ কালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস-রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যপটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতিরূপে পাইয়াছি। তাঁহার দ্বারা সভার কার্য্য বেশ ভালরূপেই চলিবে, এরূপ আশা করিতে পারি।

পিয়ারীচাঁদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন,—৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। এ দিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, প্রেততত্ত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগ ছিল, সকল সমাজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। তাহার ফল তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। আজ পিয়ারীচাঁদের শত বর্ষের জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইহাঁদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে করিলে ভাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইহাঁদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী।

পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বকালের স্বদেশভক্তগণের মধ্যে টেকচাঁদ অন্যতম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্ব্বক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্য কাজের কথা ছাড়িয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা ঘোষিত হইবার সময় আসিয়াছে। আলালের ভাষায় তিনি ঘরের কথা লইয়া দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গালা উপন্যাস সৃষ্টিই তাঁহার মহৎ কার্য্য। তাঁহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহা স্বতন্ত্র। "আলালী" ভাষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তাঁহাকে ditcher বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। বহু বর্ষ পরে ঐ মন্তব্য ব্যর্থ হইয়াছে। আবার পিয়ারীচাঁদ হইতেই স্বদেশীয় ভাবের সূত্রপাত। সেই জন্যই তিনি বরণীয়। তাঁহাতে স্বদেশী স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনিই স্বদেশী সাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য বিদেশী গন্ধভরা। সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীচাঁদের ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আসুন, সকলে মিলিয়া পিয়ারীচাঁদকে স্মরণ করিয়া বলি,—"তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ ৺পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাঠ করিলেন,—

'সাগর'-সম্ভূত রত্নে ভূষিত যে বেশ,
হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার,
কল্পনা-কাননে তাই করিয়া প্রবেশ,
গাঁথিলে স্বভাব-জাত কুসুমের হার।
জননীর পদাম্বুজে করিলে প্রদান,
'মধুরে মধুর' হ'ল অপূর্ব্ব মিলন,
হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত প্রাণ
সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ।
রত্ন সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল
একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায়
তব পরে হ'য়েছিল সাধনা সফল
অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায়
প্রণমি পিয়ারীচাঁদ বঙ্গের দুলাল,
তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল।

(নায়ক—৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল)

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—টেকচাঁদ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শত বর্ষ পরে ১৯১৪ সালে জন্মাইলে, তিনি অত বড় হইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমতে, আচর ব্যবহারে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৺রাজনারায়ণ বসুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিয়ারীচাঁদ ভাসেন নাই। বিদেশী ভাব তাঁহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। তাঁহার ১৮৮১ সালে মুদ্রিত on the soul নামক পুস্তিকার ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ বৎসর কাল প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও প্রেততত্ত্বের শিক্ষা এক। মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীচাঁদের প্রেততত্ত্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়ান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে mysticismএর আলোচনায় পিয়ারীচাঁদের সত্যই সত্য বলিয়া দাঁড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটের সম্বর্দ্ধনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিন্দু-ত্বের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তাঁহার অনুকরণ করা যেমন মঙ্গল-কর, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত।

এই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের নির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বলিলেন,—আজ পিয়ারীচাঁদের শততম জন্মোৎসব। সে

কালে আশীর্ব্বাদ ছিল, "স জীবে শরদঃ শতং" পিয়ারীচাঁদ ঐহিক জীবনে শত শরৎ জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্ত্তি-জীবনে তাঁহার আয়ু বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, কারণ, আমরা আলালের ঘরের দুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি। হীরেন্দ্রবাবু বহু শাস্ত্রবিৎ বলিয়া যে দিক্‌টা ধরিয়া পিয়ারীচাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, সেটা অতি উচ্চ দিক্। পিয়ারীচাঁদ নানা দিকে যথেষ্ট কাজ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ৺বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়-কুমার ভাবগুলিকে সংস্কৃত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেন, আর পিয়ারীচাঁদ সকল সময় পোষাক পরিয়া কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ভাষার তুলনায় বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্কিমের ভাষা, আলালী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হয়। আলালী ভাষার কাছে অন্তকার সভাপতি মহাশয়েরও ঋণ, বোধ হয়, বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশী। বিদ্যাসাগরী ভাষা আর আলালী ভাষা যেন আমাদের ভাষাজননীর দুই হাতের দুই বাইশখ। মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ কম-বেশী নহে। চাঁদকে চন্দ্র বলিয়া ডাকিলে সাড়া পাওয়া দুষ্কর। আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত অবূঢ়ান্ন ও আয়ুর্বৃদ্ধান্ন হওয়ার জিনিষটাকে চেনা দায়। অবূঢ়ান্ন তবু কতক পদে আছে। আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীচাঁদ মোটা অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরাইয়া ভাষা-জননীকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য-পরিষৎ এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন। মৃত সাহিত্যিকগণের স্মরণ-দিনগুলির প্রতি পরিষদে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইহার কিছু পূর্ব্বে মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আসিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদের সকল দিকের গুণাবলী স্মরণ করিলে, তাঁহাকে মহর্ষি বলিতে পারা যায়। আজ কায়স্থ মহর্ষির জন্মোৎসব-সভায় কায়স্থ সভাপতি হইয়াছেন, কায়স্থ বিদ্বানেরা ভাবব্যাখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কায়স্থ বলিয়া বড় গৌরব অনুভব করিতেছি। আমরা জীবিতের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি না। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইতে আমরা বড়ই ব্যস্ত। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃতাহে সভাসমিতি অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। মৃত মহাত্মাদিগকে স্মরণ করিবার জন্ম নূতন পথ খুলিয়া দেওয়ায় পরিষৎকে ধন্যবাদ করিতে হয়। এমন উৎসব হয়ও কম, হইবেও কম। কিন্তু এই উৎসবের একটি স্বতন্ত্র গাম্ভীর্য্য আছে। ৺পিয়ারীচাঁদ আমাদের আত্মীয়। তাঁহাকে বিশেষভাবে আমরা জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির সহিত তুলনায় তাঁহার কাজের কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হয়। আবার কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীচাঁদ Colasworthy grant

সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণা ছিল, মদ না খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড়লোক হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের জন্য তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভা প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পিয়ারীচাঁদের সমাজ সংস্কারের কশাঘাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের দুলাল ছাপা হইবার পর হইতে ক্রমশঃ দুলালেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজেদের ঘরে দুলালী করেন মাত্র, কিন্তু আলালেরা একবারে লোপ পাইয়াছেন। তাঁহার পর ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাঘাত করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদ আমাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনেক কথা জানা শুনা আছে : পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়াছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাঁটি, সেই ত মানুষ। এই কথার জীবন্ত উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারীচাঁদ মিত্রে। এই বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু পিয়ারীচাঁদের ন্যায়পরতা, সততা, ভদ্রতা, দয়া, মমতা, ভৃত্য-বৎসলতা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্গুণ সম্বন্ধে কতগুলি গল্প শুনাইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—এত ক্ষণ যিনিই যত কথা বলিলেন, তিনি পিয়ারীচাঁদের কথাই বলিলেন, টেকচাঁদের কথা বলা ঠিক হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল একটা বেদী। এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হইয়াছে—যাহার ফলে আজ বাঙ্গালার রত্ন ধরে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গলার কেতাবগুলি দেখিয়া তখনকার চীফ জষ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন—'কথায় কথায় ভাষা না শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা'। আলালের ঘরের দুলালের ভাবটা Fielding থেকে লওয়া। সমাজপতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাঁহার সবটাই স্বদেশী ছিল, তাহা নয়, তাঁহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিদ্যাসাগরী দল বলেন, পূর্ব্বে ভাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, উদাহরণ—'কবিকঙ্কণ', 'মনসামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রে প্রাদেশিকতা কম, তাই সেটা বেশী চলে। মালদহ থেকে শ্রীহট্ট, ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সমানে চলিবে, এমন ভাষাই আবশ্যক। 'বোধোদয়', 'কথামালা' সমস্ত স্কুলে না চলিলে শ্রীহট্টের ভাষা যে আমাদের সঙ্গে এক, কেহ তাহা বলিত না। নানা প্রদেশের ভাষার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বঙ্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বঙ্কিমের মনীষা একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছিল। পিয়ারীচাঁদের আর সব কাজ চাপা পড়িয়া যাইলেও তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন টেকচাঁদরূপে। টেকচাঁদের সাহিত্যের ধরণটা দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, ইহা আমারও অনুরোধ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদকে শেষজীবনে প্রেততত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাঁহাদের সিঁথির বৈঠকে আসন কাঁপিত, এলাচ,

সন্দেশ আসিত, আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম। পিয়ারীচাঁদের নানা কাজ সময়ে লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, তাঁহার আলালের ঘরের দুলালকে কেহ কখনও ভুলিবে না। উহা সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল, সেটা স্থায়ী। 'আলালের' পূর্ব্বে ভাষা-জননী কেতাবের পাতায় পাতায় বদ্ধ থাকিতেন; অভিধান, ব্যাকরণ ভিন্ন তাহা খুলা যাইত না, পিয়ারীচাঁদ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাস করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাঁহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ও বঙ্কিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটী চাটগেঁয়ের ন্যায় কলিকাতার ভাষায় প্রাদেশিকতাটুকুও বর্জ্জনের সময় আসিয়াছে, এ কথাও আমি অবশ্য বলিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের দেশের লোক সম্বর্দ্ধনা করে না—তা না করুক, করিবে, যখন জাগিবে, তখন করিবে। আমরা যত দিন বাঁচিয়া থাকি, তত দিন মতামত, দলাদলি আর স্বার্থ লইয়া ঝগড়া করিতেই দিন যায়। কে কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। মরিয়া গেলে তাহার কাজগুলা, কথাগুলা কুড়াইয়া আনিয়া দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি রত্ন আছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক রকম সাদাসিদে সভ্যতা ছিল,—আমরা দাসীকে ঝি বলি, কন্যা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্তু কখন বেয়ারা, খানসামা, নওকর, বান্দা প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব অনুভব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আমাদের টেঁকের জিনিস, টেঁকেই টাকা, আর টাকাই চাঁদ, টেকচাঁদ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধু ভাষা শিখাইতে গিয়া আদর করিয়া ছেলেদের মাথা খাইতেছি। পিয়ারীচাঁদ যে আদর্শভাষা গড়িব বলিয়া তাল ঠুকিয়া একটা কিছু করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বৈঠকী ভাষায় একটা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইহাই তিনি বুঝিতেন। পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে যে, আমার আর নূতন বলিবার কিছু নাই। এ রকম স্মৃতি-স্মরণীয় ব্যক্তির কীর্ত্তিকথা, রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় গল্পের মত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ান হয়। আজ নূতন ধরণের অনুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷৵৹ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২৷৷৹, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—**বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।**

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে ?—যিনি স্বীয় আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য কেশরঞ্জন-পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন। ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে, এরূপ নহে—মুখের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। "কেশরঞ্জন" শুধু বিলাসভোগের উপকরণ নহে,—মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মশুলাদি ।৵৹ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৷৷৵৹ এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি।

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি। যখন ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখর বেগ দমন করিতে না পারিয়া, আপনি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশে দুশ্চিকিৎস্য উপদংশ-বিষ আপনার সুস্থ দেহে সঞ্চারিত করেন, তখনই আপনার প্রথম ভ্রম ঘটে। তার পর যখন আপনি লজ্জাবশে রোগটী চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কিম্বা বিরুদ্ধ-চিকিৎসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তখন আপনি দ্বিতীয় ভ্রমে পতিত হন। উপদংশ রোগ অতি ভীষণ। অনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসায় ইহা কখনও আরাম হয় না। শরীরমধ্যস্থ বিষ উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে বিদূরিত করিতে হয়। বাজারের অনেক ঔষধে পারদ-ঘটিত উপাদান থাকে। এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা অতি বিপজ্জনক। ইহাতে আবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়া, স্ফোটক, সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক দুর্ব্বলতা, মৃদু-জ্বর, অনিদ্রা, অক্ষুধা, মনের বিমর্ষভাব প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গ আনয়ন করে। যদি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্রতিকারক ঔষধ "অমৃতবল্লী-কষায়" সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই ভীষণ উপদংশের কবল হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

মূল্য প্রতি শিশি—১৷৷৹ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি—৷৷৵৹ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

ঢাকার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাব্বিশখানি মনোরম চিত্র-সম্বলিত

এবং

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। "সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" ও "প্রাচীন বঙ্গের শাসন-তন্ত্র" এই দুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২॥০ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড অতি অল্প সংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট আছে।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও

অশ্বান

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১॥০ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্‌সার পেপেয়িন্‌"

যাঁহাদের পেপ্‌সিন্‌ ওয়াইন্‌ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড্‌ কলিকাতা

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ!

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

মূল্যে সুলভ,

গুণে, সৌরভে

ও

স্থায়িত্বে

অতুলনীয়

—•—

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১৸০
বকুল	"	"	...	৸৶০
জেসমিন (যুঁই)	"	"	...	৸৶০
খস	"	"	...	৸৶০
গোলাপ	"	"	...	।৴০

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"কৌস্তভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Re~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য অধিকাংশ স্থলে 'অর্দ্ধেক' ও 'সিকি' করিয়া দেওয়া হইল।

		সাধারণপক্ষে পূর্ব্বমূল্য	সাধারণপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য	সদস্যপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১৲	॥০	।০
২।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	১॥০	৸০	।৵০
৩।	ছুটিখানের মহাভারত	১৲	॥০	।০
৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	।৵০	৶০	৴১০
৫।	কাশীপরিক্রমা	৸০	।৵০	৶০
৬।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৶০	৵০	৴০
৭।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	।০	৵০	৴০
৮।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৲	॥০	।০
৯।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৵০	৴০	৩১০
১০।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৲	৩৲	২॥০
১১।	শতপথ-ব্রাহ্মণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৫॥০	২৸০	১।৵০
১২।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৩।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)	।৵০	৶০	৴১০
১৫।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	২॥০	১।০	॥৵০
১৬।	বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)	১।০	॥৵০	।৴০
১৭।	বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩ খণ্ড) শব্দকোষ	৪॥০	২।০	১৵০
১৮।	মহিলা-ব্রতকথা	।৵০	৶০	৵০
১৯।	কল্কিপুরাণ	১।০	॥৵০	।৴০
২০।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৲	॥০	।০

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

মকরধ্বজ আরক

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর প্লীহা এবং যকৃৎ রোগের কুইনাইন বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ। ইহাতে যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়।

ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছরা এবং মকরধ্বজ হইতে প্রস্তুত।
তিন শিশি মকরধ্বজ আরক সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য।
১ এক শিশির মূল্য ॥০ আট আনা।
৩ তিন শিশির মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা ঃ—
ম্যানেজার, মকরধ্বজ আরক কার্য্যালয়।
২০বি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, পোঃ বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

২। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

৩। **গৌরপদতরঙ্গিণী**—সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে।

PROF. MACDONELL, (Oxford), Author of a History of Sanskrit Literature:—"It treats of many interesting topics . . . Much attention to bibliography and references."

5. The Folk Element in **Hindu Culture—A Contribution to Socio-religious Studies** in **Hindu Folk-Institutions.** (LONGMANS). with the assistance of H. K. Rakshit, B. A. (Wisconsin).

6. Lecture-Notes for **University Students:—**

(*a*)	Economics (General and Historical) - -	2s 4d.
(*b*)	Constitutions of Seven Modern States - -	1s.
(*c*)	Introduction to Political Science - -	1s
(*d*)	History of Ancient Europe - - -	1s
(*e*)	History of Mediæval Europe - - -	2s8d.
(*f*)	History of English Literature - - -	2s8d.

Opinion of Principal Seal, King George V. Professor of Philosophy (Calcutta University): "Show wide knowledge of the subject matter and are evidently the outcome of a mind, trained in habits of clear, patient, and accurate thinking."

To be had of

1. Messrs Longmans, Green & Co., London, New York, Calcutta, Bombay, Madras.
2. Maruzen & Co., Tokyo, Japan.
3. Kelly and walsh, Shanghai, China.
4. Chuckervertty Chatterjee & Co., Calcutta, India.
5. Panini Office, Allahabad, India.
6. Luzac & Co., London.

THE

Foundations of Indian Economics

BY

Prof. RADHA KAMAL MOOKERJI M. A., P. R. S.

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা। Professor Patrick Geddes লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। সুবৃহৎ সচিত্র পুস্তক। বিলাতে ছাপা হইতেছে ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

Publishers :—LONGMANS, GREEN & Co.

BOMBAY, CALCUTTA AND MADRAS

LONDON, NEW YORK AND CHICAGO.

বঙ্গসাহিত্যের চিন্তাশীল লেখক

শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ

প্রণীত বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী

১। **শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা**—মূল্য ।৵০ আনা।

২। **ভাষা-শিক্ষা**—মূল্য ৷৵০ আনা।

৩। **সংস্কৃত-শিক্ষা**—(চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ, ২য় সংস্করণ) মূল্য ৩৷০ টাকা।

৪। **ইংরাজী-শিক্ষা**—(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, ২য় সংস্করণ) মূল্য ২৲ টাকা।

৫। **প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা**—মূল্য ১৲ টাকা।

৬। **শিক্ষা-সমালোচনা**—(২য় সংস্করণ) মূল্য ৷৵০ আনা।

৭। **ঐতিহাসিক-প্রবন্ধ**—(২য় সংস্করণ) মূল্য ৷৵০ আনা।

৮। **সাধনা**—(৩য় সংস্করণ) মূল্য ৷৵০ আনা।

৯। **নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর**—মূল্য ১৷০ টাকা।

১০। **বর্ত্তমান জগৎ**—(অপূর্ব্ব ও অভিনব সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী, সুবৃহৎ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে ; উপস্থিত তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে)

১ম খণ্ড—মিশরের পথে ও কবরের দেশে (মিশর) দিন পনের। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

২য় খণ্ড—ইংরাজের জন্মভূমি। মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।

৩য় খণ্ড—বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র। (বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র) মূল্য ৷৵০ আনা।

(যন্ত্রস্থ)

বর্ত্তমান জগৎ

৪র্থ খণ্ড—ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ।

৫ম খণ্ড—নব্য এসিয়ার শিক্ষাগুরু বা জাপান।

৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রাচ্যভূমির প্রথম স্বরাজ বা চীনের সাধারণ তন্ত্র।

স্বদেশী-আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি

(ফ্রেডারিক লিষ্টের ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ)

প্রাপ্তিস্থান—গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস

২৪নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা

ও

ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী

৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরিদ্রের ক্রন্দন

"উপাসনা"—সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত

মূল্য ৵০ আনা

এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর দারিদ্র্য বিশেষভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধন-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন শক্তি আনিয়াছে। "দরিদ্রের ক্রন্দন" পাঠ করিলে, বাঙ্গালীর দারিদ্র্য নিবারণের উপায় সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

BENGALEE :—The author treats of the apalling poverty of our middle and lower classes and suggests a number of practical remedies to arrest the growing distress of these classes. The author has not merely relied upon his knowledge of mere theories of European Science of Economics but has made enquiries in villages in several districts of Bengal, studied the ways and customs of the rural folk and has based his suggestions on the first hand knowledge he has thus been able to gather. * * * * * * But where the author has struck a new chord is when he deals with the more practical aspect of the question, namely, how to bring about this resuscitation of our industries. Prof. Mukherjee has here invited attention of the pioneers of our industries to the very many evils that are accruing to the European and American Societies by capitalism, factory system and Trusts and appeal to them to avoid the pitfalls that people in the west are fighting in their own industrial system.

The book shows a keen grasp of a highly important problem and as such ought to commend itself as food for reflection to our thinking men.

AMRITA BAZAR PATRIKA :—Professor Radhakamal Mukherji is not an arm-chair writer. He feels for his poor countrymen. He has been amongst them, he is trying to improve their lot in his humble way. If there arise a band of selfless workers like Prof. Radhakamal then the face of the country will undergo a remarkable change. Prof. Mukherji has embodied his views on the Poverty Problem in a most remarkable book entitled "Daridrer Krandan." It is a book to be read, re-read bought and circulated among the educated public. It is full of facts and figures, which give much food for thought.

"মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ ঃ—তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বচনগুলি পাঠ করিয়া যদ্যপি আমাদের অসাড় প্রাণে একটু চেতনা আসে—যদ্যপি আমরা তাঁহার ন্যায় ভারতের শাশ্বত ভিখারীর চিরন্তন ক্রন্দনে সহানুভূতি দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ক্রন্দনের স্থলে আবার হাসি দেখিতে পাইব। * * * * রাধাকমল বাবুর তাজা প্রাণ আছে, দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছে, সে ক্রন্দন তিনি হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছেন, ব্যথীর সহিত তিনি কাঁদিয়াছেন এবং তাহাদের ক্রন্দনের লাঘব করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। * * * * * *

তিনি স্বাধীনভাবে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া যে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। * * * *

এই সুচিন্তিত সময়োপযোগী পুস্তকখানি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। এই নিরন্ন বাঙ্গালী জাতির অন্নসংস্থানের জন্য গ্রন্থকার যে গভীর চিন্তা করিয়া পন্থাগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

"ভারতী"—এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও তিনি দাবী রাখেন। রীতিমত হিসাব ধরিয়া তিনি এ দেশের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের জের কাটিয়াছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ-নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * * * * তাঁহার যুক্তি সুদৃঢ়, ইঙ্গিত সুনিপুণ; গ্রন্থখানির আগাগোড়া কাজের কথায় পরিপূর্ণ; কোথাও বাজে উচ্ছ্বাস নাই।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

প্রথম খণ্ড

(১ম ও ২য় শ খা)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ-সম্পাদিত

প্রকাশিত হইয়াছে।

পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত য়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় ঠ-বিচার সহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া ইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ -কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন -কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগসহ পদাবলি-শব্দ-কোষ, পদাবলি পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণ-ক পদাবলির বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে শতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ কারের ৪০৮ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে ত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

মূল্য—	সাধারণ পক্ষে	১॥০
	সদস্য পক্ষে	১৲
	শাখা-সভার সদস্য পক্ষে	১।০

স্তক পাইবার ঠিকানা,—

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
কলিকাতা।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্তজন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২॥০, সাধারণ পক্ষে—৩৲।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	নিমানন্দ দাসের "পদরস-সার"	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, ...	১
২।	সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই ...	২১
৩।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ...	৪৯
৪।	মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা	শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি, এল ...	৬৩
৫।	বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ ...	৬৯

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২১

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৵ তিন টাকা ছয় আনা।

বঙ্গসাহিত্যের চিন্তাশীল সুলেখক

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্ প্রণীত

বঙ্গানুবাদ ও বিজয়া ব্যাখ্যা সমেত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু ভগবদ্গীতার যে অনুবাদ ও ভাষ্য ক্রমিক বাহির করিতেছেন, উহাই এ বৎসরের (১৩২০ সাল) উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভগবদ্গীতার নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এমন ভাবে চুল চিরিয়া এবং এক একটি কথা ওজন করিয়া পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালীকে গীতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না।"

প্রসিদ্ধ মনস্বী শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"আপনার গীতা পাঠ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'ব্যাখ্যাভূমিকা' ও ব্যাখ্যা আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও চমৎকার চিন্তাশীলতার প্রচুর প্রমাণ দিতেছে। * * * অ... ...কৃত গীতার পদ্যানুবাদ যে অতি চমৎকার হইয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই অনুবাদ যেমন মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী ও মূলের সম্পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক, ইহার ভাষাও তেমনই সরল, সরস ও সুমিষ্ট। কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থের এরূপ সুন্দর অনুবাদ অতি দুর্ল্লভ।"

বর্দ্ধমানের বিদ্যোৎসাহী মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলেন,—"বই দুইখানি বড় ভালই হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে গূঢ় শব্দসকলের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যের সঙ্গে দিয়াছেন, ইহা আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন,—"We heartly welcome this new edition of the 'divine music.' There are editions 'galore' of the 'Geeta' in the market but we fully admit the special necessity of an edition like this presents. To those who are ignorant of the Sanskrit language but eager, all the same, to drink at this fountain of wisdom, such an addition will certainly be a boon. The discussion and handling of the absturse metaphysical problems dealt with in the 'Geeta' have been done in a manner calculated to satisfy the yearnings of the modern educated Bengali. The author himself is one and, as such, has been able to enter into the difficulties of his class and meet them in a very able way. The translation in verse as well as those discussions reflect the highest credit on his learning and scholarship which could scarcely be turned to a higher or better purpose."

এই বৃহৎ গ্রন্থকে গীতার variorum edition বলা যায়। ইহা আট ভাগে সম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক ভাগে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা থাকিবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১॥০ টাকা, বাঁধাই ২৲ টাকা, তৃতীয় ভাগের মূল্য ২৲ টাকা, বাঁধাই ২॥০ টাকা। সমগ্র গ্রন্থ এককালে লইতে হইলে অনেকের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতার লোটাস্ লাইব্রেরী, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু, ৩০।১ মদন মিত্রের লেন, দীনধাম, কলিকাতা।

১। কর্ম্ম-কথা

ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং সমাজতত্ত্ব-ঘটিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

(কাপড়ে বাঁধাই, ডবল ক্রাউন ২১২ পৃষ্ঠায়)

(মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র)

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ।

২। চরিত-কথা

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

উক্ত উভয় গ্রন্থের প্রকাশক—**শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ**

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়।

প্রকাশক—**এস্. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ কর্ত্তৃক

অনূদিত

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত—মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বহু পরীক্ষিত ঔষধ

নিমের এসেন্স

চুলকানী, খোস এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে নিমের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। অল্প দিন ব্যবহারেই দূষিত রক্ত শোধিত এবং রক্তদুষ্টির লক্ষণ সকল দূর হয়।

প্রতি শিশি—১৲ টাকা।

কুর্চ্চির তরলসার

পুরাতন আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগের অমোঘ ঔষধ। সমগ্র চিকিৎসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত।

প্রতি শিশি ১।০ আনা।

অশোকের তরলসার

যাবতীয় স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য্য। প্রদর, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, উদরের বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত করিয়া শরীর সুস্থ ও পুষ্ট করে।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বাসকের সিরাপ

বাসক বা বাসকের আশ্চর্য্য গুণ কাহারও অবিদিত নহে। কাশী, ব্রঙ্কাইটিশ্ প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

প্রতি শিশি ৷৶০ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্যের

অতুলনীয় সম্পদ

কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

নূতন সংস্করণ।

অধিকতর সুখপাঠ্য ও মনোরম।

দেশবিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার সহ—রাজসংস্করণ ২৲, সুলভ সংস্করণ ১৷৹

সোণার বাঙ্গালার চির-সুন্দর বই

বাঙ্গালার রসকথা

দাদামশা'য়ের থলে'

বাঙ্গালার প্রভাত-হাসির অমৃত-ফোয়ারা

রাজসংস্করণ —১৲

খোকা খুকুদের

অতুল সুন্দর,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাইজ-বই

খোকা-খুকুর-খেলা

"চাঁদের জ্যোৎস্নায় গড়া"

প্রাইজ-সংস্করণ—৷৷৵৹

সোণার বাঙ্গালার সোণার বই

বাঙ্গালার রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি

সমগ্র বঙ্গের স্নেহ-গৌরবমণ্ডিত, অতুল

রাজসংস্করণ—১৲

বাঙ্গালার ছেলেদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই

চারু ও হারু

সচিত্র ছেলেদের উপন্যাস

প্রাইজের জন্য রাজসংস্করণ—৸৹

দেশের মেয়েদের পরম পবিত্র বই

"বাঙ্গালার ব্রতকথা"

পবিত্র-সুন্দর রাজসংস্করণ—১৲

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ, ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত

বঙ্গের পুণ্যগ্রন্থ

সচিত্র সরল চণ্ডী

সর্ব্বজন-পাঠ্য অতুলন সংস্করণ—৸৹

বঙ্গের নারী-গীতা

আর্য্য-নারী

১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি খণ্ড রাজসংস্করণ—১৷৹

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাকৃত-প্রকাশ

বররুচির সূত্র, ভামহ ও কাত্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ,
বিবিধ পরিশিষ্ট, ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও
টীকা-টীপ্পনী সহ

লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

ছাত্রগণের সুবিধার্থ প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসঙ্কলন ও পরিচ্ছেদান্তে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী এবং ভাষাতত্ত্বান্বেষীর সুবিধার্থ বর্ণানুক্রমিক শব্দ ও সূত্রসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃত্তি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য মাত্র ১॥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, এস, কে, লাহিড়ীর দোকানে প্রাপ্তব্য।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

বাটলিওয়ালাকৃত এগু মিকশ্চার ও পিল Ague Mixture & Pills.

৩।৪ মাত্রায় উপশম; সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চিত। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেরই অবাধে সেব্য। কুইনাইনের জ্বরে বেশ ফলপ্রদ। অসংখ্য সিবিল-সার্জ্জনের প্রশংসা-পত্র আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

Batliwalla's Choleral—কলেরার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য ১৲ টাকা।

Batliwalla's Tonic Pills—স্নায়বিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতায় অতি উপকারী—মূল্য ১।০ টাকা।

Batliwalla's Ring-Worm Ointment—মূল্য ।০ আনা। প্রত্যেকের ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র। কলিকাতা চাঁদনী-চকে, কে, এম্, ঘোষ ২৮।১০নং অখিল মিস্ত্রীর লেনে ও সর্ব্ব ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য। পাইকারগণ উপযুক্ত কমিশন পান।

Dr. H. L. Batliwalla, Dadar, Bombay.

৪১ খানি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত

(রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত)

ঢাকার ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত

৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (Vide Calcutta Gazette, dated the 27th August, 1918)

Mahamahopadhyay Hara Prasad Shastri M. A., C. I. E.,— * * * "Is an exceedingly interesting work, * * * deserves encouragement from all Bengalis interested in History." * * *

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,— * * * "গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় * * * বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,—"এইরূপ গ্রন্থের প্রচার ও আদর দেখিলে আমি কতকটা স্পর্দ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে" * * *।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,—"এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে * * * ঢাকার ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে" * * *।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"পূর্ব্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি" * * *।

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর কতিপয় পুস্তক

অষ্টাদশ শতাব্দীর

বাঙ্গালার ইতিহাস

(নবাবী আমল)

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ-প্রণীত। এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের একখানা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস। মূল্য তিন টাকা। (রাজ সং) সাড়ে তিন টাকা।

নিত্যানন্দ-চরিত

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবন-চরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন কলেবরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহা প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ, ভক্তির বিমল উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। ডবল ক্রাউন ২৫০ পৃষ্ঠা। উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাঁধা। মূল্য এক টাকা।

বায়োকেমিক চিকিৎসা-দর্পণ

চিকিৎসা-জগতে অদ্ভুত আবিষ্কার

এই পুস্তকের সাহায্যে, মাত্র বারটি ঔষধে সমস্ত রোগের চিকিৎসা অতি সামান্য ব্যয়ে ও স্বল্পায়াসে চলিতে পারে। যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি নানারূপ দুরারোগ্য রোগও এই চিকিৎসায় সহজে আরাম হয়। এই পুস্তক একখানি ঘরে থাকিলে আর ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। স্ত্রীলোকেও এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। সুন্দর সোনার জলে বাঁধাই। মূল্য তিন টাকা।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

বর্ণাশ্রম-বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ। ইহাতে বর্ণবিভাগ, ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য দশ আনা।

হিমালয়-ভ্রমণ

পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারি-প্রণীত। "ইহাতে বিবিধ তীর্থের অধিষ্ঠান-স্থান, হিমালয়ের কথা এবং তীর্থযাত্রীর, পর্য্যটকের ও জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দুর প্রধান তীর্থ বদরীনারায়ণ, কেদার,গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী-দর্শনে গমন করিবেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক।" সুন্দর বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এ-প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দের জীবন-কাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাবে বর্ণিত। ইহা স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সকলেরই সুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ। চিত্রবিচিত্র নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত ছবি সহ সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

আমরা শিশুপাঠ্য, স্ত্রীপাঠ্য, উপহারোপযোগী, নাটক, গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক মফঃস্বলে যথোচিত কমিশনে যথাসময়ে সরবরাহ করি।

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার ও পুরস্কার-পুস্তক

—ছেলে মেয়েদের জন্য—

সচিত্র সরল

রাজপুত-কাহিনী

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ-প্রণীত।

মূল্য ১॥০ এক টাকা আট আনা।

রাজপুত-বীর ও বীর-নারীগণের মহিমায় জীবনের গল্পধারায়

রাজপুতের ইতিহাস।

পুস্তকে কি আছে,—বাপ্পা, সমর, কর্ম্মদেবী, ভীমসিংহ, পদ্মিনী, হাম্মীর, চণ্ড, কুম্ভ, মীরা-বাই, রায়-মল্ল, পৃথ্বীরাজ, তারাবাই, সঙ্গ, জবহরবাই, কর্ণবতী, পান্না, উদয়, প্রতাপ, অমর, রাজসিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি বীর ও বীরনারীগণের জীবনের অপূর্ব্ব গল্পের স্তবকে গ্রথিত—রাজপুত জাতির অতুলনীয় ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ-প্রণীত

(—নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বাহির হইতেছে—)

১। **লহর**—সুন্দর গল্পের বই। বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসমালা একত্রে পুস্তকাকারে।

২। **সচিত্র রামায়ণের কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য সরল ভাষায় ভগবান্ বাল্মীকির মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের গল্প।

৩। **সচিত্র মহাভারতের কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য সরল ভাষায় ভগবান্ ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের গল্প।

৪। **সচিত্র পুরাণ-কথা**—ছেলে মেয়েদের জন্য বিবিধ পুরাণ হইতে সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর গল্প।

প্রাপ্তিস্থান;—অরিয়ান্ট্যাল এজেন্সী কোম্পানী, ২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, „

দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, „

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজস্কোয়ার „

রায় এণ্ড কোং, ৮১ নং হ্যারিসন রোড, „

সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, „

মিনার্ভা লাইব্রেরী, ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট „

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটি অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি মুখার্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মহাকবি। ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাদরে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি অন্য কোন সভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জন্মভূমি এত দিনে সাহিত্য-তীর্থে পরিণত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের ভিটায় কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই—ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়!

কৃত্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তির নিকট কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই কার্য্যে অনুমান দশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাঘাটের সবডিভিসন্যাল অফিসারের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

কৃত্তিবাস-সমিতির সভ্যগণ; সভাপতি—মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি I. C. S. নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সহ-সভাপতি—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল, এটর্ণি, কলিকাতা। ২। রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর জমিদার, রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। ৩। শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, সবডিভিসন্যাল—অফিসার, রাণাঘাট। ৪। শ্রীযুক্ত পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, রাণাঘাট। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকিল, মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান। সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক, জমিদার।

প্রাচীনপুথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন; তবে যাঁহারা পুথি-বিক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি বা অন্যান্য পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

নিমানন্দ দাসের "পদ-রস-সার"*

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত "পদ-কল্প-তরু" নামক সুবৃহৎ পদাবলীগ্রন্থের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন হস্তলিখিত আদর্শ পুথির প্রাপ্তিতে একরূপ হতাশ হইয়াই আমাদিগকে "পদামৃতসমুদ্র", "পদ-কল্প-তরু" প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে যথাসাধ্য গ্রন্থ-শোধন করিতে হইয়াছিল। পদ-কল্প-তরুর মুদ্রণ-কার্য্য অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয় প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত উদারতাবশতঃ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে পাঠ-তুলনা করার জন্য পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের দুইখানি হস্তলিখিত পুথি প্রদান করেন। আমরা বৎসরাধিক কাল একরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া ঐ হস্তলিখিত পুথির সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ-তুলনা করিয়া রাশি রাশি অনৈক্য দেখিতে পাইলেও তৎসময়ে পদ-কল্পতরু গ্রন্থের অধিকাংশ মুদ্রিত হওয়ায় প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে পাঠভেদগুলি সন্নিবেশিত করিতে না পারিয়া, গ্রন্থের পরিশিষ্টে পদাবলীর শব্দ-কোষ, দুরূহ বাক্যাবলীর টীকা ও পাঠ-ভেদসম্বন্ধীয় বিচার সহ পাঠভেদগুলি মুদ্রিত করার বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ শেষ করিয়া পরিশিষ্টের সামান্য কিয়দংশ মুদ্রিত করার পরেই দারুণ দৈবপ্রতি-বন্ধকতায় উহার মুদ্রাঙ্কন স্থগিত করিতে বাধ্য হই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া আমরা পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের একটি সংশোধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির পাঠের তুলনা, সন্দিগ্ধ পাঠের বিচার, পদাবলীর দুরূহ শব্দের কোষ-সঙ্কলন ও দুরূহ বাক্যাবলীর অর্থ-নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণবশতঃ এ যাবৎ উহার একটি সংশোধিত সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করার জন্যই ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলির পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে (ক) ও (খ) নামাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর কতকগুলি হাস্যজনক অশুদ্ধ

ভূমিকা

---

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

পাঠের সংশোধন করিয়া ঐ (ক) ও (খ) চিহ্নিত পুথির বিস্তৃত পরিচয়সহ ঐরূপ পাঠ-বিভ্রাটের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং তৎপরে পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৬, ১৩১৮ ও ১৩২০ সালের প্রত্যেকটির ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক ক্রমিক প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছি। পরিষৎ-পত্রিকার শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর মুদ্রিত পুস্তকের বহুতর অশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ-বিকৃতির সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। পদ-কল্প-তরুর পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে মুদ্রিত গ্রন্থের অধিকাংশ অশুদ্ধির শোধন ও সন্দিগ্ধ স্থলের সুমীমাংসা সম্ভবপর হইয়া থাকিলেও অনেক সন্দিগ্ধ স্থলের সন্তোষজনক পাঠ ও অনেক অসম্পূর্ণ পদের অবশিষ্ট অংশ এ যাবৎ প্রাপ্ত না হওয়ায় আমরা পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের আরও হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রায় ২৭০০ শত পদপূর্ণ নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামক যে সুবৃহৎ পদাবলী-পুস্তকখানা পাবনা জিলার অন্তর্গত পাতিয়াবেড়া, অধুনা ডেমরানিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, উহার সম্বন্ধেই অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পদকল্প-তরুর সহিত এই গ্রন্থখানার সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পদ-কল্প-তরুর প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; তাই আমাদিগের সহিত পদ-কল্প-তরু গ্রন্থ-প্রকাশের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত হইলেও বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ভূমিকায় ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে হইল।

পদ-কল্প-তরু ও পদ-রস-সারের তুলনা

তিন সহস্রের অধিক পদপূর্ণ পদ-কল্প-তরু গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস নিজের রচিত মাত্র পঁচিশটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; ঐ গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ প্রায় দেড় শত পদকর্ত্তার পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণের ন্যায় এক একটি কবির রচিত পদাবলী এক স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া, কীর্ত্তনগায়কগণ যেরূপ পালার আকারে বিভিন্ন পদকর্ত্তাদিগের পদাবলী গান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবদাসও সেই চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি বিষয়-ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লব বা পালায় পদাবলী সজ্জিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের একটি কিংবা একাধিক পালার সহিত অপর কোন সংগ্রহ-গ্রন্থের একটি কিংবা একাধিক পালার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় এবং তাহাতে অন্যান্য পদের সঙ্গে বৈষ্ণবদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলিও উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা হইলে উহা যে বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কৌতূহলী পাঠক "পদ-রস-সার" গ্রন্থখানা উদ্ঘাটন করিয়া প্রথমেই উহাতে পদ-কল্প-তরুর মঙ্গলাচরণের ২৭টি পদ অবিকল সেই পর্য্যায়ে উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন। তৎপরে উহাতে পদ-কল্প-তরুর পূর্ব্বরাগের পরিবর্ত্তে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি রূপের পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু উভয় গ্রন্থের আদ্যন্ত তুলনা করিয়া আমরা উহাতে পদ-কল্প-তরুর

প্রায় দুই হাজার পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি, অনেক স্থলে বিষয়-বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সূচক শিরোনাম সহ পদ-কল্প-তরুর শতাধিক পদ পদ-রস-সারের কোন কোন স্থলে একই পর্য্যায় অনুসারে উদ্ধৃত হইয়াছে; সুতরাং এই পুথিখানার নাম পদ-রস-সার হইলেও ইহা যে পদ-কল্প-তরুরই একটি পরিবর্ত্তিত সংস্করণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে পদ-কল্প-তরুর ন্যায় ইহাতে চারিটি শাখা ও প্রত্যেক শাখায় কতকগুলি করিয়া পল্লব ধরিয়া পদাবলী সজ্জিত না করিয়া, নিমানন্দ দাস সমস্ত পদগুলিকে চতুঃষষ্টিটি রস বা বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের উপসংহারে বৈষ্ণবদাসের রচিত নিবেদনাত্মক পয়ারগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া—

"আরে মোর আরে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি কর তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥
দন্তে তৃণ ধরি করি শ্রীচরণে আশ।
পদ-রস-সার কহে নিমানন্দ দাস॥"

বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থখানা যদি কেবল পদ-কল্পতরুরই অন্যতম পুথি হইত, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অন্য বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের যে তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় "পদ-রস-সার" বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর আলোচনায় এক যুগান্তর আনয়ন করিবে।

পদ-রস-সারের ত্রিবিধ বিশেষত্ব

পদ-রস-সারের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাতে আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুতর উৎকৃষ্ট অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, উহার সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাসকে লইয়া উহাতে কুড়ি জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পদকর্ত্তার বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে নিমানন্দ দাসের রচিত পদের সংখ্যাই প্রায় দেড় শত হইবে। উহার তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, নিমানন্দ দাস নিজে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন; সেই জন্যই আমরা তাঁহার গ্রন্থের সহিত পদ-কল্প-তরুর প্রায় দুই সহস্র অভিন্ন পদাবলীর পাঠের তুলনা করিয়া উহাতে বহুতর সন্দিগ্ধ স্থলের সমীচীন পাঠ ও বহুতর খণ্ডিত পদের ভণিতাযুক্ত শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রত্যেক বিশেষত্বের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে নিমানন্দ দাসের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

নিমানন্দদাসের বিবরণ

নিমানন্দ দাসের দেশ, কাল ও সমাজ সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, তাঁহার খুল্ল-পিতামহ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে উহার আদর্শ পুথিখানা

প্রাপ্ত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গগত রামকুমার গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে উহা নকল করাইয়া রাখেন। আদর্শ পুথিখানা না কি তৎপরে গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনধামে উহার আদর্শ পুথি কাহারও নিকট আছে কি না, আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থের চতুর্থ রসের প্রথম পদটিতে নিমানন্দ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বোধনে বলিয়াছেন,—

"ইহ ত্রিজগত ভরি সব তুহু জানসি
নাহি ভজন মোর লেশ।
ইহ ভব-সাগর কৈছে হাম পারব
কহবি এহি উপদেশ॥

* * * *

বিষয় ছোড়ি হাম তুরিতহি আয়লু
তুহু জানি দুখিয়া পরান।
ইহ যুগ নাথ তুহু অব জিতলি
নিমানন্দ দাস গুণ গান॥"

ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রায়শঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম কিংবা শ্রীধাম নবদ্বীপেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং বৃন্দাবন হইতে পদ-রস-সারের আদর্শ পুথির প্রাপ্তি ও উদ্ধৃত উক্তি—এই উভয়বিধ কারণেই নিমানন্দদাস শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করা কালে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহাই অনুমান হয়। এই অনুমানের পোষকতায় ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বহু-সংখ্যক অভিনব পদাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কেন না, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তি-রত্নাকর" পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনের তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রণী শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মহোদয় গোবিন্দদাসের অপূর্ব্ব কবিত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত গোস্বামি-প্রবরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গোবিন্দ কবিরাজ যখন যে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন, উহার অনুলিপি শ্রীজীব গোস্বামীর দৃষ্টির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, এইরূপে জ্ঞানদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিগণের অন্যত্র বিলুপ্তপ্রায় বহুসংখ্যক পদাবলী শ্রীবৃন্দাবনে নীত ও বৈষ্ণব ভক্তগণের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। নিমানন্দদাস বোধ হয়, সেই জন্যই বৃন্দাবনে থাকিয়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের বহুতর অভিনব পদের সহিত এক গোবিন্দদাসেরই প্রায় এক শত নূতন পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিমানন্দ দাসের জন্মকাল নিশ্চিত না জানিতে পারিলেও তিনি যে দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধা-মোহন ঠাকুর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। রাধামোহন

ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থের অনুশীলন করিয়াই যে বৈষ্ণবদাস তাঁহার সুবৃহত্তর পদাবলী-সঙ্কলনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা পদ-কল্প-তরুর শেষে—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে বলিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥"

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নিমানন্দ দাস যে পদ-কল্প-তরু গ্রন্থ অবলম্বনেই তাঁহার পদ-রস-সার গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব তিনি যে বৈষ্ণবদাসেরও পরবর্ত্তী এবং তজ্জন্য দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইতে পারেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়, বৈষ্ণবদাসের অজ্ঞাত আরও ২৩ জন পদকর্ত্তার রচিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে শশিশেখর, কানাই ও তুলসীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ বটতলার মুদ্রিত পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের নাম শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিগণের তালিকায় স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও ২০ জন পদকর্ত্তার নাম এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাঁহাদিগের উল্লেখ করিব।

নিমানন্দ দাস তাঁহার গ্রন্থের অষ্টম রসের ত্রয়োদশ-সংখ্যক পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

"নিমানন্দ দ্বিজ　　বংশী অনুজ
মজিল দুহার চিত।"

এই পদাংশ-দর্শনে তিনি দ্বিজবংশোদ্ভব এবং বংশীদাস কিংবা বংশীবদনের অনুজ ছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে। আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে বংশীদাস ও বংশীবদনের ভণিতাযুক্ত ঐরূপ অনেক নূতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার সহিত পদ-কল্প-তরুর উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বংশীদাসের রচনার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং আমরা এই পদগুলিকে পরবর্ত্তী অন্য কোন বংশীদাসের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। নিমানন্দ দাস যে ভাবে নিজের নামের সহিত অগ্রজ বংশীদাসের নাম সংযুক্ত করিয়া,—"মজিল দোহার চিত" বাক্য-দ্বারা উভয় ভ্রাতার তুল্য-প্রেমিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এই পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা বংশীদাস নিমানন্দের অগ্রজ হওয়াও বিচিত্র নহে। তথাপি বিশেষ প্রমাণাভাবে আমরা এই দ্বিতীয় বংশীদাসের নাম অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদিগের তালিকাভুক্ত করা সঙ্গত মনে করি নাই।

পদ-রস-সার গ্রন্থের "সর্ব্বকালোচিত নিত্যরাস" নামক একচত্বারিংশ রসের ৮৯ সংখ্যক পদের ভণিতাটিও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য; উহাতে "সাবিত্রী" নাম্নী জনৈক মহিলার নাম যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ "সাবিত্রী" নিমানন্দ দাসের কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া

ছিলেন এবং নিমানন্দের পূর্ব্বেই তাঁহার "কৃষ্ণ-প্রাপ্তি" অর্থাৎ মৃত্যু সজ্ঘটিত হইয়াছিল, এরূপ পারে। আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যামের মুরলি শুনিতে পাই।
পিছু না গুণয়ে ধাইয়া জাই ॥
কারু পতি দেখি রাখিল বান্ধি।
জাইতে না পারে মরয়ে কান্দি ॥
সোঙরি শ্যামের পিরিতি লেহ।
তখনি ছাড়িল আপন দেহ ॥
গুণময় দেহ তেজিয়া তবে।
শ্যামচান্দ আগে পাইল সভে ॥
সকল গোপিনী হইয়া সুখী।
এ বড় কৌশল দেখ না সখি ॥
ইহাদের পতি বান্ধিয়া থুইল।
কেমন করিয়া গোবিন্দ পাইল ॥
নিমানন্দ দাস বলিছে তায়।
সাবিত্রা পাইল এ শ্যাম রায় ॥"

নিমানন্দ দাসের অনেকগুলি পদ শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে; উদ্ধৃত পদটি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। নিমানন্দ দাসের এই বিরাট সংগ্রহে তাঁহার স্বরচিত যে ১৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল পদের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা নিমানন্দ দাসকে পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থপ্রণেতা রাধামোহন ঠাকুরের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা না করিলেও কবিত্ব হিসাবে তাঁহাকে "পদকল্পতরু"-গ্রন্থকার বৈষ্ণবদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিমানন্দ দাস নানা বিষয়েই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার—

"ব্রজপুর-নাগর বিপিনে জাই পৈঠল
পূরত বংশী নিসান।
ধ্বনি শুনি ধাই রাই তহি উপনীত
যাহা রসিকবর কান ॥" ইত্যাদি

এবং— "মাথহি মুকুট মত্ত শিখি-চন্দ্রক
হীলত মন্দ মধুর মৃদু বায়।
মল্লিকা মালতী মাধবী মঞ্জুল
মধুকর মধুলোভে উড়ি পড়ু তায় ॥"

ইত্যাদি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলিত হইবার

অযোগ্য নহে ; কিন্তু নিমানন্দের এইরূপ পদের সংখ্যা বড় অধিক নহে। নিমানন্দ খাঁটি বাঙ্গালায়ই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন ; আমরা নিম্নে তাঁহার একটি বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিলাম,—

"চল দেখি জায়া সই চল দেখি জায়া।
দাড়ায়া রৈয়াছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজায়া ॥
হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া।
অঙ্গভঙ্গ কৈলে শ্যাম ইশদ হাসিয়া ॥
কালিয়া বরণখানি অঞ্জন জিনিয়া।
হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া ॥"

এই "ঝুমরি" গান যে কিরূপ, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সঙ্কীর্ত্তনের গীতের উদ্দীপনাপূর্ণ যে ক্ষুদ্র অংশটি গায়কগণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করত অঙ্গভঙ্গী সহকারে দ্রুতলয়ে গান করিয়া থাকেন, চলিত কথায় তাহাকে "ঝুমর" কহে। বোধ হয়, "ঝুমরি" হইতেই এই "ঝুমর" শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং "ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজায়া" এই পদাংশের অর্থ এই হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে উদ্দীপনাপূর্ণ কোন সুরাংশ দ্রুতলয়ে বাদন অর্থাৎ সুর-বাঁট করিতেছেন ; নতুবা নিজে বাঁশী বাজাইয়া নিজে গান করা একান্তই অসম্ভব বটে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পদ-রস-সার গ্রন্থের "রূপ অভিসারানুকল্প—ঝুমর" শীর্ষক অধ্যায়টি শুধু নিমানন্দের স্বরচিত যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক পদদ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে, ঐ পদগুলির অধিকাংশেই গীতের সকল চরণে পূর্ব্বোদ্ধৃত ঝুমরির পদের ন্যায় একই অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ঝুমরির পদের ইহাও একটি বিশেষত্ব হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পদ-রস-সার গ্রন্থে আমরা আরও ত্রিবিধ নূতন শ্রেণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছি,—(১) তুক ; (২) ছুট ; (৩) তৃতীয় শ্রেণীর পদের কোন নাম উল্লিখিত না হইলেও উহাকে গদ্য-পদ বলা যাইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গগত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় "যাত্রা-সমালোচন" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন যাত্রাদলের অধিকারীর "তুক" গানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা প্রথমে "তুকের" উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সঞ্জীব বাবুর মতে স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত "তুক" গানগুলির প্রায় সমস্ত চরণই গমক-গিটকারি-বর্জ্জিত, শুদ্ধ সুরে কথার মত করিয়া গাহিয়া যাইয়া, গায়ক শেষের চরণটিতে গীতের সমস্ত মধুরতা ঢালিয়া দিতেন। সঞ্জীব বাবুর উদ্ধৃত একটি তুকের চরণগুলি আমাদিগের স্মরণ আছে,—

"সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনিলাম তুলে

তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে
শ্যামের কোমল অঙ্গে বাজিবে বলে।"

আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে যে কয়েকটি সুমধুর "তুক" প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এই লক্ষণাক্রান্ত বটে। আমরা নিম্নে উহার একটি "তুক" উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ওরে বাঁশী কেমন কর‍্যা রে ॥
কেমন করে বাজ তুমি।
দেখিব নয়নে আমি ॥
গোবিন্দ-অধরে থাক।
নাম লইয়া সদা ডাক ॥
চারি কড়ার বাঁশী নও।
প্রাণ নিবার কথা কও ॥"

"ছুট"শীর্ষক পদগুলিও অনেকটা এই লক্ষণাক্রান্ত; তবে উহাতে পদ্যের অনুযায়ী মাত্রা, যতি ও চরণের শেষের মিল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। মিত্রাক্ষরযুক্ত প্রাচীন পদ্যের নিয়মবহির্ভূত বলিয়াই বোধ হয় এই শ্রেণীর পদাবলী "ছুট" নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটি "ছুটের" পদ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"আরে ও জাদব রায়।
একবার ফির রে ॥ ধ্রু ॥
গোপাল ধায় আগে আগে।
রাণী ধায় পিছে পিছে ॥
আমি বুঝিলাম তোর মনের কথা।
পাসরি গিয়াছ বাধা ॥
ফিরে আসি আর বার মায়ের অঞ্চল ধরিল।
তখন রাণী করে ননী দিল
খাইতে খাইতে অমনি চলিল ॥
চৌদিগে ব্রজবালক মাঝে মাঝে নাচিতে নাচিতে অমনি চলিল ॥"

কিন্তু এই ছুটের পদেও মিত্রাক্ষরপ্রিয় পদকর্ত্তার অজ্ঞাতসারেই যেন চরণগুলি অনেক স্থলেই মিত্রাক্ষরযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; এমন কি, দুই একটি ছুটের পদে প্রায় তুকের ন্যায়ই সর্ব্বত্র মিল দেখা যায়। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"বৈল নিঠুরের আগে।
জে জাবা আপনার কাজে গো ॥ধ্রু॥
জাহার লাগি জে জন মরে।
সে বধ লাগে কাহারে ॥

সুমেরু সমান ছিল।
তৃণ হৈতে অধিক হৈল।
রাধা ছিল রূপের ডালি।
সে অঙ্গ হৈয়াছে কালি॥
বৈল বৈল আমার হৈয়া গো॥"

এখন পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর একটি গন্থ পদের উদাহরণ দেখুন,—

ধানশী।

"এহি তো বৃন্দাবনে সকল আছে
আমার মাধব নাই মাধব নাই মাধব নাই গো।
সেই সকল বিহারের স্থান গো সকল পড়ে আছে গো॥
এক দিন মানিনী হৈয়া সেই নাগরকে কতই কটু কথা বৈলেছিলাম গো।
পায়ে ধরি মানাইতো মান গো
ফিরে চাইলাম না গো॥ ইত্যাদি।

নিমানন্দ দাসের রচিত পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করার স্থান এথায় নাই; সুতরাং আমরা অতঃপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনা করার ইচ্ছা করিয়া নিমানন্দের সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সার্দ্ধ-শতাধিক বৈষ্ণব কবির মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম, বলরাম, লোচন, রায়শেখর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ২০।২৫ জন বৈষ্ণব কবির পরেই কবিত্ব হিসাবে নিমানন্দ দাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। নিমানন্দের সময়ে বোধ হয়, তাঁহারও কবি বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল, নতুবা তাঁহার ন্যায় একজন বিরাগী বৈষ্ণবের পক্ষে নিজের ভণিতায় নিজকে "কবি" নামে অভিহিত করা সম্ভবপর বোধ হয় না। তাঁহার একটি পদের শেষ পংক্তিতে আছে;—"কহ কবি দাস নিমানন্দে।" ভরসা করি, কেহ ইহার কূটার্থ ধরিয়া "কবির দাস নিমানন্দ" এরূপ অর্থ করিবেন না। কালিদাসের প্রতি কর্ণাট-রাজ-মহিষীর "তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজ-প্রিয়া" বাক্যের ন্যায় এই "কহ কবি দাস নিমানন্দে" বাক্যটির অপর অর্থ থাকা সম্ভবপর হইলেও নিমানন্দ কৌশলে সেইরূপ ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, বিষয়-ত্যাগী বৈষ্ণব হইলেও তিনি যে মানব-সুলভ খ্যাতি-স্পৃহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

আমরা এখন পদ-রস-সার গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষত্বের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। রসজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বিদ্যাপতি কিংবা চণ্ডীদাসের একটি অকৃত্রিম নবাবিষ্কৃত পদের মূল্য তাদৃশ

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির অভিনব পদাবলী

মণি-মাণিক্য হইতে অল্প নহে ; নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে নিমানন্দ দাস সাহিত্য-রসবিদ্‌গণের জন্য সেইরূপ একটি অপূর্ব্ব রত্ন-ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিরাট সংগ্রহের পরে বিদ্যাপতির রচিত কোন পদ যে অজ্ঞাত রহিয়াছে, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, পদ-রস-সার গ্রন্থে বিদ্যাপতির অজ্ঞাতপূর্ব্ব ষোলটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে কেবল—

"ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
শুনবি বচন মোর।
দেহের গঠন মনের মরম
এবে সে জানিলাম তোর॥
রাধা বিহনে শয়নে স্বপনে
বদনে না ছিল আন।
যাহার চরিত্র পদাবলী করি
বাঁশিতে করিছ গান॥"

ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালা পদটি ব্যতীত অন্যান্য পদগুলি বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদ বলিয়াই বিদ্যাপতির রচনার বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাই আমাদিগের ধারণা বটে। বিদ্যাপতির নামে বঙ্গদেশে প্রচলিত বহু পদাবলীর সম্বন্ধেই কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে না। বাঙ্গালী কবির রচিত কোন কোন খাঁটি বাঙ্গালা পদও যে লিপিকর কিংবা গায়ক-দিগের ভ্রমবশতঃ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত করা হইয়াছে, আমরা পদরস-সার গ্রন্থ হইতেই তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

"রাই জাগ রাই জাগ শুক শারী বোলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥"

ইত্যাদি বহুশ্রুত পদটি পদ-কল্পতরুর মুদ্রিত এবং (ক) ও (খ) চিহ্নিত হস্তলিখিত পুস্তকে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয় ; কিন্তু উহাই পদ-রস-সার গ্রন্থে বংশীবদনের ভণিতাসহ উদ্ধৃত হইয়াছে ; বংশীবদনের খাঁটি বাঙ্গালা পদাবলীগুলির রচনার সহিত এই পদের রচনার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে ; ইহা যে বিদ্যাপতির রচিত নহে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উহা অপর কোন কবির রচিত বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উহা বংশীবদনের পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। বিদ্যাপতির এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদগুলি হইতে অধিক উদ্ধৃত করার স্থান এথায় নাই, সুতরাং আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্য কেবল দুইটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিব।

(১)

"দখিন মলয়ানিল বহই অনুকুল
কুসুমিত কানন সাজ।
তখন মধুঋতু সকল সুভ হেতু
সমুখে আয়ল দ্বিজরাজ ॥
মাধব সুসুভ করহ পয়ান।
মেলি মধুকর সমুখে শঙ্খ পুর
কোকিল মঙ্গল গান ॥ ধ্রু ॥
তুয়া মানস জনু বিপিন দেশ তহি
পূরব সব কামে।
হামারি মিনতি লেহ তুয়া পদে রাখবি
এক করিয়ে পরণামে ॥
বিদ্যাপতি কহ নায়েক শুনি শুনি
চিতক পুতলি জনু ভেল।
নয়ন-লোরে ধনি ডুবই আছলহ
হরি পরি চিরিবধ দেল ॥"

(২)

"জতয়ে কহল হরি তুঁহু হাম এক।
এত দিনে সো সভ ভেল পরতেক ॥
লোরে খসল জত অঞ্জন মোর।
সো সব অধরে লাগি রহু তোর ॥
তোহারি হৃদয়ে দশ নখ দেল।
হামারি হৃদয়ে শেল রহি গেল ॥
ভণহু বিদ্যাপতি শুন বর কান।
কাহে মিনতি করু কামিনি প্রাণ ॥"

পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের অতিরিক্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদাবলী স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীর মধ্যে নানা কারণে বহুসংখ্যক পদই যে অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, তাহা আমরা বিংশ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। রমণী বাবুর তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত প্রায় তিন শত নূতন পদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা

পদরসসার গ্রন্থে চণ্ডীদাসের যে দশটি অজ্ঞাত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা চণ্ডীদাসের অত্যুৎকৃষ্ট পদাবলী বলিয়া গণ্য না হইলেও উহাদিগের রচনা ও ভাবের প্রগাঢ়তা-দর্শনে সেগুলি চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম পদ বলিয়াই আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে—

"কানু কহে শুন আমার বচন
কেন বা আইলে তোরা।
এ ঘোর রজনী কুলের কামিনী
এমতি কেমন ধারা ॥
কুলবতী হৈয়া ঘর তেয়াগিয়া
কেন বা আইলে বনে।
নানা ভয়ঙ্কর বৈসে নানা জন্তু
এ ভয় নাহিক মনে ॥
নিজ পতি জনে করিবে তাড়নে
শাশুরি ননদী তারা।
দিবেক গঞ্জনা লাজেতে তোমরা
তাহাতে হইবে সারা ॥"

ইত্যাদি দীর্ঘ পদটি চণ্ডীদাসের "রমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মরমে পুনি। গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে রমিতে বরজ-ধনী ॥" ইত্যাদি রাস-লীলাবিষয়ক সুদীর্ঘ পদের জুড়ি ও ভাগবতীয় শ্লোকাবলীর একরূপ মর্ম্মানুবাদ বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের এই দীর্ঘ পদটির শেষাংশ অতি অপূর্ব্ব; চণ্ডীদাস গোপীগণের মুখে বলিতেছেন,—

"সংকেত নিসান শুনি গোপীগণ
যেমন ত্যজিল রীতে।
সকল ত্যজিয়া আইল ধাইয়া
তোমার বাঁশীর গীতে ॥
তাহে এত শুনি বিরস কাহিনী
আমরা কুলের বালা।
চণ্ডীদাস বোলে অবলা জনার
উচিত বিরহ-জ্বালা ॥"

শেষের পংক্তিটিতে কবি সময়োচিত রসিকতার সহিত প্রেম-সাধনার যে নিগূঢ় তত্ত্বটি পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভবপর। পদ-রস-সারের একপঞ্চাশৎ রসের ত্রয়োদশ হইতে বিংশসংখ্যক আটটি পদ চণ্ডীদাসের রচিত "রাই-রাখাল"-বিষয়ক বটে; কৃত্রিম কোন জিনিষই খাঁটির ন্যায় মনোরম হয় না; সুতরাং এই "রাই-রাখাল" অর্থাৎ গোপীদিগের সহিত শ্রীরাধার কৃত্রিম রাখালবেশ ধারণের পদগুলি যে

ব্রজবালকগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যরসাত্মক গোষ্ঠ-লীলার অপূর্ব্ব পদাবলীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক ও অসুন্দর প্রতীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রমণী বাবুর সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে ছয়টি রাই-রাখালের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াও আমরা তাহাতে চণ্ডীদাসের কবিতার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু পদরসসারের এই আটটি পদে বর্ণনীয় বিষয় উচ্চ অঙ্গের কবিত্বপ্রকাশের অনুকূল না হইলেও, যে স্বভাব-কবি স্বয়ং-দৌত্যের পদে শ্রীকৃষ্ণের বাদিয়া, বাজিকর, বৈদ্য, বণিকিনী প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধারণের অতি স্বাভাবিক ও সরস বর্ণনা দ্বারা পদাবলীর পাঠকদিগের চিত্ত বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন, এই রাই-রাখালের পদগুলিতেও আমরা সেই মহাকবির রচনারই কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাইয়াছি। আমরা উহার একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

"দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা ॥ধ্রু॥
তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে জায়া।
ললিতা বিশাখা তারা দিলা দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া ॥
বলে বিনোদিনী শুন ল সঙ্গিনি
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়া রাখাল সাজায়া
বৃন্দাবনে যাব মোরা ॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা ॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন মাঝ ॥
কারো রাঙ্গা ধটী তাহে বেড়া কটি
ঝুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ মাথয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি ॥

বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতিকুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে ভুল ॥"

সময়াভাবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের নূতন পদাবলী সম্বন্ধে অন্য কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না ; যদি শ্রীভগবান্ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে পদ-রস-সারের এই অভিনব ও অজ্ঞাত পদাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া পদাবলী-প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়ার বাসনা রহিল।

পদ-রস-সার গ্রন্থে আমরা যে কুড়ি জন অজ্ঞাত কবির ভণিতাযুক্ত পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নাম ও পদ-সংখ্যা যথা,—

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণের নাম	পদ-সংখ্যা
১। অভিরাম	১
২। কাশীদাস	১
৩। কিশোর	২
৪। কুবের আনন্দ	১
৫। কৃষ্ণানন্দ	৬
৬। জয়চন্দ্র	৩
৭। তরণীরমণ	৬
৮। দীনবন্ধু দাস	৪
৯। নিমানন্দ দাস	১৪৬
১০। নীলাম্বর	১
১১। বদন	১
১২। বল্লভীকান্ত	২
১৩। বীরবাহু	১
১৪। ভাগবতানন্দ	১
১৫। মন্মথ	৪
১৬। রাঘব	১
১৭। রামচন্দ্র	১
১৮। রাসানন্দ	৭
১৯। স্বরূপচরণ	১
২০। হরিবংশ	১

এই সকল পদকর্ত্তাদিগের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আমরা এ যাবৎ কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের যত্নে ইহাঁদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ ও আরও বহু অজ্ঞাত পদাবলী সময়ে প্রকাশিত হইবে বলিয়াই আশা করি। এই সকল পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নিমানন্দ দাস ব্যতীত আর কাহারই অধিকসংখ্যক পদ পাওয়া যায় নাই; কোন কবির মাত্র দুই চারিটি পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যাইতে পারে না; তবে প্রাপ্ত পদগুলিকে ইহাঁদিগের শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহাঁরা অনেকেই পদরচনায় কৃতী ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়; সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য ইহাঁদিগের অন্যান্য লুপ্তপ্রায় পদগুলির উদ্ধার-সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় বটে। আমরা ইহাঁদিগের মধ্যে কেবল পদকর্ত্তা কাশীদাসের একটি রাস-লীলার পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন
নতুন গোকুল কামিনী।
তপন-নন্দিনী তীরে ভালে বনি
ভুবনমোহন লাবনী॥
তাথৈ তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলসে গোবিন্দ প্রেমে আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
উরে লম্বিত কনক চম্পক
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দোহ কলেবর ভেল শ্রমজল
মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
রাসে মাতল সঙ্গে ষড়ঋতু
কুঞ্জকাননে রাজই।
সুক শিখী পিক চাতক ডাহুক
ভ্রমরা পঞ্চম গায়ই॥
রাসমণ্ডল গোপিনীকুল
শ্যাম সঞে নব রঙ্গিণী।
দেই করতালি বোলে ভালি ভালি
কাশীদাস বলি জাইনি॥"

পদ-রস-সার গ্রন্থের সাহায্যে পদকল্প-তরুর যে শত শত সন্দিগ্ধ পাঠের সুমীমাংসা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এথায় আলোচনা করা অসম্ভব। যদি ভগবানের অনুগ্রহে কখনও পদ-কল্পতরু গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি, তাহা

হইলেই কেবল উহার পাদ-টীকায় ঐ সকল পাঠভেদ প্রদর্শিত করা সম্ভব হইবে ;* নতুবা বহু-সংখ্যক প্রবন্ধ লিখিয়াও উহার কিয়দংশ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ; সুতরাং সেই বিষয়ে অন্য কোনই আলোচনা করিতে না পারিয়া, পদ-রস-সারের সাহায্যে আমরা একটি সুবিখ্যাত পদের যে সমীচীন পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত কমলাকান্তের দপ্তরে,—

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ॥"

ইত্যাদি ভণিতা-হীন বৈষ্ণব কবির পদটির যে অপূর্ব্ব রস-বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত সেই বিখ্যাত পদটি এই,—

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি ॥
মণি নও মাণিক নও যে হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
বঁধু, তোমায় যখন পড়ে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥"

পদ-কল্পতরু গ্রন্থের চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবের উনবিংশ সংখ্যক—

"আইস আইস বন্ধু আধ আচরে আসি বৈস
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥"

* প্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পদকল্পতরু গ্রন্থের পাঠ-ভেদ, দুরূহ বাক্যের টীকা, পদাবলীর শব্দ-কোষ ইত্যাদি সম্বলিত যে অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইবে, তাহার পাদটীকায় পদ-রস-সার, পদ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ-ভেদগুলি প্রদর্শিত হইবে।

ইত্যাদি পদের প্রথম কলিটির সহিত বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত গীতের প্রথম কলি প্রায় অভিন্ন হইলেও উহার বাকি তিনটি কলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন : তুলনা করার জন্য আমরা সেই কলি তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব ॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ ॥
নহে ত লোহের নিগড় করিয়া
বাঁধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥"

পদ-রস-সার গ্রন্থে অন্তিম কলিটি ব্যতীত অন্যান্য কলিগুলি প্রায় এই ভাবেই উদ্ধৃত দেখা যায়; কেবল অন্তিম কলিটি বোধ হয়, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ দুইটি তুলনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধৃত পদ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্; কেবল দুইটি পদের প্রথম কলিটি যেরূপেই হউক, মিশিয়া যাইয়া এক হইয়া গিয়াছে। আমরা পদ-রস-সার গ্রন্থে পদ-কল্প-তরুর ঐ পদটি ব্যতীত "গোষ্ঠ-বিহার দানলীলা" নামক দ্বিপঞ্চাশৎ রস-অধ্যায়ের শেষে যে একটি স্বতন্ত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার মাঝের কয়েকটি কলির সহিত বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত গীতের প্রথম কলি ব্যতীত বাকি কলিগুলির প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; তুলনার জন্য আমরা পদ-রস-সারের ঐ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"নীলকমল মাধব শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণনখরমণি যেন চাঁদের গাথনি
ভালই শোভে আমার গলায় ॥
ছিদামের সঙ্গে সঙ্গে যাও তুমি নানা রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া।
মনে বলে সঙ্গে যাই গুরুজনায় ভয় পাই
আঁখি রহে তুয়া পানে চায়া ॥

তোমা রূপ পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
আউলাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালায় জায়া তোমা বন্ধু গুণ গায়া
ধূমার ছলনা বৈসে কান্দি॥
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।
মণি নয় মাণিক নয় গলায় পরিলে রয়
ল নয় যে কেশের করি বেশে॥
অগোর চন্দন হৈতাম হাম অঙ্গে লাইগা রইতাম
খসিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
রাধামোহনে বলে মো হেন অধীন জনে
না ঠেলিয় ও রাঙ্গা পায়॥"

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে এই পদটি নাই; এই পদের সরল মর্ম্মস্পর্শী বাঙ্গালা রচনার অনুরূপ রচনা আমরা রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় সোয়া দুই শত পদের মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। সুতরাং অন্য কোন রাধামোহনকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেও পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুরকে কিছুতেই এই পদের রচয়িতা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অপর কোন রাধামোহন এই পদের রচয়িতা হইলে, তাঁহার এই জাতীয় উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলি রস-গ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অসঙ্গত অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; সে জন্যই আমরা এই পদটিকে অপর কোন রাধামোহনের রচিত বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না; সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই অপূর্ব্ব পদের রচয়িতার নাম পূর্ব্ববৎ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক; বঙ্কিমবাবুর উদ্ধৃত পদের কলি তিনটি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, উহার প্রথম কলিটিতে যে মিলনানন্দের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কলিগুলিতে উহার উত্তরোত্তর বিকাশ না হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলিতে প্রেমের অতৃপ্তিজনিত আক্ষেপই প্রকাশ পাইয়াছে; এরূপ ভাবসঙ্করতা স্থলবিশেষে দূষণীয় না হইলেও, অবিমিশ্র-আনন্দাত্মক সমৃদ্ধি-মান্ সম্ভোগের পদে উহা সঙ্গত হইতে পারে না। পদ-কল্প-তরুর উদ্ধৃত পরবর্ত্তী কলিগুলিতে ঐরূপ আক্ষেপের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। পদ-রস-সার গ্রন্থে বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত পদটি যে স্থানে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য রস বিক্রয়ের ব্যপদেশে সখীগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছে;—আর হয় ত বহু দিন পর্য্যন্ত সেই ক্ষণিক সন্দর্শনও ভাগ্যে ঘটিবে না; এ অবস্থায় মিলন ও বিরহের, আনন্দ ও বিষাদের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধার পক্ষে প্রিয়তমের নিকট নিগূঢ় প্রেম-রহস্য ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়

আকাঙ্ক্ষাগুলি ঐ ভাবে ব্যক্ত করা কত স্বাভাবিক ও কত সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা উভয় পদের তুলনা করিয়া পদ-রস-সারের পদটিকেই পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরে নানা সময়ে নানা শ্রেণীর নানা লেখক বৈষ্ণব কবির পদাবলীর উৎকৃষ্ট কবিত্বের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবির পদাবলীর প্রশংসা আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আমরা এ স্থলে সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে কবির প্রতিভা কিরূপ অচিন্তনীয় শক্তিশালিনী, দেশ, কাল ও সমাজ-গত প্রভৃত পার্থক্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কবির ভাবের মধ্যে কিরূপ চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এ স্থলে তাহারই একটি উদাহরণ দেখাইব। বহু বাক্যব্যয় করিয়াও অন্যে যে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারেন না, প্রতিভাসিদ্ধ দুই চারি কথার সঙ্কেতে যেখানে কবি সেই ভাবটি অতি অপূর্ব্বভাবে পরিস্ফুট করিয়া দেন, সূক্ষ্মদর্শী সংস্কৃত আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ সেখানেই 'ধ্বনি' বা শ্রেষ্ঠ কাব্যের সারভূত লক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই 'ধ্বনি' না থাকিলে রচনার লালিত্য, শব্দের মাধুর্য্য কিংবা অলঙ্কারের চাতুর্য্য কিছুতেই কবির রচনাকে সেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমরত্ব প্রদান করিতে পারে না। সহৃদয় পাঠক বৈষ্ণব কবির পদাবলীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই কবি-প্রতিভাসিদ্ধ ধ্বনির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাইবেন। আমরা পদ-রস-সার হইতে একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহার উদাহরণ দেখাইব। শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীর রবে আকৃষ্ট হইয়া অভিসারোন্মত্তা শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—

"সেই বন কতই দূর।
বনপথ কভু দেখি নাই গো ॥ ধ্রু ॥
আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি।
বনপথ কভু দেখেছি ॥
যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী।
মনে বোলে দেখে আসি ॥
তোরা বলিস বাঁশী বনে বাজে।
বাঁশী বাজে আমার হৃদয়মাঝে ॥

প্রিয়তমের বংশী-রব-শ্রবণে প্রণয়িনীর একান্ত তন্ময়তা "বাঁশী বাজে আমার হৃদয়মাঝে" এই কথাটির দ্বারা কবি যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, বোধ হয়, অন্য শত কথার দ্বারাও সেইরূপ ব্যক্ত হইতে পারিত না। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে। বনমাঝে কি. মনোমাঝে ॥" ইত্যাদি সর্ব্বজন-বিদিত গীতটিতেও উহার প্রায় সদৃশ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে; তবে বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধার নিশ্চয়াত্মক বাক্যে

তাঁহার তন্ময়তার যে সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রবাবুর গীতের সংশয়াত্মক বাক্যে সেই তন্ময়তা সেই পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; বক্ত্রী নায়িকার অবস্থার পার্থক্যই এই প্রভেদের কারণ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করিলে বৈষ্ণব কবির পদাবলীর সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনায় এইরূপ অচিন্তিত সাদৃশ্য আরও অনেক দেখিতে পাইবেন।

পদ-কল্প-তরু গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহের সম্বন্ধে সহৃদয় কৃতী সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"পদ-কল্প-তরুর আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয়, এটি একটি প্রবাদ-বাক্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও সর্ব্বত্রই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থলে পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদ-কল্প-তরুর প্রতি পত্রেই এমন দুই একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন।" আমরা ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বৈষ্ণব কবির পদাবলীর অনুশীলন করিয়া দীনেশ বাবুর এই উক্তির সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিয়াছি; তাই আজ এই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে এথায় সমাগত লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বর-পুত্রদিগের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি,—এ পর্য্যন্ত আমরা যে ভাবে বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর আলোচনা করিয়া আসিতেছি, অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সেইরূপ পল্লব-গ্রাহী আলোচনাই যথেষ্ট নহে, অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীই অশিক্ষিত লিপিকর ও অসতর্ক মুদ্রাকরদিগের হস্তে পতিত হইয়া বহু পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী মুদ্রাঙ্কণ অভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে; আমাদিগকে এক্ষণ উহাদিগের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; বিপুল অধ্যবসায় সহকারে বৈষ্ণব কবির পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার, দুরূহ শব্দের অভিধান প্রণয়ন, দুরূহ বাক্যাবলীর অর্থ-নির্ণয় ও বৈষ্ণব কবিগণের অজ্ঞাত ইতিহাস-সংগ্রহ প্রভৃতি ক্লেশসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। যদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এত দিনের সমবেত চেষ্টায়ও এই কার্য্য অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে আমরা সাহিত্য-সেবী বলিয়া যতই আড়ম্বর করি না কেন, অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবার পুণ্য সাধনা হইতে আমাদিগকে যে একান্তই বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সভাপতির অভিভাষণ

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ কি, সাহিত্য শব্দের অর্থ কি, পরিষৎ শব্দের অর্থ কি ও এই তিনটি জড়াইয়াই বা অর্থ কি?

বঙ্গীয় শব্দের কি অর্থ, তাহা আমি জানি না, শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নাই। চলিত যে শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালা। বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলে বুঝিতে পারি, হয় বাঙ্গালা দেশের, না হয় বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য। কারণ, বাঙ্গালা শব্দে বাঙ্গালা দেশও বুঝাইতে পারে, ভাষাও বুঝাইতে পারে। বঙ্গীয় শব্দটি কিন্তু সেরূপ নহে, বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ও গকারের সঙ্গে যে অ-কার ছিল, তাহাকে লোপ করিয়া বঙ্গীয় শব্দ হইয়াছে। বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় সংস্কৃতে দেখি নাই। বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সব শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হইতে পারে, তাই বলিয়া আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কই, বাঙ্গালার ব্যাকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করি, বাঙ্গালার জন্য, বাঙ্গালা ভাষার উপকারার্থ বঙ্গ শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিতে আমাদের কতদুর অধিকার আছে, জানি না। যদি সংস্কৃতের মত বাঙ্গালায় ঈয় প্রত্যয়ের পূরা মাত্রায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে খালীয়, নালীয়, রেলীয়, মেলীয়, ডেঙ্গীয়, গাছীয়, লতীয় প্রভৃতি কত কথাই আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। বঙ্গীয় কথাটা দোআঁস্‌লা হইয়া গিয়াছে। নামের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, এখন আর শুদ্ধ করার উপায় নাই। এই নাম ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ইহার আবার কত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে, এখন আর বদল করা পোষায় না। কিন্তু মানে ত একটা করিতে হইবে? বঙ্গ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় কোন্ দেশ বুঝাইত? অনেক সময় মনে হয়, সারা বাঙ্গালাই বুঝাইত। কিন্তু অনেকের মত যে, ও শব্দে শুধু পূর্ব্ববাঙ্গালা বুঝাইত, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট। কালিদাস বঙ্গ শব্দে গঙ্গার দুই ধার বুঝিয়াছেন। লোকে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বলে, তখন এখনকার সমস্ত বাঙ্গালাই বুঝায়, কিন্তু বঙ্গাল শব্দ নিতান্ত নূতন নয়, দুচারখানি প্রাচীন পুঁথিতে এবং দুচারখানি শিলাপত্রে বঙ্গাল শব্দ দেখা গিয়াছে। যখন বঙ্গাল শব্দটা বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিয়া খুব চল্‌তি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব্ববাঙ্গালা বুঝায়। বল্লালসেনের রাজত্বে পাঁচটি ভাগ ছিল;—বঙ্গ, বাগড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা। এ বঙ্গ বলিতে গেলে পূর্ব্ববাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিন্তু কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালার নয়, সারা বাঙ্গালারই সাহিত্য-পরিষৎ। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় শব্দের অর্থ সারা বাঙ্গালা করিয়া লইতে হইবে। আর এই সারা বাঙ্গালা বলিতে বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও তাহার উপর সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুরের খানিকটা বুঝিতে হইবে। বাদ পড়িবে প্রায় সমস্ত দারজিলিঙ্গটা। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ এই হইল।

এখন সাহিত্য শব্দের অর্থ কি? সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত বটে, কিন্তু বড় বেশী পুরাণ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সহিত শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে; কিন্তু কিসের সহিত? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দে স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, এ সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার। যাঁহাদের হাতে ৬০।৭০ বৎসর আগে বাঙ্গালা ভাষার ভার পড়িয়াছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে সাহিত্য বই আর জানিতেন না; সুতরাং সাহিত্য শব্দটার অর্থ বাড়াইয়া লিটারেচার শব্দের সমান করিয়া তুলিয়াছেন। এখন লিটারেচার শব্দের অর্থ কি? লিটারেচার শব্দের প্রথম অর্থ ছিল—কাব্য, নাটক, অলঙ্কার; কিন্তু পরে দাঁড়াইয়াছে, যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই লিটারেচার। দিনকতক আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটারেচার শব্দের প্রয়োগ হইত না, এখন তাহাও হইতেছে। এখন গভর্মেণ্টের ফসলের রিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটারেচার পড়িতে হয়। জেলেদের মাছ ধরা সম্বন্ধেও এখন মস্ত লিটারেচার হইয়াছে। আমাদেরও এখানে সাহিত্য শব্দের এইরূপ মুলুক-জোড়া অর্থ লইতে হইবে। যদি ইহার অর্থ সংকোচ করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। এ পরিষদে হেমবাবু, যতীন্দ্র-বাবু, হীরেনবাবু, রামেন্দ্র বাবুর স্থান থাকে না। ইংরাজিতে লিটারেচার শব্দ যেমন, সংস্কৃতে সেইরূপ একটি শব্দ আছে। লিটারেচার অর্থ বরং সঙ্কুচিত, কিন্তু সে শব্দের সঙ্কোচ কোথাও নাই, সেই শব্দ 'বাঙ্ময়'। ইংরাজি লিটারেচার অর্থে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না; 'বাঙ্ময়' লেখাই হোক, না লেখাই হোক, সর্ব্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্ হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া বাঙ্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেখা ছড়াগুলি, মাঝিদের সারিগান এবং অনেক ধর্ম্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিষগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।

এখন পরিষৎ শব্দের অর্থ কি? পরি পূর্ব্বক ষদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া পরিষদ্ শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ চারিদিকে বেড়িয়া বসা। অতি পূর্ব্বকালে বেদের এক একটি শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে চরণ বলিত। এক এক জায়গায় এক এক চরণের যতগুলি লোক হইত, তাঁহাদের লইয়া এক একটি পরিষৎ হইত। কতগুলি লোক লইয়া পরিষৎ হইবে, তাহা ঠিক ছিল না। ক্রমে পরিষৎ শব্দ রাজসভায় উঠিল, সেখানে পরিষদে কতকগুলি মেম্বর হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে যাহারা রাজপরিষদে যায়, তাহারা পারিষদ হইল, ক্রমে পারিষদ শব্দে খোসামুদে বুঝাইতে লাগিল। পরিষৎ পারিষদ দুই শব্দই ক্রমে উঠিয়া গেল, ক্রমে সভা, সভ্য ও সদস্য শব্দ অধিক ব্যবহার হইতে লাগিল।

পণ্ডিত লোকের সভাকে বরাবরই লোকে পরিষৎ বলিয়া আসিয়াছে। কালিদাসও বলিয়াছেন,—"অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" এইরূপ একরূপ কার্য্যে বা একরূপ লেখাপড়ায় বা একরূপ ব্যবসায়ে যাহারা দক্ষ, তাহাদের লইয়া ইউরোপে যে সভা হইত, তাহার নাম ছিল ইউনিভারসিটি। তখন জুতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জুতা সেলাইওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, দরজীর ইউনিভারসিটি ছিল, ময়রার, ছাতাওয়ালার ইউনিভারসিটি ছিল, জেলের ইউনিভারসিটি ছিল। এখন অন্য ব্যবসায়ের ইউনিভারসিটির নাম হইয়াছে guild, ইউনিভারসিটি নামটা ক্লারিক অর্থাৎ লেখাপড়ার ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদেরই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ শব্দটাও সেইরূপ বৈদিক চরণ ছাড়িয়া, রাজসভা ছাড়িয়া সাহিত্যেরই একচেটিয়া হইয়া যাইতেছে। দশ জনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষৎ হইবে, দুই জনে করিলে হইবে না।

তাহা হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শব্দে আমরা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালা দেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এখানে একটা কথা নূতন আছে, বাঙ্গালা দেশবাসী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এই তিনটি শব্দের মধ্যে বাঙ্গালা দেশবাসী বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। কিন্তু ঐটি উহ্য না করিলে মানেই হয় না। কারণ, চীনের লোক দশ জনে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা সেই দশ জনকে কি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলিবেন? যদি চীন দেশের লোক কলিকাতা আসিয়া আপনাদের মেম্বর হয়, তাঁহাকে মেম্বর করিতে আপনাদের কোন আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গদেশবাসী বলিতে গেলে বঙ্গদেশবাসী খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদী, জৈন সব বুঝাইবে। সুতরাং ইহাদের বাঙ্ময় সব পরিষদের অধিকারে আসিবে। পৃথিবীর কিছুই বাকি থাকিবে না। কিন্তু এখনও সবাই আসে নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অধিকাংশ—এমন কি, শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, একজন মুসলমান। মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য-পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাঙ্গালার কোন কাজই হইতেছে না। অনেকে মনে করেন, মুসলমানেরা আরবী পার্শী লইয়া থাকেন, বাঙ্গালার জন্য তাঁহাদের মায়া নাই, তাঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে। কিন্তু সে কথা ত সম্পূর্ণ সত্য নহে, অনেক বাঙ্গালা বই তাঁহারা লিখিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে ভাষার নাম মুসলমানী বাঙ্গালা, ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের উর্দু। তাঁহারা যে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তার নাম ফুলনাগরী বা কাঠনাগরী, এখনও সিলেটের মুসলমানেরা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাঁহাদের যত কিছু বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সেই অক্ষরে লিখিয়া থাকেন। মুসলমানের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তাহা এক দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। কোন জাতি আপনার ব্যাকরণের বিভক্তিগুলি পরের ভাষা হইতে লয় না, কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত বিভক্তিগুলি

দিয়াছেন। আমরা প্রথমার বহুবচনে যে "রা" বলি, সেটা আমরা মুসলমানদের নিকট পাই-য়াছি। আমাদের 'দিগকে', 'দিগের', 'দের' প্রভৃতি বিভক্তিও পার্শী হইতে লওয়া। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে গেলে মুসলমানের সহায়তা ভিন্ন হইতেই পারে না। আমা-দের অভিধানের এক তৃতীয়াংশ কথা মুসলমানী। আমাদের দেশের জনকয়েক লেখক মনে করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; সুতরাং সংস্কৃত ছাড়া শব্দ ব্যবহার করিব না, পার্শী শব্দ সব উঠাইয়া দিব। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পার্শী শব্দ এখনও অবাধে চলিতেছে। আরও এক কথা, যদি আপনারা বাঙ্গালা-সাহিত্য-পরিষৎ নাম দিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে কতক পরিমাণে বাদ দিতে পারিতেন। যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে লইতেন, যাঁহারা না লিখেন, তাঁহাদিগকে লইতেন না। কিন্তু আপনারা নাম দিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে সকল *সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন*, তাহার উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাঙ্গালায় বসিয়া যাঁহারা ফার্সী, উর্দ্দু ও মুসলমানী বাঙ্গালায় বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কি করিয়া? সেও ত বঙ্গীয় সাহিত্য!

আমার বোধ হয়, প্রথম হইতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার একটু সঙ্কোচ করিয়া লইলেই ভাল হইত। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করিবার সময় সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছিলেন যে, এসিয়ার চতুঃসীমার মধ্যে স্বভাবে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা মানুষে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, সমস্তই এ সভার অধিকারভুক্ত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত জিনিষই অধিকারভুক্ত হইবে, তবে এসিয়ার বাহিরে নয়, এসিয়ার মধ্যেই চাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এখন তাঁহারা যদি কখন দশ জন ফ্রেঞ্চ মেম্বর পান, সেই ফ্রেঞ্চ মেম্বরদের অনুরোধে সমস্ত ফরাসী সাহিত্য আসিয়া পড়িতে পারে। এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হয়। বাঙ্গালার বাহিরে যাবার বন্দোবস্তটা না করিলেই ভাল হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার যখন এত বড়, আশা যখন এত উচ্চ, দৌড় যখন এত দূর, তখন কোন্ কাজে ইহার বিশেষ অধিকার, তাহা বলা বড় কঠিন। যদি বলি, বিজ্ঞানেই অধিকার, তবে ভাষাতত্ত্বওয়ালারা চটিয়া যাইবেন। যদি বলি, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের উপরেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বেশী, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বলিবেন, আমাদের কথাটা সাহিত্য-পরিষদে উঠিবে না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, কোন্ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বেশী অধিকার বা বিশেষ অধিকার, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার আমার দরকার নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাণ্ড অধিকারের মধ্যে কোন্ বিশেষ বিষয়ে আমার দুটা কথা কহিবার অধিকার আছে, তাহারই কথা কহিব এবং স্থির করিলাম, সে কথাটি পুথি খোঁজা।

ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশী দিন হয় নাই। যাঁহারা বড় পুরাণ খবর জানেন,

তাঁরা হয় ত বলিবেন যে, হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৯ সালে হুগলিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। সে সকল ত পুরাণের কথা; আসল কথা এই যে, ছাপাখানাটা ৬০।৭০ বৎসর হইল, খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই একখানি পুথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাতের লেখা পুথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরাজি পড়াশুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল, লোকে আর পুথির তত আদর করিত না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্ব্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্র মাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—সেই দিন পুথিগুলিকে রৌদ্রে দিতেন। সমস্ত দিন নিজে পাহাড়া দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেইগুলিকে পেতেনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড় আদরের জিনিষ পুথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র অল্প ইংরাজি লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল; পুথি-পাঁজির কোন ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জ্জনা রহিয়াছে। ছেড়া ময়লা কাল ন্যাকড়ায় জড়ান কতকগুলা কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয় ত রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জলিতে লাগিল, তখন পুথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল; সুবিধা পাইলেন ত একখানা পুথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সে দিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম;—দেখিলাম, একজনের বাড়ীর পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে। বাড়ীর গিন্নী মা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুথিগুলি বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ীর গিন্নীর মা সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুথির পাতা লইয়া কি করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।

এইরূপে চারিদিকে হাতের লেখা পুথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হয়, পঞ্জাবের সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুথি ছিল। তাঁহার পুত্র রাধাকিষণ লর্ড লরেন্সের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথিরক্ষার জন্য এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই সকল গভর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুথিরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট এই জন্য ২৪০০০৲ টাকা বৎসর বৎসর খরচ

করেন। বাঙ্গালার ভাগে ৩২০০৲ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল গভমে´ণ্টই কিছু কিছু পান। পঞ্জাব গভমের্ণ্টের টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের টাকা অনেক দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে; একভাগ সংস্কৃত পুথির জন্য, আর এক ভাগ নাগরী পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্দ্রাজে ঐ টাকার এক অংশ আরকিওলজিকাল ডিপার্ট-মেণ্টকে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে ঐ টাকায় পুথি খরিদ হয় ও ঐ পুথি দেকান কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা হয়। বাঙ্গালায় ঐ টাকা এসিয়াটিক সোসাইটীর হাতে দেওয়া হয়, তাঁহারা ঐ টাকা খরচের ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে পুথি খোঁজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০ পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ সংগ্রহ হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রথম ভার থাকে অপার্ট সাহেবের উপর। ইনি কোন্ পণ্ডিতের বাড়ী কি কি পুথি আছে, তাহারই তালিকা ছাপাইয়াছেন। তারপর হুল্চ্ সাহেব তিনখানি রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় নূতন পুথি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে কেনা পুথির একটি তালিকা আছে। তাহার মধ্যে ভাল ভাল পুথিগুলিতে ইতিহাসের কথা যাহা পাওয়া যায়, সব তুলিয়া দেওয়া হয়। হুল্চ্ সাহেবের পর শেষগিরি শাস্ত্রী কিছুদিন এই কার্য্য করেন এবং তাঁহার রিপোর্টগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি যে কয়খানি পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়। এখন মহারাজ রাজশ্রী রঙ্গাচার্য্য রাও বাহাদুর এই কার্য্য করিতেছেন। তিনি এই অল্প দিনের মধ্যে ১৩।১৪ ভলিউম বহি ছাপাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের টাকা দুই ভাগ হয়। এক ভাগের কর্ত্তা হন সার রামগোপাল ভাণ্ডারকর, আর এক ভাগের কর্ত্তা পিটারসন্ সাহেব। দুই জনেই ছয় ভলিউম করিয়া রিপোর্ট লেখেন, রিপোর্টের ভূমিকায় অনেক নূতন নূতন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হয়। জৈন-সাহিত্য এইখান হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে। ভাণ্ডারকর বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য অনেক। সার রামগোপাল এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কাজের ভার তাঁহার পুত্র শ্রীধর ভাণ্ডার-করের উপর অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রত্যেক রিপোর্টের সহিত কেনা পুথির একটি তালিকা দেওয়া থাকে এবং ভাল ভাল পুথি হইতে ইতিহাসের কথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

লাহোর, অযোধ্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে কেবল কেনা পুথির তালিকা বাহির হয়। ঐ তালিকায় গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের নাম, লেখার সময় প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় খবর থাকে। উহার সঙ্গে রিপোর্ট আদি কিছুই থাকে না।

বাঙ্গালায় যে সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটি তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটীর পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরাজিতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচ বৎসর অন্তর একটি রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরাজিতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই।

ইহাতে একটু অসুবিধা হইত। পরের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা হইত, নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ একেবারে ছাপা হইত না। তাই সোসাইটী বলিয়া দিয়াছেন যে, যত দিন নিজের বাড়ীর পুথির বিবরণ ছাপা না হইতেছে, তত দিন আর অন্য কোন কাজ হইবে না।

এতক্ষণ লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকা হইতে যে কাজ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহারই কথা বলিলাম। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, আলবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে। এ সকলই সংস্কৃত পুথি লইয়া, কেহ কেহ তাহার সহিত প্রাকৃতও যোগ করিতেছেন, কেহ বা কথিত ভাষার প্রাচীন পুথিও যোগ করিতেছেন। কথিত ভাষার পুথি সংগ্রহের জন্য বড় একটা চেষ্টা হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে নাগরী-প্রচারিণী সভা লর্ড লরেন্সের দেওয়া টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিতেছেন এবং বৎসর বৎসর তাহার রিপোর্ট দিতেছেন।

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গভর্মেণ্ট ঐ বিষয়ে বন্দোবস্তের ভার এসিয়াটিক সোসাইটীর উপর দেন। সোসাইটী সে ভার আমার উপর দেন, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কার্য্য এখনও পুরাদস্তুর আরম্ভ হয় নাই।

ভাট-চারণের পুথি. সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট নিজেই সে সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য কোন চলিত ভাষার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সেই সকল ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চলিত। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গভর্মেণ্টের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন আসামী পুথির জন্য বোম্বাই টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়; যেমন তেলেগু পুথির জন্য লাহোর টাকা খরচ করিতে পারে না, করিলে অন্যায় হয়। যদি বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা পুথির জন্য টাকা খরচ না করেন, যদি আসামের জন্য আসাম-গভর্মেণ্ট টাকা খরচ না করেন, তাহা হইলেও অন্যায় হয়। বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদেরও প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য বাঙ্গালী

মাত্রেই বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে।

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালায় অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাঙ্গালার এত বহি

আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।'

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেন বাবু ছাপাইয়াছেন।

আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূর-ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন বাবুও আমার মত পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি-সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি লইয়া আসিত, নগেন বাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভারসিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটির জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটী তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশ বাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশ বাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন বাবু আমার নৈহাটীর বাড়ীতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি

লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম "সুভাষিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—"দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"।

"সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং "দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা"খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব "সুভাষিত-সংগ্রহ"খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়", উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম "চর্য্যাপদ"। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে সুভাষিত-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটাশটি দোঁহা টীকাটীপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার দুই একটি দোঁহা এখানে দিতেছি।

গুরু উবএসো অমিঅ রস হবহিং ন পিঅ উজেহি।
বহু সহ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথউ তেহি।

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে একবার বলিয়াছেন, অপভ্রংশ ভাষা, আর একবার বলিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালিপ্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈনপ্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মারহাট্টাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম ;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। তিনি বলেন,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্যা, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২।৩ শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি "প্রাকৃত-প্রকাশে" মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মাহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূর্য্যমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন

ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে আছে। প্রফেসার বেণ্ডল দুই চারি জায়গায় ঐ তর্জ্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষে সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে, আর একখানিতে প্রায় এক শতটি আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্‌দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্‌দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বর, ধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধারণ করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্‌ করে, কানে খুস্‌খুস্‌ করে

ও লোককে ধাঁধা দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন? ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কক্কুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন,—ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে,—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না, কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলই গেরুয়া কাপড় পড়ে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দুই এক, সুতরাং সহজিয়ারা

অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই ;—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদ্মরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅ চিত্ত তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিস্থা
করুণা ফুল্লিন্ত ফল ধরই নামে পর উআর।

অদ্বয় চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোঁহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকার মূল কথাগুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে; সেটি এই যে, সহজীয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গালা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? সরোরুহ-বজ্রের দুইটা দোঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটি চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দের বাঙ্গালায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে।

সুইণা হ অবিদারঅরে নিঅমন তাহোরেঁ দোসে
গুরুবঅন বিহারেরেঁ থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥ ধ্রু॥
অকট হুঁ ভবই গণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা॥ ধ্রু॥
অদঅভুর ভব মোহারো দিসই পর অপ্যণা
এ জগ জলবিম্বকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥ ধ্রু॥
অমিয়া আছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পসর বস অপা
ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে মরে খাইব মই দুঠ কুণ্ডরাঁ॥ ধ্রু॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালি কিমো দুঠ্য বলন্দেঁ
একেলে জগ নাশিঅ রে বিরহুঁঈ ছন্দেঁ॥ ধ্রু॥

হে মন! তোমার অবিদ্যা-দোষ হেতু এবং স্বপ্নেও লোভ থাকায় গুরুবচন ত্রৈলোক্য ছাইয়া ফেলিল, এখন তুমি কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? হুঙ্কার-বীজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, তুমি গগনে প্রবিষ্ট হইলে, এক্ষণে তোমার অবিদ্যা নাশ হইবে। তুমি বঙ্গদেশে স্ত্রীগ্রহণ করিলে, তোমার বিজ্ঞান পলাইয়া গেল। ভবের মোহ অদ্ভুত, যে হেতু তাহাতে আপন পর দেখা যায়। সহজ-মতে এ জগৎ জলবিম্বের ন্যায় এবং আত্মা শূন্যস্বরূপ। অমৃত আশে রে চিত্ত, তুই বিষ খাইতেছিস, তুই কর্ম্মের নিতান্ত বশ, তুই ঘরে পরে কি বুঝিলি, আমি দুষ্ট কুণ্ডকে মারিয়া খাইব। সরহ বলেন,—রে গোয়ালিনী, দুষ্ট বলদ লইয়া আমি কি করিব? একলাই জগৎ বিনাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে ত্রিভুবনে বিহার করিব।

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল
সদগুরু বঅনে ধর পতবাল॥ ধ্রু॥
চীঅ থির করি ধহুরে নাহী
অন উপায়ে পার ণ জাই॥ ধ্রু॥
নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ॥ ধ্রু॥
বাট অভঅ খাণ্ট বি বলআ
ভব উলোলেঁ ষঅ বি বোলিআ॥ ধ্রু॥
কূল লই খরে সোন্তে উজাঅ
সরহ ভণই গণে পমাএঁ॥ ধ্রু॥

দেহ নৌকা, মন তাহার দাঁড়, সদ্গুরু-বচন এ নৌকার হাল হউক। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকাটিকে রক্ষা কর, পারে যাইবার অন্য উপায় নাই, অন্য নৌকায় যেমন গুণ টানিয়া যায়, এ নৌকা সেরূপ নহে। এ নৌকা ত্যাগ করিয়া সহজ পথে যাও, অন্য উপায়ে যাইবার জো নাই। পথে কোন ভয় নাই, বলদ দুটিও খাটিতে পারে। ভব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে, খরস্রোতে কূল উজাইয়া যাইতেছে। সরহ বলেন,—আমি প্রমাদ গণিতেছি।

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥ ধ্রু॥
অম্হে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥ ধ্রু॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষো॥ ধ্রু॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংখা॥ ধ্রু॥

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন্ত ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম্ম স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অনেক জিনিষ লইয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রামপালদেবের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের এই কয়খানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা হইয়াছে। তত্ত্বদশক, যুগলব্ধপ্রকাশ, মহাসুখপ্রকাশ, তত্ত্বপ্রকাশ, সেককার্য্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত সেকপ্রক্রিয়া, প্রজ্ঞোপায়, দয়াপঞ্চক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকারতত্ত্ব, মহাযানবিংশতি, দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা অর্থাৎ যে দোঁহাকোষের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অদ্বয়বজ্রকে তেঙ্গুরে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আচার্য্য, কোথাও অবধূত বলিয়াছে।

সরহপাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা আছে; যথা,—বুদ্ধকপালতন্ত্র-পঞ্জিকা, জ্ঞাণবতীনং, বুদ্ধকপালসাধনং, সর্ব্বভূতবলিবিধি, শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রমপ্রদ্যোতন।

এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে, যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা। তারানাথ বলেন,—শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্ম্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। একদিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার

লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—আমি উহাঁরই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের গন্ধবেণেদের চারিটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতাশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। অনেক বড় বড় নগরে রাউতপাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল, ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল,—আপনি অচলসেনকে এত ভালবাসেন, ওর তরবারি ত কাঠের, ও কি করিয়া যুদ্ধ করিবে? তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ারখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার সঙ্ঘে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল ভূসুকু, কারণ, ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটীং গতোপি তদেবেতি ভূসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভূসুকুনামখ্যাতিং সঙ্ঘেঽপি। অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটীতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যায়। শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং একদিন তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে হইবে। নালন্দায় রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা

সাজান হইত, সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল,—শান্তিদেব! তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করিতে লাগিল। শেষ তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটি কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে বসিয়া বলিলেন,—"কিম্ আর্ষং পঠামি অথার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অথার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন,—এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন,—পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ। যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন;—

যদর্থবদ্ধধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছান্ত্যনুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা॥

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে আর্য্য পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অথার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অথার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্ব্বেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অথার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি সুললিত, যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুরস্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতে॥

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটীতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও

শান্তিদেব এক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্তু এখানি পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটী-নির্ম্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায় ॥

আরও— অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অরুহেঠ কমল করি শয়ন অরু।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যাহ সুরকায় ছাড়ি ন যাই
সো দুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি ধুরুন্তি যোগ।

এই পুস্তকের ভুসুকুও রাউত। শান্তিদেবও ভুসুকুও বটে, রাউতও বটে। আর বাস্তবিকও শান্তিদেব যখন অভিধর্ম্মের বই একখানি লিখিলেন, সূত্রান্তের বই একখানি লিখিলেন, শিক্ষার বই একখানি লিখিলেন, বিধির বই একখানি না লিখিলে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ পুরা হইল কই? শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভূসু, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে (চণ্ডালী) করিয়া লইলে।

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে ;—অবধুতি, চণ্ডালী, ডোম্বি বা বঙ্গালী। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—রে ভুসুকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। জহোর কোথা না জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, রাউত ভুসুকু ও শান্তিদেব বাঙ্গালী। রাউতের আর একটি গান এই ;—

আইএ অণুঅনাএ জগরে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং (কং) রোড়োখাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরু মরীচি গন্ধনইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবতেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বাঁদ্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা
রাউতু ভনই কট ভুসুকু ভনই কট সঅলা অইস সহার
জইতো মূঢ়া অছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত বুলাইও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন,—কি আশ্চর্য্য! সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু এক। তিনি মহাযান ও সহজযান, উভয় যানেরই লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ী বাঙ্গালায়ই ছিল। এখন তিনি কোন্ কালের লোক? প্রফেসর বেণ্ডল একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাসমুচ্চয় ইংরাজী সনের সপ্তম শতে লেখা হইয়াছিল। আবার বলিয়াছেন যে, না, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর ও তিব্বতের ক্রিদি সোঁসান রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে হুয়েনসাং তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত তিব্বত-রাজের রাজত্বকালে তাঁহার পুস্তক তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকগুলি তাহার পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল। সুতরাং ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে। প্রথম দোঁহাটি এই ;—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই পরমথ পবিস
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জন লীন ॥

২য়— আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিত মান বহন্তি ৹
পক্কসিরি ফলঅ অলি জিম বাহেরিত ভ্রমযন্তি ॥

৩য়— যোহি চিঅ রঅ ভূষিঅ ফ্লজোহেসি হুউ
পোক্খর বীঅ সহাবসুহ নিঅ দেহ হি দিধউ ॥

৩০শ— ওঁ বুঝিঅ বিরল সহজসুন কাহি বেঅ পুরাণ
তোপো তোসিঅ বিষয় বিরপ্য জগুরে অশেষ পরিমান ॥

৩১শ— জে কিঅ নিচ্চল মন রঅন পিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজির নাহুরে মরি বুত্তত পরমহো ॥

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে।—

জো মন গোএর আলা জালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাক্চিঅ জসু ণ সমায় ॥ ধ্রু ॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ কিকসইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

যে সকল বিকল্পজাল মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সে সহজের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা, কারণ, যে জিনিষ বাক্‌পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইব? যে সে বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন,—কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়।

আলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহি সই করিব নিবাস।
যো মন গোঅর সো উআস॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না।
ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মোহি অহি ন পই সই॥

আলি কালি এক করিয়া, অবধূতি-মার্গ রোধ করিয়া, চণ্ডালিমার্গে গিয়া কৃষ্ণাচার্য্য আনন্দিত হইলেন। ওহে কাহ্নু, তুমি কোথায় গিয়া বাস করিবে? যাহারা বড় যোগী, তাহারাও এ ধর্ম্মে উদাসীন। যে তিনটি তিনটিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক দেখিতে গেলে তাহারা ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় বুঝিলেই ভবচ্ছেদ হয়। যে যে উৎপন্ন হয়, সেই সেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাদের আনাগোনা দেখিয়া কাহ্নু আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, জিনপুর অতি নিকটেই আছে। তিনি বলিতেছেন,—এখানে মোহ প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুকহেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা না বলিলে আমার এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যা-

চর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম ;—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিআই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস ॥
ভনই লুই আম্‌হে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইণ ॥

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল ; লুই বলেন,—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ অলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরে যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরে পূজা করে,-তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশিলা বিহার হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন রত্নকীর্ত্তি। রত্নকীর্ত্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেব ও লুই একই সময়ের লোক, বরং তিনি কিছু পূর্ব্বে হইতে পারেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে ॥

অলক্ষলখচিতা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলেঁ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীনে দুলখ পরমনিবানে॥
দুঃখেঁ দুঃখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভুঅনেঁ লধা॥

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল গান পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে সুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত, কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম ;—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ডমরা॥

এ বাঙ্গালা কবিতাটি মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গালায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাঁকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্নপাদ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে

অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছন্দ্রনাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে সকল ধর্ম্মের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। আবার ইদানীন্তন লোকে না বুঝিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা আরও পাকিয়া গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশী ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, তত দিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব না, আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না, আমাদের কোথায় কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না। কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না। কিন্তু এরূপ ধীরভাবে বহুদিন ধরিয়া পড়িবার লোক কই? যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াশুনাই করিতে পারে না, যাহাদের সে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু না বুঝিয়া না জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না।

পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। বাঙ্গালা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে ;—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীবন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কতরকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন,—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শুনে, অন্য কথা বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিষ কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিষের ; যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল পুথি কিনিয়াছেন, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি খণ্ডিত, গোড়া হইতে ২৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষ নাই বলিয়া কবি পুথিখানির কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা জানা গেল না, তবে প্রতিলিপিকারক প্রত্যেক পাতার পার্শ্বে "জর্ম্মলীলা" লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা গেল যে, এখানি "শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা"। পাতাগুলি এক ফুট লম্বা ও চারি ইঞ্চি চওড়া; দুই পৃষ্ঠে লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় নয় লাইন করিয়া লেখা আছে। পুথির অবস্থা ভাল, লেখাও খুব প্রাচীন নহে, আবার নিতান্ত আধুনিকও নহে। তাই বলিয়া কবির রচনা সে শ্রেণীর নহে। কবির সময় পরে নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ধরণের রাগরাগিণীযুক্ত নাতিদীর্ঘ পদাবলীদ্বারাই এই গ্রন্থখানি গঠিত। এই ২৮ পাতে ৬২টি সম্পূর্ণ পদ ও ৬৩ সংখ্যক পদের কিয়দংশ আছে। পুথিখানির আরম্ভ এইরূপ,—

/৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ নারায়ণপরা বেদা ইত্যাদি শ্লোক।

তাহার পরেই শ্রীরাগে কথাবস্তুর অবতারণা যথা,—

রাগশ্রী ॥

কংসরাজ নরপাত জনম লভিয়া ক্ষেতি
অসুরদলন কৈল ভার।
বসুমতি ভারাক্রান্তে ভাবিতে লাগিলা আস্তে
কিসে মোর হইবে নিস্তার ॥
সহিতে না পারি বল কবে জাই রসাতল
এইমত ভাবে বসুমতি।
চিন্তিত হইলা মনে জাইব কাহার স্থানে
কাঁহা গেলে ঘুচিব দুর্গতি ॥
অসুরের বড় বল ভারে দুই টলবল
কোথা জাই কি করি উপায়।
ভাবে তায় বসুন্ধরা মনেতে করিল শারা
জাব মেন ব্রহ্মার সভায় ॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই দেবা তাহার করিব শেবা
এই মনে চিন্তিত উপাএ।
এই মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হইয়া
গেলা সেই দেবের সভাএ ॥

গেলা পৃথি সর্গগ পুরে ব্রহ্মা রুদ্র একেশ্বরে
বসীয়া আছেন দুই জনে।
হেনকালে বসুমতি অনেক করিল স্তুতি
মুঞি প্রভু আইল দরশনে ॥
কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর কেন আইলে মুগোচর
কহ মুনি কোন বিবরণ।
কহে তবে করপুটে দুই দেব সনিকটে
মোরে রক্ষা কর দুই জন ॥
কোন প্রীয়োজন আছে কহ ২ মোর কাছে
মুনি তার করিব বিচার।

* * * * *

কহে তবে বসুন্ধরা হইয়া (?) কাতর পারা
মুনি দেব ধরনির কথা।
শ্রুবন পরশী মুনি ব্রহ্মা দেব মুলপানি
চণ্ডিদাষ বড় পায় বেথা ॥ ১ ॥

শেষ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং পুথিখানির সমাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। শেষে কবির কোন পরিচয়, গ্রন্থের কোন পরিচয় বা রচনাকালের কোন উল্লেখ ছিল কি না, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। যে ৬২টি সম্পূর্ণ পদ এই ২৮ খানি পাতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের শেষাংশ হইতে আমরা নিম্নোক্ত কয় প্রকার ভণিতা পাইয়াছি,—

(১) চণ্ডীদাস বড় পায় বেথা ॥
(২) চণ্ডীদাস বলে মুন দুই জনে
(৩) চণ্ডীদাস কহে সেই যে দেখহে
(৪) চণ্ডীদাসে বলে বড়ই অদ্ভুত
(৫) দিন চণ্ডীদাস বলে ॥
(৬) দিন চণ্ডীদাসে গান।
(৭) দিন চীণ্ডদাস গায়।
(৮) দিন চণ্ডীদাস বলে।
(৯) দিন চণ্ডীদাস ভনে।

এইরূপে 'চণ্ডীদাস' ও 'দীন চণ্ডীদাস' ব্যতীত এই ৬২টি ভণিতা হইতে কবির সম্বন্ধে আর কোন কথা জানিবার উপায় নাই।

ইহা ব্যতীত এই ৬২টি পদ হইতে আমরা আর যাহা যাহা নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম পদটিতে কংসাসুরের অত্যাচারে ও তাহার দল-বলের ভারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া উদ্ধারের আশায় ব্রহ্মা ও শিবের শরণ লইবার সঙ্কল্প করিয়া এমন এক স্থানে গেলেন যে, সেখানে ব্রহ্মা ও শিব দুই জনে একত্র হাজির ছিলেন। দ্বিতীয় পদটিতে বসুমতী নিজের দুর্দ্দশা শুনাইলেন। তৃতীয় পদটিতে ব্রহ্মা ও শিব দুই জনে পরামর্শ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায় যাহা বলিয়া দিলেন, তাহা যে তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে, তাহা যে বেদোক্ত বিধান, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখ বেদ-বিহিত বিধি স্মরণ করিয়া উপায় বিধান করিলেন, ইহা বড়ই শোভন বটে, কিন্তু কবির নিজের ভাষায় তাহা শুনিলে, তবে তাহার বৈদিক পারিপাট্যটা ভাল রকম বুঝাইবে বলিয়া সেটিও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

জয়শ্রী ॥

করজোড়ে আছে বসুমতি দেবি
কহেন কাতর বানি।
কিরূপে আমার পরিত্রান হয়ে
কহ ঠাকুর তুমি ॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই বশী এক ঠাঞি
যুগতি হইল সারা।
সত্যযুগ পরে বেদে নাম ধর
দ্বাপরে আছয়ে ধারা ॥
পূর্ন সনাতন লিখিল পুরন
কৃষ্ণবর্ণ অবতার।
বেদে জে কহিল তাহাই হইল
যুনহ বচন পার ॥
দুই জন ইহা করিল বচন
কহিয়া বেদের বানি।
শুক্ল রক্ত পিত বরন বিভিন্ন
কৃষ্ণ অবতার গুনি ॥
তেই সে উৎপতে অসুর ভারেতে
ধরনি রহিতে নারে।
অতএব নানা বেদ অধ্যায়ন
টেলয়ে অসুরাসুরে ॥

চণ্ডিদাষে কহে সেই যে দেখহে
তার সে তোমরা খল।
কেমতে এ সব পরিত্রান হয়ে
হই দুঃখ কর দুর ॥ ১ ॥

চতুর্থ পদে ব্রহ্মা ও শিব ধরণীকে লইয়া ভগবান্ অনন্ত-শয়নের নিকট গেলেন। ধরণী কিন্তু স্বীয় বেশ লুকাইয়া গাভীরূপ ধরিয়া চলিলেন। লক্ষ্মী দেবী অনন্তশায়ীর চরণসেবা করিতেছিলেন, তিনি গরুটিকে দেখিয়া একবারে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কেন বা আইলে গাভি।
কি নিমিত্তে কাজ কহ না উত্তর
নিজের অন্তরে ভাবি ॥

এই হুকুম পাইয়া—

কহিতে লাগিলা সেই গাভীবর
লক্ষ্মীর আদেশে কয়।

পঞ্চম পদে গাভী বলিল,—

মুঞি নহি গাভি অবলা জনম
মোর নাম বসুন্ধরা।

তারপর অসুরের ভারের কথা জানাইল এবং বলিল,—

দুর্গতি নাশিতে আর কেবা আছে
গোলোক ঈশ্বর বই।
তেঞি সে আইনু প্রভুর গোচর
সকল বেদনা কই ॥

লক্ষ্মী শুনিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

সকলি সফল করিব তোমার
কোনহুঁ না হব দায়।

তবে কি জান ? এখন,—

প্রভুর নিদ্রায় মন।
নিদ্রাভঙ্গ হলে সব নিবেদিব
দিন চণ্ডীদাস কন ॥

এইটুকু কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই—

চৌদ্দ মন্বন্তর গেলা কত যুগ
জেমত বিষক কায়া।

ষষ্ঠ পদে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনি—

ভ্রিঙ্গারের জল　　আনি জগাইল
সেই লক্ষ্মি দেবি রাণি।

দয়াময়ও কটাক্ষ ইঙ্গিতে গাভীর প্রতি নজর পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—

কেন বা আসিলে হেথা।

গাভীও অমনি—

কহিতে লাগিল　　সকল বির্ত্তান্ত
পুরুবকাহিনী কথা॥

চক্রপাণি "হাসিয়া মুদিলা আখি" এবং—

ধিয়ানে জানল　　সকল বির্ত্তান্ত
পাইল অসুর সাথা।

সপ্তম পদে বসুমতী নিজ দুঃখ বিস্তৃত করিয়া জানাইয়া বহু প্রকারে স্তব করিল।

অষ্টম পদে শ্রীহরি ধরণীকে বলিয়া দিলেন,—

ইহার উপায়　　রচিব সকল
নিজ স্থানে জাহ তুমি।

তাহার পর—

ধরণিরে তুসি　　বৈকুণ্ঠ ইশ্বর
ছাড়িয়া নিশ্বাস নাসা।
তাহে উপজিল　　এক নিরমল
রূপসি সুন্দরী পাসা॥

এই 'পাসা' যে কি, তাহা বুঝিলাম না। ইহা 'খাসা' হইলে খাসা মানে হইত; কিন্তু পুথির অক্ষরটি বড় স্পষ্টাকৃতির 'প', কোন সন্দেহ করিবার উপায় নাই। তবে যদি লেখক-প্রমাদ বলিয়া কোন দোহাই দিয়া অন্যার্থ করা যায়। তারপর এই রূপসীর তিলোত্তমার মত রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

নবম পদে ভগবান্ এই যুবতীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িয়াছেন; তিনি ভাবিতেছেন,—

এমন রূপসি　　কাহে সমর্পিব
ইহাই ভাবিএ মনে।

নিজে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া—

চাহেন লক্ষ্মীর পানে।
হাসি লক্ষ্মী দেবী　　স্বরস্ব হইআ
চাহেন চরণ পানে॥

তাহার পর বলিয়া দিলেন,—

ভোলা মহেশ্বর কৈলাস ইশ্বর
ইহারে বরণ করি।

আর—

লক্ষির বচন কমললোচন
লইল মানস পুরি ॥

এইরূপে ভগবানের নিশ্বাসে তিলোত্তমা সুন্দরী জন্মিল এবং লক্ষ্মীর ঘটকালীতে ভগবান্ তাহাকে ভোলা মহেশ্বরের হাতে দিতে রাজি হইলেন। ইহার এরূপে উৎপত্তি এবং এরূপে সম্প্রদান-ব্যবস্থা লিখিয়া কবি এইখানে একটি বেশ কৈফিয়ত দিয়াছেন। কৃষ্ণজন্মলীলায় কেহ কোন পুরাণে আর কথন এমন কথা ত শুনে নাই, তাই কবি চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

চণ্ডিদাস বলে অদ্ভুত কথা
বড়ই বিসম কথা।
এ সব কাহিনী দশমে না পাবে
অনহু পুরাণে জাতা ॥

'দশমে' অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই কাহিনী নাই, তবে কোথায় আছে? না—অনহু পুরাণে, অর্থাৎ অন্য পুরাণে আছে। চণ্ডীদাস ফাঁকি দিবার লোক নহেন, 'অনহুঁ পুরাণে জাতা' বলিয়া তিনি কথাটা চাপা দিয়া যাইবার লোক নহেন। দশম পদের গোড়ায় তিনি বলিতেছেন,—

সির্দ্ধপুরাণে বাসের বর্ণ্নে
এ সব কাহিনী আছে।
শ্রীভাগবতে না পাবে বেকতে
এ কথা কহিব পাছে ॥

কবি "পাছে" এ কথা আরও খুলিয়া কহিয়াছেন কি না, এ খণ্ডিত পুথি হইতে তাহা বলিবার উপায় নাই; কিন্তু কবির কৃপায় আমরা ব্যাসোক্ত 'সিদ্ধপুরাণে'র অস্তিত্ব-সংবাদ পাইতেছি এবং তদুক্ত অন্ততঃ একটিও নবীন উপাখ্যানের পরিচয় পাইতেছি। এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিসংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ন্যায় চণ্ডীদাসোক্ত এই 'সিদ্ধপুরাণ'খানিকে কাহারও মাচার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলে, ব্যাসের কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আর একটি সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং দুনিয়াতেও এক অশ্রুতনাম অভিনব পুরাণের অস্তিত্ব জাহির হইবে।

তাহার পর ব্রহ্মা ও শিব নিকটে আসিলে হরিই পৃথিবীকে দেখাইয়া কংসের অত্যাচার বর্ণনা করিলেন। এইখানে পুথিতে একটি চমৎকার বানান-রহস্য আছে। "ভাল হৈল দুহে আইলে অেথাতে।" এখানে 'এথাতে' লেখা হইয়াছে অ-তে ে-কার যোগ করিয়া। হাতের

লেখা পুথিতে অনেক উদ্ভট উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার বানান দেখা যায়, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশৃঙ্খল বানান-বিকার আর দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর নারায়ণ বলিয়া দিলেন,—

পুরুব কাহিনী　　　　অবতার বেদ
সেই হল্য অভিপ্রায়।

অর্থাৎ নারায়ণ বেদের পূর্ব্বকাহিনী অনুসারে অবতার হইবেন, স্থির হইল এবং কিরূপে লীলা হইবে, তাহারও গ্রন্থসম্মত নজীর ধরিয়া দিলেন,—

সেই সে নিখিল　　　　পুরাণ কথন
দশম আক্ষ্যান রীতে।
দিভুজ মুরুলি　　　　বদনে সদনে
করিব ব্রজের ভিতে॥

অতএব ঠিক হইয়া গেল, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিধান লইয়া নারায়ণ কৃষ্ণ অবতারের কার্য্য ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর—

ব্রহ্ম হর আদি　　　　দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক কায়।

এই বলিয়া দ্বাদশ গোপালের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর একটি নূতন ব্যবস্থা করা হইল।—ত্রয়োদশ পদের প্রথমেই আছে,—

প্রভুর নিশ্বাসে　　　　রূপসি জন্মিল
তাহার সুনহ বানি।
দেব সুরপুরে　　　　পুষ্পমাল্য গন্ধে
বরন করিল আনি॥
দেব সুলপানি　　　　আনি চক্রপানি
থাপিল তাহার হাথে।
ইহার পোসন　　　　করিবে জতন
দিলাম তোমার হাথে॥
জখন সপ্তম　　　　বালক ধরিব
সেই সে অসুর কংস।
মায়ের বেদন　　　　বড় উপজিব
করিব বালক ধ্বংশ॥
এ সব আগেতে　　　　উৎপাত হইব
অষ্টম গর্ভের কালে।

এই সে রূপসি কাত্যাঅনি নাম
জন্মিল নন্দের ঘরে ॥
জসোদা উদরে জন্মিব সাদরে
ভাণ্ডিব কংসেরে দিয়া।
আমারে লইব বসুদেব পিতা
রাখিব তথাই নঅ্যা ॥
গোকুলে রাখিব নন্দের ভুবনে
ভবানি আনিব ইথে।
এই শব হব অষ্টম গর্ব্ভেতে
কহিল পুরুব রিতে ॥
গোলক ইশ্বর এ কথা কহিআ
ভব বিরিঞ্চির আগে।
ব্রজগোপকুলে সুখে জন্ম গিয়া
জাইব পর্ব্বতভাগে ॥
চণ্ডিদাস বলে দৈবকী ওোদরে
জন্মিব গোলক হরি।
অষ্টম গর্ব্ভেতে প্রভু ভগবান্
রাসলিলা অবতারি ॥ ১৩ ॥

এতক্ষণে সিদ্ধপুরাণোক্ত বিষ্ণু-নিশ্বাসজাতা সুন্দরীর প্রয়োজন যে কি, তাহা বুঝা গেল। এই পদের 'দৈবকী ওোদরে' পদে—অ-তে ো-কার দিয়া উদর স্থলে 'ওদর' বানান করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ পদে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর ১৪।১৫।১৬ ও ১৭ পদে কংসভয়ে নন্দালয়ে পুত্র রাখিবার পরামর্শ। সপ্তদশ পদে বসুদেব বলিতেছেন,—

দৈবকী দেখিআ বসুদেব কহে
সুন্যাছি পুরাণ কথা।

* * * *

এবং অন্যত্র—

সুন্যাছি পুরাণে ব্যাসের বচনে ইত্যাদি—

অর্থাৎ ব্যাসোক্ত কৃষ্ণজন্মের বিবরণ রাম না হইতে রামায়ণের মত স্বয়ং কৃষ্ণের বাপ-মাও পূর্ব্বেই শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কবির কৃপায় তাহার সহিত যেন রেওয়া মিলাইয়া লইতেছেন! তাহার পর উনবিংশ পদ পর্য্যন্ত স্তব-স্তুতি, যমুনা-যাত্রা ও যমুনার তরঙ্গে উত্তরণ প্রভৃতি—শিশুপতনের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে। উনবিংশ পদে দুটি নূতন শব্দ পাইয়াছি,—

(১) "চৌদিকে সতনা জাইব কেমনে"—অর্থাৎ সতনা অর্থে প্রহরী।

(২) "দ্বারের তসলা আপনি খসিল"—তসলা অর্থে বন্ধন, না অর্গল, না তালা? এই দুইটি শব্দ ধরিয়া কবির মাতৃভূমি কেহ ঠিক করিতে পারিবেন কি?

তাহার পর ২০।২১।২২।২৩ পদে কৃষ্ণের ভগবতী স্মরণ, তাঁহার শিবারূপে পথপ্রদর্শন, যমুনা-স্তুতি, যমুনায় শিশু পতন, বসুদেবের খেদ ও শিশুর পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ২৪।২৫ পদে শিশুলাভে নন্দ-যশোদা ভাগ্য বলিয়া মানিতেছেন ও শিব-বরে এমন ছেলে পাইয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ২৬ সংখ্যক পদে বসুদেব নন্দকে কংসের চরের হাত হইতে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া রাতারাতি চলিয়া আসিতেছেন,—এইটা নূতন কথা। সমস্ত পুরাণে আছে, বসুদেব নন্দ-যশোদার অজ্ঞাতে পুত্র রাখিয়া কন্যা লইয়া আসেন, আর সেই জন্যই নন্দ-যশোদার কৃষ্ণে পুত্র-বুদ্ধিও অকৃত্রিম হইতে পারিয়াছিল। কবি চণ্ডীদাস এই পদটি লিখিয়া আসলে গলদ করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানেও বসুদেব নন্দকে "আর দেব বাক্য, সেই হব সাক্ষ্য, পুরবকাহিনী আছে" বলিয়া নন্দকে বন্ধু-পুত্রপালনে এবং নিজ কন্যা শত্রুহস্তে মরিবার জন্য দান করিতে সম্মত করিলেন—ইহা আরও নূতন ও বিস্ময়কর কথা। পুরাণের দোহাই দিয়া এমন করিয়া পুরাণ উল্‌টাইতে কোন বৈষ্ণব লীলালেখককে ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ২৭ পদে কংস কন্যাজন্মের সংবাদ পাইলেন। অষ্টাবিংশ পদে মহামায়ার অভিশাপ, উনত্রিংশ পদে গোকুল নগরে গত দিবসে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহা আনিবার জন্য কংসের দূত নিয়োগ বর্ণিত আছে। এই পদে,—

কালি নিশাকালে একটি ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে॥
ঘানা ঘোনা সুনি না দেখি নআনে
গোচর করিলাম তোএ।

এখানে "ঘানা ঘোনা" অর্থে "কাণাকাণি" বটে, কিন্তু কোন্ দেশের কথা? ইতিপূর্ব্বে পঞ্চদশ পদে আমরা পাইয়াছি,—

এমত ছাআলে রাখিবার তরে
অনেক ভাবন করে॥
এই কানঘোনা পাইছে বেদনা
দুহার জাতনা দেখি।

এই পদের এই 'কানঘোনা' শব্দের অর্থ ঐ কাণাঘুষার মত কাণে কাণে পরামর্শ। এখন 'কানঘোনা' ও 'ঘানা ঘোনা' একই দেশের একই অর্থপ্রকাশক দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ, না এক অন্যের বিকৃতিজাত? তারপর ৩০।৩১ পদে নন্দের শিশুহত্যার পরামর্শ বর্ণিত হইয়াছে। ৩২।৩৩।৩৪।৩৫ পদে নন্দোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ৩৬।৩৭ পদে শিশুপ্রশংসা ও ৩৮ পদে শিশু-দর্শনে শিবাগমন বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি পদে শিশুর ক্রন্দন থামাইবার জন্য

যশোদা সন্ন্যাসী দেখিয়া শিবকে ঝাড়ফুঁক করিতে বলিতেছেন, বাও-বাতাস না লাগে, তজ্জন্য ঔষধ বাঁধিয়া দিতে হাতে পায়ে ধরাধরি করিতেছেন, শিব বিষ্ণুনামমালা পড়িয়া শিশু-রক্ষা মন্ত্র পড়িতেছেন, ইত্যাদি বর্ণনা আছে। ইহাও নূতন কথা,—হিন্দুস্থানের নন্দোৎসবে এইটি একটি বিশেষ ঘটনা। ভাগবতে ইহার কোন উল্লেখ নাই বা আর কোন বাঙ্গালী কবিকেও ইহা বর্ণনা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কবিও সে কথা ৪৬ সংখ্যক পদে আমাদের বলিয়া দিতেছেন, যথা,—

এ কথা কহিল আগম পুরাণে
নিখিল ব্যাসের সুত্র।
অষ্টদশ গন্থ কনখানে আছে
ফুটকে কহিবে * * ॥
* * বৈবর্ত্তে লিখন পুরাণে
নবম অধ্যায়ে পাবে।
মহাদেব জুগি আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ দরশন লোভে ॥
* * * এ লিঙ্গপুরাণে
লেখিআছেন ব্যাসবরে।
লিঙ্গের পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সরে ॥
* * * কৃষ্ণ দরশন
আইলা জে সুলপাণি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
জে কথা কহিল আমি ॥
দশমে * * * * ব্যাস
ভাগবতে কেনে নাহি।
অন্য উপদেশ কহিয়ে এ সব
আগে জে কহিল তাহি ॥
দশমে * * নহে দরশন
অন্য উপদেশ বানি।
চণ্ডিদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥

তাহার পর ৪৮ সংখ্যক পদে শিব যশোদাকে কৃষ্ণাবতার-রহস্য-কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া শিশুকে সাবধানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

তাহার পর ৪৯।৫০ পদে কবি নিজ ভাষায় "বৃন্দাবন-রস, রস আস্বাদিতে, জন্মিল গোলক হরি"—এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহার পর ৫১ পদ হইতে পুনরায়—

এবে কহি সুন বাল্যলিলা কিছু
শ্রবণ পরসি সুন।
চণ্ডিদাস কহে রসলিলা সার
সংসারে নাহিক হেন ॥

ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর কয়েকটি পদে চাণূর-মুষ্টিক প্রেরণ ও নন্দের ঘোষযাত্রা বর্ণিত আছে। ঘোষযাত্রার শেষে কবি কংসালয়ে নন্দ-বসুদেবের মিলন ঘটাইয়া বসুদেবকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

কহে বসুদেব সুন নন্দঘোষ
বালক দিআছি তোহে।
বুঝিয়া জাকর তোমারে সপিসু
কি করে আমার মোহে ॥
বংশ রক্ষ্যা জদি পারহ রাখিতে
তবে সে বড়াই বড়।
ইহাকে অধিক আর কি বলিব
তোমারে কহিল দড় ॥

তারপর পুতনা প্রেরণ ও পুতনা-বধ-বর্ণনায় ৬০ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। ৬১ সংখ্যক পদে গোকুলবাসীর বিস্ময় বর্ণিত আছে। ৬২ সংখ্যক পদের আরম্ভ এইরূপ,—

রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগল
সন্দেহ হইলা মনে ।
সুনহ গোসাঞী ব্যাসের নন্দন
পুছিএ তোমার স্থানে ॥

এমন করিয়া কথাবন্ধ কিন্তু এ পুথির আর কোন পদে নাই, পুথির আরম্ভেও নাই। এই যে অতর্কিত ভাগবতানুসরণ, ইহা পদাবলীবন্ধ পুথির উপযোগী নহে। ইহা যেন মাহাত্ম্য বা মঙ্গল-গ্রন্থ লিখিবার রীতি। হঠাৎ এমনটা কেন হইল, কিছু বুঝা যায় না। পরে আর ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই পর্য্যন্ত বিবরণ এ পুথিতে আছে। পুথিখানির বিশেষত্ব,—পুথিখানিতে 'ষ' ও 'ণ' মোটেই ব্যবহৃত হয় নাই। দীর্ঘ উকারযুক্ত শব্দ মোটে নাই। কেবল র-এ উ বা উকার-যোগে সর্ব্বত্র 'রূ'-রূপই লিখিত হইয়াছে। দীর্ঘ ঈকারযুক্ত শব্দ অতি সামান্য। 'স'-দ্বারা সমস্ত শ-এর কাজ চালান হইয়াছে। দুএক স্থানে শ-কে দেখা যায়। 'য়' মাঝে মাঝে অতি বিরলভাবে

চোখে পড়ে, কিন্তু 'অ' ও 'য়'—উভয়ের স্থানেই অ-কারের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায়। রেফের প্রয়োগে যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়; উর্ত্তম, বির্ত্তান্ত, ভির্ন আছে, আবার 'তপফলাজিত', 'ধন্ম' 'কন্ম' ইত্যাদিও আছে। অ-কারে ে-কার যোগ, ে া-কার যোগ অনেক দেখা যায়। এইটিই এ পুথির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। কোথাও 'ছাওয়াল' বা 'ছাবাল' নাই—সর্ব্বত্র 'ছাআল' আছে। 'বলিয়া' 'করিয়া' আছে, 'বল্যা' 'কর্যা' নাই, কিন্তু 'পাঞ্যা', 'হঞ্যা' আছে। 'পাইলাম' 'করিলাম' আছে, 'পাইলাঙ' 'করিলাঙ' নাই। 'বলিআ' 'করিআ' আছে, আবার 'লইঞা' 'পাইঞা' 'ধরিঞা'ও আছে। 'হঞা' 'পাঞা' 'লঞা' ইত্যাদিও আছে।

পুথিখানির বিবরণ এই পর্য্যন্ত। অতঃপর কবি ও কবির সময় সম্বন্ধে দু কথা বলিতে হইবে। গ্রন্থখানি রাগ-রাগিণীযুক্ত পদাবলীতে লেখা এবং গ্রন্থকারের নাম চণ্ডীদাস শুনিলেই, বিদ্যাপতির সমসাময়িক, বাশুলী-সেবক, রজকী রামীর সাধক নায়ক, কবিরাজ বড়ু চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে; কিন্তু আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুও সাহস হয় না। চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত সুপরিচিত পদাবলীগুলি ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্ব্বে আর দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একখানির পরিচয় দিয়াছেন, চট্টগ্রামের মুনশী আবদুল করিম। সে গ্রন্থখানির নাম—"রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।" নরোত্তমের নামযুক্ত রাধার 'মান-ভঙ্গের' ছন্দের ন্যায় ছন্দে সেখানি রচিত। এই গ্রন্থখানির বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার ৯ম ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যার (পুথির বিবরণের ৫৫ পৃষ্ঠায়) ৭৬ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকার ৫ম বর্ষে চণ্ডীদাসের "রাসলীলা"-বিষয়ক অনেকগুলি পদ ও 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' নামে কতকগুলি পদ ছাপা হইয়াছে। সেগুলি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী লইয়া 'গীতচিন্তামণি' নামে গ্রন্থ ছিল; কিন্তু সে পক্ষে এখনও কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পরিষৎ যেখানি শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছেন, সেখানি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেরই রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সে ঝঙ্কার নাই, সে সহজ সরল ললিত শব্দবিন্যাস নাই, সে মনোহর ভাবও নাই। এগুলিও সুরবদ্ধ পদ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীতে ভণিতায় "বাশুলী আদেশে", "বড়ু চণ্ডীদাসে ভাষে" প্রভৃতি পদবিন্যাস যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাঁহাকে এই জন্মলীলার "দীন চণ্ডীদাসে কহে" ভণিতার মধ্যে দেখা যায় না। 'কলঙ্কভঞ্জনে'র কবিও যে বাশুলী আদেশপ্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাস, তাহা এই গ্রন্থখানির প্রকাশে সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িল। কলঙ্কভঞ্জনের কবির কবিত্ব এবং কাব্য, জন্মলীলার কবির কবিত্ব ও কাব্য হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, জন্মলীলা চণ্ডীদাসের কবিত্ব-চেষ্টার প্রথমাবস্থার রচনা, কলঙ্কভঞ্জন মধ্যমাবস্থার রচনা এবং সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীগুলি তাঁহার পরিণত কবিত্ব স্ফূর্ত্তির

ফল। তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পদাবলী-সাহিত্যের সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় ২০শ ভাগ ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের নামে চণ্ডীদাসের রচনায় অনেক ভেল চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি ধরিবার উপায়ও তিনি কতক কতক বাহির করিয়াছেন। পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে সে সকল পরীক্ষার সুবিধা হইবে।

ভাষার যে নমুনা দিলাম, তাহাতে জন্মলীলার কবি চণ্ডীদাসকে কবিকঙ্কণের পাশাপাশি লইয়া গেলে অন্যায় হইবে না। পুথিখানিরও বয়স দেড় শত বর্ষের অধিক হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে যত ঘনিষ্ঠভাবে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় এবং উভয় শ্রেণীর পদাবলীতে রচনারীতি ও পদবিন্যাসের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায়, ততটা অন্য চণ্ডীদাসদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিন জন অথবা দুই জোড়া বা চারি জন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা*

বাঙ্গালা ভাষা মানভূমে কিছু "কোণ-ঠেসা" হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই বঙ্গভাষার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। জেলা পার হইয়া পশ্চিমে হিন্দি ও দক্ষিণে উড়িয়া মস্তক উন্নত করিয়াছে। তাহার উপর এখানে সাঁওতাল, ধাঙ্গর, খেড়িয়া প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বহু-সংখ্যায় বাস করে। অনার্য্য জাতির ভিতর আজিও অনেকে আপনাদের মধ্যে তাহাদের আদিম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণের ভিতর অনেকে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত ছত্রিশগড় রাজ্য হইতে আসিয়াছে। এই সকল প্রবাসিগণ আপন আপন জন্মস্থান হইতে ভাষার পৃথক্ পৃথক্ রীতি আনয়ন করিয়াছে। এই প্রকারে বিবিধ ভাষার ও বিভিন্ন রীতির চাপে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা এখানে কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া পড়িয়াছে।

মানভূমে ভাষার কোমলতার দিকে লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। নিয়ত ঠ-ঢ-বহুল মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার সংস্রবে থাকিয়া ভাষার কোমলতা সম্পাদন সম্বন্ধে লোকে কোন চেষ্টা করে না। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের ভাষা কতকটা মানভূমী ভাষার অনুরূপ। কিন্তু বাঁকুড়ায় কোমলতা সম্পাদন জন্য লোকে যে প্রকার আনুনাসিক-বাহুল্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এখানে তাহা নাই। এখানে লোকে যে প্রকার দৈহিক বলে বলীয়ান্, সেই প্রকার সবলে ভাষার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ভাষার উপর খ, ছ, প, ঠ, ঢ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ বা aspirateএর প্রাধান্য কিছু অধিক। এখানে যে কোন কথা উচ্চারণ করিতে হইলে লোকে তাহার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়া দীর্ঘ ও ঘোরাল শব্দ নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সুম্যক্ কথিত ভাষার উপর এই উপদ্রব নির্দ্দয়ভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে।

শ, ষ, সএর সম্যক্ উচ্চারণপার্থক্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই,—এখানেও নাই। তবে এখানে শ-মাত্রেরই উচ্চারণে কিছু অধিক পরিমাণে হিন্দির প্রাধান্য অনুভূত হইয়া থাকে। শ-বর্ণের উচ্চারণ কতকটা স্ বা ছ-বর্ণের মত, অথবা উভয় বর্ণের উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তী। কথিত ভাষায় তালু ও মূর্দ্ধা দন্তের নিকট পর্য্যন্ত।

অন্যান্য স্থানে যে প্রকার আকারান্ত শব্দের 'আ' স্থানে 'এ' সংযুক্ত করিয়া কোমলতা বিধান হয়, এখানে তাহা হয় না। বাঙ্গালার চিরপরিচিত 'আজ্ঞে' এখানে মস্তক উন্নত করিয়া আছে। যে কোন গ্রাম্য লোকের সহিত কথা কহিলে অসংখ্য 'আজ্ঞা'র প্রবাহ শ্রোতাকে প্লাবিত করিয়া দিবে। 'আজ্ঞা'র সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

---

* এই প্রবন্ধের কতকাংশ ইতিপূর্ব্বে "উর্ম্মিকা" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

শব্দান্তক 'ই' বা 'ইয়া' এখানে 'য্+আ' বা 'য্য'এ পরিণত হইয়াছে। 'মতি' এখানে লিখিত ভাষায় 'মত্যা' এবং কথিত ভাষায় 'মৎত্যা' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নিয়মানুসারে 'গড়িয়া', 'গড়্যা' এবং 'খেড়িয়া' 'খেড়্যা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষায় এই য্+আ অন্তক শব্দের সংখ্যা নিতান্ত প্রচুর। এই য্+আ বা 'য্য'এর উপদ্রব স্থলবিশেষে সাধারণ বাঙ্গালা বানানের নিয়মকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। র্+য্ সংযুক্ত হইলে 'র্য্য' হওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের রীতি। কিন্তু এখানে 'র‍্যা' ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু র্+য্+আ বর্ণের সংমিশ্রণে 'র্য্যা' হয় না। এ দেশে পিতলের কলসী বা ঘড়ার নাম 'গর‍্যা'। লিখিত ও কথিত উভয় ভাষাতেই এই 'গর‍্যার' দর্শন মিলিবে। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হইলে 'গর্য্যার' যে মূর্ত্তি হইবে, লোকে তাহা চিনিবে না।

'তুমি' শব্দের সম্বন্ধপদে 'তোমার' হওয়া উচিত। কিন্তু লোকে বলিবে ও লিখিবে 'তুমার'। তাহার পর বাঙ্গালার পরিচিত 'আইল' বা 'আ'ল' শব্দ এখানে 'আড়' হইয়া পড়িয়াছে। 'ল্' ও 'ড়্'এর এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

পদের প্রথম অক্ষরে 'ন' থাকিলে এখানে সাধারণতঃ ঐ 'ন' স্থানে 'ল' আগম হয়। এখানে 'নাগা' সন্ন্যাসী কেহ বলিবে না, তাহার পরিবর্ত্তে 'লাগা' কথার ব্যবহার করিবে। এই নিয়মানুসারে 'নয়' ক্রমশঃ 'লয়' ও 'নাতি' 'লাতি'তে পরিণত হইয়াছে।

এখানে লোকে কয়েকটি কথার অক্ষরগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রলা' স্থানে 'লরা', 'বাতাস' স্থানে 'বাসাত' ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'পুতিয়া দিলাম' এই বাক্য মানভূমী ভাষায় অনূদিত হইলে, 'তুপা দিলি' এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

'গিয়াছে' বা 'গেছে' শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে মানভূমের লোকে তাহার মধ্যভাগে একটি 'ল' সংযুক্ত করিয়া দিবে। 'রাম কলিকাতায় গিয়াছে', এই বাক্য স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইলে দাঁড়াইবে, 'রাম কল্‌কাত্তাকে গেল্‌ছে।'

'আছাড়' কথার পূর্ব্বে মানভূমে 'ক্' আগম হইয়া থাকে। 'আছাড়' এখানে 'কাছাড়' হইয়া গিয়াছে। 'আছাড় দিব' বলিতে হইলে লোকে বলিবে—'কাছাড়্যা দিব।'

ভবিষ্যৎকালে সমাপিকা ক্রিয়ার পর তৃতীয় পুরুষে বিকল্পে 'ক' প্রয়োগ সাধারণ বাঙ্গালা ভাষায় আছে। পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকে উক্ত প্রকার 'ক'এর দানসাগর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানভূমী বাঙ্গালার নিকট স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও হার মানিতে হইয়াছে। এখানে উপরোক্ত স্থলে একটিও 'ক'-বর্জ্জিত পদ ব্যবহৃত হয় না। 'হইবে', 'যাইবে', 'করিবে' ইত্যাদি পদ এখানে একেবারেই নাই। প্রত্যেক স্থলেই এখানে 'হইবেক', 'যাইবেক', 'করিবেক' ইত্যাদি পদের ব্যবহার প্রচলিত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কর্ম্ম ও সম্প্রদান-কারকে শব্দের পর 'কে' যোগ

হয়। কিন্তু মানভূমে গত্যর্থক ক্রিয়াপদের অধিকরণেও 'কে' যোগ হইয়া থাকে। 'ঘরে যাও', 'মাঠে চল', 'বাড়ীতে যাও' ইত্যাদি স্থানে এখানে লোকে বলিবে,—'ঘরকে যাও', 'মাঠকে চল', 'বাড়ীকে যাও' ইত্যাদি। এই প্রকার ব্যবহার কতকটা সংস্কৃত 'গৃহং গচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ।

উপরোক্ত প্রকার ব্যবহার ব্যতীত এখানে 'কে'র অপর একপ্রকার ব্যবহার আছে। যিনি মানভূমে না আসিয়াছেন, তিনি এই প্রকার ব্যবহারের কথা কল্পনায় আনিতে পারেন না। 'আনিবার জন্য', 'কিনিবার জন্য' ইত্যাদি বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে অসহায় 'কে' ব্যবহৃত হয় এবং 'কে' উপরোক্ত বাক্যাংশগুলির অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। 'কে'র এই প্রকার ব্যবহারকে স্থানীয় ভাষার একটি বিশেষ রীতি বা idiom বলা যাইতে পারে। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে এইপ্রকার ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল,—

সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা—	মানভূমের প্রচলিত ভাষা—
জল আনিতে যাও	জলকে যাও।
ঘাস কাটিতে গিয়াছে	ঘাসকে গেল্‌ছে।
মাছ ধরিতে যাইবে	মাছকে যাইবেক।
তামাক কিনিতে চল	তামুককে চল।

'যাব না', 'করিব না', 'আসিবে না', ইত্যাদি স্থলে 'না'র পর একটি 'ই' যোগ করা এখানকার রীতি। উক্তপ্রকার বাক্যাংশের পরিবর্ত্তে 'যাব নাই', 'করিব নাই', 'আসিবেক নাই' ইত্যাদি সাধারণতঃ মানভূমের চলিত রূপ। এই 'নাই' হিন্দি 'নেহি'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

'না' শব্দের অন্য একপ্রকার বিকৃতি বা রূপান্তর এখানে পরিলক্ষিত হয়। 'যাবি না?' 'করিবি না?' ইত্যাদি স্থানে মানভূমে বলিবে, 'যাভি নঃ?' 'করভি নঃ?' ইত্যাদি। 'না' শব্দের পরিবর্ত্তে জিজ্ঞাস্য স্থলে বিসর্গান্ত 'ন' শব্দের প্রয়োগ মানভূমের সাধারণ রীতি।

এইপ্রকার বিসর্গান্ত 'ন' অক্ষরের অনুকরণে আর একটি অক্ষরের উপর বিসর্গ যোগ করা হইয়া থাকে। এই অক্ষরটি 'ব'। পূর্ব্বাঞ্চলে স্নেহসহকারে যেরূপ স্থলে লোকে 'যা বাবা', 'খা বাবা' ইত্যাদি বলে, সেইরূপ স্থলে এখানে 'বাবা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপরোক্তপ্রকার স্থলে এখানে বলিবে,—'যা-বঃ' 'খা-বঃ' ইত্যাদি। 'বাবা' শব্দ এইপ্রকারে রূপান্তরিত হইলেও পিতাকে কেহ 'বঃ' বলিয়া সম্বোধন করে না। সেরূপ স্থলে 'বাবা' কদাচিৎ 'বাপহে', 'বাপুহে' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি আছে।

অনেক দিনের পর হঠাৎ কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্ময়পূর্ব্বক 'কি হে' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'কি হে, তুমি কখন্ এলে' প্রভৃতি বাক্যের ভিতর 'কি হে' শব্দ কতকটা নিরর্থক ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যবহৃত এই

নিরর্থক 'কি হে' শব্দের পরিবর্ত্তে এখানে সাধারণতঃ 'হৈঃ' শব্দের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। 'হৈঃ' শব্দও এ স্থলে নিরর্থক।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক মানভূমে আসিলে 'বটে' 'আজ্ঞা'র জ্বালায় বিব্রত হইয়া উঠেন। সম্মতিসূচক 'বটে' কথার ব্যবহার বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু মানভূমে 'বটে' শব্দের অসাধারণ প্রভুত্ব। এখানে 'বটে' শব্দ ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়। 'তিনি ভাল লোক', এ কথা বলিয়া মানভূমবাসী তৃপ্তি অনুভব করিবে না। তৎ-পরিবর্ত্তে লোকে বলিবে,—'তিনি ভাল লোক বটেন।' ক্রিয়াপদের বটের অর্থ কতকটা ভূ ধাতুর অনুরূপ। 'বটে' শব্দ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত ভূ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। বারাণসীর 'বটে' মানভূম পর্য্যন্ত আত্মপ্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে। নিরর্থক 'বটে', 'আজ্ঞা' বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কোন লোককে 'তোমার বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর পাইবেন,—'আমার বাড়ী মানভূম জেলা বটে, আজ্ঞা পাড়া পরগণা' ইত্যাদি।

'পারিব না' কথার চলন স্থানীয় লোকের মধ্যে এক প্রকার নাই বলিলে চলে। তৎ-পরিবর্ত্তে 'লার্‌ব' বলাই এখানকার রীতি। বাঁকুড়া জেলাতেও 'নার্‌ব' কথার বহুল ব্যবহার আছে। কিন্তু মানভূমের সীমায় পদার্পণ করিলেই 'ল' আত্মপ্রকাশ করিয়া 'লার্‌ব' পদের সৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালা পদ্যে 'নারিব' কথার চলন আছে। কিন্তু এখানে গদ্যে 'লার্‌ব' কথার বহুল প্রচলন।

'পাইলাম', 'গেলাম', 'ছিলাম', 'দেখিলাম' ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার স্থলে যথাক্রমে 'পালি', 'গেলি', 'ছিলি', 'দেখ্‌লি' ইত্যাদি মানভূমের প্রচলিত রূপ। এই প্রকার পরি-বর্ত্তনের কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখান সম্ভব নহে। প্রথম পুরুষে অতীত কালে সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ এই প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

এখানে Subjunctive moob এ অতীত কালে ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদ এক প্রকার নূতন রূপ গ্রহণ করে। এই প্রকার রূপ অন্যত্র কোথায়ও দেখা যায় না। এরূপ স্থলে 'পাইতাম', 'যাইতাম' ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে 'পাথি', 'যাথি' ইত্যাদি রূপ হয়। এই প্রকার ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালা রূপ—	মানভূমী রূপ—
যদি বিবাহ-বাড়ীতে আসিতাম ত কত খাইতাম	বিয়াঘরকে আস্‌থি ত কত খাথি।
যদি কলিকাতায় যাইতাম ত কত দেখিতাম	কল্‌কাত্তাকে যাথি ত কত দেখ্‌থি।
যদি বনে যাইতাম, তাহা হইলে কত পাখী মারিতাম	বন্‌কে যাথি ত কত পাখ্‌ মার্‌থি।
যদি দেশে রহিতাম ত কত রোজগার করিতাম	দেশ্‌কে রইথি ত কত রোজগার কর্‌থি।

এই প্রকার স্থলে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। বাক্যের গঠন দৃষ্টে লোকে অনায়াসে ঐ প্রকার অর্থ করিয়া লয়।

মানভূমী ভাষায় ণিজন্ত প্রকরণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও নূতন। 'যাওয়ান', 'খাওয়ান', 'দেওয়ান' ইত্যাদি স্থলে 'যাওয়া করান', 'খাওয়া করান', 'দেওয়া করান' ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়। 'কৃ' ধাতুর সাহায্যে কলেজের বালকেরা যে প্রকার সহজে সংস্কৃত লিখিতে অভ্যাস করে, সেই প্রকার 'কৃ' ধাতুর যোগে এখানে ণিজন্ত প্রকরণ সমাহিত হয়। এই প্রকার ণিজন্তের ব্যবহার বাঁকুড়া জেলাতেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদ হইতে মানভূমে অবাধে ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুস্তকে 'প্রভাতিল', 'বিলাপিল', 'কেলিছে', 'বিদায়ি' প্রভৃতি ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত অদ্যাপি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। মানভূমে যে প্রকার ক্রিয়াপদ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে বোধ হয়, অনেকে নিতান্ত বিস্মিত হইবেন। এখানে নিম্নোক্তরূপ ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ্য বা বিশেষণ-পদ	নিষ্পন্ন ক্রিয়া	অর্থ	উদাহরণ
বর্ষা	বর্ষাণ	বৃষ্টি হওয়া	আজ বড় বর্ষাচ্ছে।
বাস (গন্ধ)	বাসান	গন্ধ দেওয়া	ফুলটা খুভ্ বাসাচ্ছে।
গন্ধ	গঁধান	দুর্গন্ধ বাহির হওয়া	পুখুরের (পচা) জলটা গঁধাচ্ছে।
ধূপ (রৌদ্র)	ধূপান	রৌদ্র হওয়া	পাহাড়ের উপরকে বড় ধূপায়।
মেঘ	মেঘান	মেঘ হওয়া	আকাশটা টুকু (একটু) মেঘাচ্ছে।
বিকল	বিকলান	কাতর ভাবে চীৎকার করা	তুই ক্যানে বিক্লাচ্ছিস্।
জাড়	জাড়ান	শীত করা	আজ রাত্কে ভারি জাড়াবে।
ভিন্ন	ভিনান	ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়া	তারা তিন্টা ভাই ভিনাল।
মরণ	মরাণ	মারিয়া ফেলা	বাছাকে মরাব।
চিকণ	চিকনাণ	চিকণ করা	ঘর্টা খুভ্ ভাল করে চিক্নাবি।
বাঘ	বাঘান	বাঘে ধরা	কাঁদ্নাকে (একজনের নাম) বাঘাল।

ইত্যাদি—

পূর্ব্বাঞ্চলের লোক মানভূমে আসিলে তাঁহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কতকগুলি কথার ব্যবহার করিতে হইবে। একবার লেখকের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভাষার উৎপাতে কিছু বিপন্ন হইয়াছিলেন। এক দিন এক বৃদ্ধ লোক একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যোপলক্ষে ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। ভদ্রলোকটি নিতান্ত বিনয়ী ও শিষ্টালাপী। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোক বালিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এটি কি তোমার মেয়ে?' বৃদ্ধ এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া রাগে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিল। শেষে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল,—"আপনি একটা হাকিম বটেন, আপনি এই ছাঁটাকে বল আমার মাইয়া; এটা আমার বিটি বটে নঃ?" অর্থাৎ আপনি একজন

সম্ভ্রান্ত লোক ; আপনি এই ছেলেটাকে আমার 'মাইয়া' বলিলেন ; এটা আমার কন্তা নহে কি ? ভদ্রলোক ত ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অপরাধ বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, 'মাইয়া' শব্দের অর্থ 'কন্তা' নহে, 'স্ত্রী', তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক এ দেশের ভাষায় 'মেয়ে' বলিয়া কোন কথা নাই। 'মাইয়া' কথার ব্যবহার আছে। পরন্তু 'মাইয়া' কথার অর্থ স্ত্রী। ভাষার এ প্রকার অর্থগত বৈষম্য সময়বিশেষে বিপদের কারণ হওয়া অসম্ভব নহে।

এখানে বাজার করিতে গেলে একটি বিশেষ কথা জানিয়া রাখিবার প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় চারি টাকা মণ হইতে কোন জিনিষ পাঁচ টাকা মণে উঠিলে ঐ জিনিষের "দাম বাড়িয়াছে" বলে। আবার জিনিষের দাম পাঁচ টাকা মণ হইতে চারি টাকা মণে নামিলে "দর কমিয়াছে" বলে। কিন্তু মানভূমে তাহার ঠিক বিপরীত। এখানে প্রথমোক্ত স্থলে বলিবে "দর কমিয়াছে" ও শেষোক্ত স্থলে বলিবে "দাম বাড়িয়াছে।" কোন জিনিষের চারি টাকা মণ হইলে, এক টাকায় দশ সের পাওয়া যাইবে। আবার পাঁচ টাকা মণ হইলে, এক টাকায় আট সের পাওয়া যায়। এই প্রকারে এক টাকায় যে পরিমাণে কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণের কম-বেশী দেখিয়া জিনিষের দাম কম বা বেশী হওয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এক টাকায় বিক্রীত জিনিষের কম-বেশীকে এখানে দামের কম-বেশী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এ প্রকার কম-বেশীর হিসাব অন্যান্য স্থানে পরিচিত নহে।

এই প্রকারে মানভূমের প্রচলিত বাক্যাবলী, তাহার অর্থ ও ব্যাকরণের সম্যক্ নিয়মাবলী সংগৃহীত হইলে, তাহাতে ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ অনেক নূতন নিয়মের পরিচয় পাইবেন।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

[গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক]

৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এক অংশ ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে।[১] পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যাতে তল্লিখিত গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক পরিভাষা প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়[২], ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৩], শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত[৪] ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] মহাশয়গণ ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকাতে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত একখানি অপ্রকাশিত জ্যামিতিক পরিভাষা আছে। যে সমস্ত স্থলে পরলোকগত বসু মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষার সহিত পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সাদৃশ্য আছে, তাহাদের উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে। এই সাদৃশ্য প্রকাশার্থ যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Added—পিণ্ডিত ; মিশ্রিত।

Addendum—ক্ষেপ।

Addition—মিশ্রণ। বিশ্লেষ, সঙ্কলিত, সঙ্কলন, যুক্তি (হ)।

Additive quantity (the least root with reference to)—লঘুমূল।

Aether—খ, অক্ষর

Algebra—বীজগণিত, বীজ। বীজ (হ)।

Alligation (medial)—সুবর্ণগণিত। সুবর্ণগণিত (হ)।

Altitude তুঙ্গ। উন্নতাংশ, উন্নতি (যো) উন্নতি (হ)।

Amplitude (degree of)—অগ্রভাগ।

Amplitude (sine of)—অগ্রজ্যা। অগ্রা (যো)।

Amplitude (sun's)—অগ্র।

Analysis—বীজ। বিশ্লেষ-সাধন (নি)।

Angle—কোণ, দ্বিভুজ, অগ্র, আর।

Angular—সাগ্র। চাপাত্মক বা চাপীয় (ম)।

Anomalistic equation of a planet—মন্দফল।

Anomaly—মন্দ। কেন্দ্র (যো)।

Anomaly (argument of)—মন্দকেন্দ্র।

Assimilation (in arithmetic)—জাতি।

" (of the difference)—বিশেষ জাতি ; বিশ্লেষ জাতি।

(১) সা—প—প—১৭শ ভাগ পৃঃ ১৩১-১৩৩।
(২) সা—প—প—২য় ভাগ পৃঃ ১২৭-১৪০।
(৩) সা—প—প—২য় ভাগ পৃঃ ৩১২-৩২৩।
(৪) সা—প—প—১ম ভাগ পৃঃ ১৪১-১৪৭ ২য় ভাগ পৃঃ ১৬-১৯।
(৫) সা—প—প—৬ষ্ঠ ভাগ পৃঃ ২৪০-২৫১ ও ২০শ ভাগ পৃঃ ১৭-২৩।

Assimilation (of the remainder)—
শেষজাতি।

Apex (of the orbit of a planet)—উচ্চ

Aphelion—তুঙ্গ। মন্দোচ্চ (ভৌমাদির) (যো ও ম ও হ)।

Apogee—উচ্চ। মন্দোচ্চ (রবি, চন্দ্র) (যো ও ম) অপপার্থিব (ম)।

Apparent—স্ফুট।

Apsis (higher)—দ্বিতীয় কেন্দ্র ; মন্দোচ্চ।

Aquarius (sign)—আপ্য, কুম্ভ, ঘট।

Arc—চাপ ; ধনু। চাপ ; ধনু (হ)।

Area (abstract or precise)—স্ফুটফল।

„ (of a circle)—ফল।

Arcturus—স্বাতি।

Argument (of an equation)—কেন্দ্র।

Arithmetic—অঙ্কবিদ্যা, গণতা, গণন, পাটীগণিত, পরিপাটী।

„ (eight rules of)—পরিকর্ম্মাষ্টক।

Arithmetician—পিণ্ডিল।

Arm of a triangle—ভুজ।

Ascension (oblique)—লগ্ন। স্বদেশোদয় (যো)।

Ascensional diffrence—চরজ্যা, লগ্নভুজ। চর, চরার্দ্ধ (যো)।

Assimilation of fraction—ভাগজাতি।

Asterism—গগনেচর, নক্ষত্র।

Astrologer—জ্যোতির্ব্বিদ্, ভস্থচক, মৌহূর্ত্ত।

Astronomical science—কেরলী, খগোলবিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র।

Atmosphere—অম্বর, আষ্ট্র, ঊর্দ্ধবর্ত্ম, ঘনাশ্রয়।

Atom—কারণকারণ, পরমাণু।

Barter (rule of)—ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক।

Base (of any figure in geometry)—
ভূমি, মহী। ভূ, কু (হ)।

Base of a triangle (segment of the)—
অবাধা। অববাধা, আবাধা (হ)।

Beam (Sun or Moon)—কর।

Billion—নিখর্ব্ব।

Billions (ten)—পদ্ম। মহাপদ্ম (হ)।

Binomial—দ্বিপদ।

Body (heavenly) of a secondary kind—উপগ্রহ।

Bracket—কোষ।

Breadth—পরিণাহ ; আয়াম।

Bulk—পোল।

Cancer—কর্কট।

Canopus—অগস্ত্য। অগস্ত্য (ম)।

Capricornus—আকোকের।

Chord (of an arc)—একজ্যা, গুণ, জীবা, জ্যকা, জ্যা, দিজ্যা, জ্যাপিণ্ড।

Circle (Circumference of a great)—
ভাগন।

Circle (great)—পরিধি, মণ্ডল।

„ (Sector of a) বৃত্তখণ্ড।

„ (Segment of a) খণ্ডমণ্ডল, বৃত্তখণ্ড।

„ (signs of the)—রাশিচক্র।

„ (small)—দৃগ্গোল, দৃঙ্মণ্ডল।

Circumference—পরিবেষ্টন, পালি।
পরিধি (হ)।

Cloud (large black rainy)—
মহানাদ।

Cloud (rainy)—ঘনাঘন।

Co-efficient—বর্ণ, অঙ্ক (হ)।

„ (of any number) গুণ, প্রকৃতি

Co-efficient (the relation of the unknown number and its)—যাবৎ তাবৎ।

Colatitude of a place—লম্ব।

Combination of like series (in calculation)—তুল্যভাবন।

Common measure (leaving no)—নিচ্ছেদ, নিরপবর্ত্ত।

Commutation—শীঘ্রকেন্দ্র।

Compass—কর্কট।

„ (intermediate points of a)—বিদিশ্, দিক্।

Complement (of an arc to 90°)—কোটি। অনুপূরক (অ)। পূরক (নি)।

Composition—ভাবন।

„ by the difference of products—বিশেষভাবনা।

Computation (arithmetical)—পরিকর্ম্ম।

Concave—উত্তান।

Cone—সূচি। সূচি (যো) সূচীখাত (হ)।

Conjunction of the earth and moon—মহাকল্প।

„ (grand period of general)—কল্প।

„ (planetary)—সঙ্গম। গ্রহযুতি, গ্রহযুদ্ধ (যো)।

„ (of a planet with the moon)—ক্রান্ত।

„ (of the sun and moon)=বিমর্দ্দন; কেন্দ্রসঙ্গম। দর্শ (যো)।

Constellation=ধিষ্ণ্য; কক্ষ। নক্ষত্র (যো)। রাশি ও উপরাশি (ম)।

Constellation containing two stars of which one is Δ Sagitarus, first of the two constellations each called Ashasha—পূর্ব্বাষাঢ়া।

Constellation figured by an arrow containing 3 stars one of which is γ Cancer—তিষ্য।

Constellation containing 3 stars one of which is γ Orionis—অগ্রহায়ণী; মৃগশির।

Constellation comprising 4 stars apparently α β, γ, Δ, Delphici and signed by a drum—ধনিষ্ঠা।

Constellation containing 100 stars one of which is Δ Aquarii—শতভিষা।

Constellation represented by three foot steps containing three stars α, β γ, Aquilae—শ্রবণা।

Constellation as signed by a hand containing 5 stars—হস্তা।

Constellation comprising 3 stars of which one is α Scorpionis—জ্যেষ্ঠা।

Constellation represented by a conch (containing 2 stars one of which is γ Leonis)—পূর্ব্বফল্গুনী।

Constellation (Pleiades)—কৃত্তিকা।

Constellation containing five stars, figured by house apparently α, β, μ μ, and i Leonis—মঘা।

Constellation containing 32 stars figured by a tub or one of stars of γ Piscium figured by a wheel, carriage and contains five stars α, β, γ, Δ, ω Taurus—রেবতী

Constellation containing four stars in the shape of festoon, the stars are supposed to be α, β, γ, Libra and V Scorpionis—রাধা।

Convex—ন্যুব্জ।

Cosine (of an angle)—কোটিজ্যা, ভুজজ্যা।

'Coversed sine—কোটিউৎক্রমজ্যা, ভুজোৎক্রমজ্যা।

Curve—কুটি। রেখা (নি)।

Cycle—চক্র, কালচক্র। চক্র (যো)।

Cycle of 60 years—বৃহস্পতিচক্র।

Day (of full moon) ইন্দুমতী।

Day natural, i.e. from sun rise to sun rise—সাবন।

Day (of a new moon) তিথিক্ষয়।

Day (lunar) কর্ম্মবাটী, তিথি। চান্দ্র দিন, তিথি (যো)।

Day (24th part of a)—হোরা।

Declination—অপম। অপক্রান্তি (যো)

Declination (of a planet)—স্ফুটক্রান্তি। স্ফুটক্রান্তি (যো)।

Declination (of a point in the ecliptic) —ক্রান্তিভাগ।

Declination (planets sine of) ক্রমজ্যা।

Declination (sine of the) ক্রান্তিজ্যা, ক্রমজ্যা।

Demand (in arithmetic the sum sought) ইচ্ছক।

Demonstration (in arithmetic or geometry) উপপত্তি। সাধন, প্রমাণ, পরীক্ষা (নি)। উপপত্তি (হ)।

Denominator of a fraction—ছেদ, হর।

Dependance of a larger number on smaller in a progressive series—তারতম্য।

Depth (in measurement)—বেধ, বেধন।

Depth (mean)—সমবেধ।

Dew—খজল, খবাষ্প, নীহার।

Diagonal—কর্ণ। শ্রুতি (নি)।

Diagram—ক্ষেত্র।

Diameter (of the circle of the sun or moon)—বিষ্কম্ভ, বিস্তার, ব্যাস।

" (increase of the) বৃদ্ধি।

Deferent—কক্ষ।

Digit (or $\frac{1}{12}$th part of any dimension) —অঙ্গুল।

Disc (of the earth in computing eclipse)—সূচি।

Digit (of the moon)—ইন্দুকলা, ইন্দুদল, ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা।

Disc (of the moon)—ইন্দুমণ্ডল।

Disc (of the sun)—আবেশন, প্রতিসূর্য্যক, মণ্ডল।

Disc (of the sun or moon) উপসূর্য্যক, পরিধি, পরিবেশ, মণ্ডল, ঠ।

Dividend—ভাজ্য।

Divisible—ভাজ্য।

Division—ভাগ, হর, ভাজন, হরক, হরণ। ভাগহার, হরণ (হ)।

Division—(by a common measure) অপবর্ত্তন।

Divisor—ছেদ, ভাগক, হর, হারক, হার।

Dodecagonal figure—দ্বাদশাস্রি।

Earth—ক্ষিতিমণ্ডল। ভূগোল (হ)।

Earth (circumference of the)—ভূপরিধি। ভূপরিধি, ভূবেষ্টন (যো)।

Earth (surface of the) ইলাতল, ক্ষিতি পীঠ, ক্ষাতল।

Eclipse—রাহুগ্রাস। গ্রহণ, গ্রাস (যো)। গ্রহণ (হ)।

Eclipse (duration of the) স্থিতি। স্থিতি-কাল (যো)। স্থিতি (হ)।

Eclipses (sun's disc in computing) সূচি।

Eclipse (time from apparent conjuction to the end of) বিমর্দ্দার্দ্ধ।

Ecliptic—ক্রান্তি, ক্রান্তিকক্ষ, ক্রান্তিমণ্ডল। ক্রান্তিবৃত্ত, অপথমণ্ডল, অপবৃত্ত (যো)।

Eigth—পাদার্দ্ধ।

Elementary—আধিভৌতিক।

Elevation of a mountain—নগোচ্ছ্রায়।

Elimination—নাশ।

Entrance of the Sun into the Zodiac—উদ্গান।

Enumerating—গণন।

Equation—সমীকরণ, ফল। সমীকরণ (যো ও হ)।

Equation (a term in an)—খণ্ড।

Equation (of a degree)—আগু।

Equation of a planet (anomalistic)—ফল।

Equation (side of an, in a primary division)—পক্ষ। পক্ষ (হ)।

Equation (solar)—রবি ফল।

Equation (unilateral)—একবর্ণ সমীকরণ।

Equation (unknown quantities)—অব্যক্তসাম্য

Equator (arc of the)—লগ্ন।

Equator—(circumference of the terrestrial) স্বদেশ মধ্যপরিধি। নিরক্ষবৃত্ত, লঙ্কা (যো)।

Equatorial region—নিরক্ষ দেশ।

Equator (terrestrial)—নিরক্ষ। নিরক্ষ, ব্যক্ষ (হ)।

Equinoctial and solstitial points—অয়ন।

Equinootial line—ভূচক্র।

Equinoctial points—ক্রান্তিপাত। বিষুবৎ, বিষুব (হ)।

Equinoctial year—অয়নকাল।

Equinox—বিষুব, বিষুপ।

Equinox (autumnal)—তুলায়ন।

Equinox (autumnal, moment of the Sun's entering Libra)—জলবিষুব।

Equinox (day of the)—বিষুবদিন।

Equinoxes (passage of sun to the next sign at the)—বিষুব সংক্রান্তি।

Equinox (precision of the)—ক্রান্তিপাতগতি। ক্রান্তিপাতগতি, অয়নচলন, অয়নাংশগতি (যো)।

Equinox (Vernal)—মহাবিষুব।

Extension—ঘন।

Figure (plane)—ক্ষেত্র।

Finite—আন্তবৎ। সীমাবদ্ধ (নি)।

Focal point—অগ্রাংশু, অগ্রকর।

Fog—তরস্ত।

Fraction—অংশ, ভিন্ন, ভাগ, রাশিভাগ। ভিন্ন (হ)।

Fractional—ভাগিক।

Fractional difference (reduction of)—বিশ্লেষ জাতি।

Fraction (multiplication of)—ভিন্ন গুণন।

" (cube of a)—ভিন্নঘন।

" (division of)—ভিন্নব্যাহর।

" (square of a)—ভিন্নবর্গ।

" (subtraction of)—ভিন্নব্যবকলন।

" (addition of)—ভিন্নসঙ্কলন।

Friction—অপঘট্টন।

Frost—হৈমাগ্নি, ধূম, খজল, নীহার।

Fullmoon—পূর্ণেন্দু।

Full moon (day of)—পূর্ণমাসী, পূর্ণিমা।

Gemini (a constellation) জিতুম। মিথুন (হ)।

Geometry—রেখাগণিত। জ্যামিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব (অ) ক্ষেত্রব্যবহার (হ)।

Gibbous—খণ্ডমণ্ডল। কুবৃত্ত, ন্যূনবৃত্ত (য)।

Globe—ইলাগোল, পরিমণ্ডল।

Globe (celestial or terrestrial)—গোল।

Globe (terrestrial)—ভূগোল।

Gnomon—কীল। কীলক, শঙ্কু, নর, (যো)।

Gnomon (midday shadow of the)—পলভা, বিষুবছায়া, বিষমছায়া। অক্ষভা, বিষুবচ্ছায়া, পলভা (যো)।

Gnomon (shadow of the)—ভা। বিষুবদ্‌ভা, পলভা (যো)।

Hail—ইড়াচর, ঘনোজ্জল, পয়োঘন।

Heavenly body—জ্যোতিষ্ক। জ্যোতিঃ (হ)

Halo—অংশুমালা। পরিবেষ (যো)।

Heptagon—সপ্তাস্র। সপ্তভুজ (নি)।

Hexagon—ষট্‌কোণ। ষড়্‌ভুজ (নি)।

Hoarfrost—খজল, খবাষ্প, তুষারকণা।

Horizon (sensible) অম্বরান্ত, চক্রবাল, চক্রপাল, মণ্ডল, দিগন্ত। ক্ষিতিজ, কুজবৃত্ত, ক্ষিতিবৃত্ত, কুবৃত্ত, হরিজ (যো)। ক্ষিতিজ (হ)।

Horizontal line—তির্য্যমার্গ।

Hundred (bearing interest per)—শতিক।

Hurricane—ঝড়ানিল।

Hypotenuse—অক্ষকর্ণ। কর্ণ, শ্রুতি (হ)।

Hypotenuse of a right-angled triangle (formed between the gnomon and the two sides of the shadow) —বিষমকর্ণ।

Hypotenuse (of triangle)—কর্ণ।

Icicle—তুষারকণা।

Index—কূটক।

Index of the power—ঘাতমাপ।

Interest (compound)—চক্রবৃদ্ধি।

Inversion (rule for)—ব্যস্তবিধি, বিলোম-ক্রিয়া, বিলোমবিধি।

Involution—ঘাতক্রিয়া।

Isoscelis triangle—দ্বিসম ত্রিভুজ। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (দি)। দ্বিসম-ত্রিভুজ (হ)।

Latitude (argument of the)—অক্ষকর্ণ, পতনকেন্দ্র। বিক্ষেপকেন্দ্র (যো)।

Latitudes (celestial)—বিক্ষেপ। শর, বিক্ষেপ, ক্ষেপ, অস্পষ্ট শর (যো)।

Latitude (having no)—নিরক্ষ। ব্যক্ষদেশ (যো)।

Latitude of a planet—পতন।

Latitude (sine or cosine of)—লম্বজ্যা।

Latitude (terrestrial)—অক্ষ। অক্ষ (হ)।

Lens (crystal)—অর্কাশ্মন্, সূর্য্যকান্ত।

Leonis α—ধ্রুব

Leo (sign) আরণ্যরাশি।

Lightning—চিলমীলিকা, অচিরদ্যুতি।

Linchpin—অক্ষাগ্রপিলক।

Line (curved)—ধনুর্মার্গ।

Lines which form an angle—দ্বিভুজ।

Longitude (celestial)—ধ্রুবক। গ্রহ, খেট, ভুক্তি, রাশ্যাংশাদি, অপবৃত্তাংশ (যো)।

Longitude (difference of)—দেশান্তর।

Longitude of a planet reckoned from the vernal equinoctial point—শায়ন।

Lunar asterism—নক্ষত্রচক্র।

Lunar—কর্ম্মবাটী।

Lunar month—চান্দ্রমাস।

Lunation—উত্তরকাল।

Magnitude—পোল। আয়তি (দি)।

Mathematical determination or ascertainment—ব্যবহার।

Matter (elementary)—কারণ।

Mean (in astronomy)—মধ্য, মধ্যম।

Measure (common)—অপবর্ত্ত।

Meridian (first)—নিরক্ষদেশ।

Mean motion—মধ্যমগতি।

Measure in general—মান, পরিমাপক।

Measure (mean)—সমমিতি।

Measuring by—নির্বর্ত্তন।

Meniscus—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

Meteor—উল্কা, কন্দুক, খোক।

Milkyway—নাগবীথী।

Million—নিযুত, প্রযুত। প্রযুত (হ)।

Million (one hundreth thousand)—মহাশঙ্খ। নিখর্ব (হ)।

Million (one thousand)—মহাশঙ্খ। অব্জ, পদ্ম (হ)।

Minus—ঋণ, ক্ষয়।

Mirage—মরীচিকা।

Month (intercalary)—অধিমাস।

Month (reckoned from one new moon to another)—মুখ্য। মুখ্য চান্দ্রমাস (হ)।

Month (of thirty solar days)—সাবন।

Moon—ওষধীপতি, ওষধীপ। ইন্দু, অনুষ্ণাংশু, শীতাংশু, শীতদীধিতি (হ)।

Moon (a digit of the) in shadow—কলঙ্ককলা।

Moon beam—পূর্ণানক।

Moon (false)—চন্দ্রাভাস।

Moon (full)—রাকা। পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী (হ)।

Moon (new)—মাসপ্রমিত। অমাবাস্যা (হ)।

Moon (sphere or orb of the)—চন্দ্রগোল, চন্দ্রমণ্ডল।

Moonlight—চন্দ্রগোলিকা,চন্দ্রশালা,চন্দ্রাতপ।

Motion (rotatory)—চক্রাবর্ত্ত।

Multiplicant—গুণনীয়। গুণ্য (হ)।

Multiplication—অভ্যাস, গুণন, পূরণ। গুণন, হনন, প্রত্যুৎপন্ন (হ)।

Multiplication (cross)—বজ্রবধ, বজ্রাভ্যাস।

Multiplied—পিণ্ডিত, প্রত্যুৎপন্ন।

Multiplier—গুণক, পূরক, প্রবৃত্তি। গুণক (হ)।

Multiplying (a mode of)—পাটসন্ধি।

Node (ascending)—উপপ্লব, রাহু, উপরক্ত, উপরাগ, কৃষ্ণবর্ত্ম, গ্রহ। পাত (বো)। পাত (হ)।

Node (descending)—অবচ, আহিক, কেতু। সবড়ভপাত (বো)।

Node (of planet's orbit)—পাত।

Numeral—সঙ্খ্যা।

Number (any one of a set whose sum is required)—পদ।

Number—রাশি। রাশি (হ)।

Number (entire)—রূপ। রূপ (হ)।

Numeration—সঙ্খ্যাতা, সঙ্খ্যান।

Numerator (of a fraction)—অংশ, ভোগ, লব, বিভাগ।

New moon (day preceding that of the)—সিনীবালী।

Oblong—আয়ত।

Obtuse angular—বহির্লম্ব।

Octagon—অষ্টাশ্র। অষ্টভুজ (নি)।

Occultation of a star—সমাগম। অস্তগমন (বো, ম)।

Odd (in number)—বিষম।

Orb—মণ্ডল।

Orbit (of a planet)—কক্ষ। কক্ষাবৃত্ত (বো)। কক্ষা (হ)।

Orion (stars in the head of)—চান্দ্রমস, ইন্বল।

Parallelopiped—দ্বাদশাশ্র।

Pentagon—পঞ্চকোণ। পঞ্চভুজ (নি)।

Planet—খগ, খেট, গ্রহ, ভ।

Planet distance of a—ধ্রুব।

Planet (minor)—উপগ্রহ।

Planets (daily position of)—পাদচার।

Planets' orbit (inclination to the ecliptic of the) পরমাপম।

Planet (true distance of a, from the earth)—চলকর্ণ।

Planisphere—খগোল।

Plus—ধন।

Point of the compass (intermediate) প্রদিশ।

Point (moveable in the heavens)—গ্রহ।

Polar star—উত্তানপাদজ, গ্রহাধার, নক্ষত্রনেমি, জ্যোতিরথ, দ্যুতিকর।

Pole (north)—ধ্রুব। মেরু, সুমেরু (বো)।

Pole (of any great circle)—ধ্রুব।

Pole (south)—কুমেরু। বড়বা, কুমেরু (বো)।

Principal—ধনমূল, প্রয়োগ, সাধক। মূল (হ)।

Product (of a sum in multiplication)—ঘাত, প্রত্যুৎপন্ন।

Progression (arithmetical)—অনুপাত
Proportion—অনুপাত।
Quadrant of a circle—পাদ, বৃত্তপাদ।
Quadrant (twenty-fourth part of a) —পিণ্ড।
Quantities (from their difference or that of their squares finding of) —বিষমকর্ম্ম।
Quantity—গোল।
Quantity (additive)—ক্ষেপক।
Quantity (affirmative)—ধন।
Quantity (arithmetical or algebraical) রাশি।
Quantity (assumed in algebra)—উদ্বর্ত্তক।
Quantity (discrete or distinct)—রূপ।
Quantity (given)—দৃষ্ট।
Quantity (infinte)—অনন্তরাশি। অনন্তরাশি (হ)।
Quantity (irrational) করণ।
Quantity (known)—রূপ, ব্যক্তরাশি। রূপ (হ)।
Quantity (one unknown)—একবর্ণ, অব্যক্ত রাশি। অব্যক্ত, যাবৎ-তাবৎ (হ)।
Quantity (negative)—ঋণ। ঋণ, ক্ষয় (হ)
Quantity (subtractive)—বিশুদ্ধি।
Quantity (such that a given number being multiplied by it and the product added to a given quantity the sum may be divisible without remainder by a given divisor)—কুট্টক।
Questions (enumeration of the, in an arithmetical or algebraical sum)—আলাপ।
Quotient—আপ্ত, ফল।
Quotient (completing a)—নিয়।
Radian—অংশুমৎ।
Radius of the equator—ভূকর্ণ।
Rainbow—ইন্দ্রায়ুধ।
Ray (of light)—অংশু, উপধৃতি, কিরণ, ঘৃণি।
Ray (pencil of)—অংশুজাল, করজাল।
Rays (of the rising sun)—বালাতপ।
Rectangular—আয়ত।
Reflected—ছায়াময়।
Reflected image—ছায়া।
Reflected light—প্রতিভা।
Reflection—আভাস, নিশাসন, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিফল, প্রতিফলন। মূর্চ্ছন (যো ও ম)। প্রতিফলন (অ)।
Remainder—অন্তর, উত্তর, শেষ।
Revolution (of a celestial body)—ভ্রমণ। ভ্রম, ভ্রমণ, পর্য্যায়, পরিবর্ত্তন (যো)। ভগন (হ)।
Right angled triangle (one of the sides of a)—ভুজকোটি।
Right ascension—লগ্নভুজ।
Rotundity—পরিমণ্ডলতা।
Rule of inversion—বিলোমক্রিয়া, বিলোমবিধি, ব্যস্তবিধি।
Rule (of supposition)—ইষ্টকর্ম্ম।
Rule of three—ত্রৈরাশিক। ত্রৈরাশিক (হ)।

Rule of three (direct)—ক্রমত্রৈরাশিক, সমত্রৈরাশিক।

Rule of three (inverse)—বিলোম-ত্রৈরাশিক। ব্যস্তত্রৈরাশিক (হ)।

Sagittarius (the constellation)—মৌক্ষিক। ধনুঃ (হ)।

Saturn—আদিত্যসূনু। অর্কজ, আর্কি, শনৈশ্চর, মন্দ (হ)।

Scalene triangle—বিষমভুজ। বিষমবাহু-ত্রিভুজ (অ)। বিষম ত্রিভুজ (হ)।

Scorpio (sign)—কৌর্পা।

Second (of a degree)—বিকলা।

Section (in geometry)—মার্গ।

Sector of a circle—বৃত্তখণ্ড। বৃত্ত-চ্ছেদক (অ)।

Segment (of the base of triangle)—অবধ, অবাধ।

Series (last term of a)—পদ।

Shadow (of a gnomon specially as indicative of the position of the sun)—ছায়া।

Side (of any angular geometrical figure)—বাহু।

Side (of a triangle, square etc)—দোস্। বাহু, ভুজ (নি)।

Sign (rising of a)—লগ্ন।

Sign of the Zodiac—রাশি। রাশি, ভ, গৃহ, ভবন (বো)।

Sine of 30° or of the radius—একজ্যা।

Snow—ঘবাষ্প, তুষার।

Solar process for all astronomical computations—বাক্য।

Solid (contents of)—ঘনফল।

Solid (in geometry)—ঘন।

Solstice (northern or summer)—উত্তরায়ন।

Solstice (southern or autumnal)—দক্ষিণায়ন।

Space—দিগন্তর।

Sphere—গোল। বর্তুল (নি)। গোল (হ)।

Sphere (celestial)—আকাশমণ্ডল।

Sphere (incomplete)—খণ্ডমণ্ডল।

Spherics—গোলাধ্যায়।

Square—চতুরস্র, চতুষ্কোণ, চতুষ্টয়। সম-চতুরস্র, সমচতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র (অ)।

Square number—বর্গ।

Square of a cube—বর্গঘন।

Square root—বর্গমূল। বর্গমূল, বর্গপদ (হ)।

Square (side of a)—পার্শ্ব।

Star—ঋক্ষ, কক্ষ, তারা, ভ।

Star (falling)—কেতু, ধূমকেতু।

Substitution of a value (in arithmetic)—উত্থাপন। উত্থাপন (হ)।

Subtraction—পতন, ব্যবকলন, শোধন। ব্যবকলিত, ব্যবকলন, শোধন (হ)।

Subtrahend—শোধক। শোধক (হ)।

Sum—যোগ।

Sum (in arithmetic)—পিণ্ড।

Summed either by arithmetic or algebra—রাশিগত।

Sum sought—ইচ্ছক।

Sun and moon (a period of time during which the sum of the motions of the, amounts to one

নক্ষত্র, the mean duration of which 23 hours 47′ 44″)—যোগ।

Sun's entering Aries (moment of)—মহাবিষুব।

Sunset (place or time of)—সায়মণ্ডন।

Sun's entrance into a new sign—তত্ত্ব।

„ into a zodiacal sign moment of লগ্ন।

Sun (setting)—আসন্ন।

Sun (quarter to which the sun is proceeding)—প্রধূপিত।

Sun (southern course of the)—বিসর্গ।

Sun (true or apparent motion of the—স্ফুটসূর্য্যগতি।

Superficies—পৃষ্ঠ, ধরাতল।

Superficial (contents of any figure) —পৃষ্ঠফল।

Surd—করণ। করণী (হ)।

Table (astronomical)—পতাকা।

Taurus (constellation)—তাবুরি।

Tetragon—চতুষ্কোণ।

Thunder cloud—আনক।

Time (reckoned from full moon to full moon)—উদয়কাল।

Transposition—তুল্যশুদ্ধি। সমশোধন, তুল্যশুদ্ধি (হ)।

Trapezium—বিষমচতুরস্র। বিষমচতুর্ভুজ (অ)। সমানলম্বচতুর্ভুজ (হ)।

Triangle—ত্রিকোণ, ত্রিপুটক, ত্রিভুজ।

Triangle (apex or summit of)—বদন।

Triangle (formed by the three sides of a trapezium produced to the point of meeting)—সূচি।

Triangle (opposite side of)—উচ্চ।

Triangle (upright side of)—উচ্ছ্রয়, কোটি।

Trinomial (in arithmetic)—ত্রিপদ।

Tropics (space within the)—ক্রান্তি-বলয়। রবিকাষ্ঠা প্রদেশ (যো)। অয়নান্ত-বৃত্ত (য)।

Twilight—ব্রহ্মভুক্তি। সন্ধ্যা (যো)।

Typhoon—ঝঞ্ঝানিল।

Undulation—উর্ম্মিমত্তা।

Ursa major—সপ্তর্ষি। সপ্তর্ষি, চিত্রশিখণ্ডী (য)। সপ্তর্ষি (হ)।

Ursi minoris—উত্তানপাদ।

Water (a sudden rush of which the source is unknown)—গণ্ডশিকা।

Wind (southerly)—মলয়ানিল।

Zenith distance—নত, নতভাগ, নতাংশ। নতাংশ (যো)।

Zodiac—রাশিচক্র, জ্যোতিশ্চক্র, ভগণ। রাশিচক্র, ভ-চক্র, ভগণ (যো)।

Zodiac (rising of the sign of)—হোরা।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৩১শে শ্রাবণ, ১৩২০, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" বিপিনচন্দ্র পাল
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহকারী সম্পাদকগণ

উপযুক্ত সংখ্যক লোকাভাবে সভাধিবেশন হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে পরে এই সভার পুনরধিবেশন হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১লা ভাদ্র, ১৩২০, ১৭ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম্ এ মহাশয়ের "তর্কের পরিভাষা", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের "ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয়ের "চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ"। ৬। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও কালনায় পরিষৎ-শাখাস্থাপন-সংবাদ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
" গৌরহরি সেন
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায়
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে প্রবোধবাবু সভাপতির আসন ত্যাগ করেন।

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ উকীল, কালনা।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার মুন্সী মধুপুর, মাজিদা, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীপৃথ্বীনাথ বসু মুন্সী জমীদার, কাইগ্রাম, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু ৫৮ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত ৭৬।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু অধ্যাপক টি, এন জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায় ১৯ সুকিয়াস লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	শ্রীনলিনীনাথ সেন Court Sub Inspector, আলিপুর (সার্কুলার রোড)।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭০ সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বিএল্ ২।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৺গোপাললাল শীলের ষ্টেটের ম্যানেজার, ৯০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএল্ ৩।৩ রামধন মিত্রের লেন।
"	"	শ্রীবরদাপ্রসাদ সেন ৪৯ কাঁসারীপাড়া রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল্ ছোট আদালতের উকীল।
”	”	শ্রীচারুচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্‌এ কুটিঘাটা, বরাহনগর।
”	”	শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ ট্রান্‌স্লেটর অব্‌ দি রাইটার্স বিল্ডিং।
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	রায় বাহাদুর ডাঃ আর, পি, বাগচি, এম, ডি Medical Advisor, the Balwanto Rajput H. E. School, Agra.
”	”	শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বিএ Second master B. R. H. E. School, Agra.
”	”	শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বি এ Asst. master B. R. H. E. School, Agra.
”	”	শ্রীক্ষুদিরাম সেন বিশ্বাস কবিরাজ বোধখানা, অমৃতবাজার।
”	”	শ্রীদ্বিজবর সেন বিশ্বাস কবিরাজ মহাদেবপুর, যশোহর।
”	”	শ্রীঅঘোরনাথ দাস, বোধখানা।
”	”	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী Hd. master. H. E. School, Gatipara, Benapole, Jessore.
”	”	শ্রীপার্ব্বতীচরণ বিশ্বাস, বেনাপোল, যশোহর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	”	শ্রীবসন্তকুমার রায় তেঘরী, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	”	শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীদ্বিসাম্পতি চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাটোয়া।
”	”	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সাহা, ঐ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	”	শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ এম্‌এ অধ্যাপক, এ এম কলেজ, ময়মনসিংহ।
		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এমএ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু বি এস সি অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এমএ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্‌এ, বিএল অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীরজনীকান্ত দত্ত এম্‌এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	এন, এন, ঘোষ এমএ, বিএল অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে এমএ, বিএস সি অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএল ৫৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	গুণালঙ্কার মহাস্থবির, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-সভা, ৫৭।১ হ্যারিসন রোড।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়	১। মা ও ছেলে
" বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	২। আকিঞ্চন (কবিতা)
" রামনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন	৩। সানুবাদ স্মৃতিসন্দর্ভ
" দিলীপকুমার রায়	৪। পরপারে
	৫। মেবার-পতন
	৬। চন্দ্রগুপ্ত
	৭। নুরজাহান
	৮। সাজাহান
	৯। দুর্গাদাস

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়	১০। পাষাণী
	১১। আনন্দ-বিদায়
	১২। পুনর্জ্জন্ম
	১৩। সোরাব-রুস্তাম
	১৪। সীতা
	১৫। কল্কি অবতার
	১৬। প্রায়শ্চিত্ত
	১৭। তারাবাই
	১৮। বিরহ
	১৯। আষাঢ়ে (গল্প)
	২০। হাসির গান
	২১। আলেখ্য (কবিতা)
	২২। ত্রিবেণী
	২৩। একঘরে
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌এ	২৪। নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ	২৫। বানান-সমস্যা
	২৬। অনুপ্রাস
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২৭। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুমঃ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ
„ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	২৯। প্রাণপ্রতিমা (কবিতা)
„ নকড়ি রায়গুপ্ত	৩০। শান্তি-গীতা (সানুবাদ)
„ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১। জীবন-সংগ্রাম
	৩২। ভবরামের উইল
„ শীতলচন্দ্র রায়	৩৩। যোগশিক্ষা-সোপান (১ম খণ্ড)
	৩৪। জাতিমিত্র (২য় ভাগ)
	৩৫। শ্রীরাম-বনবাস কাব্য (খণ্ডিত)
	৩৬। Selections from Subjects of English and Bengali Language by the Calcutta University for Examination of 1864.
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএল	৩৭। বন্দী
The Director, Geological Survey of India	৩৮। Memoirs of the G. S. of India Vol. 39. pt. 2.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-charge— Bengal Sectt. Book Depot.	৩৯। Administration Report of the Jails of Bengal for 1912.
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌এ	৪০। Sukra-Nitisara, Vol 13. pt. I &II.
Superintendent Govt. Printing, India	৪১। Statistics of British India, (Industrial) 1911-12. pt. I.
	৪২। ,, (Local Funds) pt. 8.
The Registrar— Calcutta University	৪৩। C. U. Calendar for 1913. pt. III.
Surveyor General of India	৪৪। General Report of the Survey of India for 1911-12.

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। গীতাবলী
	২। নিত্যবৃন্দাবন-রহস্য
	৩। বৈষ্ণবাভিধান
	৪। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
	৫। ব্রজমণ্ডল-বর্ণনা
	৬। সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বিএ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রদর্শন করিলেন এবং সভার পক্ষ হইতে প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১। ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি।

২। কোন দেবী-মূর্ত্তির ভগ্নাংশ। এক দিকের দুই হস্ত ও আর একটি বাহুমূল বর্ত্তমান। এক হস্তে ধনু, অপর হস্তে সম্ভবতঃ বজ্রঘণ্টা।

৩। পদ্মাসনে সমাসীন ধ্যানস্থ মূর্ত্তির নিম্নাংশ। পাদদেশে বৃষমূর্ত্তি। প্রধান মূর্ত্তির পরিধানে জানুদেশ পর্য্যন্ত ফুলকাটা বস্ত্র বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। বৃষের পশ্চাতে উপাসিকা মূর্ত্তি। বৃষের সম্মুখে নর্ত্তনশীল পুরুষমূর্ত্তি।

৪। কোন দেবমূর্ত্তির উপরিস্থ কীর্ত্তিমুখ।

৫। কোন দেবমূর্ত্তির পাদপীঠের ভগ্নাংশ। এ সম্বন্ধে অমৃতবাবু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অতঃপর প্রবন্ধ-পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় "ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, এম আর

এ এস মহাশয়-লিখিত "চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌এ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম্‌এ মহাশয়ের লিখিত "তর্কের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে, মাসিক অধিবেশনে পাঠ জন্ম নির্দ্ধারিত প্রত্যেক প্রবন্ধের সাধারণতঃ সার মর্ম্ম মাত্র পঠিত হইবে। সেই নিয়ম অনুসারে উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির সার মর্ম্ম মাত্র পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ ও শ্রোতৃবর্গ উভয়েরই প্রত্যেক প্রবন্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার সুবিধা হইয়াছে।

শেষ প্রবন্ধের আলোচনা হইয়াছিল। ঐ আলোচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করেন ;—শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মনোমোহন বাবু বলিলেন,—syllogism এর অনুবাদ 'ন্যায়' হইতে পারে না, 'অবয়ব' হওয়া উচিত। General termএর পারিভাষিক শব্দ 'সামান্য নাম' ঠিক হইয়াছে কি ? copulaর অর্থ বিশেষণ ভাব হওয়া উচিত, 'বিশেষ' অর্থ particularity, singular termএর অনুবাদ 'বিশেষ নাম' হইলে মানে হয় না। law of identity পারিভাষিক শব্দ 'তাদাত্ম্য' নিয়ম ঠিক হইয়াছে, কিন্তু বড়ই কটমট, একটা মোলায়েম শব্দ সৃষ্টি করিলে হইত। Logicএর অনুবাদ 'আন্বিক্ষিকী' ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

খগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বনমালী বাবু যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির সহিত তিনি পরিচিত নহেন। সংস্কৃত ও ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন, এইরূপ অনেকের মত। কিন্তু গার্ব্বের gaerbe মতে সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের অনেক কথা আরব্য ভাষার মধ্য দিয়া ইংরাজিতেও আসিয়াছে। পরে বহু সংস্কৃত শব্দের গৌণ অর্থ হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজিতে সেগুলি সেই ভাবে গৃহীত হয় নাই। তাঁহার মতে syllogismএর অর্থ 'ন্যায়' ঠিক হয় নাই। Logicএর পারিভাষিক শব্দ আন্বিক্ষিকী বড়ই কটমট হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বনমালী বাবু সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় শাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন। তিনি ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের আলোচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশীয় "অনুগম", "অবচ্ছেদক" প্রভৃতি শব্দের ইংরাজি তর্জ্জমা করিয়া দিলে বড় ভাল হইত। লজিক বলিতে ঠিক তর্কশাস্ত্র বুঝায় কি না ? তর্কশাস্ত্র বলিতে Evidence ও procedure আসে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও কালনায় শাখা-পরিষৎ স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের মাসিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ("ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মদিন উপলক্ষে বালক ভোজন